মহাভারতম্।

দ্রোণপর্ব্ব।

মহর্ষি-বেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীনীলকণ্ঠ বিরচিতয়া 'ভারতভাবদীপ' সমাখ্যয়া টীকয়ানুগতম্

প্রাচীনার্য্য-বিদ্যানুরাগিণঃ সুবিখ্যাত-চতুর্ধুরী-বংশাবতংসস্য

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দেব মহানুভাবস্য

অভ্যর্থনয়া

শ্রীযুক্ত শ্রীধর চূড়ামণি ভট্টাচার্য্যেণ অনুবাদিতম্

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যেণ

সংশোধিতং প্রকাশিতম্

সর্ব্বাংশ পর্য্যবেক্ষিতঞ্চ।

শ্রীরামপুর

আলফ্রেড্ যন্ত্রে

শ্রীঠাকুরদাস ঘোষালের যন্ত্রতোমুদ্রিতম্।

শকাব্দাঃ ১৮[illegible]।

মহাভারত।

দ্রোণপর্ব্ব।

দ্রোণাভিষেক প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! পাঞ্চাল্য শিখণ্ডী কর্ত্তৃক অপ্রতিম-সত্ত্ব অনুপম-বলবিক্রমশালী জ্যেষ্ঠপিতৃব্য দেবব্রত ভীষ্ম হত হইলে বীর্য্যবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বাষ্পাকুল-লোচনে কি রূপ চেষ্টা অবলম্বন করিলেন[১-২]। হে ভগবন্! তাঁহার পুত্র ও ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ দ্বারা মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া রাজ্য অভিলাষ করিয়াছিলেন[৩]; হে তপোধন! সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরের ধ্বজ স্বরূপ পি-

তামহ ভীষ্ম নিহত হইলে সেই কুরুরাজই বা কি চেষ্টা করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৪]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জনাধিপতি কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় চিন্তা ও শোকে সন্তপ্ত হইলেন; শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না[৫]। তিনি অনবরত দুঃখ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধাত্মা গবল্গন-নন্দন সঞ্জয় পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট আগমন করিলেন[৬]। অম্বিকা-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র নিশাকালে শিবির হইতে হস্তিনাপুরে সমাগত সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন[৭]। পুত্র-জয়াকাঙ্ক্ষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের পতন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথাকুল-চিত্তে আতুরের ন্যায় বিলাপ করত কহিলেন[৮], হে তাত! কাল-প্রেরিত কুরুগণ মহাত্মা ভীমপরাক্রম ভীষ্ম পতনে শোক-সন্তপ্ত হইয়া কি করিলেন[৯]? সেই দুরাধর্ষ শূর মহাত্মা ভীষ্ম নিহত হইলে তাঁহারা শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন[১০]? হে সঞ্জয়! মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সমুদ্ধত মহৎ সৈন্যগণ তখন ত্রিলোকীরও তীব্র ভয় উৎপাদন করিতে পারে[১১]। বীরগণ ভীষণ সমরে যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন না, দুর্য্যোধন সৈন্য মধ্যে এমন কোন্ মহারথ পুরুষ তথায় বিদ্যমান ছিলেন[১২]? হে সঞ্জয়! কুরুশ্রেষ্ঠ দেবব্রত নিহত হইলে সেই নৃপতি গণ যাহা করিলেন; তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর[১৩]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দেবব্রত নিহত হইলে আপনার পুত্র-গণ যাহা করিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, আপনি একমনা হইয়া আমার নিকট শ্রবণ করুন[১৪]। সত্যপরাক্রম ভীষ্ম নিহত হইলে আপনার পুত্রগণ পরাজয় জন্য দুঃখ চিন্তা এবং পাণ্ডবগণ ভাবি জয় চিন্তা করিতে লাগিলেন[১৫]। হে প্রজানাথ! উভয় দলে বিস্মিত ও

প্রহৃষ্ট হইলেন, ক্ষত্রধর্ম্মের নিন্দাও করিতে লাগিলেন, এবং অমিত তেজা মহাত্মা ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া নতপর্ব্ব শর দ্বারা উপধানের সহিত শয্যা কল্পনা করিয়া দিলেন[১৬-১৭]। তাঁহার রক্ষার বিধান করত তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক পরস্পর সম্ভাষণাদি করিয়া তাঁহার অনুমত্যনুসারে পুনরায় ক্রোধ-সংরক্ত-নয়নে পরস্পর দৃষ্টিপাত করত কাল-প্রেরিত হইয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন[১৮-১৯]। ত্বদীয় ও পাণ্ডব সৈন্যগণ তূর্য্য ও ভেরী-নিনাদের সহিত নির্গত হইতে লাগিল[২০]। হে রাজেন্দ্র! ভরত-শ্রেষ্ঠগণ সুরতরঙ্গিণী তনয় পতিত হইলে পর দিন ক্রোধের বশতাপন্ন ও কাল কর্ত্তৃক হতচিত্ত হইয়া মহাত্মা ভীষ্মের হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য করত শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক সত্বর নির্গত হইলেন[২১-২২]। আপনার এবং আপনার পুত্রের দুর্ম্মন্ত্রণা বশত শান্তনু-তনয়ের নিপাত হইলে সমস্ত রাজগণের সহিত কুরুগণ ভীষ্ম-বিহীন হইয়া শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে রক্ষক-হীন ছাগ ও মেষ-বৃন্দের ন্যায়, যেন মৃত্যু কর্ত্তৃক সমাহূত হওত সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইলেন[২৩-২৪]। ভরত-শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম পতিত হইলে কুরু-সেনা নক্ষত্র-শূন্য অন্তরীক্ষ, বায়ুশূন্য আকাশ, নষ্টশস্যা পৃথিবী, অসংস্কৃতা বাণী, বলিরাজ-শূন্য অসুর-সেনা, পতিবিহীনা স্ত্রী, শুষ্ক তোয়া তরঙ্গিণী, হতপতিকা বৃকাক্রান্তা হরিণী ও শরভাহতসিংহা মহতী গিরি-গুহার ন্যায় হইল[২৫-২৮]। লব্ধ-লক্ষ্য বলবান্ বীর পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সাতিশয় পীড়িতা সেই সকল কুরু-সেনা তৎকালে প্রবল বাতাহতা সমুদ্রগামিনী ভগ্না তরণির ন্যায় ব্যাকুলা ও ভীতা হইল। সেই দেবব্রত হীন সৈন্য মধ্যে সৈনিক নৃপতি গণ ত্রাসান্বিত এবং যেন পাতাল-নিমগ্ন হইল[২৯-৩১]। অনন্তর যে প্রকার গৃহস্থ ব্যক্তি বিদ্যা তপস্যা প্রদীপ্ত অতিথি প্রার্থনা করে, তাহার ন্যায় কুরুগণ সর্ব্ব শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ কর্ণকে স্মরণ করিলেন, কেন না কর্ণের পরাক্রম দেবব্রতের সদৃশ[৩২]। হে ভারত! যে প্রকার

আপদ্গ্রস্ত ব্যক্তির মন বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ তাঁহাদিগের মন কর্ণের প্রতি উপগত হইল, তাঁহারা কর্ণ কর্ণ বলিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন[৩৩], এবং কহিতে লাগিলেন, "মরণ ভয় রহিত সূতপুত্র রাধেয় কর্ণই আমাদিগের হিতকর; সেই মহাযশা কর্ণ অমাত্য বন্ধু পরিবৃত হইয়া দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই। তাঁহাকে অবিলম্বে আনয়ন কর।" যে নরপ্রধান মহাবাহু কর্ণ বল বিক্রমে মহারথগণ অপেক্ষা দ্বিগুণ, রথী ও অতিরথ সংখ্যায় অগ্রগণ্য ও শূরতম; যিনি যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্র সহও যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারেন; তাঁহাকে ভীষ্ম পূর্ব্বে সর্ব্ব ক্ষত্রিয় সমক্ষে বল বিক্রমশালী মহারথদিগের সঙ্খ্যা গণনাতে অর্দ্ধরথ মধ্যে গণনা করিয়াছিলেন[৩৫-৩৭]। তিনি সেই কোপ বশত গঙ্গা পুত্রকে কহিয়াছিলেন "হে কৌরব্য! তুমি জীবিত থাকিতে আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না[৩৮]। তুমি যদি মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে পার, তবে আমি দুর্য্যোধনের অনুমত্যনুসারে অরণ্যে গমন করিব[৩৯]। অথবা যদি পাণ্ডব কর্ত্তৃক তুমি হত হইয়া স্বর্গ গমন কর, তাহা হইলে আমি এক রথী হইয়াই, তুমি যাহাদিগকে মহারথ জ্ঞান করিতেছ, তাহাদিগের সকলকে নিহত করিব[৪০]।" মহাবাহু মহাযশা কর্ণ এই কথা বলিয়া আপনার পুত্রের অনুমত্যনুসারে দশ দিন যুদ্ধ করেন নাই[৪১]! হে ভারত! সমর বিক্রান্ত অপরিমিত-পরাক্রম ভীষ্ম সংগ্রামে পাণ্ডবগণের অনেক সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন[৪২]। সেই শূর সত্যসন্ধ মহাবল ভীষ্ম নিহত হইলে আপনার পুত্র গণ, যেমন পারার্থী গণ নৌকা আকাঙ্ক্ষী করে, সেই রূপ কর্ণকে স্মরণ করিলেন। আপনার পুত্রগণ ও সৈন্যগণ সমস্ত রাজগণের সহিত হা কর্ণ! বলিয়া ব্যাকুল চিত্ত হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন। "হে কর্ণ! এই তোমার যুদ্ধ সময় উপস্থিত হইয়াছে[৪৪]।" মহাবল যোধগণ সকলে মিলিত হইয়া তনুত্যাগে কৃতোৎসাহসূত

পুত্র রাধা নন্দনকে স্মরণ করত চীৎকার করিতে লাগিলেন[৪৫]। যেমন বিপদ্ কালে বন্ধুর প্রতি মন ধাবমান হয়, সেই রূপ পরশুরাম শিষ্য দুর্ব্বার-পৌরুষ কর্ণের প্রতি আমাদিগের মন এই হেতু ধাবমান হইল যে, যেমন গোবিন্দ মহাভয় হইতে দেবগণকে ত্রাণ করেন, সেই রূপ কর্ণ আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন[৪৬-৪৭]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় এই প্রকারে কর্ণের কথা পুনঃপুন কীর্ত্তন করিতেছেন, ঐ সময়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র আশীবিষবৎ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন[৪৮], ভীষ্ম নিহত হইলে তোমাদিগের মন যে তৎ কালে তনুত্যাগে কৃতোৎসাহ সূতপুত্র রাধানন্দনের প্রতি লগ্ন হইয়াছিল, তাহাতে সেই কর্ণকে তো দেখিতে পাইয়াছিলে? সেই সত্যপরাক্রম কর্ণ তো সংত্রস্ত আর্ত্ত সম্ভ্রান্ত বান্ধব ক্রন্দিত ত্রাণার্থীদিগের আশা মিথ্যা করেন নাই? সেই ধনুর্দ্ধরবর তো তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন? তিনি তো ভীষ্মের স্থান পূরণ করত শত্রুগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া আমার পুত্রগণের জয়াশা সফলা করিয়াছিলেন[৪৯-৫০]?

ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্নে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপ! অগাধ সাগরে ভগ্ন নৌকার ন্যায় ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন বিদিত হইয়া অতিরথ সূত-পুত্র কর্ণ আপনার পুত্রের সেনাদিগকে ব্যসন হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত সহোদরবৎ উপনীত হইলেন[১]। ধনুর্দ্ধরাগ্রণী অরিকর্ষণ কর্ণ পুরুষেন্দ্র অক্ষয় বীর মহারথ শান্তনুনন্দনকে নিপাতিত শ্রবণ করিয়া সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন[২]। রথিসত্তম ভীষ্ম শত্রু কর্ত্তৃক হত হইলে, যেমন

পিতা পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেই রূপ কর্ণ সত্বর হইয়া অর্ণব-নিমগ্ন নৌকার ন্যায় আপনার পুত্রের সেনাগণকে সন্তারণ করিতে কুরুগণ সমীপে সমাগত হইলেন[৩]। তিনি আসিয়া কহিতে লাগিলেন, যে প্রকার চন্দ্রে চিহ্ন চির কাল বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই রূপ যাঁহাতে ধৃতি, বুদ্ধি, পরাক্রম, সার, সত্য, স্মৃতি, সমস্ত বীর-গুণ, দিব্য অস্ত্র সকল, নম্রতা, প্রিয় বাক্য ও অসূয়া-রাহিত্য সর্ব্বদা ছিল, সেই কৃতজ্ঞ দ্বিজ-শত্রুঘাতক পরবীরহন্তা ভীষ্ম প্রশান্ত হওয়াতে আমি সমস্ত যোধগণকেই নিহত মনে করিতেছি[৪.৫]। ইহলোকে কর্ম্মের বিপাক বশত কোন পদার্থই কখন নিত্য স্থিতি করিতে পারে না ; যখন মহাব্রত দেবব্রত নিহত হইয়াছেন, তখন কোন্ ব্যক্তি অদ্য সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নিঃশঙ্ক হইয়া জীবিত থাকিতে পারে[৬]? হে মানবগণ! বসুপ্রভাব বসুবীর্য্য-সম্ভূত বসুন্ধরাধিপ ভীষ্ম যখন বসুলোকে গমন করিলেন, তখন তোমাদিগকে অর্থ, পুত্র, পৃথিবী, কুরুগণ ও এই সকল সেনাগণ নিমিত্ত শোক করিতে হইবে[৭]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহাপ্রভাব বরদ লোকেশ্বর অপরিমিত বল সম্পন্ন শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম নিপাতিত ও কুরু সৈন্যগণ পরাজিত হইলে কর্ণ পূর্ব্বোক্ত কথা বলিতে বলিতে সাতিশয় দুর্ম্মনা ও অশ্রুপূর্ণ-নয়ন হইলেন[৮]। হে রাজন্! কর্ণের এই রূপ বচন শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্রগণ ও সৈনিক পুরুষেরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৯]। অনন্তর মহাযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে রাজগণ স্ব স্ব সেনা নিনাদিত করিয়া সুসজ্জিত করিলে সর্ব্ব মহারথ-শ্রেষ্ঠ কর্ণ রথীশ্রেষ্ঠগণকে পুনর্ব্বার হর্ষজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন[১০], আমি এই অনিত্য সতত গমনশীল জগৎ চিন্তা করত অস্থিরই লক্ষ্য করিতেছি, তোমরা সকলে বর্ত্তমান থাকিতে অচল-তুল্য কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কি প্রকারে সমরে পাতিত হইলেন[১১]? ভূতলাশ্রিত প্রভাকরের ন্যায়

মহারথ শান্তনু-নন্দন নিপাতিত হওয়াতে, যেমন বৃক্ষগণ গিরিপ্রপাতন ক্ষম বায়ুকে সহ্য করিতে পারে না, সেই রূপ পার্থিবগণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহ্য করিতে অক্ষম[১২]। যেমন সেই মহাত্মা ভীষ্ম রণে কুরু সেনাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রূপ এক্ষণে সংগ্রামে আমাকে হতপ্রধান আর্ত্ত হতোৎসাহ অনাথ কুরু সৈন্য রক্ষা করিতে হইবে[১৩]। আমি আত্মাতে ঈদৃশ মহাভার সমাহিত করিয়া লইলাম, জগতের অনিত্যতা ও রণবীর ভীষ্ম নিপাতন নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধে ভয় কি হেতু করিব[১৪] আমি রণে পরিভ্রমণ করত শর সমূহ দ্বারা সেই কুরু-শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে যম-সদনে প্রেরণ করিয়া জগতে যশই পরম ধন এই ভাবিয়া অবস্থান করিব, অথবা তাহাদিগের দ্বারা যুদ্ধে নিপাতিত হইয়া শয়ন করিব[১৫]। যুধিষ্ঠির ধৈর্য্যশীল, বুদ্ধিমান্‌, ধার্ম্মিক ও সত্ত্ববান্‌; বৃকোদর শত মাতঙ্গ তুল্য বিক্রমশালী; যুবা অর্জ্জুন ইন্দ্র-তনয়; অতএব তাহাদিগের বল দেবতাদিগেরও সুজেয় নহে[১৬]। যে সমরে যমোপম নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দেবকী-নন্দন আছে[illegible] কাপুরুষ ব্যক্তি সেই সমরে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলে, যেমন প্রাণ[illegible] ধারী জীব মৃত্যুমুখ হইতে নিবৃত্ত হয় না, সেই রূপ কখনই তাহ[illegible] হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না[১৭]। মনস্বী ব্যক্তিরা বর্দ্ধিত তপস্যা[illegible] তপস্যা দ্বারা এবং বলকে বল দ্বারা বাধিত করিয়া থাকেন, অতএ[illegible] আমার মন নিশ্চয়ই বল দ্বারা শত্রু নিবারণে ও স্ব রক্ষণে কৃতনিশ্চ[illegible] হইতেছে[১৮]। হে সারথি! অদ্য সমরে গমন মাত্র শত্রু দিগের ব[illegible] প্রতিহত করিয়া তাহাদিগকে জয় করিব; এরূপ মিত্রদ্রোহ আমা[illegible] সহনীয় নহে। যে ব্যক্তি সৈন্য ভগ্ন হইলে মিলিত হইবেন, তিনি আমার মিত্র[১৯]। হয়, আমি এই সৎ পুরুষোচিত শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করিব না হয়, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের অনুগমন করিব। হয়, যুদ্ধে সমস্ত শত্রুগণকে নিপাত করিব; না হয়, তাহাদিগের দ্বারা হত

হইয়া বীর লোকে গমন করিব[২০]। হে সূত ! যখন ধার্ত্তরাষ্ট্রের পৌরুষ পরাভূত হইয়াছে, এবং স্ত্রী বালকগণ রোদন-পূর্ব্বক শব্দ করিতেছে, তখন আমার ইহা কর্ত্তব্য কার্য্যই জানিতেছি। অতএব অদ্য রাজার শত্রুগণকে পরাজিত করিব[২১]। এই ঘোর সমরে প্রাণ পণে কুরুগণকে রক্ষা ও পাণ্ডবগণকে ও অন্যান্য শত্রুদিগকে হনন করত দুর্য্যোধনকে রাজ্য দান করিব[২২]। হেমময় শুভ্র মণি রত্ন বিচিত্র কবচ, সূর্য্য প্রকাশ উষ্ণীষ, অনল, গরল ও ভুজঙ্গতুল্য শরাসন ও শর-সমূহ সজ্জিত করিয়া দাও[২৩]। ষোড়শ প্রকার তূণীর যোজনা কর ; দিব্য ধনুক সকল, অসি, শক্তি, গুর্ব্বী গদা ও স্বর্ণ বিচিত্র নাভিসমন্বিত শঙ্খ আহরণ কর[২৪]। আর এই স্বর্ণ-নির্ম্মিতা বিচিত্রা নাগকক্ষ্যা, ইন্দীবর-তুল্য দিব্য বিচিত্র ধ্বজ এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রে পরিষ্কৃত করিয়া সমরোপযুক্ত মনোহর গ্রথিত বিচিত্র মালা ও লাজ আনয়ন কর[২৫]। হে সূতপুত্র ! শুভ্র মেঘ-সঙ্কাশ, পুষ্ট, মন্ত্রপূত জলে স্নাত ও তপ্তকাঞ্চন ভূষণ সমন্বিত ও শীঘ্রগামী অশ্বগণকে শীঘ্র আনয়ন কর[২৬]। হেমমালাবনদ্ধ চন্দ্র সূর্য্যসন্নিভ রত্নে বিচিত্রিত যুদ্ধোপযুক্ত দ্রব্যে সমন্বিত সম্প্রহারোপপন্ন অশ্বে সংযোজিত উত্তম রথ সজ্জিত করিয়া আনয়ন কর[২৭]। বেগবান্ বিচিত্র চাপ, শত্রু সংহারোপ যোগী উত্তম জ্যা, শরপূর্ণ মহাতূণ সকল ও গাত্রাবরণ সজ্জিত করিয়া দাও[২৮]। হে বীর ! আর যাত্রিক শুভ সামগ্রী দধিপূর্ণ কাংস্য ও সুবর্ণ ঘট আনয়ন কর ; বাদ্যকরেরা মস্তকে মালাবন্ধন-পূর্ব্বক জয়-সুচক ভেরী বাদন করুক[২৯]। হে সূত ! যে স্থানে কিরীটী, বৃকোদর, ধর্ম্মপুত্র, নকুল ও সহদেব আছে, তথায় শীঘ্র রথ চালনা কর ; আমি যুদ্ধে সমাগত হইয়া তাহাদিগকে হনন করিব বা সেই শত্রুদিগের দ্বারা নিহত হইয়া ভীষ্মের সমভিব্যাহারী হইব[৩০]। যে স্থানে সত্যধৃতি রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, বাসুদেব, সাত্যকি ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান

করিতেছেন, আমি বোধ করি, তত্রস্থ সৈন্য সমুদায় রাজগণ কর্ত্তৃক অজেয়[৩১]। যদিও সর্ব্বহর সদা অপ্রমত্ত মৃত্যু, যুদ্ধ স্থলে সেই কিরীটী-কে অভিরক্ষণ করেন, তথাপি আমি তাহাকে যুদ্ধে নিপাত করিব; অথবা ভীষ্ম পথে যম সদনে গমন করিব[৩২]। সেই শূরগণের মধ্যে আমি অবশ্যই গমন করিব; কিন্তু তাহাতে আমি এই বলিতেছি, যাহারা মিত্রদ্রোহী পাপাত্মা এবং অল্প ভক্তি, তাহাদিগকে আমি সহায় চাহি না[৩৩]।

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণ সমৃদ্ধি-যুক্ত দৃঢ় সকূবর হেমপরিষ্কৃত পতা-কাবান্ বাতজব হয়যুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া জয় নিমিত্ত গমন করিলেন[৩৪]। সেই উগ্রধন্বা কর্ণ দেবগণ সংপূজ্যমান দেবেন্দ্রের ন্যায় মহাত্মা কুরুগণ কর্ত্তৃক সংপূজ্যমান হইয়া যে স্থানে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের অবসান হয়, তথায় গমন করিলেন[৩৫]। সেই অধিরথি মহা-রথ ধনুর্দ্ধর অগ্নিতেজা অমিতৌজা সূর্য্য-সঙ্কাশ কর্ণ কৃতমঙ্গলাচার হইয়া বরূথ সমন্বিত সধ্বজ সুবর্ণ মুক্তা মণি রত্ন-শোভিত সদশ্ব-যুক্ত হুতাশনপ্রভ মেঘস্বন স্বীয় শুভ রথে আরোহণ করিয়া বিমানস্থ সুর-রাজের ন্যায় বিরাজমান হইলেন[৩৬-৩৭]।

কর্ণ নির্যাণে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, অমিতৌজা সর্ব্ব ক্ষত্রিয়ান্তক গুরু মহাত্মা মহা-ধনুর্দ্ধর পিতামহ ভীষ্মকে মহাবাত শোষিত সমুদ্রের ন্যায় অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক দিব্যাস্ত্র দ্বারা পাতিত, শর শয্যা শায়িত, অতলস্পর্শ অপার সাগর পারেচ্ছু ব্যক্তিদিগের দ্বীপ স্বরূপ থাকিলেও তাঁহাকে যমুনা জল স্রোত স্বরূপ শর সমূহে পরিপ্লুত এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক ভূতল পাতিত অসহ্য মৈনাক পর্ব্বত, আকাশচ্যুত আদিত্য ও অচিন্ত্যনীয় পূর্ব্ব কা-লীন বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত ইন্দ্রবৎ নির্জ্জিত ও ধরণীতল পাতিত

অবলোকন করিয়া আপনার পুত্রগণের জয়াশা, বর্ম্ম ও শর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া গেল[১-৫]। মহারাজ! যুদ্ধে ভীষ্মের নিপাতনে সমুদায় সৈন্যেরই মোহ জন্মিল। কর্ণ রথারোহণে আগমন করিয়া সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরগণের চিহ্ন ও সর্ব্ব সৈন্যের শ্রেষ্ঠ আপনার জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য মহাব্রত পুরুষ-প্রবর ভীষ্মকে ধনঞ্জয় শরে পরিব্যাপ্ত ও বীর শয্যায় শায়িত সন্দর্শন করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং আর্ত্ত ও শোক মোহ পরিপ্লুত হইয়া বাষ্পাকুল-নয়নে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বন্দনা করত কহিতে লাগিলেন, হে ভারত! আপনার মঙ্গল হউক, আমি কর্ণ; আপনি আমার প্রতি পবিত্র বাক্য প্রয়োগ ও ক্ষেমকর নেত্রপাত করুন। বোধ করি, কেহ পুণ্যের ফল সম্যক্ ভোগ করিতে পায় না, যেহেতু আপনি ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ হইয়াও ভূতলে শয়ন করিয়াছেন। হে কুরুসত্তম! আমি এক্ষণে কুরুদিগের কোশ-সঞ্চয়, মন্ত্রণা, ব্যূহ রচনা ও অস্ত্র প্রয়োগ বিষয়ে কুশল এমন কোন বিশুদ্ধ বুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তিকে সহায় দেখিতেছি না, যে, কুরুগণকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে[৬-১২]? আপনি বহু বহু যোধগণকে বিনাশ করিয়া এক্ষণে পরলোকে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ ভূপাল! যেমন সংক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রগণ মৃগক্ষয় করে, সেইরূপ পাণ্ডবগণ অদ্যাবধি কুরুক্ষয় করিবেক। যেমন অসুরগণ বজ্রপাণি হইতে ভীত হয়, সেইরূপ অদ্য কুরুগণ গাণ্ডীব ঘোষের বীর্য্যজ্ঞ হইয়া সব্যসাচী অর্জ্জুন হইতে ত্রাসিত হইবেক। অদ্য অশনি-স্বন সদৃশ গাণ্ডীব মুক্ত শর সকলের শব্দ কুরু ও অন্যান্য পার্থিবগণকে ত্রাসিত করিবেক। হে বীর! যেমন সমিদ্ধ মহাজ্বাল অগ্নি বৃক্ষগণকে দহন করে, সেইরূপ অদ্য কিরীটীর বাণ-সকল ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে দগ্ধ করিবেক। অরণ্যে বায়ু ও অগ্নি একত্রিত হইয়া যে যে স্থানে বিচরণ করে, সেই সেই স্থলেই ভূরি ভূরি

তৃণ গুল্ম ও দ্রুমগণকে দহন করে। অর্জ্জুন সমুদ্ধত অগ্নি-তুল্য এবং বাসুদেব বায়ু তুল্য; ইহাতে সংশয় নাই, ইহারা উভয়ে মিলিত হইয়া অদ্য কুরু বন দগ্ধ করিবেন। হে নরসিংহ ভারত! পাঞ্চজন্য ও গাণ্ডীবের শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত কুরু-সৈন্যই ভয় প্রাপ্ত হইবেক। হে বীর! আপনা ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়েরা অমিত্রকর্ষী রথারূঢ় কপিধ্বজের রণ সমাগমে তাঁহার শব্দ সহ্য করিতে সক্ষম হইবেক না। মনীষীগণ যাঁহার দিব্য কর্ম্ম সকলের প্রশংসা করেন, আপনা ব্যতিরেকে কোন্ রাজা সেই অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়েন? মহাত্মা ত্র্যম্বকের সহিত ও নিবাত কবচাদির সহিত সংগ্রাম হইয়াছিল, যিনি সেই ত্র্যম্বক হইতে অপর সাধারণের দুর্লভ বর প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাকে মাধব রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আপনি দেব দানবপূজিত ক্ষত্রিয়ান্তকর ভীষণ রামকে রণে পরাজিত করিয়াছিলেন, আপনি তাদৃশ বীর্য্যশালী হইয়াও যাঁহাকে পূর্ব্বে জয় করিতে পারেন নাই, সেই পাণ্ডু-পুত্রের সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারিবে[১৩-২৪]? এক্ষণে যদি আপনি আমাকে অনুমতি করেন, তবে আমি অদ্য সেই দৃষ্টিবিষ সুঘোর শূর আশীবিষ-তুল্য রণ দক্ষ পাণ্ডবকে অস্ত্র বলে নিপাত করিতে সক্ষম হই[২৫]।

কর্ণ বাক্যে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, কুরু বৃদ্ধ পিতামহ, কর্ণের ঐ রূপ পুনঃপুন কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে দেশকালোচিত এইরূপ কথা কহিলেন[১], যেমন সমুদ্র সিন্ধু গণের, ভাস্কর জ্যোতির্গণের, সাধুগণ সত্যের, উর্ব্বরা ভূমি বীজ সকলের[২] এবং পর্জ্জন্য স্থাবর জঙ্গমগণের আশ্রয়, সেইরূপ তুমি সুহৃদ্গণের আশ্রয় হও। যেমন অমরগণ

ইন্দ্রের অনুজীবী হয়েন, সেইরূপ তোমার বান্ধবগণ তোমার অনুজীবী হউন[৩]। তুমি শত্রুগণের মান হানি করিয়া মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া দেবগণের গতি বিষ্ণুর ন্যায় কৌরবগণের গতি হও[৪]। হে কর্ণ! তুমি দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া স্বীয় বাহুবল বীর্য্য দ্বারা রাজপুরে গমন করিয়া কাম্বোজগণকে, গিরিব্রজে গমন করিয়া নগ্নজিৎ প্রভৃতি রাজগণকে ও বিদেহ, গান্ধার এবং অম্বষ্ঠগণকে জয় করিয়াছ[৫-৬]। হে কর্ণ! তুমি পূর্ব্বে হিমালয়ের দুর্গবাসী রণ-নিষ্ঠুর কিরাতগণকে জয় করিয়া দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী করিয়াছ[৭]। তুমি যুদ্ধে উৎকল, মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, নিষাদ, ত্রিগর্ত্ত ও বাহ্লীক রাজগণকে পরাজিত করিয়াছ[৮]। হে বীর কর্ণ! তুমি দুর্য্যোধনের হিতৈষী হইয়া মহাবল বীর্য্য দ্বারা বহু বহু রাজগণকে সেই সেই সমরে পরাজয় করিয়াছ[৯]। হে তাত! যেমন দুর্য্যোধন কৌরবদিগের গতি, সেই রূপ জ্ঞাতিকুল বান্ধবের সহিত তুমিও কৌরবদিগের গতি হও[১০]। আমি কল্যাণ-বচনে তোমাকে বলিতেছি, গমন কর, শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর; যুদ্ধে কুরুগণকে অনুশাসন কর এবং দুর্য্যোধনের জয়াধান কর[১১]। দুর্য্যোধন যেমন আমাদিগের পৌত্র-সম, সেই রূপ তুমিও আমাদিগের পৌত্র-তুল্য; অতএব ধর্ম্মত আমরা দুর্য্যোধনের নিকট যেরূপ, তোমার পক্ষেও সেই রূপ[১২]। হে নরশ্রেষ্ঠ! মনীষীগণ সাধুদিগের পরস্পর সহবাসকে যৌনিকৃত সম্বন্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন[১৩]; অতএব তুমি সত্যে সঙ্গত হইয়া "এই সকল কুরুগণ আমার" এই রূপ নিশ্চয় করিয়া দুর্য্যোধনের ন্যায় তাহাদিগকে রক্ষা কর[১৪]। সূর্য্যতনয় কর্ণ এই রূপ ভীষ্ম বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে অভিবাদন করিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণ সন্নিধানে গমন করিলেন[১৫]। কর্ণ আগমন করিয়া যোদ্ধা নরগণের যুদ্ধার্থ অপ্রতিম মহৎ অবস্থিতি অবলোকন করিয়া ঐ সকল ব্যূহিত ও অস্ত্রবদ্ধো-

রস্ক সৈন্যগণকে সম্যক্ উৎসাহিত করিলেন[১৬]। দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরুগণ সেই মহাবাহু সর্ব্ব সেনাগ্রণী মহাত্মা কর্ণকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত অবলোকন করিয়া সাতিশয় আনন্দ সহকারে ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত, সিংহনাদ ও ধনুঃশব্দ ইত্যাদি বিবিধ নিনাদ দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্ পূজা করিলেন[১৭.১৮]।

কর্ণাশ্বাসে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দুর্য্যোধন রথস্থ পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে যুদ্ধোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষ-পুলকিতচিত্তে কহিলেন, মদীয় সৈন্য সকল তোমার ভুজবল-রক্ষিত হইয়া সনাথ হইল মনে করিতেছি, এক্ষণে যাহা সমুচিত ও হিত হয়, তাহা অবধারণ কর[১]।

কর্ণ কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনিই তাহা বলুন, যেহেতু আপনি প্রাজ্ঞতম রাজা; অর্থপতি যেরূপ কার্য্য দর্শন করিতে পারেন, অপরে সে প্রকার পারে না[৩]। হে নরেশ্বর! ভূপালগণ সকলেই আপনার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, আমার বোধ হইতেছে, আপনি অন্যায্য কথা বলেন না[৪]।

দুর্য্যোধন কহিলেন, কর্ণ! বয়ঃক্রম, বিক্রম ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ব যোধগণ-সম্মত ভীষ্ম সেনানী হইয়াছিলেন[৫]। সেই অতি যশস্বী মহাত্মা ভীষ্ম উত্তম যুদ্ধ দ্বারা দশ দিন আমাদিগের সেনাগণকে শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন[৬]। তিনি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার পর কাহাকে সেনাপতি করিতে বিবেচনা কর[৭]? হে যোধ-প্রবর কর্ণ! যেমন নাবিক-শূন্য নৌকা সলিলে ক্ষণ মাত্র অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ নায়ক ব্যতিরেকে সেনাগণ যুদ্ধে মুহূর্ত্তকালও স্থিতি করিতে পারে না[৮]। কর্ণ-

ধার-রহিত নৌকা ও সারথি শূন্য রথ যেমন শীঘ্র নষ্ট হয়, সেই রূপ সেনাপতি ব্যতিরেকে সেনাগণ নষ্ট হয়[৯]। যেমন বিদেশীয় বণিক্ ব্যক্তি অপরিচিত পথে মহাবিপদে পতিত হয়, সেই রূপ নায়ক-হীন সেনা সমস্ত বিপদ্ প্রাপ্ত হয়[১০]। এক্ষণে তুমি মদীয় সমস্ত সৈন্যস্থ মহাত্মাদিগের মধ্যে ভীষ্ম সদৃশ উপযুক্ত এক জন সেনাপতি অনুসন্ধান কর[১১]. তুমি যাহাকে উপযুক্ত বোধ করিবে, আমরা তাঁহাকেই সেনাপতি করিব, সংশয় নাই[১২]।

কর্ণ কহিলেন, এই বর্ত্তমান পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাজগণ সকলেই সেনাপতি হইতে পারেন, সংশয় নাই[১৩]। ইহারা সকলেই কুল, দৃঢ়-কায়, জ্ঞান, বল, বিক্রম ও বুদ্ধি-সম্পন্ন, সমরজ্ঞ, যুদ্ধে অনিবর্ত্তী এবং অগ্রগামী ; তবে একদা সকলকেই সেনাপতি করা হইতে পারে না ; তন্নিমিত্ত ইহাঁদিগের মধ্যে বিশেষ গুণ-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে সেনাপতি করা উচিত[১৪.১৫]। কিন্তু এই রাজগণ পরস্পর স্পর্দ্ধী ; ইহাঁদিগের মধ্যে এক জনের সম্মান করিলে অপরেরা বিমনা হইবেন এবং আপনার হিতকর হইয়া যুদ্ধ করিবেন না[১৬]। অতএব ঐ সর্ব্ব যোধশ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ স্থবির আচার্য্য দ্রোণকে সেনাপতি করা কর্ত্তব্য[১৭]। বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের প্রণীত নীতিশাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ থাকিতে অপর কেহ সেনাপতি হইতে পারেন না[১৮]? হে ভারত! আপনার সমস্ত রাজগণ মধ্যে এমন কোন যোদ্ধা নাই, যে, দ্রোণাচার্য্য সমরে গমন করিলে তাঁহার অনুগমন না করিবেন[১৯]। হে রাজন্! উনি সেনাপতি-প্রধান, শস্ত্রধারি-প্রধান, বুদ্ধিমানগণের প্রধান এবং আপনার গুরু[২০]। হে দুর্য্যোধন! অমরগণ যেমন অসুর জয়ের নিমিত্ত কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়াছিলেন, সেই রূপ এই আচার্য্যকে আপনি শীঘ্র সেনাপতি করুন[২১]।

দ্রোণাভিষেকে কর্ণ বাক্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বচন শ্রবণ করিয়া সেনা মধ্যগত দ্রোণকে কহিতে লাগিলেন[১], আপনি বর্ণ, কুল, শাস্ত্র, বয়ঃক্রম, বুদ্ধি, বীর্য্য, নৈপুণ্য, অধৃষ্যত্ব, অর্থজ্ঞান, নীতি, জয়, তপস্যা, কৃতজ্ঞতা ও অনান্য সমস্ত গুণে শ্রেষ্ঠ; আপনার সমান আর কেহ রাজগণের রক্ষিতা নাই[২ ৩]। হে দ্বিজসত্তম! যেমন ইন্দ্র দেবগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন; আমি আপনাকে সেনানায়ক করিয়া শত্রু জয় করিতে অভিলাষ করিতেছি[৪]। যেমন কাপালী রুদ্রগণের, হুতাশন বসুগণের, কুবের যক্ষগণের, ইন্দ্র দেবগণের[৫], বশিষ্ঠ বিপ্রগণের, ভাস্কর জ্যোতির্গণের, ধর্ম্মরাজ পিতৃগণের, বরুণ জলজন্তুগণের[৬], শশী নক্ষত্রগণের ও শুক্র দৈত্যগণের শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ আপনি আমাদিগের সর্ব্ব সেনাপতিদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়া সেনাপতি হউন[৭]। হে অনঘ! এই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আপনার বশবর্ত্তিনী হউক, আপনি এই সকল সেনায় ব্যূহ সজ্জিত করিয়া, ইন্দ্রের দানবগণ সংহারের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার করুন[৮]। যেমন কার্ত্তিকেয় দেবতাদিগের অগ্রে গমন করেন, সেই রূপ আপনি আমাদিগের অগ্রে গমন করুন। যেমন গোগণ বৃষভের অনুগমন করে, সেই রূপ আমরা সমরে আপনার অনুগমন করিব[৯]। উগ্রধন্বা মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন আপনাকে অগ্রে অবলোকন করিয়া দিব্য শরাসন বিস্ফারণ করিয়া প্রহার করিতে পারিবেন না[১০]। হে পুরুষসিংহ! আপনি সেনাপতি হইলে আমি সানুচর সবান্ধব যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয় করিতে পারিব[১১]।

সঞ্জয় কহিলেন, দুর্য্যোধন দ্রোণকে এই রূপ কহিলে, সমস্ত রাজগণ মহৎ সিংহনাদ দ্বারা আপনার পুত্রকে আনন্দিত করিয়া দ্রোণকে জয় জয় শব্দে সম্বর্দ্ধনা করিলেন[১২]। সেনাগণও সহর্ষ-চিত্তে দুর্য্যো-

ধনকে অগ্রে করিয়া মহাযশঃ-প্রার্থী হইয়া দ্বিজোত্তম দ্রোণকে সম্বর্দ্ধনা করিল। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে কহিলেন[১৩]।

দ্রোণাভিষেকে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

দ্রোণ কহিলেন, আমি ষড়ঙ্গ বেদ, মানবী অর্থবিদ্যা, শৈব ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র অবগত আছি[১]। তোমরা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাতে যে সকল গুণ আরোপ করিলে, এক্ষণে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব[২]। হে রাজন্! আমি সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে কোন প্রকারে বিনাশ করিতে পারিব না; সেই পুরুষর্ষভ আমারই বধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে[৩]। আমি সমস্ত সোমবংশকে বিনাশ করত অন্যান্য সৈন্য গণের সহিত যুদ্ধ করিব, পাণ্ডবগণ হর্ষিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না[৪]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দুর্য্যোধন এই রূপে দ্রোণের অনুজ্ঞাত হইয়া যথাবিধি দ্রোণকে সেনাপতি করিলেন[৫]। যেমন পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ স্কন্দকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই রূপ দুর্য্যোধন-প্রভৃতি রাজগণ দ্রোণকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন[৬]। অনন্তর দ্রোণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলে নানাবিধ বাদিত্র ধ্বনি ও শঙ্খের মহাশব্দে হর্ষ প্রাদুর্ভূত হইল[৭]। অনন্তর কৌরবেরা দ্বিজবরগণের পুণ্যাহ ঘোষণা, স্বস্তিবাদ, সূত মাগধ ও বন্দিগণের স্তব, গীত ও জয় শব্দ এবং সৈন্যদিগের নর্ত্তন দ্বারা দ্রোণকে যথাবিধি সৎকার করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত বোধ করিলেন[৮.৯]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারথ ভরদ্বাজ নন্দন দ্রোণ সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করত সমরাভিলাষে আপনার পুত্ত্রগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন[১০]। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সিন্ধুরাজ,

কলিঙ্গরাজ ও আপনার পুত্র বিকর্ণ বর্ম্মিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন[১১]। তৎ পশ্চাৎ শকুনি, প্রধান প্রধান অশ্বারোহী ও বিমল প্রাসযোধী গান্ধারগণের সহিত গমন করিলেন[১২]। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রভৃতি রাজগণ যত্নবান্ হইয়া বাম দিক্ রক্ষা করত গমন করিতে লাগিলেন[১৩]। তৎ পশ্চাৎ যবন ও শকগণ কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণকে অগ্রে করিয়া মহাবেগবান্ অশ্বে ধাবমান হইলেন[১৪]। মদ্র, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, শিবিগণ, শূরসেন, শূদ্র, মলদ, সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে পুরস্কৃত করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া গমন করিলেন[১৫-১৬]। সূর্য্যনন্দন কর্ণ সৈন্যদিগকে বলবর্দ্ধিত ও স্ব সৈন্যগণকে হর্ষযুক্ত করত আপনার পুত্রগণের সহিত সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন। তাঁহার মহাকায় প্রদীপ্ত সূর্য্য সমদ্যুতি হস্তিকক্ষ মহাকেতু স্বকীয় সেনাগণকে হর্ষিত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। তখন কর্ণকে অবলোকন করিয়া কেহ ভীষ্ম পতন জন্য ব্যসন মনে করিলেন না,—সমস্ত রাজা ও কুরুগণ ভীষ্ম শোক বিস্মৃত হইলেন। বহু বহু যোধগণ মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পরস্পর কহিতে লাগিল, যে, পাণ্ডবগণ কর্ণকে অবলোকন করিয়া রণে অবস্থান করিতে পারিবে না। কর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারেন, ইহাতে হীনবীর্য্য, হীনপরাক্রম, পাণ্ডবদিগকে যে, জয় করিবেন, তাহার আর কথা কি? বাহুশালী ভীষ্ম সংগ্রামে পার্থগণকে রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু কর্ণ সমরে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। হে নরনাথ! তাহারা এই রূপ জল্পনা দ্বারা রাধেয় কর্ণকে পূজা ও প্রশংসা করত নির্গত হইল।

হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য আমাদিগের যে ব্যূহ রচনা করিলেন তাহার নাম শকট ব্যূহ[১৭-২৪]। বিপক্ষ পাণ্ডবগণের মধ্যে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ

প্রীত মনে ক্রৌঞ্চ ব্যূহ বিধান করিলেন[২৫]। তাঁহাদিগের ব্যূহ প্রমুখে পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া অবস্থিত হইলেন[২৬]। অমিততেজা মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন পার্থের সর্ব্ব সৈন্যগণের অগ্রগণ্য ও সর্ব্ব ধনুষ্মানের আশ্রয় স্বরূপ আদিত্য-পথগামী কপিকেতু তৎ পক্ষীয় সৈন্য গণকে প্রদীপ্ত করিতে লাগিল। যেমন যুগান্তকালে প্রজ্বলিত সূর্য্যকে পৃথিবী প্রকাশ করিতে দেখাযায়, সেই রূপ ধীমান্ পার্থের সেই কেতু সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ যোধগণের শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব, ভূতশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও চক্রশ্রেষ্ঠ সুদর্শন, এই চারি তেজ বহন করত বিপক্ষ পক্ষের অগ্রে উদ্যত কালচক্রের ন্যায় স্থিতি করিতে লাগিল। আপনার সৈন্যগণের অগ্রে কর্ণ এবং বিপক্ষ সৈন্যগণের অগ্রে অর্জ্জুন, এই দুই মহাত্মা এই রূপে স্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে সেই কর্ণ ও অর্জ্জুন সমরে পরস্পর জাতসংরম্ভ, সযত্ন ও বধৈষী হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহসা মহারথ দ্রোণ সমাগত হইলে পর বসুন্ধরা ঘোরতর আর্ত্তনাদে সহসা পরিপূর্ণা হইয়া কাঁপিতে লাগিল। পরে কৌশেয় নিকর সদৃশ তীব্র তুমুল ধূলিপটলী বাতোদ্ধূত হইয়া দিবাকরের সহিত নভোমণ্ডলকে সমাবৃত করিল। মেঘশূন্য আকাশ হইতে মাংস, অস্থি ও রুধির বর্ষণ হইতে লাগিল[২৭.৩৫]। হে নৃপ! সহস্র সহস্র গৃধ্র, শ্যেন বক, কঙ্ক ও বায়স আপনার সেনাগণের উপর্য্যুপরি পতিত হইতে লাগিল[৩৬]। বহু বহু ভয়প্রদ গোমায়ুগণ নিদারুণ রব করত মাংস ভক্ষণ ও শোণিতপানোৎসুক হইয়া আপনার সৈন্যগণের দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমন করিতে লাগিল। সেই রণ স্থলে জাজ্বল্যমানা উল্কা সকল পুচ্ছ দ্বারা সমুদায় আবৃত করিয়া নির্ঘাত ও কম্পনের সহিত, আপনার সমুদায় সেনাগণ সমক্ষে দীপ্যমানা হইয়া পতিত হইতে

লাগিল। হে রাজন্! সেনাপতি গমন করিলে সূর্য্যের মহান্ পরিবেশ, সবিদ্যুৎ ও গর্জ্জনশীল মেঘে সমাযুক্ত হইল। বীরগণের জীবন ক্ষয়-কারক এই সকল দুর্নিমিত্ত ও অন্যান্য বহু প্রকার সুদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। অনন্তর পরস্পর বধৈষী কুরু পাণ্ডব সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাঁহাদিগের শব্দ দ্বারা জগৎ আপূরিত হইল। সেই সুসংরব্ধ প্রহারী জয়াকাঙ্ক্ষী পাণ্ডব ও কৌ-রবগণ পরস্পর নিশিত শর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর মহাদ্যুতি দ্রোণাচার্য্য শত শত তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করত মহা-বেগে পাণ্ডব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! পাণ্ডব গণ দ্রোণকে আগত অবলোকন করিয়া সৃঞ্জয় গণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার প্রতি পৃথক্ পৃথক্ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন বাত দ্বারা মেঘগণ বিশীর্ণ হয়, সেই রূপ মহতী পাঞ্চাল সেনা দ্রোণ দ্বারা ভিদ্যমানা সংক্ষোভিতা ও বিশীর্ণা হইতে লাগিল। দ্রোণ যুদ্ধে বহু বহু দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করত ক্ষণ কাল মধ্যে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে পীড়িত করিলেন। যেমন দানবগণ বাসব-কর্ত্তৃক বধ্যমান হয়, সেই রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোবর্ত্তী পাঞ্চালগণ দ্রোণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ক-ম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহারথ দিব্যাস্ত্রবিৎ শূর যাজ্ঞসেনি ধৃষ্টদ্যুম্ন শর বর্ষণ দ্বারা দ্রোণ-সৈন্যকে বিবিধ প্রকারে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। বলবান্ পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন শর বর্ষণ দ্বারা দ্রোণের শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া সমস্ত কুরু সৈন্যকে বধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ সমরে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়া স্ব সৈন্যদিগকে বিশেষ রূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হই-লেন। যেমন ইন্দ্র অতিক্রুদ্ধ হইয়া দানবগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করেন, সেই রূপ দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি সহসা মহৎ বাণ বর্ষণ করিতে লা-গিলেন। যেমন সিংহ দ্বারা ক্ষুদ্র মৃগগণ বিভিন্ন ও বিশীর্ণ হয়, সেই

রূপ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ দ্রোণ শরে কম্পমান হইয়া বারম্বার ভগ্ন হইতে লাগিল। হে রাজন্! বলী দ্রোণ পাণ্ডবগণের সৈন্য মধ্যে অলাতচক্রের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৩৭-৫৩]। তিনি ব্যোমচর নগর কল্প, শাস্ত্র বিধানানুসারে কল্পিত, বাতচঞ্চল পতাকা-সংযুক্ত, নৃত্যরূপ গতি বিশেষে গম্যমান অশ্বে সংযোজিত, স্ফটিকবৎ বিমল-কেতু-যুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া শত্রু সেনাগণকে ত্রাসিত করত সংহার করিতে লাগিলেন[৫৪]।

দ্রোণ-পরাক্রমে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭

অষ্টম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডবগণ দ্রোণকে সেই রূপে আপনাদিগের অশ্ব, সারথি, রথ, হস্তী, নিহত করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ব্যথিত হইলেন, কোন প্রকারে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না[১]। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনঞ্জয়কে কহিলেন, তোমরা সর্ব্ব প্রকার যত্নে দ্রোণকে নিবারিত কর[২]। অর্জ্জুন, অনুগ গণ সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সমুদায় মহারথগণ যুধ্যমান দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন[৩]। কৈকেয়গণ, ভীমসেন, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, মৎস্যরাজ, দ্রুপদ-পুত্রগণ, দ্রৌপদী-পুত্রগণ, ধৃষ্ট-কেতু, সাত্যকি, চেকিতান, মহারথ যুযুৎসু ও অন্যান্য পাণ্ডবানুগত পার্থিবগণ ক্রুদ্ধ ও হৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব কুলবীর্য্যানুরূপ অনেক প্রকার সমর কার্য্য করিতে লাগিলেন[৪-৬]। ভরদ্বাজ নন্দন দ্রোণ সমরে সেই সেনাগণকে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সংরক্ষ্যমাণ অবলোকন করিয়া কোপে চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণন করত দৃষ্টি করিতে লাগিলেন[৭]। যেমন বায়ু মেঘগণকে কম্পিত করে, সেই রূপ সমর-দুর্ম্মদ দ্রোণ তীব্র কোপে রথে অবস্থান

করিয়া পাণ্ডব সেনা দগ্ধ করিতে লাগিলেন[৮]। তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন; উন্মত্তের ন্যায় হইয়া রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি গণের প্রতি ধাবন করত ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন[৯]। হে রাজন্! তাঁহার বাতবেগ রক্তবর্ণ কুলীন অশ্বগণ রক্তলিপ্তাঙ্গ ও অবিশ্রান্ত হইয়া গমন করত শোভা প্রকাশ করিতে লাগিল[১০]। পাণ্ডবগণের যোধগণ অন্তকতুল্য ধাবমান যতব্রত ক্রুদ্ধ দ্রোণকে দর্শন করিয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল[১১]। সেই সকল সৈন্যদিগের পলায়ন, পুনরাবর্ত্তন, অবস্থিতি ও দর্শন সময়ে ভয়ানক পরম দারুণ শব্দ হইতে লাগিল[১২]। সেই শব্দ শূরগণের হর্ষ-জনক ও ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধন হইয়া সমুদায় পৃথিবী বিবর ও আকাশ বিবর পরিপূরিত করিল[১৩]। অনন্তর পুনরায় দ্রোণ রণ স্থলে আপনার নাম শ্রবণ করাইয়া শত্রুগণের প্রতি শত শত শর বিকিরণ করত আপনাকে ভয়ানক রূপ করিয়া তুলিলেন[১৪]। হে প্রভো! সেই বলী স্থবির দ্রোণ যুবা সদৃশ হইয়া পাণ্ডুপুত্রের সেনাগণ মধ্যে কালবৎ উগ্ররূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন[১৫]। তিনি যোধগণের মস্তক ও অলঙ্কৃত বাহু কর্ত্তন পূর্ব্বক প্রতি পক্ষ রথ সকল মনুষ্য শূন্য করত মহারব করিয়া উঠিলেন[১৬]। হে বিভো! তাঁহার হর্ষ শব্দে ও বাণ বেগ দ্বারা সমরে যোধগণ শীতার্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল[১৭]। দ্রোণের রথঘোষ, জ্যানিনাদ ও ধনুঃ শব্দ দ্বারা আকাশে মহাশব্দ হইতে লাগিল[১৮]। তাঁহার শরাসন হইতে সহস্র সহস্র শর বিনিঃসৃত হইয়া সমুদায় দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, শতাঙ্গ ও পদাতিগণের উপর পতিত হইতে লাগিল[১৯]। পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সেনাগণ ধনুকের মহাবেগ সমুৎপাদক ও অস্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি স্বরূপ সেই দ্রোণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন[২০]। কিন্তু দ্রোণ সেই কুঞ্জর অশ্ব পদাতি সহিত প্রতিপক্ষ সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগি-

লেন। তিনি অচির কাল মধ্যে মহীকে শোণিত কর্দ্দমময়ী করিলেন[২১]। অনবরত পরমাস্ত্র বিস্তৃতি ও শর সমূহ নিক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দিকে শরজাল সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার কৃত শরজাল সমস্ত দিকেই দৃষ্ট হইল[২২] যেমন মেঘ সকলে বিদ্যুৎ বিচরণ করে, সেই রূপ তাঁহার রথকেতুকে পদাতি, অশ্ব ও রথে বিচরণ করিতে দৃষ্ট করিলাম[২৩]। দ্রোণ অদীন-চিত্তে ধনুর্বাণ হস্তে কৈকেয়রাজ পঞ্চভ্রাতা ও পাঞ্চালরাজকে শর দ্বারা নির্ম্মথিত করিয়া যুধিষ্ঠির সৈন্য মধ্যে ধাবমান হইলেন[২৪]।

ভীমসেন, ধনঞ্জয়, শিনি-পৌত্র সাত্যকি, দ্রুপদপুত্রগণ, শৈব্যনন্দনগণ, কাশিপতি ও শিবিরাজা, হর্ষ সহকারে নিনাদ করিয়া শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন করিলেন[২৫]। দ্রোণের ধনুর্নিঃসৃত সুবর্ণ-চিত্র পুঙ্খ বাণ সকল তাঁহাদিগের গজ, অশ্ব ও পদাতিবর্গের শরীর ভেদ করিয়া শোণিত লিপ্ত গাত্রে মহী প্রবেশ করিতে লাগিল[২৬]। সেই রণ-ভূমি শর-নিকৃত্ত পতিত যোধ, গজ ও অশ্ব গণ দ্বারা সমাবৃত হইয়া শ্যামল মেঘ সমাবৃত আকাশের ন্যায় হইল[২৭]। দ্রোণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের হিতৈষী হইয়া শিনি-পৌত্র, ভীম, অর্জ্জুন, অভিমন্যু, বাহিনীপতি পাঞ্চাল, কাশিপতি ও অন্যান্য বীরগণকে সহসা মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন[২৮]। হে কৌরবেন্দ্র ভূপাল! সেই মহাত্মা দ্রোণ সমরে এই সকল ও অন্যান্য পরাক্রম কার্য্য করিয়া, যেমন প্রলয় কালীন সূর্য্য সমস্ত লোককে সন্তাপিত করেন, সেই রূপ বিপক্ষ পক্ষ প্রতাপিত করিয়া ইহ লোক হইতে স্বর্গ গমন করিলেন[২৯]। সেই স্বর্ণরথারূঢ় শূর দ্রোণ এই রূপে পাণ্ডব পক্ষীয় শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধা সংহার করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক রণে নিপাতিত হইলেন[৩০]। সেই ধৃতিমান্ দ্রোণ, সমরে অপরাঙ্মুখ শৌর্য্যসম্পন্ন দুই অক্ষৌহিণী হইতেও অধিক প্রতিপক্ষ সেনা নিপাত করিয়া

পরমা গতি প্রাপ্ত হইলেন[৩১]। হে রাজন্! স্বর্ণ-রথস্থ দ্রোণ অতি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পাণ্ডব সহ পাঞ্চালগণ-কর্ত্তৃক অশুভ ও ক্রূর কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা নিহত হইলেন[৩২]। হে রাজন্! যুদ্ধে আচার্য্য নিহত হইলে প্রাণীগণ ও সেনাগণের নিনাদে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল[৩৩]। প্রাণীগণের 'অহো ধিক্' এই শব্দ ভূমি, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, দিক্ ও বিদিক্ অনুনাদিত করিয়া তুমুল রূপে উত্থিত হইল[৩৪]। দেবগণ, পিতৃগণ এবং তাঁহার পূর্ব্বতন বান্ধব গণ মহারথ ভারদ্বাজকে সেই নিরীক্ষণ স্থলে নিহত করিলেন[৩৫]। পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, সেই সিংহনাদ দ্বারা ভূমণ্ডল কম্পিত হইল[৩৬]।

দ্রোণ বধ শ্রবণে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সর্ব্ব শস্ত্রধারিগণের মধ্যে অস্ত্রযুদ্ধ-নিপুণ দ্রোণ এমন কি কর্ম্ম করিতেছিলেন যে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাঁহাকে হনন করিতে পারিল?[১] তাঁহার কি রথ ভঙ্গ হইয়াছিল? কি তাঁহার শর নিক্ষেপ কালে শরাসন বিশীর্ণ হইয়াছিল? কিম্বা তিনি অনবহিত ছিলেন যে, তাহাতে তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন?[২] হে তাত! সেই মহারথ, দান্ত, শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষণীয়, কৃতী, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দূর লক্ষ্যবেধী, বিচিত্র-যোধী, অস্ত্রযুদ্ধে পারগ, দিব্যাস্ত্রধারী, অক্ষয় বীর রণে যত্ন-পরায়ণ হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে স্বর্ণপুঙ্খ অনেক অনেক বাণ সমূহ বিকিরণ করত দারুণ কর্ম্ম করিতে থাকিলে পার্ষত-বংশীয় পাঞ্চালরাজ-পুত্র কিপ্রকারে তাঁহাকে বধ করিল? যখন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক দ্রোণ নিহত হইলেন, তখন আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, দৈবই পুরুষকার অপেক্ষা বলবান্[৩-৬]। যে বীরেতে যোজন, সন্ধান, মোক্ষ

ও সংহার এই চতুর্ব্বিধ অস্ত্র-বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যিনি ধনুর্বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রযোদ্ধাদিগের আচার্য্য ছিলেন, তাঁহাকে আমার নিকটে যুদ্ধে নিহত কীর্ত্তন করিতেছ! অদ্য সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত স্বর্ণরথস্থ স্বর্ণ-পরিচ্ছদ দ্রোণ হত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি শোক-নিবারণ করিতে পারিতেছি না[৭-৮]। সঞ্জয়! পর দুঃখে কেহ প্রাণ পরিত্যাগ করে না, ইহা নিশ্চয়; যেহেতু আমি দুর্ব্বুদ্ধি-প্রযুক্ত দ্রোণকে নিহত শ্রবণ করিয়াও জীবিত আছি[৯]। এক্ষণে দৈবই প্রধান, পুরুষকার নিরর্থক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার হৃদয় নিশ্চিত লোহময়; যেহেতু দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়াও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ ও রাজপুত্রগণ ব্রাহ্ম ও দৈব অস্ত্র-বিদ্যা নিমিত্ত যাঁহাকে উপাসনা করিতেন, তিনি কি প্রকারে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলেন? সাগরের শোষণ, সুমেরুর গমন ও ভাস্করের নিপাতনের ন্যায় দ্রোণের নিপাতন আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। যে শত্রুতাপন দ্রোণ দুষ্টগণের প্রতিযোদ্ধা ও ধার্ম্মিকগণের রক্ষিতা ছিলেন, যিনি দীন দুঃস্থগণের নিমিত্ত প্রাণ দান পর্য্যন্তও করিতেন, যাঁহার বিক্রমে আমার মন্দভাগ্য পুত্রের জয়াশা ছিল[১১-১৪]; যিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সমান ছিলেন, তিনি কি প্রকারে হত হইলেন? তাঁহার সেই সকল রক্তবর্ণ, বৃহৎ, হিরণ্ময় জাল-সমাবৃত, বাতজব, সমরে সর্ব্ব শস্ত্রের অতি-গামী, বলশালী, হ্রেষারবকারী, দান্ত, সাধু-বাহী, সংগ্রাম দৃঢ় সিন্ধু-দেশীয় অশ্বগণ কি বিহ্বল হইয়াছিল? হে তাত! সেই দ্রোণের সুবর্ণ রথে নিযুক্ত ঘোটক সকল হস্তিগণের বৃংহিত, শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনি, ধনুর্গুণ শব্দ, শর বর্ষণ ও অন্যান্য শস্ত্র সকল সহ্য করিতে পারিত; তাহারা ব্যথা বা শ্বাস দ্বারা ক্লিষ্ট হইত না এবং শীঘ্রগামী, শত্রু-গণের অজেয় ও নরবীর জন কর্তৃক সমাহৃত ছিল; সুতরাং তাহা-

দিগের দ্বারা শত্রু-পরাজয়ের সম্ভাবনাই ছিল; এতাদৃশ ঘোটক সকল পাণ্ডব-সেনা হইতে কি হেতু উত্তীর্ণ হইতে পারিল না? যিনি যুদ্ধে বিপক্ষ শূরদিগকে ক্রন্দন করাইতেন, এতাদৃশ দ্রোণ স্বর্ণ শোভিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া কি রূপ কার্য্য করিয়াছিলেন? ধনুর্দ্ধরগণ সমস্ত লোক মধ্যে যাঁহার বিদ্যা উপজীব্য করেন,[১৫-২১], সেই বলবান্ সত্যসন্ধ দ্রোণ যুদ্ধে কি কার্য্য করিয়াছিলেন? স্বর্গে ইন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ সেই ভীষণ-কর্ম্মা দ্রোণের প্রত্যুদ্গমন কোন্ কোন্ মহারথ করিয়াছিলেন? সেই সময়ে পাণ্ডবগণ স্বর্ণ-রথস্থ দিব্যাস্ত্রবর্ষী মহাবল দ্রোণকে দর্শন করিয়া পরাহত হইয়া ছিল; পরে আবার পাঞ্চাল্য, অনুজগণ ও সর্ব্ব সৈন্যের সহিত ধর্ম্মরাজ কি প্রকারে দ্রোণকে সর্ব্ব প্রকারে আক্রমণ করিলেন? বোধ হয়, অগ্রে অর্জ্জুন অস্মৎপক্ষীয় অন্যান্য রথীকে অজিহ্মগ শর দ্বারা সমাবৃত করিয়াছিলেন[২২-২৫]; তৎপরে পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিরীটী-সংরক্ষিত ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতীত অপর কাহাকেও এমন দেখি না যে, তেজস্বী দ্রোণকে বধ করিতে পারে। আমি বোধ করি, যেমন পিপীলিকাগণ কর্ত্তৃক উদ্বেজিত সর্পকে যে কোন ব্যক্তি সংহার করিতে পারে, সেই রূপ পাঞ্চালাধম শূর ধৃষ্টদ্যুম্ন কেকয়, চেদি, কারূষ, মৎস্য ও অন্যান্য দেশীয় রাজগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া, দুষ্কর কর্ম্মে সংসক্ত আচার্য্যকে নিহত করিয়াছে। যিনি সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া, স্রোত সকলের আশ্রয় সাগরের ন্যায়, ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় ছিলেন, যে শত্রুতাপন দ্রোণ ক্ষাত্রধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মেরই আশ্রিত ছিলেন[২৬-৩০]; সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি প্রকারে শস্ত্র দ্বারা বধ প্রাপ্ত হইলেন? তিনি অসহিষ্ণু হইয়া পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে সর্ব্বদা আমা হইতে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু যে তিনি

তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, সেই কর্ম্মের ফল এই। লোকে সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরগণ যাঁহার কর্ম্মের অনুজীবী, সেই সত্যসন্ধ সুকৃতী দ্রোণকে পাণ্ডবেরা রাজ্যাভিলাষে কি প্রকারে নিহত করিল? যিনি স্বর্গস্থ ইন্দ্র তুল্য শ্রেষ্ঠ মহাসত্ত্ব মহাবল ছিলেন[৩২-৩৩], যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যসণ তিমিকে নিহত করে, সেই রূপ পার্থগণ তাঁহাকে কি প্রকারে নিহত করিল? ক্ষিপ্রহস্ত বলবান্ দৃঢ়ধনুঃ ও অরিন্দম কোন পুরুষ বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া যাঁহার নিকটে সমাগত হইলে জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে পারিত না এবং বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মঘোষ ও ধনুর্ব্বেদী রাজগণের জ্যাঘোষ যাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করিত না; সেই অদীন পুরুষশ্রেষ্ঠ লজ্জাশীল অপরাজিত সিংহ ও হস্তি সদৃশ বিক্রমী দ্রোণের নিধন আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। হে সঞ্জয়! যাঁহাকে ও যাঁহার বল ও যশ কেহ ধর্ষণ করিতে পারিত না, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে অন্যান্য পুরুষেন্দ্রগণের সমক্ষে কি প্রকারে সমরে বধ করিল? তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে অবস্থান করিয়া কে কে অগ্রে যুদ্ধ করিয়াছিল[৩৪-৩৮], কে কে দুর্গম গতি স্বীকার করত তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল? কে কে সেই মহাত্মার দক্ষিণ ও বামচক্র রক্ষা করিয়াছিল[৩৯]? কে কে সেই যুধ্যমান বীরের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল? কে কে সেই স্থলে তনুত্যাগ করিয়া প্রতিকূল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল[৪০]? তাঁহার যুদ্ধে কোন্ কোন্ বীর পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছে? তাঁহার রক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত মন্দগতি ক্ষত্রিয়গণ কি ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল[৪১]? তিনি কি রক্ষক-শূন্য হইয়া একাকী শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন? তিনি তো পরমাপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও শূরত্ব প্রযুক্ত শত্রু ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না, তবে শত্রুগণ কর্ত্তৃক কি প্রকারে নিহত হইলেন? হে সঞ্জয়! আর্য্য ব্যক্তি অতি বিষম আপদে যথা শক্তি

পরাক্রমের কার্য্য করিবেন, এই যে বিধি আছে, তাহাও তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল,—তাত! আমার মন মুগ্ধ হইতেছে; এক্ষণে কথা নিবর্ত্তিত কর; পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া তোমারে জিজ্ঞাসা করিব[৪২-৪৫]।

ধৃতরাষ্ট্রানুতাপে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সূত-পুত্র সঞ্জয়কে এই রূপ জিজ্ঞাসা করিয়া মনো দুঃখে অত্যন্ত কাতর ও পুত্রদিগের জয়ের প্রতি নিরাশ হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন[১]। পরিচারিকাগণ তাঁহাকে সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পতিত হইতে অবলোকন করিয়া সুশীতল জলে সেচন ও পবিত্র-গন্ধান্বিত ব্যজন দ্বারা বীজন করিতে লাগিল[২]। ভরত-কুল অবলাগণ তাঁহাকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন এবং কর তল দ্বারা তাঁহার কলেবর স্পর্শ করিতে লাগিলেন[৩]। উত্তমাঙ্গনাগণের কণ্ঠ বাষ্প দ্বারা অবরুদ্ধ হইল। তাঁহারা ধীরে ধীরে ভূমিতল হইতে রাজাকে উত্থাপন করিয়া আসনে বসাইলেন[৪]। তখন রাজা মূর্চ্ছাপন্ন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া আসনে অবস্থিত হইলেন; স্ত্রীগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন[৫]। অনন্তর মহীপতি ক্রমে ক্রমে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া কম্পিত কলেবরে সঞ্জয়কে পুনরায় যাথাতথ্য ক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৬]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যেমন জ্যোতি দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করিয়া আদিত্য উদিত হন, সেই রূপ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, দ্রোণের প্রতি সমাগত হইলে গলিতমদ, ক্রুদ্ধ, তরস্বী, প্রদীপ্ত, আসক্ত-চিত্ত এবং ঋতুমতী করিণী সঙ্গম নিমিত্ত প্রতি মাতঙ্গের প্রহারক ও প্রতি গজ-

যূথপতির অজেয় মাতঙ্গ-তুল্য সেই প্রসন্ন-বদন যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া কোন্ যোদ্ধা দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল? যে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বীর ধৈর্য্যশীল সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির একাকী অন্যান্য বীর সমূহকে অতিক্রম করিতে পারেন; যে মহাবাহু ভীষণ দৃষ্টিপাত করিয়াই সমস্ত দুর্য্যোধন-সৈন্য দগ্ধ করিতে পারেন; অধিক কি, যিনি দৃষ্টিপাত মাত্রেই সৃষ্টি বিনাশ করিতে সমর্থ হন, সেই বিজয়াসক্ত অক্ষয় ধনুর্দ্ধর দান্ত বহুপূজ্য যুধিষ্ঠিরকে কোন্ কোন্ যোদ্ধা নিবারণ করিয়াছিল[৭-১১]? মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ যোদ্ধা সেই দুর্দ্ধর্ষণীয় নরব্যাঘ্র অক্ষয় বীর ধনুর্দ্ধারী কুন্তী-পুত্র রাজার নিকটে সেই রণে গমন করিয়াছিল?

যে মহাবলশালী, মহাকায়, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, অযুত হস্তি-তুল্য পরাক্রমী ভীমসেন, শত্রু সৈন্য মধ্যে মহৎ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যিনি অতি বেগে আগমন করিয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আগত অবলোকন করিয়া কোন্ কোন্ শূর তাঁহার অভিমুখ হইয়াছিল[১২-১৪]?

যখন ধনুঃ স্বরূপ বিদ্যুৎ প্রভা-যুক্ত, জলদ সদৃশ, ভয়ঙ্কর, পরম বীর্য্যবান্, রথী, মেঘ বর্ণ রথস্তম্ভের সমাশ্রিত, মেঘ গর্জ্জন ন্যায় রথনেমি শব্দকারী, শর শব্দে অতি দুর্দ্ধর্ষ, রোষ স্বরূপ পবনে উদ্ধূত, মনের অভিপ্রায়ের ন্যায় শীঘ্রগামী, মর্ম্মবেধী, বাণধারী, তুমুল-মূর্ত্তি অর্জ্জুন ইন্দ্রের ন্যায় মেঘবৎ তুমুল অশনি সম বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তল ও নেমি শব্দে সর্ব্ব দিক্ বিস্ফূর্জন করত শোণিত রূপ জলে চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে মৃত মানব দেহে পৃথ্বীতল সমাকীর্ণ করিতে করিতে রৌদ্র মূর্ত্তিতে আগমন করিয়াছিলেন, এবং সেই ধীমান্ বিজয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া গৃদ্ধপত্র-সংযুক্ত শিলা-শাণিত শর সমূহে দুর্য্যোধন পুরোগামী যোদ্ধা গণকে অভিষেচন করিতেছিলেন, তখন তোমাদিগের মন কি রূপ হইয়াছিল[১৫-২০]?

যখন সেই কপিবর-ধ্বজ পার্থ শর বর্ষণে নভোমণ্ডলকে সমাচ্ছন্ন করত আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে অবলোকন করিয়া তোমরা কি প্রকার হইয়াছিলে[২১]? অর্জ্জুন যে তোমাদিগের সমীপে অতি ভীষণ শব্দ করিতে করিতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই গাণ্ডীবের শব্দেই তো তোমাদিগের সৈন্য বিনাশ হয় নাই[২২]? যেমন পবন প্রবল বেগে বহন করত মেঘ সকল বিধ্বস্ত করে, সেই রূপ ধনঞ্জয় ত ইষু দ্বারা তোমাদিগের প্রাণ নষ্ট করেন নাই[২৩]? যাহার নাম শ্রবণ করিলে সেনাগ্রবর্ত্তী সমস্ত লোক কম্পিত হয়, সেই গাণ্ডীবধন্বাকে কোন্ ব্যক্তি সমরে সহ্য করিতে পারে[২৪]! সেই অর্জ্জুনের সমরে অবশ্যই সেনাগণ কম্পিত ও বীরগণ ভয়াবিষ্ট হইয়াছিল; এমত স্থলে কোন্ কোন্ বীর দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে নাই এবং কোন্ কোন্ ক্ষুদ্র ব্যক্তি ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল[২৫]? কোন্ কোন্ বীর সেই যুদ্ধে অমানুষজেতা ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে[২৬]? মদীয় সেনাগণ সেই শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনের বেগ ও বর্ষাকালীন মেঘ গর্জ্জন-তুল্য গাণ্ডীব নির্ঘোষ সহিতে পারে না[২৭]। ফলত কৃষ্ণ যে রথে সারথি, ও অর্জুন যে রথে রথী, আমি বোধ করি, সে রথ দেবাসুরগণেরও অজেয়[২৮]।

যখন সুকুমার, যুবা, শূর, দর্শনীয়, মেধাবী, নিপুণ, ধীমান্, সত্যপরাক্রম পাণ্ডুনন্দন নকুল যুদ্ধে মহাশব্দ দ্বারা সৈনিক সকলকে ব্যথিত করত দ্রোণের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল, তখন কোন্ সকলবীর তাঁহারে নিবারণ করিয়াছিলেন[২৯.৩০]।

যখন ক্রুদ্ধ আশীবিষ-তুল্য সুদুর্জ্জয় সহদেব যুদ্ধে মদীয় সৈন্য মর্দ্দন করত সমাগত হইয়াছিল, তখন সেই আর্য্যব্রত, অমোঘ বাণ লজ্জাশীল, অপরাজিত সহদেবকে কোন্ কোন্ বীর অবরোধ করিল[৩১.৩২]।

যিনি সৌবীর রাজের মহতী সেনা প্রমথিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ভোজ-কন্যাকে মহিষী গ্রহণ করিয়াছিলেন[৩৩]; যে পুরুষশ্রেষ্ঠে কেবল সত্য, ধৈর্য্য, শৌর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য নিত্য অবস্থান করে[৩৪]; যিনি বলবান্, সত্যকর্ম্মা, অদীন, অপরাজিত ও যুদ্ধে বাসুদেব সম, এবং যিনি বাসুদেবকে প্রাপ্ত হইয়াও ধনঞ্জয়ের উপদেশে শরাস্ত্র কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন; সেই অস্ত্রশিক্ষায় অর্জ্জুন-সম সাত্যকিকে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি নিবারণ করিয়াছিল[৩৫ ৩৬]? যিনি বৃষ্ণি বংশের ও ধনুর্দ্ধর গণের শ্রেষ্ঠ, বীর, অস্ত্র, যশঃ ও বিক্রম বিষয়ে রামের সমান[৩৭]; যেমন কেশবে ত্রৈলোক্য অবস্থান করে, তাহার ন্যায়, যাহাতে সত্য, ধৃতি, মতি, শৌর্য্য ও অনুত্তম ব্রাহ্মাস্ত্র, এই সকল অবস্থান করে, সেই দেব দুর্জ্জেয়, গুণ-সম্পন্ন, মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে কোন্ সকল বীর নিবারণ করিয়াছিল[৩৮-৩৯]?

যে পাঞ্চালগণের প্রধান বীর, বান্ধবগণের একান্ত প্রিয়, এবং তুমুল যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও কাতর নহে; যে সর্ব্বদা উত্তম কর্ম্ম প্রিয, ধনঞ্জয় হিতে নিযুক্ত ও আমার অনর্থ নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে; এবং যে যম, কুবের, আদিত্য, মহেন্দ্র ও বরুণের তুল্য, বিখ্যাত মহারথ, সেই উত্তমৌজা সমরে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলে, কোন্ কোন্ শূর তাঁহাকে বারণ করিয়াছিল[৪০-৪২]? যে একাকী চেদিগণ হইতে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; সেই ধৃষ্টকেতু দ্রোণ প্রতি ধাবমান হইলে কে তাহাকে নিবারণ করিয়াছিল[৪৩]? যে কেতুমান্ বীর, গিরি-দ্বারে পলায়িত দুরাক্রমণীয় রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিল, কে তাঁহাকে দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল[৪৪]? যে নর ব্যাঘ্র স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই গুণাগুণ অবগত আছেন; যিনি মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর হেতু স্বরূপ; সেই অম্লান চেতা শিখণ্ডী দ্রোণের প্রতি অভিমুখীন হইলে কোন্ সকল বীর তাঁহারে নিবারণ

করিয়াছিলেন[৪৫.৪৬]? যাহাতে সমস্ত বিদ্যা, গুরু ধনঞ্জয় অপেক্ষাও অধিকতর এবং যাহাতে সর্ব্বদা অস্ত্র, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যমান আছে, এবং যে বীর্য্যে কৃষ্ণ-তুল্য, বলে ধনঞ্জয় সমান, তেজে আদিত্য সদৃশ ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-তুল্য সেই ব্যাদিত বদন অন্তক সম মহাত্মা অভিমন্যুকে দ্রোণ প্রতি ধাবমান দেখিয়া কোন্ কোন্ বীর নিবারণ করিয়াছিল[৪৭.৪৯]? তরুণ-বয়স্ক, তরুণ-বুদ্ধি, পরবীর-ঘাতী, সুভদ্রা নন্দন অভিমন্যু যখন দ্রোণকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইল[৫০]? যেমন সিন্ধুগণ সমুদ্রাভিমুখে ধাবন করে, সেই রূপ নরব্যাঘ্র দ্রৌপদী-পুত্র সকল যখন দ্রোণ প্রতি অভিমুখ হইল, তখন তাহাদিগকে কোন্ কোন্ বীর অবরোধ করিয়াছিল[৫১]? যে বালকগণ ক্রীড়া কৌতুক পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ উত্তম ব্রত ধারণ করত অস্ত্র-শিক্ষার্থ ভীষ্ম নিকটে বাস করিয়াছিল, সেই ক্ষত্রঞ্জয়, ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রবর্ম্মা ও মানদ, এই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নন্দন চারি বীরকে কোন্ কোন্ শূর দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল[৫২.৫৩]? বৃষ্ণিগণ যাঁহাকে যুদ্ধে শত যোদ্ধা অপেক্ষাও অধিক তরবল বান্ বিবেচনা করিয়া থাকেন, সেই মহাধনুর্দ্ধর চেকিতানকে কে দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল[৫৪]? যিনি যুদ্ধে কলিঙ্গ-রাজগণের নিকট হইতে কন্যা হরণ করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধক্ষেম-নন্দন অদীনাত্মা অনাধৃষ্টি দ্রোণের প্রতি আক্রমণ করিলে, কে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল[৫৫]? ধার্ম্মিক, সত্যবিক্রম, রক্তবর্ণ বর্ম্ম, রক্তবর্ণ আয়ুধ ও রক্তবর্ণ ধ্বজ বিশিষ্ট, সুতরাং ইন্দ্রগোপকীট সদৃশ, পাণ্ডবদিগের মাতৃষ্বস্বপুত্র এবং জয়ার্থী কৈকেয় পঞ্চ ভ্রাতা দ্রোণ বিনাশে আগমন করিলে, কোন্ কোন্ বীর তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল[৫৬-৫৭]? রাজগণ বারণাবতে জাত ক্রোধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া ষষ্ঠ মাস যুদ্ধ করিয়াও যে যোধপতিকে পরাজয় করিতে পারেন নাই[৫৮], সেই

ধনুর্দ্ধর শ্রেষ্ঠ শূর সত্যসন্ধ মহাবল নরব্যাঘ্র যুযুৎসুকে কোন্ কোন্ বীর দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল[৫৯]? যিনি কন্যা হরণার্থ বারাণসীতে কন্যার্থী মহারথ কাশিরাজ-পুত্রকে সমরে ভল্ল দ্বারা রথ হইতে নিপাতিত করেন[৬০], এবং যিনি দ্রোণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন, পার্থগণের মন্ত্রীপ্রবর দুর্য্যোধনের অনর্থ নিমিত্ত নিযুক্ত সমরে যোধগণের নির্দ্দহন ও বিদারণকারী মহারথ সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাভিমুখে আগত হইলে, কোন্ কোন্ শূর তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিল[৬১.৬২]? কোন্ কোন্ শূর রাজা, দ্রুপদের উৎসঙ্গে পরি বর্দ্ধিত অস্ত্রজ্ঞতম শস্ত্র রক্ষিত শিখণ্ডীকে দ্রোণ হইতে নিবারণ করিয়াছিল[৬৩]? যে শত্রু নিপাতন মহারথ মহান্ রথ ঘোষ দ্বারা এই সমগ্রা বসুন্ধরাকে চর্ম্মবৎ পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন[৬৪]; যিনি প্রজাগণকে পুত্রবৎ পালন করত সুমিষ্ট অন্ন পান-সমন্বিত সুদক্ষিণাযুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সর্ব্বমেধ যজ্ঞ অবাধে আহরণ করিয়াছিলেন[৬৫]; গঙ্গা-স্রোতে যত গুলি সৈকত আছে, যিনি যজ্ঞে তাবৎ পরিমিত গোদান করিয়াছে; যাঁহার দুষ্কর কর্ম্ম সকল অবলোকন করিয়া দেবগণ কহেন যে, "কোন মানব পূর্ব্বে ঈদৃশ কর্ম্ম করে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ করিতে পারিবেক না; স্থাবর জঙ্গম ত্রিলোকী মধ্যে এই শিবি-বংশীয় ঔশীনর রাজার তুল্য যজ্ঞ সম্ভার সম্পাদন কর্ত্তা আর দ্বিতীয় কেহ জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না।" এবং লোকবাসী মানুষগণ যাহার সমান গতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে না, সেই ঔশীনরের নপ্তা প্রবল শত্রুঘাতী মহারথ শৈব্য ব্যাদিতানন যম সদৃশ হইয়া যখন দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন, তখন তাঁহাকে কে নিবারণ করিয়াছিল[৬৬-৭]? অমিত্রঘাতী মৎস্যরাজ বিরাটের রথ সৈন্য সমরে দ্রোণ প্রতি ধাবমান হইলে কোন্ কোন্ বীর তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল[৭১]? হে বীর! যাহা হইতে আমার মহাভয় হয়, সেই বৃকো-

দর-পুত্র, মহাবল-পরাক্রম, মায়াবী, পার্থগণের জয়ার্থী, মদীয় পুত্র-গণের কণ্টক স্বরূপ, মহাকায় রাক্ষস বীর ঘটোৎকচকে দ্রোণের প্রতি ধাবমান নিরীক্ষণ করিয়া কে নিবারণ করিয়াছিল[৭২.৭৩]? সঞ্জয়! এই সকল ও এতদ্ভিন্ন বহু বহু বীর যাহাদিগের নিমিত্ত রণে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত, তাহাদিগের অজেয় কি আছে[৭৪]? সম্যক্ প্রকারে লোক গুরু লোক নাথ সনাতন দিব্যভাবাপন্ন দি-ব্যাস্ত্রবান্ প্রভু নারায়ণ পুরুষব্যাঘ্র শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণ যে পাণ্ডবদিগের আশ্রয়, হিতার্থী ও সমরে সহায়, তাহাদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা কি[৭৫.৭৬]? যাঁহার দিব্য কর্ম্ম সকল মনীষীগণ কীর্ত্তন করেন, এক্ষণে আমি আত্ম স্থৈর্য্যার্থে তাঁহার সেই কর্ম্ম সকল ভক্তি-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিব[৭৭]।

ধৃতরাষ্ট্র বাক্যে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! গোবিন্দ যে সকল দিব্য কর্ম্ম করি-য়াছেন, তাহা অন্য পুরুষের অসাধ্য, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[১]। হে সঞ্জয়! গোপ-কুলে যখন মহাত্মা কৃষ্ণ সম্বর্দ্ধিত হয়েন, তৎকালেই তাঁহার বাহুবল ত্রিলোক বিশ্রুত[২]। তৎকালে কৃষ্ণ যমুনা বনবাসী উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য-বল বায়ুবেগী হয়রাজ কেশীকে ও গোগণের উপস্থিত মৃত্যু স্বরূপ বৃষরূপী ঘোরকর্ম্মা দানবকে বাল্যকালে ভুজ যুগল দ্বারা বিনাশ করেন[৩.৪]। পদ্মলোচন কৃষ্ণ মহাসুর প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, পীঠ ও অমর-তুল্য মুরকে বধ করিয়াছেন[৫]। আর জরাসন্ধ-পা-লিত মহাতেজা কংসকে বিক্রম দ্বারা (অর্থাৎ বিনা অস্ত্রে) সগণে রণে নিপাতিত করেন[৬]। অমিত্রঘাতী কৃষ্ণ বলদেবকে সহায় করিয়া ভোজরাজ কংসের মধ্যম ভ্রাতা তরস্বী বীর্য্যবান্ সুনামা রণ-বিক্রান্ত

সমগ্র অক্ষৌহিণীপতি শূরসেন-রাজকে সসৈন্যে দগ্ধ করিয়াছেন[৭-৮]। পরম কোপন দুর্ব্বাসা ঋষি, সস্ত্রীক কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরমারাধিত হইয়া কৃষ্ণকে নানাবিধ বর দান করেন[৯]। পদ্মলোচন বীর কৃষ্ণ স্বয়ম্বর ক্ষেত্রে রাজগণকে পরাজিত করিয়া গান্ধাররাজের কন্যা বিবাহ করেন[১০]; তখন অমর্ষ পরবশ রাজগণ সুজাতীয় অশ্বগণের ন্যায় তদীয় বৈবাহিক রথে যুক্ত হইয়া প্রতোদ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন[১১]। জনার্দ্দন সমগ্র অক্ষৌহিণীপতি মহাবাহু রাজা জরাসন্ধকে উপায়াবলম্বনে ভীম দ্বারা ঘাতিত করেন[১২]। রাজসেনাপতি বিক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল অর্ঘ্যার্থ বিবদমান হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে পশু বৎ সংহার করেন[১৩]। মধুবংশ-তিলক কৃষ্ণ সমুদ্রগর্ভে বিক্রম দ্বারা দুরাক্রমণীয় শাল্ব-রক্ষিত আকাশস্থ সৌভ নামক দৈত্যপুর নিপাত করেন[১৪]। পদ্মলোচন কৃষ্ণ রণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মাগধ, কাশি, কোশল, বাৎস্য, গার্গ্য, করূষ, পৌণ্ড্র, আবন্ত্য, দাক্ষিণাত্য, পার্ব্বত্য, দাশেরক, কাশ্মীরক, ঔরসিক, পিশাচ, মুদ্গল, কাম্বোজ, বাটধান চোল, পাণ্ড্য, ত্রিগর্ত্ত, মালব ও সুদুর্জ্জয় দরদ দেশীয় ও অন্যান্য নানা দিক্ হইতে সমাগত এবং খস ও শক দেশীয় রাজগণকে ও সানুচর যবনরাজকে পরাজিত করেন[১৫-১৮]। কৃষ্ণ পূর্ব্বে মকরাদি জলজন্তু-সংবৃত সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সলিলান্তর্গত বরুণকে জয় করেন[১৯]। কৃষ্ণ যুদ্ধে পাতালতলবাসী পঞ্চজন নামক অসুরকে হনন করিয়া দিব্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করেন[২০]। মহাবল কৃষ্ণ অর্জ্জুন সহিত, খাণ্ডব দাহে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিয়া আগ্নেয় অস্ত্র ও দুর্দ্ধর্ষ চক্র লাভ করিয়াছেন। বীর কৃষ্ণ গরুড়ারোহণে অমরাবতী গমন পূর্ব্বক মহেন্দ্র ভবন হইতে তাঁহাকে ত্রাসিত করত পারিজাত হরণ করেন[২২]; কৃষ্ণের বিক্রম বিদিত হইয়া ইন্দ্রকেও পারিজাত হরণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কোন রাজা যে, অজিত আছেন,

ইহা আমরা শ্রবণ করি নাই[২৩]। হে সঞ্জয়! আমার সভাতে পুণ্ডরী-কাক্ষ কৃষ্ণ যে মহৎ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহা করিতে পারে[২৪]? আমি ভক্তি পূর্ব্ব শরণাপন্ন হইয়া ঈশ্বর কৃষ্ণকে যে দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার শাস্ত্র বিদিত সমস্তই প্রত্যক্ষবৎ সুবিদিত রহিয়াছে[২৫]। হে সঞ্জয়! বিক্রমী বুদ্ধিমান্ হৃষী-কেশ কৃষ্ণের কর্ম্মের অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না[২৬]। গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, বিদূরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, সারণ, উল্মুক, নিশঠ, বীর্য্যবান্ ঝিল্লীবভ্রু, পৃথু, বিপৃথু, সমীক, অরিমেজয় ইত্যাদি বলবান্ প্রহারপটু বৃষ্ণি বীরগণ যদি মহাত্মা কেশব কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কথঞ্চিৎ পাণ্ড-বানীককে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় সকলেই সংশয়াপন্ন হয়[২৭.৩০]। যে দিকে জনার্দ্দন সেই দিকেই অযুত হস্তি বলধারী কৈলাশ শিখর সদৃশ বনমালী বীর হলধর[৩১]। হে সঞ্জয়! দ্বিজাতিগণ সেই বাসুদেবকে সর্ব্ব জগতের পিতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই বাসুদেব কি পাণ্ডব গণের নিমিত্ত যুদ্ধ করিবেন[৩২]? হে বৎস সঞ্জয়! যদি উনি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত স্বয়ং বর্ম্মিত হইয়া যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহার প্রতিযোদ্ধা হইবেক না[৩৩], যদিও সমুদায় কুরুগণ কথঞ্চিৎ পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারে, তাহা হইলে বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ তাহাদিগের নিমিত্ত শস্ত্র-প্রবর ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত নরপতি ও কৌরবগণকে নিপাত করিয়া কুন্তীকে পৃথিবী দান করিতে পারেন[৩৪.৩৫]। যাহার হৃষীকেশ সারথি ও ধনঞ্জয় যোদ্ধা, সেই রথের প্রতি কোন্ রথ প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক[৩৬]? অতএব কোন উপায়েই কুরুগণের জয় দেখিতে পাই না। সে যাহা হউক, সংপ্রতি, যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল, তৎ সমুদায় আমাকে বল[৩৭]। অর্জ্জুন কৃষ্ণের আত্মা, এবং কৃষ্ণও আত্মা; অর্জ্জু-নেতে নিত্য বিজয় এবং কৃষ্ণেতে চিরন্তনী কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে[৩৮]।

অর্জ্জুন সর্ব্ব লোক মধ্যে অপরাজিত এবং কৃষ্ণেতে সমুদায় গুণই প্রাধান্য, ভূয়িষ্ঠ ও অপরিমিত রূপে বর্ত্তমান আছে[৩৯]। দুর্দ্দৈব ক্রমে মৃত্যু-পাশ-পুরস্কৃত দুর্য্যোধন মোহ বশত অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে অবগত হইতে পারে নাই[৪০]। দুর্য্যোধন দৈব যোগ বশত মোহিত ও মৃত্যু-পাশে পুরস্কৃত হইয়াই দাশার্হ কৃষ্ণ ও পাণ্ডব অর্জ্জুনকে অবগত হইতে পারে নাই। ইঁহারা উভয়ে পুরাতন দেব মহাত্মা নর নারায়ণ[৪১]। ইঁহারা উভয়ে একাত্মা, দ্বিধাভূত হইয়া মর্ত্যলোকে মানবগণের নয়ন গোচর হইতেছেন। এই দুরাক্রমণীয় যশস্বী দুই জন মনে মনে ইচ্ছা করিলেই এই সকল সেনা বিনাশ করিতে পারেন, তবে মানুষ-শরীর-ধারী বলিয়া তাহাতে ইচ্ছা করিতেছেন না। মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের বধ যুগবিপর্য্যয়ের ন্যায় লোকের মোহ জনক হইয়াছে, অতএব কোন ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন, নিত্য ক্রিয়া বা অস্ত্র-বিদ্যা দ্বারা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় না। হে সঞ্জয়! লোক-পূজিত বীর শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ভীষ্ম ও দ্রোণ হত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়াও আমি জীবিত আছি! পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের যে শ্রী অবলোকন করিয়া আমরা অসূয়া করিয়াছিলাম[৪২.৪৬], এক্ষণে ভীষ্ম ও দ্রোণের বধ শ্রবণ করিয়া সেই শ্রী তাঁহারই অনুগতা অর্থাৎ আমাদিগের অপ্রাপ্যা জানিলাম। আমার নিমিত্তই কুরুবংশের এই ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে[৪৭]। হে সূত! কাল-পরিপক্ব জীবের বধ নিমিত্ত তৃণও বজ্র-তুল্য হয়; অদ্য যাঁহার কোপে মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিপাতিত হইলেন; সেই যুধিষ্ঠির লোক মধ্যে এই অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন। প্রকৃতি বশত ধর্ম্ম তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে; আমাদিগের প্রতি অধর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছে, অতএব এই ক্রূর কাল আমার সমুদায় বিনাশ নিমিত্ত আসন্ন হইয়াছে। হে তাত! মনস্বী মনুষ্য কোন বিষয় এক প্রকার চিন্তা করে, কিন্তু তাহা দৈব বশত অন্য প্রকার হইয়া থাকে,

অতএব এই অপরিহার্য্য সাধ্যাতীত অতিকৃচ্ছ্র জনক অচিন্তনীয় যে ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে যে প্রকার যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন কর[৪৮-৫১]।

ধৃতরাষ্ট্রানুতাপে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ যে প্রকারে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক সূদিত হইয়া নিপাতিত হইয়াছেন; তৎ সমস্ত আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন[১]। মহারথ ভরদ্বাজ-নন্দন সর্ব্ব সৈন্য মধ্যে সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার পুত্রকে কহিলেন[২], হে ভূপাল! কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিধনানন্তর আপনি আমাকে যে সেনাপতি করিয়া মানিত করিলেন[৩], হে ভারত! তাহার ফল আপনি লাভ করুন। আমি আপনার কি অভিলাষ পূর্ণ করিব, তাহা ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করুন[৪]।

অনন্তর কর্ণ দুঃশাসনাদি পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন সেই জয়ি-প্রবর দুরাক্রম্য আচার্য্যকে কহিলেন[৫], যদি আমাকে বর প্রদান করেন, তবে আপনি রথিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবিত রাখিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করুন[৬]।

অনন্তর কুরুগণের গুরু দ্রোণ আপনার পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাগণকে প্রহর্ষিত করত তাঁহাকে কহিলেন[৭], রাজা কুন্তীসুত ধন্য; যেহেতু আপনি তাঁহার বধ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া গ্রহণ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন[৮]। হে নরব্যাঘ্র! আপনি কি নিমিত্ত তাঁহার বধ আকাঙ্ক্ষা করিলেন না? আপনি যে আমার নিকট তাঁহার বধক্রিয়া সম্পাদন নিমিত্ত বলিলেন না, কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মরাজের দ্বেষ্টা কেহই নাই। আপনি যে তাঁহার জীবন ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয়, আ-

পনি আপন কুল রক্ষা করিতেছেন; অথবা হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! আপনি সম্প্রতি যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া পরে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দান দ্বারা তাঁহার সহিত সৌভ্রাত্র বিধান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব ধীমান্ রাজা যুধিষ্ঠির ধন্য ও শুভক্ষণজন্মা। যখন আপনিও তাঁহাকে স্নেহ করিতেছেন, তখন তিনি যথার্থই অজাতশত্রু[৯.১২]।

হে ভারত! দ্রোণ এই রূপ কহিলে, আপনার পুত্রের হৃদয় স্থিত চিরন্তন ভাব সহসা প্রকাশিত হইল[১৩]। বৃহস্পতি তুল্য ব্যক্তিরাও অভিপ্রায় গোপন করিতে পারেন না; অতএব হে রাজন্! আপনার পুত্র প্রহৃষ্ট-চিত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন[১৪], হে আচার্য্য! যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের বধ হইলে আমার বিজয় হইবে না; যেহেতু যুধিষ্ঠির হত হইলে অর্জ্জুন আমাদিগের সকলকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিবে[১৫]। তাহাদিগের সকলকে নিহত করিতে দেবতারাও সমর্থ হন না; তাহাদিগের মধ্যে যে জীবিত থাকিবেক, সেই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে[১৬]। এই নিমিত্ত সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির আনীত হইলে পুনরায় বন গমন পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত করিব; তাহা হইলে পাণ্ডবগণ সকলেই তাঁহার অনুগামী হইয়া পুনরায় অরণ্যে গমন করিবেক[১৭]; তাহা হইলেই আমার দীর্ঘ কাল জয় হইল; অতএব আমি কখনই ধর্ম্মরাজের বধ ইচ্ছা করি না[১৮]।

বিষয়-মর্ম্মজ্ঞ বুদ্ধিমান্ দ্রোণ দুর্য্যোধনের ঐ কুটিল অভিপ্রায় অবগত হইয়া চিন্তা-পূর্ব্বক এই বলিয়া ছল-পূর্ব্বক বর দান করিলেন[১৯], যদি বীর অর্জ্জুন যুদ্ধে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না কবেন, তবে আমি পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠকে আপনার বশে আনয়ন করিয়াছি, নিশ্চয় করুন[২০]। বৎস! ইন্দ্রাদি দেব ও অসুরগণও সমরে ধনঞ্জয়ের সম্মুখে প্রত্যুদ্গমন করিতে পারেন না; অতএব আমি সমরে তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিব না[২১]। তিনি আমার শিষ্য বটেন, সংশয় নাই, কিন্তু

আমি তাঁহার অস্ত্র শিক্ষা বিষয়ে প্রথম আচার্য্য, তিনি সুকৃতী, তরুণ-বয়স্ক, যুদ্ধে একায়ন-গত (অর্থাৎ জয় মরণান্য তর নিশ্চয় বান্) ও অস্ত্র-কার্য্যে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ[২২]। হে রাজন্! তিনি ইন্দ্র ও রুদ্রের নিকট নানাবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহাতে আবার আপনি তাঁহাকে অমর্ষিত করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে আমি যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিব না[২৩]। আপনি সেই অর্জ্জুনকে যে কোন উপায়ে পারেন, যুদ্ধ স্থল হইতে অপসারিত করিবেন, তাহা হইলে আপনার দ্বারা ধর্ম্মরাজ জিত হইবেন[২৪]। হে পুরুষর্ষভ! তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেই আপনার জয় হইবে, বধ করিলে কোন প্রকারে জয় হইবার নহে; পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিলেই তিনি গৃহীত হইবেন[২৫]। হে রাজন্! নরব্যাঘ্র কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় অপসারিত হইলে যদি ধর্ম্মরাজ সমরে আমার সমক্ষে মুহূর্ত্ত মাত্রও অবস্থান করেন, তবে আমি সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ সেই রাজাকে গ্রহণ করিয়া আপনার বশে আনয়ন করিব, সংশয় নাই[২৬.২৭]। হে রাজন্! ফাল্গুণের সমক্ষে ইন্দ্রাদি দেব ও অসুরগণও সংগ্রামে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে পারেন না[২৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, দ্রোণ এই রূপ ছল ক্রমে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে মূর্খতম আপনার পুত্রগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে গৃহীত বলিয়াই বোধ করিলেন[২৯]। আপনার পুত্র, দ্রোণকে পাণ্ডবদিগের সাপেক্ষ বলিয়া জানিতেন; তন্নিমিত্ত দ্রোণের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা জন্য সেই মন্ত্রণা বহু জনের অবগতি নিমিত্ত ব্যক্ত করিলেন[৩০]। হে অরিন্দম! অনন্তর দুর্য্যোধন পাণ্ডব রাজকে গ্রহণ করিবার মন্ত্রণা সৈন্যগণ-মধ্যে উদ্‌ঘোষিত করিয়া দিলেন[৩১]।

দ্রোণ বর দানে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রারম্ভ ।

সঞ্জয় কহিলেন, দ্রোণ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহ বিষয়ে সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলে পর আপনার সৈনিকগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাহু শব্দ ও সিংহ নাদ করিতে লাগিল। হে ভারত! ধর্ম্মরাজও তৎক্ষণাৎ আপ্ত চর দ্বারা দ্রোণের ঐ রূপ প্রতিজ্ঞা যাথার্থ্য রূপে জানিতে পারিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ সমস্ত ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য রাজগণকে আনয়ন করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি অদ্য দ্রোণের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া থাকিবে[১-৪], এক্ষণে যাহাতে তাহা সত্য না হয়, সেই রূপ নীতি বিধান কর। হে অমিত্রকর্ষণ! দ্রোণ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে ছল আছে। হে মহাধনুর্দ্ধর; তিনি সেই ছল তোমাতেই সমাধান করিয়াছেন; অতএব হে মহাবাহো! তুমি অদ্য আমার অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ কর; যেন দ্রোণ দ্বারা দুর্য্যোধনের মনোরথ পূর্ণ না হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজন্! আমার যেমন কোন প্রকারে আচার্য্যের বধ কর্ত্তব্য নহে, সেই রূপ আপনাকে পরিত্যাগ করা ও ইচ্ছা নহে। হে পাণ্ডব! যদি যুদ্ধে আমাকে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাচ আমি কখন আচার্য্যের প্রতিকূল হইব না। দুর্য্যোধন যখন যুদ্ধে আপনার নিগ্রহ করিয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছে, তখন সেই পাপাত্মার এই জীব লোকে কোন প্রকারে কামনা পরিপূর্ণ হইবে না। যদি নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত আকাশ পতিত হয় এবং পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, তথাপি আমি জীবিত থাকিতে দ্রোণ আপনাকে কখনই নিগ্রহ করিতে পারিবেন না। যদি বজ্রধারী ইন্দ্র বা বিষ্ণু স্বয়ং দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া সমরে তাঁহার সাহায্য করেন, তথাপি তিনি যুদ্ধে আপনাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। হে রাজেন্দ্র! আমি জীবিত থাকিতে সর্ব্ব শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ

হইতে ভয় করা আপনার উচিত নয়। হে রাজেন্দ্র! আমি আর এক কথা নিবেদন করি, শ্রবণ করুন,—আমার প্রতিজ্ঞা কখন অন্যথা হয় না। আমি যে কখন মিথ্যা কথা কহিয়াছি, কি পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছি, কি প্রতিশ্রুত প্রতিপালন করি নাই, তাহা আমার স্মরণ হয় না[৫-১৪]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবগণের শিবিরে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক সকল বাজিতে লাগিল, এবং গগনস্পর্শী অতি ভীষণ সিংহনাদ ও ধনুর্জ্যাতল শব্দ হইতে লাগিল[১৫-১৬]। মহাতেজা পাণ্ডবগণের সেই শঙ্খ নির্ঘোষাদি শ্রবণ করিয়া আপনার সেনা মধ্যেও বাদ্য যন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল[১৭]। হে ভারত! অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধেচ্ছু ও ব্যূহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমরে অবতরণ করিল[১৮]। পরে পাণ্ডব ও কুরুগণে এবং দ্রোণ ও পাঞ্চালগণে লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল[১৯]। সৃঞ্জয়গণ বিবিধ প্রযত্নেও দ্রোণ-রক্ষিত সেনাগণকে নিপাতিত করিতে পারিল না, এবং আপনার পুত্রের উদাররথ প্রহরণশীল যোধগণও অর্জ্জুন-পালিতা পাণ্ডবী সেনা ধর্ষণ করিতে পারিল না[২০-২১]। পরস্পর রক্ষ্যমাণ সেই সেনাগণ রাত্রি প্রসুপ্ত সুপুষ্পিত বনরাজির ন্যায় ক্ষণ মাত্র স্তব্ধ হইয়া রহিল[২২]।

হে রাজন্! অনন্তর রুক্ম-রথ দ্রোণ বিরাজমান সূর্য্যের ন্যায়, প্রতিপক্ষ সেনাগণকে রথ দ্বারা নিষ্পেষণ করত সেনা মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন[২৩]। একাকী দ্রোণ সমরে উদ্যত হইয়া লঘুহস্তে শর বর্ষণ করত রথারোহণে এমত বিচরণ করিতে লাগিলেন যে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ ত্রাস প্রযুক্ত তাঁহাকে অনেক বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন[২৪]। হে মহারাজ! দ্রোণ বিমুক্ত ভীষণ শর নিকর পাণ্ডব সৈন্যগণকে ত্রাসিত করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল[২৫]। মধ্যাহ্ন

কালে প্রখরতর শত শত রশ্মি বিশিষ্ট সূর্য্য যে রূপ দৃষ্ট হয়, দ্রোণ সেই রূপ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন[২৬]। হে ভারত! যেমন দানবেরা সমরে ক্রুদ্ধ মহেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, সেই রূপ পাণ্ডবগণের মধ্যে কেহ সমর ক্রুদ্ধ সেই দ্রোণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও শক্ত হইল না[২৭]। প্রতাপবান্ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ সত্বর হইয়া সৈন্যগণকে মোহিত করত শানিত শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন-সৈন্য কম্পিত করিলেন, এবং অজিহ্মগ বাণ দ্বারা দিক্ সকল সংরুদ্ধ ও আকাশ আচ্ছন্ন করত, যে স্থলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিলেন, সেই স্থলে পাণ্ডব সেনাগণ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন[২৮-২৯]।

অর্জ্জুনকৃত যুধিষ্ঠির আশ্বাসনে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, যেমন অনল তৃণাদি দহন করে, সেই রূপ দ্রোণ পাণ্ডব সেনা মধ্যে মহা তুমুল উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন[১]। সৃঞ্জয়গণ ক্রুদ্ধ সুবর্ণ রথ দ্রোণকে সাক্ষাৎ উদিত অগ্নির ন্যায় সৈন্য দহন করিতে অবলোকন করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল[২]। যুদ্ধে তিনি এরূপ লঘুহস্তে বিস্তৃত রূপে শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, যে, তাহার টঙ্কার শব্দ বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল[৩]। তাহার লঘুহস্ত-বিমুক্ত অতি ভীষণ বাণ সকল রথী, সাদী, নাগ, অশ্ব ও পদাতিগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল[৪]। যেমন গ্রীষ্মাবসানে বায়ু সহায় পুনঃপুন গর্জ্জমান পর্জ্জন্য শিলা বর্ষণ করে, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্য বাণ বর্ষণ করত প্রতিপক্ষগণের ভয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন[৫]। হে রাজন্! প্রভু দ্রোণ রণ মধ্যে অলৌকিক রূপে বিচরণ করত শত্রুগণের ক্ষোভ ও ভয় প্রবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন[৬]। যেমন বিদ্যুৎ মেঘ মধ্যে বিরাজমান

হয়, সেই রূপ তাঁহার সুবর্ণ-পরিষ্কৃত শরাসন ভ্রমণশীল রথ রূপ মেঘ মধ্যে পুনঃপুন দৃষ্ট হইতে লাগিল[৭]। সেই সত্যবান্ প্রাজ্ঞ ধর্ম্ম-নিষ্ঠ বীর যুগান্ত কালের নিয়ন্তার ন্যায় ভয়ানক নদী প্রবাহিত করিলেন[৮]। হে রাজন্! সেই নদী অমর্ষ রূপ বেগ হইতে সমুৎপন্না হইল; তাহার চতুর্দ্দিকে মাংসাশীগণ বিচরণ করিতে লাগিল। সেই নদী সৈন্য রূপ জল বেগে পরিপূর্ণা হইয়া বীর রূপ বৃক্ষ সকলকে প্রবাহ দ্বারা লইয়া যাইতে লাগিল[৯]। তাহার জল, কেবল শোণিত; আবর্ত্ত রথ সকল; তীর, হস্তী ও অশ্বগণ; উৎপল, কবচ-নিচয়; পঙ্ক, মাংস রাশি[১০]; বালুকা, মেদ মজ্জা ও অস্থি; এবং ফেণরাশি, পতিত উষ্ণীষ সমূহ হইল। সংগ্রাম রূপ মেঘে পরিপূর্ণা; সেই নদীর মৎস্য, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রবৃন্দ[১১]; জলজন্তু, নর নাগ ও অশ্ব; প্রবাহ, শরবেগ; ভাসমান কাষ্ঠ সকল, শরীর চয়; কচ্ছপ, রথ সকল[১২]; পাষাণ-নির্ম্মিত তট, মস্তক-নিচয়; মীন, খড়্গ নিকর এবং তাহার হ্রদ, রথ ও হস্তীযুথ হইল। মহারথ সকল নানাভরণে বিভুষিত সেই নদীর আবর্ত্ত; এবং ভূমি-রেণু সকল, তাহার ঊর্ম্মিমালা হইল। ঐ শোণিত নদী মহাবীর্য্যবানৃগণের অনতি কষ্টে তরণীয়া এবং ভীরুগণের দুস্তরণীয়া হইল[১৩-১৪]। উহার শোণিত জলে শত শত শরীরের সম্বাধ হইতে লাগিল। কঙ্ক ও গৃধ্রগণ তাহাতে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার বেগে সহস্র সহস্র মহারথ যম সদনে উপনীত হইতে লাগিলেন[১৫]। শূরগণ ব্যাল রূপে তাহাতে সমাকীর্ণ হইলেন। প্রাণী সমূহ তাহার সেবা করিতে লাগিল। তাহাতে ছিন্ন ছত্র সকল মহাকায় হংসের ন্যায় প্রকাশিত, মুকুট সকল বিবিধ পক্ষী রূপে শোভিত[১৬] এবং চক্র সকল কূর্ম্ম রূপে, গদা সকল কুম্ভীর রূপে ও শর সকল ক্ষুদ্র মৎস্য রূপে বিরাজিত হইল। হে রাজসত্তম! বলশালী দ্রোণ এতাদৃশী ভয়ঙ্কর কাক গৃধ্র শৃগাল সমূহের নিষেবিতা শত শত শরী-

রের সম্বাধ সমন্বিতা কেশ রূপ শৈবালবতী ভীরু জন ভয়প্রদায়িনী নদী উৎপাদন করিয়া শত শত প্রাণীদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক সেই নদীর প্রবাহ দ্বারা যমালয়ে উপনীত করিতে লাগিলেন[১৭-১৯]।

যুধিষ্ঠির প্রমুখ সমস্ত রাজগণ মহারথ দ্রোণকে স্থানে স্থানে সেই সকল সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন[২০]। আপনার পক্ষীয় দৃঢ়বিক্রম সমস্ত যোধগণও সেই সকল শূরদিগকে অভিদ্রুত হইতে অবলোকন করিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাহাতে উভয় পক্ষের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল[২১]। শত শত মায়া-বিদ্যায় নিপুণ শকুনি সহদেবকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সারথি, ধ্বজ ও রথ সহিত তাঁহাকে শাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[২২]। মাদ্রীসুত অনতি-ক্রুদ্ধ হইয়া শর দ্বারা শকুনির কেতু, ধনুক, সারথি ও অশ্বগণকে ছেদন করিয়া পশ্চাৎ শকুনিকে ষষ্টি শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন[২৩]। সুবল-নন্দন গদা গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক সেই গদা দ্বারা সহদেবের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন[২৪]। হে রাজন্! সেই দুই মহাবল শূর বিরথ ও গদা-হস্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় সংগ্রামে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন[২৫]। দ্রোণ পাঞ্চালরাজকে দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলে পাঞ্চালরাজ তাঁহাকে বহু শরে বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্য পুনরায় ততোধিক শর দ্বারা পাঞ্চালরাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৬]। ভীমসেন নিশিত বিংশতি শরে বিবিংশতিরে বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[২৭]। হে মহারাজ! বিবিংশতি সহসা ভীমের অশ্ব, ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল[২৮]। বীর ভীমসেন সমরে সেই শত্রুর তাদৃশ বিক্রম সহ্য না করিয়া গদা দ্বারা তাঁহার শিক্ষিত অশ্ব সকল নিপাতিত করিলেন[২৯]।

হে রাজন্! মহাবল বিবিংশতি অশ্ব-শূন্য রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, যেমন এক মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন[৩০]। বীর শল্য প্রীতিভাজন ভাগিনেয় নকুলকে, যেন কোপিত করিবার নিমিত্ত হাস্য সহকারে লালন করিতে করিতে শর জাল আঘাত করিলেন[৩১]। অনন্তর প্রতাপবান্ নকুল যুদ্ধে তাঁহার অশ্ব, ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও ধনুক ছেদন করিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিলেন[৩২]। ধৃষ্টকেতু কৃপাচার্য্য-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বহুবিধ শর ছেদন করিয়া সপ্ততি শর দ্বারা কৃপকে বিদ্ধ করিলেন এবং তিন শর দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৩৩]। বিপ্র কৃপ মহৎ শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৩৪]। সাত্যকি নারাচ দ্বারা কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে সপ্ততি শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[৩৫]। যেমন শীঘ্রগামী বায়ু অচলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেই রূপ ভোজ-বংশীয় কৃতবর্ম্মা সপ্ত-সপ্ততি শানিত শর দ্বারা শিনি-নন্দন সাত্যকিকে চঞ্চল করিতে পারিলেন না[৩৬]। সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সুশর্ম্মার মর্ম্মস্থানে সাতিশয় আঘাত করিলেন। সুশর্ম্মাও তোমর দ্বারা তাঁহার জত্রু দেশে তাড়না করিলেন[৩৭]। বিরাট মহাবীর্য্যবান্ মৎস্যগণে পরিবৃত হইয়া সমরে সূর্য্য-তনয় কর্ণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৩৮]। তৎকালে সূত-পুত্রের দারুণ পৌরুষ প্রকাশিত হইল, তিনি সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৩৯]. হে মহারাজ! স্বয়ং দ্রুপদরাজ, ভগদত্তের সহিত সমরে সঙ্গত হইলেন; তাঁহাদিগের উভয়ের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল[৪০]। পুরুষর্ষভ ভগদত্ত নতপর্ব্ব শর দ্বারা রাজা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিয়া তদীয় সারথি, ধ্বজ ও রথ বিদ্ধ করিলেন[৪১]। তদনন্তর দ্রুপদরাজ

ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা মহারথ ভগদত্তের বক্ষঃস্থল সত্বর আহত করিলেন[৪২]। অস্ত্রবিশারদ যোধশ্রেষ্ঠ সোমদত্ত-পুত্র ও শিখণ্ডী উভয়ে প্রাণীগণের ত্রাস-জনক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৪৩]। হে রাজন্! বীর্য্যবান্ ভূরিশ্রবাঃ সমরে প্রবল বাণ সমূহ দ্বারা মহারথ যাজ্ঞসেনি শিখণ্ডীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন[৪৪]। হে প্রজানাথ ভারত! শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া নবতি বাণে সোমদত্ত-পুত্রকে অস্থির করিলেন[৪৫]। ভীষণকর্ম্মা রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ উভয়ে পরস্পর জয়ৈষী হইয়া অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিল[৪৬]। ইহারা উভয়ে দর্প সহকারে শত শত মায়া সৃষ্টি করিয়া অন্তর্হিত হইয়া অতি বিস্ময়-জনক রূপে বিচরণ করিতে লাগিল[৪৭]। দেবাসুর-যুদ্ধে মহাবল বলাসুর ও ইন্দ্রের যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল; চেকিতান অনুবিন্দের সহিত সেই রূপ অতি ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৪৮]। হে রাজন্! পূর্ব্ব কালে যেমন বিষ্ণু হির-ণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; সেই রূপ লক্ষ্মণ ক্ষত্রদেবের সহিত অতিশয় সংগ্রাম করিতে লাগিলেন[৪৯]। হে রাজন্! অনন্তর পৌরব মহানাদ করত যথাবিধান ক্রমে সুসজ্জিত চলিত অশ্ব-যুক্ত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন[৫০]। অনন্তর মহাবল অরিন্দম অভিমন্যু ত্বরিত ও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার সম্মুখে ধাবন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৫১]। পৌরব শর সমূহ দ্বারা সুভদ্রা-নন্দনকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুন-নন্দনও তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও ধনুক কর্ত্তন করিয়া ভূমিতে পা-তিত করিলেন[৫২]। এবং অন্য সপ্ত আশুগ বাণ দ্বারা পৌরবকে বিদ্ধ করিয়া অপর পঞ্চ সায়ক দ্বারা তাঁহার সারথি ও অশ্ব বিদ্ধ করি-লেন[৫৩]। অনন্তর অর্জ্জুন তনয় অভিমন্যু সেনাগণকে আনন্দিত করত সিংহ বৎ নিনাদ করিয়া অতি সত্বর পৌরব-নাশক এক শর পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন[৫৪]। হৃদিকা-নন্দন কৃতবর্ম্মা সেই ভীষণ-দর্শন বাণ

সন্ধিত অবলোকন করিয়া দুই শর দ্বারা অভিমন্যুর সেই বাণ সহিত শরাসন ছেদন করিলেন[৫৫]। পরবীর-বিনাশক অভিমন্যু সেই ছিন্ন শরাসন ত্যাগ করিয়া চর্ম্ম ও শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন[৫৬], এবং অনেক তারা শোভিত সেই চর্ম্ম ও অসি লঘু-হস্তে ভ্রামণ করিয়া আপন বীর্য্য প্রদর্শন করত গতি বিশেষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন[৫৭]। হে রাজন্! তিনি চর্ম্ম ও খড়্গের ভ্রামণ, উদ্ভ্রামণ, প্রকম্পন ও পুনরুত্থান এতাদৃশ লঘুহস্তে নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন, যে, সেই খড়্গ ও চর্ম্মের আকৃতি গ্রহ হইল না[৫৮]। অভিমন্যু ঈর্ষা অবলম্বন করিয়া গরুড়ের সমুদ্র ক্ষোভ-পূর্ব্বক নাগ গ্রহণ ও নিক্ষেপের ন্যায়, সহসা লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া পৌরবের রথারোহণ করত তাঁহার কেশাকর্ষণ, পদাঘাতে সারথির হনন ও অসি দ্বারা রথের ধ্বজ ছেদন করিলেন[৫৯-৬০]। সমস্ত রাজগণ পৌরবকে বিগলিত কেশ ও সিংহ কর্ত্তৃক পাত্যমান বৃষভের ন্যায় অচেতন দর্শন করিতে লাগিলেন[৬১]। পরন্তু রাজা জয়দ্রথ পৌরবকে অভিমন্যু-কর্ত্তৃক অনাথ বৎ কেশে আকৃষ্যমাণ ও তাঁহার বশ প্রাপ্ত এবং পতিত অবলোকন করিয়া সহ্য করিলেন না[৬২]। তিনি ময়ূরাঙ্কিত শত কিঙ্কিণীজালে সমন্বিত চর্ম্ম ও খড়্গ লইয়া নিনাদ সহকারে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন[৬৩]। অনন্তর অভিমন্যু জয়দ্রথকে দর্শন করিয়া পৌরবকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রথ হইতে শ্যেনপক্ষি বৎ উৎপতিত হইয়া নিপতিত হইলেন[৬৪], এবং নানা দিক্ হইতে শত্রুগণের প্রেরিত প্রাস, পট্টিশ ও নিস্ত্রিংশ সকল অসি দ্বারা ছেদন ও চর্ম্ম দ্বারা অবরোধ করিতে লাগিলেন[৬৫]। বলশালী শূরবর অভিমন্যু সৈন্যদিগকে নিজ বাহু বল প্রদর্শন-পূর্ব্বক সেই মহা খড়্গ ও চর্ম্ম উদ্যত করিয়া পিতার অত্যন্ত বৈরী বৃদ্ধক্ষত্রপুত্র জয়দ্রথের প্রতি অভিমুখ হইয়া, যেমন সিংহ হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ ধাবমান হইলেন[৬৬-৬৭]।

তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া ব্যাঘ্র ও কেশরীর ন্যায় সহর্ষে খড়্গ, দন্ত, নখ ও আয়ুধ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন[৬৮]। অসি ও চর্ম্মের সম্পাত, অভিঘাত ও নিপাতে কেহ সেই নরশ্রেষ্ঠ দ্বয়ের মধ্যে কাহারো কিছুমাত্র অবকাশ লক্ষ করিতে পারিল না[৬৯]। তাঁহাদিগের নিম্নে পতন, অসি-চালনধ্বনি, শস্ত্রের অবকাশ প্রদর্শন ও বহিঃপ্রদেশ ও অন্তর প্রদেশে নিপাত, উভয়ের সমান রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল[৭০]। সেই উভয় মহাত্মাকেই পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া বাহ্য ও অন্তর-মার্গে গতি বিশেষে বিচরণ করিতে দৃষ্ট হইল[৭১]। অনন্তর যশস্বী অভিমন্যু খড়্গ বিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে জয়দ্রথ তাঁহার চর্ম্মের পার্শ্ব প্রান্তে খড়্গ প্রহার করিলেন[৭২]। সিন্ধুরাজের বল-প্রেরিত সেই মহান্ খড়্গ অভিমন্যুর প্রদীপ্ত চর্ম্ম পার্শ্বস্থ খচিত স্বর্ণ-পত্র মধ্যে লগ্ন হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল[৭৩]। খড়্গ ভগ্ন হইল অবলোকন করিয়া সিন্ধুরাজ লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে ছয় পদ গমন করিয়া পুনরায় স্ব রথে আরোহণ করিলেন[৭৪]। এদিকে অভিমন্যু সমর মুক্ত হইয়া উত্তম রথে অবস্থান করিলে সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহারে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন[৭৫]। অনন্তর মহাবল অর্জ্জুন-নন্দন জয়দ্রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া খড়্গ ও চর্ম্ম উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন[৭৬]। যেমন ভাস্কর ভুবনে তাপ প্রদান করেন, সেই রূপ বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু সিন্ধুরাজকে পরাজিত করিয়া সেই সৈন্যগণকে তাপিত করিলেন[৭৭]।

শল্য সমরে অভিমন্যুর প্রতি প্রদীপ্ত অগ্নি শিখার ন্যায় সর্ব্ব লৌহময় কনক-ভূষণ ভীষণ এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন[৭৮]। যেমন গরুড় নাগরাজকে গ্রহণ করে, সেই রূপ অর্জ্জুন-নন্দন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই বৈদূর্য্য-খচিত শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং অসিও নিষ্কোশ করিলেন[৭৯]। অমিত-তেজা সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ মিলিত হইয়া তাঁহার বল

বীর্য্য ও দ্রুতকারিতা অবলোকন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[৮০]। বীর শত্রুহন্তা সৌভদ্র ভুজবীর্য্য বলে শল্যের প্রতি সেই বৈদুর্য্য খচিত শক্তিই নিক্ষেপ করিলেন[৮১]। সেই নির্ম্মোক-শূন্য ভুজঙ্গ-সদৃশী শক্তি শল্যের রথে আগমন করিয়া সারথিকে হনন পূর্ব্বক রথ হইতে পাতিত করিল[৮২]। অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, কৈকেয়, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ইহাঁরা সাধু সাধু ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এবং অপলায়নশীল সৌভদ্রকে হর্ষিত করিবার নিমিত্ত বিবিধ বাণ শব্দ ও বিস্তর সিংহনাদ হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ শত্রুর বিজয় লক্ষণ সেই হর্ষ কোলাহল সহ্য করিতে পারিলেন না[৮৩-৮৫]। হে মহারাজ! অনন্তর যেমন জলদগণ পর্ব্বতে বর্ষণ করে, সেই রূপ তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শানিত শর সকল সহসা তাঁহার উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৮৬]। অমিত্রঘ্ন আর্ত্তায়ন-নন্দন শল্য নিজ সারথির পরাভব মনে করিয়া এবং তাঁহাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু ও ক্রুদ্ধ হইয়া সৌভদ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন[৮৭]।

অভিমন্যু পরাক্রমে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি নানা প্রকার বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ যে রূপ বর্ণন করিলে, এই সকল শ্রবণ করিয়া আমার চক্ষুষ্মান্ হইতে ইচ্ছা হইতেছে[১]। মানবগণ এই দেবাসুর যুদ্ধ সম আর্য্য রূপ কুরু পাণ্ডব যুদ্ধ জগতে কীর্ত্তন করিবে[২]। এই তুমুল যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না, অতএব তুমি আমার নিকট শল্য ও অভিমন্যুর যুদ্ধ পুনর্ব্বার কীর্ত্তন কর[৩]।

সঞ্জয় কহিলেন, নিজ সারথি সাদিত হইয়াছে অবলোকন করিয়া

শল্য ক্রুদ্ধ-চিত্তে সর্ব্ব লোহময় গদা উদ্যত করিয়া নিনাদ সহকারে রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। ভীম শল্যকে অভিমন্যুর প্রতি দীপ্ত কালাগ্নি ও দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় আগত অবলোকন করিয়া মহতী গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক অতি বেগে ধাবমান হইলেন[৫]। অভিমন্যুও বজ্র সদৃশী মহা গদা গ্রহণ করিলেন, ভীম তাঁহাকে নিবারণ করিলেও তিনি শল্যকে 'আগমন কর আগমন কর' বলিতে লাগিলেন[৬]। প্রতাপবান্ ভীমসেন অভিমন্যুকে বারণ করিয়া সমরে শল্যের অভিমুখে অচল গিরির ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন[৭]। যেমন শার্দ্দূল কুঞ্জরের অভিমুখীন হয়, সেই রূপ মহাবল মদ্ররাজও ভীমকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র তাঁহার অভিমুখবর্ত্তী হইলেন[৮]। অনন্তর তূর্য্যনিনাদ, সহস্র সহস্র শঙ্খ ধ্বনি, ভেরীরব ও বীরগণের সিংহনাদ হইতে লাগিল[৯]। এবং শত শত কুরু পাণ্ডব সেনা উহাঁদিগকে ঐ রূপ সমরোন্মুখ সন্দর্শন করিয়া পরস্পর স্ব স্ব পক্ষের জয়ৈষী হইয়া গমন করিতে করিতে 'সাধু সাধু' এই রূপ শব্দ করিতে লাগিল[১০]। মদ্রাধিপ ব্যতিরেকে সমস্ত রাজ-মধ্যে কোন ব্যক্তি সমরে ভীমসেনের বেগ সহ্য করিতে পারে না[১১], এবং বৃকোদর ব্যতিরেকেও অন্য কেহ এই জগতে মহাত্মা মদ্ররাজের গদা-বেগ সহ্য করিতে উৎসাহ করিতে পারে না[১২]। অনন্তর ভীমসেন স্বর্ণপট্টনিবদ্ধা মহতী গদা যখন উদ্ভ্রামণ করিতে লাগিলেন, তখন তাহা প্রজ্বলিত হইয়া লোকের চিত্ত-প্রফুল্লকর হইতে লাগিল[১৩]। এ দিকে শল্যও মহা বিদ্যুৎ প্রতিভা মহতী গদা গ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকার বর্ত্মে পদচার ক্রমে যখন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই গদাও সুর্ব্ব প্রকারে শোভমানা হইল[১৪]। শল্য ও বৃকোদর উভয়েই গদা রূপ শৃঙ্গ উদ্যত করিয়া গর্জ্জনশীল মহা বৃষভের ন্যায় মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন[১৫]। মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও গদা ভ্রামণ বিষয়ে সেই

পুরুষ-সিংহ দ্বয়ের মধ্যে কাহারো কোন বিশেষ লক্ষিত হইল না[১৬]। শল্যের মহা ভীষণাকৃতি মহতী গদা ভীমসেন কর্ত্তৃক তাড়িতা হও-য়াতে প্রকাশিত অগ্নি শিখা সহকারে ঝটিতি কম্পিতা হইল[১৭], এবং ভীমসেনের গদাও শল্যের গদা দ্বারা অভিহত হইয়া বর্ষা ঋতুর প্র-দোষ কালীন খদ্যোতাবৃত বৃক্ষের ন্যায় প্রদীপ্ত হইল[১৮]। হে ভারত! মদ্ররাজের চালিত গদা সমরে মুহুর্মুহু অগ্নি বর্ষণ করিয়া নভোমণ্ডল প্রকাশ করিতে লাগিল[১৯]। কিন্তু ভীমসেনের গদা পতন্তী মহতী উল্কার ন্যায় শল্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার সৈন্যগণের সন্তাপ জন্মাইতে লাগিল[২০]। গদা-যোদ্ধাদিগের শ্রেষ্ঠ সেই উভয় গদা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ কারিণী নাগ-কন্যা দ্বয়ের ন্যায় অগ্নি সৃষ্টি করিতে লাগিল[২১]। যেমন দুই মহা ব্যাঘ্র নখ দ্বারা এবং দুই মহা গজ দশন দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করে, সেই রূপ তাঁহারা উভয়ে শ্রেষ্ঠ গদা দ্বারা পরস্পর সমবেত হইয়া সমরে বিচরণ করিতে লা-গিলেন[২২]। অনন্তর ক্ষণ কাল মধ্যে সেই দুই মহাত্মা মহা গদা দ্বারা অভিহত ও রুধিরাক্ত হইয়া পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হই-লেন[২৩]। সেই দুই পুরুষ-সিংহের গদাঘাত শব্দ ইন্দ্রের অশনি শব্দের ন্যায় সমস্ত দিকেই শ্রুত হইতে লাগিল[২৪]। যে প্রকার পর্ব্বত ভিদ্য-মান হইলেও কম্পিত হয়, না, সেই রূপ ভীমসেন বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে মদ্ররাজের গদা দ্বারা আহত হইয়াও কম্পিত হইলেন না[২৫]। এবং মহাবল মদ্রাধিপতিও ভীমের গদা বেগে অভিহত হইয়া ধৈর্য্য বশত বজ্রাহত গিরির ন্যায় অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগি-লেন[২৬]। তৎপরে পুনরায় উভয়ে গদা উদ্যম করিয়া মহা বেগে ভ্রমণ করত অন্তর পথস্থ হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করিলেন[২৭]। তৎ পরেই সহসা অষ্ট পদ লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক হস্তীর ন্যায় সমবেত হইয়া লোহ-দণ্ড দ্বারা পরস্পর অভিঘাত করিলেন[২৮], এবং পরস্পরের বেগ ও

গদা দ্বারা অতিশয় আহত হইয়া ক্ষিতিতলে ইন্দ্র ধ্বজের ন্যায় এক কালেই উভয়ে পতিত হইলেন[২৯]। পরে মহাবল কৃতবর্ম্মা বিহ্বল ও পুনঃপুন নিশ্বাস ত্যাগী শল্যের সমীপে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন[৩০]। হে মহারাজ! মহারথ কৃতবর্ম্মা, মদ্রাধিপতিকে গদা-পীড়িত, বিচেষ্ট গজ সদৃশ ও মূর্চ্ছাকুল অবলোকন করিয়া সত্বর স্ব রথে আরোহিত করত সংগ্রাম হইতে অপসারিত করিলেন[৩১-৩২]। কিন্তু সুমহাবাহু বীর ভীমসেন নিমেষ মাত্র মত্তবৎ বিহ্বল থাকিয়া পুনরুত্থিত হইয়া গদা-হস্তে দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইলেন[৩৩]। হে মান্যাগ্রগণ্য! আপনার পুত্ত্রগণ মদ্রাধিপতিরে পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, পদাতি, অশ্ব ও রথের সহিত কম্পিত হইয়া উঠিলেন[৩৪]। জয় শালী পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান কৌরব সৈন্যগণ ভীত হইয়া বাত চালিত মেঘ নিচয়ের ন্যায় দিক্ বিদিক্ ধাবমান হইল[৩৫]। হে রাজন্! মহারথ পাণ্ডবগণ আপনার পক্ষীয়দিগকে জয় করিয়া দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় রণে বিরাজমান হইলেন[৩৬] এবং হর্ষিত হইয়া অনবরত সিংহনাদ এবং শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক বাদ্য ধ্বনি করিতে লাগিলেন[৩৭]।

শল্যাপযানে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! বীর্য্যমান্ বৃষসেন আপনার সুমহৎ সৈন্যকে ইতস্তত ছিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষণ করিয়া একাকী অস্ত্রবিদ্যা প্রভাবে তাহাদিগকে সংস্থাপিত করিলেন[১], এবং সমরে দশ দিকেই বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই বাণ সকল প্রতিপক্ষ নর, বাজি, রথ ও হস্তি সৈন্য ভেদ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল[২]। মহারাজ! তাঁহার সহস্র সহস্র প্রবল বাণ সকল প্রদীপ্ত হইয়া গ্রীষ্ম কালীন সূর্য্য কিরণের ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিল[৩]। হে মহারাজ!

রথী ও সাদীগণ তাঁহার শরে পীড়িত হইয়া বাতভগ্ন দ্রুমের ন্যায় সহসা ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল[৪]। মহারথ বৃষসেন সমরে শত শত সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও গজ সমূহ নিপাত করিলেন[৫]। হে রাজন্! সংগ্রামে বৃষসেনকে নির্ভয়ে একাকী বিচরণ করিতে অবলোকন করিয়া সমস্ত রাজা মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন[৬]! নকুল-নন্দন শতানীক বৃষসেনের নিকট অভ্যাগত হইয়া মর্ম্মভেদী দশ নারাচ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন[৭]। কর্ণ-নন্দন বৃষসেনও তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া রথ ধ্বজ নিপাতিত করিলেন। দ্রৌপদীর অন্যান্য পুত্রগণ ভ্রাতা শতানীকের সাহায্যার্থে তথায় সমাগত হইলেন[৮], এবং শীঘ্র শর সমূহ দ্বারা কর্ণ-পুত্রকে আচ্ছাদন করিয়া অদৃশ্য করিলেন। হে মহারাজ! দ্রোণ-পুত্র প্রভৃতি মহারথগণ সিংহনাদ করিয়া, যেমন জলদগণ পর্ব্বতগণকে বৃষ্টি দ্বারা আচ্ছাদন করে, সেই রূপ নানাবিধ শর দ্বারা সেই মহারথ দ্রৌপদেয়গণকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে বেগে ধাবমান হইলেন[৯-১০]; তাহা দেখিয়া পাঞ্চাল, কৈকেয়, মৎস্য, সৃঞ্জয়গণ ও পুত্র-হিতার্থী পাণ্ডবগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া সত্বরে তাঁহাদিগের প্রতি প্রত্যুদ্গাত হইলেন[১১]। যেমন দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ ত্বদীয় যোদ্ধৃগণের সহিত পাণ্ডব গণের ঘোরতর লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল[১২]। এই রূপে কুরু পাণ্ডব বীরগণ পরস্পর আক্রোশী হইয়া সুসংরব্ধ চিত্তে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[১৩]। সেই অসীম-তেজা যুযুৎসু যোধগণের ক্রোধ বশত তাঁহাদিগের শরীর, আকাশে যুদ্ধার্থী গরুড় ও পন্নগগণের শরীরের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৪]। সেই রণভূমি ভীম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি প্রভৃতি মহাবীরগণ দ্বারা প্রলয় কালীন সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল[১৫]। পরস্পর প্রহারকারি যোধগণের সেই

যুদ্ধ, মহাবল দানবগণের সহিত বলবান্ দেবগণের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তৎ সদৃশ হইল[১৬]। অনন্তর উন্মথিত সমুদ্রের শব্দ সদৃশ শব্দ সহকারে যুধিষ্ঠির সৈন্য আপনার সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে লাগিল,, তাহাতে আপনার সৈন্যের অনেক মহারথও পলায়ন করিলেন[১৭]

দ্রোণ, সৈন্যদিগকে বিপক্ষ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া "শূরগণ! পলায়ন করিও না" এই কথা বলিয়া শোণাশ্ব দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ চতুর্দ্দন্ত হস্তীর ন্যায় দ্রুতবেগে পাণ্ডব সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন[১৮.১৯]। যুধিষ্ঠির কঙ্কপত্র-যুক্ত শাণিত বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ সত্বর তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন[২০]। যেমন বেলাভূমি সাগরকে সীমাতিক্রমণ করিতে দেয় না; সেই রূপ পাঞ্চালদিগের যশস্কর যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক কুমার নামে কোন ব্যক্তি সেই ধাবমান দ্রোণকে ধারণ করিলেন[২১]। দ্বিজর্ষভ দ্রোণকে কুমার কর্ত্তৃক নিবারিত নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডব সেনা সিংহনাদ সহকারে সাধু সাধু বলিয়া উঠিল[২২]। মহাবল কুমার সংক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুন সিংহনাদ করত সমরে অনেক সহস্র শর দ্বারা দ্রোণকে নিবারণ করিয়া অপরিশ্রান্ত ভাবে লঘুহস্তে তাঁহার বক্ষঃস্থলে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৩.২৪]। পরন্তু দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, শূর আর্য্যব্রত-নিষ্ঠ মন্ত্রাস্ত্র-কুশল চক্ররক্ষক সেই কুমারকে বিনাশ করিলেন[২৫]। অনন্তর দ্বিজবর দ্রোণ সমস্ত সৈন্যের মধ্যগত হইয়া সমস্ত দিক্ ভ্রমণ করত আপনার সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন[২৬]। তিনি দ্বাদশ বাণ দ্বারা শিখণ্ডীকে, বিংশতি বাণ দ্বারা উত্তমৌজাকে পঞ্চ শর দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে, তিন তিন বাণ দ্বারা দ্রৌপদেয়দিগকে পঞ্চ সায়ক দ্বারা সাত্যকিকে এবং দশ শরে মৎস্যরাজকে বিদ্ধ,

করিয়া অন্যান্য প্রধান প্রধান যোধগণকে সংক্ষোভিত করিলেন; পরে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে ধাবমান হইলেন[২৮-২৯]। হে রাজন্! অনন্তর যুগন্ধর, বাতোদ্ধূত মহার্ণব বৎ সংক্রুদ্ধ মহারথ দ্রোণকে শর বর্ষণ দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন[৩০]। দ্রোণ সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া যুগন্ধরকে ভল্ল অস্ত্র দ্বারা রথ নীড় হইতে নিপাতিত করিলেন[৩১]। অনন্তর বিরাট, দ্রুপদ, কৈকেয়রাজগণ, সাত্যকি, শিবি, পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত, বীর্য্যবান্ সিংহসেন ও অন্যান্য বহুল যোদ্ধা সকল যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার বাসনায় অগ্রসর হইয়া বহু শর বর্ষণ দ্বারা দ্রোণের পথ অবরোধ করিলেন[৩২.৩৩]। হে রাজন্! পাঞ্চাল্য ব্যাঘ্রদত্ত, পঞ্চাশৎ শাণিত শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা অবলোকন করিয়া জনগণ চিৎকার করিতে লাগিল[৩৪]। সিংহসেন মহারথ দ্রোণকে সত্বর বিদ্ধ করত প্রতিপক্ষ মহারথগণকে ত্রাসিত করিয়া হর্ষ সহকারে হাস্য করিলেন[৩৫]। অনন্তর দ্রোণ নয়ন বিস্ফারিত, শরাসনজ্যা মার্জ্জিত ও হস্ততল মহা শব্দিত করিয়া সিংহসেনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন[৩৬], এবং দুই ভল্ল অস্ত্রে সিংহসেন ও ব্যাঘ্রদত্তের দেহ হইতে কুণ্ডল সহিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৩৭]। পরে শর সমূহ দ্বারা সেই সকল পাণ্ডব যোধগণকে মর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের রথ সমীপে অন্তকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন[৩৮]। হে রাজন্! যতব্রত দ্রোণ সমীপস্থ হইলে যুধিষ্ঠির সৈন্য মধ্যে "রাজা হত হইলেন" বলিয়া মহাশব্দ উত্থিত হইল[৩৯]। আপনার সৈনিকেরাও দ্রোণের বিক্রম অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল, "অদ্য ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র রাজা দুর্য্যোধন কৃতার্থ হইবেন[৪০]; এই মুহূর্ত্ত মধ্যেই দ্রোণ পাণ্ডবরাজকে সংগ্রামে গ্রহণ করিয়া সহর্ষ চিত্তে আমাদিগের ও রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিবেন[৪১]।" আপনার সেনাগণ এই রূপ জল্পনা করিতেছে,

এমন সময়ে মহারথ কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন রথারোহণে দ্রুতবেগে রথঘোষে রণস্থল নিনাদিত করত শোণিত স্বরূপ জলময়ী রথ স্বরূপ আবর্ত্তময়ী শূরগণের অস্থি সমূহে পরিকীর্ণা প্রেতকুলের অপহারিণী লোকসংহারিণী তরঙ্গিণী সৃষ্টি করিয়া তথায় আগমন করিলেন[৪২-৪৩]। তিনি সহসা ইষুজালে কুরুগণকে বিদ্রাবিত, দিক্ সকল আচ্ছাদিত ও দ্রোণ সেনাগণকে মোহিত করত সেই শর সমূহ স্বরূপ মহাফেণ-যুক্তা প্রাসাস্ত্র রূপ মৎস্য নিকরে সমাকুলা শোণিত নদী বেগে উত্তীর্ণ হইয়া দ্রোণ সৈন্যে উপদ্রুত হইলেন[৪৪-৪৫]। যশস্বী কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন এমন শীঘ্রহস্তে বাণ সন্ধান ও বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাহার অবকাশকেহ লক্ষ করিতে পারিল না[৪৬]। মহারাজ! কি দিক্, কি অন্তরীক্ষ, কি স্বর্গ, কি মেদিনী, কিছুই দৃষ্ট হইল না, সকলই বাণময় হইয়া গেল[৪৭]। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন সেই সমরে বাণে বাণে মহা অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন[৪৮]। তখন সূর্য্য ধূলিপটলীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া অস্তগত প্রায় হইলেন; তৎকালে কে শত্রু, কে সুহৃদ্, বোধগম্য হইল না[৪৯]। অনন্তর দ্রোণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুরুগণ নিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। অর্জ্জুনও বিপক্ষ পক্ষকে ত্রস্ত ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ব সৈন্যগণের অবহার করিলেন। যেমন ঋষিগণ সূর্য্যের স্তব করেন, সেই রূপ পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ প্রহৃষ্ট চিত্তে মনোজ্ঞ বচন দ্বারা অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই রূপে ধনঞ্জয় বাসুদেবের সহিত শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া হর্ষিত চিত্তে সৈন্যগণকে অগ্রে লইয়া স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন[৫০-৫৩]। যেমন চন্দ্রমা নক্ষত্র-চিত্রিত নভোমণ্ডলে বিরাজমান হয়, সেই রূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অতি উৎকৃষ্ট ইন্দ্রনীল

মণি, পদ্মরাগমণি, সুবর্ণ, রৌপ্য, হীরক, প্রবাল ও স্ফটিক মণি-চিত্রিত রথে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন[৫৪]।

দ্রোণাভিষেক প্রকরণ ও ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সংশপ্তক বধ প্রকরণ ॥২॥

সপ্তদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে প্রজানাথ! অবহারানন্তর উভয় সেনা যথা ভাগক্রমে যথা বিধি স্ব স্ব শিবিরে নিবিষ্ট হইলে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া অতিশয় দুর্ম্মনা হইয়া সলজ্জ ভাবে বলিতে লাগিলেন[১।২]। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমরে ধনঞ্জয় থাকিতে দেবতারাও যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না[৩]। আপনারা যত্নপরায়ণ থাকিলেও আপনাদিগের সমক্ষেই পার্থ যেরূপ কার্য্য করিলেন, তাহা আপনারা অবলোকন করিলেন; অতএব 'কৃষ্ণ ও পাণ্ডব অজেয়' আমার এই কথায় সংশয় করিবেন না[৪]। হে রাজন্! যদি কোন উপায় দ্বারা শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অপসারিত করিতে পারেন, তাহা হইলে যুধিষ্ঠির আপনার বশবর্ত্তী হইবেন[৫]। হে নৃপ! কোন বীর অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া স্থানান্তরিত করিলে যুদ্ধ স্থলে অর্জ্জুন তাহাকে জয় না করিয়া কোন প্রকারে নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না[৬]। অর্জ্জুন যে সময়ে সেই যুদ্ধে ব্যাবৃত থাকিবেন, সেই সময়ের মধ্যেই আমি সৈন্য ভেদ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিব[৭]। যুধিষ্ঠির যদি অর্জ্জুনের অনবস্থান কালে আমাকে সমরে সমাগত সন্দর্শন করিয়া

সমরে পরাঙ্মুখনা হন, তবে আপনি তাঁহাকে ধৃত বলিয়াই জানিবেন[৮]। হে মহারাজ! এই রূপে আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার অনুগ গণের সহিত আপনার বশে আনয়ন করিয়া দিব, সংশয় নাই[৯]। পাণ্ডবরাজ যদি মুহূর্ত্ত কালও সমরে অবস্থান করেন; সমর হইতে অপসৃত না হন, তবে আমি তাঁহাকে অবশ্যই আনয়ন করিব। ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করা বিজয় অপেক্ষাও বিশিষ্ট[১০]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দ্রোণের বচন শ্রবণ করিয়া ত্রিগর্ত্তাধিপতি ভ্রাতৃগণের সহিত কহিতে লাগিলেন[১১], হে রাজন্! গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন আমাদিগের বারম্বার অপকার করিয়াছে, আমরা নিরপরাধ, তথাপি সে আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে[১২]। তাহার সেই সকল পৃথগ্বিধ অত্যাচার স্মরণ করত আমরা ক্রোধানলে দহ্যমান হইতে থাকি, রজনীতে আমাদিগের নিদ্রা হয় না[১৩]। আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই সেই অর্জ্জুন যুদ্ধে অস্ত্র সম্পন্ন হইয়া চক্ষুর্গোচর হইয়াছে, অতএই আমাদিগের যে কার্য্য চিরাভিলষিত, তাহা সংপ্রতি সম্পন্ন করিব[১৪]। উহাকে রণ স্থল হইতে বহির্নিষ্ক্রান্ত করিয়া নিহত করিব; তাহা হইলে আপনার প্রিয় কার্য্য এবং আমাদিগেরও যশ হইবে[১৫]। অদ্য পৃথিবী হয় অর্জ্জুন শূন্যা, না হয় ত্রিগর্ত্ত শূন্যা হইবেক, আমরা আপনার নিকট ইহা সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, কদাচ মিথ্যা হইবেক না[১৬]।

হে মহারাজ ভারত! সত্যরথ, সত্যবর্ম্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু ও সত্যকর্ম্মা, এই পঞ্চ ভ্রাতা শপথ করিয়া অযুত রথের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন[১৭-১৮], এবং মালব ও তুণ্ডিকের গণ তিন অযুত রথের সহিত ও ত্রিগর্ত্ত দেশীয় প্রস্থলাধিপতি নরব্যাঘ্র সুশর্ম্মা অযুত রথ, মাবেল্লকগণ, ললিত্থগণ, মদ্রকগণও ভ্রাতৃবর্গের সহিত গমন করিলেন[১৯-২০]। অনন্তর প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য অযুত

রথী শপথ নিমিত্ত নানা স্থান হইতে সমাগত হইলেন[২১]। অনন্তর সকলে অনল আনয়ন করাইয়া পৃথক্ পৃথক্ কুশ চীর ও বিচিত্র কবচ গ্রহণ করিলেন[২২]। তাঁহারা সকলেই শত সহস্র দক্ষিণা-প্রদায়ী, বীর পদবাচ্য, যাগশীল, পুত্রবান্, পুণ্যলোক লাভের যোগ্য ও কৃতকৃত্য; সকলেই বদ্ধ কবচ, ঘৃতাক্ত, কুশ চীর পরিধায়ী, মৌর্ব্বীমেখলাধারী ও শরীর নিস্পৃহ হইয়া যশ ও বিজয়ের সহিত আত্মার যোগ করিবার অথবা ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন ও সদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্য যে লোক সকল, তাহা সুযুদ্ধ দ্বারা প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে ব্রাহ্মণ গণকে পৃথক্ পৃথক্ নিষ্ক, গো ও বস্ত্র দানে পরিতৃপ্ত করত পরস্পর সম্ভাষণ-পূর্ব্বক[২৩-২৬] দৃঢ় নিশ্চয় সহকারে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রণে ব্রত ধারণানন্তর অর্জ্জুনবধার্থ সেই অগ্নি সমীপে সর্ব্ব প্রাণী নিকটে উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিলেন, আমরা যদি যুদ্ধে ধনঞ্জয়কে বিনাশ না করিয়া নিবৃত্ত হই, কিম্বা তৎকর্তৃক ব্যথিত হইয়া ভয়ে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে, যাহারা মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীগামী ও ব্রহ্মস্বাপহারী এবং যাহারা রাজ দত্ত অন্নে পালিত হইয়া যথা সময়ে রাজ কার্য্য না করে, যাহারা শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, যাহারা যাজ্ঞাকারী ব্যক্তিকে হনন করে, যাহারা গৃহ দাহ করে, যাহারা গোহত্যা করে, যাহারা লোকের অপকার করে, যাহারা ব্রাহ্মণ দ্বেষী, যাহারা মোহ বশত ঋতু কালে ভার্য্যা গমন না করে, যাহারা শ্রাদ্ধ করিয়া তদ্দিবসে মৈথুন করে, যাহারা আত্মার যথার্থ ভাব গোপন করিয়া অন্যথা প্রকাশ করে, যাহারা গচ্ছিত অপহরণ করে, যাহারা প্রতিজ্ঞা পালন না করে, যাহারা নপুংসকের সহিত যুদ্ধ করে, যাহারা দীনের দ্রব্যাপহারী যাহারা নাস্তিক, অগ্নি ত্যাগী, মাতৃ ত্যাগী ও পিতৃ ত্যাগী এবং যাহারা অন্যান্য পাপাচরণও করে; তাহারা পর কালে

যে সকল পাপ লোকে গমন করে, আমরা যেন সেই সকল লোক প্রাপ্ত হই। আর যদি আমরা যুদ্ধে অলৌকিক দুষ্কর কর্ম্ম করিতে পারি, তবে তো আমাদিগের অভীষ্ট লোক প্রাপ্তি হইবেই, তাহাতে সংশয় নাই[২৭-৩৬]।

হে রাজন্! তাঁহারা এই রূপ বলিয়া দক্ষিণ দিকে অর্জ্জুনকে আহ্বান করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন[৩৭]। পরপুরঞ্জয় পার্থ সেই সকল রাজগণ কর্তৃক আহূত হইয়া তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজকে অব্যবহিত বাক্য কহিলেন[৩৮], হে রাজন্! আমার এই ব্রত আছে, কেহ যুদ্ধে আমাকে আহ্বান করিলে আমি নিবৃত্ত হইব না। সংপ্রতি রাজগণ আমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত শপথ করিয়াছেন, সেই সংশপ্তক অর্থাৎ শপথকারী রাজগণ মহাযুদ্ধ নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিতেছেন[৩৯]। ঐ সুশর্ম্মা আপন ভ্রাতাগণের সহিত সমরে আমাকে আহ্বান করিতেছেন; অতএব অনুচর গণের সহিত ঐ সুশর্ম্মার বধ নিমিত্ত আপনি আমাকে অনুজ্ঞা করুন[৪০]। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি যুদ্ধে আহ্বান সহিতে পারি না; আপনার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যুদ্ধে শত্রুগণ হত হইয়াছে, ইহা আপনি নিশ্চিত জানুন[৪১]।

কহিলেন, হে বৎস! তুমি দ্রোণের যাহা কর্ত্তব্য অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ করিয়াছ; অতএব যাহাতে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ না হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর[৪২]। হে মহারথ! দ্রোণ বলবান্, শূর, শিক্ষিতাস্ত্র ও অশ্রান্ত; তিনি আমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন[৪৩]।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজন্! এই পাঞ্চালশ্রেষ্ঠ সত্যজিৎ অদ্য আপনাকে যুদ্ধে রক্ষা করিবেন; ইনি জীবিত থাকিতে আচার্য্য অভিলাষ পূরণে কদাচ সমর্থ হইবেন না[৪৪]। হে প্রভো! যদি এই

পুরুষব্যাঘ্র সত্যজিৎ সমরে হত হন, তাহা হইলে সকলে একত্রিত হইয়া আপনাকে রক্ষা করিলেও আপনি কোন প্রকারে রণ স্থলে অবস্থান করিবেন না[৪৫]।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সস্নেহ দৃষ্টিতে অবলোকন পূর্ব্বক অলিঙ্গন করিয়া অনুমতি দান ও ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন[৪৬]। বলবান্ পার্থ যুধিষ্ঠিরকে উক্ত প্রকার নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক, যেমন ক্ষুধিত সিংহ ক্ষুধা শান্তি নিমিত্ত মৃগগণের প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ, ত্রিগর্ত্তগণের প্রতি ধাবমান হইলেন[৪৭]। অনন্তর ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুন-বিহীন হইলে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পরম হর্ষ প্রাপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইল[৪৮]। তৎ পরে যেমন বর্ষা কালে গঙ্গা ও সরযূ উভয় নদীর প্রবল প্রবাহ বেগ-পূর্ব্বক মিলিত হয়, সেই রূপ কুরু পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ বল-পূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইল[৪৯]।

ধনঞ্জয় গমনে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সংশপ্তকগণ সমতল ভূতলে রথ দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ সজ্জিত করিয়া পরম হর্ষ সহকারে যুদ্ধার্থ ব্যবস্থিত হইলেন[১]। সেই সকল নরব্যাঘ্রগণ কিরীটীকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া হর্ষ সহকারে মহাশব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন[২]। সেই শব্দে দিক্ বিদিক্ ও আকাশ আচ্ছন্ন হইল; কিন্তু সকল দিক্ লোকে সমাবৃত ছিল বলিয়া তাহার প্রতিধ্বনি হইল না[৩]। ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে সাতিশয় হর্ষযুক্ত নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কৃষ্ণকে কহিলেন[৪], দেবকী-নন্দন! ঐ অবলোকন কর, ত্রি-

গর্ত্তরাজ ভ্রাতৃগণ অদ্য যুদ্ধে মুমূর্ষু হইয়া রোদিতব্য বিষয়ে হর্ষিত হইয়াছে[৫]। অথবা উহাদিগের যথার্থই এ হর্ষ কাল উপস্থিত ; যেহেতু অধম নরগণের অপ্রাপ্য যে উত্তম লোক সকল, তাহা উহারা প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই[৬]।

অর্জ্জুন মহাবাহু হৃষীকেশকে এই রূপ কহিয়া সমরে ব্যূহ-সজ্জিত সেই ত্রিগর্ত্ত সৈন্যগণের সমীপস্থ হইলেন[৭]। অনন্তর মহাবেগে সুবর্ণালঙ্কৃত দেব দত্ত শঙ্খ বাদ্য করত মহাশব্দে সর্ব্ব দিক্ পরিপূরিত করিলেন[৮]। সেই মহাশব্দে সংশপ্তক সৈন্য সকল প্রস্তর ময়ীমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রণস্থলে অবস্থান করিলেন[৯]। তাঁহাদিগের বাহনগণ বিবৃত্ত নেত্র, স্তব্ধ কর্ণ, স্তব্ধ গ্রীব ও স্তব্ধ চরণ হইয়া মূত্র ও রুধির স্রাব করিল[১০]। তাঁহারা সংজ্ঞা লাভ করিয়া সৈন্যদিগকে ব্যবস্থাপিত করত এক কালে সকলেই অর্জ্জুনের উপর কঙ্ক পত্র-যুক্ত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[১১]। অর্জ্জুন পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পঞ্চ দশ বাণে সেই সহস্র সহস্র বাণ আগত হইতে না হইতেই পথি মধ্যে ছেদন করিয়া ফেলিলেন[১২]। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে দশ দশ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে অর্জ্জুনও তিন তিন বাণ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন[১৩]। হে রাজন্! তৎ পরে তাঁহারা প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ শরে পার্থকে বিদ্ধ করিলেন ; পরাক্রমী অর্জ্জুনও দুই দুই বাণে তাঁহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন[১৪]। যেমন মেঘগণ বৃষ্টি দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, সেই রূপ তাঁহারা সংক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় শর দ্বারা কেশব ও অর্জ্জুনকে পরিপূরিত করিলেন[১৫]। যেমন ভ্রমরগণ বনে কুসুম সুশোভিত বৃক্ষগণের উপর পতিত হয়, সেই রূপ সহস্র সহস্র শর সমরে অর্জ্জুনের উপর পতিত হইতে লাগিল[১৬]। অনন্তর সুবাহু, সব্যসাচী অর্জ্জুনের কিরীটে দৃঢ় প্রস্তর সারময় ত্রিংশৎ শর বিদ্ধ করিলেন[১৭]। অর্জ্জুন সেই সকল কিরীটাসক্ত হেমপুঙ্খ সরলগা-

বাণ দ্বারা স্বর্ণভূষণ-ভূষিত উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন[১৮], এবং সেই যুদ্ধে ভল্লাস্ত্র দ্বারা সুবাহুর হস্তাবাপ ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন[১৯]। অনন্তর সুশর্ম্মা, সুরথ, সুধর্ম্মা, সুধনু ও সুবাহু, ইহাঁরা প্রত্যেকে দশ দশ বাণ দ্বারা কিরীটীকে বিদ্ধ করিলেন[২০]। কপিবর ধ্বজ অর্জ্জুন তাঁহাদিগের সকলকেই পৃথক্ পৃথক্ বাণ দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের রথের কাঞ্চন ধ্বজ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন[২১]। অনন্তর অগ্রে শর নিকরে সুধন্বার ধনুক ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব ছেদন করিলেন; পরে তাঁহার দেহ হইতে উষ্ণীষ-যুক্ত মস্তক অপহরণ করিলেন[২২]।

সেই বীর সুধন্বা নিপতিত হইলে তাঁহার অনুগামীগণ ভয়ে ভীত হইয়া যে স্থানে দুর্য্যোধনের সৈন্য অবস্থান করিতে ছিল, সত্বর হইয়া তথায় পলায়ন করিতে লাগিল[২৩]। যেমন সূর্য্য অংশু দ্বারা অন্ধকার সংহার করেন, ইন্দ্রনন্দন সংক্রুদ্ধ হইয়া সেই রূপ অবিচ্ছিন্ন শরজাল দ্বারা সেই মহাচমূ সংহার করিতে লাগিলেন[২৪]। অনন্তর সব্যসাচী ক্রুদ্ধ হওয়াতে সেই সমস্ত সৈন্য ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়িত হইলে ত্রৈগর্ত্তদিগের ভয় উপস্থিত হইল[২৫]। তাঁহারা পার্থ কর্ত্তৃক সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা বধ্যমান হইয়া ত্রস্ত মৃগগণের ন্যায় বিমুগ্ধ হইলেন[২৬] অনন্তর ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া পলায়মান মহারথগণকে কহিলেন, শূরগণ! তোমরা পলায়ন কেন করিতেছ? ভীত হইও না; পলায়ন করা তোমাদিগের ব্যর্থ হইতেছে[২৭]? তোমরা প্রধান প্রধান বীর হইয়া সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে তাদৃশ উৎকট শপথ করিয়াছ, এক্ষণে দুর্য্যোধন সৈন্য মধ্যে গমন করিয়া কি বলিবে[২৮]? এতাদৃশ কর্ম্ম করিলে কি লোকে উপহাস করিবে না? অতএব তোমরা সকলে মিলিত হইয়া যথাবশিষ্ট সৈন্য সহ নিবৃত্ত হও[২৯]। হে রাজন্!

সেই বীর গণ তাঁহার ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় পরস্পরকে হর্ষিত করত মুহুর্মুহু সিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন[৩০]। অনন্তর নারায়ণী ও গোপালী সেনা প্রভৃতি সংশপ্তকগণ মৃত্যুই নিবৃত্তির উপায় মনে করিয়া পলায়নে নিবৃত্ত হইলেন[৩১]।

সুধন্বা বধে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, সেই সংশপ্তকগণকে পুনর্ব্বার সমরে প্রবৃত্ত সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুন মহাত্মা বাসুদেবকে কহিলেন[১], হৃষীকেশ! সংশপ্তকগণের প্রতি অশ্বগণকে চালনা কর; আমি বোধ করি, ইহারা জীবন সত্ত্বে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবে না[২]। অদ্য আমার বাহু, ধনুক ও ঘোরতর অস্ত্রের বল অবলোকন কর; যেমন রুদ্র দেব পশুগণের নিপাত করিয়াছিলেন, সেই রূপ আমি ইহাদিগের নিপাত করিব[৩]। অনন্তর কৃষ্ণ হাস্য-পূর্ব্বক শুভ বাক্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া, যেস্থানে যেস্থানে দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুন গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, সেই সেই স্থানে রথ চালনা করিতে লাগিলেন[৪]। সেই পাণ্ডুর বর্ণ অশ্বযুক্ত রথ দ্রুত চালিত হইয়া গগণগামী বিমানের ন্যায় রণ স্থলে শোভা পাইতে লাগিল[৫]। হে রাজন্! পূর্ব্ব কালে দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের রথ যেমন শোভা পাইয়াছিল, অর্জ্জুনের রথ মণ্ডলাকার গতি ও গতিপ্রত্যাগতি ক্রমে গমন-পূর্ব্বক সেই রূপ বিরাজমান হইল[৬]। অনন্তর বিবিধ আয়ুধপাণি নারায়ণী সেনা ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়কে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছাদন করত পরিবেষ্টন করিলেন[৭]। হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা রণ স্থলে মুহূর্ত্ত মাত্রে কৃষ্ণ সহিত কুন্তী-পুত্র ধনঞ্জয়কে শর বর্ষণ দ্বারা অদৃশ্য করিলেন[৮]। অর্জ্জুন সেই সময়ে ক্রোধে দ্বিগুণ বিক্রম সহকারে গাণ্ডীব শরাসন মার্জ্জিত করিয়া গ্রহণ করিলেন[৯],

এবং মুখে ক্রোধ লক্ষণ ভ্রূকুটী বন্ধন করিয়া দেবদত্ত মহা শঙ্খের বাদ্য করিলেন[১০]। অনন্তর শত্রু সমূহ বিনাশ নিমিত্ত ত্বষ্টা প্রজাপতির প্রদত্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্র প্রভাবে সহস্র সহস্র অর্জ্জুন রূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রাদুর্ভূত হইল[১১]। তাঁহারা বহুল অর্জ্জুন রূপে বিমোহিত হইয়া আত্ম পক্ষকে শত্রু অর্জ্জুন মনে করিয়া পরস্পর হনন করিতে লাগিলেন[১২]। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া " এই অর্জ্জুন, ঐ গোবিন্দ, এই ইহারা উভয়েই " এই রূপ বলিতে বলিতে পরস্পর হতাহত হইতে লাগিলেন[১৩]। সেই যোধগণ মোহ বশত পরম অস্ত্র দ্বারা পরস্পর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[১৪]। অনন্তর অর্জ্জুন প্রেরিত সেই ত্বাষ্ট্র অস্ত্র সেই প্রতিপক্ষ যোধগণের বিমুক্ত সহস্র সহস্র শর ভস্মসাৎ করিয়া সেই সকল বীরদিগকে যম-ভবনে প্রেরণ করিল[১৫]।

অনন্তর বীভৎসু হাস্য করিয়া ললিত্থ, মালব, মাবেল্লক ও ত্রৈগর্ত্তক যোধগণকে শর দ্বারা সাতিশয় পীড়িত করিতে লাগিলেন[১৬]। সেই ক্ষত্রিয়গণ বীর ধনঞ্জয়ের শরে বধ্যমান ও কাল প্রেরিত হইয়া তাঁহার প্রতি নানাবিধ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন[১৭]। সেই ঘোরতর শর বৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কি অর্জ্জুন, কি কৃষ্ণ, কি রথ, কিছুই দৃষ্টিগম্য হইল না[১৮]! অনন্তর উদ্দিশ্য লাভ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহারা পরস্পর হর্ষ ধ্বনি করিতে লাগিলেন, " কৃষ্ণার্জ্জুন হত হইয়াছে " বলিয়া পরস্পর প্রীতি লাভ করত স্ব স্ব বসন প্রকম্পন করিতে লাগিলেন[১৯], এবং সহস্র সহস্র ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ধ্বনি এবং ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[২০]। অনন্তর কৃষ্ণের গাত্র হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে লাগিল; তিনি খিন্ন হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে শত্রুঘাতী পার্থ! তুমি কোথায়, তোমাকে অবলোকন করিতেছি না? তুমি কি জীবিত আছ[২১]? ধনঞ্জয় তাঁহার বচন শ্রবণ

করিয়া সত্বর বায়ব্য অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত শর বৃষ্টি সংহরণ করিলেন[২২]। ভগবান্ বায়ু, শুষ্ক পত্র সমূহের ন্যায় সেই অশ্ব, গজ, রথ ও আয়ুধ সমেত সংশপ্তকগণকে বহন করিতে লাগিলেন[২৩]। হে রাজন্! যেমন বৃক্ষ হইতে উড্ডীন পক্ষীগণ শোভা পায়, সেই রূপ তাঁহারা বায়ু দ্বারা উড্ডীন হইয়া বহুল শোভা পাইতে লাগিলেন[২৪]। ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে তাদৃশ ব্যাকুল করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া শাণিত বাণ দ্বারা তাঁহাদিগের শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধা হনন করিতে লাগিলেন[২৫]। ভল্ল দ্বারা কোন কোন যোদ্ধার মস্তক, কোন কোন যোদ্ধার অস্ত্র সহিত বাহু এবং কোন কোন যোদ্ধার করিশুণ্ড সদৃশ উরু ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন[২৬]। কাহারো পৃষ্ঠ ছেদন, কাহারো পদ কর্ত্তন, কাহারো মস্তিষ্ক নিঃসারণ, কাহারো করতল ভেদ, কাহারো অঙ্গুলি ছেদ, কাহাকেও বা অন্যান্য অঙ্গ-বিহীন করিলেন[২৭]। এবং গন্ধর্ব্ব নগরাকার সুসজ্জিত রথ সকল শর জালে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাজগণকে অশ্ব, রথ ও গজ বিহীন করি-লেন[২৮]। সেই রণ স্থলের কোন কোন স্থানে রথ সকলের ধ্বজ ছিন্ন হওয়াতে ঐ সকল রথ মুণ্ডিত তাল বনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লা-গিল[২৯]। যেমন বৃক্ষ সহিত পর্ব্বত সকল ইন্দ্র বজ্রে আহত হইয়া পতিত হয়, তাহার ন্যায় পতাকা, অঙ্কুশ ও ধ্বজ-যুক্ত মাতঙ্গগণ উৎ-কৃষ্ট অস্ত্রধারী মনুষ্য সহিত পতিত হইতে লাগিল[৩০]। পার্থের শরা-ঘাতে চামর, অলঙ্কার ও কবচ সমন্বিত অশ্বগণের অন্ত্র ও নেত্র স্রস্ত হইতে লাগিল; তাহারা গতাসু হইয়া আরোহীর সহিত ভূতলে পতিত হইতে লাগিল[৩১]। পার্থ বাণে নিহত পদাতিগণের অসি, নখর, ঋষ্টি ও অন্যান্য অস্ত্র সকল ছিন্ন এবং বর্ম্ম ও মর্ম্ম প্রভিন্ন হওয়াতে তাহারা কাতর ভাবে রণ ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিল[৩২]। কেহ কেহ হত হইয়াছে, কেহ কেহ হত হইতেছে, কেহ কেহ পতিত হইয়াছে,

কেহ কেহ পতিত হইতেছে, কেহ কেহ ভ্রমণ করিতেছে, কেহ কেহ বা আর্ত্তনাদ করিতেছে, এতাদৃশ মনুষ্য সমূহ দ্বারা সেই সংগ্রাম ক্ষেত্র অতি ভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল[৩৩]। অতি মহা ধূলি-পটলী উদ্ধূত হইয়াছিল, তাহা রুধির বৃষ্টি দ্বারা শান্ত হইল। রণস্থল শত শত কবন্ধে সঙ্কুল হইয়া দুর্গম্য হইয়া উঠিল[৩৪]। অর্জ্জুনের রথ প্রলয় কালীন পশু সংহারক রুদ্র দেবের ক্রীড়া স্থানের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও বিকৃত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল[৩৫]। সংশপ্তকগণ পার্থ শরে বধ্যমান হইলে তাঁহাদিগের অশ্ব, গজ ও রথ, ব্যাকুল হইয়া পড়িল; তাঁহারা ক্ষীণ হইয়া ইন্দ্রলোকের আতিথ্য স্বীকার করত অর্জ্জুনের রথাভিমুখেই গমন করিতে লাগিলেন[৩৬]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই রণ ভূমির সর্ব্ব স্থান নিহত ও মৃত মহারথগণে ইতস্তত সমাকীর্ণ হইল[৩৭]।

অর্জ্জুন এই রূপ রণ মত্ত হইলে, অবসর বুঝিয়া দ্রোণাচার্য্য সেনা ব্যূহ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন[৩৮]। প্রহার ক্ষম যুধিষ্ঠির পক্ষীয় সৈনিক গণ সত্বর হইয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষাভিলাষে ধাবমান দ্রোণকে প্রতিরুদ্ধ করিলেন, তাহাতে উভয় পক্ষের অতি তুমুল যুদ্ধারম্ভ হইল[৩৯]।

অর্জ্জুন যুদ্ধে ঊনবিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহারথ ভরদ্বাজ-নন্দন সেই রাত্রি অতিবাহিত করণানন্তর দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ বাক্য কীর্ত্তন করিয়া[১] পার্থের সহিত সংশপ্তকগণের যোগ বিধান করণান্তর অর্জ্জুন সংশপ্তক বধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলে পর[২] তিনি স্ব সৈন্যদিগকে সুপর্ণ ব্যূহ সজ্জিত করত ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার মানসে পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে

গমন করিলেন[৩]। যুধিষ্ঠির তৎকালে দ্রোণ বিরচিত সুপর্ণ ব্যূহ অবলোকন করিয়া স্ব পক্ষে মণ্ডলার্দ্ধ ব্যূহ রচনা করিলেন।

মহারথ দ্রোণ সেই সুপর্ণ ব্যূহের মুখ হইলেন[৪]। রাজা দুর্য্যোধন সহোদরগণ ও অনুগগণের সহিত, তাহার মস্তক হইলেন। শর নিক্ষেপ প্রধান কৃতবর্ম্মা ও কৃপ এই দুই জন তাহার দুই চক্ষু হইলেন[৫]। ভূতশর্ম্মা, ক্ষেমশর্ম্মা, বীর্য্যবান্ করকাক্ষ, কলিঙ্গগণ, সিংহলগণ, প্রাচ্যগণ, শূদ্রগণ, আভীরগণ, দশেরকগণ[৬], শকগণ, যবনগণ, কাম্বোজগণ, হংসপথগণ, শূরসেনগণ, দরদগণ, মদ্রগণ ও কেকয়গণ ইহারা গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমূহে পরিবৃত এবং অতিবর্ম্মিত হইয়া তাহার গ্রীবা দেশে অবস্থান করিলেন। ভূরিশ্রবাঃ, শল্য, সোমদত্ত ও বাহ্লিক এই কয়েক জন বীর অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব আশ্রয় করিলেন। অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ইহারা দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামাকে অগ্রে করিয়া তাহার বাম পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। কলিঙ্গ, অম্বষ্ঠ, মাগধ, পৌণ্ড্র, ভদ্রক, গান্ধার, শকুন, প্রাচ্য, পার্ব্বতীয় ও বশাতিগণ তাহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিলেন। সূর্য্যতনয় কর্ণ জ্ঞাতি, পুত্র, বান্ধব ও নানা দেশীয় মহতী সেনা সমভিব্যাহারে তাহার পুচ্ছদেশে স্থিতি করিলেন। হে রাজন্! জয়দ্রথ, ভীমরথ, সম্পাতি, ঋষভ, জয়, ভূমিঞ্জয়, বৃষ, ক্রাথ ও মহাবল নৈষধরাজ, এই সকল যুদ্ধ-বিশারদ যোধগণ ব্রহ্মলোক কামনায় মহা সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই সুপর্ণ ব্যূহের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রোণের বিহিত পদাতি, অশ্ব, রথ ও গজ-যুক্ত ঐ ব্যূহ যেন পবনান্দোলিত সাগরাকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেমন গ্রীষ্ম কালে বিদ্যুৎ সহিত মেঘগণ গর্জ্জন করিতে করিতে সর্ব্ব দিক্ হইতে নির্গত হইতে থাকে, সেই রূপ সেই ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুযুৎসুগণ নির্গত হইতে লাগিল। হে

রাজন্! প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত তাহার মধ্যে বিধিবৎ সজ্জিত গজে আরোহণ-পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া উদয় গিরিস্থ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজন্! কার্ত্তিকী পূর্ণিমার চন্দ্র সদৃশ, মাল্যদাম-শোভিত শ্বেত ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি ধৃত হওয়াতে তিনি সাতিশয় শোভমান হইলেন। নীলাঞ্জন পুঞ্জপ্রভ তাঁহার মদান্ধ মাতঙ্গ মহামেঘ সমূহে অতি বর্ষিত মহা পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি নানা বিধ আয়ুধ ও ভূষণধারী পর্ব্বত প্রদেশীয় বীর মহীপালগণে সমন্বিত হইয়া দেবগণ পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় সমর যাত্রা করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমরে বিপক্ষের অজেয় সেই অলৌকিক ব্যূহ অবলোকন করিয়া পারাবত সবর্ণাশ্বযোজিত রথারোহী ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে প্রভো! আমি অদ্য যাহাতে ঐ ব্রাহ্মণের বশবর্ত্তী না হই; তুমি সেই রূপ নীতি বিধান কর[৭.২১]। ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে সুব্রত! দ্রোণাচার্য্য বহু যত্নেও আপনারে বশবর্ত্তী করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি অদ্য দ্রোণকে তাঁহার অনুগগণের সহিত নিবারণ করিব[২২]। হে কৌরব্য! আমি জীবিত থাকিতে আপনার উদ্বেগ নাই, দ্রোণ রণে আমাকে জয় করিতে কোন প্রকারে সমর্থ হইবেন না[২৩]।

সঞ্জয় কহিলেন, পারাবত সবর্ণাশ্ব যোজিত রথারূঢ় মহাবল দ্রুপদতনয় এই রূপ কহিয়া স্বয়ং বাণ বিকিরণ করিতে করিতে দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন[২৪]। দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া অনিষ্ট দর্শন প্রযুক্ত ক্ষণ কাল অনতি হৃষ্ট চিত্ত হইলেন[২৫]। তাহা অবলোকন করিয়া আপনকার পুত্র শত্রুকর্ষণ দুর্ম্মুখ দ্রোণের প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করিলেন[২৬]। হে ভারত! মহাশূর ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত দুর্ম্মুখের অতি ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ

হইল[২৭]। ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর হইয়া শরজাল দ্বারা দুর্ম্মুখকে আচ্ছন্ন করিয়া মহা শর সমূহ দ্বারা দ্রোণকে অবরোধ করিতে লাগিলেন[২৮]। দুর্ম্মুখ দ্রোণকে অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া অতি কুপিত হইয়া নানা লক্ষণ লাঞ্ছিত শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[২৯]।

পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্ম্মুখ উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণ বহুবিধ শর দ্বারা যুধিষ্ঠির সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন[৩০]। যেমন বায়ু দ্বারা মেঘ সকল চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হয়, সেই রূপ যুধিষ্ঠির সৈন্য দ্রোণের বাণে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল[৩১]। হে রাজন্! মুহূর্ত্ত মাত্র সেই যুদ্ধ মধুর দর্শন হইল; তৎ পরেই উন্মত্তের ন্যায় নিতান্ত মর্য্যাদা শূন্য হইয়া প্রবর্ত্তিত হইল[৩২]। হে রাজন্! সেই যুদ্ধে পরস্পর আত্ম পর জ্ঞান রহিল না; অনুমান ও সংজ্ঞা দ্বারা যুদ্ধ হইতে লাগিল[৩৩]। কেবল যোধগণের শিরো-ভূষণ, কণ্ঠভূষণ ও বর্ম্মস্থ ভূষণের কিরণ সমূহ সূর্য্য প্রভার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল[৩৪]। রথ, অশ্ব ও হস্তীগণের পতাকা সকল ইতস্তত পরিকীর্ণ হওয়াতে তাহাদিগকে বকরাজি বিরাজিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩৫]। উদ্ধত হইয়া নরগণ নরগণকে, অশ্বগণ অশ্বগণকে, রথীগণ রথীগণকে ও শ্রেষ্ঠ বারণগণ বারণগণকে হনন করিতে লাগিল[৩৬]।

ক্ষণ কাল মধ্যে সমুচ্ছ্রিত পতাকা বিশিষ্ট গজগণের পরস্পর ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল[৩৭]। তাহারা পরস্পর সংলগ্ন গাত্রে অন্যান্যকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের দন্ত সঙ্ঘর্ষণে ধূম সহিত অগ্নি উত্থিত হইতে লাগিল[৩৮]। তাহাদিগের পতাকা সকল প্রকীর্ণ ও দন্তের ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হওয়াতে এবং তাহারা শূন্যে উল্লম্ফন-পূর্ব্বক আকাশাবলম্বন করিতে তাহারা বিদ্যুৎ সহিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩৯]। যেমন শরৎ কালে গগণ তল জলদজালে সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ মাতঙ্গ সকল রণ স্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া

ইতস্তত বিকীর্ণ হইল, কেহ কেহ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা তথায় নিপতিত হইল[৪০]। হস্তীগণের উপর বাণ ও তোমর অস্ত্র বর্ষণ হইতে লাগিল ; তাহারা তাহাতে হন্যমান হইয়া প্রলয় কালীন মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল[৪১]। তোমর ও বাণ দ্বারা আহত সমুদায় হস্তী মধ্যে কোন কোন হস্তী ত্রাসিত হইল ; কোন কোন হস্তী মহাশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল ; কোন কোন হস্তীগণ অন্যান্য হস্তীর দন্তে অভিহত হইয়া ঔৎপাতিক মেঘের ন্যায় ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল[৪২-৪৩]। প্রধান প্রধান হস্তী অন্যান্য হস্তির প্রতিকূলতাচরণ করিলে তাহারা মহামাত্রের তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ দ্বারা উন্মথিত ও চালিত হইয়া সেই সকল প্রধান হস্তীকে পুনঃপুন আঘাত করিতে লাগিল[৪৪]। মহামাত্র সকল অন্যান্য মহামাত্রদিগকে শর ও তোমরাস্ত্রে তাড়িত করিলে তাহারা অঙ্কুশ ও অন্যান্য অস্ত্র বিহীন হইয়া হস্তী হইতে পৃথিবীতলে পতিত হইতে লাগিল[৪৫]। অনেক মাতঙ্গ মনুষ্য হীন হইয়া নিনাদ করিতে করিতে ছিন্ন মেঘের ন্যায় পরস্পর মিলন পূর্ব্বক নিপতিত হইল[৪৬]। অনেক যোধগণ হস্তী পৃষ্ঠেই নিহত ও নিপতিত হইল ; এবং অনেক গজারোহী যোদ্ধার অস্ত্র শস্ত্র পতিত হইয়া গেল ; সেই সেই বৃহৎ হস্তী তাহাদিগকে বহন করিয়া এক পথেই দিগ্ দিগন্তর প্রস্থান করিতে লাগিল[৪৭]। কত শত হস্তী তোমর, ঋষ্টি ও পরশু দ্বারা তাড়িত ও তাড্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া রণ স্থলে পতিত হইতে লাগিল[৪৮]। তাহাদিগের শৈল সদৃশ শরীর সমূহের ইতস্তত পতনে পৃথিবী আহতা হইয়া সহসা কম্পিতা ও নিনাদিতা হইতে লাগিল[৪৯]। গজারোহী মনুষ্য ও পতাকার সহিত পাতিত মাতঙ্গ সমূহ দ্বারা পৃথিবী যেন বিস্তীর্ণ পর্ব্বত সমূহে শোভা পাইতে লাগিল[৫০]। করি সমারূঢ় মহামাত্র সকল রথী দ্বারা ভল্লাস্ত্রে নির্ভিন্ন হৃদয় হইয়া অঙ্কুশ ও তোমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক

ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল[৫১]। অনেকানেক গজ নারাচের আঘাতে ক্রৌঞ্চ পক্ষী বৎ শব্দ করিতে করিতে স্বকীয় ও পরকীয় সৈন্য মর্দ্দন করত দিগ্ দিগন্তে ধাবমান হইয়া পতিত হইতে লাগিল[৫২]। হে রাজন্! পৃথিবী গজ, অশ্ব ও যোধগণের শরীর সমূহে সমাবৃতা ও মাংস শোণিত কর্দ্দমে সমাকুলা হইল[৫৩]। অনেক হস্তী দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা অতি বৃহৎ সচক্র রথ সকল রথিগণের সহিত উৎক্ষেপণ করিয়া চক্র বিহীন করিল[৫৪]।

রথ সকল রথি বিহীন হইল, এবং অশ্ব সকল মনুষ্য বিহীন ও মাতঙ্গ সকল আরোহি বিহীন হইয়া ভয় ব্যাকুল চিত্তে দিগ্বিদিক্ পলায়ন করিতে লাগিল[৫৫]। এই যুদ্ধে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে বধ করিতে লাগিল। এই রূপে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিছুই আর বোধগম্য হইল না[৫৬]। লোহিত বর্ণ কর্দ্দমে মনুষ্য সকলের গুল্ফ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইল; তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন মহাবৃক্ষ সকল প্রদীপ্ত দাবানলে পোথিত হইয়াছে[৫৭]। বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকা সকল শোণিতসিক্ত হওয়াতে তত্রস্থ সমস্তই রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইল[৫৮]। অশ্ব, রথী ও মনুষ্য সমূহ নিপাতিত হইয়া রথনেমি দ্বারা পুনর্ব্বার আবর্ত্তিত ও বহুধা কর্ত্তিত হইতে লাগিল[৫৯]। সৈন্য সকল গমনশীল গজ সমূহ রূপ মহাবেগে, মৃত নরগণ রূপ শৈবাল সমূহে ও ভ্রমণশীল রথ সমূহ রূপ তুমুল আবর্ত্তে সাগর রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল[৬০]। যোদ্ধা স্বরূপ বণিক্গণ জয় স্বরূপ ধন লাভের অভিলাষী হইয়া বাহন স্বরূপ পোত সকল দ্বারা সেই সাগরে অবগাহন করিয়া নিমগ্ন হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হইল না[৬১]। চিহ্ন সম্পন্ন যোদ্ধাগণ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই চিহ্ন বিহীন ও মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না[৬২]। এই রূপ ঘোরতর

ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য বিপক্ষগণকে মোহিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন[৬৩]।

সঙ্কুল যুদ্ধে বিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর যুধিষ্ঠির দ্রোণকে সমীপে সমাগত সন্দর্শন করিয়া নির্ভয় চিত্তে মহাশর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে যুদ্ধে গ্রহণ করিলেন[১]। অনন্তর মহাসিংহ হস্তি-যূথপতিকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, গজ-যূথের যে রূপ শব্দ হয়, যুধিষ্ঠির সৈন্য মধ্যে সেই রূপ হলহলা শব্দ হইল[২]। সত্যবিক্রম শূর সত্যজিৎ দ্রোণকে যুধিষ্ঠির গ্রহণেচ্ছু অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষা নিমিত্ত আচার্য্য দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন[৩]। মহাবল-পরাক্রান্ত আচার্য্য ও সত্যজিৎ উভয়ে ইন্দ্র ও বলিরাজের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাহা অবলোকন করিয়া সৈন্যদিগের ক্ষোভ জন্মিল[৪]। পরে মহাধনুর্দ্ধর সত্যবিক্রম সত্যজিৎ পরমাস্ত্র নিষ্কাশন-পূর্ব্বক শাণিত ধার শর দ্বারা দ্রোণের উপর অভিঘাত করিতে লাগিলেন[৫], এবং তাঁহার সারথির প্রতি আশীবিষ সদৃশ সাক্ষাৎ যম-তুল্য পাঁচটী শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে সারথি মূর্চ্ছিত হইল[৬]। অনন্তর শত্রুঘাতী সত্যজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা দশ দশ বাণে দ্রোণের অশ্ব সকল, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে মণ্ডলাকারে সৈন্যের অগ্রভাগে ভ্রমণ করত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে দ্রোণের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৭.৮]। অরিন্দম দ্রোণ সমরে তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইহার কাল উপস্থিত হইয়াছে[৯]। অনন্তর আচার্য্য, সত্বর হইয়া মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ দশ বাণ দ্বারা তাঁহার বাণের সহিত শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[১০]। হে রাজন্! প্রতাপশালী

সত্যজিৎ অতি সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া কঙ্কপত্র বিশিষ্ট ত্রিংশৎ শর দ্বারা দ্রোণকে আহত করিলেন[১১]। হে রাজন্! যুদ্ধে সত্যজিৎ দ্রোণকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিলেন অবলোকন করিয়া পাঞ্চাল্য বৃক ও সুতীক্ষ্ণ শর জালে দ্রোণকে পীড়িত করিলেন[১২]। পাণ্ডব গণ মহারথ দ্রোণকে সমরে সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া হর্ষনাদ ও বস্ত্র কম্পন করিতে লাগিলেন[১৩]। হে রাজন্! তৎকালে বলবান্ বৃকও পরম ক্রুদ্ধ হইয়া ষষ্টি শর দ্বারা দ্রোণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন; তাহা অদ্ভুত প্রায় হইল[১৪]। মহাবেগশীল মহারথ দ্রোণ তাঁহাদিগের শর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিয়া ছয়টী শর গ্রহণ-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সত্যজিতের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক বৃক, তাঁহার সারথি ও তাঁহার অশ্ব সকল নিহত করিলেন[১৫-১৬]। অনন্তর সত্যজিৎ অন্য এক দৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া বহু বাণে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন[১৭]। দ্রোণ এই রূপে পাঞ্চাল্য সত্যজিৎ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে আর ক্ষমা করিলেন না, অতি সত্বর তাঁহার বিনাশার্থ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন[১৮], সহস্র সহস্র শর বৃষ্টি করিয়া তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনুক, মুষ্টি, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে সমাকীর্ণ করিলেন[১৯]। দ্রোণাচার্য্য পুনঃপুন শরাসন ছেদন করিলেও পরমাস্ত্র-কুশল সত্যজিৎ দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[২০]। দ্রোণ মহারণে মহাত্মা সত্যজিৎকে তাদৃশ উদ্ধত অবলোকন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন[২১]। সেই পাঞ্চাল মহারথ মহাকায় সত্যজিৎ সংহার প্রাপ্ত হইলে যুধিষ্ঠির দ্রোণ হইতে ভীত হইয়া বেগে অশ্ব চালনা পূর্ব্বক রণ হইতে অপসৃত হইতে লাগিলেন[২২]। পাঞ্চাল, কেকয়, চেদি, মৎস্য, কারূষ ও কোশলগণ হৃষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠির রক্ষার্থে দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন[২৩]। যেমন অনল তূলরাশি দগ্ধ করে, সেই রূপ শত্রুসূদন

আচার্য্য, যুধিষ্ঠির গ্রহণার্থ সেই সকল সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন[২৪]।

মৎস্যরাজের কনিষ্ঠ শতানীক দ্রোণকে পুনঃপুন সেই সৈন্যগণ দগ্ধ করিতে দর্শন করিয়া তাঁহার অগ্রে ধাবমান হইলেন[২৫]। তিনি সূর্য্যরশ্মি সম প্রভ কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত ছয় শরে সারথি ও অশ্বগণ সহিত দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন[২৬]। ক্রূরকর্ম্মা শতানীক দুষ্কর কর্ম্ম করিবার মানসে শত শত শরে মহারথ দ্রোণকে সমাকীর্ণ করিয়া পুনঃপুন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[২৭], ইত্যবকাশে সত্বর হইয়া দ্রোণাচার্য্য ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার কুণ্ডল-ভূষিত মস্তক দেহ হইতে অপহরণ করিলেন; তাহা অবলোকন করিয়া মৎস্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল[২৮]। দ্রোণাচার্য্য মৎস্যগণকে জয় করিয়া পুনঃপুন চেদি, কারূষ, কেকয়, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডু-সেনাগণকে পরাজিত করিলেন[২৯]। যেমন অগ্নি বন দগ্ধ করে, সেই রূপ মহাবীর দ্রোণকে ক্রুদ্ধ হইয়া সেনা দহন করিতে দর্শন করিয়া সৃঞ্জয়গণ কম্পমান হইল[৩০]। তিনি যখন উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শত্রু হনন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ধনুর্গুণ শব্দ সমস্ত দিকেই শ্রুত হইতে লাগিল[৩১]। দ্রোণের লঘুহস্ত-মুক্ত ভীষণ বাণ সকল নাগ, অশ্ব, পদাতি, রথী ও গজারূঢ়গণকে নির্ম্মথিত করিতে লাগিল[৩২]। যেমন হেমন্তকালাবসানে পুনঃপুন গর্জ্জনশীল প্রবল বায়ুমিশ্রিত মেঘ শিলা বর্ষণ করে, সেই রূপ তিনি পুনঃপুন সিংহনাদ সহকারে শর বর্ষণ করিয়া পর পক্ষের ভয়োৎপাদন করিতে লাগিলেন[৩৩]। মিত্রদিগের অভয়-প্রদ বলী শূর মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্য দ্রোণ সৈন্যগণকে ক্ষোভিত করিয়া রণ স্থলের সর্ব্ব দিকেই বিচরণ করিতে লাগিলেন[৩৪]। অপরিমিত-তেজা দ্রোণের হেম-ভূষিত শরাসন তখন মেঘ মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত দিকেই দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩৫]। হে

ভারত! তিনি যখন রণ স্থলে সাতিশয় ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার রথ ধ্বজ স্থিত শোভমান চিত্রিত বেদি হিমালয় গিরির শিখরাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩৬]। যেমন সুরাসুর-পূজিত বিষ্ণু দৈত্যগণকে মর্দ্দিত করেন, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে অতি মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন[৩৭]। সত্যবাদী, প্রাজ্ঞ, বলবান্, সত্যবিক্রম, মহানুভাব শৌর্য্যসম্পন্ন আচার্য্য দ্রোণ প্রলয় কালীন রুদ্রদেব নির্ম্মিতা প্রাণি সংহারিণী নদীর ন্যায় ভীরু জনের ভীষণরূপা নদী সৃষ্টি করিলেন। সেই নদীর তরঙ্গ, কবচ-নিচয়; আবর্ত্ত, ধ্বজ সমূহ; ধ্বংসনশীল মহাকূল, যোধ গণ; মহাগ্রাহ, গজ ও তুরঙ্গগণ; মীন, অসিবৃন্দ; শর্করা, বীরগণের অস্থিচয়; কচ্ছপ, ভেরী ও মুরজ সমূহ; নৌকা, চর্ম্ম ও বর্ম্ম নিবহ; শৈবাল শাদ্বল, কেশচয়; প্রবাহ, শর সমূহ; শ্রোত, ধনুঃ সমূহ; সর্প সকল, ছিন্ন বাহু সমূহ; প্রবাহ, রণ ভূমি; ভাসিত ও প্রবাহিত বস্তু, কুরু ও সৃঞ্জয়গণ; পাষাণ, মনুষ্য শির; মৎস্য বিশেষ, শক্তি অস্ত্র সকল; ভেলা, গদা সকল; ফেণ, উষ্ণীষ ও বসন সমূহ; সরীসৃপ, বিকীর্ণ অন্ত্র সকল; কর্দ্দম, মাংস শোণিতরাশি; ক্ষুদ্র গ্রাহ, ক্ষুদ্র হস্তীগণ; তীরস্থ বৃক্ষ, ধ্বজ সকল; এবং কুম্ভীর, সাদী সমূহ হইল। দুরাক্রমণীয়া মৃতদেহ-সম্বাধ-সংযুক্তা ঘোর রূপা ভীষণ দর্শনা তীব্রা বীর-সংহারিণী যমালয় পর্য্যন্ত প্রবাহিণী দুর্গম্যা সেই নদীতে ক্ষত্রিয়গণ নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, এবং রাক্ষস, কুক্কুর ও সৃগালাদি মহাভীষণ মাংসাশী গণ ঐ নদীতে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল[৩৮-৪৫]।

যুধিষ্ঠির পুরোবর্ত্তী রাজগণ সকলে মহারথ দ্রোণকে কৃতান্তের ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন[৪৬]। যেমন আদিত্য রশ্মিজাল দ্বারা বিশ্বমণ্ডল দগ্ধ করেন তাহার ন্যায় দ্রোণ শরজাল দ্বারা সৈন্য দগ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহাকে

তাঁহারা মিলিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন[৪৭]। আপনার পক্ষ রাজা ও রাজপুত্রগণও উদ্যতাস্ত্র হস্তে সেই মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদিগকে অবরোধ করিলেন[৪৮]। অনন্তর শিখণ্ডী নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণ, ক্ষত্রধর্ম্মা বিংশতি বাণ, বসুদান পঞ্চ বাণ[৪৯], উত্তমৌজা তিন বাণ, ক্ষত্রদেব সপ্ত বাণ, সাত্যকি শত বাণ, যুধামন্যু অষ্ট বাণ[৫০], যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বাণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ বাণ ও চেকিতান তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন[৫১]। অনন্তর সত্যসন্ধ দ্রোণ মদস্রাবী কুঞ্জরের ন্যায় রথ সৈন্য অতিক্রম করিয়া দৃঢ়সেনকে নিপাতিত করিলেন[৫২]। ক্ষেম রাজা নির্ভয়ে অস্ত্র প্রহার করিতেছিলেন, দ্রোণ তাঁহাকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। ক্ষেম বাণ বিদ্ধ হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন[৫৩]। দ্রোণাচার্য্য সেনাগণের মধ্যে বিচরণ করত স্ব পক্ষদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বয়ং কাহারও রক্ষাধীন হইলেন না[৫৪]। তিনি দ্বাদশ শর দ্বারা শিখণ্ডীকে ও বিংশতি শর দ্বারা উত্তমৌজাকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা বসুদানকে যম ভবনে প্রেরণ করিলেন[৫৫]। এবং ক্ষেমধর্ম্মাকে অশীতি ও সুদক্ষিণকে যড় বিংশতি শরে এবং ক্ষত্রদেবকে ভল্ল দ্বারা রথনীড় হইতে পাতিত করিলেন[৫৬]। অনন্তর চতুঃষষ্টি শরে যুধামন্যুকে ও ত্রিংশৎ শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন[৫৭]। অনন্তর রাজসত্তম যুধিষ্ঠির গুরু দ্রোণের নিকট হইতে বেগবান্ অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তৎকালে পাঞ্চাল-রাজ-নন্দন দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন[৫৮]। দ্রোণ অশ্ব, সারথি ও শরাসন সহিত তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; যেমন আকাশ হইতে জ্যোতিঃ পদার্থ নিপতিত হয়, সেই রূপ তিনি হত হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন[৫৯]। সেই পাঞ্চালগণের যশস্কর রাজপুত্র হত হইলে "দ্রোণকে নিহত কর, দ্রোণকে নিহত কর" এই

রূপ মহাশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল[৬০]! বলশালী দ্রোণ সেই অতিসং-ক্রুদ্ধ পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয়, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব সেনাগণকে সাতিশয় বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন[৬১]। আচার্য্য দ্রোণ কুরু সেনায় সমাবৃত হইয়া সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বৃদ্ধক্ষেম-সুত, চিত্রসেন-সুত, সেনাবিন্দু, সুবর্চ্চা ও অন্যান্য ভূরি ভূরি নানা দেশীয় রাজগণকে পরাজয় করিলেন[৬২-৬৩]। হে মহারাজ! আপনার পক্ষ যোধগণ জয় লাভ করিয়া মহারণে চতুর্দ্দিকে দ্রবমাণ পাণ্ডব সেনাগণকে হনন করিতে লাগিলেন[৬৪]। হে ভারত! ইন্দ্র কর্তৃক নিহন্যমান দানবগণের ন্যায় পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয় রাজগণ মহাত্মা দ্রোণ হইতে কম্পিত হইতে লাগিলেন[৬৫]।

দ্রোণ বিক্রমে একবিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই মহাযুদ্ধে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ দ্রোণাচার্য্য দ্বারা ভগ্ন হইলে অন্য কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়গণের যশস্কর, সৎপুরুষগণের সেবিত এবং কাপুরুষদিগের অসেবিত উৎকৃষ্ট বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন[১-২]? সৈন্য সকল ভগ্ন হইলেও যিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনিই শূর ও উন্নত বীর। কি আশ্চর্য্য! জৃম্ভমাণ ব্যাঘ্র তুল্য ও মদস্রাবী কুঞ্জর সদৃশ যুদ্ধে অবস্থিত, সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত বদ্ধ কবচ বিচিত্রযোধী মহাধনুর্দ্ধর শক্র ভয় বর্দ্ধন কৃতজ্ঞ সত্যনিরত দুর্য্যোধন-হিতৈষী নর-ব্যাঘ্র দ্রোণকে দর্শন করিয়া যে কেহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এমন পুরুষ কেহই কি ছিল না[৩-৫]। সঞ্জয়! কোন্ কোন্ বীর রণোদ্যত শূর দ্রোণকে সৈন্য মধ্যে তথাবিধ অবস্থিত অবলোকন করিয়া যুদ্ধে অভিমুখ হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর[৬]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যেমন সিন্ধুর প্রবল প্রবাহ দ্বারা তরঙ্গিণি বিচলিত হয়, সেই রূপ পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, চেদি, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণকে দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত প্রাণ-সংহারক শর সমূহ দ্বারা বিচলিত ও ছেদিত দেখিয়া কৌরবগণ নিনাদ ও বিবিধ বাদ্য দ্বারা সমস্ত রণ স্থল পরিপূরিত করত বিপক্ষ পক্ষের রথী, গজারোহী ও পদাতি সৈন্য সমুদায় নিবারিত করিলেন[৭ ৯]। সৈন্য মধ্যবর্ত্তী স্বজনগণ পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব পক্ষ দিগকে তথাবস্থ দেখিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে হাসিতে হাসিতে কর্ণকে কহিলেন[১০], হে রাধেয়! ঐ দেখ, যেমন বন্য মৃগগণ সিংহ দ্বারা ত্রাসিত হয়, সেই রূপ পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে ত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিতেছে[১১]। উহারা যে পুনরায় আর যুদ্ধ করিবেক, আমার এমন বোধ হয় না; যেমন প্রবল বাত দ্বারা মহাবৃক্ষ সমূহ ভগ্ন হয়, সেই রূপ উহারা দ্রোণ কর্ত্তৃক ভগ্ন হইতেছে[১২]। উহারা মহাত্মা দ্রোণের রুক্মপুঙ্খ শর সমূহে পীড্যমান ও ঘূর্ণমান হইয়া ইতস্তত নানা পথে গমন করিতেছে[১৩]। ঐ দেখ, অন্যান্য অনেকে, কৌরব্যগণ ও মহাত্মা দ্রোণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া অগ্নি বেষ্টিত কুঞ্জরগণের ন্যায় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছে[১৪]। দ্রোণের সুশানিত শর নিকর উহাদিগের শরীরে ভ্রমর শ্রেণীর ন্যায় আবিষ্ট হওয়াতে উহারা পলায়ন পর হইয়া পরস্পর শরীরে সংলগ্ন হইতেছে[১৫]। কর্ণ! ঐ মহাক্রোধী ভীম অন্যান্য পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বিহীন ও মদীয় যোধগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে, ইহা অবলোকন করিয়া আমার আনন্দ হইতেছে[১৬]। আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দুর্ম্মতি ভীম অদ্য জগৎকে দ্রোণময় দর্শন করিয়া জীবন ও রাজ্যে নিরাশ হইতেছে[১৭]।

কর্ণ কহিলেন, ঐ পুরুষসিংহ মহাবাহু ভীম জীবিত থাকিতে কখন যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবে না; এ সকল সিংহনাদও সহ্য করিবে না[১৮]।

আমার বিবেচনায় পাণ্ডবেরা সকলে রণদুর্ম্মদ, শূর, বলবান্ ও শিক্ষিতাস্ত্র; উহারা যুদ্ধে ভগ্ন হইবার নহে[১৯]। বিশেষত বিষ, অগ্নি, দ্যূতক্রীড়া ও বনবাস জন্য ক্লেশ স্মরণ করিয়া কদাচ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিবেক না[২০]। ঐ মহাবাহু অমিত-তেজা কুন্তীপুত্র বৃকোদর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের প্রধান প্রধান মহারথদিগকে সংহার করিবে[২১]। অসি, ধনুক, শক্তি; অশ্ব, নাগ, নর, রথ ও লৌহময় দণ্ডে আমাদিগের সমূহ সমূহ সেনা বিনাশ করিবে[২২]। সাত্যকি প্রভৃতি মহারথগণ, পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ, উহার অনুবর্ত্তী হইতেছে[২৩]; বিশেষত অন্যান্য পাণ্ডবেরাও শূর, বলবান্, বিক্রান্ত ও মহারথ; আবার উহাদিগের বিশেষ রূপে প্রয়োজক ক্রোধ পরায়ণ ভীম[২৪]; সুতরাং ঐ কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা যেমন মেঘগণ সূর্য্যকে আবরণ করে, সেই রূপ বৃকোদরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রক্ষা করত দ্রোণকে আক্রমণ করিবে[২৫]। যেমন মুমূর্ষু পতঙ্গ গণ একত্র মিলিত হইয়া অরক্ষিত দীপকে পীড়ন করে, সেই রূপ উক্ত বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া অরক্ষিত যতব্রত আচার্য্যকে পীড়ন করিবে[২৬]। উহারা সকলেই কৃতাস্ত্র, অতএব দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবে, সংশয় নাই। আমি বোধ করি, আচার্য্যের উপর ইহা অতিভার অর্পিত হইয়াছে[২৭]; অতএব চলুন, আমরা, আচার্য্য যে স্থানে আছেন, সেই স্থানে শীঘ্র গমন করি; যেন উহারা বৃকগণের মহাগজ হননের ন্যায় যতব্রত আচার্য্যকে হনন করিতে না পারে[২৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বচন শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অতি শীঘ্র দ্রোণের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন[২৯]। তথায় নানা বর্ণ অশ্বে সমারূঢ়, দ্রোণাচার্য্য বধের অভিলাষী রণ প্রবৃত্ত পাণ্ডবগণের মহান্ শব্দ হইতেছিল[৩০]।

দ্রোণ যুদ্ধে দ্বাবিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীম প্রভৃতি যে সকল যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের প্রতি যুদ্ধোদ্যত হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলের রথ চিহ্ন সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, বৃকোদর চিত্র-বর্ণ মৃগ-সবর্ণ অশ্ব যুক্ত রথারোহণে গমন করিলেন। তাহা অবলোকন করিয়া শূর সাত্যকি রজত বর্ণাশ্ব যোজিত রথারোহণে ধাবমান হইলেন[২]। দুর্দ্ধর্ষ যুধামন্যু চাতক পক্ষি বর্ণ অশ্ব যুক্ত রথারোহণে স্বয়ং অশ্বগণকে ত্বরিত করিয়া অতি ক্রোধে দ্রোণের রথ সমীপে ধাবমান হইলেন[৩]। পাঞ্চালরাজ-সুত ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বর্ণভাণ্ড ভূষিত পারাবত সম বর্ণ মহাবেগশীল অশ্ব সংযোজিত রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন[৪]। ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয় যতব্রত ক্ষত্রধর্ম্মা পিতার সাহায্যার্থ ও মনোরথ সিদ্ধি মানসে রক্ত বর্ণ অশ্ব যুক্ত রথে যুদ্ধাভিমুখ হইলেন[৫]। শিখণ্ডি-পুত্র ক্ষত্রদেব পদ্ম-পত্র বর্ণ মল্লিকা-লোচন শোভনালঙ্কৃত অশ্ব যোজিত রথে আরোহণ করিয়া স্বয়ং অশ্বগণকে ত্বরিত করিয়া গমন করিলেন। শুক পক্ষি সবর্ণ দর্শনীয় কাম্বোজ দেশীয় অশ্বগণ নকুলের রথ বেগ-পূর্ব্বক বহন করিয়া ত্বদীয় সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইল[৭]। হে ভারত! মেঘ সবর্ণ অশ্বগণ হৃষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণকে লক্ষ করিয়া যুদ্ধ নিমিত্ত উত্তমৌজাকে বহন করিতে লাগিল[৮]। বেগে বায়ু তুল্য তিত্তিরি সদৃশ চিত্র বর্ণ অশ্বগণ সেই তুমুল সংগ্রামে উদ্যতায়ুধ সহদেবকে বহন করিতে লাগিল[৯]। বায়ু তুল্য ভয়ানক বেগশীল কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছ লোম বিশিষ্ট দন্ত বর্ণ অশ্বগণ নরসিংহ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বহন করিতে লাগিল[১০]। সমস্ত সৈন্যগণ বেগে পবন সদৃশ উত্তম হেম বর্ণ অশ্ব বাহনে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল[১১]। সুবর্ণ-পরিচ্ছদ পাঞ্চাল্যরাজ দ্রুপদ সেই সকল সৈন্যের রক্ষাধীন হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের

পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন[১২]। মহাধমুর্দ্ধর দ্রুপদ যুদ্ধে সর্ব্ববিধ শব্দ সহিষ্ণু চিহ্ন বিশেষ যুক্ত ললাটে শোভিত অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক রাজগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া নির্ভীক চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন[১৩]। রাজা বিরাট সমস্ত মহারথগণের সহিত সত্বর তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। কৈকেয়, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টকেতু, ইহাঁরা স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে মৎস্যরাজ বিরাটের অনুগামী হইলেন। পাটলি পুষ্প সবর্ণ (অর্থাৎ শ্বেত ও রক্তবর্ণ) উৎকৃষ্ট অশ্বগণ সেই অমিত্রঘাতী মৎস্যরাজকে বহন করত শোভা পাইতে লাগিল। হরিদ্রা সম-বর্ণ হেমমালী বেগশীল বিরাট রাজের পুত্র উত্তরকে ত্বরা সহকারে বহন করিতে লাগিল। কেকয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতা ইন্দ্রগোপকীট সবর্ণ অশ্ব যোজিত রথে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের সকলেরই সুবর্ণ তুল্য দীপ্তি, লোহিত বর্ণ রথ ধ্বজ, হেমমালা পরিধান এবং তাঁহারা সকলেই যুদ্ধ-বিশারদ; তাঁহাদিগকে বর্ম্মিত হইয়া মেঘের জল বর্ষণের ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে করিতে গমন করিতে দৃষ্ট হইল। তুম্বুরু দত্ত আমপত্র বর্ণ দিব্য অশ্ব সকল অমিত-তেজা পাঞ্চাল্য শিখণ্ডীকে বহন করিতে লাগিল। দ্বাদশ সহস্র পাঞ্চালীয় মহারথ মধ্যে ষট্ সহস্র মহারথ শিখণ্ডীর অনুগমন করিল। হে আর্য্য! সারঙ্গ সদৃশ শবল বর্ণ হয়গণ নরসিংহ শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতুকে ক্রীড়া করত বহন করিতে লাগিল। অতি বলান্বিত চেদিরাজ দুর্জয় ধৃষ্টকেতু কাম্বোজ দেশীয় ভস্ম বর্ণ অশ্বে ধাবমান হইলেন। পলাল ধূম সবর্ণ শীঘ্রগামী অশ্বগণ কৈকেয়পতি সুকুমার বৃহৎ ক্ষত্রকে বহন করিতে লাগিল। মল্লিকা-লোচন পদ্ম বর্ণ বাহ্লিক দেশীয় সুন্দর অলঙ্কৃত অশ্বগণ শিখণ্ডি-পুত্র শূর ক্ষত্রদেবকে বহন করিতে লাগিল স্বর্ণভাণ্ড-পরিচ্ছন্ন কৌশেয় সবর্ণ ধৈর্য্যশালী অশ্বগণ অরিন্দম সেনাবিন্দুকে বহন করিতে লাগিল। ক্রৌঞ্চ বর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বগণ যুবা সুকুমার মহারথ কা-

শিরাজ-পুত্রকে বহন করিতে লাগিল। হে রাজন্! কৃষ্ণগ্রীব মনো বেগ সম বেগশীল শ্বেত বর্ণ সারথির আজ্ঞাবহ অশ্বগণ রাজ-পুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে বহন করিতে লাগিল[১৪-২৭]। মাষপুষ্প সবর্ণ বাজিগণ রণে ভীম-পুত্র প্রিয়দর্শন সুতসোমকে বহন করিতে লাগিল[২৮]। সহস্র সোম সদৃশ সেই ভীমপুত্র কুরুদিগের উদয়েন্দু নামক পুরে সোমলতাদল মধ্যে জন্মিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁ-হার নাম সুতসোম হয়[২৯]। তরুণাদিত্যপ্রভ শালপুষ্প সবর্ণ হয়গণ শ্লাঘনীয় নকুল-পুত্র শতানীককে বহন করিতে লাগিল[৩০]। ময়ূর গ্রীবা সবর্ণ অশ্বগণ কাঞ্চনাচ্ছন্ন যোক্ত্র যুক্ত হইয়া নরব্যাঘ্র দ্রৌপদী-নন্দন শ্রুতকর্ম্মাকে বহন করিতে লাগিল[৩১]। চাষপত্র সবর্ণ অশ্বগণ যুদ্ধে পার্থ তুল্য ও শাস্ত্রের নিধি স্বরূপ দ্রৌপদী-পুত্র শ্রুতকীর্ত্তিকে বহন করিতে লাগিল[৩২]। যিনি যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক সেই কুমার অভিমন্যুকে পিঙ্গল বর্ণ অশ্বগণ বহন করিতে লাগিল[৩৩]। যিনি একাকী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব-দিগকে আশ্রয় করিয়াছেন, বৃহৎকায় অশ্বগণ সমরে সেই যুযুৎসুকে বহন করিতে লাগিল[৩৪]। নিষ্ফল ব্রীহিদণ্ড সবর্ণ সুন্দর অলঙ্কৃত অশ্বগণ প্রহৃষ্ট হইয়া সেই তুমুল যুদ্ধে বেগশীল বার্দ্ধক্ষেমিকে বহন করিতে লাগিল[৩৫]। কৃষ্ণ বর্ণ পদ যুক্ত অশ্বগণ স্বর্ণময় উরশ্ছদ যুক্ত ও সারথি সুযন্ত্রিত হইয়া কুমার সৌচিত্তিকে বহন করিতে লাগিল[৩৬]। সুবর্ণ মণ্ডিত পৃষ্ঠ, সুবর্ণ মালা বিভূষিত, কৌশেয়-সবর্ণ ধৈর্য্যশীল হয়গণ শ্রেণিমান্‌কে বহন করিতে লাগিল[৩৭]। সুবর্ণ মাল্য ধারী, বীর্য্য শীল, সুবর্ণ মণ্ডিত পৃষ্ঠ, সুন্দর অলঙ্কৃত অশ্বগণ নরশ্রেষ্ঠ কাশী-রাজকে বহন করিতে লাগিল[৩৮]। অরুণ বর্ণ অশ্ব গণ অস্ত্রবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্ম্য বেদে পারদর্শী সত্যধৃতিকে বহন করিতে লাগি-ল[৩৯]। যে সেনাপতি পাঞ্চাল দ্রোণকে বিনাশ করণার্থ আপনার

ভাগে লইয়াছিলেন; পারাবত সবর্ণ অশ্বগণ সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে বহন করিতে লাগিল[৪০]। সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্, বসুদান ও কাশিরাজ-পুত্র বিভু, ইহাঁরা ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগামী হইলেন[৪১]। প্রভদ্রক ও কাম্বোজ দেশীয় ষট্ সহস্র যোদ্ধা কাম্বোজ দেশীয় বেগশীল সুবর্ণ মাল্যধারী নানা বর্ণ প্রধান প্রধান অশ্ব বাহনে শরাসন বিস্তার ও উদ্যত অস্ত্র সহকারে স্বর্ণ বিচিত্র ধ্বজ সমন্বিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শত্রুদিগকে শর নিকরে প্রকম্পিত করিয়া যম তুল্য হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের ত্রাস উৎপাদন করত ধৃষ্টদ্যুম্নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন[৪২-৪৪]। পিঙ্গল কৌশেয় বর্ণ সুবর্ণ-মাল্যভূষিত অম্লান চিত্ত অশ্বগণ চেকিতানকে বহন করিতে লাগিল[৪৫]। সব্যসাচীর মাতুল কুন্তিভোজরাজ পুরুজিৎ ইন্দ্রায়ুধ সবর্ণ সদশ্ব যোজিত রথে আরূঢ় হইয়া সমরে গমন করিলেন[৪৬]। নীল বর্ণ অশ্বগণ সুবর্ণ-পরিচ্ছদ সমন্বিত হওয়াতে নক্ষত্র চিত্রিত নভোমণ্ডল সদৃশ হইয়া রাজা রোচমানকে যুদ্ধার্থ বহন করিতে লাগিল[৪৭]। কৃষ্ণ বর্ণ পদ যুক্ত স্বর্ণজাল পরিচ্ছদ সমন্বিত কর্ব্বূর বর্ণ শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে বহন করিতে লাগিল[৪৮]। শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বেগশীল পদ্ম মৃণাল বর্ণ বিচিত্র অশ্বগণ সুদামাকে বহন করিতে লাগিল[৪৯]। শশ লোহিত বর্ণ পাণ্ডুর বর্ণ লোমরাজি সমন্বিত অশ্বগণ পাঞ্চাল দেশীয় গোপতি-পুত্র সিংহসেনকে বহন করিতে লাগিল[৫০]। পাঞ্চালগণের মধ্যে বিখ্যাত নরসিংহ জনমেজয় সর্ষপ পুষ্প সবর্ণ ঘোটক বাহনে যুদ্ধে গমন করিলেন[৫১]। মাষ বর্ণ বেগশীল বৃহৎকায় হেমমাল্যবান্ দধি সবর্ণ পৃষ্ঠ চন্দ্রমুখ সমন্বিত অশ্ব সকল পাঞ্চাল্যকে বহন করিতে লাগিল[৫২]। ভদ্রক দেশীয় শরস্তম্ব সদৃশ পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণ শৌর্য্য-সম্পন্ন বাজিগণ দণ্ডধারকে উদ্বহন করিতে লাগিল[৫৩]। রাসভ বৎ অরুণ বর্ণ মূষিকপ্রভ-পৃষ্ঠ অশ্ব গণ সংযত হইয়া উল্লম্ফন করত ব্যাঘ্রদত্তকে বহন

করিতে লাগিল[৫৪]। বিচিত্র মাল্য-ভূষিত আশ্চর্য্য-জনক কৃষ্ণ বর্ণ মস্তক ঘোটকগণ পাঞ্চাল্য নর-প্রবর সুধন্বাকে সমুদ্বহন করিতে লাগিল[৫৫]। ইন্দ্রের অশনি-সমস্পর্শ ইন্দ্রগোপকীট সবর্ণ দর্শণ বৎ মসৃণ অদ্ভুত দর্শন অশ্বগণ চিত্রায়ুধকে উদ্বহন করিতে লাগিল[৫৬]। হেমমালাধারী চক্রবাক-সদৃশোদর অশ্বগণ কোশলাধিপতির পুত্র সুক্ষত্রকে বহন করিতে লাগিল[৫৭]। বিচিত্র বর্ণ বৃহদাকার দান্ত হেমমালাধারী উচ্চ উৎকৃষ্ট অশ্বগণ যুদ্ধে ক্ষেম-পুত্র সত্যধৃতিকে বহন করিতে লাগিল[৫৮]। শুক্লরাজা শুক্ল ধ্বজ, শুক্ল কবচ, শুক্ল অশ্ব ও শুক্ল ধনুক, এক শুক্ল বর্ণ এই সমুদায়ে সমন্বিত হইয়া যুদ্ধে ধাবমান হইলেন[৫৯]। শশাঙ্ক সদৃশ সমুদ্র সম্ভূত অশ্বগণ সমুদ্রসেন-পুত্র রুদ্রতেজা চন্দ্রসেনকে বহন করিতে লাগিল[৬০]। নীলোৎপল সবর্ণ স্বর্ণ-ভূষিত চিত্র-মাল্যধারী অশ্বগণ চিত্ররথ শৈব্যকে বহন করিতে লাগিল[৬১]। কলায় পুষ্প বর্ণ শ্বেত-লোহিত-লোমরাজি সমন্বিত অশ্ব শ্রেষ্ঠগণ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রথসেনকে বহন করিতে লাগিল[৬২]। লোকে যাহাকে সর্ব্ব মনুষ্য অপেক্ষা শূরতম বলে; শুক্ল বর্ণ হয়গণ সেই পটচ্চরহন্তা রাজাকে বহন করিতে লাগিল[৬৩]। কিংশুক সম বর্ণ অশ্বগণ বিচিত্রাস্ত্র-ধারী চিত্রমাল্য-ভূষিত চিত্রবর্ম্ম-সম্পন্ন চিত্রধ্বজ চিত্রায়ুধকে বহন করিতে লাগিল[৬৪]। নীলরাজা নীল বর্ণ ধ্বজ, নীল বর্ণ কবচ, নীল বর্ণ ধনুক ও নীল বর্ণ অশ্বগণ, এক নীল বর্ণ এই সমুদায়ে শোভিত হইয়া সমরে ধাবমান হইলেন[৬৫]। চিত্র নামক রাজা রত্ন-চিহ্নিত নানা রূপ আশ্চর্য্য-জনক বর্ম্ম, ধ্বজ, কার্ম্মুক, বাজিগণ ও পতাকায় সমন্বিত হইয়া যুদ্ধে অভিগত হইলেন[৬৬] পুষ্কর বর্ণ হয়োত্তমগণ রোচমানের পুত্র হেমবর্ণকে বহন করিতে লাগিল[৬৭]। যোধ ও ভদ্রকার দেশীয়, শরদণ্ডানুদণ্ডি, শ্বেতাণ্ড বিশিষ্ট, কুক্কুটাণ্ড বর্ণ হয়গণ দণ্ডকেতুকে বহন করিতে লাগিল[৬৮]। কেশব কর্ত্তৃক যাঁহার নরাধিপতি পিতা নিহত ও কবাট ভগ্ন এবং

বন্ধুগণ পলায়িত হইয়াছিল, যিনি সেই হেতু ভীষ্ম, পরশুরাম, দ্রোণ ও কৃপ হইতে অস্ত্র লাভ করিয়া অস্ত্র বিদ্যায় রুক্মি, কর্ণ, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের সাদৃশ্য প্রাপ্তি পূর্ব্বক দ্বারকা বিনাশ ও সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিলে প্রাজ্ঞ হিতার্থি সুহৃদগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া কৃষ্ণের সহিত বৈরানুবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্ব রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই ঐশ্বর্য্য বীর্য্য সমন্বিত সাগর-চিহ্নিত-ধ্বজ সমন্বিত বলশালী পাণ্ড্য রাজা বৈদূর্য্যমণি-জালাচ্ছন্ন চন্দ্ররশ্মি-প্রভ অশ্ব যোজিত রথারোহণে দিব্য শরাসন বিস্ফারণ করিতে করিতে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন[৬৯.৭৩]। বাসক পুষ্প সবর্ণ অশ্বগণ পাণ্ড্যের অনুগামী চতুর্দ্দশ অযুত মহারথিদিগকে বহন করিতে লাগিল[৭৪]। নানা বর্ণ ও নানাকৃতি-মুখ বাজিগণ রথচক্র-চিহ্নিত ধ্বজ বিশিষ্ট ঘটোৎকচকে বহন করিতে লাগিল[৭৫]। যিনি একাকী ভরত-বংশীয় সমস্তের মত উল্লঙ্ঘন ও সমস্ত অভীষ্ট পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি ভাবে যুধিষ্ঠিরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন[৭৬]; মহাসত্ত্ব মহাকায় অশ্বগণ সেই উচ্চ ধ্বজ সমন্বিত সুবর্ণময় রথারূঢ় লোহিত-লোচন মহাবাহু বৃহন্তকে বহন করিতে লাগিল[৭৭]। সুবর্ণ বর্ণ উত্তম অশ্বগণ সেনা-মধ্যস্থ ধর্ম্মজ্ঞ রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠ-রক্ষকদিগকে বহন করিতে লাগিল[৭৮]। দেবরূপী বহুল প্রভদ্রকগণ অন্যান্য বিবিধ বর্ণ সদশ্ব বাহনে যুদ্ধে ধাবমান হইলেন[৭৯]। হে রাজেন্দ্র! ভীমসেন সমবেত সেই সকল কাঞ্চন ধ্বজ প্রভদ্রক বীর গণ ইন্দ্র সহিত দেবগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন[৮০]। এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সকল সমাগত সৈন্য অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। পরন্তু, দ্রোণাচার্য্য সর্ব্ব সৈন্য অতিক্রম করিয়া শোভমান হইলেন[৮১]।

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্যের উত্তম কৃষ্ণাজিন বিসিষ্ট ধ্বজ ও স্বর্ণময় শুভ কমণ্ডলু অতীব শোভা পাইতে লাগিল[৮২]। ভীমসেনের বৈ-

দূর্য্য মণি নির্ম্মিত লোচন সম্পন্ন রজতময় মহাসিংহ চিহ্নিত ধ্বজ অতীব দীপ্তি পাইতে লাগিল[৮৩]। কুরুশ্রেষ্ঠ মহাতেজা যুধিষ্টিরের গ্রহগণান্বিত সুবর্ণময় চন্দ্র-চিহ্নিত ধ্বজ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল[৮৪]। তাঁহার সেই ধ্বজে নন্দ ও উপনন্দ নামক বিপুল দিব্য মৃদঙ্গ দ্বয় ছিল, তাহা যন্ত্র দ্বারা আহন্যমান হইয়া মধুর নিনাদ ও হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল[৮৫]। নকুলের রথে, সুবর্ণময় পৃষ্ঠ অত্যুগ্র ও ভীষণ রূপে অবস্থিত শরভাঙ্কিত মহা ধ্বজ দৃষ্ট হইল[৮৬]। সহদেবের রথে ঘণ্টা ও পতাকা-বিশিষ্ট দুর্দ্ধর্ষ শত্রু শোক বর্দ্ধন রজত নির্ম্মিত শ্রীযুক্ত হংস শোভিত ধ্বজ দৃষ্ট হইল[৮৭]। দ্রৌপদী-নন্দন পঞ্চ ভ্রাতার পঞ্চ রথ-ধ্বজ ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনী-কুমার দ্বয়ের প্রতিমায় অলঙ্কৃত ছিল[৮৮]। কুমার অভিমন্যুর রথে উজ্জ্বল তপ্ত-কাঞ্চন সদৃশ হিরণ্ময় শার্ঙ্গ পক্ষী সংযুক্ত ধ্বজ নিরীক্ষিত হইল[৮৯]। হে রাজেন্দ্র! ঘটোৎকচের রথে গৃধ্র ধ্বজ শোভা পাইতেছিল। পূর্ব্বে রাবণের অশ্ব যেমন কামগামী ছিল, সেই রূপ ঘটোৎকচের অশ্বগণ প্রকাশ পাইতে লাগিল[৯০]। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দিব্য মাহেন্দ্র ধনু ও ভীমসেন বাযব্য ধনু গ্রহণ করিলেন[৯১]। ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য রক্ষার নিমিত্ত যে শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় সেই দিব্য অজর গাণ্ডীব শরাসন গ্রহণ করিয়া সমরে গমন করিলেন[৯২]। মহাবীর নকুল বৈষ্ণব শরাসন, সহদেব আশ্বিন শরাসন, ঘটোৎকচ অতি ভীষণ পৌলস্ত শরাসন[৯৩] এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র রৌদ্র, আগ্নেয়, কৌবের, যাম্য ও গিরিশ শরাসন গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলেন[৯৪]। রোহিণী নন্দন বলভদ্র যে রৌদ্রধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুষ্ট হইয়া সেই ধনু মহাত্মা অভিমন্যুরে প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন নন্দন সেই শরাসন গ্রহণ করিয়া সমরে যাত্রা করিলেন[৯৫]। হে মহারাজ! যে সমুদায় ধ্বজের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, তদ্ভিন্ন মহাবীরগণের অন্যান্য অসং-

খ্য হেম মণ্ডিত, অরাতিগণের শোক বর্দ্ধন ধ্বজ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল[৯৬]। তৎকালে ধ্বজ সঙ্কুল কাপুরুষ শূন্য দ্রোণ সৈন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বোধ হইল[৯৭]। স্বয়ম্বর স্থল সদৃশ সেই সমরাঙ্গনে দ্রোণের প্রতি ধাবমান বীরগণের কেবল নাম গোত্র শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল[৯৮]।

হয়ধ্বজাদি কথনে ত্রয়োবিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বৃকোদর প্রভৃতি যে সকল ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দেবতাদিগেরও সেনাগণকে ব্যথিত করিতে পারেন[১]। পুরুষ ভাগ্য বশতই কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং ভাগ্য বশতই নানাবিধ পুরুষার্থ প্রকাশিত হয়[২]। যে যুধিষ্ঠির অরণ্যে দীর্ঘ কাল জটিল, অজিন-বাসা ও লোকের অজ্ঞাত হইয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন[৩] এক্ষণে তিনিই দৈবযোগে যুদ্ধার্থ মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়াছেন; অতএব আমার পুত্রের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি অশুভ হইতে পারে[৪]? মনুষ্য নিশ্চয়ই ভাগ্যযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কেন না স্বয়ং যাহা ইচ্ছা না করে, ভাগ্য তাহা প্রতিপাদন করিয়া দেয়[৫]; দেখ, যুধিষ্ঠির দ্যূত-ক্রীড়া নিমিত্ত বনবাসাদিতে ক্লেশিত হইয়াও ভাগ্য বশত পুনরায় সহায় সমূহ প্রাপ্ত হইলেন[৬]। মূঢ় দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমার নিকট এই রূপ বলিয়াছিল, "হে তাত! সংপ্রতি কেকয়রাজগণ, কাশিকগণ ও কোশলগণ যুদ্ধে আমার পক্ষে সমাগত হইয়াছেন; চেদিগণ ও বঙ্গগণ আমার আশ্রয় লইয়াছেন; পৃথিবীর অধিকাংশ বহুল রাজগণ যেমন আমার পক্ষে আছেন, পাণ্ডব পক্ষে তাদৃশ নাই।" হে সূত! অদ্য সেই সকল সে-

নাগণের মধ্যে দ্রোণাচার্য্য সুরক্ষিত হইয়াও যখন যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে নিহত হইলেন, তখন ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যায়[৭-৯]? ভাগ্যই বলবান্, নতুবা রাজগণের মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বদা যুদ্ধাভিনন্দী সর্ব্বাস্ত্র-পারগ মহাবাহু দ্রোণের মৃত্যু সম্ভাবনা কি[১০]? আমি ভীষ্ম দ্রোণের মৃত্যু শ্রবণ করিয়া সুদারুণ সন্তাপ প্রাপ্ত ও মহা মোহাবিষ্ট হইয়াছি; জীবিত থাকিতে আর উৎসাহ করি না[১১]।

হে বৎস! বিদুর আমাকে পুত্রপ্রিয় দেখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমার ও দুর্য্যোধনের পক্ষে তাহা সঙ্ঘটিত হইল[১২]। তাঁহার কথানুসারে যদি আমি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পুত্রের রক্ষার্থ ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে অতি নৃসংশ কর্ম্ম হইত; কিন্তু অন্য সমস্ত পুত্র জীবিত থাকিত[১৩]. যে মনুষ্য পারত্রিক উভয় লোক হইতেই হীন ও ক্ষুদ্র ভাব প্রাপ্ত হয়[১৪]। সঞ্জয়! সংপ্রতি আমাদিগের প্রধানের বিনাশ হওয়াতে এই রাষ্ট্রস্থ সমস্ত লোকেরই উৎসাহ ভগ্ন হইল, সুতরাং আর যে কেহ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দেখিতে পাই না[১৫]। যে ক্ষমাশীল ধুরন্ধর পুরুষ-সিংহ ভীষ্ম দ্রোণ আমাদিগের সর্ব্বদা উপজীব্য ছিলেন, তাঁহারা যখন গত হইলেন, তখন অবশিষ্ট অন্য কেহ কি প্রকারে জীবিত থাকিবে[১৬]? সঞ্জয়! এক্ষণে স্পষ্ট করিয়া বল, কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল? কোন্ কোন্ বীর যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহারা যুদ্ধে অপকৃষ্ট হইয়াছিল এবং কোন্ কোন্ নরাধমেরা ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল[১৭]? রথীপ্রবর ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছেন, তাহাও আমার নিকট বল। অমিত্র বৃকোদর হইতেই আমার মহা ভয় হয়[১৮]। হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমার অবশিষ্ট সৈন্যের যে অতি দারুণ সন্নিপাত হয়, তাহা কি রূপ হইয়াছিল, ব্যক্ত কর[১৯]। বৎস! তাহারা যুদ্ধাভিমুখ হইলে তৎ কালে তোমাদিগের মন কি প্রকার হইল এবং আমাদিগের সৈন্যগণ

মধ্যে কোন্ কোন্ শূর সেই সময়ে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল[২৩]।

ধৃতরাষ্ট্র বাক্যে চতুর্বিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ ।

সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডবগণ সকলে দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলে দ্রোণকে, মেঘ সমূহে আচ্ছাদ্যমান ভাস্করের ন্যায়, তাঁহাদিগের শরজালে সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া আমাদিগের মহা ভয় উপস্থিত হইল[১]। তাঁহাদিগের সৈন্যগণের উদ্ধূত ধূলিপটলীতে আপনার সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিল ; আমাদিগের দৃষ্টি পথ রুদ্ধ হইয়া গেল ; মনে করিলাম, দ্রোণ হত হইলেন[২]। দুর্য্যোধন সেই শূর মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব সৈন্য গণকে ক্রূর কর্ম্মে প্রবৃত্ত অবলোকন করিয়া সত্বরে স্ব সৈন্যগণকে প্ররোচন বাক্যে কহিলেন[৩], হে ক্ষত্রিয় গণ! তোমরা যথা শক্তি, যথোৎসাহ ও যথা বিক্রম, সুযোগানুসারে পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিবারণ কর[৪]। অনন্তর আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ দূর হইতে ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া আচার্য্যের প্রাণ রক্ষা মানসে বাণ বিকিরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন[৫] এবং ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় বাণ দ্বারা ভীমকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীমও বাণে বাণে তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহা তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল[৬]। এই রূপ সেই সকল প্রাজ্ঞ শূর প্রহার-নিপুণ রাজ গণ রাজা দুর্য্যোধনের আদেশে রাজ্য ও মৃত্যু ভয় ত্যাগ করিয়া শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন[৭]। কৃতবর্ম্মা দ্রোণের প্রতি সমাগত সমর-শোভী শূর শিনিপৌত্রকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৮]। সাত্যকিও ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট কৃতবর্ম্মাকে শর সমূহে নিবারণ করিতে আরম্ভ করি-

লেন। যেমন এক মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, সেই রূপ কৃতবর্ম্মাও সাত্যকিকে আক্রমণ-পূর্ব্বক বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৯]। সিন্ধুপতি উগ্রধন্বা জয়দ্রথ যত্নবান্ হইয়া সমাগত মহাধনুর্দ্ধর ক্ষত্রধর্ম্মাকে দ্রোণাভিমুখ হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন[১০]। ক্ষত্রধর্ম্মা ক্রোধাকুল হইয়া সিন্ধুপতির ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিয়া দশ নারাচে তাঁহার সমস্ত মর্ম্ম স্থানে তাড়না করিলেন[১১]। সিন্ধুপতি লঘু-হস্তে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া লৌহময় শর নিকরে ক্ষত্রধর্ম্মাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[১২]। সুবাহু যত্নবান্ হইয়া পাণ্ডবার্থ যত্নবান্ মহারথ শূর ভ্রাতা যুযুৎসুকে দ্রোণ রক্ষার্থে নিবারণ করিতে লাগিলেন[১৩]। যুযুৎসু শাণিত পানিত শর দ্বয় দ্বারা ধনুর্ব্বাণ বিক্ষেপকারী সুবাহুর পরিঘ-তুল্য ভুজ দ্বয় ছেদন করিলেন[১৪]। যেমন বেলা ভূমি বেগবর্দ্ধিত সাগরকে নিবারণ করে, সেই রূপ মদ্ররাজ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[১৫]। ধর্ম্মরাজও মর্ম্মভেদ বহু বাণে তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। মদ্রপতি চতুঃষষ্টি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনঃপুন সাতিশয় নিনাদ করিতে লাগিলেন[১৬]। তৎকালে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব দুই ক্ষুরাস্ত্রে সেই নিনাদ কারী মদ্রপতির ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিলেন, তাহা অবলোকন করিয়া জনগণ চিৎকার শব্দ করিয়া উঠিল[১৭]। রাজা বাহ্লীক সৈন্য সমবেত হইয়া শর সমূহে সসৈন্য সমাদ্রুত রাজা দ্রুপদকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১৮]। যেমন মদস্রাবী মহা যূথপতি মাতঙ্গ যুগলের যুদ্ধ হয়, সেই রূপ সসৈন্য সেই বৃদ্ধ ভূপতি দ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল[১৯]। যেমন পূর্ব্ব কালে ইন্দ্র ও অগ্নি বলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ সৈন্য সহ অবন্তীনাথ বিন্দ ও অনুবিন্দ সসৈন্য মৎস্যরাজ বিরাটের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[২০]; তাহাতে মৎস্য সৈন্যগণের কেকয় সৈন্যগণের সহিত দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ

কোলাহল-যুক্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল; উভয় পক্ষীয় অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথী নির্ভয়ে সংগ্রামবর্ত্তী হইল[২১]।

সভাপতি ভূতকর্ম্মা দ্রোণের প্রতি ধাবমান নকুল-পুত্র শতানীককে শর নিক্ষেপ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন[২২]। অনন্তর নকুল-নন্দন সুশাণিত তিন ভল্ল দ্বারা ভূতকর্ম্মার বাহু দ্বয় ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন[২৩]। বিবিংশতি বিক্রমশীল শরৌঘবর্ষী বীর সুতসোমকে দ্রোণের প্রতি ধাবমান অবলোকন করিয়া অবরোধ করিতে লাগিলেন[২৪]। বর্ম্মিত সুতসোম সংক্রুদ্ধ হইয়া সরলগামী শর সমূহ দ্বারা স্বীয় পিতৃব্য বিবিংশতিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আর অগ্রসর হইলেন না[২৫]। ভীমরথ লৌহময় শাণিত ছয় বাণে অশ্ব ও সারথির সহিত শাল্বকে যম ভবনে প্রেরণ করিলেন[২৬]। হে মহারাজ! চিত্রসেন-পুত্র ময়ুর সদৃশ অশ্ব যোজিত রথারোহণে ধাবমান আপনার পৌত্র শ্রুতকর্ম্মাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[২৭]। পরস্পর বধৈষী আপনার সেই পৌত্রদ্বয় স্ব স্ব পিতার কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৮]। অশ্বত্থামা সেই মহাযুদ্ধে প্রতিবিন্ধ্যকে অগ্রে অবস্থিত অবলোকন করিয়া পিতা দ্রোণের মান রক্ষা নিমিত্ত তাঁহাকে শর সমূহে নিবারণ করিতে লাগিলেন[২৯]। প্রতিবিন্ধ্য পিতৃ মানার্থে সমরে অবস্থিত ক্রুদ্ধ সেই সিংহ-লাঙ্গুল-ধ্বজ সমন্বিত অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৩০]। হে নরনাথ! যেমন বীজ বপন কালে কৃষিগণ বীজ বপন করে, সেই রূপ দ্রৌপদী-পুত্র দ্রোণ-পুত্রকে শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন[৩১]। দুঃশাসন-পুত্র দ্রৌপদী-গর্ভজাত অর্জ্জুন-পুত্র মহারথ শ্রুতকীর্ত্তিকে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান দেখিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন[৩২]। অর্জ্জুন সদৃশ বল বিক্রমশালী অর্জ্জুন-নন্দন সুশাণিত তিন ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক, ধ্বজ ও

সারথিকে ছেদন করিয়া দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন[৩৩]। হে রাজন্! যিনি উভয় সেনা মধ্যে শূরতম, সেই পটচ্চরহন্তাকে লক্ষ্মণ নিবারণ করিতে লাগিলেন[৩৪]; কিন্তু সেই পটচ্চরহন্তা লক্ষ্মণের ধনুক ও ধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শর বর্ষণ করত শোভা পাইতে লাগিলেন[৩৫]। মহাপ্রাজ্ঞ যুবা বিকর্ণ সমরে ধাবমান যজ্ঞসেন-পুত্র যুবা শিখণ্ডীকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৩৬]। শিখণ্ডী শরজাল দ্বারা তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন। বলবান্ আপনার পুত্র বিকর্ণও সেই বাণ সমূহকে পরাহত করিয়া সমরে শোভমান হইলেন[৩৭]। অঙ্গদ, যুদ্ধে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান বীর উত্তমৌজাকে সংরুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৩৮]। তাঁহাদিগের উভয়ের প্রীতি-জনক সেই তুমুল সংগ্রাম সৈনিকদিগের পরম-প্রীতিবর্দ্ধনকর হইল[৩৯]। বলবান্ মহাধনুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান বীর পুরুজিৎকে বৎসদন্ত বাণ দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন[৪০]। পুরুজিৎ নারাচ অস্ত্রে দুর্ম্মুখের ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যস্থলে আঘাত করিলেন। সেই বিদ্ধ নারাচ দ্বারা দুর্ম্মুখের মুখ মৃণাল-যুক্ত পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল[৪১]। কর্ণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান লোহিত ধ্বজ কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতাকে শর নিকর দ্বারা নিবারণ করিলেন[৪২]। তাঁহারাও অতি সন্তপ্ত হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা কর্ণকে তাড়না করিতে লাগিলেন। কর্ণও শরজালে তাঁহাদিগকে পুনঃপুন আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন[৪৩]। কর্ণ এবং সেই পঞ্চ ভ্রাতা পরস্পরের শর জালে পরস্পর অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া কিছুই আর দেখিতে পাইলেন না[৪৪]। দুর্জ্জয় জয় ও বিজয়, আপনার এই তিন পুত্র নীলরাজা, কাশিরাজ ও জয়ৎসেন, এই তিন জনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন[৪৫]। যেমন ভল্লূক, মহিষ ও বৃষভের সহিত সিংহ, ব্যাঘ্র ও তরক্ষুর যুদ্ধ হয়, সেই রূপ তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইল; তাহা দেখিয়া দর্শকদিগের প্রীতি

বর্দ্ধিত হইতে লাগিল[৪৬]। ক্ষেমধূর্ত্তি ও বৃহৎ এই দুই ভ্রাতা তীক্ষ্ণ শর দ্বারা দ্রোণাভিমুখে ধাবমান সাত্বতকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৪৭]। যেমন অরণ্যে মত্ত মহামাতঙ্গ যুগলের সহিত এক সিংহের যুদ্ধ হয়, তাঁহাদিগের সেই রূপ অত্যাশ্চর্য্য যুদ্ধ হইতে লাগিল[৪৮]। চেদিরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া, দ্রোণাভিমুখে ধাবমান যুদ্ধ-প্রিয় এক মাত্র অম্বষ্ঠ-রাজকে শর দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন[৪৯]। অনন্তর অম্বষ্ঠ অস্থিভেদিনী শলাকা দ্বারা তাঁহাকে নির্ভিন্ন করিলেন, তাহাতে চেদিরাজ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন[৫০]। অক্ষুদ্রাশয় শারদ্বত কৃপ ক্ষুদ্রক শর দ্বারা সংক্রুদ্ধ বৃষ্ণিবংশীয় বৃদ্ধ-ক্ষেম-নন্দনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৫১]। যাহারা বিচিত্র যোধী কৃপ ও বৃদ্ধক্ষেম-নন্দনের যুদ্ধ অবলোকন করিয়াছে, তাহারা সেই যুদ্ধেই নিবিষ্ট চিত্ত থাকে, তাহাদিগের অন্য আর কোন কর্ম্মে চিত্তাবেশ হয় না[৫২]।

দ্রোণের যশো বৃদ্ধির অভিলাষে সোমদত্ত-পুত্র, দ্রোণাভিমুখে ধাবমান অতন্দ্রিত রাজা মণিমান্কে অবরুদ্ধ করিলেন[৫৩]। মণিমান্ সত্বর তাঁহার ধনুক, ধ্বজ, পতাকা, সারথি ও ছত্র ছেদন করিয়া রথ হইতে নিপাতিত করিলেন[৫৪]। অনন্তর অমিত্রহন্তা সোমদত্ত-নন্দন যূপকেতু শীঘ্র রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া গমন-পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথির সহিত মণিমান্কে ছেদন করিলেন[৫৫]। তৎপরেই স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বয়ং অশ্ব-রশ্মি ধারণ করত পাণ্ডবী সেনা দগ্ধ করিতে লাগিলেন[৫৬]। যেমন অসুরগণের প্রতি ইন্দ্র ধাবমান হয়েন, সেই রূপ দুর্জ্জয় রাজা পাণ্ড্যকে ধাবমান দর্শন করিয়া সম যোগ্য বীর বৃষসেন নিবারণ করিতে লাগিলেন[৫৭]। ঘটোৎকচ দ্রোণ বিনাশের অভিলাষী হইয়া গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, পট্টিশ, লগুড, প্রস্তরাস্ত্র, দণ্ড, ভুশুণ্ডী, প্রাস, তোমর,

সাযক, মুষল, মুদ্গর, চক্র, ভিন্দিপাল, পরশ্বধ, পাংশু, বাত, অগ্নি, সলিল, ভস্ম, লোষ্ট্র, তৃণ ও বৃক্ষ, এই সকলের দ্বারা সেনাগণকে ব্যথিত, রুগ্ন, ভগ্ন, নিহত, বিদ্রাবিত, বিক্ষিপ্ত ও বিভীষিত করিতে করিতে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইল[৫৮-৬০]। রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ ও নানাবিধ যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া সেই রাক্ষসকে সমাহত করিতে লাগিল[৬১]। পূর্ব্ব কালে যেমন ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ রাক্ষসাধিপতির অগ্রগণ্য সেই রাক্ষস দ্বয়ের যুদ্ধ হইতে লাগিল[৬২]। এই রূপে উভয় পক্ষীয় রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সঙ্কুল সৈন্যদিগের শত শত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইতে লাগিল[৬৩]। দ্রোণের বিনাশ ও দ্রোণের জীবন রক্ষা, এই উভয় উদ্দেশে সমাসক্ত উভয় পক্ষীয় যোধগণের যাদৃশ যুদ্ধ হইল, এতাদৃশ সংগ্রাম আমাদিগের আর কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই[৬৪]। হে প্রভো! ঐ বহু প্রকার বিস্তৃত যুদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টি করিবার সময়ে এই যুদ্ধ ভয়ানক, এই যুদ্ধ আশ্চর্য্য, এই যুদ্ধ অতি তীব্র, এই রূপ বোধ হইতে লাগিল[৬৫]।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পঞ্চবিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! এই রূপে পাণ্ডব পক্ষ সমুদ্যত ও মৎ পক্ষীয়গণ বিভাগ ক্রমে প্রত্যুদ্গত হইলে সেই উভয় পক্ষীয় তরস্বী যোধগণ কি প্রকার যুদ্ধ করিল? এবং অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের প্রতি এবং সংশপ্তকেরাই বা অর্জ্জুনের প্রতি কি রূপ যুদ্ধ করিলেন[১-২]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উভয় পক্ষীয় যোধগণ সেই প্রকার ভাগক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও প্রত্যুদ্গত হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন

স্বয়ং গজ সৈন্য লইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন[৩]। হস্তী যেমন হস্তীর সহিত, বৃষ যেমন বৃষের সহিত যুদ্ধে সঙ্গত হয়, সেই রূপ যুদ্ধ-কুশল বাহু বীর্য্য সমন্বিত ভীমসেন, রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া গজ সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং অচির কাল মধ্যে গজ সৈন্য নির্ভেদ করিতে লাগিলেন[৪-৫]। গিরি-সন্নিভ সর্ব্বাঙ্গে গলিত মদ মাতঙ্গগণ ভীমসেনের নারাচ দ্বারা মত্ততা বিহীন ও বিমুখ হইতে লাগিল[৬]। যেমন সমুদ্ধত বায়ু মেঘ-মণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, সেই রূপ পবন-পুত্র ভীম তৎ সমুদায় নাগ-সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিলেন[৭]। যেমন ভুবন মধ্যে উদিত সূর্য্য কিরণ বর্ষণ করত শোভমান হয়েন, সেই রূপ ভীমসেন সেই নাগগণে বাণ বর্ষণ করত শোভমান হইলেন[৮]। যেমন আকাশে মেঘ সকল সূর্য্য কিরণে নানাবিধ হইয়া প্রকাশ পায়, গজগণ ভীম বাণে অভিহত ও গ্রথিত হইয়া সেই প্রকার প্রকাশ পাইতে লাগিল[৯]। দুর্য্যোধন ভীমকে সেই রূপে গজগণকে সমাহত করিতে অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন[১০]। অনন্তর ভীম রক্তলোচন হইয়া ক্ষণ কাল মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত করিবার অভিলাষে শাণিত শর দ্বারা রাজাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[১১]। তিনি সর্ব্বাঙ্গে শর বিদ্ধ ও সংক্রুদ্ধ হইয়াও যেন হাসিতে হাসিতে সূর্য্যরশ্মি-প্রভ নারাচ সমূহ দ্বারা ভীমসেনের প্রতি আঘাত করিতে লাগিলেন[১২]। পাণ্ডু-পুত্র ভীম সত্বর এক ভল্লে তাঁহার ধ্বজ স্থিত রত্ন-চিত্রিত মণিময় নাগ ও এক ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুখ ছেদন করিলেন[১৩]।

হে আর্য্য! মাতঙ্গারূঢ় রাজা অঙ্গ, দুর্য্যোধনকে ভীম কর্ত্তৃক পীড্যমান নিরীক্ষণ করিয়া ভীমের ক্ষোভ জন্মাইবার মানসে সমাগত হইলেন[১৪]। ভীমসেন অঙ্গের সেই নাগপ্রবরকে মেঘ গর্জ্জন শব্দে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া কতক গুলি নারাচ দ্বারা তাহার

কুম্ভের অভ্যন্তরে সাতিশয় আঘাত করিলেন[১৫]। সেই নারাচ তাহার দেহ ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে পতিত হইল, এবং সেই হস্তীও বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল[১৬]। হস্তীর পতন কালে যেমন সেই ম্লেচ্ছরাজ অঙ্গ পতিত হইতেছিলেন; তৎক্ষণাৎ বৃকোদর শীঘ্রহস্তে ভল্ল দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন[১৭]। সেই বীর নিপতিত হইলে তাঁহার সেনাগণ পলায়ন করিতে লাগিল; অশ্ব, হস্তী ও রথ সকল ভীত ও ত্বরান্বিত চিত্তে পদাতিদিগকে মর্দ্দন করিতে করিতেই ধাবমান হইল[১৮]।

সেই সমস্ত সৈন্য ভগ্ন ও চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজা ভগদত্ত কুঞ্জরারোহণে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন[১৯]। যে হস্তী দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্য দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, রাজা ভগদত্ত সেই বংশীয় হস্তী দ্বারা ভীমকে আক্রমণ করিলেন[২০]। সেই প্রবল বৃহৎ হস্তী দুই পদ ও কুঞ্চিত শুণ্ড দ্বারা ভীমকে আক্রমণ করিয়া ক্রুদ্ধ ও ব্যাবৃত্ত-লোচন হইয়া বৃকোদরকে যেন প্রমথিত করতই তাঁহার অশ্ব সহিত রথ অবিশেষ রূপে চূর্ণ করিল[২১-২২]। ভীমও দুই পদে ধাবমান হইয়া হস্তীর গাত্রে বিলীন হইলেন। তিনি অঞ্জলিকাবেধ বিদ্যা জানেন বলিয়া দূরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন না; সেই অনশ্বর হস্তীকে তাঁহার বধাকাঙ্ক্ষী জানিয়া তাহার গাত্রের অভ্যন্তর গত হইয়া অঞ্জলিকাবেধ বিদ্যায় নৈপুণ্য হেতু কর দ্বারা পুনঃপুন তাহার গাত্রে প্রহার করিতে লাগিলেন[২৩-২৪]। অযুত নাগের বলধারী শোভমান সেই নাগ তখন ভীমের বিনাশ মানসে কুলালচক্রের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল[২৫]। তাহাতে ভীম তখন তাহার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। সেই অবসরে গজ তৎক্ষণাৎ ভীমকে শুণ্ড দ্বারা অবনত করিয়া দুই জানু দ্বারা আঘাত করিল এবং তৎক্ষণাৎ গ্রীবাদেশে বেষ্টন-

পূর্ব্বক বধ করিতে চেষ্টা করিল। বৃকোদর আবর্ত্তন দ্বারা শুণ্ড বেষ্টন হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় তাহার গাত্রে সংলগ্ন হইলেন। অনন্তর যখন দেখিলেন, স্ব সৈন্য হইতে প্রতিযোদ্ধা গজ আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন সেই নাগ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন। হে আর্য্য! অনন্তর সমস্ত সৈন্যগণ 'অহো ধিক্! ভীমসেন হস্তী দ্বারা নিহত হইল,' এই রূপ মহাঘোর শব্দ করিয়া উঠিল। হে রাজন্! পাণ্ডব সেনা গণ সেই নাগ দ্বারা সন্ত্রস্ত হইয়া যথায় ভীম ছিলেন, তথায় সহসা অভিদ্রুত হইলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে নিহত মনে করিয়া পাঞ্চাল্য-গণের সহিত, ভগদত্তকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। শত্রুতাপন রথিশ্রেষ্ঠগণ রাজা ভগদত্তকে রথ সমূহে বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপর শত সহস্র তীক্ষ্ণ শর বিকিরণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতেশ্বর ভগদত্ত অঙ্কুশ দ্বারা সেই বাণ সকল নিবারণ করিয়া গজ দ্বারা পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সেনাগণকে অতি পীড়ন করিতে লাগিলেন। হে নরনাথ! গজযুদ্ধে বৃদ্ধ ভগদত্তের অতি অদ্ভুত বিক্রম অবলোকন করিলাম। দশার্ণাধিপতি আশু ও বক্রগামী এক মত্ত হস্তী দ্বারা প্রাগ্‌জ্যোতি-ষকে আক্রমণ করিলেন। যেমন পূর্ব্ব কালে সবৃক্ষ পর্ব্বত দ্বয়ের পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ সেই ভীষণ মূর্ত্তি দুই নাগে যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষপতির নাগ প্রথমত নিবৃত্ত ও অপসৃত হইয়া তৎ পরেই গমন-পূর্ব্বক দশার্ণাধিপতির নাগের পার্শ্ব প্রদেশে আঘাত করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিল। হস্তীর পতন কালে দশা-র্ণপতির আসন যেমন প্রচলিত হইতেছিল, অমনি ভগদত্ত সূর্য্যরশ্মি-প্রভ তীক্ষ্ণ সপ্ত তোমর দ্বারা সেই নাগ স্থিত শত্রুকে সংহার করি-লেন। রাজা যুধিষ্ঠির মহৎ রথ সৈন্য দ্বারা বিভাগ ক্রমে রাজা ভগ-

দত্তকে চতুর্দ্দিকে অবরোধ করিলেন। যেমন পর্ব্বতের বন মধ্যস্থ হুতাশন জ্বলমান হইয়া শোভা পায়, সেই রূপ সেই কুঞ্জরস্থ ভগদত্ত রথিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্ব দিকে সমাবৃত হইয়া শোভমান হইলেন এবং সেই পরস্পর সংশ্লিষ্ট উগ্রধন্বা পুনঃপুনঃ শরবর্ষী রথিমণ্ডলের মধ্যে হস্তীর সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর সহসা সেই মহাগজকে পরিগ্রহ করিয়া যুযুধানের প্রতি চালনা করিলেন, তাহাতে সেই মহানাগ শুণ্ড দ্বারা শিনি-পৌত্রের রথ বেষ্টন করিয়া প্রক্ষেপ করিল; যুযুধান তথা হইতে অতি বেগে পলায়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহার সারথি সিন্ধু-দেশীয় মহাকায় অশ্ব সকলের গতি নিবৃত্তি করিয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক রথোপরি আরোহণ করত সাত্যকির সমীপে অবস্থিত হইল। হস্তী অন্তর পাইয়া সত্বর রথমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে রথস্থ রাজগণকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সমস্ত রাজগণ সেই আশুগামী হস্তী দ্বারা ত্রাসিত হইয়া সেই একমাত্র হস্তীকে শত শত হস্তী বোধ করিতে লাগিলেন। যেমন দানবগণ ঐরাবতস্থ দেবরাজ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াছিল, সেই রূপ সমস্ত পাণ্ডব পক্ষগণ গজারোহী ভগদত্ত কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেন। যখন পাঞ্চালগণ ইতস্তত পলায়ন করেন, তখন তাঁহাদিগের ধাবমান হস্তী ও অশ্বের অতি মহান্ ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল।

এইরূপে পাণ্ডুসেনাগণকে ভগদত্ত কর্ত্তৃক সমরে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া ভীমসেন অতি ক্রোধভরে পুনরায় প্রাগ্‌জ্যোতিষের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ ভগদত্তের হস্তী শুণ্ড-নিঃসৃত বারি দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে পরিষিক্ত করত বিত্রাসিত করিল, তাহাতে অশ্বগণ ভীমসেনকে লইয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। তদনন্তর আকৃতীর পুত্র যম-সদৃশ রুচিপর্ব্বা রথারোহণে সত্বর শর বর্ষণ করিয়া

ভগদত্তকে পরিষিক্ত করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। পরে সুন্দর দেহ-সন্ধি-সমন্বিত পর্ব্বতনাথ ভগদত্ত নতপর্ব্ব এক শরে সেই রুচি-পর্ব্বাকে যম ভবনে উপনীত করিলেন। সেই বীর নিপতিত হইলে সুভদ্রা-নন্দন, দ্রৌপদেয়গণ, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু ও যুযুৎসু, সেই হস্তীকে সাতিশয় পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হস্তিজিঘাংসু হইয়া ভৈরব নিনাদ করত সেই হস্তীর উপর মেঘের জলধারা সেচ-নের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রণকৃতী ভগদত্ত অঙ্কুশ, পার্ষ্ণি ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা হস্তীকে উত্তেজন-পূর্ব্বক চালিত করি-লে, হস্তী স্তব্ধ কর্ণ ও স্তব্ধ চক্ষু হইয়া শুণ্ড প্রসারণ করত দ্রুত গমন-পূর্ব্বক পদ দ্বারা যুযুৎসুর অশ্বে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার সারথিকে মর্দ্দিত করিল[৩৬.৫৬]। হে রাজেন্দ্র! তখন যুযুৎসু ত্বরান্বিত হইয়া রথ হইতে অপক্রান্ত হইলেন। পরন্তু পাণ্ডব পক্ষ অন্যান্য যোধগণ হস্তীর বিনাশ মানসে ভীষণ সিংহনাদ সহকারে তাহার প্রতি শর বর্ষণ করিতেই লাগিলেন। আপনার পুত্র যুযুৎসু ত্রস্ত ও ভীত হইয়া অভিমন্যুর রথে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন[৫৭-৫৮]। যেমন আদিত্য ভুবন মধ্যে রশ্মিজাল পরিত্যাগ করত প্রদীপ্ত হয়েন, সেই রূপ রাজা ভগদত্ত গজস্থ হইয়া শত্রুমণ্ডলীতে শরজাল মোচন করত দীপ্তি পা-ইতে লাগিলেন[৫৯]। পরন্তু অভিমন্যু দ্বাদশ, যুযুৎসু দশ এবং দ্রৌপ-দেয়গণ ও ধৃষ্টকেতু তিন তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন[৬০]। যেমন মহা মেঘ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা গ্রথিত হইয়া শোভা পায়, সেই রূপ হস্তী, যোধগণের অতি যত্ন বিক্ষিপ্ত বাণ সমূহে গ্রথিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল[৬১]। পরন্তু শত্রু শরে অর্দ্দিত হইয়াও নিয়ন্তার কৌশল ও প্রযত্নে চালিত হইয়া শত্রুদিগকে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে নিক্ষেপ করিতে লাগিল[৬২]। যেমন বনে পশুপাল পশুগণকে দণ্ড দ্বারা তাড়িত করে, সেই রূপ ভগদত্ত বারম্বার সেই পাণ্ডব

সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন[৬৩]। যেমন সত্বর শ্যেন পক্ষীর আক্রমে কাক সমূহের শব্দ হয়, সেই রূপ পাণ্ডব পক্ষীয় সেনার পলায়ন কালে অতীব শব্দ হইতে লাগিল[৬৪]। হে নৃপ! ঐ সময় ভগদত্তের মহাগজ অঙ্কুশাহত হইয়া সপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। বণিক গণ সমুদ্র তরঙ্গ অবলোকন করিয়া যেরূপ ভীত হয়, অরাতি পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজ সন্দর্শনে তদ্রূপ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল[৬৫]। অনন্তর সেই ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধে হস্তী, রথ, অশ্ব ও পার্থিবগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়ন কালে তাহাদিগের অতি ভয়ানক শব্দে ভূমণ্ডল, আকাশ-মণ্ডল, স্বর্গ, দিক্ ও বিদিক্ সমাবৃত হইল[৬৬]। পূর্ব্ব কালে যেমন বিরোচন যুদ্ধে সুর-রক্ষিত দেবসেনাগণকে বিলোড়ন করিয়াছিলেন, সেই রূপ রাজা ভগদত্ত সেই নাগপ্রবর দ্বারা শত্রু সৈন্যগণকে বিলোড়ন করিতে লাগিলেন[৬৭]। ঐ সময়ে বায়ু সাতিশয় বহন করাতে ধূলিপটলী আকাশ ও সৈনিকগণকে পুনঃপুন সমাচ্ছন্ন করিল এবং হস্তীও চতুর্দ্দিগে দ্রুতপদে ধাবমান হইতে লাগিল। ইহাতে লোক সকল সেই এক হস্তীকে যেন বহুল গজ যূথ বোধ করিতে লাগিল[৬৮]।

ভগদত্ত যুদ্ধে ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি অর্জ্জুনের সংগ্রাম কার্য্য যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন[১]। ভগদত্ত গজ দ্বারা তাদৃশ সাংগ্রামিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন ধূলিপটল নিরীক্ষণ এবং গজ নিস্বন শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন[২], হে মধুসূদন! আমি বোধ করি, প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত ত্বরমাণ হইয়া গজ দ্বারা সেনাগণের প্রতি উপদ্রব করিতেছেন; ঐ

গজেরই এরূপ নিনাদ হইতেছে[৩]। আমার মতে ভগদত্ত যুদ্ধে গজযান কৌশলে ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন নহেন; পৃথিবীতে গজযুদ্ধ-বিশারদের মধ্যে ভগদত্ত প্রধান বা দ্বিতীয় রূপে গণনীয়[৪]। তাঁহার হস্তীও শ্রেষ্ঠ; যুদ্ধে উহার প্রতি যোদ্ধা গজ নাই। ঐ হস্তী সর্ব্ব শস্ত্রের অতিক্রম-গামী, কৃতকর্ম্মা এবং অশ্রান্ত[৫]। সে, সমস্ত শস্ত্র প্রহার ও অগ্নিস্পর্শ সহ্য করিতে পারে; সেই এক হস্তীই অদ্য সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য বিনাশ করিতে পারে[৬]; আমরা দুই জন ব্যতিরেকে অন্য কেহ সেই হস্তীকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব যেস্থানে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পতি আছেন; তুমি সত্বর হইয়া সেই স্থানে রথ লইয়া চল[৭]। বয়ঃক্রম ও হস্তি বলে দর্পিত সেই শত্রুকে অদ্য আমি ইন্দ্রের প্রিয় অতিথি করিয়া প্রেরণ করিব[৮]।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বচন শ্রবণ মাত্র, যথায় ভগদত্ত পাণ্ডব সেনা বি-মর্দ্দন করিতেছিলেন, তথায় গমনে রথ চালনা করিলেন[৯]। তাঁহাকে প্রয়াণ-পর দেখিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র মহারথ সংশপ্তকগণ সমাবৃত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আহ্বান করিতে লাগিলেন[১০]। ঐ চতুর্দ্দশ সহস্র মধ্যে দশ সহস্র ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথ, আর চারি সহস্র বাসুদেবের অনু-গত মহারথ ছিল[১১]। হে আর্য্য! এক দিকে ভগদত্ত চমূগণকে বিমর্দ্দন করিতেছেন, অপর দিকে সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতে-ছেন, ইহাতে অর্জ্জুন চিন্তা করিলেন, 'এক্ষণে নিবৃত্ত হই, কি যুধি-ষ্ঠিরের নিকট ভগদত্তের বধে গমন করি, এই দুই কর্ম্মের মধ্যে কোন্ কর্ম্ম শ্রেয়' এই রূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার চিত্ত দ্বৈধ হইল[১২.১৩]। হে কুরুপ্রবর! শেষে তাঁহার বিচার দ্বারা এই সদ্বুদ্ধির কার্য্য হইল যে, তিনি সংশপ্তক বধেই স্থিরনিশ্চয় হইলেন[১৪]। মহারথি-প্রবর বাস-বাত্মজ কপিবর-কেতন অর্জ্জুন সহস্র সহস্র সংশপ্তক রথীর বিনাশার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন[১৫]। দুর্য্যোধন ও কর্ণের অর্জ্জুন বধের উপায়

বিষয়ে এই বুদ্ধি হইয়াছিল যে, এক দিকে সংশপ্তকগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে অর্জ্জুনের আহ্বান, অন্য দিকে ভগদত্ত কর্ত্তৃক পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি উপদ্রব, এক কালে এই দুই ব্যাপার দুই দিকে উপস্থিত হইলে অর্জ্জুন কোন্ দিক্ রক্ষা করিবে, এই চিন্তায় তাহার মনে দ্বৈধ উৎপন্ন হইবে, তাহা হইলে তাহাকে বিনষ্ট করা যাইতে পারিবে; এই ভাবিয়া তাঁহারা যুগপৎ উক্ত দুই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া অর্জ্জুনের মনে দ্বৈধ উৎপাদনের কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন সেই দ্বৈধভাব দ্বারাই তাঁহাদিগের কল্পিত উপায় পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন,—সংশপ্তকগণের প্রধান প্রধান বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণের উক্ত অভিপ্রায় ব্যর্থ করিলেন[৬-১৭]। হে রাজন্! অনন্তর সংশপ্তক মহারথগণ অর্জ্জুনের প্রতি শত সহস্র নতপর্ব্ব শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[১৮]। অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, অশ্বগণ ও রথ তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন না[১৯]। যখন কৃষ্ণের অঙ্গ হইতে স্বেদ নিঃসৃত হইতে লাগিল, এবং তিনি মোহ প্রাপ্ত হইলেন, তখন অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সংশপ্তকদিগের সকলকেই নিহত করিতে লাগিলেন[২০]। শরাসন, বাণ, জ্যা ও তল সহিত শত শত ভুজ এবং ধ্বজ, বাজী, সারথি ও রথী তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রে ছিন্ন হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইতে লাগিল[২১]। বৃক্ষ সহিত পর্ব্বত শিখর ও মেঘ তুল্য সুসজ্জিত হস্তীগণ পার্থের শরে আরোহীর সহিত আহত হইয়া ভূমিসাৎ হইতে লাগিল[২২]। অর্জ্জুনের শরে অশ্বগণের কুথা ও বল্গা প্রবিদ্ধ ও অভরণ ছিন্ন হইয়া গেল; অশ্ব সকল আরোহীর সহিত মথিত ও গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল[২৩]। নরগণের ঋষ্টি, প্রাস, অসি, নখর, মুদ্গর ও পরশ্বধ সহিত বাহু সকল কিরীটীর ভল্লাস্ত্রে ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল[২৪]। হে আর্য্য! নবোদিত আদিত্যমণ্ডল, অম্বুজ ও চন্দ্রের তুল্য-রূপ নর মস্তক সকল অর্জ্জুন শরে

ছিন্ন হইয়া ভূতলসাৎ হইতে লাগিল[২৫]। ফাল্গুন ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রু সংহার করিতে আরম্ভ করিলে সেনাগণ প্রাণি সংহারক নানা রূপ শর সমূহে অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল[২৬]। যেমন হস্তী পদ্মবন প্রমথিত করে, সেই রূপ ধনঞ্জয় সৈন্যদিগকে প্রমথিত করিতে লাগিলে, দর্শকগণ সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন[২৭]। কমলাপতি কৃষ্ণ ইন্দ্রের ন্যায় পার্থের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া পরম বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন[২৮], হে পার্থ! তুমি অদ্য সমরে যে কর্ম্ম করিলে, আমার বিবেচনায় ইহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরেরও দুষ্কর[২৯]; শত শত সহস্র সহস্র সংশপ্তক মহারথদিগকে সমরে তোমার বাণে যুগপৎ পতিত হইতে অবলোকন করিলাম[৩০]। মহারাজ! অনন্তর যে সকল সংশপ্তক তথায় অবস্থিত ছিলেন, অর্জ্জুন তাঁহাদিগের ভূয়িষ্ঠ বিনাশ করিয়া কৃষ্ণকে ভগদত্তের সমীপে গমন করিতে আদেশ করিলেন[৩১]।

সংশপ্তক বধে সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন দ্রোণ সৈন্যের সমীপে গমনেচ্ছু হইলে কৃষ্ণ তাঁহার মনোবেগগামী হেম-ভূষিত শ্বেত বর্ণ অশ্বগণকে চালনা করিলেন[১]. তখন সুশর্ম্মা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ অর্জ্জুনকে দ্রোণতাপিত ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ গমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধ প্রার্থনায় তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন[২]। অনন্তর শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, হে অচ্যুত! এ দিকে সুশর্ম্মা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ যুদ্ধার্থ আমাকে আহ্বান করিতেছে[৩], এবং উত্তর দিকে আমাদিগের সৈন্য সমস্ত ধ্বংস হইতেছে, ইহাতে সংশপ্তকেরা অদ্য আমার মনকে দ্বৈধীভূত করিল[৪]। আমি এক্ষণে সংশপ্তকগণকে হনন

করিব, কি শত্রু-পীড়িত স্বজনগণকে রক্ষা করিব? এই উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয় হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া বল[৫]।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা যে দিকে অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতেছিলেন, সেই দিকে রথ চালনা করিলেন[৬]। অনন্তর অর্জ্জুন সপ্ত শরে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার রথ, ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৭], এবং ত্বরাবান্ হইয়া ছয় শরে ত্রিগর্ত্তাধিপতির ভ্রাতাকে অশ্ব ও সারথি সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিলেন[৮]। অনন্তর সুশর্ম্মা তৎকালোচিত বাক্য বলিয়া অর্জ্জুনের প্রতি ভুজগ-সন্নিভা লৌহময় এক শক্তি এবং কৃষ্ণের প্রতি এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন[৯]। অর্জ্জুন তিন তিন শরে সেই শক্তি ও তোমর ছেদন-পূর্ব্বক শর সমূহ দ্বারা সুশর্ম্মাকে মোহিত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন[১০]। তিনি ভূরি ভূরি শর বর্ষণ করিতে করিতে ভীষণরূপ ধারণ-পূর্ব্বক ইন্দ্রের ন্যায় আগমন করিতে লাগিলেন; তৎকালে আপনার সৈনিকদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিল না[১১]। যেমন অনল তৃণ কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে, সেই রূপ ধনঞ্জয় বাণে বাণে সমস্ত কৌরব্য মহারথদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন[১২]। যেমন প্রজাগণ অগ্নি-স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেই রূপ তাঁহারা সেই ধীমান্ কুন্তীপুত্রের অসহ্য বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না[১৩]। এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় শর বর্ষণ দ্বারা সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া গরুড় পক্ষি বৎ বেগে প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের প্রতি প্রয়াণ করিতে লাগিলেন[১৪]। অর্জ্জুন ভরত-কুলের মঙ্গলকর ও যুদ্ধে শত্রুগণের অশ্রুবর্দ্ধন যে বিশুদ্ধ ধনুক আনত করিতেন, এক্ষণেও তিনি সেই ধনুকই দুর্দ্যূত দেবনকারী আপনার পুত্রের নিমিত্তে—ক্ষত্রিয়-কুল বিনাশের নিমিত্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন[১৫-১৬]। হে মহারাজ! যেমন নৌকা

পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, সেই রূপ আপনার সেনা পার্থ দ্বারা সাতিশয় বিক্ষোভ্যমাণ হইয়া বিশীর্ণ হইতে লাগিল[১৭]। অনন্তর দশ সহস্র ধনুষ্মান্ বীর যুদ্ধে ক্রূরমতি করিয়া জয় বা পরাজয় নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি আপতিত হইল[১৮]। যুদ্ধে সর্ব্ব ভার-সহন-ক্ষম অর্জ্জুন তাদৃশ আপদে অধৈর্য্য ও ত্রস্ত-চিত্ত না হইয়া সেই গুরু ভার ধারণ করিলেন[১৯]। যে প্রকার মদস্রাবী ষষ্টি বর্ষ বয়স্ক হস্তী ক্রুদ্ধ হইয়া নল বন মর্দ্দন করে, সেই রূপ অর্জ্জুন কুপিত হইয়া আপনার সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন[২০]।

এই রূপে সৈন্যগণ প্রমথিত হইলে নরাধিপ ভগদত্ত সেই নাগ দ্বারা সহসা ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন[২১]। নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় রথ দ্বারা সেই নাগকে প্রতিগ্রহণ করিলেন। সেই রথ ও হস্তীর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল[২২]। ধনঞ্জয় ও ভগদত্ত দুই মহাবীর যথাবিধি সজ্জিত রথ এবং গজ দ্বারা সংগ্রাম মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন[২৩]। অনন্তর রাজা ভগদত্ত মেঘ-সঙ্কাশ মাতঙ্গ বাহনে অবস্থিতি করিয়া মেঘ-বাহন ইন্দ্রের ন্যায়, ধনঞ্জয়ের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[২৪]। বীর্য্যবান্ বাসবতনয় শর বর্ষণ করিয়া ভগদত্তের শর বর্ষণ অর্দ্ধ পথে আগমন করিতে না করিতেই ছেদন করিলেন[২৫]। অনন্তর রাজা ভগদত্ত সেই শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া শর সমূহে মহাবাহু অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৬], পরে মহা শর-জাল দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদিগের বধার্থ তাঁহার সেই নাগরাজকে চালনা করিলেন[২৭]। জনার্দ্দন সেই ক্রুদ্ধ অন্তকোপম হস্তীকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সত্বর বাম দিকে রথ চালনা করিলেন[২৮]। ধনঞ্জয় তৎকালে সেই হস্তী ও তাহার আরোহী ভগদত্তকে পশ্চাৎ হইতে মৃত্যুসাৎ করিতে পারিতেন; কিন্তু ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহা করিলেন না[২৯]। তখন সেই মহাগজ অসংখ্য

হস্তী, রথ ও অশ্বের উপর আরোহন করিয়া তৎ সমুদায় বিনষ্ট করিতে লাগিল; তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না[৩০]।

ভগদত্ত যুদ্ধে অষ্টাবিংশতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের প্রতি কি রূপ যুদ্ধ করিলেন, এবং ভগদত্তই বা ধনঞ্জয়ের প্রতি কি করিলেন, তুমি তাহা আনুপূর্ব্বী ক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন কর[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, যখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভগদত্তের সহিত সমবেত হইলেন, তখন সমস্ত লোক তাঁহাদিগকে মৃত্যুর করাল দন্ত মধ্যে পতিত মনে করিতে লাগিল[২]। হে প্রভো! ভগদত্ত গজস্কন্ধ হইতে রথস্থ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৩], এবং পূর্ণ আকৃষ্ট কার্ম্মুক হইতে নিঃসৃত, কৃষ্ণ-লৌহ-নির্ম্মিত, শিলা শাণিত হেমপুঙ্খ কতক গুলি বাণে দেবকী-পুত্ত্রকে বিদ্ধ করিলেন[৪]। ভগদত্ত প্রেরিত অগ্নি-স্পর্শ-সম সুতীক্ষ্ণ সুপত্র সমন্বিত সেই সকল বাণ দেবকী-পুত্ত্রকে ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে গমন করিল[৫]। পার্থ ভগদত্তের শরাশন ছিন্ন ও রথ রক্ষককে নিহত করিয়া যেন তাঁহাকে লালন করত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৬]। ভগদত্ত সূর্য্য-রশ্মি-সম চতুর্দ্দশ তীক্ষ্ণ তোমর ধনঞ্জয়ের উপর নিক্ষেপ করিলে, ধনঞ্জয় সেই প্রত্যেক তোমর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিলেন[৭]। তদনন্তর মহৎ শরজাল দ্বারা হস্তীর বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন বর্ম্ম বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল[৮]। হস্তী অর্জ্জুনের শর সমূহে বিধ্বস্ত-বর্ম্মা ও সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া মেঘ শূন্য

ও বারিধারাসিক্ত পর্ব্বতরাজের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল[৯]। অনন্তর ভগদত্ত বাসুদেবের প্রতি হেমদণ্ডান্বিত লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন সত্বর তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া, পরে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ ছেদন-পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[১০-১১]। হে জনাধিপ! ভগদত্ত অর্জ্জুনের সুপুঙ্খ ও কঙ্কপত্রযুক্ত শর নিকরে অতি বিদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের মস্তকে কতক গুলি তোমর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই তোমর দ্বারা অর্জ্জুনের কিরীট পরিবর্ত্তিত হইল[১২-১৩]। অর্জ্জুন সেই কিরীট সংযত করিতে করিতেই রাজা ভগদত্তকে কহিলেন, "তুমি এই ক্ষণে লোক সকল সুদৃষ্ট কর আর দেখিতে পাইবে না[১৪]।" ভগদত্ত অর্জ্জুনের ঐ বাক্য শ্রবণে সংক্রুদ্ধ হইয়া এক ভাস্বর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুন এবং কৃষ্ণের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[১৫]। পার্থ ত্বরমাণ হইয়া তাঁহার শরাসন ও তূণীর সকল ছেদন করিয়া দ্বিসপ্ততি শর দ্বারা সমস্ত মর্ম্ম স্থানে প্রহার করিলেন[১৬]। অনন্তর মর্ম্ম-বিদ্ধ ভগদত্ত ব্যথিত হইয়া বৈষ্ণবাস্ত্র মন্ত্রে অঙ্কুশ অভিমন্ত্রিত করিয়া অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন[১৭]। কেশব পার্থকে আবরণ করিয়া সেই ভগদত্ত প্রেরিত সর্ব্বঘাতি অস্ত্র নিজ বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিলেন[১৮]। ঐ বৈষ্ণবাস্ত্র কেশবের বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বর্ণ প্রভা সম্পন্ন বৈজয়ন্তী মালা স্বরূপ হইয়া অধিক সুশোভিত হইল। অনন্তর অর্জ্জুন ক্ষুণ্ণমনা হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, হে অনঘ! আমি তোমার অশ্ব সংযমন করিব মাত্র, যুদ্ধ করিব না[১৯-২২]। যদি আমি ব্যসনী কিম্বা অস্ত্র নিবারণে অশক্ত হইতাম, তাহা হইলে বরং তোমার এ কর্ম্ম করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি থাকিতে তোমার এ কর্ম্ম করা উচিত হয় নাই[২৩]। আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ

করিলে সুর, অসুর ও মর্ত্ত্য লোক সহিত জগৎ জয় করিতে পারি, ইহা ত তোমার বিদিত আছে[২৪]?

অনন্তর বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই অর্থ-যুক্ত বাক্য কহিলেন, হে বিশুদ্ধ-চিত্ত পার্থ! তুমি এক গুহ্য পুরাবৃত্ত আমার নিকট শ্রবণ কর[২৫]। আমার সনাতন মূর্ত্তি চতুষ্টয় আছে; আমি এই জগতে লোক-ত্রাণার্থ উদ্যত হইয়া আত্মাকে বিভাগ করিয়া ঐ চারি মূর্ত্তিতে লোকের হিতসাধন করিয়া থাকি[২৬]। আমার এক মূর্ত্তি ভূলোকে স্থিত হইয়া তপশ্চর্য্যা করে; (অর্থাৎ একামূর্ত্তির্বদরিকা শ্রমে নারায়ণ রূপা, দ্বিতীয়া মূর্ত্তি পরমাত্মরূপা, তৃতীয়া মূর্ত্তি ক্ষেত্রজ্ঞ রূপা, চতুর্থী মূর্ত্তি জল শায়িনী,) দ্বিতীয় মূর্ত্তি জগতের সৎ ও অসৎ কর্ম্ম দর্শন করে[২৭]; তৃতীয় মূর্ত্তি মানুষ লোক আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করে; চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র বর্ষ কাল নিদ্রিত ও শয়ান থাকে[২৮]। যখন আমার চতুর্থ মূর্ত্তি সহস্র বর্ষ পরে উত্থান করে, তখন সেই মূর্ত্তি বরযোগ্য মানবদিগকে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিয়া থাকে[২৯]। একদা পৃথিবী সেই কাল উপস্থিত বিদিত হইয়া আমার নিকট তাঁহার পুত্র নরকাসুরের নিমিত্ত যে বর যাচ্ঞা করেন, তাহা শ্রবণ কর[৩০]। পৃথিবী কহিলেন, "আমার পুত্র বৈষ্ণবাস্ত্র-সম্পন্ন হউক, তৎপ্রযুক্ত তাহাকে দেবাসুরগণ যেন বধ করিতে না পারে, আপনি আমাকে এই বর দান করুন[৩১]।" আমি পৃথিবীর এই রূপ প্রার্থিত বর শ্রবণ করিয়া তৎকালে পৃথিবীর পুত্রকে অমোঘ পরম বৈষ্ণব অস্ত্র প্রদান করিলাম এবং বলিলাম, হে পৃথ্বি! এই বৈষ্ণবাস্ত্র তোমার পুত্রের রক্ষণার্থ দিলাম, ইহা অমোঘ হউক; তোমার পুত্রকে কেহ বধ করিতে পারিবেক না[৩২.৩৩]। তোমার পুত্র এই অস্ত্রে অভিরক্ষিত হইয়া সর্ব্বদা শত্রুবল পীড়ন করিবেক ও সর্ব্বলোকে দুরাধর্ষ হইবেক[৩৪]। মনস্বিনী পৃথ্বী দেবী তাহাই হউক বলিয়া কৃতকার্য্যা হইয়া গমন করিলেন।

তাঁহার পুত্র সেই নরকাসুরও সেই অস্ত্র প্রভাবে দুরাধর্ষ ও শত্রুতাপন হইয়া উঠিল[৩৫]। হে মান্যবর! সেই আমার অস্ত্র সেই নরকাসুরের নিকট হইতে এক্ষণে ভগদত্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি লোকেও কেহ ইহার অবধ্য নহে[৩৬]; এই হেতু তোমার রক্ষা নিমিত্ত আমি এই অস্ত্র অন্যথা পরিবর্ত্তিত করিলাম। হে পার্থ! এক্ষণে এই পর্ব্বতেশ্বর বৈষ্ণবাস্ত্র-বিহীন হইয়াছে; অতএব আমি যেমন পূর্ব্বে লোক হিতার্থ নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলাম, সেই রূপ সুরদ্বেষ্টা বৈরী দুর্দ্ধর্ষ মহাসুর এই ভগদত্তকে তুমি বিনষ্ট কর[৩৭-৩৮]।

মহাবীর ধনঞ্জয় মহাত্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহসা ভগদত্তের উপর নিশিত শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[৩৯]। অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন অসম্ভ্রান্তচিত্তে ভগদত্তের নাগরাজের কুম্ভ দ্বয়ের অভ্যন্তরে এক নারাচ প্রহার করিলেন[৪০]। যেমন পন্নগ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, এবং যেমন বজ্র পর্ব্বত ভেদ করে, সেই রূপ সেই অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত বাণ সেই নাগের কুম্ভমধ্যে সহিত প্রবেশ করিল[৪১]। তখন ভগদত্ত সেই হস্তীকে বারংবার উত্তেজনা করিলেও, যেমন স্বামী দরিদ্র হইলে তাহার ভার্য্যা তাহার কথা গ্রাহ্য করে না, সেই রূপ সেই হস্তী ভগদত্তের অভিপ্রেত কার্য্য আর কবিল না[৪২]। কিঞ্চিৎকাল মধ্যেই করিবরস্তব্ধ গাত্র ও দন্ত দ্বারা অবনি গত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিল[৪৩]। অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! মহাবল সম্পন্ন মহাবীর সুদুর্জ্জয় এই রাজা ভগদত্ত এরূপ বৃদ্ধতম হইয়াছেন, যে, জরাদ্বারা ইহাঁর কেশ কলাপ শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছে; সর্ব্বদা নেত্র মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লোচন উন্মীলন নিমিত্ত ভ্রূযুগল কর দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করত ললাট বেষ্টন পূর্ব্বক

পট্টবস্ত্র বন্ধন করিয়া রণ স্থলে বিপক্ষ পক্ষ দিগকে জয় করিয়া থাকেন, অতএব এক্ষণে ঐ ললাট বেষ্টন পট্ট বস্ত্র ছেদন করিয়া এই রাজাকে বিনাশ কর[৪৪.৪৫]। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শর দ্বারা সেই পট্ট বস্ত্র ছিন্ন করিবা মাত্র প্রতাপান্বিত ভগদত্ত বদ্ধ নেত্র হইয়া সমুদায় জগৎ তমোময় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎ পরেই অর্জ্জুন আনতপর্ব্ব অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাজা ভগদত্তের হৃদয় নির্ভেদ করিলেন। রাজা ভগদত্ত কিরীটীর বাণে ভিন্ন-হৃদয় ও গতাসু হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। যেমন মৃণাল তাড়ন দ্বারা পদ্ম হইতে পত্র পরিভ্রষ্ট হয়, সেই রূপ তাঁহার মস্তক হইতে শ্রেষ্ঠ উষ্ণীষ পরিভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইল[৪৬.৪৯]। যেমন সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতাগ্র হইতে পতিত হয়, সেই রূপ হেম-মাল্য-বিভূষিত রাজা ভগদত্ত সুবর্ণ ভূষণ শোভিত গিরি-সন্নিভ হস্তী হইতে পতিত হইলেন[৫০]। যেমন বলবান্ বায়ু বৃক্ষগণকে ভগ্ন করে, সেই রূপ ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় যুদ্ধে ইন্দ্র-সখা ইন্দ্র-বিক্রম নরপতি ভগদত্তকে সংহার করিয়া আপনকার জয়াকাঙ্ক্ষী অন্যান্য সৈনিক নরগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন[৫১]।

ভগদত্ত বধে ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর পার্থ ইন্দ্রের নিত্যপ্রিয় এবং সখা অপরিমিত বল সম্পন্ন প্রাগ্‌জ্যোতিষকে বিনাশ করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন[১]। অনন্তর গান্ধাররাজের শত্রুবিমর্দ্দন বৃষক ও অচল নামে দুই পুত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[২]। তাঁহারা দুই জনে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের অগ্র পশ্চাৎ অবস্থান করিয়া ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক মহাবেগ নিশিত শর দ্বারা তাঁহাকে সাতিশয় পীড়ন করিতে

লাগিলেন[৩]। অর্জ্জুন নিশিত শর দ্বারা সুবল-পুত্র বৃষকের অশ্ব, ধনুক, সারথি, ছত্র, ধ্বজ ও রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন[৪], এবং নানাবিধ আয়ুধ দ্বারা সুবল-নন্দন বৃষক প্রভৃতি গান্ধারগণকে পুনঃ-পুনঃ ব্যাকুল করিতে লাগিলেন[৫]। অনন্তর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ সমূহ দ্বারা উদ্যতায়ুধ পঞ্চ শত গান্ধার বীরকে যম লোকে প্রেরণ করিলেন[৬]। অনন্তর মহাভুজ বৃষক হতাশ্ব রথ হইতে শীঘ্র অবতরণ করিয়া ভ্রাতার রথে আরোহণ এবং অন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন[৭]। তখন এক-রথারূঢ় বৃষক ও অচল দুই ভ্রাতা শর বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুন-কে পুনঃপুন বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৮]। যেমন বৃত্র ও বলাসুর উভয়ে ইন্দ্রকে প্রহার করিয়াছিল, সেই রূপ আপনার শ্যালক ক্ষত্রিয় মহাত্মা দুই ভ্রাতা বৃষক ও অচল মুহুর্মুহু অর্জ্জুনকে সাতিশয় প্রহার করিতে লাগিলেন[৯]। যেমন গ্রীষ্ম কালীন মাস দ্বয় তীক্ষ্ণ কিরণ দ্বারা লোককে কষ্ট প্রদান করে, সেই রূপ সেই দুই গান্ধার বীর আহত না হইয়া অর্জ্জুনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন[১০]। হে রাজন্! অর্জ্জুন এক বাণে সেই রথস্থ সংশ্লিষ্টাঙ্গ নরব্যাঘ্র বৃষক ও অচলকে বিনাশ করিলেন[১১]। সেই এক লক্ষণ সমন্বিত সিংহ-সঙ্কাশ লোহিত লোচন মহাভুজ বীর সহোদর দ্বয় গতাসু হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন[১২]। তাঁহাদিগের বন্ধুজন-প্রিয় দেহ দ্বয় দশ দিকে পবিত্র যশ বিস্তার করিয়া ভূমি গত হইয়া অবস্থিত হইল[১৩]।

হে নরনাথ! আপনার পুত্রগণ সমরে অপলায়ী মাতুল দ্বয়কে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন[১৪]। অনন্তর শত মায়াবিদ্যা-বিশারদ শকুনি ভ্রাতৃ দ্বয়কে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে সংমোহিত করিয়া মায়া সৃষ্টি করিলেন[১৫]। ঐ মায়া-প্রভাবে শত শত লগুড়, অয়োগুড়, প্রস্তর, শতঘ্নী, শক্তি, গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শূল, মুদ্গার, পট্টিশ[১৬], কম্পন, ঋষ্টি, নখর, মুষল,

পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নালীক, বৎসদন্ত, অস্থিসন্ধি[১৭], চক্র, বিশিখ, প্রাস ও অন্যান্য বিবিধ আয়ুধ দিক্ বিদিক্ হইতে অর্জ্জুনের উপর পতিত হইতে লাগিল[১৮]। এবং খর, উষ্ট্র, মহিষ, ব্যাঘ্র, সিংহ, সৃমর, চিত্রক, ঋক্ষ, শালাবৃক, গৃধ্র কপি, সরীসৃপ[১৯], বিবিধ পক্ষী ও বিবিধ রাক্ষস ক্ষুধিত ও সংক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল[২০]। অনন্তর দিব্যাস্ত্র-বিশারদ শূর কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় শর-জাল বর্ষণ করত তাহাদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন[২১]। সেই মায়ানির্ম্মিত জন্তু সকল শূর অর্জ্জুনের প্রবল দৃঢ় শরে সমাহত হইয়া মহাশব্দ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল[২২]। অনন্তর অর্জ্জুনের রথে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল, এবং সেই অন্ধকার মধ্য হইতে পরুষ বাক্য সকল নির্গত হইয়া অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল[২৩]। অর্জ্জুন সেই মহাযুদ্ধে মহা-জ্যোতি অস্ত্র দ্বারা সর্ব্ব প্রাণি-ভয়ঙ্কর সেই ঘোর অন্ধকার বিনাশ করিলেন[২৪]। অন্ধকার বিনষ্ট হইলে ভয়ানক জল বর্ষণ আবির্ভূত হইল। অনন্তর অর্জ্জুন জল বিনাশার্থ আদিত্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত জলরাশি শুষ্ক হইয়া গেল। শকুনি এই রূপে বহু প্রকার মায়া সৃষ্টি করিলেন, যখন যে মায়া করিলেন, অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে অস্ত্রবলে তাহা বিনাশ করিলেন। এই রূপে মায়া সকল হত হইলে অর্জ্জুন-শরাহত শকুনি সামান্য মানবের ন্যায় ভীত হইয়া বেগগামী অশ্ব-যানে পলায়ন করিলেন।

অনন্তর অস্ত্রবিদ্ অর্জ্জুন অরিবর্গকে আপন ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শনার্থ শর সমূহ দ্বারা কৌরব সেনার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেমন গঙ্গা পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া দ্বিধা বিভিন্ন হয়েন, সেই রূপ আপনার সৈন্য পার্থ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দ্বিধা বিভিন্ন হইল। হে রাজন্! কিরীটীর শরে পীড্যমান হইয়া কোন কোন বীর দ্রোণের এবং কোন কোন বীর আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আশ্রয় লইলেন।

অনন্তর সৈন্যগণ ধূলি-সমাচ্ছন্ন হওয়াতে অর্জ্জুন আর দৃষ্টিগোচর হইলেন না[২৮-৩১]; কেবল দক্ষিণ দিক্ হইতে গাণ্ডীবের নির্ঘোষ শ্রুত হইতে লাগিল। গাণ্ডীব নির্ঘোষ শঙ্খ, দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্য শব্দকে অতিক্রম করিয়া গগণ-স্পর্শী হইল। অনন্তর পুনরায় দক্ষিণ দিকে অর্জ্জুনের সহিত চিত্রযোধী যোধগণের সংগ্রাম হইতে লাগিল; আমি তখন দ্রোণের অনুবর্ত্তী হইলাম। হে ভারত! যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ ইতস্ততঃ শত্রু সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। হে ভারত! যেমন যথা কালে প্রবল বায়ু আকাশস্থ মেঘগণকে বিধ্বস্ত করে, সেই রূপ অর্জ্জুন আপনার সেনাগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন[৩২-৩৫]। সেই ধাবমান ইন্দ্র-বিক্রম মহাধনুর্দ্ধর উগ্র নরব্যাঘ্র অর্জ্জুনকে কেহই নিবারণ করিতে পারিল না[৩৬]। আপনার সেনাগণ পার্থশরে হন্যমান ও ব্যথিত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিবার সময় স্ব বর্গীয় বহু বিধ লোককে বিধ্বংসন করিতে লাগিল[৩৭]। অর্জ্জুন বিমুক্ত কঙ্কপত্র বিভূষিত তনুচ্ছেদী শর সকল শলভের ন্যায় দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া পড়িতে লাগিল[৩৮]। হে মান্যাগ্রগণ্য! সেই বাণ সকল তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শতাঙ্গ ও পদাতিবর্গকে ভেদ করিয়া পন্নগগণের বল্মীক প্রবেশের ন্যায় ভূ গর্ত্তে প্রবেশ করিতে লাগিল[৩৯]। অর্জ্জুন কুঞ্জর, অশ্ব ও পদাতিগণের প্রতি দ্বিতীয় শর নিক্ষেপ করেন নাই, তাহারা প্রত্যেকে এক এক শরাঘাতেই রুগ্ন ও গতাসু হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল[৪০]। তৎ কালে রণস্থল নিপাতিত শর-বিদ্ধ ও নিহত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্ব সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র রূপ হইয়া উঠিল। কুক্কুর শৃগাল ও কাক সকল মাংসাদি ভক্ষণ লালসায় নিনাদ করিতে লাগিল[৪১]। পার্থের শরে পীড়িত হইয়া পিতা পুত্রকে, সুহৃদ্‌কে এবং পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করিল; স্বয়ং স্বয়ং আত্ম-রক্ষণে ব্য-

গ্রচিত্ত হইল; স্ব স্ব বাহনকেও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল[৪১]।

শকুনি পলায়নে ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যখন ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক সেই সকল সৈন্য ভগ্ন এবং তোমরা দ্রুত পদ সঞ্চারে প্রস্থান করিতে লাগিলে, তখন তোমাদিগের মন কি প্রকার হইল[১]? ছিন্ন ভিন্ন ও স্থান লাভের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল সৈন্যগণকে একত্র করা নিতান্ত দুষ্কর; তাহাই বা কিরূপে সম্পাদিত হইল? তুমি আমার সমক্ষে এই সমস্ত কীর্ত্তন কর[২]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে প্রজানাথ! তৎ কালে আপনার পুত্রের প্রিয়াভিলাষী বীরগণ লোক মধ্যে যশোরক্ষা নিমিত্ত দ্রোণের সাহায্যার্থ তাঁহার নিকট গমন করিলেন[৩]। বিপক্ষের অস্ত্র সমুদায় সমুদ্যত ও যুধিষ্ঠির সসৈন্যে পরাক্রম সহকারে বেগে দ্রোণের প্রতি আপতিত হইলে, সেই ভয়ানক সমরে তাঁহারা নির্ভয়ের ন্যায় সাধু সম্মত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৪]; তাঁহারা অপরিমিত বল সম্পন্ন মহাবীর ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে আপতিত হইলেন[৫]। নিষ্ঠুর পাঞ্চাল গণ, দ্রোণকে নিহত কর দ্রোণকে নিহত কর বলিয়া স্ব পক্ষ যোধগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এবং আপনার পুত্রেরা, যেন দ্রোণকে নিহত করিতে না পারে, যেন দ্রোণকে নিহত করিতে না পারে, এই বলিয়া সমস্ত কুরু সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন[৬]। পাণ্ডব পক্ষের পণ দ্রোণের বধ, কুরু পক্ষের পণ দ্রোণের রক্ষা, এই রূপে দ্রোণকে পণ রাখিয়া উভয় পক্ষের যেন দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল[৭]। দ্রোণ পাঞ্চালগণের যে যে রথিদিগকে

প্রমথিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সেই রথিদিগের প্রতি সাহায্যার্থ প্রবৃত্ত হয়েন[৮]। এই রূপ পরস্পর যোধগণের স্ব স্ব ভাগের প্রতিযোদ্ধার বিপর্য্যয় সংঘটিত ও ভয়ঙ্কর সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত হইলে, বীরগণ ভৈরবরব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল[৯]। সেই যুদ্ধে পাণ্ডবগণ শত্রুগণ হইতে কোন ক্রমে বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহারাই আপনাদিগের বনবাসাদি ক্লেশ সমূহ স্মরণ করিয়া আমাদিগের সেনাগণকে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন[১০]। মহাসত্ত্ব লজ্জাবান্ পাণ্ডবগণ অমর্ষ-বশম্বদ ও প্রাণ-নিস্পৃহ হইয়া সেই মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রোণকে হনন করিতে লাগিলেন[১১]। সেই অমিততেজা পাণ্ডবগণ প্রাণ পণ করিয়া তুমুল যুদ্ধ-রূপ দ্যূতক্রীড়া করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের অস্ত্রপাত যেন লৌহ ও শিলাপাত হইতে লাগিল[১২]। হে মহারাজ! বৃদ্ধগণ কখন তথাবিধ সংগ্রাম পূর্ব্বে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন, এমত তাঁহাদিগের স্মরণ হয় না[১৩]। সেই বীর বিমর্দ্দন সময়ে প্রত্যাবৃত্ত মহৎ সৈন্য সমূহের ভারে পৃথিবী পীড়িতা হইয়া যেন প্রকম্পিতা হইতে লাগিল[১৪]। ইতস্তত ঘূর্ণায়মান কৌরব সেনাগণের অতি ভীষণ কলরব নভোমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল[১৫]। অনন্তর রণচারী দ্রোণাচার্য্য নিশিত শর সমূহে সহস্র সহস্র পাণ্ডব সেনা আক্রমণ-পূর্ব্বক প্রভগ্ন করিতে লাগিলেন[১৬]। সৈন্যগণ অদ্ভুতকর্ম্মা দ্রোণ কর্ত্তৃক প্রমথ্যমান হইতে থাকিলে, সেনাপতি পাঞ্চাল্য স্বয়ং সমুদ্যত হইয়া দ্রোণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১৭]। তৎকালে দ্রোণ ও পাঞ্চাল্যের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। আমার বোধ হয়, সেই যুদ্ধের উপমা নাই[১৮]।

অনন্তর যেমন অনল তৃণরাশি দহন করে, সেই রূপ শরস্ফুলিঙ্গ ও ধনুঃশিখা-সম্পন্ন অনল-তুল্য নীল রাজা কৌরব সেনাগণকে দগ্ধ

করিতে লাগিলেন[১৯]। প্রতাপবান্ বক্তৃপ্রধান অশ্বত্থামা নীলকে সৈন্য দহন করিতে দর্শন করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন[২০], হে নীল! তোমার শর-শিখায় বহু যোধগণকে দগ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? তুমি একমাত্র আমার সহিত যুদ্ধ কর, আমাকেই ক্রোধ-পূর্ব্বক সত্বর প্রহার কর[২১]। তখন নীল সায়ক সমূহ দ্বারা পদ্ম সমূহ প্রভ পদ্মলোচন প্রফুল্ল-কমলানন অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[২২]। অশ্বত্থামা তাঁহার বাণে সহসা অতি বিদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ তিন ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন[২৩]। নীল, শ্রেষ্ঠ খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অশ্বত্থামার মস্তক ছেদন করিতে মানস করিলেন[২৪]। পরন্তু অশ্বত্থামা হাসিতে হাসিতে এক ভল্ল দ্বারা উদ্যত খড়্গধারী নীলের দেহ হইতে কুণ্ডলালঙ্কৃত সুনাসা-শোভিত মস্তক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন[২৫]। পূর্ণচন্দ্র-নিভানন পদ্মপত্র-লোচন দীর্ঘকায় নীল-পদ্ম সম-কান্তি-সম্পন্ন নীল নিহত হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন[২৬]। উজ্জ্বল তেজা নীল আচার্য্য-পুত্র কর্তৃক নিহত হইলে পাণ্ডবী সেনা সাতিশয় আকুল ও ব্যথিত হইল[২৭]। হে মান্যাগ্রগণ্য! তৎ কালে পাণ্ডবদিগের সমস্ত মহারথ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন এক্ষণে দক্ষিণ দিকে অবশিষ্ট সংশপ্তক ও নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন তিনি কি প্রকারে আসিয়া আমাদিগকে এই শত্রুহস্ত হইতে ত্রাণ করিবেন[২৮-২৯]।

নীল বধে একত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, বৃকোদর শত্রু-কর্তৃক সৈন্য ধ্বংস সহিতে না পারিয়া বাহ্লীককে ষষ্টি ও কর্ণকে দশ শরে প্রহার করিলেন[১]। দ্রোণ

ভীমের প্রাণ সংহারের আশয়ে তীক্ষ্ণ-ধার অজিহ্মগ বাণে সমস্ত মর্ম্ম স্থানে আঘাত করিলেন[২], এবং উপর্য্যুপরি শরাঘাতের অভিলাষে তৎ পরেই ষড়্‌বিংশতি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং কর্ণ দ্বাদশ, রাজা দুর্য্যোধন ছয় ও অশ্বত্থামা সপ্ত শরে তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিলেন। মহাবল ভীমসেনও তাঁহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৩-৪]। তিনি দ্রোণকে পঞ্চাশৎ, কর্ণকে দশ, দুর্য্যোধনকে দ্বাদশ ও অশ্বত্থামাকে অষ্ট বাণে প্রতি বিদ্ধ করিয়া তুমুল নিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সেই তুমুল রণ স্থলে ভীমসেন মৃত্যুকে সামান্য বোধ করিয়া প্রাণনিস্পৃহ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভীমকে রক্ষা কর বলিয়া আত্মীয় যোধগণকে আদেশ করিলেন। অমিততেজা যুযুধান প্রভৃতি ও মাদ্রী-তনয় দ্বয় ভীমসেনের নিকট গমন করিলেন। সেই সকল ভীম প্রভৃতি মহাবীর্য্য পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথগণ সুসংরব্ধ ও সমবেত হইয়া মহাধনুর্দ্ধরগণের রক্ষিত দ্রোণ সৈন্য ভেদ করিতে সমাগত হইলেন[৫-৯]। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ অব্যগ্রচিত্তে সেই সকল মহারথদিগকে প্রতিগ্রহণ করিলেন। আপনার পক্ষ যোধগণও অন্তঃকরণ হইতে মৃত্যু ভয় বহিষ্কৃত করিয়া সেই সকল পাণ্ডব পক্ষীয় অতি বলশালী সমরযোধি মহারথ বীরদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন; তখন সাদীগণ সাদীগণের প্রতি ও রথীগণ রথিগণের প্রতি প্রহার করিতে লাগিলেন[১০-১১]। সেই যুদ্ধে শক্তি, অসি ও পরশু অস্ত্রের অতি সম্পাত হইতে লাগিল। প্রকৃষ্ট রূপে পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক অসিযুদ্ধ হইতে লাগিল[১২]। কুঞ্জরদিগের পরস্পর সম্পাতে মহাদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। কেহ কুঞ্জর হইতে, কেহ বা অশ্ব হইতে লম্বমান মস্তকে পতিত হইতে লাগিল[১৩]। কোন কোন রথী বাণ-নির্ভিন্ন হইয়া রথ হইতে পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন

মনুষ্য বর্ম্মশূন্য হইয়া পতিত হইলে কোন হস্তী তাহার বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া মস্তক চূর্ণ করিল। কোন কোন হস্তী অপর নিপাতিত হস্তিগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিল, এবং দন্ত দ্বারা অবনি গত হইয়া বহু রথিদিগকে ভেদ করিতে লাগিল। নরগণের অন্ত্র সকল কোন কোন হস্তীর দন্তে সংলগ্ন হওয়াতে তাহারা তৎ সমেত হইয়া শত শত মনুষ্যকে মর্দ্দন করত সমরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী কৃষ্ণ-লৌহ-নির্ম্মিত বর্ম্মধারী পতিত নর, অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণকে স্থূল নল বনের ন্যায় পোথিত করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ লজ্জান্বিত হইয়াই যেন কাল বশত সুদুঃখ-জনক গৃধ্র পক্ষাস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। এরূপ নির্ম্মর্য্যাদ সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল যে, রথারোহণে সম্মুখস্থ হইয়া মোহ বশত পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে বধ করিতে লাগিল। কোন রথের অক্ষ ভগ্ন এবং কোন রথের ধ্বজ ও ছত্র ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইল[১৩-২০]। কোন কোন অশ্ব ছিন্ন যুগকাষ্ঠের অর্দ্ধ খণ্ড গ্রহণ করিয়াই ধাবমান হইল। কাহার অসি দণ্ড মণ্ডিত বাহু ও কাহার সকুণ্ডল মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত হইল[২১]। কোন এক মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গ ক্ষিতিতলে রথ নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিল। হস্তী রথি-কর্ত্তৃক নারাচে সমাহত এবং অশ্ব গজ কর্ত্তৃক আরোহীর সহিত নিহত হইয়া ভূতলসাৎ হইতে লাগিল। সেই সুদারুণ মহৎ উন্মত্ত বৎ সংগ্রামে হা তাত! হা পুত্র! হা সখে! তুমি কোথায় রহিয়াছ, ঐ স্থানে অবস্থান কর, কোথায় ধাবমান হইতেছে? প্রহার কর, আহরণ কর, ইহাকে বধ কর, এই রূপ উচ্চারিত বিবিধ বাক্য সকল হাস্য, চিৎকার ও গর্জ্জিত শব্দের সহিত শ্রুত হইতে লাগিল। নর, অশ্ব ও গজের শোণিত ধারায় রণস্থলের উত্থিত ধূলি উপশমিত হইল এবং ভীরু জনের চিত্ত ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। রথারোহী বীর রথচক্র দ্বারা বিপক্ষ রথি বী-

রের রথ চক্র প্রাপ্ত হইয়া অস্ত্র নিক্ষেপের পথ ও কালের অবকাশা ভাবে গদা দ্বারা মস্তক চূর্ণ করিতে লাগিল। সেই নিরাশ্রয় সমরে আশ্রয় লাভার্থী শূরগণের পরস্পর কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক মুষ্টি, নখ ও দন্ত দ্বারা দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। কাহারও খড়্গ সহিত, কাহারও শরাসন সহিত, কাহারও বাণের সহিত এবং কাহারও অঙ্কুশ সহিত উদ্যত বাহু ছিন্ন হইতে লাগিল। কেহ কাহার প্রতি আক্রোশ করিতে লাগিল, কেহ বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, কেহ বা কাহাকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিল। কেহ কেহ শব্দ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, কেহ কেহ শব্দ শ্রবণ করিয়া ত্রস্ত হইল, এবং কেহ কেহ শাণিত শরে আত্ম পক্ষের, কেহ কেহ বা পর পক্ষের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। গিরিশৃঙ্গনিভ কোন কোন মাতঙ্গ নারাচাস্ত্রে নিহত ও পতিত হইয়া বর্ষা কালীন নদীতটের ন্যায় নিপতিত হইল। পর্ব্বতোপম কোন কোন মদস্রাবী হস্তী পদ দ্বারা অশ্ব ও সারথি সহিত রথীকে নিপীড়িত করিয়া ভূতলে অবস্থান করিল। কৃতাস্ত্র রুধিরসিক্ত শূরগণকে প্রহার করিতে অবলোকন করিয়া দুর্ব্বল-চিত্ত ভীরু ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে মোহ জন্মিতে লাগিল। সমস্ত সৈন্য আবেগান্বিত হইল, তাহাদিগের দ্বারা সমুত্থিত ধূলিতে দর্শন পথ বিনষ্ট হইয়া গেল, কিছুই আর লক্ষ্য হইল না, সুতরাং উন্মত্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই দ্রোণ বধের সময় বলিয়া ত্বরিত পাণ্ডবগণকে পুনর্ব্বার ত্বরান্বিত করিলেন। যেমন হংসগণ সরোবরে আপতিত হয়, সেই রূপ বাহুবলশালী পাণ্ডবগণ সেনাপতির শাসনানুসারে দ্রোণ রথের প্রতি হনন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণের রথ নিকটে গ্রহণ কর, আক্রমণ কর, নির্ভয়ে ছেদন কর এই রূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ,

অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং শল্য তাঁহাদিগকে শর নিক্ষেপ দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। আর্য্যধর্ম্মানুবর্ত্তী সংরব্ধ দুর্নিবার্য্য দুরাধর্ষ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ শরার্ত্ত হইয়াও দ্রোণকে পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর দ্রোণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত বাণ বর্ষণ করত চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব পক্ষদিগের নিধন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তাঁহার বজ্রধ্বনি সদৃশ জ্যা ও তল নির্ঘোষ বহু মানবদিগকে ত্রাসিত করত দিক্ বিদিক্ শ্রুত হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে জিষ্ণু বহু সংশপ্তক পরাজয় করিয়া যে স্থানে দ্রোণ পাণ্ডবগণকে মর্দ্দিত করিতেছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। অর্জ্জুন বহুল সংশপ্তক যোধগণকে নিহত করিয়া শর সমূহ রূপ মহাবর্ত্তশালী শোণিত জলময় মহাহ্রদ উত্তীর্ণ হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন। আমরা সেই সূর্য্য-তুল্যতেজা কীর্ত্তিমান্ অর্জ্জুনের চিহ্ন তেজঃ প্রদীপ্ত বানর ধ্বজ দর্শন করিলাম। সেই অর্জ্জুন যুগান্ত কালীন সূর্য্য-সদৃশ হইয়া শর নিকর রূপ করজাল দ্বারা সংশপ্তক সমুদ্র শোষণ করিয়া কুরুগণকে অতি তাপিত করিতে লাগিলেন। যেমন যুগান্তে উত্থিত ধূমকেতু সর্ব্ব প্রাণীকে দগ্ধ করে, সেই রূপ অর্জ্জুন শস্ত্র তেজোদ্বারা সমস্ত কুরুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথী যোধগণ তাঁহার শর সমুহে আহত হইয়া মুক্তকেশে ক্ষিতিতলে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ আর্ত্তস্বরে রোদন, কেহ কেহ বা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল[২২-৪৮]। কতক গুলিলোক পার্থবাণে হত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। যাহারা দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং যাহারা পতিত বা পরাঙ্মুখ হইল, তাহাদিগকে তিনি যোদ্ধাদিগের নিয়ম স্মরণ করিয়া আঘাত করিলেন না। অনেকের রথ, অশ্ব ও হস্তী ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া গেল,

তাহারা প্রায়শ পরাঙ্মুখ হইয়া হাহাকার রব ও কর্ণ কর্ণ বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

কর্ণ শরণার্থী কুরুগণের সেই আক্রন্দন শ্রবণ করিয়া ভয় নাই, ভয় নাই, বলিয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। কৌরবগণের মধ্যে রথি শ্রেষ্ঠ অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর কর্ণ তাহাদিগের হর্ষ বর্দ্ধন হইয়া আগ্নেয় অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। ধনঞ্জয় শরজাল দ্বারা দীপ্ত শরাসন শরধারী কর্ণের শর সমূহ নিবারণ করিলেন। কর্ণও অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের জ্বলিত তেজঃসম্পন্ন বাণ সকল নিবারণ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার শর সমূহ বিসর্জ্জন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম ও সাত্যকি কর্ণের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। রাধানন্দন শর বৃষ্টি দ্বারা অর্জ্জুনের অস্ত্র নিবারিত করিয়া তিন শরে তাঁহাদিগের তিন জনেরই শরাসন ছেদন করিলেন। সেই তিন বীর ছিন্নায়ুধ হইয়া বিষহীন ভুজগ বৎ হইলেন; তখন রথ হইতে শক্তি সমুৎক্ষেপ করিয়া সিংহের ন্যায় সাতিশয় নিনাদ করিতে লাগিলেন। তেজঃ প্রদীপ্ত ভুজগ সদৃশ সেই মহা শক্তি তাঁহাদিগের ভুজাগ্র হইতে মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিতে লাগিল। বলবান্ কর্ণ তিন তিন অজিহ্মগ ভল্ল দ্বারা সেই সকল শক্তি ছেদন করিয়া পার্থের প্রতি বাণ বর্ষণ করত নিনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সপ্ত বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত তিন শরে কর্ণের কনিষ্ঠকে নিহত করিলেন। অনন্তর তৎক্ষণাৎ ছয় অজিহ্মগ বাণে শত্রুঞ্জয়কে নিহত করিয়া ভল্ল দ্বারা বিপাঠের মস্তক রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। এই রূপে একাকী কিরীটী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের ও কর্ণের সমক্ষে কর্ণের তিন ভ্রাতাকে সংহার করিলেন।

অনন্তর ভীম স্বরথ হইতে গরুড়ের ন্যায় উৎপতিত হইয়া তীক্ষ্ণ

অসি দ্বারা কর্ণ-পক্ষীয় পঞ্চ দশ যোদ্ধা নিহত করিলেন ; এবং পুনরায় স্ব রথে আরোহণ করিয়া অপর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক দশ বাণে কর্ণ ও পঞ্চ বাণে তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ভাস্বর অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিষধরাজ বৃহৎক্ষত্র ও চন্দ্রবর্ম্মাকে বধ করিলেন ; অনন্তর স্ব রথে আগমন করিয়া অন্য ধনুক ধারণ-পূর্ব্বক সিংহনাদ করত ত্রিসপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। চন্দ্র সম প্রভা সম্পন্ন সাত্যকিও অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক চতুঃষষ্টি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, এবং সুনিক্ষিপ্ত দুই ভল্লে কর্ণের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন[৪৭-৬৮] এবং পুনরায় তিন বাণে কর্ণের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও জয়দ্রথ সাত্যকি-স্বরূপ সাগর নিমগ্ন কর্ণকে উদ্ধার করিলেন। আপনার শত শত অন্যান্য প্রহারক্ষম পত্তি, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ বিপক্ষদিগের ত্রাসোৎপাদন করত কর্ণ-সমীপে ধাবমান হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, অভিমন্যু, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে প্রাণ পণে আপনার ও পাণ্ডব পক্ষ ধনুর্ধারী বীর গণের বিনাশার্থ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পদাতি, রথী, গজারোহী ও সাদী গজারোহী, সাদী, রথী ও পদাতির সহিত, রথী গজারোহী, পদাতি ও সাদীর সহিত এবং রথী ও পদাতি রথী ও গজারোহীর সহিত এবং সাদীতে সাদীতে, গজারোহীতে গজারোহীতে, রথিতে রথিতে ও পদাতিতে পদাতিতে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই রূপে সেই সকল ভয়-রহিত মহা যোদ্ধাদিগের মাংসাশি প্রাণি হর্ষকর যমরাষ্ট্র-বর্দ্ধন মহাসঙ্কুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনন্তর নর, রথ, গজ ও অশ্বগণ কর্ত্তৃক অনেকানেক গজ, রথ, পদাতি ও অশ্ব নিহত হইল; গজ দ্বারা গজ, অশ্ব দ্বারা অশ্ব, রথ দ্বারা রথ ও পদাতি দ্বারা পদা-

তিগণ উদ্যতাস্ত্র হইয়াই নিহত হইতে লাগিল[৬৯-৭৬]। রথ দ্বারা গজ, বড় বড় গজ দ্বারা বড় বড় অশ্ব, অশ্ব দ্বারা নর ও প্রবল রথি দ্বারা অশ্ব প্রমথিত হইয়া ক্ষিতিতলে নিষণ্ণ হইতে লাগিল; কাহারো জিহ্বা, কাহারো দশন, কাহারো চক্ষু নিঃসৃত হইয়া গেল এবং কাহারো বর্ম্ম ও কাহারো ভূষণ প্রমথিত হইয়া পড়িল[৭৭]। অনেকে বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে নিহত হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে ক্ষিতিগত হইল। কেহ কেহ অশ্ব ও গজের পদাঘাতে তাড়িত হইয়া পোথিত, এবং কেহ কেহ বা রথচক্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইল[৭৮]। সেই সুদারুণ জন-ক্ষয়কর ও শ্বাপদ, পক্ষী এবং রাক্ষসগণের প্রমোদকর সংগ্রামে মহাবল যোধগণ কুপিত হইয়া পরস্পর সংহার করত বেগে বিচরণ করিতে লাগিল[৭৯]। হে ভারত! অনন্তর দিবাকর অস্তাচল অবলম্বিত হইলে উভয় পক্ষীয় সেনা সাতিশয় ছিন্ন ভিন্ন ও রুধিরোক্ষিত হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে শনৈঃ-শনৈ গমন করিতে লাগিল[৮০]।

সঙ্কুল যুদ্ধে দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায় ও সংশপ্তক বধ প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

অভিমন্যু বধ প্রকরণ।
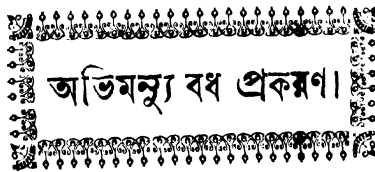
ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপাল! অমিততেজা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পূর্ব্বে আমরা রণ হইতে ভগ্ন ও রাজা যুধিষ্ঠির রক্ষিত হইলে দ্রোণাচার্য্যের

সংকল্প বিফল হইল[১]। আপনার পক্ষ সকলেই লব্ধ লক্ষ বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত, হীন, ধ্বস্ত-কবচ, ধূলি-সমাচ্ছন্ন ও অতীব উপ-হাসগ্রস্ত হইয়া দশ দিক্ শূন্যাবলোকন করত দ্রোণাচার্য্যের অনুমতি-ক্রমে অবহার করিলেন[২-৩]। অনন্তর প্রাণি সকল অর্জ্জুনের অসংখ্য গুণ প্রশংসা ও কেশবের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ কীর্ত্তন করিতে লা-গিল; তাহাতে আপনার পক্ষ সেই সকল যোধগণ শাপগ্রস্তের ন্যায় চিন্তাপরায়ণ হইলেন, তাঁহাদিগের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তদনন্তর শিবির নিবেশনে নিশাবসান হইলে বাগ্মি-প্রবর দুর্য্যোধন শত্রুগণের বৃদ্ধি দর্শনে বিমনায়মান ও ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্ব যোধগণের সমক্ষে প্রণয় ও অভিমান বশত দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন[৪-৬], হে দ্বিজসত্তম! আ-মরা অবশ্যই আপনার বধ্য পক্ষ হইয়াছি, কেন না আপনি অদ্য যুধিষ্ঠিরকে সমীপে প্রাপ্ত হইয়াও গ্রহণ করেন নাই[৭]। আপনি সমরে শত্রুকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, সে দেবগণ সহিত পাণ্ডবদিগের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও আপনার চক্ষুঃ সমীপে আসিয়া কদাচ মুক্ত হইতে পারে না[৮]। আর্য্যগণ কোন প্রকারে ভক্তের আশা ভঙ্গ করেন না, কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আমার প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক বর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ তাহার অন্যথাচরণ করিলেন[৯]।

দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে, তিনি প্রীত হইয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন, মহারাজ! আমি আপনার প্রিয় কার্য্য করিতেই চেষ্টা করিয়া থাকি আপনি আমাকে তাহার অন্য-থাচারী জ্ঞান করিবেন না[১০]। কিরীটী যাহাকে রক্ষা করেন, সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণও তাহাকে জয় করিতে পা-রেন না[১১]। যেস্থানে বিশ্বস্রষ্টা গোবিন্দ ও অর্জ্জুন সেনা রক্ষা করিয়া থাকেন, সেস্থানে প্রভু মহাদেব ব্যতীত কাহার বল, পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়[১২]? হে তাত! আমি সত্য বলিতেছি, ইহা কদাচ

অন্যথা হইবেক না; অদ্য উহাদিগের এক জন প্রধান মহারথকে নিপাতিত করিব[১৩]। হে রাজন্! আমি এমন এক ব্যূহ রচনা করিব যে, তাহা দেবগণেরও ভেদ করিতে সাধ্য হইবে না; কিন্তু আপনারা কোন উপায় দ্বারা অর্জ্জুনকে তথা হইতে অন্য স্থানে অপসারিত করিবেন[১৪], যুদ্ধে তাঁহার অজ্ঞাত বা অসাধ্য কিছুই নাই; তিনি দিব্য ও মানুষিক সমস্ত অস্ত্র জ্ঞান লাভ করিয়াছেন[১৫]।

হে রাজন্! দ্রোণ এই রূপ বলিলে, পুনরায় সংশপ্তকগণ দক্ষিণ দিকে অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন[১৬]। অনন্তর সংশপ্তক শত্রুগণের সহিত অর্জ্জুনের এমন সংগ্রাম হইতে লাগিল যে, তাদৃশ যুদ্ধ আর কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই[১৭]। এ দিকে, যেমন মধ্যাহ্নে সূর্য্য প্রতাপশালী ও দুর্দ্দর্শনীয় হয়েন, দ্রোণ যে ব্যূহ রচনা করিলেন, তাহা সেই রূপ প্রদীপ্ত হইতে লাগিল[১৮]। হে ভারত! অভিমন্যু জ্যেষ্ঠ তাত যুধিষ্ঠির আদেশে সমরে সেই দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ অনেকধা ভেদ করিলেন[১৯]। হে ক্ষিতি পাল! সেই সুভদ্রা নন্দন অভিমন্যু দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া—সহস্র সহস্র বীর সংহার করিয়া পরিশেষে বিপক্ষ ছয় বীরের সাহায্যে দুঃশাসন পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। হে নরপাল! অভিমন্যু নিহত হইলে পাণ্ডবেরা শোকাকুল হইলেন এবং আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়া সেই দিবসের যুদ্ধ অবহার করিলাম[২০,২১]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পুরুষসিংহ অর্জ্জুনের পুত্র অপ্রাপ্তযৌবন অভিমন্যুকে সমরে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার মন সাতিশয় বিদীর্ণ হইতেছে[২২]। যে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য লোলুপ বীরেরা বালকের উপর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, মনু প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্র কর্ত্তারা সেই ক্ষত্র ধর্ম্ম কি নিদারুণ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন! গবল্গণ-নন্দন! অভিমন্যু বালক ও অত্যন্ত সুখী ছিল, সে অভীতের ন্যায় রণে বিচরণ

করিতে থাকিলে শিক্ষিতাস্ত্র বহু যোদ্ধা তাহাকে কি রূপে নিহত করিয়াছিল এবং অমিততেজা সেই বালকই বা রথ সৈন্য ভেদ করিতে ইচ্ছা করিয়া কি রূপ রণক্রীড়া করিয়াছিল, তৎ সমস্তই আমার নিকট কীর্ত্তন কর[২৩-২৫]।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে অভিমন্যুর নিপাতন বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কুমার অভিমন্যু সেই সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিবার মানসে যে প্রকার রণ-ক্রীড়া এবং দুর্ব্বার্য্য জয়শীল বীরদিগকে যে প্রকার নিপীড়িত করিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট তৎ সমুদায় আনুপুর্ব্বীক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন[২৬-২৭]। যে প্রকার বহুল তৃণ গুল্ম দ্রুম সঙ্কুল অরণ্য, দাবাগ্নি পরিব্যাপ্ত হইলে বনবাসী সকলের ভয় হয়, সেই প্রকার অভিমন্যুর আক্রমে আপনার পক্ষীয় যোধগণের ভয় হইয়াছিল[২৮]।

অভিমন্যু বধ সংক্ষেপ কথনে ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! কৃষ্ণ ও পঞ্চ পাণ্ডব সমরে অতিশয় উগ্রকর্ম্মা এবং দেবতাদিগেরও দুরাসদ, ইহাঁদিগের পরিশ্রম-সামর্থ্য কর্ম্ম দ্বারাই ব্যক্ত আছে[১]। সত্ত্ব, কর্ম্ম, অন্বয়, বুদ্ধি, কীর্ত্তি, যশঃ ও শ্রী, এই সকল গুণে কৃষ্ণের সমান কোন পুরুষ হয় নাই এবং হইবেও না[২]। সত্যধর্ম্মরত দান্ত রাজা যুধিষ্ঠির বিপ্র-পূজাদি সমূহ গুণে সর্ব্বদাই স্বর্গ প্রাপ্তি যোগ্য[৩]। যুগান্ত কালীন অন্তক, বীর্য্যবান্ জামদগ্ন্য ও রথস্থিত ভীমসেন এই তিন জন সমান রূপে কথিত হইয়াছেন[৪]। প্রতিজ্ঞা-পালনদক্ষ গাণ্ডীবধন্বা পার্থের সদৃশী উপমা পৃথিবী

মধ্যে দেখিতে পাই না[৫]। অত্যন্ত গুরুভক্তি, ধৈর্য্য, বিনয়, দম, সৌন্দর্য্য ও শৌর্য্য, এই ছয় গুণ নকুলে নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে[৬]। বীর সহদেব শাস্ত্রজ্ঞান, গাম্ভীর্য্য মাধুর্য্য, সত্ত্ব, রূপ ও পরাক্রমে অশ্বিনীকুমার দেব দ্বয়ের সদৃশ[৭]। কৃষ্ণ এবং পাণ্ডববর্গে যে সকল গুণ আছে, একমাত্র অভিমন্যুতে সেই সমস্ত গুণই বর্ত্তমান ছিল[৮]। অভিমন্যু ধৈর্য্যে যুধিষ্ঠিরের, চরিত্রে কৃষ্ণের, কর্ম্মে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের, রূপ, বিক্রম ও শাস্ত্রজ্ঞানে ধনঞ্জয়ের এবং বিনয়ে নকুল ও সহদেবের সমান[৯.১০]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূত! অপরাজেয় অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইল, তাহা আনুপূর্ব্বীক্রমে শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে[১১]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি দুঃসহ শোক সম্বরণ করিয়া সুস্থির হউন; আমি আপনার মহৎ বন্ধু বিনাশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন[১২]। হে মহারাজ! আচার্য্য চক্র ব্যূহ রচনা করিলেন; তন্মধ্যে ইন্দ্র-তুল্য রাজগণ সন্নিবেশিত এবং সূর্য্যতেজা রাজকুমার সকল স্থানে স্থানে বিন্যস্ত হইলেন; তৎ কালে সমস্ত রাজপুত্র ঐ চক্র ব্যূহে সমবেত হইলেন[১৩.১৪]। সুবর্ণ-নির্ম্মিত ধ্বজ শোভিত, রক্তাম্বর-পরিধায়ী, রক্ত ভূষণ ভূষিত, রক্ত পতাকা সমন্বিত, হেমমালাধারী, চন্দনাগুরু-চর্চ্চিত গাত্র, পুষ্প মাল্যদাম-ভূষিত, সূক্ষ্মাম্বরধারী সমস্ত যোদ্ধৃগণ কৃতপ্রতিজ্ঞ, একত্র সমবেত ও যুযুৎসু হইয়া এক কালে অভিমন্যুর উপর ধাবমান হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দশ সহস্র ধনুর্দ্ধর আপনার পৌত্র প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে অগ্রে করিয়া গমন করিলেন। তাঁহারা পরস্পর সমান দুঃখ-সহিষ্ণু, সমান সহায় সমন্বিত, পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধমান এবং পরস্পরের হিত কার্য্যনিরত ছিলেন। হে রাজেন্দ্র! শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন সেই সৈন্য ব্যূহ

মধ্যে মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুঃশাসনে পরিবৃত হইয়া দেবরাজের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে চামর ব্যজন ও মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধৃত হইয়াছিল, তিনি উদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই ব্যূহের অগ্রভাগে সেনা-নায়ক দ্রোণাচার্য্য এবং শ্রীমান্ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! দেবতুল্য আপনার ত্রিংশৎ পুত্র অশ্বত্থামাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সিন্ধুরাজের পার্শ্বে স্থিতি করিতে লাগিলেন। গান্ধাররাজ মায়াবী শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবাঃ, এই তিন মহারথ, সিন্ধুরাজের অপর পার্শ্বে বিরাজমান হইলেন। অনন্তর মৃত্যুকে নিবৃত্তির উপায় মনে করিয়া আপনার ও বিপক্ষের যোধগণের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল[১৫-২৫]।

চক্র ব্যূহ নির্ম্মাণে চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিং শত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, ভীমসেন প্রমুখ পার্থগণ দ্রোণরক্ষিত অধর্ষণীয় সেই ব্যূহিত সৈন্যের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন[১]। সাত্যকি, চেকিতান্, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিক্রমশীল কুন্তিভোজ, মহারথ দ্রুপদ[২], অর্জ্জুন-পুত্র, ক্ষত্রধর্ম্মা, বৃহৎক্ষত্র, বীর্য্যবান্ চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, নকুল, সহদেব, ঘটোৎকচ[৩], যুধামন্যু, বিক্রমশীল অপরাজিত শিখণ্ডী, দুর্দ্ধর্ষ উত্তমৌজা, মহারথ বিরাট[৪], দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিশুপাল-তনয়, সহস্র সহস্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর্য্য শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধোৎসুক কেকয় ও সৃঞ্জয়গণ ও অন্যান্য অনেকে স্ব স্ব গণের সহিত সহসা দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন[৫,৬]। বীর্য্যবান্ দ্রোণও অসম্ভ্রান্ত চিত্তে মহৎ শর সমূহ দ্বারা সমীপস্থ সেই সকল যোধগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৭]। যেমন প্রবল জল প্রবাহ দুর্ভেদ্য পর্ব্বতকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না,

যেমন সাগর সকল বেলা ভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ পাণ্ডব পক্ষ বীরগণ দ্রোণকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না[৮]। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত শর সমূহে ব্যথিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না[৯]। তৎ কালে দ্রোণের এই অদ্ভুত ভুজবল দর্শন করিলাম যে, পাঞ্চালগণ সৃঞ্জয় গণের সহিত একত্র হইয়াও তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না[১০]।

যুধিষ্ঠির সেই সমরোদ্যত অতি ক্রুদ্ধ দ্রোণকে অবলোকন করিয়া তাঁহার নিবারণের উপায় বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনন্তর, দ্রোণকে অন্য কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না, ইহা মনে করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অন্যূন পরাক্রম অভিমন্যুর প্রতি অবিষহ্য গুরুভার অর্পণ করিলেন। তিনি বীর শক্রহন্তা অভিমন্যুকে কহিলেন, বৎস! চক্র ব্যূহের ভেদ কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা আমরা অবগত নহি, অতএব অর্জ্জুন আগমন করিয়া যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা না করেন, তুমি এমন উপায় কর[১১.১৪]। হে মহাবাহু! তুমি, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন, এই চারি জন ব্যতিরেকে চক্র ব্যূহ ভেদ করণে সমর্থ পঞ্চম ব্যক্তি নাই[১৫]। বৎস! তোমার পিতৃকুল, মাতুলকুল (অর্থাৎ সাত্যকি প্রভৃতি) এবং এই সমস্ত সৈন্যগণের মনোরথ পূর্ণ কর,—শীঘ্র অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দ্রোণ-সৈন্য বিনাশ কর। তাহা হইলে ধনঞ্জয় সংশপ্তক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবেন না[১৬.১৭]।

অভিমন্যু কহিলেন, আমি সমরে পিতৃগণের জয় লাভার্থী হইয়া অবিলম্বে দ্রোণ-সৈন্যের দৃঢ়তর অত্যুগ্র চক্র ব্যূহ অবগাহন করিব[১৮]। পরন্তু পিতা আমাকে উহার ভেদ করিবারই উপায় উপদেশ করিয়াছেন, তথা হইতে নির্গমনের উপায় উপদেশ করেন নাই;

অতএব তথায় কোন আপদ্ উপস্থিত হইলে নির্গমনে শক্ত হইব না[১৯]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বৎস যোধপ্রবর! তুমি ঐ সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিয়া আমাদিগের প্রবেশ দ্বার প্রস্তুত কর; তুমি যে পথে গমন করিবে, সেই পথে আমরাও তোমার অনুগমন করিব[২০]। বৎস! তুমি যুদ্ধে ধনঞ্জয় সমান, আমরা সমরে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক রক্ষা করত তোমার অনুগামী হইব[২১]।

ভীম কহিলেন, আমি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও প্রভদ্রকগণ আমরা সকলে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব[২২]। তুমি একবার ব্যূহ ভেদ করিয়া যে যে স্থানে গমন করিবে, আমরা প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে নিহত করিতে করিতে সেই সেই স্থানের সৈন্য ধ্বংস করিব[২৩]।

অভিমন্যু কহিলেন, যেমন পতঙ্গ জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই রূপ আমি অদ্য সংক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গম্য দ্রোণ সৈন্যে প্রবেশ করিব[২৪], অদ্য পিতৃ মাতৃ বংশের হিতকর এবং পিতা ও মাতুলের প্রীতি-জনক কর্ম্ম করিব[২৫]। আমি বালক, কিন্তু অদ্য সমস্ত প্রাণীগণ সংগ্রামে সমূহ সমূহ শত্রু সৈন্যদিগকে একমাত্র এই বালকের হস্তে নিহত নিরীক্ষণ করিবেন[২৬]। আমার সমরে যদি কেহ অদ্য জীবিত থাকিয়া মুক্ত হয়, তবে আমি পার্থ এবং সুভদ্রার সন্তান নহি[২৭]। যদি আমি এক রথে আরোহণ করিয়া সমগ্র ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে অষ্টধা ভেদ না করি, তবে আমি অর্জ্জুনের পুত্রই নহি[২৮]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুভদ্রানন্দন! তুমি সাধ্য, রুদ্র, বায়ু, বসু, অগ্নি ও আদিত্যের ন্যায় বিক্রম-সম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পুরুষ-ব্যাঘ্রগণ বর্তৃক সুরক্ষিত দুর্গম্য দ্রোণ-সৈন্য ভেদ করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিলে; অতএব তোমার বল বৃদ্ধি হউক[২৯,৩০]।

সঞ্জয় কহিলেন, তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া অভিমন্যু সারথিকে কহিলেন[৩১], সুমিত্র! তুমি অবিলম্বে দ্রোণ-সৈন্যের অভিমুখে অশ্ব চালনা কর[৩২]।

অভিমন্যু প্রতিজ্ঞায় পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! অভিমন্যু ধীমান্ ধর্ম্মরাজের বচন শ্রবণ করিয়া সারথিকে দ্রোণ সৈন্য সমীপে গমন করিতে আদেশ করিলে, সারথি অভিমন্যুকে কহিলেন[১-২], হে আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ আপনার প্রতি অতি ভার অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু আপনার এই গুরুতর কার্য্য সাধ্যায়ত্ত কি না, বুদ্ধি দ্বারা অবধারণ করিয়া এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত[৩]। আচার্য্য দ্রোণ অস্ত্রবিদ্যায় কৃতী ও শ্রম-সহিষ্ণু; আপনি যুদ্ধ-বিশারদ বটেন, কিন্তু নিরন্তর সুখ সম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন।

অনন্তর অভিমন্যু হাস্য করিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! আমি অমরগণ পরিবৃত ঐরাবত স্থিত ইন্দ্রের সহিতও সংগ্রাম করিতে পারি; অথবা রুদ্র কিম্বা মহাদেবের সহিতও সমরে পরাঙ্মুখ নহি, ঐ দ্রোণ বা ক্ষত্রিয়বর্গ আমার বিস্ময়কর নহে[৫-৬]। হে সূতজ! এই শত্রু-সৈন্য আমার ষোড়শ ভাগের এক ভাগও হইতে পারে না; বিশ্ব বিজয়ী মাতুল বিষ্ণু বা পিতা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধেও আমার ভয় হয় না। অনন্তর অভিমন্যু সারথির বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে "দ্রোণানীকের প্রতি অবিলম্বে গমন কর" বলিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সারথি অনতিহৃষ্টচিত্তে ত্রিবর্ষ বয়স্ক স্বর্ণ বিভূষিত অশ্ব সকল বেগে চালনা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহাবেগ পরাক্রম অশ্বগণ সুমিত্র সারথির চালিত হইয়া দ্রোণ সমীপে ধাবমান হইল।

দ্রোণ প্রভৃতি সমস্ত কৌরব পক্ষ তাঁহাকে সেই রূপে আগত অবলোকন করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন[৭-১১]। যেমন সিংহ শিশু, হস্তি সমূহকে আক্রমণ করে, সেই রূপ সুবর্ণবর্ম্মা উচ্ছ্রিত সুন্দর কর্ণিকার ধ্বজ শোভিত অভিমন্যু যুদ্ধাভিলাষে দ্রোণ প্রভৃতি সেই মহারথবর্গকে আক্রমণ করিলেন[১২]। ব্যূহ রক্ষণে নিযুক্ত কৌরবগণ অভিমন্যুরে অবলোকন করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন গঙ্গার পতনে সমুদ্রের আবর্ত্ত মুহূর্ত্ত কাল হয়, সেই রূপ তৎকালে সৈন্যদিগের আবর্ত্ত হইল[১৩]। মহারাজ! অভিমন্যুর দ্রোণ-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ কালে উভয় পক্ষ শূরগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল, তাহাতে ভয়ানক তুমুল সংগ্রাম সমারব্ধ হইল[১৪]। সেই অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইলে অভিমন্যু দ্রোণের সমক্ষেই ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন[১৫]। গজারোহী, সাদী, রথী ও পদাতিগণ মহাবল-পরাক্রান্ত অভিমন্যুকে বিপক্ষ মধ্যে শত্রু হনন করিতে করিতে প্রবিষ্ট হইতে অবলোকন করিয়া উদ্যতাস্ত্র-হস্তে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন[১৬]। তাঁহারা নানা বিধ বাদ্যধ্বনি, তর্জ্জন, গর্জ্জন, উৎক্রোশন, হুঙ্কার ও সিংহনাদ সহকারে থাক্ থাক্ বাক্যে ঘোরতর হলহলা শব্দ করত গমন করিও না, ঐ স্থানে অবস্থান কর, আমার সম্মুখে আগমন কর, এই আমি এই স্থানে অবস্থান করিতেছি, এই রূপ বাক্য পুনঃপুন বলিতে বলিতে হস্তিনিনাদ, ভূষণ-ধ্বনি, হাস্য রব, অশ্বগণের ক্ষুর শব্দ ও রথ চক্র নির্ঘোষে পৃথিবীকে প্রতি নাদিত করিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন[১৭-১৯]। রণ-মর্ম্মজ্ঞ মহাবীর অভিমন্যু তাঁহাদিগের আপতন কালেই সত্বর হইয়া অগ্রেই মর্ম্মভেদী শর সমূহ দ্বারা দ্রুত হস্তে তাঁহাদিগের সমূহ সমূহ যোদ্ধাকে দৃঢ়রূপে নিহত করিতে লাগিলেন[২০]। যেমন শলভ গণ অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই

রূপ তাঁহারা যুদ্ধে অভিমন্যুর বিবিধ লক্ষণ লাঞ্ছিত শানিত শর সমূহে বিনষ্ট ও বিবশ হইয়া অভিমন্যুর সম্মুখে পতিত হইতে লাগিলেন[২১]। যেমন যজ্ঞে কুশ সমূহ দ্বারা বেদিকে আস্তীর্ণ করে, সেই রূপ অভিমন্যু অতি শীঘ্র তাঁহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা রণভূমি আস্তীর্ণ করিলেন[২২]। তিনি আপনার পক্ষ সহস্র সহস্র যোদ্ধার শরাসন, শর, অসি, চর্ম্ম, অঙ্কুশ, অশ্বরশ্মি, তোমর, পরশু, গদা, অয়োগুড়, প্রাস, ঋষ্টি, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, শক্তি, কম্পন, প্রতোদ, মহাশঙ্খ, কুন্ত, মুদ্গর, ক্ষেপণীয়, পাশ ও উপল, এই সকল অস্ত্রধারী, কেশ মুষ্টিধারী, চর্ম্মপট্টিকা ও অঙ্গুলিত্রাণে আবদ্ধ, কেয়ূর ও অঙ্গদে বিভূষিত, মনোহর গন্ধানুলেপন চর্চ্চিত, সুবৃত্ত বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন[২৩-২৬]। হে মহারাজ! যেমন গরুড় কর্ত্তৃক ছিন্ন পঞ্চ-মুখ পন্নগ সমূহ দ্বারা ভূমি শোভা পায়, সেই রূপ রুধির যুক্ত প্রকম্পিত সেই সকল বাহু দ্বারা রণভূমি শোভা পাইতে লাগিল[২৭]। তিনি উত্তম নাসিকা, ব্রণশূন্য মুখ ও কেশপাশ সমন্বিত, সুচারু কুণ্ডল-বিশিষ্ট, ক্রোধ বশত সন্দষ্টোষ্ঠপুট, বহু শোণিত বমনকারী, মণি রত্ন বিরাজিত সুচারু মাল্য, মুকুট ও উষ্ণীষ শোভিত, অমৃণাল নলিন তুল্য, দিবাকর ও নিশাকর সম প্রভ, যথা কালে হিত ও প্রিয়বাদী, পবিত্র গন্ধান্বিত বহু বহু শত্রু-মস্তকে রণ স্থল বিস্তীর্ণ করিয়া ফেলিলেন[২৮-৩০]।

মহারাজ! দেখিলাম, অর্জ্জুন-নন্দন শানিত শর সমূহ দ্বারা সর্ব্ব দিকেই নানা বিধ কল্পিত গন্ধর্ব্ব নগরাকার সহস্র সহস্র রথ ঈষা, যুগ, ত্রিবেণু, জঙ্ঘা, চরণ, চক্রকীলক, চক্র, উপস্কর, নীড়, উপকরণ, উপস্তরণ ও রথি বিহীন এবং তাহার দণ্ড সকল বিক্ষেপ দ্বারা উন্নতানত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন[৩১-৩৩]। শত্রু পক্ষীয় গজ, গজারোহী ও তাহাদিগের পতাকা, অঙ্কুশ, ধ্বজ, তূণ, বর্ম্ম, কক্ষা, কণ্ঠভূষণ, কম্বল,

ঘণ্টা, শুণ্ড, দন্তের ও পদের অগ্রভাগ, মাল্য ও পদানুগদিগকে সু-শাণিত-ধার শর সমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন[৩৪-৩৫]। বানায়ুজ, পার্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহ্লিক দেশীয় স্থির পুচ্ছ, স্থির কর্ণ ও স্থির চক্ষু, বেগবান্ সাধুরূপে বহনশীল উত্তম উত্তম বহুল অশ্বকে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস-যোধী শিক্ষিত যোদ্ধা আরোহীর সহিত নিপাতিত করিলেন। কোন কোন অশ্বের জিহ্বা ও কোন কোন অশ্বের চক্ষু নিক্ষিপ্ত, কোন কোন অশ্বের অন্ত্র ও যকৃৎ বিকীর্ণ, কোন কোন অশ্বের আরোহী যোদ্ধা নিহত, কোন কোন অশ্বের চামর, কুথা ও আস্তরণ বিধ্বস্ত, কোন কোন অশ্বের ঘণ্টিকা শ্রেণী বিচ্ছিন্ন এবং কোন কোন অশ্বের চর্ম্ম কবচ নিকৃত্ত করিয়া ফেলিলেন। কোন কোন অশ্ব তাঁহার শরাঘাতে বিষ্ঠা মূত্র ও রুধিরে সমাপ্লুত হইল। ঐ সকল অশ্ব এই রূপে মাংসাশি প্রাণিগণের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া রণ স্থলে নিপতিত হইল[৩৬-৩৯]। যেমন অচিন্তনীয় বিষ্ণু একাকী পূর্ব্ব কালে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন—দৈত্যগণকে মর্দ্দন করিয়াছিলেন, সেই রূপ অভিমন্যু আপনার সৈন্যগণকে তিন ভাগ করিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলেন[৪০]। যেমন অমিততেজা মহাদেব ঘোরতর অসুর সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, সেই রূপ অভিমন্যু সমরে শত্রু-দুঃসহ কর্ম্ম করিয়া আপনার সমুহ পদাতি বিনাশ করিলেন। যেমন পূর্ব্ব কালে সেনাপতি কার্ত্তিকেয় আসুরী সেনা বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, সেই রূপ সেনাগণকে এক মাত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিশিত শর দ্বারা সাতিশয় বিমর্দ্দিত নিরীক্ষণ করিয়া আপনার যোধবর্গ ও পুত্রগণ শত্রু জয়ে নিরুৎসাহ ও চকিত-নেত্র হইয়া দশ দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের মুখ শুষ্ক হইতে লাগিল; গাত্র হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত ও লোমাঞ্চ হইতে লাগিল; এবং তাঁহারা পলায়নে কৃতোৎসাহ ও জীবিতার্থী হইয়া হত পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও সম্বন্ধিদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোত্র

ও নাম উল্লেখ করত পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে অশ্ব ও সত্বর চালিত করিয়া প্রস্থান করিলেন[৪১-৪৬]।

অভিমন্যু পরাক্রমে ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, দুর্য্যোধন সেই সৈন্যদিগকে অমিত-বিক্রম সু-ভদ্রা-নন্দন কর্ত্তৃক প্রভগ্ন হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন[১]। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনকে অভিমন্যুর সম্মুখে আগত অবলোকন করিয়া সেই সমস্ত রাজগণকে কহিলেন[২], বীর্য্যবান্ অভিমন্যু যে পর্য্যন্ত আমাদিগের সাক্ষাতে লক্ষ হনন না করে, তোমরা তাহার পূর্ব্বেই ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহার প্রতি গমন কর, কৌরব রাজকে রক্ষা কর[৩]। অনন্তর কৃতজ্ঞ সুহৃদ্ বলবান্ ও সমর জয়ী রাজগণ ভয়ত্রস্ত হইয়াও আপনার পুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন, এবং দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, বৃহদ্বল, মদ্ররাজ, ভুরি, ভুরিশ্রবা, শল, পৌরব ও বৃষসেন নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে করিতে মহৎ শর বর্ষণে সৌভদ্রকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন[৪-৬]। তাঁহারা শর বর্ষণে অভি-মন্যুকে মোহিত করিয়া তাঁহার মুখাক্ষিপ্ত গ্রাসের ন্যায় দুর্য্যোধনকে বিমুক্ত করিলেন, তাহা অর্জ্জুন-তনয় সহ্য করিলেন না[৭]। তিনি মহৎ শর সমূহ দ্বারা সেই অশ্ব ও সারথির সহিত মহারথগণকে পরাঙ্মুখ করিয়া সিংহনাদ করিলেন[৮]। দ্রোণ প্রভৃতি রথিগণ আমিষলোলুপ সিংহ সদৃশ অভিমন্যুর সিংহনাদ শ্রবণে পুনর্ব্বার সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহা সহ্য করিলেন না[৯]। রথ সমূহ বেষ্টন দ্বারা তাঁহাকে গৃহ গতের ন্যায় করিয়া নানা বিধ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন[১০]। আপনার

পৌত্র অভিমন্যু তীক্ষ্ণ শর সমূহে তাঁহাদিগের শর জাল অন্তরীক্ষে ছেদন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগকেও প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[১১]। অনন্তর দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ রোষ পরবশ হইয়া আশীবিষোপম শর দ্বারা অপরাঙ্মুখ সৌভদ্রকে হনন করিবার মানসে পরিবেষ্টন করিলেন[১২]। হে ভরতর্ষভ! যেমন বেলা ভূমি সমুদ্রকে সীমা লঙ্ঘন করিতে দেয় না, সেই রূপ অভিমন্যু একাকী বাণ সমূহ দ্বারা আপনার ক্ষুব্ধ সাগর সদৃশ সেই সৈন্য সাগরকে অগ্রসর হইতে দিলেন না[১৩]। পরস্পর হননকারী যুধ্যমান শূর অভিমন্যু বা তাঁহার শত্রু মধ্যে কেহ পরাঙ্মুখ হইল না[১৪]।

সেই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সংগ্রামে দুঃসহ নয়, দুঃশাসন দ্বাদশ, কৃপ তিন, দ্রোণ আশীবিষোপম সপ্তদশ, বিবিংশতি সপ্ততি, কৃতবর্ম্মা সপ্ত, বৃহদ্বল আট, অশ্বত্থামা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্রপতি ছয়, শকুনি দুই ও দুর্য্যোধন তিন বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন[১৫-১৮]। হে নৃপ! সেই ধনুর্দ্ধারী প্রতাপশালী অর্জ্জুন নন্দন যেন নৃত্য করিতে করিতে তিন তিন শরে তাঁহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন[১৯]। অনন্তর অভিমন্যু আপনার আত্মজবর্গ দ্বারা ত্রাস্যমান ও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার শিক্ষা ও অভ্যাস কৃত বল প্রদর্শন করত, গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগশীল নিয়ন্তৃ বশীভুত দান্ত অশ্বগণ দ্বারা সত্বর আগমনকারী রাজা অশ্মক-পুত্রকে নিবারণ করিলেন[২০.২১]—থাক্ থাক্ বলিয়া দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে এক বাণে তাঁহার সারথি, চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব, এক বাণে তাঁহার ধ্বজ, দুই বাণে তাঁহার দুই বাহু, এক বাণে তাঁহার ধনুক, এবং এক বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর বীর অশ্মকপতি সৌভদ্র কর্ত্তৃক হত হইলে সমস্ত সৈন্য পলায়ন পরা-

য়ণ হইয়া গমন করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, গান্ধাররাজ, শল, শল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত, বিবিংশতি, বৃষসেন, সুষেণ, কুণ্ডভেদী, প্রতর্দ্দন, বৃন্দারক, ললিত্থ, প্রবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুর্য্যোধন, সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[২২.২৬]। অভিমন্যু সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরের বাণে অতিবিদ্ধ হইয়া কর্ণের প্রতি শত্রু-দেহভেদী এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন[২৭]। হে রাজন্! যেমন বল্মীকে সর্প প্রবেশ করে, সেই রূপ বাণ কর্ণের তনুত্রাণ ও দেহ ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে প্রবেশ করিল[২৮]। যেমন ভূকম্প হইলে পর্ব্বত কম্পিত হয়, সেই রূপ কর্ণ অভিমন্যুর অতি প্রহারে ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইলেন[২৯]। অনন্তর বলবান্ অভিমন্যু সংক্রুদ্ধ হইয়া অন্য তিন নিশিত বাণে দীর্ঘলোচন, সুষেণ ও কুণ্ডভেদী, এই তিন জনকে নিহত করিলেন[৩০]। পরে কর্ণ পঞ্চবিংশতি, অশ্বত্থামা বিংশতি ও কৃতবর্ম্মা সপ্ত নারাচে তাঁহাকে প্রহার করিলেন[৩১]। তখন ইন্দ্র-পৌত্র শরাচিত-সর্ব্বাঙ্গ ও ক্রুদ্ধ হইয়া পাশহস্ত অন্তকের ন্যায় সৈন্য-মধ্যে বিচরণ করত দৃষ্ট হইতে লাগিলেন[৩২]। মহাবাহু অভিমন্যু শর বর্ষণ দ্বারা সমীপস্থ শল্যকে আচ্ছাদন করিয়া আপনার সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[৩৩]। হে রাজন্! শল্য অস্ত্রজ্ঞ অভিমন্যুর মর্ম্মভেদী শরে অভিহত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট ও মোহিত হইলেন[৩৪]। সৈন্যগণ শল্যকে যশস্বী সৌভদ্রের অস্ত্রাঘাতে তাদৃশ বিদ্ধ অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিল[৩৫]। আপনার পক্ষ সমস্ত যোধগণ সেই মহাবাহু শল্যকে শর সমাবৃত সন্দর্শন করিয়া সিংহ পীড়িত মৃগ-যূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল[৩৬]। মহাত্মা অভিমন্যু অন্তরীক্ষ স্থিত পিতৃ, দেব, চারণ, সিদ্ধ ও যক্ষগণ এবং পৃথিবীস্থ প্রাণী সমুহ কর্ত্তৃক রণ যশে সমন্বিত ও প্রশং-

সিত হইয়া ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায় রণ স্থলে দীপ্তি পাইতে লাগি-লেন[৩৭]।

অভিমন্যু পরাক্রমে সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যখন অর্জ্জুন-পুত্র মহা ধনুর্দ্ধরদিগকে শর নিকরে প্রমথিত করিতেছিল, তখন মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাহাকে নিবারণ করিল[১]?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! কুমার অভিমন্যু, দ্রোণাচার্য্য রক্ষিত রথ সৈন্য ভেদ করিতে ইচ্ছা করিয়া সমরে যে রূপ মহতী ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন[২]। মদ্রপতিকে অভিমন্যুর শর নি-করে ব্যথিত অবলোকন করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে সমাগত হইলেন[৩]। তিনি দশ বাণে অভিমন্যুকে অশ্ব ও সারথির সহিত বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া মহা শব্দে সিংহনাদ করিলেন[৪]। অভিমন্যু লঘুহস্তে তাঁহার মস্তক, গ্রীবা, পাণি, পদ, ধনুক, অশ্ব চতুষ্টয়, ছত্র, ধ্বজ, সারথি, ত্রিবেণু, চক্র, যুগ, ঈশা, তূণীর, উপাকর্ষ, পতাকা, দুই জন চক্ররক্ষক ও সমস্ত উপকরণ সমান রূপে ছেদন করিলেন; কেহ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না। যে-মন অমিত বেগ বায়ু দ্বারা মহাবৃক্ষ ভগ্ন হয়, সেই রূপ তিনি ছিন্ন ও প্রবিদ্ধ-বস্ত্রালঙ্কার হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তাঁহার অনুচরগণ বিত্রস্ত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল[৫-৮]। হে ভারত! অভি-মন্যুর সেই কার্য্য অবলোকন করিয়া অন্তরীক্ষস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণী প্রসন্ন হইয়া শব্দ সহকারে ‘সাধু সাধু’ বলিতে লাগিলেন[৯]।

মহারাজ! শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিপতিত হইলে তাঁহার বহু বহু সৈন্য সংক্রুদ্ধ হইয়া নানা বিধ অস্ত্র হস্তে অভিমন্যুকে আপনাদিগের

কুল, বাসস্থান ও স্ব স্ব নাম শ্রবণ করাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধাবমান হইল। তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন বলোৎকট বীর রথে, অশ্বে ও গজে, কোন কোন বীর পদব্রজে মহৎ বাণ শব্দ, রথের নেমি নাদ, হুঙ্কার, ক্ষ্বেড়িত, উৎক্রুষ্ট, সিংহনাদ, গর্জ্জন শব্দ, ধনুষ্টঙ্কার ও তলত্র ধ্বনি শব্দ সহকারে কেহ কেহ বা 'তুমি আমাদিগের নিকট জীবিত থাকিয়া মুক্ত হইতে পারিবে না' এই রূপ বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল[১০-১৩]। সুভদ্রা-নন্দন সেই শূরগণকে সেই রূপ প্রলাপ বাক্য কহিতে কহিতে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক, তাহাদিগের মধ্যে অগ্রে যে যে তাঁহাকে প্রহার করিল, তাহাদিগকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[১৪]। তখন শূর অভিমন্যু বিচিত্র ও লঘু-ভাবে অস্ত্র-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া মৃদু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[১৫]। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় হইতে যে সকল অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের অনুরূপ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন[১৬]। তিনি গুরুভার ও ভয় দূরে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক পুনঃপুন বাণ সন্ধান ও মোচন করিতে লাগিলেন[১৭]। তাঁহার শরাসন চতুর্দ্দিকেই মণ্ডলাকারে বিস্ফূর্য্যমাণ হইয়া শরৎ কালীন অতি দীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৮]। হে ভারত! যেমন প্রলয় কালীন মেঘের মহাবজ্র পরিত্যাগ সময়ে গর্জ্জন ধ্বনি হয়, তাঁহার সুদারুণ জ্যা শব্দ ও তল নিনাদ সেই রূপ শ্রুত হইতে লাগিল[১৯]। লজ্জাশীল সম্মানকারী প্রিয়দর্শন অভিমন্যু অমর্ষ-পূরিত হইয়া যেন বীরগণের সম্মানার্থ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[২০]। হে মহারাজ! তিনি বর্ষার অবসানে শরৎ কালীন ভগবান্ দিবাকরের ন্যায় মৃদু হইয়া তীব্র হইলেন[২১]। যেমন প্রভাকর কিরণ পরিত্যাগ করেন, সেই রূপ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত বহুল স্বর্ণপুঙ্খ শিলা শানিত বিচিত্র শর মোচন করিতে লাগিলেন[২২]। সেই মহাযশা, দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতে ক্ষুরপ্র, বৎসদন্ত, বিপাঠ, নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র,

ভল্ল ও অঞ্জলিক অস্ত্র দ্বারা প্রতিপক্ষ রথি সৈন্যগণকে সমাকীর্ণ করিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ অস্ত্র-পীড়িত হইয়া রণ বিমুখ হইল[২৩-২৪]।

অভিমন্যু পরাক্রমে অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অভিমন্যু যে আমার পুত্রের সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্তে লজ্জা ও সন্তোষ উভয়েরই আবির্ভাব হইতেছে[১]। হে গবল্গণ-সুত! অসুরগণের সহিত সেনাপতি কুমারের রণক্রীড়ার ন্যায় কুমার অভিমন্যুর সমস্ত রণ ক্রীড়া বিস্তার ক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন কর[২]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই এক কুমারের বহু যোধগণের সহিত অতি ভয়ঙ্কর যে তুমুল রণ ক্রীড়া হইয়াছিল, তাহা আমি আপনার নিকট কীর্ত্তন করি[৩]। রথারূঢ় মহাবীর অভিমন্যু উৎসাহ সহকারে উৎসাহ-সম্পন্ন আপনার সমস্ত রথির প্রতিই বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৪]। তিনি অলাতচক্রের ন্যায় বিচরণ করত দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, বৃহদ্বল, দুর্য্যোধন, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা, মহাবল শকুনি, অন্যান্য বহু সংখ্যক নৃপতি ও নৃপতি তনয় এবং তাঁহাদিগের বিবিধ সৈন্যগণকে শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন[৫-৬]। হে ভারত! প্রতাপবান্ সেই তেজস্বী সৌভদ্রকে সকল দিকেই অমিত্রগণকে পরমাস্ত্র দ্বারা প্রমথিত করিতে দৃষ্টি গোচর হইল[৭]। আপনার সৈন্যগণ সেই অমিততেজা সৌভদ্রের চরিত দর্শন করিয়া পুনঃপুন কম্পিত হইতে লাগিল[৮]।

হে ভারত! অনন্তর প্রতাপবান্ মহাপ্রাজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য অভিমন্যুর সংগ্রাম-নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে যেন আপনার

পুত্রের মর্ম্ম ভেদ করিয়াই কৃপাচার্য্যকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিল[৯-১০], এই তরুণবয়স্ক অভিমন্যু সমস্ত সুহৃদ্বর্গ, রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, অন্যান্য বন্ধুবর্গ, সম্বন্ধী ও মধ্যস্থ সুহৃদ্গণকে আনন্দিত করত পাণ্ডবদিগের অগ্রে গমন করিতেছেন[১১-১২]। আমি বোধ করি, যুদ্ধে ইহাঁর সমান অন্য কেহ ধনুর্দ্ধর নাই; ইনি ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত সেনা ধ্বংস করিতে পারেন, কি নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছেন না, বলিতে পারি না[১৩]। আপনার পুত্র দ্রোণের সেই প্রীতি-সম্পন্ন বচন শ্রবণে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-পূর্ব্বক হাস্য করিয়া অভিমন্যুর প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কর্ণ, বাহ্লিক, দুঃশাসন, মদ্ররাজ ও তত্রস্থ অন্যান্য সেই সেই মহারথগণকে কহিলেন, সর্ব্ব রাজার গুরু ব্রহ্মজ্ঞতম দ্রোণ মুগ্ধ হইয়া এই রণে অর্জ্জুন-পুত্রকে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না[১৪-১]। আমি তোমাদিগের নিকট সত্য বলিতেছি, দ্রোণ আততায়ী হইলে উহাঁর নিকট হইতে যমও মুক্ত হইতে পারেন না; মনুষ্যের কথা কি! উনি অর্জ্জুনের পুত্রকে শিষ্য বলিয়া রক্ষা করিতেছেন। শিষ্য, পুত্র এবং তাহাদিগের সন্তান ধর্ম্মশীলদিগের প্রিয় হইয়া থাকে[১৭-১৮]। এই অভিমন্যু দ্রোণ কর্ত্তৃক সংরক্ষ্যমাণ হওয়াতে আপনাকে বীর্য্যবান্ বলিয়া মনে করিতেছে; অতএব তোমরা এই আত্মগর্ব্বী মূঢ়কে অতি শীঘ্র সংহার কর[১৯]। হে রাজন্! রাজগণ রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই সংক্রুদ্ধ ও জিঘাংসু হইয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন[২০]।

কুরু-শার্দ্দূল দুঃশাসন, দুর্য্যোধনের সেই বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন[২১], হে মহারাজ! আমি আপনাকে বলিতেছি, আমি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষেই ইহাকে বধ করিব[২২]। যেমন রাহু দিবাকরকে গ্রাস করে, সেই রূপ আমি অদ্য সৌভদ্রকে গ্রাস করিব।

এই কথা বলিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে কুরুরাজকে বলিলেন[২৩], অতি মানী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, সৌভদ্র আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিবে, সংশয় নাই[২৪]। পাণ্ডুর অন্য সন্তানেরা ঐ দুই জনের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষমতা প্রযুক্ত আপন আপন সুহৃদ্বর্গের সহিত এক দিবসেই প্রাণ ত্যাগ করিবে[২৫]। অতএব আপনার এই শত্রু হত হইলেই অন্য সমস্ত শত্রু হত হইবে। মহারাজ! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা করুন, আমিই আপনার এই রিপু বিনাশ করিব[২৬]। হে রাজন্! আপনার পুত্র দুঃশাসন এই রূপ বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শব্দ সহকারে শর বিকিরণ করিতে করিতে সৌভদ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন[২৭]। অরিন্দম অভিমন্যু দুঃশাসনকে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তীক্ষ্ণ ষড়্বিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[২৮]। সংক্রুদ্ধ দুঃশাসন মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় সমরে অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[২৯]; অভিমন্যুও তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। রথ শিক্ষা-বিশারদ সেই দুই মহারথ রথ দ্বারা বাম ও দক্ষিণ দিকে মণ্ডলাকারে বিচিত্র বিচরণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৩০]। অনন্তর নরগণ লবণ সমুদ্রের মহা শব্দের ন্যায় শব্দ মিশ্রিত পণব, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, কৃকচ, মহানক, ভেরি ও ঝর্ঝর বাদ্য নাদ করিতে লাগিল[৩১]।

দুঃশাসন যুদ্ধে একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, শর বিক্ষত-গাত্র ধীমান্ অভিমন্যু হাস্য করিতে করিতে সন্নিহিত শত্রু দুঃশাসনকে কহিলেন[১], তুমি শূর, মানী, ক্রোধপরায়ণ, নিষ্ঠুর এবং ধর্ম্মত্যাগী, ভাগ্য ক্রমেই তোমাকে সমরে আগমন করিতে অবলোকন করিলাম[২]। তুমিই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের

সমক্ষে সভা মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কটু বাক্য দ্বারা প্রকোপিত করিয়াছিলে[৩] এবং কপট দ্যূতক্রীড়া আশ্রয় পূর্ব্বক জয় লাভ দ্বারা উন্মত্ত হইয়া বাম্বা বাম্বা বলিয়া ভীমসেনকেও কোপিত করিয়াছিলে[৪], সেই মহাত্মার কোপ বশতই তুমি এই রণে উপস্থিত হইয়াছ। রে দুর্ম্মতে! তোমার পরধনাপহরণ, বিবাদ, ক্রোধ, লোভ ও নির্ব্বুদ্ধিতা এবং মহাত্মা উগ্রধন্বা আমার পিতা পিতৃব্যের প্রতি অনিষ্ট চিন্তা, জীবনান্তকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও রাজ্যাপহরণ জন্য সেই মহাত্মাদিগের কোপ হেতুই তুমি এই রণ স্থলে উপস্থিত হইয়াছ। তুমি সেই সকল অধর্ম্মের উগ্রতর ফল সদ্যঃ প্রাপ্ত হইবে[৫-৭], অদ্য আমি শর নিকর দ্বারা সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে তোমাকে শাসন করিব। অদ্য আমি রণে চির ক্রোধান্বিতা কৃষ্ণা ও পিতার ক্রোধ শান্তি-পূর্ব্বক অভিলাষ পূর্ণ করিয়া অঋণী হইব। অদ্য আমি রণে ভীমসেনের ঋণ হইতে মুক্ত হইব[৮-৯]। যদি তুমি সমর পরিত্যাগ করিয়া গমন না কর, তবে আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্ত হইতে পারিবে না। এই রূপ বলিয়া মহাবাহু বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু দুঃশাসনের সংহারক কালাগ্নি সদৃশ ও বায়ুবেগশীল বাণ সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। যেমন পন্নগ বল্মীক ভেদ করিয়া গমন করে, সেই রূপ সেই বাণ তাঁহার বক্ষঃস্থলে আগমন করিয়া জত্রুদেশ ভেদ করিয়া পুঙ্খের সহিত নির্গত হইল। পরে পুনরায় দুঃশাসনের উপর অগ্নি সম স্পর্শ পঞ্চ বিংশতি বাণ আকর্ণ সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! তাহাতে দুঃশাসন গাঢ় বিদ্ধ, ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে অভিমন্যু শরে পীড়িত ও মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া ত্বরমাণ হইয়া রণ মধ্য হইতে অপসারিত করিল।

অনন্তর পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদীর পুত্রেরা, বিরাট, পাঞ্চাল ও কেকয়-

গণ তাহা অবলোকন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহা-দিগের সৈন্যেরা আহ্লাদিত হইয়া নানা বিধ বাদ্য যন্ত্র বাদিত করিতে লাগিল। ধ্বজাগ্রে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনী-কুমার দ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তিধারী মহারথ দ্রৌপদী-পুত্রগণ অত্যন্ত বৈরী দুঃশাসনকে পরাজিত অবলোকন করিয়া হাস্য করিতে করিতে অভিমন্যুর কর্ম্ম দর্শন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির প্রমুখ সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্ট-দ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কেকয়গণ, ধৃষ্টকেতু, মৎস্য, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষ সকলেই হৃষ্ট ও ত্বরিত হইয়া দ্রোণ সৈন্য ভেদ করিতে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের সহিত আপনার পক্ষ জয়াকাঙ্ক্ষী অনিবর্ত্তী শূরগণের মহা যুদ্ধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দুর্য্যোধন কর্ণকে কহিলেন, অঙ্গরাজ! ঐ অবলোকন কর, আদিত্য তুল্য প্র-তাপ শালী মহাবীর দুঃশাসন সমরে শত্রু সৈন্যগণকে সংহার করিয়া পরিশেষে অভিমন্যুর বশীভূত হইয়াছেন এবং বলোন্মত্ত সিংহ বি-ক্রান্ত পাণ্ডবগণ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অভিমন্যুকে রক্ষা করিতে ধাবমান হইতেছে। অনন্তর আপনার পুত্রের হিতকারী কর্ণ সংক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ শর সকল দুরাসদ অভিমন্যুর উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং তীক্ষ্ণ প্রবল বাণে অভিমন্যুর অনুচরবর্গকে অবজ্ঞা-পূর্ব্বক বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহামনা অভিমন্যু দ্রোণ সমীপে গমন মানসে সত্বর হইয়া ত্রিসপ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। তৎ কালে কোন রথী সেই মহারথ-মর্দ্দনকারী পুরন্দর পৌত্রের দ্রোণ সমীপে গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর অস্ত্রজ্ঞ প্রবর প্রতাপবান্ সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রণী মানী জয়েচ্ছু রাম-শিষ্য কর্ণ শত শত উত্তমাস্ত্র প্রদর্শন করত সমরে দুর্দ্ধর্ষ শত্রু অভিমন্যুকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। দেব-সঙ্কাশ অর্জ্জুন-নন্দন রাধানন্দনের অস্ত্র

বর্ষণে অতি পীড়িত হইয়াও বিষণ্ণ হইলেন না, প্রত্যুত, শিলা শানিত আনতপর্ব্ব ভল্ল সমূহ দ্বারা অন্যান্য শূরগণের শরাসন ছেদন করিয়া হাস্য করিতে করিতে মণ্ডলাকার ধনুর্ম্মুক্ত আশীবিষোপম শর দ্বারা ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণের সহিত কর্ণকে শীঘ্রহস্তে পীড়ন করিতে লাগিলেন। কর্ণও সন্নতপর্ব্ব বাণ সকল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[১০-৭৩]; অর্জ্জুন-নন্দন অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সেই সকল বাণ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বার্য্যবান্ বীর অভিমন্যু মুহূর্ত্ত মাত্রে এক বাণে কর্ণের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে বিপদাপন্ন অবলোকন করিয়া দৃঢ় ধনুক উদ্যত করিয়া শীঘ্র অভিমন্যুর নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদিগের অনুচর জনেরা হর্ষনাদ ও বাদ্য ধ্বনি এবং অভিমন্যুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন[৭৪-৭৭]।

দুঃশাসন ও কর্ণ পরাজয়ে চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণের কনিষ্ঠ অতিশয় গর্জ্জন ও পুনঃপুন জ্যাকর্ষণ করত সেই দুই মহাত্মার দুই রথের মধ্যস্থলে আপতিত হইলেন[১], এবং হাসিতে হাসিতে ছত্র, ধ্বজ, সারথি ও অশ্ব সহিত দুরাসদ অভিমন্যুকে শীঘ্রহস্তে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন[২]। আপনার পক্ষগণ পিতৃ পিতামহের ন্যায় অলৌকিক কর্ম্মকারী অভিমন্যুকে তাঁহার শরে ব্যথিত অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইল[৩]। পরন্তু অভিমন্যু হাস্য করিতে করিতে কার্ম্মুকাকর্ষণ-পূর্ব্বক এক শরে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন[৪]। হে রাজন্! যেমন পর্ব্বত হইতে বাতনির্ধূত কর্ণিকার পুষ্প পতিত হয়, সেই রূপ ভ্রাতাকে রথ হইতে নিহত ও পতিত অবলোকন করিয়া

কর্ণ সাতিশয় ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন[৫]। অভিমন্যু কঙ্কপত্র যুক্ত শর সমূহে কর্ণকে সমর বিমুখ করিয়া শীঘ্র অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরের প্রতি ধাবমান হইলেন[৬]। সেই তিগ্মতেজা মহাযশা ক্রুদ্ধ হইয়া তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ সম্পন্ন সৈন্য ভেদ করিতে লাগিলেন[৭]। ওদিকে কর্ণ অভিমন্যুর বহুতর বাণে বিধ্যমান হইয়া বেগগামী অশ্বে রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন; অনন্তর তাঁহার সৈন্য ভগ্ন হইতে লাগিল[৮]।

হে রাজন! অভিমন্যুর শর সমূহ, শলভপুঞ্জ ও জলধারার ন্যায় আকাশকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল; তৎ কালে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না[৯]। আপনার পক্ষ যোধগণ শানিত শরে হন্যমান হইলে তন্মধ্যে সিন্ধুরাজ ব্যতীত কেহ আর রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিল না[১০]। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর পুরুষ-সিংহ অভিমন্যু শঙ্খ বাদ্য-পূর্ব্বক শীঘ্র ভারতী-সেনাভিমুখে অভিগত হইলেন[১১]; তৃণরাশি মধ্যে নিক্ষিপ্ত অগ্নির ন্যায় বেগ-পূর্ব্বক শানিত শরনিকরে রিপুগণকে দগ্ধ করত সৈন্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন[১২]। তিনি সেনা মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিশিত শর সমূহে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শতাঙ্গ ও পদাতি-গণকে বিমর্দ্দিত করত রণ ভুমিকে শত শত কবন্ধ-সঙ্কুলা করিলেন[১৩]। অনেকে অভিমন্যুর ধনুর্ম্মুক্ত প্রবল বাণ প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া জীবন রক্ষার্থ আত্ম পক্ষদিগকেই ধ্বংস করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল[১৪]। তাঁহার বহু বহু ভয়ঙ্কর শানিত শর সকল তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ সমুহ সংহার করিয়া ভুগত হইতে লাগিল[১৫]। আয়ুধ, অঙ্গুলিত্র, গদা, অঙ্গদ ও হেমাভরণে ভুষিত বাহু সকল ছিন্ন ও পতিত হইয়া রণ ভুমিতে দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৬]। সহস্র সহস্র শর, শরাসন, খড়্গ, সকুণ্ডল মস্তক ও মাল্য-শোভিত মৃত দেহ রণ ভুমিতে পতিত হইতে লাগিল[১৭]। হে নরনাথ! ক্ষণ কাল মধ্যে ভগ্ন, নিহত

ও বিস্তৃত হস্তী, অশ্ব, ক্ষত্রিয় দেহ, রথের ঈশা, দণ্ড, বন্ধুর, অন্যান্য উপকরণ, চক্র, যুগ, অক্ষ ও বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজ, চর্ম্ম, ধনুক, শক্তি, বাণ ও অসি ইতস্তত পতিত হওয়াতে রণক্ষেত্র ভয়ঙ্কর ও অগম্য হইয়া উঠিল[১৮-২০]। হতাহত ক্ষত্রিয়গণের পরস্পর ক্রন্দনে ভীরু জনের ভয়বর্দ্ধন মহা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল[২১]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই শব্দে সর্ব্ব দিক্ প্রতিনাদিত হইতে লাগিল; পরন্তু অভিমন্যু অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতি-সঙ্কুল সৈন্যগণকে নিহত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন[২২]। যেমন অগ্নি শুষ্ক তৃণরাশি মধ্যে প্রদীপ্ত দৃষ্ট হয়েন, সেই রূপ অর্জ্জুন-নন্দনকে ভারত সৈন্য মধ্যে শত্রুগণকে দাহ করিতে দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৩]। হে ভারত! তৎ কালে তিনি সৈন্যধূলিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত দিগ্‌বিদিক্ ভ্রমণ করাতে আমরা তাঁহাকে নয়ন গোচর করিতে পারিলাম না[২৪]। ক্ষণ কাল মধ্যে আবার দেখিলাম তিনি মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় শত্রুদিগকে সন্তাপিত করিয়া গজ, অশ্ব ও নরগণের পরমায়ু হরণ-পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছেন। হে মহারাজ! ইন্দ্র-পৌত্র অভিমন্যু ইন্দ্রের ন্যায় সৈন্য মধ্যে নিরতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন[২৫-২৬]।

অভিমন্যু পরাক্রমে একচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই বালক অত্যন্ত সুখী, স্বকীয় বাহু-বলে দর্পিত, যুদ্ধে অতি বিশারদ, বীর ও সৎকুলজাত; সে প্রাণ-নিস্পৃহ হইয়া ত্রিবর্ষীয় সদশ্ব যোজিত রথারোহণে আমাদিগের সৈন্য সাগরে গাহমান হইলে যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্য হইতে কোন্ বলবান্ বীর তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল[১.২]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শিখণ্ডী, সাত্যকি,

নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়[৩], ধৃষ্টকেতু ও মৎস্যগণ সংক্রুদ্ধ হইয়া তখন রণে অভিগত হইলেন। অভিমন্যুর পিতৃব্য ও মাতুল পক্ষীয় এবং পূর্ব্বোক্ত সকলে প্রহার ক্ষম সৈন্য ব্যূহ সজ্জিত করিয়া অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার অভিলাষে তাঁহার অনুসরণ ক্রমে ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষ যোধগণ সেই সকল বীরগণকে আসিতে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া বিমুখ হইলেন[৪.৫]। আপনার তেজস্বী জামাতা আপনার পুত্রের সেই মহৎ সৈন্যগণকে বিমুখ অবলোকন করিয়া পাণ্ডবদিগকে অবরোধ করিতে ইচ্ছু হইয়া প্রত্যুদ্গত হইলেন[৬]। হে মহারাজ! সিন্ধুরাজ-পুত্র রাজা জয়দ্রথ সেই পুত্রগৃদ্ধী সসৈন্য পার্থগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৭]। যেমন হস্তী ক্রম নিম্ন ভূমিস্থ শত্রুদিগকে তথা হইতে অনায়াসে নিবারণ করে, সেই রূপ উগ্রধন্বা মহাধনুর্দ্ধর জয়দ্রথ দিব্যাস্ত্র প্রদর্শন করত তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন[৮]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমি বোধ করি, সিন্ধুরাজের উপর অতি ভার অর্পিত হইয়াছিল; তিনি একাকী ভ্রাতৃপুত্র রক্ষার্থী ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিলেন[৯]? আমি সিন্ধুরাজকে অতি অদ্ভুত বল বীর্য্য ও শৌর্য্যবান্ বোধ করিতেছি। তুমি সেই মহাত্মার প্রবল বল বীর্য্য ও কর্ম্ম আমার নিকট কীর্ত্তন কর[১০]। তিনি এমন কি দান, হোম, বা তপস্যা করিয়াছিলেন যে, তিনি একাকী ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন[১১]?

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা জয়দ্রথ দ্রৌপদী হরণ কালে যে ভীমসেন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই অভিমানে তিনি বরলাভার্থী হইয়া অতি মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন[১২]। তিনি বিষয় সুখ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া ক্ষুৎ পিপাসা রৌদ্র সহিষ্ণু, কৃশ ও শিরা বিস্তৃত কলেবর হইয়া কঠোর তপস্যাচরণ করত সনাতন ব্রহ্ম মহা-

দেবের স্তুতি-পূর্ব্বক আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তবৎ-সল ভগবান্ মহাদেব তাঁহার প্রতি দয়া করিলেন[১৩.১৪]। ভক্তানু-কম্পী হর সিন্ধুরাজ-পুত্র জয়দ্রথকে তাঁহার নিদ্রা সময়ে কহিলেন, জয়দ্রথ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি কি বর লাভ করি-তে ইচ্ছা কর, বল[১৫]। মহাদেব এই রূপ কহিলে নিয়তব্রত জয়দ্রথ প্রণত ও প্রাঞ্জলি হইয়া কহিলেন[১৬], হে দেব! আমি সমরে একাকী রথারোহণে মহাবল পরাক্রান্ত সমস্ত পাণ্ডবকে জয় করিতে ইচ্ছা করি[১৭]। জয়দ্রথ এই রূপ বর প্রার্থনা করিলে, দেবদেব মহাদেব জয়দ্রথকে বলিলেন, হে সৌম্য! আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি, তুমি পার্থ ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর চারি জন পাণ্ডবকে জয় করিতে পারিবে[১৮]। রাজা জয়দ্রথ মহাদেবের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া জাগরিত হইলেন[১৮.১৯]। মহারাজ! জয়দ্রথ সেই বর প্রভাবে এবং দিব্যাস্ত্র বল দ্বারা একাকীই সমস্ত পাণ্ডব সেনা নিবা-রণ করিলেন[২০]। তাঁহার জ্যাতল শব্দে শত্রুপক্ষ ক্ষত্রিয় গণের ভয় এবং আপনার সৈন্যগণের পরমাহ্লাদ হইল[২১]। হে রাজন্! আপনার পক্ষ যোদ্ধাগণ সিন্ধুরাজের উপর সমস্ত ভার অর্পিত অবলোকন করিয়া সিংহনাদ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সৈন্য আক্রমণ করিতে লাগি-লেন[২২]।

জয়দ্রথ পরাক্রমে দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি যে আমাকে সিন্ধুরাজের বিক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সিন্ধুরাজ পাণ্ডবদিগের সহিত যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন[১]। সারথির বশম্বদ সাধুবাহী সিন্ধু দেশীয় বায়ু সম বেগ-

শীল বৃহৎ অশ্বগণ জয়দ্রথকে বহন করিতে লাগিল[২]। তাঁহার গন্ধর্ব্ব-নগরাকার বিধিবৎ কল্পিত রথ ও তাহার রজত নির্ম্মিত বরাহ রূপ ধ্বজ অতি শোভিত হইল[৩]। যেমন অম্বরে তারাপতি চন্দ্রমা শোভা পায়, সেই রূপ তিনি শ্বেতচ্ছত্র শ্বেত পতাকা শ্বেত চামর ব্যজনাদি নানা বিধ রাজ চিহ্ন দ্বারা সুশোভিত হইলেন[৪]। তাঁহার লৌহময় রথ বেষ্টন মুক্তা, বজ্রমণি ও স্বর্ণ-ভূষিত হইয়া জ্যোতিগণাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল[৫]। অভিমন্যু বিপক্ষ ব্যূহের যে অংশ বিদারণ করিলেন, জয়দ্রথ মহা শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক বাণ বর্ষণ করত সেই অংশ সৈন্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন[৬]। তিনি তিন বাণে সাত্যকিকে, অষ্ট বাণে বৃকোদরকে, ষষ্টি বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে, দশ বাণে বিরাটকে, পঞ্চ বাণে দ্রুপদকে সাত বাণে শিখণ্ডীকে, পঞ্চবিংশতি বাণে কৈকেয়গণকে, তিন তিন বাণে দ্রৌপদীপুত্রদিগকে ও সপ্ততি বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া মহৎ বাণজালে অবশিষ্ট যোধগণকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৮.৯]। হে রাজন্! অনন্তর প্রতাপশালী রাজা ধর্ম্মপুত্র হাসিতে হাসিতে সিত পীত ভল্ল দ্বারা 'এই তোমার কার্ম্মুক ছেদন করি' বলিয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন[১০]। জয়দ্রথ চক্ষুর নিমেষ মাত্রে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দশ বাণে যুধিষ্ঠিরকে ও তিন তিন বাণে অন্য যোধ গণকে বিদ্ধ করিলেন[১১]। মহাবীর বৃকোদর জয়দ্রথের সমর লাঘব অবগত হইয়া সত্বরে তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার ধনুক, ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ভূমিতে পতিত করিলেন[১২]। বলবান্ সিন্ধুপতি পুনরায় অন্য শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া ভীমের ধ্বজ, ধনুক ও অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন[১৩]। যেমন সিংহ পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ করে, সেই রূপ, ভীমসেন ছিন্নধন্বা হইয়া অশ্ব শূন্য রথ হইতে সাত্যকির রথে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আরোহণ করি-

লেন[১৪]। অনন্তর আপনার পক্ষ সৈন্য সিন্ধুরাজের সেই অদ্ভুত বিশ্বা-সা-যোগ্য কর্ম্ম অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে সাধু সাধু বলিয়া প্র-শংসা করিলেন[১৫]। তিনি যে একাকী অস্ত্র প্রভাবে সংক্রুদ্ধ পাণ্ডব-গণকে নিবারণ করিলেন, তাহাতে তত্রস্থ দর্শক সর্ব্ব প্রাণীগণ তাঁহার বিক্রম-কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন[১৬]! পূর্ব্বে আরোহী প্রধান যোধগণের সহিত হস্তী সকল অভিমন্যুর অস্ত্রাঘাতে নিহত হওয়াতে পাণ্ডবদিগের প্রবেশপথ পরিষ্কৃত ও দর্শিত হইয়াছিল, কিন্তু সিন্ধু-রাজ তাহা রুদ্ধ করিলেন[১৭]। পাণ্ডব, মৎস্য, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ, এই সকল বীর যত্নবান্ হইয়া জয়দ্রথের সমীপে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না[১৮]। যে যে বীর সমাহিত হইয়া আপনার দ্রোণ রক্ষিত-সৈন্য ভেদ করিতে যত্ন করি-লেন, সিন্ধুরাজ বর প্রভাবে তাঁহাদিগের সকলকেই নিবারণ করি-লেন[১৯]।

জয়দ্রথ পরাক্রমে ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, জয়ার্থী পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইলে বিপক্ষ সেনাগণের সহিত আপনার সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম হই-তে লাগিল[১]। যেমন মকর, সাগর আলোড়ন করে, সেই রূপ দুরাসদ তেজস্বী সত্যসন্ধ অভিমন্যু প্রবেশ করিয়া আপনার সেনাগণকে বি-ক্ষোভিত করিতে লাগিলেন[২]। প্রধান প্রধান যোধ নৃপগণ অরিন্দম অভিমন্যুকে শর বর্ষণে সৈন্যদিগকে ক্ষোভিত করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার অভিমুখে সমাগত হইলেন[৩]। তাঁহাদিগের সহিত অভিমন্যুর ঘোরতর নিবিড় যুদ্ধ হইতে লাগিল; বলবান্ অর্জ্জুন-নন্দন সেই সকল অমিত্রগণের রথ সমূহে সংক্রুদ্ধ হইয়া সরলগামী শর

সমূহ দ্বারা বৃষসেনের সারথিরে বিনাশ ও শরাসন ছেদন করিয়া অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন ; অশ্বগণ বাণ বিদ্ধ হইয়া সমীরণ সম বেগে গমন-পূর্ব্বক বৃষসেনকে রণ হইতে অপসারিত করিল। অভিমন্যুর সারথি অন্তর পাইয়া তৎক্ষণাৎ রথ অপসারিত করিল। সারথির তাদৃশ নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিয়া রথিগণ হর্ষ সহকারে সাধু সাধু বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন[৪-৮]।

ও দিকে অভিমন্যুর রথ বশাতিরাজের সমীপে উপস্থিত হইল। বশাতিরাজ সংক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় শক্র প্রমথনকারী অভিমন্যুকে সমীপে সন্দর্শন করিয়া সত্বর তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং রুক্মপুঙ্খ ষষ্টি শরে অভিমন্যুকে সমাকীর্ণ করিয়া কহিলেন, আমি জীবিত থাকিতে তুমি আমার নিকট হইতে জীবিতাবস্থায় কদাচ মুক্ত হইতে পারিবে না[৮-৯]। পরন্তু অভিমন্যু লৌহময় বর্ম্মধারী বশাতিরাজের হৃদয়ে দূরগামী এক ইষু বেধ করিলেন ; তাহাতেই তিনি গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন[১০]। হে রাজন্! বশাতিরাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষত্রিয় প্রধানেরা ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসু হইয়া নানা বিধ ধনুর্বিস্ফালন করত আপনার পৌত্র অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করিলেন। তৎকালে সেই অরিগণের সহিত অভিমন্যুর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল[১১-১২]। অর্জ্জুন-নন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের ধনুর্বাণ, শরীর এবং মাল্য ও কুণ্ডল যুক্ত মস্তক সকল ছেদন করিতে লাগিলেন[১৩]। রণস্থলে খড়্গ, অঙ্গুলিত্র, পট্টিশ, পরশ্বধ ও স্বর্ণাভরণ-ভূষিত হস্ত সকল ছিন্ন হইয়া ইতস্তত পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৪]। মাল্য, আভরণ, বস্ত্র, বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, হার, মুকুট, ছত্র, চামর, উপস্কর, আসন, ঈষা, দণ্ডক, বন্ধুর, অক্ষ, চক্র, নানা বিধ যুগ, অনুকর্ষ, পতাকা, সারথি, অশ্ব, ভগ্ন রথ ও হস্তী নিহত ও পতিত হওয়াতে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইল[১৫-১৮]। নানা বিধ নানা দেশাধিপতি

জয়লুব্ধ বীর ক্ষত্রিয়গণের মৃতদেহে রণ ভূমি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল[১৮]। যখন অভিমন্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণ স্থলে দিক্ বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার রূপ আর কাহারও নয়ন গোচর হইল না; কেবল তাঁহার বর্ম্ম, আভরণ, শরাসন ও বাণ, যাহা যাহা স্বর্ণ নির্ম্মিত ছিল, তাহারই উজ্জ্বলতা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল[১৯, ২০]। তিনি যখন যোধ মণ্ডলীর মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিত হইয়া শর সন্ধান ও নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না[২১]।

অভিমন্যু পরাক্রমে চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, যেমন কাল উপস্থিত হইলে অন্তক সর্ব্ব প্রাণীর প্রাণ হরণ করেন, সেই রূপ অভিমন্যু সর্ব্ব শূরগণের আয়ু হরণ করিতে লাগিলেন[১]। সেই বলবান্ ইন্দ্র-তুল্য বিক্রান্ত ইন্দ্রপৌত্র অভিমন্যু সেই সৈন্যগণকে আলোড়ন করত ইন্দ্রের ন্যায় অতীব শোভা পাইতে লাগিলেন[২]। হে রাজেন্দ্র! যেমন তেজঃ প্রদীপ্ত ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র মৃগকে আক্রমণ করে, সেই রূপ ক্ষত্রিয়-প্রবর যমোপম অভিমন্যু সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই সত্যশ্রবাকে আক্রমণ করিলেন[৩]। সত্যশ্রবা আক্রান্ত হইলে মহারথ গণ ত্বরমাণ হইয়া বিবিধ শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন[৪]। ক্ষত্রিয়-পুঙ্গবগণ 'আমি অগ্রে, আমি অগ্রে' বলিয়া স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক অর্জ্জুন-পুত্রের বধার্থ সমাগত হইলেন[৫]। যেমন সমুদ্র মধ্যে তিমি নামক জলচর ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে পাইয়া গ্রাস করে, সেই রূপ অর্জ্জুন-সুত সেই ধাবমান ক্ষত্রিয়গণের, ধাবমান সেনাগণকে সংহার করিতে লাগিলেন[৬]। যেমন নদী সকল সমুদ্রে গমন করিয়া আর প্রত্যাগত হয় না, সেই রূপ যে যে

অপলায়ী যোধগণ তাঁহার সমীপে গমন করিতে লাগিল, তাহারা আর প্রত্যাগত হইল না[৭]। সেই সমস্ত সেনা সাগর মধ্যে মহা গ্রাহ কর্ত্তৃক গৃহীত ও বায়ু বেগ-কম্পিত নৌকার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল[৮]।

অনন্তর মদ্রদেশাধিপতির রুক্মরথ নামে এক বলবান্ পুত্র অত্রস্ত হইয়া সেই ত্রস্ত সেনাগণকে আশ্বাস করত কহিলেন[৯], হে শূরগণ! ভয় কি! আমি জীবিত থাকিতে এ কি করিতে পারে; আমিই ইহার জীবন সংহার করিব, তাহাতে সংশয় নাই[১০]। এই রূপ বলিয়া সেই বলবান্ রুক্মরথ সুসজ্জিত প্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন[১১]। তিনি অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে তিন, দক্ষিণ বাহুতে তিন এবং বাম বাহুতে তিন বাণ বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিলেন[১২]। অর্জ্জুন-নন্দন তাঁহার শরাসন ও বাহু যুগল ছেদন করিয়া সুন্দর চক্ষু ও ভ্রূযুক্ত মস্তক কর্ত্তন করিয়া ক্ষিতিতলে নিপাতিত করিলেন[১৩]। হে রাজন্! অভিমন্যুর জীবন-সংহারেচ্ছু যশস্বী শল্য-পুত্র মানী রুক্মরথকে অভিমন্যুর হস্তে নিহত ও নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সংগ্রাম-দুর্ম্মদ প্রহার-নিপুণ সুবর্ণ ধ্বজ মহারথ তাঁহার বয়স্য রাজপুত্রগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাল প্রমাণ চাপ আস্ফালন করত শর বর্ষণে অর্জ্জুন-পুত্রকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন[১৪-১৬]। সমরে একাকী শূর অপরাজিত সৌভদ্রকে শিক্ষা-বলসম্পন্ন অতি ক্রোধী শূর তরুণবয়স্ক রাজ-পুত্রগণের শরজালে আচ্ছাদ্যমান অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধন অতি হৃষ্ট হইলেন এবং মনে করিলেন, এবারে অভিমন্যু শমন সদনে গমন করিল[১৭.১৮]। সেই রাজনন্দনগণ নিমেষ মাত্রে প্রত্যেকে নানা বিধ সুবর্ণপুঙ্খ তিন তিন শরে অর্জ্জুন-পুত্রকে অদৃশ্য করিলেন[১৯]। হে নরনাথ! অভিমন্যুকে এবং তাঁহার সারথি, অশ্ব ও ধ্বজের সহিত রথকে কণ্টক ব্যাপ্ত সজারুর ন্যায় শর ব্যাপ্ত

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম[২০]। হে ভারত! তিনি অতি বিদ্ধ ও তোত্র বিদ্ধ গজের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ও দুর্লক্ষ রথ গতি কৌশল প্রয়োগ করিলেন[২১]। পূর্ব্ব কালে অর্জ্জুন তপস্যা করিয়া তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের নিকট যে গান্ধর্ব্ব অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অভিমন্যু তদ্দ্বারা শত্রুদিগকে মোহিত করিলেন[২২]। হে রাজন্! অলাতচক্রের ন্যায় রণ স্থলে ভ্রমণ-পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে সেই অস্ত্র প্রদর্শন করত এক অভিমন্যু যেন শত সহস্র অভিমন্যু হইয়া দৃষ্ট হইতে লাগিলেন[২৩]. হে নৃপ! শত্রুতাপন অভিমন্যু রথচর্য্যা ও অস্ত্র মায়া দ্বারা শত শত ক্ষত্রিয়দিগকে মোহিত করিয়া তাঁহাদিগের শরীর ভেদ করিতে লাগিলেন[২৪]। তাঁহার শানিত শর নিকরে প্রাণীগণের প্রাণ পরলোকে প্রেরিত এবং শরীর সকল পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল[২৫]। তিনি শানিত ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের ধনুক, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, কেয়ুর-ভূষিত বাহু ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন[২৬]। ফলবান্ পঞ্চবর্ষীয় আম্র উদ্যান ভগ্ন হইলে যেমন দৃষ্ট হয়, সেই রূপ সেই শত রাজপুত্রকে অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পতিত হইতে দৃষ্ট হইল[২৭]। দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গসন্নিভ সুকুমার সুখ-সেবিত সেই রাজকুমারগণকে এক মাত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হইলেন[২৮]। রথী, সাদী ও গজ যোদ্ধা সকল পদাতিদিগকে মর্দ্দিত করিয়াই পলায়ন করিতে লাগিল; তাহা অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধন সংক্রুদ্ধ হইয়া সৌভদ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন[২৯]; কিন্তু ক্ষণ মাত্র তাঁহাদিগের উভয়ের তুমুল পূর্ণ সংগ্রাম হইল; পরিশেষে আপনার পুত্র, অভিমন্যুর শর নিকরে প্রপীড়িত হইয়া বিমুখ হইলেন[৩০]।

দুর্য্যোধন পরাজয়ে পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি অনেকের সহিত এক অভিমন্যুর তুমুল ঘোরতর সংগ্রাম ও তাঁহার অত্যদ্ভুত বিশ্বাসাযোগ্য বিক্রম এবং জয় কীর্ত্তন করিতেছ। কিন্তু আমি উহা অতি অদ্ভুত মনে করি না, কারণ তাঁহাদিগের পক্ষে ধর্ম্ম আশ্রয় হইয়াছেন[১.২]। সে যাহা হউক, শত রাজপুত্র নিহত ও দুর্য্যোধন বিমুখ হইলে পর আমার পক্ষ যোধগণ অভিমন্যুর নিমিত্তে কি উপায় করিল[৩]?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা শুষ্ক বদন, চঞ্চল নেত্র, ঘর্ম্মাক্ত, লোমাঞ্চিত দেহ, শত্রু জয়ে নিরুৎসাহ ও পলায়নে কৃতোৎসাহ হইয়া নিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সুহৃদ্ ও অন্যান্য সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব স্ব যান অশ্ব ও হস্তিগণকে ত্বরিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন[৪.৫]। তাঁহাদিগকে সেই রূপে প্রভগ্ন অবলোকন করিয়া দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল, কৃপ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অপরাজিত অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! তাঁহারাও আপনার পৌত্র অভিমন্যুর শর প্রহারে বিমুখ হইলেন[৬.৭]।

অনন্তর একমাত্র সুখপালিত অস্ত্র-বিশারদ মহাতেজা লক্ষ্মণ বাল্য-স্বভাব ও দর্প প্রযুক্ত নির্ভয় হইয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন[৮]। তাঁহার পিতা পুত্রবৎসল দুর্য্যোধন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অন্যান্য মহারথগণও দুর্য্যোধনের অনুগামী হইলেন[৯]। যেমন বারিধর পর্ব্বতো পরিবারি ধারা বর্ষণ করে, সেই রূপ তাঁহারা অর্জ্জুন-নন্দনের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন চতুর্দ্দিগ্‌গামী বায়ু মেঘ বিচলিত করে, সেই রূপ তিনি একাকী তাঁহাদিগকে বিচলিত করিলেন[১০]। যে প্রকার এক মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, সেই প্রকার তিনি দুর্দ্ধর্ষ

প্রিয়দর্শন পিতৃ সমীপস্থিত শূর ধনুর্দ্ধর অত্যন্ত সুখসংবর্দ্ধিত কুবের-পুত্র সদৃশ আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিলেন[১১-১২]। লক্ষ্মণও তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া নিশিত শর দ্বারা বীর-শত্রু-হন্তা অভিমন্যুর দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন[১৩]। হে মহারাজ! আপনার পৌত্র মহাবাহু অভিমন্যু দণ্ডাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণকে কহিলেন[১৪], হে লক্ষ্মণ! তোমারে পরলোকে গমন করিতে হইবে; এই সময় সুন্দর রূপে ইহলোক সন্দর্শন কর; আমি তোমার বান্ধবগণের সমক্ষে তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি[১৫]। বীর শত্রুহন্তা মহাবাহু অভিমন্যু এই রূপ বলিয়া নির্মোক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ-সন্নিভ এক ভল্ল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন[১৬]। সেই ভল্ল অভিমন্যুর ভুজ নিষ্ক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণের সুনাসা, সুকেশ ও সুন্দর ভ্রূ শোভিত সুদর্শনীয় সকুণ্ডল মস্তক হরণ করিল[১৭]। রাজ-পুত্র লক্ষ্মণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। অনন্তর ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন প্রিয় পুত্রের পতন দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, তোমরা এই অভিমন্যুকে বধ কর। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও হৃদিকনন্দন কৃতবর্ম্মা, এই ছয় রথী অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করিলেন। অভিমন্যু তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও পরাঙ্মুখ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সিন্ধুরাজের মহা সৈন্য আক্রমণ করিতে বেগে গমন করিলেন। বর্ম্মধারী কলিঙ্গ ও নিষাদ গণ এবং বীর্য্যবান্ ক্রাথরাজ-পুত্র গজ সৈন্য দ্বারা তাঁহার পথ রোধ করিলেন। হে নরনাথ! তৎ কালে তাঁহাদিগের অতি সুদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল[১৮-২২]। যেমন সদাগতি বায়ু আকাশে জলদগণকে বিধ্বস্ত করে, সেই রূপ অর্জ্জুন-পুত্র গজ-সৈন্যকে অবলীলাক্রমে দলন করিতে লাগিলেন[২৩]। অনন্তর ক্রাথপুত্র শর সমূহ দ্বারা

তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিলেন, তাহা অবলোকন করিয়া দ্রোণ প্রভৃতি রথীগণ পুনরায় তাঁহার প্রতি পরমাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে সমীপে অভিগত হইলেন। অভিমন্যু ত্বরান্বিত হইয়া বাণে বাণে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া ক্রাথপুত্রের বধ মানসে অপ্রমেয় শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে পীড়িত করিলেন, অনন্তর তাঁহার ধনুর্ব্বাণ ও কেয়ুর সহিত বাহু দ্বয় এবং ধ্বজ, ছত্র, সারথি, অশ্বগণ ও কিরীট-শোভিত মস্তক এক বারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! কুল, শীল, জ্ঞান, বল, কীর্ত্তি ও অস্ত্রবলে সুসম্পন্ন সেই ক্রাথপুত্র নিপতিত হইলে, সেই সকল বীর পুরুষেরা সকলেই প্রায় রণ-বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন[২৪-২৭]।

ক্রাথ বধে ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ত্রিবর্ষীয় বলবান্ কুলীন নভোমণ্ডলে লম্ফনকারী অশ্ব যোজিত রথে সমারূঢ় তরুণ বয়স্ক, সমরে অপরাজিত অভিমন্যুকে কুলানুরূপ কর্ম্ম করত সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ শূরেরা নিবারণ করিয়াছিলেন[১.২]?

সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডু-নন্দন অভিমন্যু ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই নিশিত শর নিকর দ্বারা আপনার পক্ষ সমস্ত পার্থিবগণকে বিমুখ করিলেন[৩]। অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল, হৃদিক নন্দন কৃতবর্ম্মা, এই ছয় রথী তাঁহাকে প্রতিরোধ করিলেন[৪]। হে মহারাজ! আপনার সৈন্যগণ সিন্ধুরাজের প্রতি গুরুতর ভার সমর্পিত হইয়াছে সন্দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল[৫]। অন্যান্য মহাবল বীরগণ তাল প্রমাণ শরাসন আকর্ষণ করত বীর অভিমন্যুর প্রতি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন[৬]। বীর-শত্রু-হন্তা অভিমন্যু রণে বাণ দ্বারা

সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর সর্ব্ব বিদ্যাপারগ বীরগণকে স্তম্ভিত করিলেন[৭], এবং দ্রোণকে পঞ্চাশৎ, বৃহদ্বলকে বিংশতি, কৃতবর্ম্মাকে অশীতি, কৃপকে ষষ্টি এবং অশ্বত্থামাকে সুবর্ণ পুঙ্খ মহাবেগ গামী দশ বাণ আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া বিদ্ধ করিলেন[৮ ৯]। পরে শত্রুগণের সমক্ষে জলপায়িত শাণিত কর্ণি অস্ত্রে কর্ণের কর্ণ বিদ্ধ করিলেন[১০]। অনন্তর তিনি কৃপাচার্য্যের অশ্বগণ, পার্ষ্ণি রক্ষক ও সারথিকে নিপাতিত করিয়া দশ বাণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন[১১]। বলবান্ অভিমন্যু আপনার বীর পুত্রগণের সমক্ষে কুরুবংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বৃন্দারক নামে মহাবীরের প্রাণ বিনাশ করিলেন[১২]। অশ্বত্থামা অভিমন্যুকে শত্রুদিগের প্রধান প্রধান যোদ্ধারে নির্ভয়ে নিপাতিত করিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন[১৩]। হে নরপাল! অভিমন্যুও আপনার পুত্রগণের সমক্ষে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে অশ্বত্থামাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন[১৪]। অশ্বত্থামা মৈনাক পর্ব্বতোপম অভিমন্যুকে অতি তীক্ষ্ণ বক্রধার উগ্রতর ষষ্টি বাণে বিদ্ধ করিয়াও কম্পিত করিতে পারিলেন না[১৫]। অনন্তর বলবান্ মহাতেজা অভিমন্যু দ্বিসপ্ততি স্বর্ণপুঙ্খ অজিহ্মগ শরে অপকারী অশ্বত্থামাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন[১৬]। পুত্রবৎসল দ্রোণ অভিমন্যুর প্রতি শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং অশ্বত্থামাও পিতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অভিমন্যুর উপর ষষ্টি বাণ নিক্ষেপ করিলেন[১৭], এবং কর্ণ দ্বাবিংশতি, কৃতবর্ম্মা চতুর্দ্দশ, বৃহদ্বল পঞ্চাশৎ ও শারদ্বত কৃপ দশ ভল্ল প্রহার করিলেন[১৮]। অভিমন্যু সর্ব্ব দিক্ হইতে তাঁহাদিগের শাণিত শরে পীড্যমান হইয়া তাঁহারদিগের প্রত্যেককে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন[১৯]। কোশলাধিপতি বৃহদ্বল তাঁহার বক্ষঃস্থলে কর্ণি প্রহার করিলেন। তিনি কোশলাধিপের অশ্ব, ধ্বজ, শরাসন ও সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন[২০]। অনন্তর কোশলরাজ বিরথ হইয়া খড়্গ

চর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার দেহ হইতে সকুণ্ডল মস্তক ছেদন করিতে অভিলাষ করিলেন[২১], ইত্যবসরে অভিমন্যু কোশলরাজ-পুত্র বৃহদ্-বলের হৃদয়ে বাণ বেধ করিবা মাত্র বৃহদ্বল ভিন্নহৃদয় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন[২২]। পরে অভিমন্যু খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী দশ সহস্র মহাত্মা ক্ষত্রিয়দিগকে অশিব বাক্য প্রয়োগ করিতে অবলোকন করিয়া তা-হাদিগকে ভগ্ন করিলেন[২৩]। অভিমন্যু এই রূপে রণে বৃহদ্বলকে নি-পাতিত করিয়া শরবৃষ্টি দ্বারা আপনার যোধগণকে স্তব্ধ করিতে লা-গিলেন[২৪]।

বৃহদ্বল বধে সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! অভিমন্যু কর্ণকে সাতিশয় প্রকোপিত করিবার মানসে পুনর্ব্বার তাঁহার কর্ণে কর্ণি বাণ বিদ্ধ করিয়া পঞ্চা-শৎ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[১]। হে ভারত! কর্ণও তাঁহাকে তাবৎ পরিমিত শর দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অভিমন্যু কর্ণের নি-ক্ষিপ্ত শর সমূহে সমাচিত সর্ব্বাঙ্গ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন[২] এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ণের দেহও রুধিরাক্ত করিলেন। শূর কর্ণও শরাচিত সর্ব্বাঙ্গ ও শোণিতাপ্লুত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন[৩]। অভিমন্যু ও কর্ণ দুই মহাত্মাই শরাচিত সর্ব্বাঙ্গ ও রুধিরাপ্লুত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন[৪]। অনন্তর অভিমন্যু কর্ণের চিত্রযোধী শূর ছয় জন মন্ত্রীকে অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিনাশ করিলেন[৫] এবং অসম্ভ্রান্ত চিত্তে দশ দশ শরে অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৬]। অনন্তর ছয় অজিহ্মগ শরে মগধরাজ-পুত্রকে বিনাশ করিয়া অশ্ব ও সারথি সহিত তরুণ-বয়স্ক অশ্বকেতুকে নিপাতিত করিলেন[৭]।

তৎ পরে এক ক্ষুরপ্র দ্বারা কুঞ্জর-ধ্বজ মার্ত্তিকাবত দেশীয় ভোজ-কে উন্মথিত করিয়া শর বর্ষণ করত সিংহনাদ করিতে লাগি-লেন[৮]।

অনন্তর দুঃশাসন-নন্দন চারি শরে অভিমন্যুর চারি অশ্ব ও এক শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করি-লেন[৯]। অনন্তর অভিমন্যু ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া সাত বাণে দুঃ-শাসন-পুত্রকে বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন[১০], তোমার পিতা কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন; ভাগ্য-ক্রমে তুমি যুদ্ধ করিতে জান, কিন্তু অদ্য আমার নিকট হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না[১১]। এই কথা বলিয়া কর্ম্মকার পরিমার্জ্জিত এক নারাচ দুঃশাসন-পুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু অশ্বত্থামা তিন শরে সেই নারাচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন[১২]। পরে অভিমন্যু অশ্বত্থামার ধ্বজ ছেদন করিয়া তিন বাণে শল্যকে তাড়না করিলেন। শল্যও অসম্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া গৃধ্রপত্র যুক্ত নয় বাণে অভিমন্যুর হৃদয়ে আঘাত করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অনন্তর তিনি শল্যের শরাসন ছেদন করিয়া পার্ষ্ণি রক্ষক ও সারথিকে হননান্তর লৌহময় ছয় শরে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন; শল্য অন্য রথে আরোহণ করি-লেন। অনন্তর অভিমন্যু শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চ্চা ও সূর্য্যভাস এই পঞ্চ জনকে বধ করিয়া শকুনিকে বিদ্ধ করিলেন, শকুনি তাঁহাকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন[১৩-১৬]। হে মহারাজ! আমরা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে বধ করি; নতুবা এ অগ্রেই আমাদিগকে এক এক করিয়া বিনাশ করিবে। অনন্তর সূর্য্যপুত্র কর্ণও দ্রোণকে কহিলেন, এ অগ্রেই আমাদিগের সকলকেই বধ করিতেছে, অতএব আপনি শীঘ্র ইহার বধোপায় বলুন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ তাঁহাদিগের সকলকে কহিলেন[১৭-১৮], তোমাদিগের

মধ্যে কি কেহ এমন আছে যে, এই কুমারের ক্ষণ মাত্র অবকাশ দেখিতে পায়? এ পিতার অনুরূপ সর্ব্ব দিকে বিচরণ করিতেছে[১৯]; দেখ, ইহার কি রূপ লঘুচারিতা! এই কুমার এমন শীঘ্র শীঘ্র বাণ সন্ধান ও নিক্ষেপ করিতেছে যে, ইহার রথবর্ত্মে কেবল ধনুর্ম্মণ্ডলই দৃষ্ট হইতেছে। এই বীর-শত্রু-হন্তা সুভদ্রাপুত্র পুনঃপুন শর দ্বারা আমার প্রাণ ব্যথিত ও মোহিত করিতেছে; পরন্তু আমি ইহার কার্য্য অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইতেছি। সমরে ইহার লঘু বিচরণ সন্দর্শন করিয়া আমার অতীব আনন্দ জন্মিতেছে[২০-২২]। মহারথগণ সংরব্ধ হইয়া ইহার অণু মাত্রও রন্ধ্র দেখিতে পাইতেছেন না। সমরে মহাস্ত্র সকল যে রূপ হঘুহস্তে সর্ব্ব দিকে ক্ষেপণ করিতেছে, তাহাতে ইহাকে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন অপেক্ষা কোন রূপে বিশেষ বোধ হয় না। অনন্তর কর্ণ অভিমন্যুর শরে আহত হইয়া পুনরায় দ্রোণকে কহিরিবার[২৩.২৪], আমি অভিমন্যুর শরে পীড্যমান হইয়া আর অবস্থান করিতে পারি না, তবে সমরে অবস্থান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই অবস্থান করিতেছি; তেজস্বী কুমারের পরম দারুণ অগ্নি সম ঘোরতর শর সকল আমার হৃদয় ব্যথিত করিতেছে।

আচার্য্য অল্প হাস্য করিয়া কর্ণকে কহিলেন[২৫-২], ইহার কবচ অভেদ্য এবং এই যুবা আশুপরাক্রম, এবং আমি ইহার পিতাকে কবচ ধারণের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম[২৭]; এই শত্রুপুর-বিজয়ী কুমার তাহার স্থানে সেই কবচ ধারণের সমুদায় কৌশল শিক্ষা করিয়াছে। হে রাধানন্দন! তোমরা যদি সমাহিত হইয়া বাণ সমূহ দ্বারা ইহার ধনুক, জ্যা, প্রগ্রহ, অশ্ব, পার্ষ্ণি ও সারথিকে ছেদন করিতে সমর্থ হও, তবে তাহাই কর[২৮-২৯]; পশ্চাৎ ইহাকে বিমুখ করিয়া প্রহার করিও। ইহার ধনুর্ব্বাণ থাকিতে দেবাসুর গণও ইহাকে জয়

করিতে পারিবেন না ৩০। যদি তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, তবে ইহাকে বিরথ ও শরাসন শূন্য কর। কর্ণ আচার্য্যের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরা সহকারে বাণ দ্বারা সেই লঘুহস্ত কুমারের শর নিক্ষেপ কালে শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ভোজ তাঁহার অশ্ব এবং কৃপাচার্য্য তাঁহার পার্ষ্ণিরক্ষক ও সারথিকে বিনাশ করিলেন ৩১.৩২। অবশিষ্ট মহারথেরা ছিন্নধন্বা সেই বালকের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই ছয় মহারথ ত্বরাবান্ ও নির্দ্দয় হইয়া অনবরত শর বর্ষণে রথ-বিহীন সেই কুমারকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সেই শ্রীমান্ বালক রথ বিহীন ও হত শরাসন হইয়া স্বকীয় ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে খড়্গ চর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক আকাশমার্গে উৎপতিত হইলেন। তিনি পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগে পেচকাদি সদৃশ গতি ক্রমে অতিশয় বল প্রকাশ ও লাঘব সহকারে আকাশে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধরগণ, 'ঐ খড়্গধারী অভিমন্যু আমার উপর নিপতিত হইবে মনে করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করত তাঁহার রন্ধ্রান্বেষী হইয়া তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা শত্রুঞ্জয়ী দ্রোণ ত্বরান্বিত হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার মুষ্টিবৃত মণিময় মুষ্টি শোভিত খড়্গ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণ কতক গুলি নিশিত বাণে তাঁহার উত্তম চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন ৩৩-৩৮। তিনি খড়্গ চর্ম্ম রহিত ও শরপূর্ণ-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে লম্ফ প্রদান করত অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে অবতরণ-পূর্ব্বক চক্র গ্রহণ করিয়া দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন ৩৯। তাঁহার অঙ্গ চক্র ও ধূলি দ্বারা উজ্জ্বল এবং উন্নত হস্তে চক্র ধৃত হওয়াতে তিনি অতীব শোভমান হইলেন; তিনি চক্র হস্তে বাসুদেবের অনুরূপ কার্য্য করিয়া ক্ষণ কাল ভয়ঙ্কর রূপে রণে অবস্থান করিলেন ৪০। ঐ কালে অমিত ব[illegible]

ঘোরতর সিংহনাদ কারী, রাজগণ মধ্য স্থিত মহাবীর অভি-

মন্যুর দেহ হইতে শোণিত বিনির্গত হইয়া বস্ত্র রক্তবর্ণ ও ভ্রূকুটি দ্বারা ললাট ফলক কুটিল হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা হইল[৪১]।

অভিমন্যু বিরথ করণে অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোন পঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, বিষ্ণু-ভগিনী সুভদ্রার আনন্দকর অতিরথ অভিমন্যু বিষ্ণুর ন্যায় আয়ুধ ধারণ করিয়া যেন দ্বিতীয় জনার্দ্দন হইয়া রণে বিরাজমান হইলেন[১]। রাজগণ তাঁহার পবনোদ্ধূত কেশাগ্র যুক্ত ও উদ্যত প্রধানাস্ত্র এবং দেবগণেরও দুর্দ্দর্শনীয় শরীর সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার সেই চক্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। মহারথ অভিমন্যু তখন এক মহাগদা গ্রহণ করিলেন[২-৩]। শত্রুগণ তাঁহাকে শরাসন, রথ ও চক্র বিহীন করিলেও তিনি গদা হস্তে অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন[৪]। নরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা তাঁহার সেই জ্বলন্ত বজ্র সদৃশ উদ্যত মহাগদা অবলোকন করিয়া তিন পদ লম্ফ প্রদান করত রথ হইতে পলায়ন করিলেন[৫]। পরন্তু অভিমন্যু সেই গদা দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্ব, পার্ষ্ণি-রক্ষক ও সারথিকে সংহার করিয়া শরাচিত সর্ব্বাঙ্গে সজারুর ন্যায় দৃষ্ট হইলেন[৬]। অনন্তর তিনি সুবল-দায়াদ কালিকেয় এবং তাঁহার অনুচর গান্ধার দেশীয় সপ্ত সপ্ততি যোদ্ধা এবং ব্রহ্ম ও বশাতি দেশীয় দশ জন রথী ও কৈকেয় দেশীয় সপ্ত রথী ও দশ কুঞ্জর ধ্বংস করিলেন[৭-৮]। পরে সেই গদা দ্বারা দুঃশাসন-পুত্রের অশ্ব সহিত রথ চূর্ণ করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন-পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া গদা উত্তোলনপূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইলেন। যেমন পূর্ব্ব কালে মহাদেব এবং অন্ধকাসুর পরস্পর প্রহার করিয়াছিলেন,

সেই রূপ তাঁহারা দুই ভ্রাতায় গদা উদ্যত করিয়া পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন দুই বীর রণ মধ্যে এই রূপ প্রহার করিতে করিতে উভয়েই গদাহত হইয়া ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর কুরুগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন দুঃশাসন-পুত্র উত্থিত হইয়া, অভিমন্যু উত্থিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মস্তকে গদা প্রহার করিলেন। বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু একে ব্যায়ামে আক্রান্ত ছিলেন, তাহাতে আবার মহাবেগ-পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে গদাঘাত হওয়াতে তিনি বিচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। হে রাজন্! এক বন্য হস্তী বহুব্যাধ-কর্ত্তৃক নিহত হইলে যেরূপ শোভিত হয়, সেই রূপ সেই এক বীর, হস্তীর পদ্মবন ভঞ্জনের ন্যায়, সমস্ত সেনা ক্ষোভিত করিয়া বহু জন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণ স্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন[৯-১৫]। যেমন হেমন্ত কালের পরে দাব দাহ করিয়া অগ্নি শান্ত হয়, সেই রূপ শান্ত ও পতিত সেই শূর অভিমন্যুকে আপনার যোধগণ পরিবেষ্টন করিলেন[১৬]। যেমন প্রবল পবন, বৃক্ষাগ্র ভগ্ন করিয়া নিবৃত্ত হয়, এবং সূর্য্য জগৎ সন্তাপিত করিয়া অস্তগত হয়, সেই রূপ কুরু-সৈন্যকে সন্তাপিত ও ভগ্ন করিয়া ভূপতিত, অস্তগত রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ও শুষ্ক সাগর সদৃশ, পূর্ণচন্দ্র-বদন, কাকপক্ষাবৃতলোচন অভিমন্যুকে অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষীয় মহারথী গণ পরম হর্ষ সহকারে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[১৭-১৯]। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোধগণের পরম হর্ষ হইল, কিন্তু প্রতিপক্ষ বীরগণের নেত্র হইতে জলধারা গলিত হইতে লাগিল[২০]। অন্তরীক্ষস্থ প্রাণিগণ বীর অভিমন্যুকে অম্বর-চ্যুত চন্দ্রের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন[২১], "দ্রোণ প্রভৃতি ছয় জন মহারথী যে একমাত্র বালককে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিল, ইহা আমাদিগের মতে ধর্ম্ম্য কার্য্য হয় নাই[২২]।"

মহারাজ! যেমন নক্ষত্র-মালা সম্পন্ন নভোমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র দ্বারা শোভা পায়, সেই মহাবীর অভিমন্যু নিহত ও পতিত হইলে মেদিনী সেই রূপ বহুধা শোভমানা হইল[২৩]। রুক্ম-পুঙ্খ শর, বীরগণের সকুণ্ডল দীপ্যমান মস্তক, বিচিত্র পরিস্তোম, পতাকা, চামর, চিত্রকম্বল, ছিন্ন ভিন্ন উত্তম উত্তম বস্ত্র, রথ, নাগ, অশ্ব ও মনুষ্যের সুপ্রভ অলঙ্কার, মোকমুক্ত ভুজঙ্গম সদৃশ শানিত পীত খড়্গ, ছিন্ন ধনুক, শর, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, কম্পন ও অন্যান্য বিবিধ আয়ুধ সমূহে রণভূমি পরিব্যাপ্তা ও রুধির সমূহে পরিপ্লুতা হইয়া শোভমানা হইল[২৪-২৭]। অভিমন্যুর অস্ত্রে নিপাতিত শোণিত সিক্ত আরোহির সহিত নির্জীব ও শ্বাস যুক্ত অশ্ব সমূহ, অঙ্কুশধারী মহামাত্র, বর্ম্ম আয়ুধ ও ধ্বজ সহিত শরোন্মথিত পর্ব্বতাকার বিস্তীর্ণ হস্তি সমূহ, নিহত গজ সমন্বিত ক্ষুভিত হ্রদের ন্যায় বিস্তীর্ণ অশ্ব সারথি বিহীন মহা মহা ভগ্ন রথ এবং বিবিধাস্ত্র-ভূষিত নিহত পদাতি নিকরে রণভূমি বিষমা, ঘোররূপা ও ভীরুগণের ত্রাস-জনিকা হইল[২৮-৩১]। সেই চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ দ্যুতিমান্ বীরকে পতিত অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষ যোধগণের পরম হর্ষ ও পাণ্ডব পক্ষগণের অতীব কষ্ট হইল[৩২]। হে রাজন্! অপ্রাপ্ত যৌবন শিশু অভিমন্যু নিহত হইলে ধর্ম্মরাজের সমস্ত সেনা তাঁহার সমক্ষে পলায়ন করিতে লাগিল[৩৩]। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, অভিমন্যুর বিনাশে সৈন্যদিগকে দুঃখিত ও পলায়মান অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন[৩৪], আমাদিগের সেই বীর অভিমন্যু যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইয়া হত হইয়াছে, সুতরাং তাহার স্বর্গ লাভ হইয়াছে; তোমরা স্থির হও; ভয় করিও না, আমরা শত্রু জয় করিব[৩৫]। যোধপ্রধান মহাতেজা মহাবিক্রম ধর্ম্মরাজ দুঃখিত সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার এইরূপ বলিয়া দুঃখের অপনোদন করিলেন[৩৬]। হে বীরগণ! অভিমন্যু অগ্রে যুদ্ধে সর্প সম শত্রু রাজপুত্রগণকে নিপাতিত করিয়া

পশ্চাৎ তাহাদিগের অনুগমন করিয়াছে[৩৭]। অভিমন্যু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমান কার্য্য করিয়া দশ সহস্র যোদ্ধা ও মহারথ কোশলাধিপতিকে বধ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছে[৩৮]। পুণ্যকর্ম্মা অভিমন্যু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া সহস্র সহস্র রথী, সাদী, গজী ও পদাতিদিগকে নিপাতিত করিয়া সংগ্রাম হইতে পুণ্যবান্ লোকদিগের নির্জ্জিত ভাস্বর লোকে গমন করিয়াছে; অতএব তাহার নিমিত্তে শোক কি[৩৯]?

একোন পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমরা পাণ্ডবদিগের সেই প্রধান বীরকে নিপাতিত করিয়া শর নিকরে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবরে সায়াহ্নে শিবিরে গমন করিতে লাগিলাম[১]; গমন করিতে করিতে দেখিলাম, বিপক্ষেরা গ্লানি যুক্ত ও বিচেতন প্রায় হইয়া শনৈঃশনৈ রণ স্থল হইতে গমন করিতেছেন[২]। দিবাকর অস্তাচলের পদ্মাকৃতি মুকুট স্বরূপ হইয়া অবলম্বমান হইলেন; শিবা রবে ভয়ঙ্কর, অশিব ও অদ্ভুত রূপ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল[৩]। দিবাকর উত্তম অসি, শক্তি, ঋষ্টি, বরূথ, চর্ম্ম ও অলঙ্কার সমুদায়ের প্রভা হরণ পূর্ব্বক আকাশ ও ভূমণ্ডল যেন একাকার করিয়াই স্বীয় প্রিয় কলেবর পাবক মধ্যে প্রবেশ করাইলেন[৪]। বজ্রপাতিত, মহামেঘ সমূহ ও অচল শৃঙ্গ সন্নিভ, বৈজয়ন্তী অঙ্কুশ বর্ম্ম ও মহামাত্র সহিত অনেক নিপাতিত গজে পৃথিবী পরিকীর্ণা হইয়া অগম্যা হইয়াছিল[৫]। মহারথ সকলের রথী, অশ্ব ও সারথি সকল নিহত, উপকরণ ও সমভিব্যাহারী পদাতি সকল চূর্ণিত এবং ধ্বজ পতাকা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল; হে নরাধিপ! নগর সকল শত্রু কর্ত্তৃক নিহত ও ছিন্ন ভিন্ন হইলে

পৃথিবী যেরূপ দৃশ্য হয়, ঐ সকল চূর্ণিত রথ দ্বারা রণস্থল সেই রূপ দৃশ্য হইতেছিল। অনেকানেক আরোহীর সহিত অশ্ব এবং রথের অশ্ব সকল নিহত ও তাহাদিগের কাহারো জিহ্বা, কাহারো অন্ত্র ও কাহারো চক্ষু নিক্ষিপ্ত এবং অলঙ্কার ও আস্তরণ সকল প্রবিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; পৃথক্ পৃথক্ রূপ ঐ সকল নিপতিত অশ্বে ধরাতল ভয়ঙ্কর বিকট দর্শন হইয়াছিল[৬-৭]। মহার্হ শয্যায় শয়ন-যোগ্য রাজ গণ তৎ কালে নিহত হইয়া অনাথের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র ও বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন এবং হস্তী অশ্ব রথ ও অনুগগণ বিপন্ন হইয়াছিল[৮]। কুক্কুর, শৃগাল, বায়স, বক, সুপর্ণ, বৃক, তরক্ষু, রক্তপায়ী পক্ষিগণ এবং ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও পিশাচগণ অতীব হর্ষিত হইয়া মৃত মনুষ্যাদির ত্বক্ ভেদ-পূর্ব্বক শোণিত, বসা, মজ্জা, মাংস ও অন্ত্র পান ভোজন ও আকর্ষণ করিতেছিল। অনেক রাক্ষস হাস্য-পূর্ব্বক শব আকর্ষণ করিতে ছিল[৯-১০]। তৎ কালে রণাঙ্গনের মধ্য দিয়া ভয়াবহ বৈতরণী নদীর ন্যায়, যোধবরগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিতা শরীর-সংঘাত প্রবাহিণী এক অতি ভয়ানক নদী বহিতেছিল। রক্ত উহার জল, রথ উহাতে উড়ুপ কুঞ্জর গণ পর্ব্বত স্বরূপ, মানুষের মস্তক উহার উপলখণ্ড, মাংস উহার কর্দ্দম এবং ছিন্ন ভিন্ন নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র উহাতে মাল্য স্বরূপ হইয়াছিল এবং মৃত ও অর্দ্ধমৃত প্রাণী সকল উহাতে প্রবাহিত হইতেছিল[১১-১২]। ঐ নদীতে প্রাণীদিগের ভয়প্রদ দুর্দ্দর্শনীয় ভয়ঙ্কর রূপ ভৈরবগণ, পিশাচ সমূহ এবং কুক্কুর, শৃগাল ও মাংসাশী পক্ষীগণ আনন্দিত হইয়া পান ভোজন করিতেছিল[১৩]। এবং স্থানে স্থানে কবন্ধ সমূহ সমুত্থান ও উল্লম্ফন-পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছিল। মহারাজ! মনুষ্যগণ সেই সন্ধ্যা সময়ে তাদৃশ যমরাষ্ট্রবর্দ্ধন উগ্রদর্শন রণ ভূমি শনৈঃশনৈ অবলোকন-পূর্ব্বক তথা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন[১৪]। তাঁহারা আগমন কালে ইন্দ্র-তুল্য মহারথ

অভিমন্যুকে নিপতিত দেখিতে পাইলেন; তাঁহার মহার্হ আভরণ অপগত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে রণ স্থলে বেদিস্থ আহুতি-শূন্য অনুজ্জ্বল অগ্নির ন্যায় নিরীক্ষণ করিলেন[৫]।

অভিমন্যু বধে পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই রথযূথপতি মহা বীর সুভদ্রা-নন্দন নিহত হইলে সমস্ত যোধগণ তদ্গত-চিত্ত ও শোক কাতর হইয়া রথ, বর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন[১-২]। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবীর মহা-রথ ভ্রাতৃপুত্র অভিমন্যুর শোকে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন[৩]। হা! যেমন গো-গণের মধ্যে কেশরী প্রবেশ করে, সেই রূপ অভিমন্যু আমার প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত অবাধে দ্রোণ-বিরচিত ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল[৪]। যাহার অস্ত্র প্রভাবে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ শূর মহাধনুর্দ্ধর সুশিক্ষিতাস্ত্র বিপক্ষ পক্ষ বীর গণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল[৫], এবং যে আমাদিগের অত্যন্ত শত্রু দুঃশা-সনকে রণে বিচেতন ও পরাঙ্মুখ করিয়াছিল[৬], সেই বীর দুস্তর মহা-র্ণব সদৃশ দ্রোণ সৈন্য ভেদ করিয়া পরিশেষে দুঃশাসন-পুত্রের গদা প্রহারে বৈবস্বত সদনে গমন করিল[৭]। এক্ষণে আমি অর্জ্জুন ও মহা-ভাগা সুভদ্রারে কি প্রকারে অবলোকন করিব! আহা! তিনি আর প্রিয় পুত্রকে দেখিতে পাইবেন না[৮]! আমরা সেই কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের নিকট কি প্রকারে এই অর্থ-শূন্য অসম্বদ্ধ অসমীচীন বাক্য কহিব[৯]। আমিই স্বার্থকাম ও জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সুভদ্রা, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের ঈদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিলাম[১০]! লুব্ধ ব্যক্তি কদাপি দোষ জানিতে পারে না; মনুষ্যের মোহ বশতই লোভে প্রবৃত্তি হয়; যেমন মধু-

লাভার্থী ব্যক্তি পর্ব্বতে আরোহণ করে, আপনার পতন সম্ভাবনা বুঝিতে পারে না, সেই রূপ আমি ঈদৃশ বিপদ্ বুঝিতে পারি নাই[১১]। সুভোজ্য, যান, শয্যা ও ভূষণ দিয়া যাহার পুরস্কার করা সমুচিত হয়, আমরা ঈদৃশ বালককে রণে পুরস্কৃত করিলাম[১২]। সৎস্বভাব সম্পন্ন অশ্ব যেমন বিষম গহনে প্রেরিত হইলে তাহার মঙ্গল হয় না, তদ্রূপ সমরানভিজ্ঞ ষোড়শ বর্ষীয় বালক অভিমন্যুর এই বিষম সঙ্কটে কি রূপে মঙ্গল হইবে[১২]? হায়! আমরাও সেই কোপপ্রদীপ্ত বীভৎসুর দীন নয়নানলে দগ্ধ হইয়া অদ্য ভূতলে অভিমন্যুর অনুশায়ী হইব[১৪]। যিনি অলুব্ধ, বুদ্ধিমান, লজ্জাশীল, ক্ষমাবান্, রূপবান্, বলবান্, দৃঢ় শরীর, মানী, ধীর, লোকপ্রিয়, সত্যপরায়ণ ও তেজস্বী, এবং যাঁহার কর্ম্ম বর্দ্ধনশীল, পণ্ডিতগণ যাঁহার কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন, যিনি যুদ্ধে নিবাতকবচ ও কালকেয়গণকে বিনাশ করিয়াছেন[১৫-১৬], যিনি চক্ষুর্নিমেষ মাত্রে হিরণ্যপুরবাসী ইন্দ্র-শত্রু পুলোম নন্দন গণকে সগণের সহিত নিধন করিয়াছেন[১৭], এবং যে বিভু, অভয়ার্থী শত্রু গণকে ও অভয় দান করেন, আমরা অদ্য ভয় প্রযুক্ত তাঁহার পুত্রকে রণে রক্ষা করিতে পারিলাম না[১৮]? পরন্তু দুর্য্যোধন পক্ষ যোদ্ধাদিগের সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, কেননা ধনঞ্জয়, পুত্রের বিনাশে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরবগণকে নিঃশেষিত করিবেন[১৯]। ক্ষুদ্রাশয় ক্ষুদ্র-সহায় দুর্য্যোধন স্ব পক্ষ ক্ষয় দেখিয়া আতুর ও শোকাকুল হইয়া অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিবে[২০]। এই দেবরাজ-পৌত্র অপ্রতিম-বীর্য্য অনন্য-পৌরুষ অভিমন্যুর বিনাশ অবলোকন করিয়া আমার জয় কি রাজ্য কি অমরত্ব লাভ কি সুরগণের সহবাস, কিছুই আর প্রীতিকর হইবার নহে[২১]॥

যুধিষ্ঠির বিলাপে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বিলাপ করিতে জানিতে পারিয়া তথায় সহসা আগমন করিলেন[১]। ভ্রাতৃপুত্র বধজনিত শোক সন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথা বিধি অর্চ্চনা করিলে, তিনি উপবেশন করিলেন[২]। অনন্তর রাজা তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! অধার্ম্মিক মহারথ মহাধনুর্দ্ধর বহু জন পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এক অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছে[৩]। বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু, বালক ছিল বটে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি বালকের ন্যায় ছিল না; সে অনুপায়েও বিশেষ রূপে যুদ্ধ করিয়াছিল[৪]। আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম "তুমি সমরে বিপক্ষের ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার প্রস্তুত কর, আমরা তদ্দ্বারা প্রবেশ করিব।" অনন্তর সে ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, আমরা তাহার অনুগমন করিতে ছিলাম; কিন্তু সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আমাদিগকে নিবারণ করিল[৫]। যুদ্ধজীবী ক্ষত্রিয়দিগের সমানে সমানে যুদ্ধ করাই বিহিত; কিন্তু শত্রুগণ যে ঈদৃশ অন্যায় যুদ্ধ করিয়া বালক অভিমন্যুকে বিনাশ করিল, তন্নিমিত্ত আমি সাতিশয় সন্তপ্ত ও শোকার্ত্ত হইয়াছি; তাহাই পুনঃপুন চিন্তা করিতেছি; কোন প্রকারে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না[৬.৭]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপ! ভগবান্ ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে শোক-ব্যাকুল মানসে বিলাপ করিতে অবলোকন করিয়া কহিলেন[৮], হে ভরতর্ষভ যুধিষ্ঠির! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ এবং সর্ব্ব শাস্ত্রবিশারদ; তোমার সদৃশ মহাত্মারা বিপদে মুগ্ধ হন না[৯]। সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন পুরুষ-প্রধান বালক হইয়া ও রণে বহু বহু শত্রু ধ্বংস-পূর্ব্বক অবালক সদৃশ কর্ম্ম করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে[১০]। যুধিষ্ঠির! মৃত্যুকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না; মৃত্যু দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণকে ও সংহার করে[১১]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এই মহাবল পরাক্রান্ত পৃথিবীপাল সকল নিহত হইয়া সেনাগণ মধ্যে মৃতসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছেন[১২]। কেহ অযুত নাগের বলধারী, কেহ বা বায়ু সম বেগ ও বলবিশিষ্ট কিন্তু তাঁহারাও তত্তুল্য বল বীর্য্য শালী মনুষ্য কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন[১৩]। তাঁহাদিগের হন্তা যে কেহ রণ স্থলে কোথাও ছিল এমন বোধ হয় নাই; কারণ তাঁহারা সকলেই বিক্রম, তেজ ও বল সমন্বিত ছিলেন[১৪]। সকলেরই মনে মনে "আমি জয় করিব, আমি জয় করিব" এই রূপ নিশ্চয় ছিল, অথচ সেই সকল প্রাজ্ঞ বীর পুরুষেরা গতায়ু হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছেন[১৫]। এবং মৃত এই শব্দ ও তাঁহাদিগের প্রতি অর্থ বৎ প্রয়োগ হইতেছে। ঐ রাজগণ সকলেই প্রায় ভীষণ-পরাক্রম হইয়াও মৃত হইয়াছেন[১৬]। এবং রাজপুত্রগণও শূর বীর ছিলেন, তাঁহারাও ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে শত্রু বশম্বদ, অভিমান-শূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন[১৭]। এ বিষয়ে আমার এই সংশয় হইতেছে; মৃত এই সংজ্ঞা কি হেতু হয়, মৃত্যু কি পদার্থ, কি প্রকার ও কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, এবং মৃত্যু প্রজাগণকে কি প্রকারে সংহার করে ও কি প্রকারেই বা ইহ লোক হইতে লইয়া যায়? হে অমর সদৃশ পিতামহ! আপনি তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, যুধিষ্ঠির এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ মহর্ষি তাঁহাকে এই আশ্বাস বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে নৃপ! পূর্ব্ব কালে নারদ ঋষি, রাজা অকম্পনকে যাহা কহিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা এই স্থানে সেই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ রূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন[১৮-২০]। হে রাজেন্দ্র! আমার বিবেচনায় সেই রাজা অকম্পনও ইহ লোকে অসহ্যতম পুত্র-শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[২১]। আমি সেই

উপাখ্যান-প্রতিপাদিত মৃত্যুৎপত্তি বিবরণ কীর্ত্তন করি, তাহা শ্রবণ করিলে তুমি স্নেহ নিবন্ধন দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে[২২]। হে তাত! আমি ঐ পুরাবৃত্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর; এই আখ্যান পুষ্টি ও আয়ুর্বৃদ্ধি কর, শোক ও শত্রু বিনাশন এবং মঙ্গল-জনকের মধ্যে মঙ্গল জনক। হে মহারাজ! এই প্রিয় পবিত্র রম্য উপাখ্যান পাঠ করিলে বেদাধ্যয়নের তুল্য ফল প্রাপ্তি হয়। ইহা রাজ্য ও আয়ুষ্মান্-পুত্র প্রার্থী নৃপবর সকলের নিত্য নিত্য প্রাতঃকালে শ্রবণীয়[২৩-২৫]। পূর্ব্বে সত্যযুগে অকম্পন নামে রাজা ছিলেন; তিনি সংগ্রাম মধ্যে শত্রুগণের বশবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার হরি নামে এক পুত্র ছিল। হরি, বলে নারায়ণ তুল্য, শ্রীমান্, অস্ত্র-কুশল, মেধাবী ও যুদ্ধে ইন্দ্র সম বলবান্ ছিলেন[২৬.২৭]। তিনি বহু প্রকারে শত্রু পরিবৃত হইয়া রণ মধ্যে বহু বহু যোদ্ধা ও গজগণের উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন[২৮]। শত্রুতাপপ্রদ রাজপুত্র হরি রণ মধ্যে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে শত্রুগণ কর্ত্তৃক সেনা মধ্যে নিহত হইয়া পতিত হইলেন[২৯]। রাজা অকম্পন অশৌচান্তে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিলেন, অনন্তর দিবা রাত্রি শোক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন রূপেই আত্ম সুখ লাভ করিতে পারিলেন না[৩০]।

যুধিষ্ঠির! অনন্তর দেবর্ষি নারদ তাঁহার পুত্র বিনাশ জনিত শোক অবগত হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন[৩১]। মহাভাগ রাজা, দেবর্ষিসত্তম নারদকে আগত অবলোকন করিয়া যথা বিধি পূজাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কথারম্ভ করিলেন[৩২]। যে রূপ সংগ্রাম, তাহাতে যে রূপে শত্রুদিগের জয় ও যে প্রকারে পুত্রের বিনাশ হইয়াছিল, তৎ সমস্ত বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন[৩৩], আমার পুত্র মহাবীর্য্যবান্, ইন্দ্র ও বিষ্ণু সম তেজস্বী ও বলী ছিল, বহু শত্রু-

গণ মিলিত হইয়া পরাক্রম দ্বারা তাহাকে সংহার করিয়াছে[৩৪]। হে ভগবন্! মৃত্যু কে? মৃত্যুর বলবীর্য্য ও পৌরুষই বা কি প্রকার? হে সুধীবর! আমি আপনার নিকট ইহা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি[৩৫]।

তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া বরদ প্রভু নারদ পুত্র-শোক-নাশক এই মহৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন[৩৬]। নারদ কহিলেন, হে বসুধাধিপ মহাবাহু! আমি যে একটী আখ্যান সবিস্তর শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন[৩৭]। মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টি কালে প্রজাগণকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর জগৎকে ক্রমশ প্রজা পূর্ণ হইতে অবলোকন করিয়া প্রজা সংহার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে বসুধাধিপ! তিনি চিন্তা করিয়াও সংহারের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না[৩৮.৩৯]; অনন্তর তাঁহার রোষ বশত আকাশ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল; সেই অগ্নি, জগৎ দাহ করিতে ইচ্ছু হইয়া সমস্ত দিক্ অন্তর্দ্দেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল[৪০]। অনন্তর ভগবান্ প্রভু স্বর্গ ভূমি ও আকাশ প্রভৃতি সমস্ত চরাচর জগৎকে জ্বালামালায় সমাকুল করিয়া দহন করিতে লাগিলেন[৪১]। স্থাবর জঙ্গম ভূত-নিচয় তাঁহার মহা ক্রোধাগ্নিতে নিহত হইয়া ত্রাসিত হইল[৪২]। অনন্তর জটাজূট মণ্ডিত ভূপতি ভগবান্ ভবানীপতি হর মহাদেব, পরমেষ্ঠী দেব ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন[৪৩]। মহাদেব প্রজা হিতার্থে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে জ্বলন্ত অগ্নি সদৃশ মহামুনি পরম দেব ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন[৪৪], হে পুত্র! হে স্থাণু! তুমি স্বেচ্ছা হেতু জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; তুমি বর প্রদানের যোগ্য পাত্র; অতএব তোমার যাহা অভিলাষ; ব্যক্ত কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব[৪৫]।

যুধিষ্ঠির শোকাপনোদনে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

মহাদেব কহিলেন, হে বিভু! তুমিই প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলে, এবং তুমিই নানাবিধ প্রাণী সকল সৃষ্ট করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ[১]। এক্ষণে সেই সকল প্রজাদিগকে তোমার ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে দর্শন করিয়া তাহাদিগের প্রতি আমার দয়া হইতেছে; অতএব হে ভগবন্! হে প্রভু! তুমি প্রসন্ন হও[২]।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাদেব! আমার প্রজা সংহার করিবার ইচ্ছা নাই, তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাই হইবে; পরন্তু পৃথিবীর হিতার্থে আমার ক্রোধ হইয়াছে[৩]। এই বসুমতী পৃথ্বী দেবী বর্দ্ধিত প্রজা সমূহের ভারে পীড়িতা হইয়া সংহারের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন[৪]; কিন্তু আমি এই অনন্ত জগতের সংহার কারণ কিছুই উপায় স্থির করিতে পারিলাম না, সেই হেতু আমার ক্রোধ উপস্থিত হইল[৫]।

রুদ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ বসুধাধিপ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, রোষ সংহার কর, স্থাবর জঙ্গম প্রজা সকল বিনষ্ট না হউক[৬]। হে ভগবন্! তোমার প্রসাদে এই জগৎ ভবিষ্যৎ অতীত ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই অবস্থিত হউক[৭]। তুমি ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া ক্রোধ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছ, সেই অগ্নি পর্ব্বত, বৃক্ষ, সরিৎ, পল্বল, তৃণ ও সমস্ত উলপ দগ্ধ করিতেছে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ ভস্মসাৎ হইতেছে। হে ভগবন্! তুমি জগতের প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার রোষ না থাকে, আমার এই প্রার্থনা[৮-১০]। হে দেব! সমুদায় জগৎ নশ্বর—নষ্ট হইবেই; কিন্তু সংপ্রতি তোমা হইতে কোন প্রকারে নষ্ট হইতেছে; অতএব তেজ সম্বরণ কর, ঐ তেজ তোমাতেই লীন হউক[১১]। হে দেব! তুমি প্রজাগণের হিত কামনায় সম্যক্ প্রকারে দৃষ্টিপাত কর; যাহাতে এই সমস্ত প্রাণীগণ রক্ষা পায়, তাহা

কর[১২]। এই প্রজাগণ যেন উৎপাদন শক্তি রহিত হইয়া অভাব প্রাপ্ত না হয়। হে লোকনাথ! তুমি আমাকে এই লোক মধ্যে জগৎ সংহারে নিযুক্ত করিয়াছ, অথচ আপনি লোক বিনাশ করিতেছ[১৩]. তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, এই নিমিত্ত আমি এই কথা বলিতেছি যে, এই স্থাবর জঙ্গম জগৎ বিনষ্ট না হয়[১৪]।

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মা প্রজা হিত-জনক এই বচন শ্রবণ করিয়া পুনরায় আত্ম তেজ স্বীয় অন্তরাত্মাতে ধারণ করিলেন[১৫]। অনন্তর লোক-পূজিত প্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা অগ্নিকে উপসংহৃত করিয়া জগতের সৃষ্টি ও সংহার বিষয়ক বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন[১৬]। মহাত্মা ব্রহ্মা যখন রোষাগ্নি উপসংহার করেন, তখন তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে এক নারী প্রাদুর্ভূত হইল[১৭]। হে রাজেন্দ্র! সেই নারীর শরীর কৃষ্ণ, রক্ত ও পিঙ্গল মিশ্রিত বর্ণ; তাঁহার জিহ্বা, মুখ ও লোচন রক্তবর্ণ এবং তাঁহার কুণ্ডলাদি সমস্ত অলঙ্কার কাঞ্চনময়[১৮]। তিনি সেই রূপে নিঃসৃতা হইয়া বিশ্বেশ্বর শিব ও ব্রহ্মাকে অবলোকন-পূর্ব্বক হাস্যমুখে দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিলেন[১৯]। হে মহীপাল! অনন্তর জগৎ সৃষ্টি সংহারে ঈশ্বর ব্রহ্মা তাঁহাকে মৃত্যু বলিয়া আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন[২০], তুমি প্রজা সংহরণ কর! তুমি সংহার-বুদ্ধিতে আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; অতএব আমার আদেশে তুমি সমস্ত স্থাবর জঙ্গম সংহার কর; এরূপ করিলে, তোমার শ্রেয় হইবেক।

কমল-লোচনা অবলা মৃত্যু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ঐ রূপ আদিষ্ট হইয়া অতিশয় চিন্তা-পূর্ব্বক সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রাণীর হিত নিমিত্ত দুই হস্তে তাঁহার নেত্র জল গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিলেন[২১.২৩]।

মৃত্যুৎপত্তি কথনে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, সেই অবলা দুঃখ সম্বরণ-পূর্ব্বক অবনতা লতার ন্যায় ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রজাপতিকে কহিলেন[১], হে বাগ্মিপ্রবর! তুমি কি প্রকারে ঈদৃশী নারী সৃষ্টি করিলে? আমি বিশেষ রূপে বিদিত হইয়া কি রূপে প্রজাগণের অহিত ও ক্রূর কর্ম্ম করিব[২]? হে ভগবন্! আমি এই অধর্ম্ম কার্য্য হইতে ভয় পাইতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যাহাদিগের প্রিয়, বয়স্য, পুত্র, ভ্রাতা, মাতা, পিতা ও পতির মৃত্যু হইবেক, তাহারা তাহাদিগের নিমিত্তে আমার অনিষ্ট চিন্তা করিবে; আমি তাহাদিগের নিকট ভীত হইতেছি। হে ভগবন্! তাহারা দীন ভাবে রোদন করিয়া অশ্রুপাত করিবে, আমি সেই অশ্রুবিন্দু হইতে ভীতা হইয়া তোমার শরণাপন্না হইতেছি। হে সুরোত্তম! আমি যমের ভবনে গমন করিয়া প্রজা বিনাশ করিব না। হে বরদ দেব পিতামহ! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নত মস্তকে তোমার প্রসন্নতা ও তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার প্রসাদে আমি তপস্যার অনুষ্ঠান করি; হে ভগবন্! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর দান কর[৩-৭]। তুমি অনুমতি করিলে আমি উত্তম ধেনুকাশ্রমে গমন করি; তথায় গমন করিয়া তোমারই আরাধনে রতা হইয়া কঠোর তপস্যা করি[৮]। হে দেবেশ! আমি বিলাপকারী প্রাণীগণের পরম প্রিয় প্রাণ হরণ করিতে পারিব না; আমারে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা কর[৯]।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু! আমি প্রজা সংহার নিমিত্তই সংকল্প করিয়া তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি; গমন কর, তুমি সমস্ত প্রজা সংহার কর, এ বিষয়ে বিচার করিও না[১০]; ইহা অবশ্য হইবে, অন্যথা হইবার নহে; তুমি আমার এই কথা পালন করিলে লোকে অনিন্দিতা হইবে[১১]।

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মা মৃত্যুকে এই রূপ কহিলে মৃত্যু ভীতা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিলেন, প্রজাগণের হিতার্থী হইয়া সংহারে মনোনিবেশ করিলেন না[১২]। প্রজাপতিপতি পিতামহ দেব তখন তুষ্ণীম্ভূত এবং সত্বর প্রসন্ন হইলেন[১৩]। অনন্তর সমুদায় লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিলেন, তখন সমস্ত লোক তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইল[১৪]।

সেই অপরাজিত ধীমান্ ভগবান্ ব্রহ্মার রোষ শান্ত হইলে মৃত্যু নাম্নী কন্যা তাঁহার সমীপ হইতে প্রস্থান করিলেন[১৫]। হে রাজেন্দ্র ! তিনি প্রজা সংহারে অস্বীকৃতা ও অপহৃতা হইয়া সত্বর ধেনুকাশ্রমে গমন করিলেন[১৬]। অনন্তর প্রজা-হিতার্থিনী হইয়া প্রিয় ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি-পূর্ব্বক তথায় এক পাদে স্থিতি করিয়া এক বিংশতি পদ্ম সঙ্খ্যক বৎসর ঘোরতর তীব্র তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন[১৭-১৮]। পরে পুনর্ব্বার এক পাদে স্থিতি করিয়া ত্রয়ো বিংশতি পদ্ম সঙ্খ্যক বর্ষ ব্রতানুষ্ঠান করিলেন[১৯]। তৎ পরে অযুত পদ্ম পরিমিত বর্ষ মৃগগণের সহিত বিচরণ করিলেন। তৎ পরে পাপ-রহিত হইয়া পুনরায় শীতল-জলপূর্ণা পবিত্রা নন্দাতীর্থে গমন করিয়া নিয়ম ধারণ পূর্ব্বক জলে অবস্থান করিয়া অষ্ট সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিলেন[২০-২১]। অনন্তর পুনরায় নিয়মাবলম্বন-পূর্ব্বক প্রথমে পুণ্য কৌশিকীতে গমন করিয়া তথায় বায়ু ভক্ষণ এবং জল মাত্র পান করিয়া নিয়মাচরণ করিলেন[২২]। অনন্তর সেই পবিত্রা কন্যা পঞ্চ গঙ্গ ও বেতস তীর্থে বহু বিধ তপো বিশেষ দ্বারা শরীর শীর্ণ করিলেন[২৩]। তৎ পরে গঙ্গা ও প্রধান তীর্থ মহামেরুতে গমন-পূর্ব্বক প্রাণায়াম-পরায়ণা ও প্রস্তরের ন্যায় নিশ্চেষ্টা হইয়া স্থিতি করিলেন[২৪]। পরে সেই পরম শোভনা কন্যা, যে স্থানে পূর্ব্ব কালে দেবতারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই হিমালয়-শৃঙ্গে গমন করিয়া নিখর্ব্ব সঙ্খ্য বৎসর

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রে নির্ভর করিয়া অবস্থান ক'হিলেন[২৫]; তৎ পরে পুষ্কর, গোকর্ণ, নৈমিষ ও মলয় তীর্থে গমন-পূর্ব্বক অভীষ্ট নিয়মানুষ্ঠান করিয়া স্বীয় দেহ ক্ষয় করিতে লাগিলেন[২৬]। হে ভারত! তিনি এই রূপে অন্য দেবতার আরাধনা না করিয়া নিরন্তর ব্রহ্মার প্রতি দৃঢ় ভক্তি-পূর্ব্বক কেবল তাঁহাকেই আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন[২৭]।

হে রাজন্! অনন্তর লোক পিতা অব্যয়াত্মা ব্রহ্মা সমস্ত লোক ও সেই কন্যার প্রতি প্রীত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন[২৮], হে মৃত্যু! তুমি কি হেতু এরূপ অত্যন্ত তপস্যাচরণ করিতেছ? অনন্তর মৃত্যু ভগবান্ পিতামহকে পুনরায় কহিলেন[২৯], হে প্রভু সর্ব্বেশ্বর দেব! আমাকে যেন সুস্থ প্রজাগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া সংহার করিতে না হয়, তাহারা যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিবে, তাহা আমার অসহ্য। আমি তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করি, যেন আমাকে প্রজা নিধন করিতে না হয়[৩০]। আমি অধর্ম্মের ভয়ে ভীতা হইয়া তপস্যা অবলম্বন করিয়াছি। হে মহাভাগ! তুমি এই ভীতার প্রতি অক্ষয় অভয় দান কর[৩১]; আমি নিরপরাধিনী নারী; আমি আর্ত্তা হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার আশ্রয় হউন।

অনন্তর ভূতভব্যভবিষ্যবেত্তা প্রভু পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন[৩২], হে মৃত্যু! তুমি এই প্রজা সংহার করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে না। হে ভদ্রে! আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবেক না[৩৩], অতএব হে কল্যাণি! তুমি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সংহার কর, ইহা করিলে সনাতন ধর্ম্ম তোমাকে পবিত্র করিবেন[৩৪]। লোকপাল যম ও ব্যাধি সকল তোমার সহায় হইবে, এবং অন্যান্য দেবগণ ও আমি আমরা তোমাকে বর দান করিব যে, তুমি পাপ হইতে মুক্তা ও রজোগুণ হইতে রহিতা হইয়া খ্যাতি প্রাপ্তা হইবে। হে মহারাজ! মৃত্যুরূপা কন্যাকে ব্রহ্মা এই কথা কহিলে

ঐ কন্যা কৃতাঞ্জলিপুটে নত মস্তকে বিভু ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে প্রভু! যদি ঐ কর্ম্ম আমা ব্যতিরেকে না হয়, তবে আপনার আজ্ঞা আমি শিরোধৃত করিলাম; কিন্তু আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ, নির্লজ্জতা ও পরস্পরের পরুষ বাক্য, ইহারা পৃথক্ রূপে প্রাণীগণের দেহ বিনাশ করিবেক।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মৃত্যু! তাহাই হইবে; তোমার মঙ্গল হউক, তুমি জীবগণকে পরলোকে আনয়ন করিও; তোমার অধর্ম্ম হইবে না। হে শুভে! আমি তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিব না[৩৫-৩৯]। আমার করতলে তোমার যে সকল অশ্রু বিন্দু পতিত হইয়াছে, তাহারাই প্রাণীগণের দেহজ ব্যাধি হইবেক, তাহারাই মরিষ্যমাণ প্রাণিগণকে বিনাশ করিবেক, তাহাতে তোমার অধর্ম্ম হইবে না, এক্ষণে তুমি ভয় পরিত্যাগ কর[৪০]। হে ভদ্রে! তোমার অধর্ম্ম হইবে না, তুমিই প্রাণিগণের ধর্ম্ম স্বরূপ এবং ধর্ম্মের নিয়ন্ত্রী হইবে; অতএব তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণা, ধর্ম্ম-পালিনী ও ধরিত্রী হইয়া প্রাণিদিগকে নিয়মিত করিবে[৪১]। তুমি কাম ও রোষ পরিত্যাগ করিয়া জীবন সংহার কর; তাহা হইলে সনাতন ধর্ম্ম তোমাকে ভজনা করিবে। প্রাণীরা মিথ্যাচারী, অধর্ম্মই সেই মিথ্যাচারীদিগকে ধ্বংস করিবে[৪২], পরন্তু তুমি আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিবে। যেহেতু অধর্ম্মই পাপাত্মাদিগের মিথ্যাচরণ হেতু তাহাদিগকে সংহারে নিমগ্ন করিবে, সেই হেতু তুমি অসংহার-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এই ক্ষণ অবধি জীবদিগের জীবন হরণ করিবে[৪৩]।

নারদ কহিলেন, সেই নারী, ব্রহ্মা যে তাঁহাকে মৃত্যু নামে সম্বোধন করেন, তাহাতে এবং শাপ ভয়ে ভীতা হইয়া তাঁহার নিকট 'বাঢ়ং' বলিয়া স্বীকার করিলেন। সেই মৃত্যু কাম, ক্রোধ ও আ-

সক্তি রহিত হইয়া অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ হরণ করেন[৪৪]। অন্ত-কালে প্রাণীগণের আপনা হইতেই ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ ব্যাধি রোগ শব্দে কথিত হয়, উহা দ্বারা জীবগণ রুগ্ন হইয়া থাকে; ঐ ব্যাধিই প্রাণীগণের অন্ত কালে মৃত্যুর হেতু হয়, অতএব তুমি বৃথা শোক করিও না[৪৫]। হে রাজশ্রেষ্ঠ! প্রাণী গণের মরণান্তে যে-মন ইন্দ্রিয় সকল পরলোকে গমন করিয়া স্ব স্ব বৃত্তি বিশিষ্ট এবং তৎ পরে পুনরায় সন্নিবৃত্ত হয়, সেই রূপ সমুদায় প্রাণীও মরণান্তে পর লোকে গমন করিয়া বৃত্তিমন্ত ও তৎ পরে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ইন্দ্রাদি দেবগণও মনুষ্যের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়া থাকেন[৪৬]। অপিচ, মহাবলবান্ ভয়ানক শব্দ সমন্বিত সর্ব্ব ব্যাপী অনন্ততেজা অসাধারণ প্রাণ বায়ুই ভীষণ উগ্ররূপ হইয়া প্রাণিদিগের দেহ ভেদ করিয়া থাকে, তাহার কখন গতি প্রত্যাগতি নাই[৪৭]। হে রাজেন্দ্র! সমস্ত দেবতারাও মর্ত্ত্য নাম বিশিষ্ট; অতএব আপনি পুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না, আপনার পুত্র রমণীয় বীর লোকে গমন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তি-পূর্ব্বক নিত্য সুখ ভোগ করিতেছেন[৪৮]; তিনি দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যবান্ লোকদিগের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ মৃত্যুকে প্রজাদিগের প্রাণহর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; প্রজাগণের কাল উপ-স্থিত হইলে ঐ দেববিহিত মৃত্যু তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিয়া থা-কেন[৪৯]। প্রাণীগণ স্বয়ংই আপনাদিগের নাশের মূল; দণ্ডপাণি যম উহাদিগকে নাশ করেন না, অতএব ধীরগণ মৃত্যুকে বিধাতার সৃষ্ট নিশ্চয় সত্য জানিয়া মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করেন না। হে মহারাজ! আপনি দৈব বিহিত এইরূপ সৃষ্টি অবগত হইয়া পুত্রের বিনাশ নিবন্ধন শোক অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন[৫০]।

ব্যাস কহিলেন, নারদের এই রূপ অর্থ যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অকম্পন সখা নারদকে কহিলেন[৫১], হে ভগবন্ ঋষিসত্তম!

আমি অদ্য আপনার নিকট এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ, শোক-শূন্য ও প্রীত হইলাম, এক্ষণে আপনাকে অভিবাদন করি[৫২]। অপ-রিমিত ধীমান্ ঋষিবর প্রধান দেবর্ষি নারদ সেই রাজা কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া শীঘ্র নন্দন বনে গমন করিলেন[৫৩]। এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে পুণ্যবান্, যশস্বী, স্বর্গ-প্রাপ্ত, আয়ু-ষ্মান্ ও ধন্য হয়[৫৪]।

হে যুধিষ্ঠির! মহাবীর্য্য মহারথ রাজা অকম্পন এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া এবং ক্ষত্রিয় শূরগণের ধর্ম্ম ও তদনুসারে পরম গতি লাভ হয় জানিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ অভিমন্যু সমস্ত ধনুর্দ্ধারী গণের সমক্ষে সমরে অভিমুখ ও যুধ্যমান হইয়া অসি, গদা, শক্তি ও ধনুর্ব্বাণ দ্বারা বহুল শত্রু জয় করিয়া নিহত হইয়াছেন[৫৫-৫৮]। তিনি সোমের পুত্র ছিলেন, যুদ্ধে মৃত্যু দ্বারা বিগত-পাপ হইয়া পুন-র্ব্বার সোম লোকে নীত হইয়াছেন, অতএব হে পাণ্ডু-তনয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক প্রমাদ রহিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় শীঘ্র যুদ্ধের উপক্রম কর[৫৮]।

মৃত্যু প্রজাপতি সংবাদে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মরাজ মৃত্যুর উৎপত্তি ও অনুপম কর্ম্ম শ্রবণানন্তর মুনিকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় কহিলেন[১], হে ব্রহ্মন্! পুণ্যকর্ম্মা ইন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী গুরুবৎ পূজ্য সত্যবাদী পাপ রহিত পুরাতন রাজর্ষিগণ যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক সত্য বাক্য কীর্ত্তন দ্বারা পুনর্ব্বার আপনি আমাকে সমাশ্বাসিত ও জীবিত করুন, এবং কোন্ কোন্ পুণ্যবান্ মহাত্মা রাজর্ষি কিয়ৎ-

পরিমিত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় আমার নি-
কট কীর্ত্তন করুন[২-৪]।

ব্যাস কহিলেন, শ্বিত্য রাজার পুত্র সৃঞ্জয় নামে রাজা ছিলেন; পর্ব্বত ও নারদ দুই ঋষি তাঁহার সখা ছিলেন[৫]। একদা ঐ দুই ঋষি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে প্রবেশ করি-
লেন, এবং রাজা কর্ত্তৃক বিধিমত পূজিত ও প্রীত হইয়া তথায় সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৬]।

কোন সময়ে রাজা সৃঞ্জয় সেই দুই ঋষির সহিত সুখাসীন আছেন, এমন সময়ে তাঁহার মৃদুহাসিনী পরমাসুন্দরী কন্যা সেই স্থানে আগ-
মন করিলেন[৭], এবং পিতাকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহার পিতা সৃঞ্জয়ও তাঁহাকে তদনুরূপ অষ্ট-
বিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া অভিনন্দিতা করিলেন[৮]। অনন্তর পর্ব্বত ঋষি সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য বদনে কহিলেন, এই চঞ্চলাপাঙ্গী সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্না কাহার দুহিতা[৯]? এই নারী সূর্য্যের প্রভা, কি অগ্নির শিখা কিম্বা চন্দ্রের কান্তি, অথবা শ্রী, হ্রী, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি বা সিদ্ধি, ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ হইবেন[১০]? রাজা সৃঞ্জয় দেবর্ষি পর্ব্বতের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! ইনি আমার কন্যা; ইনি আমার নিকটে বর প্রার্থনা করিতেছেন[১১]।

নারদ কহিলেন, হে নৃপ! আপনি যদি সুমহৎ শ্রেয় অভিলাষ করেন, তবে এই কন্যাটী আমার ভার্য্যা নিমিত্ত আমারে দান করুন[১২]। সৃঞ্জয় হৃষ্ট হইয়া নারদের নিকটে 'দদানি' বলিয়া স্বীকার করিলেন।

পর্ব্বত অতি ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে কহিলেন[১], হে বিপ্র! আমি ইহাঁকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অগ্রে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তাহাতে ইনি আমার ভার্য্যা হইয়াছেন; পরন্তু আমি যাঁহাকে বরণ

করিয়াছি, তুমি তাঁহাকেই বরণ করিলে; তন্নিমিত্ত আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তুমি ইচ্ছানুসারে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না[১৪]। পর্ব্বত এইরূপ কহিলে নারদ তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, বরের ' আমার এই ভার্য্যা ' এইরূপজ্ঞান, এবং ' আমার এই ভার্য্যা ' এইরূপ বাক্য, কন্যাদাতার বুদ্ধিপূর্ব্বক দান, লৌকিকাচার প্রযুক্ত দাতা ও গৃহীতার সম্ভাষণ দ্বারা বরবধূর মিলন, উদক প্রোক্ষণ পূর্ব্বক দান, বর-কর্ত্তৃক পাণিগ্রহণ, আর বৈবাহিক মন্ত্র, এই সপ্ত প্রকার, বিবাহের লক্ষণ; এই সমস্ত হইলেও যে পর্য্যন্ত সপ্তপদী গমন না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত ভার্য্যাত্ব সিদ্ধি হয় না; অতএব এই কন্যাতে তোমার ভার্য্যাত্ব সম্পাদন হয় নাই, ইহাতে অকারণে তুমি আমাকে যে অভিশাপ প্রদান করিলে, তন্নিমিত্ত আমিও তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমিও আমা ব্যতিরেকে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না[১৫-১৭]। এইরূপে সেই দুই ঋষি পরস্পর অভিশাপ প্রদান করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই রাজা শুচি হইয়া পুত্র কামনায় যথাশক্তি যত্নপূর্ব্বক পান ভোজন ও বস্ত্রদান দ্বারা ব্রাহ্মণ গণের উৎকৃষ্টরূপে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন সময়ে তপস্যা ও স্বাধ্যায়-নিরত বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণগণ রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্র নিমিত্তে নারদকে কহিলেন, হে দেবর্ষে! আপনি মহারাজকে একটি অভিলষিত পুত্র প্রদান করুন[১৮-২০]। ব্রাহ্মণগণ নারদকে এইরূপ কহিলে তিনি সৃঞ্জয়কে কহিলেন, হে রাজর্ষি! ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার পুত্র ইচ্ছা করিতেছেন[২১], তুমি যাদৃশ পুত্র ইচ্ছা কর, তাহার বর প্রার্থনা কর, রাজা প্রাঞ্জলি হইয়া গুণান্বিত যশস্বী তেজস্বী কীর্ত্তিমান্ অরিন্দম এক পুত্র প্রার্থনা করিলেন। কাল ক্রমে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। সেই পুত্র মূত্র, পুরীষ, স্বেদ ও

ক্লেদ, যাহা পরিত্যাগ করেন, তাহা স্বর্ণ হইতে লাগিল; তন্নিমিত্ত সেই পুত্রের 'সুবর্ণষ্ঠীবী' নাম কৃত হইল। সেই লব্ধ পুত্রের প্রভাবে রাজার ধন, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অপরিমিত হওয়াতে তিনি ইচ্ছাক্রমে সমুদায় সুবর্ণ নির্ম্মিত করিলেন। গৃহ, প্রাকার, দুর্গ, ব্রাহ্মণগৃহ, শয্যা, আসন, যান, স্থালী, পিঠর, পাত্র এবং অনান্য যাহা কিছু রাজ-ভবনের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য শিল্প বস্তু ছিল, কালক্রমে তৎসমুদায়ই স্বর্ণময় হইল।

একদা দস্যুগণ নৃপতনয়ের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ ও তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া রাজার অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলিল, আমরা স্বয়ং গমন করিয়া রাজার পুত্রকেই গ্রহণ করি[২২-২৮], কেন না সেই যাবতীয় স্বর্ণের মূল, অতএব তন্নিমিত্তই যত্ন করিব। অনন্তর দস্যুগণ লুব্ধ হইয়া রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বল দ্বারা সুবর্ণষ্ঠীবী রাজপুত্রকে হরণ করিল। উপায়ানভিজ্ঞ মূঢ় দস্যুগণ রাজপুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করত খণ্ড খণ্ড করিয়া বিনষ্ট করিল, কিন্তু কিছু মাত্র ধন দেখিতে পাইল না। এইরূপে রাজপুত্রের প্রাণ বিনাশ হইলে পর, রাজার বরলব্ধ ধন সকলও নষ্ট হইল[২৯-৩১]। দুষ্টাচারী মূর্খ দস্যুগণও পৃথ্বী মধ্যে সেই অদ্ভুত কুমারকে নষ্ট করিয়া ধন প্রাপ্ত না হওয়াতে পরস্পর ক্রোধ বশতঃ হতাহত হইয়া সেই দুষ্কর্ম্মের প্রভাবে ঘোর নরকে গমন করিল।

এদিকে মহাতপস্বী রাজা বরদত্ত পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া বহুধা করুণ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ রাজাকে পুত্র শোকার্ত্ত ও বিলপমান জানিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন, এবং তিনি সেই দুঃখার্ত্ত অচেতা বিলাপমান রাজা সৃঞ্জয়কে যাহা কহিলেন; হে যুধিষ্ঠির! তাহা শ্রবণ কর। নারদ কহিলেন, সৃঞ্জয়! আমরা ব্রহ্মবাদী মহর্ষি; আ-

মরা সততই তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছি; কিন্তু তোমারেও বিষয় বাসনায় অপরিতৃপ্ত হইয়া কাল গ্রাসে পতিত হইতে হইবে। হে সৃঞ্জয়! আমরা অবিক্ষিত পুত্র মরুত্ত রাজারও মরণ শ্রবণ করিয়াছি[৩২-৩৭]; সংবর্ত্ত বৃহস্পতির প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া যাঁহার যাজন কর্ম্মে বৃত হইয়াছিলেন; ভগবান্ প্রভু উমাপতি যাহারে বর দান করিয়াছিলেন[৩৮]; যাঁহার বিবিধ যজ্ঞে যজনান্তে বৃহস্পতি-প্রমুখ দেবর্ষিগণ, ইন্দ্রাদি অমরগণ এবং সমস্ত প্রজাপতি হিমালয়ের স্বর্ণময় প্রত্যন্ত গিরিতে একত্র উপবেশন করিয়াছিলেন; যাঁহার যজ্ঞের সমস্ত পরিচ্ছদ সুবর্ণ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং যাঁহার যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজগণ ভোজনার্থী হইয়া মনোভীষ্ট পবিত্র অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু প্রভৃতি উত্তম উত্তম সমুদায় ভক্ষ্য ভোজ্য অভিলাষানুসারে ভোজন করিয়াছিলেন। যাঁহার সমস্ত যজ্ঞেই বেদ পারগ ব্রাহ্মণ গণের নিমিত্তে পরিষ্কৃত বস্ত্র ও আভরণ অভিলাষানুরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। যে রাজর্ষির গৃহে মরুদ্গণ পরিবেষ্টা এবং বিশ্বদেবগণ সভাসদ্ হইয়াছিলেন। যে বীর্য্যবান্ রাজার যজ্ঞীয় হবি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া দেবগণ সুবৃষ্টি দ্বারা রাজ্যের শস্য সম্পত্তি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। যিনি ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন ও সমুদায় দান দ্বারা ঋষি, পিতৃ ও দেব গণের এবং সুখজীবী পৌর বর্গের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং শয্যা, আসন, যান, দুস্ত্যজ্য স্বর্ণরাশি ও অসংখ্য ধন বিপ্রগণকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র যাঁহার প্রজা সকলকে নিরাময় করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সেই শ্রদ্ধাবান্ রাজর্ষি মরুত্ত ঐ সকল পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা জিত অক্ষয় পুণ্যলোকে গমন করিয়াছেন তিনি পুত্র, কলত্র, ক্ষত্রিয়, আমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত যৌবনাবস্থায় সহস্র বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

ব্যাস কহিলেন, নারদ রাজা সৃঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া পুনরায় তাঁহাকে শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সেই অবিক্ষিত পুত্র মরুত্ত রাজা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্বরহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য-এবং সঙ্গ রহিত ভোগ এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যবান্ হইয়াও যখন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তখন হে সৃঞ্জয়! অযাজ্ঞিক ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তুমি অনুতাপ করিও না[৩৯ ৫০]।

ষোড়শরাজিকে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! সুহোত্র রাজারও মৃত্যু হইয়াছে শ্রবণ করিয়াছি। যিনি পৃথিবীতে এক মাত্র বীর, ও শত্রুদিগের অধর্ষণীয় ছিলেন, এবং সকলেই যাঁহাকে দর্শন করিতে অভিলাষুক হইত[১]। যিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ঋত্বিক্ পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে আপনার শ্রেয় জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং আপনার শ্রেয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের মতে অবস্থান করিতেন[২]। যিনি প্রজাপালন, ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ, শত্রুজয়, এই সকল বিশেষ রূপে অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ধনাগমের চেষ্টা করিতেন[৩]। যিনি ধর্ম্মানুসারে দেবগণের আরাধনা, ধনুর্ব্বিদ্যা দ্বারা শত্রুজয় এবং স্বকীয় গুণরাশি দ্বারা সর্ব্ব প্রাণীর মনোরঞ্জন করিতেন[৪]। যিনি বসুমতীকে ম্লেচ্ছ ও চৌর বিবর্জ্জিত করিয়া উপভোগ করিয়াছিলেন। পর্জন্য যাঁহার রাজ্যে চিরকাল স্বর্ণ বর্ষণ করিয়াছিলেন[৫], তাহাতে নদী সকল স্বর্ণময়ী হইয়া সাধারণের ব্যবহার্য্য হইয়াছিল। ঐ সকল নদীতে বহু বহু নানাবিধ স্বর্ণ ময় গ্রাহ, কর্কট ও মৎস্য প্রবাহিত হইত[৬]। যাঁহার রাজ্যে পর্জন্য সুবর্ণময় অপরিমিত বিবিধরূপ কাম্য

বস্তু সকল বর্ষণ করিতেন এবং ক্রোশ পরিমিত সুবর্ণময় বাপী সকল ছিল[৭]। যিনি সুবর্ণময় সহস্র সহস্র বামন ও কুব্জরূপ নানা প্রকার মকর কচ্ছপ ও কুম্ভীরাদি বিহিত অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন[৮]। যে রাজর্ষি কুরুজাঙ্গলে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সেই সমস্ত অপরিমিত সুবর্ণময় বস্তু জাত দান করিয়াছিলেন[৯]। তিনি সহস্র অশ্বমেধ, শত রাজসূয়, পুণ্যজনক প্রভূত দক্ষিণাসমন্বিত ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য বিবিধ যজ্ঞ এবং অন্যান্য কাম্য নৈমিত্তিক যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া অভিলষিত গতি লাভ করিয়াছেন।

ব্যাস কহিলেন নারদ রাজা সৃঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সেই রাজা সুহোত্র দান সমেত বিত্ত, গর্ব্বরহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গ রহিত ভোগ, এই চতুর্বিধ ভদ্র বিষয়ে তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যবান্ ছিলেন, সৃঞ্জয়! যখন এতাদৃশ রাজাও কালগ্রস্ত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দানাদি সৎকর্ম্ম রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তুমি অনুতাপ করিও না[১০-১২]।

ষোড়শরাজিকে ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! শ্রবণ করিয়াছি, বীর্য্য সম্পন্ন রাজা পৌরবকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। যিনি দশ লক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্ব দান করিয়াছিলেন[১]। সেই রাজর্ষির অশ্বমেধ যজ্ঞে নানাদেশ হইতে বেদাধ্যয়ন রীতিজ্ঞ ও ব্রহ্মানুষ্ঠায়ী পণ্ডিত যে কিয়ৎপরিমিত

আসিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা হয় নাই[২]। সেই যজ্ঞে বেদ স্নাত বি-দ্যাস্নাত ও ব্রতস্নাত বদান্য প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণগণকে উত্তমরূপে অন্ন, বসন, গৃহ, শয্যা, আসন ও বাহন সকল প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করা হইয়াছিল[৩], এবং নট নর্ত্তক ও গন্ধর্ব্ব রূপ গায়কগণ সর্ব্বদা উদ্যোগী হইয়া স্বর্ণচূড়-পক্ষ্যাকার দীপাধার হস্তে লইয়া নৃত্য গীতাদি দ্বারা সেই সকল সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে হর্ষিত করিয়াছিল[৪]। তিনি প্রতি-যজ্ঞে যথাকালে যথোক্ত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঋত্বিক্ ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকেও ইচ্ছানুসারে দশ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র কাঞ্চনবর্ণা প্রমদা ও ধ্বজ পতাকাসহিত হেমময় দশ সহস্র রথ দক্ষিণা দান করেন, এবং দশ লক্ষ কন্যাকে স্বর্ণাভরণভূষিত ও রথ অশ্ব ও হস্তীতে সমারূঢ় করিয়া প্রত্যেক কন্যার সহিত গৃহ, ক্ষেত্র ও এক শত করিয়া গো দক্ষিণা রূপ দান করেন। এবং স্বর্ণমালা ভূষিত বিশালদেহ এক কোটি গো এবং সহস্র সহস্র দাস দক্ষিণা প্রদান করেন; এতদ্ভিন্ন হেমশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর ও দোহনার্থ কাংস্যপাত্র যুক্তা সবৎসা গো এবং বহুল দাসী, দাস, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ছাগ ও মেষ দান করিয়াছিলেন। সেই অনুষ্ঠিত বিস্তৃত যজ্ঞে বিবিধ রত্ন ও অন্নের পর্ব্বত সকল দক্ষিণা প্রদান করেন। পুরাবৃত্ত-বেত্তা প্রাচীনগণ এই গাথা গান করিয়া থাকেন, "অঙ্গরাজ পৌরবের সমস্ত যজ্ঞই যথোক্ত ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত, শুভ-সূচক ও অধিক গুণশালী হইয়া সর্ব্ব কা-মনা সম্পাদক হইয়াছিল[৫-১১]।"

ব্যাস কহিলেন, নারদ রাজা সৃঞ্জয়কে এইরূপ বলিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; সেই রাজর্ষি পৌরব দান সমেত বিত্ত, গর্ব্বরহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ও সঙ্গ-রহিত ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যশীল ছিলেন; সৃঞ্জয়! যখন তিনিও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন,

তখন অযাজ্ঞিক ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তোমার অনু-তাপ করা উচিত হয় না[১২]।

ষোড়শ রাজিকে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! আমরা শ্রবণ করিয়াছি, উশীনর-পুত্র শিবি রাজাও মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, যিনি এই সাগর পর্ব্বত কানন ও দ্বীপের সহিত সমুদায় পৃথিবীকে রথঘোষে প্রতিনাদিত করিয়া, চর্ম্মের দেহ বেষ্টনের ন্যায়, পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান শত্রু জয় করিয়া সপত্নজিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন[১-২]। এবং পূর্ণ দক্ষিণা প্রদান দ্বারা নানাবিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সেই বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ রাজা প্রচুর ধন লাভ করিয়া তৎ-সমস্তই দান করিয়াছিলেন[৩]। তিনি যুদ্ধ বিষয়ে সমুদায় রাজাদিগের পূজিত ছিলেন। তিনি এই পৃথিবী জয় করিয়া বহু ফলান্বিত বহু অশ্ব মেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিয়া সহস্র কোটি নিষ্ক প্রদান করেন, এবং পুণ্যজনিকা পৃথিবীকে হস্তী, অশ্ব, নর, ধান্য, মৃগ, গো, ও মেষ সমূহের সহিত ব্রাহ্মণসাৎ করেন। মেঘের জল বর্ষণে যত ধারা পতিত হয় এবং আকাশে যাবৎসংখ্য নক্ষত্র, গঙ্গায় যাবৎ পরিমিত সিকতা, পর্ব্বতের যাবৎ সংখ্য মহা উপল খণ্ড এবং সমুদ্রে যাবৎ সংখ্যক রত্ন ও প্রাণী থাকে, রাজা শিবি যজ্ঞেতে তাবৎ সংখ্য গো প্রদান করিয়াছিলেন[৪-৭]। প্রজাপতি ভিন্ন কেহ তাঁহার যজ্ঞের তুল্য যজ্ঞ করিতে পারেন নাই। কোন রাজা তাঁহার অনুরূপ যজ্ঞ করিতে পূর্ব্বেও পারেন নাই, এক্ষণেও পারেন না এবং পরেও পারিবেন না[৮]। তিনি সর্ব্বকামপ্রদ বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া-

ছিলেন[৯]। সেই সকল যজ্ঞে যূপ, আসন, গৃহ, প্রাকার ও তোরণ, সকলই স্বর্ণ নির্ম্মিত, এবং অন্ন পান পবিত্র ও সুস্বাদু, এবং দধি দুগ্ধের বৃহৎ বৃহৎ হ্রদ সমন্বিত নদী ও শুভ্র অন্নের পর্ব্বত সকল প্রস্তুত হইয়াছিল। অযুত অযুত নিযুত নিযুত ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়া নানা বিধ ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন ও প্রিয় কথা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন[১০-১১]। তাঁহার যজ্ঞে এই রূপ কথা নিয়তই কথিত হইয়াছিল, ‘ হে জন সকল! স্নান কর, পান কর, ভোজন কর, তোমাদিগের যাহাতে অভিরুচি হয়, তাহাই কর।’ ভগবান্ রুদ্রদেব তাঁহার পুণ্য কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দান করিয়াছিলেন যে[১২], “দান করিলে তোমার ধন অক্ষয় হইবে, এবং তোমার শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, সৎক্রিয়া, প্রাণী গণের প্রতি যথাবৎ প্রিয়তা ও উৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভ হইবে,” এই সকল অভিলষিত বর লাভ করিয়া তিনি যথা কালে স্বর্গ গমন করিয়াছেন।

ব্যাস কহিলেন, নারদ এই রূপ কহিয়া পুনর্ব্বার শ্বিত্য-নন্দন বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, শিবি রাজা তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন, সৃঞ্জয়! তিনিও যখন মৃত্যুহস্তে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য হীন স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তোমার অনুতাপ করা সমুচিত হয় না[১৩-১৫]।

ষোড়শরাজিকে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দশরথ-নন্দন রামও লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন; প্রজাগণ তাঁহাকে ঔরস পুত্রের ন্যায় অনুমোদন করিত[১]। তিনি অপরিমিত-তেজা ছিলেন; তাঁহাতে অসংখ্যেয় গুণ ছিল। তিনি

পিতার আজ্ঞা পালনার্থ বনে বনিতার সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস করিয়াছিলেন, এবং জনস্থানে তপস্বীগণের রক্ষণার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেন। তিনি সেই স্থানে জনক-নন্দিনী ভার্য্যা সীতা দেবীর সহিত বাস করিতে থাকিলে, ঐ সময়ে রাবণ নামে রাক্ষস সেই বনে লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রকে মোহিত করিয়া তাঁহার ভার্য্যা সীতা দেবীকে হরণ করে। যেমন পূর্ব্ব কালে মহাদেব অন্ধকাসুর বধ করিয়াছেন, সেই রূপ মহাবাহু রামচন্দ্র সুরাসুরের অবধ্য, শত্রুগণের অপরাজিত, দেব ব্রাহ্মণ-কণ্টক, পুলস্ত্য-নন্দন রাবণকে তাহার সেই অপরাধ হেতু সগণের সহিত বিনাশ করেন। সেই রামচন্দ্র প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া দেবর্ষি ও দেবগণের পূজিত হইয়াছিলেন, এবং কীর্ত্তিমণ্ডলে অখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব প্রাণীর প্রতিই অনুকম্পা ছিল। তিনি বিধি পূর্ব্বক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করত মহা যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন, ত্রিগুণ দক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া হবির্দ্বারা পুরন্দরের আনন্দ জন্মাইয়াছিলেন, এবং বহু গুণ দক্ষিণা সহকারে অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞও সম্পাদন করেন[২-১০]। দেহী দিগের যে সমস্ত রোগ হইয়া থাকে, তিনি তৎ সমুদায় রোগ ও ক্ষুৎ পিপাসা জয় করিয়াছিলেন, তিনি সতত গুণ-সম্পন্ন ও স্ব তেজে দীপ্যমান হইয়া সমুদায় প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া শোভমান ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন কালে ভূমণ্ডলে ঋষি, দেব ও নরগণের একত্র সহবাস হইত[১১-১২]। তৎ কালে প্রাণীগণের বল-হানি ও প্রাণ, অপান ও সমান বায়ুর বিকৃতি ভাব হইত না[১৩]; তেজঃপদার্থ সকল দীপ্যমান ছিল; অনর্থপাত হইত না[১৪]; সমস্ত প্রজা গণ দীর্ঘায়ু ছিল; যুবা ব্যক্তির মৃত্যু হইত না এবং স্বর্গবাসী দেবগণ ও পিতৃগণ প্রীত হইয়া চতুর্ব্বেদ-বিধানক্রমে বিবিধ হব্য, কব্য, নিষ্পূর্ত্ত (অর্থাৎ তড়াগারা-

মাদি) ও হুত (অর্থাৎ ইষ্ট) প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার রাজ্যে দংশ, মশক, ও হিংস্র সরীসৃপ ছিল না[১৫ ১৬]; অকালে প্রাণিগণের জলমজ্জনে ও অগ্নি-দাহে মৃত্যু হইত না, এবং কেহ অধর্ম্ম-প্রিয়, মূর্খ বা লুব্ধ ছিল না[১৭]; সকলেই শিষ্ট ও যাগাদি ক্রিয়া-কলাপ-সম্পন্ন ছিল। জন স্থানে রাক্ষসেরা দৈব ও পৈত্র কার্য্যের বিঘ্ন করিতে থাকিলে তিনি ঐ রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া দেব ও পিতৃগণকে হব্য কব্য দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য কালে পুরুষ সকলের পরমায়ু সহস্র বর্ষ এবং তাঁহাদিগের সহস্র পুত্র হইত, এবং তৎ কালে কনিষ্ঠের শ্রাদ্ধ জ্যেষ্ঠকে করিতে হয় নাই। মহাবলশালী রাম শ্যামবর্ণ, যুবা, লোহিত-লোচন, মত্ত মাতঙ্গ সম বিক্রম, আজানুলম্বিত বাহু, সুন্দর ভুজ-বিশিষ্ট ও সিংহস্কন্ধ ছিলেন। তিনি একাদশ সহস্র বৎসর সর্ব্ব প্রাণীর চিত্তরঞ্জন-পূর্ব্বক রাজ্য করিয়াছিলেন। তৎ কালে প্রজাগণের মুখে 'রাম, রাম, রাম,' এই রূপ কথা সর্ব্বদা উচ্চারিত হইত[১৮-২২]। তাঁহা হইতে জগৎ সুখের স্থান হইয়াছিল। পরিশেষে রাম আপনা হইতে ও স্বকীয় অংশ ভ্রাতৃত্রয় হইতে উৎপন্ন দুই দুই পুত্র দ্বারা রাজবংশ অষ্টধা বিভক্ত করিয়া জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন।

ব্যাস কহিলেন, নারদ এই রূপ বলিয়া পুনরায় শ্বিত্য-পুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, সৃঞ্জয়! রাম তোমার পুত্র ও তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন, তিনিও যখন লোকান্তর গত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত তোমার স্বীয় পুত্রের নিমিত্তে শোক করা উচিত নহে[২৩-২৫]

ষোড়শরাজিকে একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ ।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! ভগীরথ রাজারও মৃত্যু হইয়াছে, শ্রবণ করিয়াছি। যিনি ভাগীরথী গঙ্গাকে ক্রতু নিমিত্ত কাঞ্চনময় ইষ্টক নির্ম্মিত স্থণ্ডিলে পরিব্যাপ্তা করিয়াছিলেন[১], এবং স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা দশ লক্ষ কন্যা, রাজগণ ও রাজপুত্রগণকে অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ-সাৎ করিয়াছিলেন। ঐ সমুদায় কন্যা রথারূঢ; তাহাদিগের প্রত্যে-কের প্রতি চতুরশ্ব যোজিত এক এক রথ, প্রত্যেক রথের প্রতি এক শত করিয়া স্বর্ণমাল্য-ভূষিত হস্তী, এক এক হস্তীর প্রতি সহস্র করিয়া অশ্ব, এক এক অশ্বের প্রতি এক শত করিয়া গো এবং এক এক গোর প্রতি পঞ্চ ছাগ ও মেষ ছিল[২-৪]। তিনি গঙ্গা-তীরে প্রবাহ সমীপে বিবিক্ত স্থানে ভূয়সী দক্ষিণা প্রদান করিতে থাকায় ঐ স্থান দক্ষিণা ভারে নিম্ন হইয়া গেল, তাহাতে ভাগীরথী গঙ্গা যেন অতি ব্যথিতা ও নিম্নগা হইয়া জল সমূহ দ্বারা প্রবাহ রূপে রাজার ক্রোড়ে আগমন করিয়া উপবেশন করিলেন[৫]। ঐ স্থানে রাজার উরুদেশে গঙ্গা উপ-বেশন করেন, এই জন্য উহা উর্ব্বশী তীর্থ হইল, এবং গঙ্গা তাঁহার ক্রোড়ে অধিষ্ঠান করেন, এবং পূর্ব্ব পুরুষের উদ্ধার করেন, এই হেতু তাঁহার দুহিতৃত্ব ও পুত্রত্ব ভাব প্রাপ্ত হইলেন[৬]। সূর্য্য সদৃশ তেজ সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ প্রীত হইয়া মধুরভাষী পিতৃ, দেব ও মনুষ্য গণকে এই গাথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন[৭], "সমুদ্রগামিনী গঙ্গা দেবী ভূরি দক্ষিণাপ্রদ যজমান ইক্ষ্বাকুনন্দন ভগীরথকে পিতা বলিয়া বরণ ক-রেন[৮]।" ইন্দ্র বরুণাদি দেবগণ তাঁহার সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত বিঘ্ন-রহিত নিরাময় যজ্ঞ সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন[৯]। যে যে ব্রাহ্মণ যে যে স্থানে অবস্থান করিয়া যে যে প্রিয় বস্তু অভিলাষ করি-য়াছিলেন, প্রভু ভগীরথ প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সেই সেই স্থানে তৎ সমস্ত প্রদান করিয়াছিলেন[১০]। যে ব্রাহ্মণের যে ধন প্রিয়, তাহা

তাঁহার অদেয় ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রসাদে ব্রহ্ম লোকে গমন করিয়াছেন[১১]। সূর্য্য ও চন্দ্র, রশ্মি দ্বারা সর্ব্ব দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া যে বর্ত্ম দ্বারা গমনাগমন করেন, এই পৃথিবীস্থ অন্যান্য রাজগণ সেই বর্ত্ম দ্বারা গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া সর্ব্ব বিদ্যাভিজ্ঞ তেজস্বী সেই ভগীরথ রাজার আশ্রয় লইয়াছিলেন[১২]। অথবা মরীচিপাদি মহর্ষিগণ মোক্ষ ও স্বর্গ লাভের নিমিত্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা ও কর্ম্মবিদ্যা সুনিপুণ মহাত্মা ভগীরথের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন[১৩]।

ব্যাস কহিলেন, নারদ এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা ভগীরথ তোমার পুত্র ও তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; সৃঞ্জয়! তিনিও যখন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা সমুচিত হয় না[১৪]।

ষোড়শরাজিকে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮

একষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! ইলবিলতনয় দিলীপ রাজারও মৃত্যু হইয়াছে, শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার শত শত যজ্ঞে অযুত অযুত প্রযুত প্রযুত তত্ত্বজ্ঞানার্থ-সম্পন্ন, পুত্র-পৌত্র-বিশিষ্ট অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করত বসুধাকে বসুসম্পূর্ণা করিয়া ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন[১-২]। তাঁহার যজ্ঞপথ সকল হিরণ্ময় হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ রাজা দিলীপকে যেন পুণ্যোৎপত্তি স্থল মনে করিয়া আগমন করিতেন[৩]। তাঁহার যজ্ঞে পর্ব্বতোপম

সহস্র সহস্র মাতঙ্গ বৰ্ত্তমান ছিল, যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল সুবর্ণ হইয়াছিল[৪]। নানা বিধরসের কুল্যা সকল ও পৰ্ব্বতের ন্যায় ভক্ষ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইয়াছিল, হে মহারাজ! যজ্ঞীয় পশু বন্ধন নিমিত্ত সহস্র ব্যাম পরিমিত হিরণ্ময় যূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৫], সেই যূপের মস্তক স্থিত বলয়াকার কাষ্ঠ বিকার যেন সেই হিরণ্ময় যূপে নৃত্য করিতে অধিষ্ঠান করিয়াছিল, যে যজ্ঞে ষট্ সহস্র অপ্সরোগণ সপ্ত প্রকার নৃত্য ও বিশ্বাবসু প্রীতিযুক্ত হইয়া স্বয়ং বীণা যন্ত্র বাদ্য করিতেন এবং প্রাণি মাত্রেই সত্যশীল রাজা দিলীপকে সৎকার করিত[৬-৭]। তাঁহার যজ্ঞে রাগ খাণ্ডব অর্থাৎ গুড়োদন ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য পান ভোজন দ্বারা অনেকে মত্ত হইয়া পথি মধ্যে শয়ন করিত। তাঁহার এক আশ্চর্য্য কার্য্য এই ছিল, যাহা, অন্যান্য রাজার সহিত উপমিত হয় না[৮],—তিনি জলোপরি যুদ্ধ করিতে থাকিলে, তাঁহার চক্র দ্বয় জলে মগ্ন হইত না। যে মহাত্মারা, দৃঢ়ধন্বা সত্যবাদী রাজা দিলীপকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও স্বর্গ জয়ী হইয়াছেন। সেই রাজার ভবনে বেদাধ্যয়ন ধ্বনি, ধনুষ্টঙ্কার ধ্বনি এবং পান কর, ভোজন কর, ইত্যাদি বাক্য ধ্বনি কখন বিরত হয় নাই।

ব্যাস কহিলেন, নারদ এইরূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন পূৰ্ব্বক কহিলেন, রাজা দিলীপ তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গৰ্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গহীন ভোগ, এই চতুৰ্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর পুণ্যবান্ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! তিনিও যখন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত পুত্র নিমিত্ত তোমার পরিতাপ করা সমুচিত হয় না[৯-১২]।

ষোড়শরাজিকে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, যুবনাশ্ব-পুত্র রাজা মান্ধাতাও কাল কবলে পতিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়াছি। দেব, অসুর ও মনুষ্যলোক মধ্যে রাজা মান্ধাতা ত্রৈলোক্য বিজয়ী ছিলেন[১]। অশ্বিনী কুমার দুই দেবতা মান্ধাতাকে তাঁহার পিতার উদর হইতে নিষ্কাশিত করেন। কোন সময়ে রাজা যুবনাশ্ব মৃগয়া বিচরণ করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইলেন, তাঁহার বাহনও ক্লান্ত হইল[২]। তিনি সেই প্রদেশে যজ্ঞধূম লক্ষ করিয়া যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞীয় পৃষদাজ্য ভোজন করিলেন। তাহাতে তাঁহার জঠরে পুত্র জন্মিল। ভিষক্ প্রবর অশ্বিনী-কুমার দ্বয় তাহা অবলোকন করিয়া তাঁহার জঠর হইতে পুত্র সন্তান নিঃসারিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন। দেবগণ সেই দেবকান্তি সন্তানকে তাঁহার পিতার উৎসঙ্গে শয়ান অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 'এই সন্তান কাহাকে উপলক্ষ করিয়া পান করিবে?' ইন্দ্র অগ্রেই কহিলেন, 'এই বালক আমাকে উপলক্ষ করিয়া পান করুক[৩-৫]। অনন্তর ইন্দ্রের অঙ্গুলি সকল হইতে অমৃতময় দুগ্ধ প্রাদুর্ভূত হইল। ইন্দ্র যে করুণাপ্রযুক্ত কহিলেন, 'মাং ধাস্যতি' অর্থাৎ 'আমাকে উপলক্ষ করিয়া পান করিবে' এই নিমিত্তে তাহার 'মান্ধাতা' এই অদ্ভুত নাম হইল। তদনন্তর [মহাত্মা যুবনাশ্বপুত্রের নিমিত্তে ইন্দ্রের হস্ত হইতে ঘৃত ও দুগ্ধ ধারা নিঃসৃত হইয়া যুবনাশ্বতনয়ের মুখে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই বালক ইন্দ্রের পাণি অবলম্বন পূর্ব্বক ঘৃত দুগ্ধ পান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন[৬-৮]।

সেই বীর্য্যবান্ বালক দ্বাদশ দিনে দ্বাদশ বৎসর বয়স্কতুল্য হইলেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, ধৈর্য্যশীল, ধীর, সত্য প্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা মান্ধাতা এক দিবসে এই কৃৎস্না পৃথিবী জয়

করেন; জনমেজয়, সুধন্বা, গয়, পুরু, বৃহদ্রথ, অসিত, রাম এবং মনুজগণকে পরাজিত করেন। সূর্য্য যে স্থান হইতে উদিত এবং যে স্থানে অস্ত গত হয়েন, সেই সমুদায় প্রদেশই মান্ধাতার অধিকৃত কথিত হইয়াছে। তিনি শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া শত যোজন পরিমিত, পদ্মরাগ খনি সম্পন্ন, সুবর্ণাকর যুক্ত, যোজন পরিমিত উচ্চ, মৎস্য সকল ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন[৯-১৩]। সেই যজ্ঞে বহু প্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য অন্নের পর্ব্বত সকল প্রস্তুত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন-হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের ভোজন কালে 'আরও অতিরিক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য দিতেছি' এইরূপ বাক্য পরিবেষ্টা গণ নিয়ত বলিত[১৪]। অন্নের পর্ব্বত নিচয়ে ও অন্নপান সমূহে যজ্ঞ প্রদেশ শোভিত হইয়াছিল। সূপরূপ পঙ্ক, দধিরূপ ফেন ও গুড় রূপ সলিল শালিনী মধুক্ষীর বাহিনী শুভ নদী সকল ঘৃত হ্রদে গমন করত অন্নপর্ব্বত সকল অবরোধ করিয়াছিল। দেবগণ, অসুরগণ, নরগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ, পক্ষিগণ ও বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণগণ, সকলেই সেই যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ আগমন করিয়া ছিলেন, তাঁহারদিগের মধ্যে অবিদ্বান্ কেহ ছিলেন না[১৫-১৭]। রাজা মান্ধাতা এই সসাগরা বসুন্ধরাকে সর্ব্বতোভাবে বসু পরিপূর্ণা করিয়া ব্রাহ্মণসাৎ করত পরলোক গমন করেন[১৮]। তিনি সর্ব্ব দিক্ যশে পরিপূর্ণ করিয়া পুণ্যবান্ লোকদিগের গম্য লোকে গমন করেন।

ব্যাস কহিলেন, নারদ এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা মান্ধাতা তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ও সঙ্গবিহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! তিনিও যখন কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন,

তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বকীয় পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা উচিত নহে[১৯-২০]।

ষোড়শরাজিকে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! নহুষ রাজার পুত্র যযাতি রাজাকেও পর লোক প্রাপ্ত হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, শত বাজপেয়, সহস্র পুণ্ডরীক, সহস্র অতিরাত্র, কামনা পূর্ব্বক চাতুর্মাস্য, অগ্নিষ্টোম ও অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞ প্রভূত দক্ষিণা সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন[১-২]। ব্রাহ্মণ-দ্বেষী ম্লেচ্ছদিগের যে সমস্ত ধন পৃথিবী মধ্যে ছিল, তৎ সমুদায় তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে আহরণ করিয়া ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন[৩]। সমুদ্র ও অন্যান্য সকল ইহাঁরা পুণ্যতমা সরস্বতী নদীর ঘৃতের ন্যায় তোয় সকল গ্রহণ করিয়া পুণ্যশীল নহুষ নন্দন রাজা যযাতিকে প্রদান করিতেন[৪]। তিনি দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদিগের সহায়তা করিতেন, এবং পৃথিবীকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া ঋত্বিক্ চতুষ্টয়কে দান করিয়াছিলেন[৫]। ঐ মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানিতে এবং শর্ম্মিষ্ঠাতে উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদন করেন। অমরোপম সর্ব্ব বেদজ্ঞ রাজা যযাতি দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় আপন অভিলাষানুসারে সমুদায় দেবারণ্যে বিহার করিয়াছিলেন। যখন সুখভোগ্য নানা বিধ কাম্য বস্তুর উপভোগ করিয়াও কামনার সমাপ্তি করিতে পারিলেন না, তখন তিনি এই গাথা গান করিয়া ভার্য্যার সহিত বন প্রব্রজ্যা করিলেন[৬-৮]। এই ভূমণ্ডল মধ্যে যাবতীয় ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী আছে, তৎসমুদায়ই যদি এক জনের উপভোগ্য হয়, তথাপি তাহার কামনার পরিতৃপ্ত হয় না, এই জানিয়া মনুষ্যের শান্তিভাব আশ্রয় করা বি-

ধেয়[৯]।' মহারাজ যযাতি এই বিবেচনা করত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক পূরু নামক পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বন প্রয়াণ করেন[১০]।

ব্যাস কহিলেন, নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা যযাতি তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ও সঙ্গ বিহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! এতাদৃশ রাজাও যখন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত তোমার পুত্র নিমিত্ত শোক করা সমুচিত নয়[১১]।

ষোড়শরাজিকে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, সৃঞ্জয়! নাভাগ-নন্দন অম্বরীষ রাজারও মৃত্যু হইয়াছে, শ্রবণ করিয়াছি। তিনি এক রথে দশ লক্ষ রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন[১]। শস্ত্র-যুদ্ধ-বিশারদ অন্যান্য শত্রু রাজগণ জয়ৈষী হইয়া চতুর্দ্দিকে অশিব কঠোর বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি অবলীলাক্রমে বল প্রভাবে ও অস্ত্র বলে তাঁহাদিগের ছত্র, আয়ুধ, ধ্বজ, রথ ও প্রাসাস্ত্র ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে বশীভূত করিলেন[২.৩]। পরিশেষে তাঁহারা বর্ম্মহীন ও দুর্ব্বল হইয়া জীবন প্রত্যাশায় 'আমরা তোমারই' এই বাক্য দ্বারা বিনতি-পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন[৪]। হে বিশুদ্ধ-চিত্ত! তিনি এই রূপে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়া বসুন্ধরা জয় পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে শত যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন[৫]। সেই সকল যজ্ঞে বিপ্রেন্দ্র ও অন্যান্য জনগণ পরমার্চ্চিত ও পরিতৃপ্ত হইয়া নানা বিধ সুস্বাদু রস-সম্পন্ন অন্ন

ভোজন করেন[৬]! সুস্বাদু মোদক, পূরিকা, অপূপ, শক্তু, শষ্কুলী (পিষ্টক বিশেষ), করম্ভ (দধি মিশ্রিত শক্তু), সুকৃত অন্ন, সূপ, মৈরেয়ক, পূপ, রাগ খাণ্ডব পানক, (মিষ্টান্ন মোদক বিশেষ), অন্যান্য সুগন্ধি, সুকোমল ও সুযুক্ত মিষ্টান্ন, ঘৃত, মধু, ক্ষীর, জল, রস সম্পন্ন দধি, বিবিধ সুস্বাদু ফল ও মূল, এই সকল নানা বিধ ভক্ষ্য ভোজ্য পানীয় পান ভোজনে ব্রাহ্মণগণ অতীব পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন[৭.৯]। সহস্র সহস্র ব্যক্তি আপন আপন অভিলাষানুসারে আত্ম সুখার্থে নানা বিধ মদ্য পান করত মত্ত ও হৃষ্ট হইয়া নাভাগ-নন্দনের স্তুতি সংযুক্ত গাথা গান, বাদ্য ও নৃত্য করত আমোদ প্রমোদ করিয়াছিল[১০.১১]। সেই সকল যজ্ঞে রাজা অম্বরীষ, দশ প্রযুত যাজককে শত সহস্র ভূপতির রাজ্য এবং ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা স্বরূপ হিরণ্য কবচযুক্ত, শ্বেতছত্র পরিশোভিত, হিরণ্যস্যন্দন সমারূঢ় অনুযাত্র, পরিচ্ছদ সম্পন্ন, কোষ দণ্ড সমবেত অসংখ্য ভূপতি ও রাজ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া অনুমোদন-পূর্ব্বক এই রূপ বলিয়াছিলেন, রাজা অম্বরীষ অপরিমিত দক্ষিণা সহকারে যে রূপ যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করিলেন, এই প্রকার কখন কেহ পূর্ব্বে করে নাই, পরেও করিতে পারিবে না[১২.১৩]।

ব্যাস কহিলেন, নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা নাভাগনন্দন অম্বরীষ তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ও সঙ্গ বিহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! এতাদৃশ রাজাও যখন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বকীয় পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা সমুচিত হয় না[১৭]।

ষোড়শরাজিকে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! রাজা শশবিন্দুকেও কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতে শ্রবণ করিয়াছি। সেই সত্যপরাক্রম শ্রীমান্ রাজা বিবিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন[১]। সেই মহাত্মার লক্ষ ভার্য্যা ছিল, এক এক ভার্য্যাতে এক এক সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়[২]। সেই কুমারেরা সকলেই পরাক্রমশীল, বেদপারগ, হিরণ্য কবচধারী, মহাধনুর্দ্ধর, রাজাও নিযুত যাজী ছিলেন। তাঁহারা মুখ্য মুখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং সকলেই অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন[৩-৪]। তাঁহাদিগের পিতা রাজ প্রধান শশবিন্দু অশ্বমেধ যজ্ঞে সেই সমস্ত পুত্রদিগকে ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। এক এক রাজপুত্রের পশ্চাৎ এক শত করিয়া স্বর্ণ-ভূষিতা রথারূঢ়া কন্যা ছিল, এবং এক এক কন্যার পশ্চাৎ এক শত করিয়া হস্তী, এক এক হস্তীর পশ্চাৎ এক শত করিয়া রথ[৫.৬], এক এক রথের পশ্চাৎ এক শত করিয়া হেম-মাল্যধারী বলবান্ অশ্ব, এক এক অশ্বের পশ্চাৎ সহস্র করিয়া গো, এবং এক এক গোর পশ্চাৎ ছাগ ও মেষ সমূহ ছিল; মহাভাগ শশবিন্দু নৃপতি অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে এতাদৃশ অপরিসীম ধন ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করেন[৭.৮]। সেই অশ্বমেধ মহা যজ্ঞে যাবৎ পরিমিত ও যে প্রকার দারু-নির্ম্মিত যূপ ছিল, তদ্ব্যতীত তাবৎ পরিমিত সেই প্রকার যূপ কাঞ্চনময় হইয়াছিল[৯]। সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ভোজন নিমিত্তে সর্ব্ব স্থান অন্ন পান সমূহ প্রস্তুত হইয়াছিল; এমন কি, ক্রোশ পরিমিত উচ্চ পর্ব্বত-সমান বহু সংখ্য অন্ন রাশি প্রস্তুত হয়। ব্রাহ্মণাদি ভোজন সম্পন্ন হইলে ত্রয়োদশটী অন্ন পর্ব্বত উদ্বৃত্ত হয়। তাঁহার অধিকার সময়ে জনপদ সকল তুষ্ট পুষ্ট জনগণে সমাকীর্ণ, বিঘ্ন-রহিত ও অনাময় ছিল; তিনি এই পৃথিবী দীর্ঘ কাল ভোগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন[১০.১১]।

ব্যাস কহিলেন, নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা শশবিন্দু তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য ও সঙ্গ-বিহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন ; হে সৃঞ্জয় ! এতাদৃশ রাজাও যখন লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে[১২]।

ষোড়শরাজিকে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয় রাজারও মৃত্যু হইয়াছে, শ্রবণ করিয়াছি। তিনি এক শত বৎসর যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন-ভোজী হইয়াছিলেন[১]। অগ্নি তাঁহাকে বর প্রদান করিতে মানস করিলে, তিনি এই বর প্রার্থনা করেন "আমি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম এবং গুরুর প্রসন্নতা দ্বারা বেদ জানিতে অভিলাষ করি ; অন্যের হিংসা না করিয়া স্বধর্ম্ম দ্বারা অক্ষয় ধন ইচ্ছা করি[২.৩]; আমার সর্ব্বদা যেন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে শ্রদ্ধা জন্মে ; সবর্ণা ভার্য্যাতে পুত্র জন্মে[৪]; অন্ন দান করিতে শ্রদ্ধা হয় ; এবং ধর্ম্ম বিষয়ে মন রত হয়। হে পাবক'! আমার আর একটী বর প্রার্থনীয় এই, আমার ধর্ম্ম কার্য্যের সমাপনে কোন বিঘ্ন না হয়[৫]।" অগ্নি তাঁহাকে 'তাঁহাই হইবে' বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। গয় রাজা তৎ সমস্ত বর প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মত শত্রু জয় করেন[৬]।

তিনি শত বৎসর ব্যাপিয়া দর্শপৌর্ণমাস যাগ, নব-শস্যাগমন নি-মিত্তক যাগ, চাতুর্ম্মাস্য যাগ ও অন্যান্য বিবিধ যজ্ঞ দক্ষিণা প্রদান সহকারে শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করেন। তিনি এক শত বৎসর পর্য্যন্ত

প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক লক্ষ ছয় অযুত গো, দশ সহস্র অশ্ব, এবং লক্ষ নিষ্ক প্রদান করিয়াছিলেন। সমস্ত নক্ষত্রে প্রত্যেক নক্ষত্র বিহিত দ্রব্য সকল দক্ষিণা প্রদান করিয়া সোম ও অঙ্গিরার ন্যায় নানা বিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন[১০], এবং অশ্বমেধ মহা যজ্ঞে রত্ন রূপ শর্করা যুক্তা সুবর্ণ-নির্ম্মিতা পৃথিবী করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন[১১]। তাঁহার যজ্ঞে সমুদায় যূপ রত্ন খচিত, কাঞ্চনময় ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব প্রাণিগণের মনোহর হইয়াছিল[১২]। তিনি সকল প্রাণীকে সন্তুষ্ট করিয়া ঐ সকল সর্ব্ব কাম সমৃদ্ধ যূপ ব্রাহ্মণগণকে সম্প্রদান করিয়া হর্ষিত করিয়াছিলেন[১৩]। সমুদ্র বন দ্বীপ নদী নদ সরোবর নগর রাষ্ট্র স্বর্গ ও অন্তরীক্ষে যে সকল বিবিধ প্রাণিগণ বসতি করেন, তাঁহারা গয় রাজার যজ্ঞ সম্পদে পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "গয় নৃপতির যজ্ঞ সদৃশ অন্য কোন যজ্ঞ হয় নাই[১৪.১৫]।" ঐ যজ্ঞের বেদী পশ্চিম দিকে যে একটী হইয়াছিল, তাহা দীর্ঘে ষট্‌-ত্রিংশৎ যোজন ও প্রস্থে ত্রিংশৎ যোজন পরিমিতা; এবং পূর্ব্ব দিকে যে একটী হইয়াছিল, তাহা চতুর্ব্বিংশতি যোজন পরিমিতা। ঐ দুইটী বেদীই স্বর্ণময়ী এবং মুক্তা ও হীরক মণি খচিতা হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্র, আভরণ ও তদ্ভিন্ন যথা বিহিত ভূরি দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। এবং ভক্ষ্য ও পানীয় সামগ্রীর পর্ব্বত ও নদী এতাদৃশ অধিক হইয়াছিল যে, পঞ্চ বিংশতিটী অন্ন-পর্ব্বত ও খেচরান্ন-বাহিনী বহুল রস-নদী, ভোজনাবশিষ্ট উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, এবং পৃথক্ পৃথক্ প্রকার রাশি রাশি বস্ত্র, আভরণ ও গন্ধ দ্রব্যও অবশিষ্ট ছিল[১৬.১৯]। সেই কর্ম্মের প্রভাবে রাজা গয়, ভুবন বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি স্বরূপ অক্ষয় বট এবং প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম সরোবর ত্রিলোক বিশ্রুত হইয়া রহিয়াছে[২০]।

ব্যাস কহিলেন, নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র

বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা গয় তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠ-তর ও পুণ্যবান্ ছিলেন ; হে সৃঞ্জয়! যখন এতাদৃশ রাজাও লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্র নিমিত্তে তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে[১১]।

ষোড়শরাজিকে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! সাঙ্কৃতি রন্তিদেব নৃপতিরও মৃত্যু হইয়াছে, শ্রবণ করিয়াছি। ঐ মহাত্মার পাচক ব্রাহ্মণ দুই লক্ষ ছিল[১]। তাঁহার ভবনে অতিথি, অভ্যাগত ও ব্রাহ্মণদিগকে দিবারাত্র ভক্ষ্য পানীয় পক্ক ও অপক্ক সামগ্রী পরিবেশন ও অপরিসীম ধন প্রদান করা হইত[২]। তিনি চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ন্যায় পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করত ব্রাহ্মণসাৎ এবং ধর্ম্মানুসারে শত্রুদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন[৩]। তিনি এমত সংশিতব্রত ও বিধিবৎ সত্র যাজী হইয়াছিলেন, যে, বহু পশু স্বর্গাভিলাষে তাঁহার নিকট স্বয়ং আগমন করিয়া যজ্ঞে প্রাণ দিতে উপস্থিত হইত[৪]। তাঁহার অগ্নিহোত্র-গৃহ-সদৃশ মহানস হইতে চর্ম্মরাশি নিঃসৃত রস-ধারা বহিয়া এক নদী উৎপন্না হয়; ঐ নদী চর্ম্মণ্বতী নামে বিখ্যাতা হইয়াছে[৫]।

হে ভূপাল! এক শত অষ্ট পল পরিমিত সুবর্ণকে এক নিষ্ক বলা যায়, এমত বহু সংখ্যক নিষ্ক তিনি ব্রাহ্মণদিগকে স্ব-ক্ষমতানুসারে প্রদান করিয়াছিলেন। ‘তোমারে নিষ্ক প্রদান করিতেছি, তোমারে নিষ্ক প্রদান করিতেছি,’ এই কথা বলিয়া লক্ষ লক্ষ নিষ্ক দান করিতেন। কোটি নিষ্ক প্রদান করিয়া ‘অদ্য অল্প নিষ্ক প্রদান করা হইল’ বলিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নিষ্ক দান করি-

তেন। মহারাজ! তিনি এক দিবসে যাবৎ পরিমিত নিষ্ক প্রদান করিয়াছেন, অপর কেহ জীবন কালেও তাহা প্রদান করিতে পারিবেন না[৬-৮]। রাজা রন্তিদেব, " দানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-হস্ত না পাইলে আমার চিরন্তন মহৎ দুঃখ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই," এই রূপ বলিতে বলিতে ধন দান করিতেন[৯]। তিনি ব্রাহ্মণ গণের প্রত্যেককে এক শত করিয়া সুবর্ণ-ভূষিত গবী ও তাহার সহিত সহস্র করিয়া সুবর্ণ-ভূষিত বৃষ ও অষ্টশত সুবর্ণ নিষ্ক এক শত বৎসর অর্দ্ধ মাস পর্য্যন্ত প্রতি দিন দান করিয়াছিলেন, এবং ঋষিগণকে অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞের উপযোগ্য উপকরণ সকল প্রদান করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন করক, কুম্ভ, স্থালী, পিঠর, শয্যা, আসন, যান, প্রাসাদ, গৃহ, নানা বিধ বৃক্ষ, পর্ব্বত ও উপবন প্রদান করেন; এই সমস্তই ধীমান্ রন্তিদেবের সুবর্ণ ময় ছিল[১০-১৩]। পুরাবিৎ জনেরা রন্তিদেবের অলৌকিক সমৃদ্ধি সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া এই গাথা গান করিয়াছিলেন[১৪], " আমরা কুবের সদনেও এতাদৃশ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য কখন পূর্ব্বে নয়নগোচর করি নাই, মনুষ্য গৃহের তো কথাই নাই; রন্তিদেবের গৃহ নিশ্চয়ই অমরাবতী স্বরূপ।"

সাঙ্কৃতি রন্তিদেবের ভবনে যে এক রাত্রি অতিথি বাস করিয়াছিল, ঐ রাত্রিতে এক বিংশতি সহস্র গো হনন করা হয়। মণি-কুণ্ডল-ভূষিত সূদগণ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিল "পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসে যে রূপ মাংস হইত, তদ্রূপ অদ্য হয় নাই, অতএব অদ্য তোমরা অধিক করিয়া সূপ ভক্ষণ কর।" রাজা রন্তিদেবের যে সমস্ত সুবর্ণ ছিল, সে সমুদায়ই তিনি যজ্ঞ কার্য্যে ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত হব্য কব্য দেবগণ ও পিতৃগণ যথা কালে প্রত্যক্ষ হইয়া গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণও স্ব স্ব অভিলষিত দ্রব্যাদি সন্তুষ্ট-চিত্তে গ্রহণ করিতেন।

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজা রন্তিদেব তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা ধন, ধর্ম্ম, সুখ ও বলে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! যখন তিনিও কাল-কবলে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তোমার শোক করা কর্ত্তব্য হয় না[১৫-২১]।

ষোড়শরাজিকে সপ্ত ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্তরাজার পুত্র ভরতেরও মৃত্যু হইয়াছে, শ্রবণ করিয়াছি। তিনি শৈশবাবস্থায় অরণ্য মধ্যে অন্যের অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন[১]। তিনি এমন বলবান্ ছিলেন যে, নখ দন্ত রূপ আয়ুধ বিশিষ্ট, তুষার বৎ শুভ্র বর্ণ সিংহ সকলকে বল দ্বারা নির্বীর্য্য করিয়া আকর্ষণ ও বন্ধন করিতেন[২]। অতি বলবান্ হিংস্র ব্যাঘ্র সকলকে অনায়াসে জতুরাশি সংযুক্ত মনঃশিলা শিলার ন্যায় বশীভূত করিতেন[৩]। অতি বলবান্ শ্বাপদাদি হিংস্র পশু ও তত্তুল্য-শরীর হস্তী গুলার দংষ্ট্রা গ্রহণ করিয়া তদুপরি অধিরোহণ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে শুষ্ক-মুখ করিয়া বশীভূত করিতেন[৪]। উগ্র বলশালী বন্য মহিষ গুলাকে ধৃত করিয়া আকর্ষণ করিতেন। শত শত বল দর্পিত সিংহ ধারণ করিয়া বল-পূর্ব্বক দমন করিতেন[৫], এবং বলবান্ সৃমর গাণ্ডার প্রভৃতি নানা জন্তু ধারণ করিয়া গল বন্ধনে আকর্ষণ করত তাহাদিগকে দমন পূর্ব্বক কৃচ্ছ্র-গত প্রাণ করিয়া পরিত্যাগ করিতেন[৬]। তাঁহার সেই কার্য্য অবলোকন করিয়া বনবাসী বিপ্রর্ষি গণ তাঁহার নাম 'সর্ব্বদমন' রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার

মাতা শকুন্তলা তাঁহাকে 'প্রাণি হিংসা করিও না' বলিয়া নিষেধ করিতেন[৭]।

মহারাজ! সেই শকুন্তলা-পুত্র মহীপাল ভরত শত অশ্বমেধ যমুনা তীরে, ত্রিশত অশ্বমেধ শরস্বতী তীরে এবং চতুঃ শত অশ্বমেধ গঙ্গা তীরে নিষ্পাদন করিয়াছিলেন[৮]। তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করিয়া পুনরায় প্রচুর দক্ষিণা সহকারে মহা যজ্ঞ সকল নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন[৯]। অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্‌থ, বিশ্ব-জিৎ এবং সহস্র সহস্র বাজপেয় যাগ সুসম্পন্ন করেন[১০]। মহাযশা ভরত ঐ যজ্ঞোপলক্ষে দ্বিজগণকে ধন প্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়া শুদ্ধ জাম্বুনদ স্বর্ণের এক সহস্র পদ্ম সংখ্যক সুবর্ণ কণ্ব মুনিকে প্রদান করেন। তাঁহার সুবর্ণময় যজ্ঞ-যূপ দৈর্ঘ্যে শত ব্যাম পরিমিত হইয়া-ছিল; ইন্দ্রাদি দেবগণ আগমন করিয়া দ্বিজগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহা সমুচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। তিনি শত শত অযুত অযুত কোটি কোটি অলঙ্কৃত অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, হিরণ্য, দাসী, দাস, ধান্য, দুগ্ধবতী সবৎসা গো, গ্রাম, গৃহ, ক্ষেত্র, বিবিধ পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণে প্রদান করিয়াছিলেন[১১-১৫]। মহারাজ ভরত অতি মহাত্মা, সার্ব্বভৌম, শত্রু-বিজয়ী এবং অপরের অপরাজিত ছিলেন।

ব্যাস কহিলেন, যুধিষ্ঠির! নারদ সৃঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্য-পুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ ভরত তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে সৃঞ্জয়! যখন এতাদৃশ ভূপালও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্র নিমিত্ত তুমি শোক করিও না[১৬-১৭]।

ষোড়শরাজিকে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

একোন সপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, সৃঞ্জয়! বেণরাজার পুত্র পৃথুও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহারে মহর্ষি গণ রাজসূয় যজ্ঞে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন[১]। ঐ মহাত্মা যত্ন-পূর্ব্বক সকলকে পরাভব করিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে লোকে 'পৃথু' বলিয়াছিল। তিনি আমাদিগের সকলকে ক্ষত হইতে অর্থাৎ অনিষ্ট হইতে ত্রাণ করেন, এই জন্য 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া বিখ্যাত হয়েন[২]। বেণ-নন্দন পৃথুকে অবলোকন করিয়া প্রজা সকল বলিয়াছিল, 'আমরা আপনার অনুরক্ত হইলাম' প্রজাদিগের এই রূপ অনুরাগ প্রযুক্ত তাঁহার রাজা' এই নাম হইল[৩]। সেই রাজার অধিকারে শস্যের নিমিত্ত ভূমি কর্ষণ করিবার প্রয়োজন হইত না; পৃথিবী অভিলাষানুরূপ শশ্যাদি প্রদান করিতেন; সমুদায় গবীই কুম্ভ পরিপূর্ণ দুগ্ধ দান করিত; পুষ্পের প্রতি দলেই মধু হইত[৪]; দর্ভ সকল সুবর্ণময়, সুখস্পর্শ ও সুখাবহ হইত; সেই কুশের বস্ত্রে প্রজাদিগের পরিধান ও শয়ন হইত[৫]; ফল সকল অমৃত কল্প, সুস্বাদু ও কোমল হইত; তাহাই প্রজাগণ আহার করিত; কেহ নিরাহার থাকিত না[৬]; মনুষ্যেরা অরোগী ছিল; সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ ও নির্ভয়ে কাল হরণ করিত, এবং বৃক্ষমূলে বা গিরি গুহাতে স্বেচ্ছানুসারে বাস করিত[৭]। রাষ্ট্র বা নগরের বিভাগ ছিল না, এবং প্রজাগণ স্বেচ্ছানুসারে যথা সুখে প্রমুদিত চিত্তে জীবন যাপন করিত[৮]। পৃথু রাজা সমুদ্র যাত্রা করিলে, সমুদ্রের জল স্তম্ভিত হইত, এবং পর্ব্বত-পথে গমন করিলে, পর্ব্বতেরা পথ প্রদান করিত। তাঁহার গমন কালে তোরণাদি দ্বারা রথ ধ্বজের বাধা ঘটিত না[৯]।

হে সৃঞ্জয়! একদা রাজা পৃথু সুখাসীন আছেন, ঐ সময়ে বনস্পতি সকল, শৈল সকল, দেবগণ, অসুরগণ, মহোরগগণ, সপ্তর্ষিগণ, রাক্ষস-

গণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরা গণ এবং পিতৃগণ তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি সম্রাট্‌, ক্ষত্রিয়, আমাদিগের রাজা, রক্ষিতা ও পিতা স্বরূপ; অতএব তুমি আমাদিগের প্রভু হইয়া আমাদিগকে এমন অভিলষিত বর প্রদান কর যে, আমরা তাহাতে যথা সুখে চির কাল তৃপ্তি লাভ করিতে পারি[১০-১২]।

বেণ-নন্দন 'তাহাই হইবে' বলিয়া চিন্তা-পূর্ব্বক অপ্রতিম ভীষণ শর সকল ও আজগব ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে বলিলেন[১৩], হে বসুধে! তুমি আগমন কর, আগমন কর তোমার মঙ্গল লাভ হউক, শীঘ্র ইহাঁদিগের বাঞ্ছিত দুগ্ধ ক্ষরণ কর; অনন্তর আমি যাঁহার যাহা অভিলষিত অন্ন প্রদান করিব[১৪]।

বসুধা কহিলেন, হে বীর! তুমি আমারে দুহিতা বলিয়া কল্পনা কর। প্রভু পৃথু তাহাই হউক' বলিয়া স্বীকার করিলেন[১৫]। তদনন্তর, সেই সকল প্রাণীগণ পৃথিবীকে দোহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমত বনস্পতি গণ দোহন করিতে উত্থিত হইলে, বৎসলা বসুন্ধরা বৎস, দোহন-কর্ত্তা ও দোহন-পাত্রের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিলেন; তখন পুষ্পিত শাল বৃক্ষ বৎস, বট বৃক্ষ দোগ্ধা, ছিন্ন হইতে যে অঙ্কুর হয়, তাহা দুগ্ধ এবং উড়ুম্বর শুভ দোহন পাত্র হইল। পর্ব্বতগণের দোহন সময়ে, উদয় পর্ব্বত বৎস, মহা গিরি সুমেরু দোগ্ধা, রত্ন ও ওষধি সকল দুগ্ধ এবং প্রস্তরময় দোহন পাত্র হইল। তৎপরে দেবগণ দোগ্ধা তেজস্কর প্রিয় বস্তু সকল দুগ্ধ হইল[১৬-১৯]। অসুরেরা আম পাত্রে মায়া (অর্থাৎ মদ্য) দোহন করিল; তখন দ্বিমূর্দ্ধা অসুর দোগ্ধা এবং বিরোচন বৎস হইল[২০]। মনুষ্যেরা কৃষি ও শশ্য দোহন করিলেন; তখন পৃথু দোগ্ধা এবং স্বায়ম্ভুব মনু বৎস হইলেন[২১]। নাগবর্গ অলাবু পাত্রে বিষ দোহন করিল; তাহাদিগের ধৃতরাষ্ট্র নাগ দোগ্ধা এবং তক্ষক বৎস হইল[২২]। অক্লিষ্টকর্ম্মা সপ্ত-

ঋষিরা বেদ দোহন করিলেন; বৃহস্পতি তাঁহাদিগের দোগ্ধা, ছন্দ দোহন-পাত্র এবং সোমরাজ বৎস হইলেন[২৩]। রাক্ষসেরা আম পাত্রে অন্তর্ধান দোহন করিল; তাহাদিগের দোগ্ধা বৈশ্রবণ এবং বৃষধ্বজ বৎস হইলেন[২৪]। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণ পদ্ম পাত্রে পবিত্র গন্ধ দোহন করিলেন; তাঁহাদিগের দোগ্ধা প্রভু বিশ্বরুচি এবং বৎস চিত্ররথ হইলেন[২৫]। পিতৃগণ রজত পাত্রে স্বধা দোহন করিলেন; তাঁহাদিগের বৎস বৈবস্বত এবং দোগ্ধা অন্তকারী যম হইলেন[২৬]। মহারাজ! সেই সকল প্রাণীগণ, যে সকল পাত্র ও বৎস দ্বারা পৃথিবী হইতে যে যে স্ব স্ব অভীষ্ট দোহন করিলেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা অদ্য পর্য্যন্ত চির কাল জীবন যাপন করিতেছেন[২৭]।

প্রবল প্রতাপশালী রাজা বেণ-পুত্র পৃথু বিবিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ এবং প্রাণীগণকে তাহাদিগের স্ব স্ব মনোভিলষিত পরিপূরণ করত পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, এবং যে কোন বস্তু পার্থিব ছিল, তৎ সমস্ত হিরণ্ময় করিয়া অশ্বমেধ মহা যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন[২৮-২৯]। তিনি ষট্ ষষ্টি সহস্র নাগ সুবর্ণ-ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণসাৎ করেন[৩০], এবং এই সমুদায় পৃথিবীকেও মণি-রত্ন-বিভূষিতা ও সুবর্ণময়ী করিয়া বিপ্র বর্গকে প্রদান করেন[৩১]।

ব্যাস কহিলেন, যুধিষ্ঠির! নারদ সৃঞ্জয়কে এই রূপ কহিয়া পুনরায় শ্বিত্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! রাজা পৃথু তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ ছিলেন; হে ভূপাল! যখন এমন রাজাও কাল-কবলে পতিত হইয়াছেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা সমুচিত হয় না[৩২-৩৩]।

ষোড়শরাজিকে একোন সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, সৃঞ্জয়! বীরলোকের নমস্কৃত জমদগ্নি-নন্দন, মহাতপা, অতি যশস্বী শূর রামও অপরিতৃপ্ত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইবেন[১]। তিনি এই পৃথিবীকে সুখময় ও উৎকৃষ্ট শ্রী লাভ করিয়াও কিছু মাত্র বিকৃত হন নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্র চিরকালই অপরি বর্ত্তিত রহিয়াছে[২]। অসুগ ক্ষত্রিয়গণের সহিত কার্ত্তবীর্য্য, জামদগ্ন্য রামের পিতাকে পরাজয় ও বৎসকে অপহরণ করিলে, রাম কাহাকেও না বলিয়াই সমরে শত্রু-কর্ত্তৃক অপরাজেয় কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করেন[৩]। তৎ কালে সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় যেন মৃত্যু সমীপে সমাগত হয়; প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য রাম, তাহাদিগের চতুঃষষ্টি অযুত ক্ষত্রিয়কে এক এক করিয়া শরাসন দ্বারা জয় করেন[৪]; তদতিরিক্ত চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রহ্মদ্বেষী ক্ষত্রিয় ও তদ্দেশাধিপতি দন্তক্রূর নৃপতিকে বিনাশ করেন[৫]। তিনি মুষল দ্বারা এক সহস্র, খড়্গ দ্বারা এক সহস্র, উদ্বন্ধন দ্বারা এক সহস্র এবং উদক মধ্যে এক সহস্র ক্ষত্রিয় সংহার করেন[৬]। এক সহস্র ক্ষত্রিয়ের দন্ত, কর্ণ ও নাশিকা ছিন্ন ভিন্ন করত সপ্ত সহস্র ক্ষত্রিয়কে বন্ধন পূর্ব্বক তাহাদিগের মস্তক ভেদ করিয়া সংহার করেন। পিতার বধ জনিত ক্রোধাকুল ধীমান্ জমদগ্নি-নন্দনের হস্তে রথ, অশ্ব ও গজের সহিত হৈহয় দেশীয় বীরগণ নিহত হইয়া সমর শায়ী হয়[৭-৯]। তিনি দশ সহস্র ক্ষত্রিয়দিগের কথিত "অসহ্য বাক্য সহ্য না করিয়া পরশু দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করেন[১০]। বিপ্রগণ কাশ্মীরাদি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, "হে ভৃগুনন্দন! হে রাম! তুমি ধাবমান হইয়া আগমন কর" এই রূপ বাক্য বলিয়া আক্রন্দন করিলে, প্রবল প্রতাপ রাম কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, রক্ষোবাহ, বীতিহোত্র, ত্রিগর্ত্ত, মার্ত্তিকাবত ও শিবি, এই সমস্ত দেশ ও অন্যান্য দেশ হইতে

সহস্র সহস্র করিয়া সমাগত শত সহস্র কোটি ক্ষত্রিয়দিগকে সুশাণিত বাণ দ্বারা বিনাশ করেন।

ভৃগুনন্দন রাম ইন্দ্রগোপক বর্ণ ও বন্ধুজীব পুষ্প সবর্ণ ক্ষত্রিয়-রুধিরের প্রবাহে পঞ্চ সরোবর পরিপূর্ণ এবং অষ্টাদশ দ্বীপ বশীভূত করিয়া প্রচুর দক্ষিণা সহকারে পুণ্যজনক এক শত যজ্ঞ নিষ্পাদন করেন। ঐ যজ্ঞে মহর্ষি কশ্যপ বিধি-পূর্ব্বক নির্ম্মিত, শত শত সর্ব্ববিধ রত্নে পরিপূর্ণ, শত শত পতাকা ও মাল্য দ্বারা বিভূষিত, সুবর্ণময়, উচ্চ অষ্ট নল পরিমিত বেদি, গ্রাম্য ও আরণ্য পশুগণে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী এবং হেম-ভূষিত লক্ষ গজ জামদগ্ন্য রামের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করেন[১১-১৮]। মহাত্মা রাম পৃথিবীকে দস্যুহীনা ও শিষ্ট ও ইষ্ট জনে সমাকীর্ণা করিয়া অশ্বমেধ মহা যজ্ঞে কশ্যপকে প্রদান করেন[১৯]। মহাবীর প্রভু রাম পৃথিবীকে এক বিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া এক শত যজ্ঞ নিষ্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন প্রদান করেন[২০]। মরীচি-পুত্র কশ্যপ ব্রাহ্মণ এই সপ্ত দ্বীপা পৃথিবী রামের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া রামকে কহিলেন, তুমি আমার আজ্ঞানুসারে পৃথিবী হইতে নির্গত হও[২১]। সেই যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ রাম ব্রাহ্মণ শাসন রক্ষা করত কশ্যপের বাক্যানুসারে শর পাতে সরিৎপতি সাগরকে প্রোৎসারিত করিয়া সেই পথ দিয়া গমন-পূর্ব্বক গিরিশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র পর্ব্বতে বসতি করিলেন। জামদগ্ন্য রাম এই রূপে ভৃগুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, অতি যশস্বী, মহা তেজস্বী ও শত শত গুণসমন্বিত হইয়াও লোকান্তর গমন করিবেন। দান সমেত বিত্ত, গর্ব্ব রহিত জ্ঞান, ক্ষমান্বিত শৌর্য্য এবং সঙ্গ বিহীন ভোগ, এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে তোমার পুত্র এবং তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও পুণ্যবান্ সেই রামও যখন মৃত্যুর বশতাপন্ন হইবেন, তখন যজ্ঞ ও দাক্ষিণ্য রহিত স্বীয় পুত্র নিমিত্ত তোমার শোক করা সমুচিত নহে। সৃঞ্জয়!

এই সকল শ্রেষ্ঠতর মনুষ্যেরা তোমা অপেক্ষা দান, জ্ঞান, শৌর্য্য ও ভোগ এই চতুর্ব্বিধ ভদ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং অন্যান্য ভদ্র বিষয়েও শত গুণে অধিক, অথচ সকলেই কালের বশম্বদ হইবেন[২২-২৫]।

ষোড়শরাজিকে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ব্যাস কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! রাজা সৃঞ্জয় দেবর্ষি নারদ মুখে পুণ্য-জনন ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর এই ষোড়শরাজিক উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া কিছুই বলিলেন না,—মৌনী হইয়া থাকিলেন[১]। ভগবান্ নারদ ঋষি, সৃঞ্জয়কে মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক সমাসীন অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে মহাতেজস্বী! আমি যে আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, তাহা তুমি শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছ ত? না, শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে তাহা যেমন নিষ্ফল হয়, সেই প্রকার ইহা নিষ্ফল হইল?

সৃঞ্জয় নারদ-কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক নারদকে প্রত্যুত্তর করিলেন[২-৩], হে মহাবাহু! যাজ্ঞিক দক্ষিণা-প্রদ পুরাতন রাজর্ষিদিগের এই উৎকৃষ্ট ধন্য আখ্যান শ্রবণ করিয়া, সূর্য্য কিরণ দ্বারা যেমন তমো নাশ হয়, সেই রূপ আমার বিস্ময় দ্বারা শোক বিনষ্ট হইয়াছে, আমি বীত পাপ ও ব্যথা শূন্য হইয়াছি; এক্ষণে আমাকে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ব্যক্ত করুন[৪-৫]।

নারদ কহিলেন, তুমি ভাগ্য প্রযুক্তই শোক-শূন্য হইয়াছ, এক্ষণে যে বর অভিলাষ করিবে, তাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবে; তাহাতে সংশয় করিও না, আমরা মিথ্যাবাদী নহি[৬]।

সৃঞ্জয় কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি যে আমার প্রতি প্রসন্ন

হইয়াছেন, ইহাতেই আমি প্রীতি লাভ করিয়াছি; যাহার প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহ জগতে তাহার কিছুই দুর্লভ নাই[৭]।

নারদ কহিলেন, সৃঞ্জয়! তোমার পুত্রকে দস্যুগণ বৃথা নিহত করিয়াছে, তাহাতে সে অপ্রোক্ষিত পশুর ন্যায় কষ্ট জনক নরকে গমন করিয়াছে; অতএব আমি সেই নরক হইতে উদ্ধৃত করিয়া তোমার পুত্রকে পুনর্ব্বার তোমারে প্রদান করিতেছি[৮]।

ব্যাস কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তদনন্তর দেবর্ষি নারদ প্রসন্ন হইয়া সৃঞ্জয়ের কুবের-তনয় তুল্য পুত্রকে সৃঞ্জয়ের নিকট প্রদান করিলে, অদ্ভুত প্রভা-সমন্বিত তাঁহার পুত্র তাঁহার নিকট প্রাদুর্ভূত হইল[৯]। রাজা সৃঞ্জয় পুত্র লাভ করিয়া প্রীতিমান্ হইলেন। অনন্তর প্রচুর দক্ষিণা সহকারে পুণ্যজনক নানা যজ্ঞ নিষ্পাদন করিলেন[১০]। মহারাজ! সৃঞ্জয়ের পুত্র অকৃত কার্য্য, নিঃসন্তান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত ছিল, এবং যুদ্ধেও নিহত হয় নাই, এই নিমিত্ত সে পুনর্ব্বার জীবিত হইল[১১]। পরন্তু তোমার ভ্রাতৃ-পুত্র অভিমন্যু শূর, বীর ও কৃতাস্ত্র ছিল, সে বীরতা প্রকাশ-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র শত্রুকে সন্তাপিত করিয়া সৈন্যাভিমুখে সংগ্রাম করত নিহত হইয়াছে[১২], অতএব ব্রহ্মচর্য্য, প্রজ্ঞা, বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞ সমুহ দ্বারা লোকে যে সকল অক্ষয় স্বর্গ গমন করে, অভিমন্যু সেই লোকে গমন করিয়াছে[১৩]। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা নিত্য নিত্য পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বর্গবাসী ব্যক্তিরা স্বর্গ হইতে ইহ লোকে আসিতে কামনা করেন না[১৪]; অতএব সমর নিহত স্বর্গ প্রাপ্ত অর্জ্জুন-পুত্রকে এই মর্ত্ত্য লোকে অল্প এবং অপকৃষ্ট ভৌম-সুখ উপভোগ নিমিত্ত আনয়ন করিতে পারা যায় না[১৫]। যোগীগণ সমাধিবলে পবিত্র দর্শন হইয়া যে গতি লাভ

করেন, উৎকৃষ্ট যাগশীলগণ যে গতি প্রাপ্ত হন, এবং তপোধন গণ সমুজ্জ্বল তপস্যা দ্বারা যে গতি লাভ করেন, তোমার ভ্রাতৃপুত্র সেই অক্ষয়া গতি লাভ করিয়াছেন[১৬]। মহাবীর অভিমন্যু ক্ষত্রিয়োচিত দেহ লাভ করিয়া অন্তকালে তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় চন্দ্র সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত রূপ আত্ম রশ্মি দ্বারা চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছে; অতএব তাহার নিমিত্ত শোক করা সমুচিত হয় না[১৭]। হে নিষ্পাপ ধর্ম্মরাজ! তুমি এই রূপ অবগত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক স্থির-চিত্ত হইয়া পুনবায় শত্রু জয় করিতে প্রবৃত্ত হও। আমাদিগের জীবিত ব্যক্তির নিমিত্তেই শোক করা উচিত হয়, স্বর্গগত ব্যক্তির নিমিত্ত কোন প্রকারে শোক করা বিধেয় নহে[১৮]। মহারাজ! শোক চিন্তা করিলে তাহা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এই নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষ, অভিমান ও সুখ চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রেয় নিমিত্ত যত্ন করিবেন; পণ্ডিতেরা ইহা অবগত হইয়া শোক করেন না; শোক ভাবিলেই শোক, নতুবা শোক নহে[১৯.২০], তুমি এই রূপ অবগত হইয়া সংযত হও, উত্থান কর, শোক করিও না। মৃত্যুর উৎপত্তি, অনুপম তপস্যা, সর্ব্ব প্রাণীর সমভাব, সংসার সম্পত্তি সকল চঞ্চল, এবং সৃঞ্জয়ের মৃত পুত্র যে কারণে পুনরায় জীবিত হইয়াছিল, এই সমুদায় শ্রবণ করিয়াছ[২১.২২]; অতএব, হে মহারাজ! তুমি এই সকল অবগত হইয়া শোক করিও না, আমি আত্ম কার্য্য সাধন করিতে চলিলাম। এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস অন্তর্হিত হইলেন[২৩]

মহারাজ! নির্ম্মল নভোমণ্ডল সদৃশ শ্যাম কলেবর ধীমান্-প্রবর বাগীশ্বর ভগবান্ বেদ ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিয়া গমন করিলে যুধিষ্ঠির মহেন্দ্র-তুল্য তেজস্বী ন্যায়ার্জ্জিতবিত্ত পূর্ব্বতন পার্থিবেন্দ্রগণের তাদৃশ যজ্ঞ সম্পত্তি শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহা-

দিগকে পূজা করিয়া শোক রহিত হইলেন, এবং পুনর্ব্বার দীন-ভাবে এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ধনঞ্জয়কে কি বলিব[২৪.১৬]।

যুধিষ্ঠির শোকাপনয়নে একসপ্ততিতম অধ্যায় ও অভিমন্যু বধ প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

অভিমন্যু বধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

প্রতিজ্ঞা প্রকরণ।

দ্বিসপ্ততি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতবংশ-প্রবর! ভয়ঙ্কর প্রাণি-ক্ষয়কর সেই দিবস অবসান হইল; আদিত্য অস্তমিত হইলেন; সন্ধ্যা কাল উপস্থিত হইল; সৈন্য সকল রণ স্থল হইতে গমন করিল। সেই সায়াহ্ন সময়ে শ্রীমান্ কপিধ্বজ ধনঞ্জয়, দিব্যাস্ত্র দ্বারা সংশপ্তকগণকে নিহত করিয়া জয়শীল রথে কৃষ্ণের সহিত সমারূঢ় হইয়া স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ-কণ্ঠস্বরে গোবিন্দকে কহিলেন, কেশব! আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে, বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না, অনিষ্ট-সূচক অঙ্গ স্পন্দন হইতেছে, এবং শরীরও অবসন্ন হইতেছে; আমার অন্তঃকরণে ক্লেশজনক অনিষ্ট শঙ্কা হইতেছে, তাহা অপসৃত হইতেছে না; পৃথিবী, আকাশ ও চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর উৎপাত সকল আমাকে ত্রাসিত করিতেছে[১-৮]। আমি বহু

প্রকার অনিষ্ট-সূচক উৎপাত অবলোকন করিতেছি; আমার পূজ-নীয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এবং তাঁহার অমাত্যদিগের মঙ্গল তো[৬]?

বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! অবশ্য তোমার ভ্রাতা এবং তাঁহার অমাত্যদিগের কুশল হইবেক, সন্দহ নাই; প্রত্যুত, অন্যবিধ যৎ কিঞ্চিৎ মাত্র অনিষ্ট হইবে, তজ্জন্য তুমি শোক করিও না[৭]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর সেই দুই বীর সন্ধ্যোপাসনা করিয়া রথোপরি তদ্দিবসের বীর-বিমর্দ্দনবিষয়ক রণ-বৃত্তান্ত কথোপ-কথন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন[৮]! সমরে অতিদুষ্কর কর্ম্ম সমাধানান্তে তাঁহারা উভয়ে নিজ শিবিরে উপনীত হইলেন, দেখিলেন, শিবির আনন্দ-শূন্য ও শোভা-বিহীন হইয়াছে[৯]। অনন্তর পরবীর-হন্তা বীভৎসু শ্রীহীন শিবির অবলোকন করিয়া অস্বস্থ চিত্তে কৃষ্ণকে কহিলেন[১০], জনার্দ্দন! অদ্য মঙ্গল-সূচক তূর্য্য নাদ হইতেছে না, এবং তূর্য্য ধ্বনি ও দুন্দুভি নির্ঘোষ মিশ্রিত শঙ্খ-ধ্বনি ও করতাল-ধ্বনি মিশ্রিত বীণা বাদ্যও হইতেছে না, এবং কোন সৈন্য মধ্যে বন্দীগণ মঙ্গল-সূচক গান ও রমণীয় স্তুতি পাঠ করিতেছে না। যোধ-গণ আমাকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্বে যে রূপ কার্য্য করিতেন, তাহা অদ্য করিতেছেন না; আমাকে সম্ভাষণও করিতেছেন না, প্রত্যুত অধোমুখ হইয়া সকলেই পলায়ন করিতেছেন। হে মাধব! আমার ভ্রাতাদিগের কোন অমঙ্গল তো ঘটে নাই[১১.১৪]? আত্মীয় স্বজনদি-গকে ব্যাকুল অবলোকন করিয়া আমার চিত্ত-প্রাশস্ত্য হইতেছে না; পাঞ্চালরাজ বা বিরাট বা আমাদিগের অন্যান্য যোদ্ধাদিগের তো কোন অমঙ্গল হয় নাই? হে মানপ্রদ মাধব! অন্যান্য দিবসে আমি সমর হইতে সমাগত হইলে অভিমন্যু ভ্রাতা গণের সহিত প্রহৃষ্ট হইয়া হাস্যমুখে যথা রীতি আমার নিকট আগমন করিত, অদ্য আ-গমন করিতেছে না কেন[১৫.১৬]?

সঞ্জয় কহিলেন, এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডবদিগকে অতীব অস্বস্থ ও ম্লান-চিত্ত অবলোকন করিলেন[১৭]। কপিধ্বজ কিরীটী ভ্রাতা, পুত্র ও ভ্রাতৃ-পুত্রদিগকে অত্যন্ত অস্বস্থ অবলোকন করিয়া এবং অভিমন্যুকে অবলোকন না করিয়া বলিতে লাগিলেন[১৮], তোমাদিগের সকলেরই মুখবর্ণ অপ্রসন্ন হইয়াছে; তোমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় আমার প্রতি অভিনন্দন করিতেছ না, এবং অভিমন্যুকেও দৃষ্ট করিতেছি না[১৯]। আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম, আচার্য্য দ্রোণ চক্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই বালক ব্যতীত তোমাদিগের মধ্যে অপর কাহা-রো সাধ্য ছিল না যে, তাহা ভেদ করে[২০]। আমি তাহাকে চক্র ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, পরন্তু তাহা হইতে নির্গমনের উপদেশ প্রদান করি নাই; তোমরা তো সেই বালককে শক্রসৈন্যের চক্র ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করাও নাই[২১]? সেই মহাধনুর্দ্ধর পরবীর-হন্তা অভিমন্যু তো সমরে বহুল শক্র-সৈন্য সঙ্কুল সেই চক্র ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া শক্র-হস্তে নিহত হয় নাই[২২]? অদ্রিজাত সিংহের ন্যায় বিক্রমশীল, লোহিত-লোচন, মহা-বাহু, উপেন্দ্র উপম অভিমন্যু কি প্রকারে যুদ্ধে হত হইয়াছে, বল[২৩]। আমার নিত্য প্রিয়, মহাধনুর্দ্ধর, সুকুমার সেই দেবেন্দ্র-পৌত্র কি প্রকারে যুদ্ধে হত হইয়াছে, বল[২৪]। দ্রৌপদি, কেশব ও কুন্তীর নিরন্তর প্রীতি ভাজন, সুভদ্রার প্রিয় পুত্র সেই অভিমন্যুকে কাল-প্রেরিত হইয়া কে নিহত করিয়াছে, বল[২৫]। বিক্রমে, শাস্ত্রজ্ঞানে এবং মাহাত্ম্যে বৃষ্ণিসিংহ মহাত্মা কেশবের তুল্য সেই অভিমন্যু কি প্রকা-রে সংগ্রামে হত হইয়াছে, বল[২৬]। সুভদ্রার দয়া ভাজন, আমার সতত লালিত শৌর্য্য শালী পুত্রকে যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি শমন ভবনে গমন করিব[২৭]। যাহার কেশাগ্রভাগ কোমল

ও কুঞ্চিত, চক্ষু মৃগ শাবকের ন্যায় মনোহর, বিক্রম মত্ত হস্তীর ন্যায়, আকৃতি শাল পোতের ন্যায় উন্নত[২৮], সম্ভাষণ হাস্য মিশ্রিত, এবং বাল্যাবস্থাতেও অবালকের ন্যায় আচরণ; এবং যে গুরু-বাক্যের অতিক্রম কখন করে না, অপ্রিয়-বাক্য প্রয়োগ করে না, নীচ লোকের অনুগমন করে না, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয় না, প্রত্যুত যুদ্ধার্থ অভিনন্দনই করিয়া থাকে, যুদ্ধে বিপক্ষকে অগ্রে প্রহার করে না, এবং নির্ভীক হইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে; শান্ত, মাৎসর্য্য-হীন, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, মহাবাহু, দীর্ঘ-পুণ্ডরীক লোচন, ভক্তানুকম্পী, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ, জ্ঞান-সম্পন্ন, শিক্ষিতাস্ত্র, শত্রুশোক-বর্দ্ধন, পিতা ও পিতৃব্যের জয়ৈশী এবং স্বজনগণের প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিরত মৎ পুত্র সেই অভিমন্যুকে যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যে রথীগণ মধ্যে মহারথ বলিয়া গণিত, প্রদ্যুম্নের, কেশবের ও আমার প্রিয় শিষ্য, এবং সংগ্রাম কার্য্যে আমা অপেক্ষা অর্দ্ধ গুণ অধিক, সেই তরুণ পুত্রকে যদি আমি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি যমালয়ে গমন করিব। তাহার সেই সুন্দর নাসিকা, ললাট, চক্ষু, ভ্রূ ও ওষ্ঠ-শোভিত বদন দেখিতে না পাইলে আমার অন্তঃকরণের শান্তি কোথায়? তাহার তন্ত্রী-স্বন সদৃশ সুখকর এবং পুংস্কোকিল স্বর সদৃশ সুরম্য কণ্ঠ-স্বর শ্রবণ করিতে না পাইলে আমার অন্তঃকরণের শান্তি কোথায়? সেই বীর প্রবরের দেব-দুর্লভ অনুপম রূপ অদ্য অবলোকন করিতে না পাইলে আমার অন্তঃকরণের শান্তি কোথায়? অভিবাদন নিপুণ, পিতৃ আজ্ঞা পালক সেই পুত্রকে যদি অদ্য অবলোকন করিতে না পাই, তবে আমার হৃদয়ের শান্তি কোথায়? সেই বীরাগ্রগণ্য সনাথ-প্রবর সুকুমার সর্ব্বদা মহার্হ শয্যায় শয়ন যোগ্য হইয়াও অনাথের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। মহার্হ শয্যায় শয়ন করিলে যাহাকে বরাঙ্গনা গণ উপ-

সেবন করিত, এক্ষণে সে ক্ষত বিক্ষত শরীরে রণ-শায়ী হওয়াতে অশিব শিবাগণ তাহার উপসেবন করিতেছে। পূর্ব্বে নিদ্রিত হইলে সুত, মাগধ ও বন্দীগণ স্তুতিপাঠাদি দ্বারা যাহাকে জাগরিত করিত, এক্ষণে শ্বাপদগণ বিকৃত স্বরে তাহাকে জাগরিত করিতেছে। যাহার মনোহর মুখমণ্ডল ছত্র-ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইবার উপযুক্ত, এক্ষণে সেই বদন রণ রেণুতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। হা পুত্র! যে, তোমারে সর্ব্বদা অবলোকন করিয়াও অপরিতৃপ্ত থাকিত, সেই ভাগ্যহীনের নিকট হইতে তুমি কাল কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক যমপুরীতে নীত হইলে; এক্ষণে সুকৃতীদিগের আশ্রয় সেই যম পুরীর সভা তুমি স্বকীয় প্রভা দ্বারা রম্য ও উদ্ভাসিত করাতে উহা অতিশয় শোভমানা হইয়াছে। বৈবস্বত, বরুণ, বাসব ও কুবের তোমাকে ভয়শূন্য প্রিয় অতিথি প্রাপ্ত হইয়া অর্চ্চনা করিতেছেন।

মহারাজ! নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্ যেমন ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করে, সেই রূপ অর্জ্জুন মহা দুঃখার্ত্ত হইয়া বহুধা বিলাপ করত যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কুরুনন্দন! অভিমন্যু কি নরবীর দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক সংগ্রাম হইতে স্বর্গাভিমুখে গমন করিয়াছে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সেই নরশ্রেষ্ঠের সহিত বহু যোদ্ধা সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাকিলে, সে সহায়-হীন হইয়া সাহায্য প্রার্থনায় আমাকে চিন্তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। অনুমান করি, দ্রোণ কর্ণ কৃপ প্রভৃতি নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা সুধৌতাগ্র নানা বিধ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে আমার পুত্রকে পীড়ন করিতে লাকিলে, সে অচেতন প্রায় হইয়া, "আমার পিতা এস্থলে থাকিলে আমারে পরিত্রাণ করিতেন" এই বলিয়া পুনঃপুন বিলাপ করত সেই নৃশংসগণ কর্ত্তৃক ধরা পাতিত হইয়াছে! না, সে আমার ঔরস, কৃষ্ণের ভাগিনেয়[২৯.৫১], এবং সুভদ্রার গর্ত্তজাত হইয়া কখনই শরণার্থী হইয়া

ঐ রূপ কথা বলিবার যোগ্য নহে। আমার হৃদয় পাষাণময় অতি কঠিন যে, সেই দীর্ঘবাহু লোহিত-লোচন পুত্রকে অবলোকন করিতে না পাইয়া এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না! সেই মহা ধনুর্দ্ধর নৃশংস-স্বভাব সকলে কি প্রকারে আমার বালক পুত্র কৃষ্ণ-ভাগিনেয়ের প্রতি মর্ম্মভেদী হইয়া শর নিকর নিক্ষেপ করিল। আমি প্রত্যহ শত্রু হনন করিয়া আগমন করিলে সেই অদীনাত্মা আমার নিকটে আগমন করিয়া আমাকে অভিনন্দিত করিত, সে কি জন্য অদ্য আমাকে দর্শন করিতে আগমন করিতেছে না? সে নিশ্চয়ই রুধিরোক্ষিত ও ভূতল পতিত হইয়া অঙ্গ সৌষ্ঠব দ্বারা আদিত্যের ন্যায় মেদিনীকে শোভিতা করিয়া শয়ন করিয়াছে। আমি সুভদ্রা নিমিত্ত শোক করিতেছি, তিনি রণে অপরাঙ্মুখ পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া শোকার্ত্তা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। সুভদ্রা এবং দ্রৌপদী অভিমন্যুকে অবলোকন করিতে না পাইয়া আমাকে কি বলিবেন? আমিই বা সেই দুঃখার্ত্তাদিগকে কি বলিব? যদি বধূরে শোক কর্ষিত চিত্তে রোদন করিতে অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় সহস্রধা হইয়া না যায়, তাহা হইলে ইহা বজ্রসার ময় সন্দেহ নাই। ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দর্পের সহিত সিংহনাদ আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম[৫২-৫৯], এবং যুযুৎসু যে সেই বীরদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহাও কৃষ্ণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। যুযুৎসু উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, অহে অধার্ম্মিক মহারথগণ! তোমরা অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া এক বালক হত্যা করিয়া বৃথা সিংহনাদ করিতেছ? অচিরাৎ পাণ্ডবদিগের বল দেখিতে পাইবে। তোমরা যখন সমরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ, তখন তোমাদের শোক সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, তবে কি নিমিত্ত বৃথা প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে সিংহের ন্যায় নিনাদ করিতেছ?

তোমাদিগের এই পাপ কর্ম্মের ফল শীঘ্রই আগত প্রায়; তোমরা যে এই তীব্র অধর্ম্ম করিলে, ইহার ফল অচিরেই তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। মহাবুদ্ধিমান্ বৈশ্যা-পুত্র যুযুৎসু ক্রোধ ও দুঃখ-পরীত হইয়া এই রূপ ভৎর্সনা করত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।—হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে সেই রণ স্থলে কি নিমিত্ত ইহা জ্ঞাত কর নাই[৬০.৬৪]? আমি জানিতে পারিলে তখনই ঐ নিষ্ঠুর ক্রূরাত্মা মহারথদিগকে শরানলে দগ্ধ করিতাম।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পার্থকে পুত্র-শোকার্ত্ত, অশ্রুপূর্ণ-লোচন, অতি কাতর ও নিতান্ত দুঃখ-সমন্বিত হইয়া চিন্তিত হইতে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ 'এরূপ করিও না' বলিয়া হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক বলিলেন[৬৫.৬৬], ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধই বিশেষ জীবিকা, অতএব শৌর্য্য-সম্পন্ন অনিবর্ত্তী ক্ষত্রিয় সকলেরই এই পথ[৬৭]। হে সদ্ধাতি-সম্পন্ন প্রবর! ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ঋষিরা যুধ্যমান অনিবর্ত্তী শূরদিগের এই গতিই সম্বিধান করিয়াছেন[৬৮]। যুদ্ধে অনিবর্ত্তী বীর পুরুষদিগের যুদ্ধ-মরণই শ্রেয়, অতএব অভিমন্যু পুণ্যাত্মা লোকদিগের প্রাপ্য লোকে গমন করিয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই[৬৯]। হে ভরতর্ষভ মানপ্রদ! বীর মাত্রেরই প্রার্থনীয় যে "আমি যেন সংগ্রামে অভিমুখ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি[৭০]। সেই বীর অভিমন্যু মহাবলবীর্য্যবান্ রাজপুত্র-পুত্রদিগকে সমরে সংহার করিয়া রণাভিমুখ হইয়া বীরাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে[৭১]। হে পুরুষেন্দ্র! পূর্ব্বতন ধর্ম্মকর্ত্তারা ক্ষত্রিয়-দিগের এই যুদ্ধ-মৃত্যুই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত করিয়াছেন, অত-এব তুমি শোক করিও না[৭২]। হে মানদ ভরত-সত্তম! তুমি শোকা-বিষ্ট হওয়াতে এই তোমার ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্গণ এবং রাজগণ সকলেই কাতর হইয়াছেন; তুমি ইহাঁদিগকে সান্ত্ব বাক্যে আশ্বাসিত কর।

কোন বেদিতব্য বস্তু তোমার অবিদিত নাই, অতএব ভবাদৃশ ব্যক্তি-রা শোক করিবার যোগ্য নহেন[৭৩ ৭৪]।

অদ্ভুত-কর্ম্মা কৃষ্ণ পার্থকে এই রূপে আশ্বাসিত করিলে, পার্থ সমুদায় ভ্রাতাকে গদ্গদ-বাক্যে বলিলেন[৭৫], সেই দীর্ঘবাহু বিশাল-স্কন্ধ দীর্ঘ-পুণ্ডরীকলোচন অভিমন্যু সমরে কি প্রকারে নিহত হইয়া-ছে, তাহা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি[৭৬]। বল, কে কে আমার পুত্রের বৈরী হইয়াছিল, রথ হস্তী অশ্ব ও অনুগগণের সহিত তাহা-দিগকে সংগ্রামে আমা কর্তৃক নিহত দেখিতে পাইবে[৭৭]। অস্ত্রযুদ্ধে পারদর্শী তোমরা সকলে অস্ত্র-হস্তে বিদ্যমান থাকিতে সে বজ্রপাণি পুরন্দরের সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেও তোমাদিগের সম্মুখে কি নি-ধন প্রাপ্ত হইতে পারে[৭৮]? যদি আমি পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে আমার পুত্রকে রণে রক্ষা করিতে অসমর্থ জানিতাম, তাহা হইলে আমিই তাহাকে রক্ষা করিতাম[৭৯]। তোমরা রথস্থ হইয়া শর বর্ষণ করিতে থাকিলে, শত্রুরা কি প্রকারে তোমাদিগকে পরাভব করিয়া অভিমন্যুর নিধন সাধন করিল[৮০]? অহো! যে স্থলে তোমাদিগের সাক্ষাতে সমরে অভিমন্যু নিপাতিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমাদিগের কিছু মাত্র পৌরুষ বা পরাক্রম নাই[৮১]। তো-মাদিগকে নিন্দা করা বৃথা, পরন্তু আমি আপনাকেই নিন্দা করি, কেন না তোমরা ভীরু, অকৃতনিশ্চয় ও অতি দুর্ব্বল, এমত অবস্থায়ও আমি তোমাদিগের প্রতি এই ভারার্পণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছি-লাম[৮২]। যখন তোমরা আমার পুত্রকে রণে রক্ষা করিতে পারিলে না, তখন তোমাদিগের বর্ম্ম, শস্ত্র ও আয়ুধ সকল কেবল ভূষণার্থ ও তোমাদিগের বাক্য কেবল সভা মধ্যে বক্তৃতা করিবারই নিমিত্ত হইয়াছে[৮৩]।

প্রবল গাণ্ডীব ও অসিধারী বীভৎসু যখন দণ্ডায়মান হইয়া এই-

রূপ বাক্য বলিলেন, তখন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও কেহ সমর্থ হইল না[৮৪]। তিনি পুত্র-শোকে অভিসন্তপ্ত অশ্রুপূর্ণ-মুখ ও অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন[৮৫]। তৎ কালে বাসুদেব বা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ব্যতীত অন্য কোন সুহৃদ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কি সম্ভাষণ করিতেও পারিলেন না[৮৬]। বাসুদেব ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, উভয়ে তাঁহার মনোগত ভাব জানিতেন, এবং তিনিও ঐ উভয়ের প্রতি প্রিয়তা ও যথেষ্ট সম্মান করিতেন, সুতরাং উহাঁরা উভয়ে তাঁহার সকল অবস্থাতেই সকল কথা বলিতে সমর্থ হইতেন[৮৭]। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র-শোকে নিরতিশয় পীড়িত-চিত্ত এবং ক্রোধাবিষ্ট কমললোচন অর্জ্জুনকে উপস্থিত বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন[৮৮]।

অর্জ্জুন বিলাপে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহু! তুমি সংশপ্তক বধ নিমিত্ত প্রস্থান করিলে আচার্য্য আমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন[১]। তিনি সৈন্য দ্বারা এক ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থিত হইলে আমরাও রথ সৈন্যে প্রতি ব্যূহ রচনা করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম[২]। আমাদিগের রথীগণ আমাকেও রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং আচার্য্যকেও নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি সুশানিত শর নিকরে আমাদিগকে অতি পীড়ন করিতে লাগিলেন[৩]। তিনি আমাদিগকে ক্ষিপ্র-হস্তে এমন শর পীড়িত করিতে লাগিলেন যে, আমরা পীড্যমান হইয়া তাঁহার সৈন্য-ব্যূহ নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইলাম না, ভেদ করিবার বিষয় কি[৪]। তখন আমরা অনুপম বলশালী সুভদ্রা-নন্দনকে বলিলাম 'বৎস!

তুমি সৈন্য-ব্যূহ ভেদ কর[৫] ' সেই বীর্য্যবান্ আমার দিগের আদেশ ক্রমে সদশ্বের ন্যায় একাকীই সেই অসহ্য ভার বহন করিতে উদ্যত হইল[৬]। বীর্য্য-সমন্বিত সেই বালক স্বৎ শিক্ষিত অস্ত্রের উপদেশ বলে, গরুড়ের সাগর প্রবেশের ন্যায়, বিপক্ষ সৈন্যে প্রবেশ করিল[৭]। সেই মহাবীর যে রূপে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল, আমরা তাহার অনু-গামী হইয়া সেই রূপে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলাম[৮], কিন্তু সিন্ধু-রাজ-পুত্র ক্ষুদ্রাশয় জয়দ্রথ ভগবান্ রুদ্র দেবের প্রদত্ত বর প্রভাবে আমাদিগের সকলকে নিবারণ করিতে লাগিল; আমরা কোন প্র-কারে প্রবেশ করিতে পারিলাম না[৯]।

হে বৎস! অনন্তর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কোশলরাজ বৃহ-দ্বল এবং কৃতবর্ম্মা, এই ছয় জন রথী অভিমন্যুকে আক্রমণ করি-লেন[১০]। সেই মহারথেরা সকলে সেই বালককে পরিবেষ্টন করিয়া শর নিকরে পীড়িত করিতে লাগিলে, সে যথা শক্তি পরম যত্ন সহ-কারে যুদ্ধ করিতে লাগিল; পরিশেষে সেই বহু মহারথেরা সকলে তাহাকে রথ-বিহীন করিলেন[১১]। সে বিরথী ও পরম সংশয় প্রাপ্ত হইলে, দুঃশাসন-পুত্র, অবিলম্বে সেই বালকের প্রাণ বিনাশ করিল[১২]। সেই পরম ধর্ম্মাত্মা অভিমন্যু সহস্র সহস্র মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তী সংহার করিয়া অষ্ট সহস্র রথ, নয় শত হস্তী, দুই সহস্র রাজপুত্র, অন্যান্য অলক্ষিত বহু বহু বীর এবং রাজা বৃহদ্বলকে যুদ্ধে স্বর্গে নিযোজিত করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। সেই পুরুষব্যাঘ্র যে এই রূপে স্বর্গ লোকে গমন করিয়াছে, ইহা আমাদিগের শোকের পরা কাষ্ঠা হইয়াছে।

অনন্তর অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ব্যথিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তত্রস্থ সকলে কাতর ও বিষণ্ণ-বদন হইয়া ধনঞ্জয়কে

গ্রহণ-পূর্ব্বক অনিমেষ-নেত্রে পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দ্র-তনয় ধনঞ্জয় কিয়ৎ ক্ষণ পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত, ক্রোধ-মূর্চ্ছিত ও জ্বর-কম্পিত-তুল্য হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করত হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন, আমি তোমাদিগের নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কল্য আমি জয়দ্রথকে বিনাশ করিব, কিন্তু যদি সে ভীত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া না যায়; অথবা সে দেবকী-সুত কৃষ্ণের বা—হে মহারাজ! আপনকার শরণাপন্ন না হয়, নিশ্চয়ই কল্য আমার শরে বিনষ্ট হইবে[১৩-২১]। সেই পাপাত্মা আমার সৌহৃদ্য বিস্মৃত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য করিতেছে এবং সেই পাপাত্মাই অভিমন্যু বধের হেতু হইয়াছে। অতএব কল্যই তাহারে সংহার করিব[২২]। যদি কেহ রণে তাহার রক্ষার্থ আমার সহিত যুদ্ধ করে, এমন কি, যদি দ্রোণাচার্য্য কিম্বা কৃপাচার্য্যও তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগের সকলকেই শর-নিচয়ে সমাচ্ছাদিত করিব[২৩]। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ গণ! যদি সংগ্রামে আমি এই রূপ কার্য্য না করি, তাহা হইলে আমি যেন শূর লোকের পূজিত পুণ্য লোক সকল প্রাপ্ত না হই[২৪]। আমি যদি জয়দ্রথকে বিনষ্ট না করি, তাহা হইলে মাতৃহত্যাকারী, পিতৃঘাতী, গুরুদাররত, খল, সাধুগণের প্রতি অসূয়াকারী, নিন্দুক, গচ্ছিত ধনের অপহারক, বিশ্বাস-ঘাতী, অন্যোপভুক্তা স্ত্রী স্বীকার, ব্রহ্মঘ্ন, গোঘাতী এবং যে, পায়স যবান্ন শাক কৃশর সংযাব পূপ ও মাংস, এই সকল দ্রব্য দেব ব্রাহ্মণকে না দিয়া ভোজন করে[২৫-২৮], সেই সকল পাপাত্মারা যে যে লোকে গমন করে, আমি যেন সেই সেই লোকে গমন করি। আমি যদি জয়দ্রথের প্রাণ বিনাশ না করি, তাহা হইলে, বেদাধ্যায়ী ও অত্যন্ত প্রশংসিত উত্তম

ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, সাধু ও গুরু লোকদিগের অবমানকারী লোকেরা যে লোকে গমন করে, আমি যেন সেই লোকে গমন করি, এবং পদ-দ্বারা ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নি স্পর্শকারী ও জলে শ্লেষ্ম, পুরীষ ও মূত্র পরিত্যাগকারী ব্যক্তিদিগের যে গতি, সেই গতি প্রাপ্ত হই[২৯-৩১]। আমি যদি জয়দ্রথকে সংহার না করি, তাহা হইলে, যাহারা নগ্ন হইয়া স্নান করে, যাহাদিগের গৃহে অতিথির আগমন নিষ্ফল হয়, যাহারা উৎকোচ গ্রহণ করে, যাহারা মিথ্যা বাক্য বলে, যাহারা বঞ্চনা করে, যাহারা আত্মাপহারী, যাহারা মিথ্যা বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে এবং যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা ভৃত্য, পত্নী ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে বি-ভাগ করিয়া না দিয়া তাহাদিগের সাক্ষাতে মিষ্টান্ন ভোজন করে, সেই সকল লোকদিগের যে গতি হয়, আমি যেন সেই গতি লাভ করি[৩২-৩৪]। আমি যদি জয়দ্রথকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে, যে ক্রূরাত্মা, আজ্ঞাবহ সাধুচরিত্র আশ্রিতের প্রতিপালন না করে, যে, উপকারী ব্যক্তির নিন্দা করে এবং যে, প্রতিবেশী যোগ্যপাত্রকে শ্রাদ্ধ সামগ্রী প্রদান না করে, কিম্বা অযোগ্যপাত্রকে বা শূদ্রাপতিকে প্রদান করে, এই সকল ব্যক্তিরা এবং মদ্যপ, ভিন্ন-মর্য্যাদ, কৃতঘ্ন ও ভ্রাতৃ-নিন্দক ব্যক্তিরা যে গতি প্রাপ্ত হয়, আমার যেন শীঘ্র সেই গতি হয়[৩৫-৩৭]। আমি যদি জয়দ্রথের প্রাণ সংহার না করি তাহা হ-ইলে, যাহারা বাম হস্তে ভোজন, পলাশ পত্রে উপবেশন তিন্দুক কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করে এবং শীতভীত ব্রাহ্মণ ও রণ ভীত ক্ষত্রিয়, ইহা-দিগের কষ্ট জনক যে গতি হইয়া থাকে, আমি যেন সেই গতি প্রাপ্ত হই[৩৮-৩৯]। যদি আমি কল্য জয়দ্রথকে বিনাশ না করি তাহা হইলে, যাহারা সরোবর ও বেদধ্বনি বিবর্জিত গ্রামে ষষ্ঠ মাস বাস, শাস্ত্র নিন্দা, দিবসে মৈথুন, গৃহে অগ্নি প্রদান, বিষদান, অতিথি বৈমুখ, রজস্বলা স্ত্রী সেবন, কন্যা বিক্রয়, বহু যাজ্যক্রিয়া ও ব্রাহ্মণের নিকট

প্রতিশ্রুত হইয়া লোভ প্রযুক্ত যদি দান না করে, এই সকল ব্যক্তিবা যে গতি প্রাপ্ত হয়, আমার যেন সত্বর সেই গতি প্রাপ্ত হয়[৪০-৪৪]। অন্যান্য যে সকল ধর্ম্মহীন ব্যক্তির উল্লেখ করিলাম না, তাহাদিগের যে গতি হয়, আমি যদি জয়দ্রথের বধ না করি, তবে সেই গতি প্রাপ্ত হই[৪৫]। এতদ্ভিন্ন অপর প্রতিজ্ঞাও এই করিতেছি, শ্রবণ কর। এই রাত্রি প্রভাত হইলে কল্য সূর্য্যাস্ত মধ্যে যদি ঐ পাপাত্মা জয়দ্রথকে বধ না করি, তাহা হইলে, এই স্থলেই আমি প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব[৪৬-৪৭]। সুর, অসুর, মনুষ্য, পক্ষী, উরগ, পিতৃ, নিশাচর, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ প্রভৃতি এবং তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ যে কোন প্রাণী হউন, কেহই আমার ঐ শত্রুকে আমার নিকট হইতে কল্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না[৪৮]। যদি সে রসাতলে, অন্তরীক্ষে, দেবপুরে বা দিতিপুরে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও আমি কল্য তথায় গমন করিয়া শত শত শরে সেই অভিমন্যু শত্রুর মস্তক ছেদন করিব[৪৯]; এই বলিয়া তিনি বাম দক্ষিণ উভয় হস্তে গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান করিলেন। সেই টঙ্কার ধ্বনি অর্জ্জুনের বাক্য-শব্দ অতিক্রম করিয়া অন্তরীক্ষ স্পর্শ করিল[৫০]। অর্জ্জুন এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিলেন, এবং অর্জ্জুনও সংক্রুদ্ধ হইয়া দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিলেন[৫১]। কৃষ্ণের মুখবায়ু-পরিপূরিত শঙ্খের ধ্বনিতে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ও দিক্ সকল যুগান্ত কালের ন্যায় প্রকম্পিত হইল[৫২]। তদনন্তর চতুর্দ্দিক্ হইতে পাণ্ডব পক্ষদিগের ঘোষ ও সিংহনাদ হইতে লাগিল[৫৩]।

অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা প্রকরণে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিন্ধুরাজ-পুত্র জয়দ্রথ পুত্রবৎসল

পাণ্ডবদিগের সেই মহা শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং চার-মুখে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বিবরণ জ্ঞাত হইয়া স্ব শিবির হইতে উত্থিত হইলেন[১]। তিনি শোকমুগ্ধ-চিত্ত, নিরতিশয় দুঃখার্ত্ত, এমন কি, অগাধ বিপুল শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনে মনে অনেক প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজগণের সভায় গমন করিলেন। তিনি অভিমন্যুর পিতার ভয়ে ভীত হইয়া লজ্জিত-চিত্তে সেই সকল রাজাদিগের সকাশে শোক প্রকাশ-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, যে দুর্ব্বুদ্ধি, পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কামার্ত্ত ইন্দ্রের ঔরসে জন্মিয়াছে, সে একমাত্র আমাকে যমন ভবনে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে; অতএব হে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ গণ! আপনাদিগের কুশল হউক, আমি প্রাণ রক্ষার্থ স্ব গৃহে গমন করি; অথবা, হে বীরগণ! আপনারা তাহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া আমাকে রক্ষা ও অভয় প্রদান করুন[২.৬]। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, কর্ণ, মদ্রবাজ, বাহ্লিক, দুঃশাসন প্রভৃতি, আপনারা সকলে যমের হস্ত হইতেও মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিতে পারেন, পরন্তু এক অর্জ্জুনের হস্ত হইতে কি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না[৭.৮]? পাণ্ডবদিগের হর্ষ-শব্দ শ্রবণ করিয়া আমার যার পর নাই ভয় হইয়াছে; মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে[৯]। গাণ্ডীবধন্বা নিশ্চয়ই আমাকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, নতুবা পাণ্ডবেরা এই শোক সময়ে হর্ষ সহকারে চিৎকার ধ্বনি কি জন্য করিবে[১০]? দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও রাক্ষস গণও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে উৎসাহী হইতে পারেন না, আপনারা নরাধিপ হইয়া কি প্রকারে পারিবেন[১১]? অতএব আপনার দিগের মঙ্গল হউক, আপনারা আমাকে অনুজ্ঞা করুন, আমি এমন অদৃশ্য হইয়া গমন করি, যে পাণ্ডবেরা আমাকে দেখিতে না পায়[১২]।

রাজা দুর্য্যোধন আত্ম কার্য্যের গুরুতা প্রযুক্ত সেই ভয়-ব্যাকুলিত-

চেতা জয়দ্রথকে তাদৃস রূপে বিলাপ করিতে অবলোকন করিয়া বলিলেন[১৩], হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ভয় করিও না, তুমি এই সকল ক্ষত্রিয় বীরদিগের মধ্যে অবস্থান করিলে, কে তোমাকে রণে আহ্বান করিতে পারিবে[১৪]? আমি, কর্ণ, দুরাসদ চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, বৃষসেন[১৫], পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, মহাবাহু বিকর্ণ, দুর্ম্মুখ[১৬], দুঃশাসন, সুবাহু, উদ্যতায়ুধ কলিঙ্গরাজ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, সুবল-পুত্র[১৭] এবং অন্যান্য নানা দেশাধিপতি বহুল নৃপতি, আমরা সকলে স্ব স্ব সৈন্যে সমবেত হইয়া তোমাকে রক্ষা করিব, অতএব তোমার মানসিক জ্বর দূর হউক, তুমি চিন্তা করিও না[১৮]। হে অমিততেজস্বী! তুমিও স্বয়ং শূর ও রথিশ্রেষ্ঠ, অতএব কি জন্য পাণ্ডবগণ হইতে ভয় করিতেছ[১৯]? বিশেষত আমার এই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবে; অতএব হে সিন্ধুরাজ! তোমার ভয় দূর হউক, তুমি ভীত হইও না[২০]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সিন্ধু নৃপতি, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া দুর্য্যোধনের সহিত সেই রাত্রিতেই দ্রোণাচার্য্য সমীপে গমন করিলেন[২১]। অনন্তর সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ দ্রোণের চরণ বন্দন-পূর্ব্বক সমীপে উপবেশন করিয়া বিনীত ভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন[২২], ভগবন্! দূরস্থ লক্ষ্যে শর নিপাতন, লঘুত্বে ও দৃঢ় বেধে অর্জ্জুনের ও আমার বিশেষ কি, তাহা আপনি ব্যক্ত করুন[২৩]। হে আচার্য্য! আমার ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ বিষয়ে বিশেষ বিদ্যা কি আছে, তাহা আমি আপনার নিকট অবগত হইতে অভিলাষ করি, আপনি তাহা যথার্থত কীর্ত্তন করুন[২৪]।

দ্রোণ কহিলেন, বৎস! গুরূপদেশ তোমাদিগের উভয়ের প্রতি

সমানই হইয়াছে, কিন্তু যোগসাধন ও বনবাসাদিতে দুঃখ সহন প্রযুক্ত তোমা অপেক্ষা অর্জ্জুন অধিক ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে[২৫]। পরন্তু তুমি যুদ্ধে পার্থ হইতে কোন প্রকারে ভয় করিও না, কেন না আমি তোমাকে রক্ষা করিব, তাহাতে সংশয় নাই[২৬]। যে আমার বাহু-বলে রক্ষিত হয়, তাহার প্রতি অমরগণও সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি এমন এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, যে, পার্থ তাহা কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না[২৭]; অতএব তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ভীত হইও না; পিতৃ পিতামহগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথের অনুগামী হও, স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন কর[২৮]। তুমি বিধি-পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছ, বহু যজ্ঞও নিষ্পাদন করিয়াছ, তোমার মৃত্যু হইতে ভয় কি[২৯]? তুমি অতি দুর্লভ সৌভাগ্য ক্রমে এই মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব তদ্দ্বারা বাহুবলার্জ্জিত দিব্য অনুত্তম লোকে গমন করিতে পারিবে[৩০]। এই কৌরব, পাণ্ডব, বৃষ্ণিগণ, আমি ও আমার পুত্র এবং অন্যান্য মানবগণ আমরা সকলেই অস্থায়ী জানিবে[৩১]; পর্য্যায়-ক্রমে আমরা সকলেই বলবান্ কাল-কর্তৃক সংহৃত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পর লোকে গমন করিব[৩২]। দেখ, তপস্বীরা তপস্যা করিয়া যে সকল লোকে গমন করেন, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাশ্রিত শূর ক্ষত্রিয়গণও সেই সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন[৩৩]।

হে রাজন্! ভরদ্বাজ-নন্দনের নিকট ঐ রূপ আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পার্থ হইতে ভয় অপনীত হইল, তিনি যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলেন[৩৪]। হে নরনাথ! তদনন্তর আপনকার পক্ষীয় সৈন্যদিগেরও হর্ষ-ধ্বনি ও সিংহনাদ মিশ্রিত বাদ্যধ্বনি তুমুল রূপে প্রাদুর্ভূত হইল[৩৫]।

জয়দ্রথাশ্বাসে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! পার্থ সিন্ধুরাজ বধ নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলে, মহাবাহু বাসুদেব-নন্দন তাঁহাকে কহিলেন[১], পার্থ! তুমি ভ্রাতাদিগের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া, বাক্য দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, "আমি কল্য সিন্ধুরাজকে বধ করিব" ইহা তুমি সাহসের কর্ম্ম করিয়াছ[২]। তুমি আমার সহিত মন্ত্রনা না করিয়া যে এই অতি ভার বহন করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহাতে আমরা সমস্ত লোকের নিকট যাহাতে অবহাসাস্পদ না হই, তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছি[৩]। আমি ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় শিবিরে চর প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারা আমার নিকট সত্বর আগমন করিয়া এই সম্বাদ নিবেদন করিতেছে যে, তুমি যখন সিন্ধুরাজ বধে প্রতিজ্ঞা করিলে, তখন এখানে যে অতি মহান্ সিংহনাদ ও বাদ্য ধ্বনি হইয়াছিল, তাহা জয়দ্রথ সহিত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা শ্রবণ করে[৪.৫]। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া জয়দ্রথের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ 'অকারণে এই সিংহনাদ হইতেছে না,' মনে করিয়া ত্রাসান্বিত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত সমুদ্যত হয়[৬]। হে মহাভুজ! তখন তাহাদিগের অতি ভয়ঙ্কর রথ-নির্ঘোষ এবং হস্তী, অশ্ব ও পদাতির শব্দও অতি তুমুল হইয়াছিল[৭]। তাহারা এই মনে করিয়া যুদ্ধসজ্জিত হইয়া অবস্থান করে, যে, ধনঞ্জয় অভিমন্যুর বধ শ্রবণ করিয়া আর্ত্ত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অদ্য নিশাকালেই যুদ্ধে নির্গত হইবে[৮]। হে রাজীবলোচন! তাহারা ঐ রূপে যুদ্ধে সযত্ন থাকা কালীন তোমার জয়দ্রথ বধের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিল, এবং তোমাকে সত্যনিষ্ঠ জানিয়া সুযোধনের অমাত্য গণ ও জয়দ্রথ, সকলেই ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ত্রাসান্বিত ও বিমনায়মান হইল[৯-১০]।

অনন্তর সিন্ধু সৌবীরের অধিপতি জয়দ্রথ অতি দুঃখিত ও কাতর ভাবে অমাত্যগণের সহিত উত্থিত হইয়া আপন শিবিরে আগমন

করিলেন[১১]। অনন্তর তিনি সমস্ত শ্রেয়োজনক কার্য্য মন্ত্রণা করিয়া সেই সকল রাজ সভায় গমন-পূর্ব্বক সুযোধনের নিকট এই কথা বলিলেন[১২], সেই ধনঞ্জয় আমাকে তাহার পুত্রহন্তা বলিয়া কল্য যুদ্ধে আক্রমণ করিবে; সেনাগণ মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আমাকে বধ করিবে[১৩]। সেই সত্যব্রত সব্যসাচীর প্রতিজ্ঞা না দেব গণ, না গন্ধর্ব্বগণ, না অসুর গণ, না উরগ গণ, না রাক্ষস গণ কেহই অন্যথা করিতে উৎসাহী হয়েন না[১৪]। অতএব আপনারা আমাকে সংগ্রামে রক্ষা করিবেন; যাহাতে সে আপনাদিগের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আপন লক্ষ্য গ্রহণ করিতে না পারে, আপনারা এমত উপায় বিধান করিবেন[১৫]। যদি আপনারা সকলে আমাকে রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে,—হে কুরুনন্দন মহীপাল! আমাকে অনুজ্ঞা করুন, আমি গৃহে গমন করি[১৬]।

জয়দ্রথ সুযোধনকে ঐ রূপ কহিলে সুযোধন তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে শ্রবণ করিয়া অবনত-মস্তকে বিমনায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন[১৭]। সিন্ধুরাজ, দুর্য্যোধনকে দুঃখিত চিত্ত দেখিয়া আত্ম হিতকর মৃদু ও সাপেক্ষ এই বাক্য কহিলেন[১৮], আমি আপনার পক্ষে এমন বীর্য্যবান্ ধনুর্দ্ধর কাহাকেও দেখিতে পাই না যে, যুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের অস্ত্র প্রতিহত করিতে পারে[১৯]। কৃষ্ণ-সহায় অর্জ্জুন গাণ্ডীব প্রকর্ষণ করিতে লাগিলে সাক্ষাৎ শতক্রতুও প্রতি-পক্ষ হইয়া তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারেন না[২০]। শ্রবণ করিয়াছি, হিমালয় গিরিতে পূর্ব্বে অর্জ্জুন ভূতলস্থ হইয়াই মহাতেজা প্রভু মহেশ্বর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল[২১], এবং দেবরাজের আদেশানু-সারে একরথারূঢ় হইয়াই হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবদিগকে নিহত করিয়াছিল[২২]। আমার বিবেচনা হইতেছে, অর্জ্জুন ধীমান্ বাসুদেবের সহিত সমবেত হইয়া অমর লোকের সহিত ত্রিলোক

সংহারও করিতে পারে[২৩]; অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমি গৃহে গমন করি; অথবা যদি আপনার মত হয়, তবে মহাত্মা দ্রোণ স্বীয় বীর পুত্রের সহিত সমবেত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন[২৪]। হে অর্জ্জুন! অনন্তর, স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রোদন-পূর্ব্বক আচার্য্য দ্রোণকে অনুরোধ করিলে, আচার্য্য দ্রোণ রথ সজ্জা ও অন্যান্য উপায় স্থির করিয়াছেন[২৫]। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বৃষসেন, দুর্জ্জয় কৃপাচার্য্য এবং মদ্রাধিপতি, ইঁহারা জয়দ্রথের অগ্রবর্ত্তী হইবেন[২৬]। দ্রোণ এক অদ্ভুত ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেন; তাহার সম্মুখের অর্দ্ধ ভাগ শকটাকার, এবং পশ্চাতের অর্দ্ধ ভাগ পদ্মাকৃতি; ঐ পদ্মের কর্ণিকার মধ্য স্থলে জয়দ্রথ অবস্থিতি করিবেন। ঐ কর্ণিকা মধ্যে অপর একটী যে সূচী ব্যূহ সজ্জিত করিবেন, সেই সূচীপার্শ্বে যুদ্ধদুর্ম্মদ সিন্ধুরাজ সেই সকল বীর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অবস্থিত হইবেন[২৭]। ধনুর্ব্বিদ্যায়, অস্ত্র-বিক্ষেপে, বীর্য্যে, বলে এবং ঔরস প্রভাবে ঐ ছয় রথী নিশ্চয়ই অসহ্যতম; উহাদিগকে গণের সহিত পরাজিত না করিয়া তুমি জয়দ্রথের নিকট গমন করিতেই পারিবে না[২৮.২৯]। হে নরসিংহ! ঐ ছয় রথীর এক এক জনের বল বীর্য্য চিন্তা করিয়া দেখ দেখি! তাহাতে আবার ছয় জন একদা মিলিত হইলে, বোধ হয়, তাহাদিগকে কোন ক্রমেই বল-পূর্ব্বক পরাজিত করা তোমার সুসাধ্য হইবে না[৩০]। হে পার্থ! পুনর্ব্বার এ বিষয়ে আমরা মন্ত্রী, অমাত্য ও সুহৃদগণের সহিত আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্তে মন্ত্রণা করিব[৩১]।

কৃষ্ণ বাক্যে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের উল্লিখিত ছয় জন

রথীকে অধিক বলশালী মনে করিতেছ, কিন্তু আমি বোধ করি তা-হাদিগের বল আমার অর্দ্ধেকেরও তুল্য হইবে না[১]। হে মধুসূদন! আমি যখন জয়দ্রথের বধৈষী হইব, তখন তুমি ঐ সকল রথীর অস্ত্র শস্ত্র আমার অস্ত্র দ্বারা নির্ভিন্ন অবলোকন করিবে[২]। আমি কল্য সিন্ধুরাজের মস্তক দ্রোণের সাক্ষাতেই ভূতলে নিপাতিত করিব, তাহা অবলোকন করিয়া দ্রোণ অনুগগণের সহিত বিলাপ করিবেন[৩]। বিশ্ব দেবগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারেরা দুই জন, মরুৎগণ, দেবরাজ, রুদ্রগণ, অন্যান্য অমরগণ, অসুরগণ[৪], পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সুপর্ণগণ, সাগর, পর্ব্বত, স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, দিক্ ও দিক্‌পতি সকল[৫] এবং গ্রাম্য ও আরণ্য সমুদয় চরাচর প্রাণি গণও যদি সিন্ধু রাজকে রক্ষা করেন[৬], তথাপি আমি এই আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি সিন্ধুরাজকে আমার বাণে কল্য নিহত নিরীক্ষণ করিবে[৭]। মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্য দ্রোণ যে সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতিকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই আচার্য্যকেই অগ্রে আমি আক্র-মণ করিব[৮]। হে কৃষ্ণ! জয়দ্রথ বধ পণ বিষয়ক সেই যুদ্ধ রূপ দ্যূত-ক্রীড়া দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের আয়ত্ত মনে করিতেছে, আমি তাঁ-হারই সৈন্যাগ্রভাগ ভেদ করিয়া সিন্ধুপতি জয়দ্রথের সন্নিহিত হইব[৯]। তুমি কল্য যুদ্ধে তীক্ষ্ণতেজ নারাচ সমূহ দ্বারা সেই মহাধনুর্দ্ধর দিগকে, বজ্র দ্বারা বিদার্য্যমাণ গিরি শৃঙ্গের ন্যায়, আমা কর্ত্তৃক বিদার্য্যমাণ অবলোকন করিবে[১০]। কল্য তুমি দেখিবে, আমার শাণিত শর নি-করে নর নাগ ও অশ্ব দেহ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং সেই সকল শরীর হইতে শোণিত স্রাব হইতেছে[১১]। কল্য আমার গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল মন ও বায়ু তুল্য বেগশীল হইয়া সহস্র সহস্র নর নাগ ও অশ্ব সকলকে দেহ-হীন ও প্রাণ-শূন্য করিবে[১২]। আমি যম, কুবের, বরুণ, রুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট হইতে

যে সকল ভীষণ অস্ত্র লাভ করিয়াছি, সেই সকল দিব্যাস্ত্র এই যুদ্ধে মনুষ্য গণ নয়ন গোচর করিবেন[১৩]। যাঁহারা জয়দ্রথকে যুদ্ধে রক্ষা করিবেন, তুমি তাঁহাদিগের সকলেরই অস্ত্র সকল আমা কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা নিহত হইতে অবলোকন করিবে[১৪]। হে কেশব! তুমি কল্য আমার শর-বেগ-ছিন্ন নরপতি গণের মস্তক সমূহে বসুন্ধরা সমাকীর্ণা দেখিতে পাইবে[১৫]। আমি কল্য মাংসাশী জীবগণের তৃপ্তি সাধন করিব, শত্রুদিগকে বিদ্রাবিত করিব, সুহৃদ্গণকে আনন্দিত করিব, জয়দ্রথকে নিপাতিত করিব[১৬]। সেই অশেষাপরাধী অনাত্মীয়, পাপ দেশ সমুৎ পন্ন সিন্ধুরাজ আমার অস্ত্রে নিহত হইয়া স্বজনদিগকে সন্তাপিত করিবে[১৭]। তুমি, সকলের ক্ষীর ও অন্ন ভোজী পাপাচার জয়দ্রথকে অনুগগণের সহিত বাণ-কর্ত্তিত অবলোকন করিবে[১৮]। হে কৃষ্ণ! আমি কল্য প্রভাতে এরূপ কার্য্য করিব, যাহাতে দুর্য্যোধন মনে করিবে, এই ভূমণ্ডলে আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর অন্য কেহ নাই[১৯]। হে নরর্ষভ! যেখানে গাণ্ডীব দিব্য ধনু, আমি যোদ্ধা এবং তুমি সারথি; সে স্থলে আমার অজেয় কি আছে[২০]? হে ভগবন্! হে হৃষীকেশ! তোমার প্রসাদে যুদ্ধে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত নাই; তুমি আমার পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য অবগত হইয়াও আমাকে কি হেতু নিন্দা করিতেছ[২১]? হে জনার্দ্দন! যেমন চন্দ্রে নিশ্চয়ই কলঙ্ক এবং সমুদ্রে নিশ্চয়ই জল থাকে, আমার এই প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ নিশ্চয়ই সত্য জানিবে[২২]। তুমি আমার অস্ত্র সকলের অবমাননা করিও না, আমার দৃঢ় ধনুকের অবমাননা করিও না, আমার বাহু বলের অবমাননা করিও না; তুমি ধনঞ্জয়ের অবমাননা করিও না[২৩]। আমি সমরে গমন করিয়া কাহারো কর্ত্তৃক পরাজিত হই না, প্রত্যুত, জয়ী হইয়াই থাকি, এই সত্য যে প্রসিদ্ধ আছে, তুমি সেই সত্য দ্বারাই জয়দ্রথকে সংগ্রামে আমা কর্ত্তৃক নিহত নিশ্চয় কর[২৪]। যেমন ব্রা-

ক্ষণে নিশ্চয়ই সত্য, সাধু ব্যক্তিতে নিশ্চয়ই নম্রতা এবং যজ্ঞেতে নিশ্চয়ই লক্ষ্মী বিদ্যমানা থাকেন, সেই রূপ নারায়ণে নিশ্চয়ই জয় বর্ত্তমান রহিয়াছে[২৫]।

সঞ্জয় কহিলেন, বাসব-নন্দন অর্জ্জুন, সাক্ষাৎ পরমাত্ম স্বরূপ প্রভু হৃষীকেশ কেশবকে ঐ রূপ কহিয়া পুনরায় যত্ন-পূর্ব্বক শব্দ সহকারে বলিলেন[২৬], কৃষ্ণ! রজনী প্রভাতা হইলে আমার রথ যে প্রকার সজ্জিত হইয়া থাকে, তুমি কল্য সেই প্রকার সুসজ্জিত করিবে, কারণ, কল্য মহৎ কার্য্য উপস্থিত হইবে[২৭]।

অর্জ্জুন-বাক্যে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব ও ধনঞ্জয় উভয়ে সেই রজনীতে শোক দুঃখে আর্ত্ত হইয়া সর্প দ্বয়ের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, কোন প্রকারে নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে পারিলেন না[১]। দেবরাজ-প্রভৃতি দেবগণ নর নারায়ণকে ক্রোধাবিষ্ট অবলোকন করিয়া ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'না জানি কি দুর্ঘটনা হইবে[২]।' তখন কষ্ট-জনক ভয়ঙ্কর নিদারুণ রূক্ষ বায়ু বহন করিতে লাগিল; সূর্য্যমণ্ডলে কবন্ধের সহিত পরিধি দৃষ্ট, নির্ঘাত ও বিদ্যুতের সহিত শুষ্কাশনি সকল নিপতিত, শৈল বন ও উপবনের সহিত পৃথিবী কম্পিতা, এবং মকরালয় সাগর ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। নদী সকল প্রতি স্রোতে প্রবৃত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিল[৩-৫]; মাংসাশী প্রাণীদিগের হর্ষ ও যমরাষ্ট্র-বৃদ্ধি নিমিত্ত রথ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগের বিপর্য্যয় গতি হইতে লাগিল[৬], এবং বাহন সকল পুরীষ মূত্র পরিত্যাগ ও রোদন করিতে লাগিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহীপাল! লোমহর্ষণ-কর নিদারুণ সেই সকল উৎপাত অবলোকন

করিয়া এবং মহাবীর সব্যসাচীর দারুণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্য সকল অতি উদ্বিগ্ন হইল[৪-৮]।

এ দিকে বাসবনন্দন মহাবাহু অর্জ্জুন বাসুদেবকে বলিলেন, হে প্রভু মাধব! তোমার ভগিনী সুভদ্রা ও তাঁহার পুত্রবধূ অভিমন্যুর শোকে কাতরা হইয়া থাকিবেন, তুমি তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত কর; উপযুক্ত সান্ত্ব ও প্রকৃত বাক্য দ্বারা পুত্রবধূ ও তাঁহার বয়স্যা ও পরিচারিকাদিগের শোক নিবারণ কর[৯-১০]।

তদনন্তর, বাসুদেব অতি বিমনাঃ হইয়া অর্জ্জুন-শিবিরে গমন-পূর্ব্বক পুত্র শোক-দুঃখার্ত্তা ভগিনী সুভদ্রাকে আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন[১১]। বাসুদেব কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়ি! তুমি কুমারের নিমিত্তে শোক করিও না, বধূকেও আশ্বাসিতা কর। হে ভীরু! কালই সমুদায় প্রাণীদিগের বিশেষত ক্ষত্রিয়-কুলজাত বীর দিগের এই গতি বিধান করিয়াছেন। পিতার তুল্য পরাক্রমশীল ত্বদীয় মহারথ পুত্রের ভাগ্যক্রমেই এতাদৃশ উপযুক্ত মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, অতএব শোক করিও না। তোমার পুত্র, ক্ষত্রিয়-বিধান ক্রমে বহু শত্রুকে পরাজয় পূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া বীর-বাঞ্ছিত গতি লাভ করিয়াছে; সে পুণ্যকৃৎ ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য সর্ব্ব-কামপ্রদ অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়াছে[১২-১৫]। সাধু গণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যয়ন ও প্রজ্ঞা দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তোমার পুত্র সেই গতি লাভ করিয়াছে[১৬]। হে ভদ্রে! তুমি বীর-জননী, বীর-পত্নী, বীর-কন্যা এবং বীর-বান্ধবা; অতএব সেই পরম গতি প্রাপ্ত তনয়ের নিমিত্ত শোকার্ত্তা হইও না[১৭]। হে বরারোহে! এই রজনী প্রভাতা হইলে সেই ক্ষুদ্রাশয় শিশুঘাতক পাপাত্মা সিন্ধু-পতি সুহৃদ্ ও বান্ধবগণের সহিত স্বকৃত অপরাধের ফল প্রাপ্ত হইবে। সে যদি অমরাবতীতেও প্রবিষ্ট হয়, তথাপি পার্থ হইতে পরিত্রাণ

পাইতে পারিবে না[১৮-১৯]। কল্য অবশ্যই তোমার শ্রবণ গোচর হইবে যে, রণ স্থল হইতে সিন্ধুরাজের মস্তক সমন্ত-পঞ্চকের বহিঃ প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; অতএব শোক পরিত্যাগ কর, রোদন করিও না[২০]। আমরা এবং অন্যান্য শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়গণ যে গতি প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ করিয়া থাকি, তোমার শৌর্য্য-সম্পন্ন পুত্র অভিমন্যু ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে[২১]। বিশাল বক্ষ, মহাবাহু, সমরে অপরাঙ্মুখ, রথিগণের নিহন্তা, তোমার পুত্র স্বর্গবাসী হইয়াছে, তজ্জন্য তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর[২২]। বীর্য্যবান্ মহারথ মহাবীর অভিমন্যু পিতৃ মাতৃ কুলের অনুগামী হইয়া সহস্র সহস্র শত্রু বিনাশ করিয়া হত হইয়াছে[২৩]। হে ক্ষত্রিয়-কুলশোভনে! হে রাজ্ঞি! তুমি শোক পরিত্যাগ কর, বধূকে সান্ত্বনা কর। কল্য অতি মহৎ প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবে, অতএব শোকের বিষয় কি[২৪]? পার্থ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে, কদাচ অন্যথা হইবে না, কারণ তোমার পতি যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা কখন নিস্ফল হয় না[২৫]। রজনী প্রভাত হইলে মনুষ্য, পন্নগ, পিশাচ, নিশাচর, পতগ, সুর ও অসুরগণও যদি সমরে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করেন, তথাপি সে তো জীবিত থাকিবেই না, পরন্তু তাহার ঐ সকল রক্ষকগণও শমন-ভবনে গমন করিবে[২৬]।

সুভদ্রাশ্বাসে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা কেশবের ঐ রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র-শোকার্ত্তা সুভদ্রা অতীব দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন[১], হা পুত্র! হা বৎস! আমার কি মন্দভাগ্য! তুমি পিতৃতুল্য

পরাক্রমশীল হইয়া সমরে কি প্রকারে নিধন প্রাপ্ত হইলে[২]! বৎস! তোমার ইন্দীবর সদৃশ শ্যাম বর্ণ, সুদন্ত-শোভিত, চারু-লোচন-সমন্বিত সেই মুখ মণ্ডল এক্ষণে রণ-রেণু সমাচ্ছন্ন কি প্রকারে অবলোকন করিব[৩]! বৎস! তোমার মুখ, গ্রীবা, বাহু ও স্কন্ধ কিবা মনোহর! তোমার বক্ষস্থল কিবা বিশাল! তোমার উদর কিবা অবনত ছিল! হে সমরাপরাঙ্মুখ মহাবীর! এই ক্ষণে প্রাণীগণ তোমাকে সমরাঙ্গনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিতেছে[৪]! হা পুত্র! তোমার চক্ষু দুইটী কি সুন্দর ছিল! তোমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই মনোজ্ঞ ছিল; এক্ষণে তোমার সেই সুন্দর কলেবর অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে! প্রাণীগণ তোমাকে রণ ক্ষেত্রে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিতেছে[৫]! যে পূর্ব্বে সুন্দর আস্তরণাচ্ছন্ন শয্যাতে সুখে শয়ন করিত, সে অদ্য শস্ত্র ক্ষত শরীরে ভূতলে কি প্রকারে শয়ন করিতেছে[৬]! যে মহাভুজ বীর পূর্ব্বে বরাঙ্গনা সঙ্গে শয়ন করিত, সে রণাঙ্গনে পতিত হইয়া শিবাগণের নিকট কি প্রকারে শয়ন করিতেছে[৭]! পূর্ব্বে যাহাকে সূত মাগধ বন্দিগণ হৃষ্ট হইয়া স্তুতি বচনে উপাসনা করিত, অদ্য ভীষণ ক্রব্যাদ গণ নিনাদ করিয়া তাহার উপাসনা করিতেছে[৮]! হে বিভো! পাণ্ডবগণ, বৃষ্ণিবীর গণ ও পাঞ্চাল বীর গণ তাহার সহায় থাকিতে অনাথের ন্যায় কে তাহারে সংহার করিল[৯]? হে পুত্র! হে অনঘ! আমি তোমাকে অবলোকন করিয়া যে, তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারি নাই! হা! মন্দভাগ্য আমি অদ্য নিশ্চয়ই শমন ভবনে গমন করিব[১০]। বৎস! তোমার বিশাল নয়ন-শোভিত সুকেশাগ্রভাগ-সংযুক্ত চারু বাক্য কথনশীল সুপরিষ্কৃত সুগন্ধি সেই মুখ খানি আমি পুনর্ব্বার কবে নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পাইব[১১]? হে বৎস! যেহেতু মন্দভাগ্যা আমি তোমারে অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্তা হইতে পারি নাই, তুমিও তৃষিত হইয়াছ, অতএব এস এস শীঘ্র আমার ক্রোড়ে

উঠিয়া দুগ্ধপূর্ণ স্তন পান কর। ভীমসেন, পার্থ, ধনুষ্মান্ বৃষ্ণি বীর সকল, পাঞ্চাল, কেকয়, চেদি, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ, এই সকল বীর, যখন তোমারে রণ-গত নিরীক্ষণ করিতেও পারিলেন না, তখন ইহাঁদিগের বলে ধিক্। অদ্য আমি অভিমন্যুকে অবলোকন করিতে না পাইয়া শোকে ব্যাকুল-লোচনা হইয়া পৃথিবীকে যেন হত-শ্রী ও শূন্য অবলোকন করিতেছি। তুমি কৃষ্ণের ভাগিনেয়, গাণ্ডীবধন্বার পুত্র, এবং নিজে অতিরথ বীর ছিলে, এমত অবস্থায় তোমাকে কি প্রকারে রণে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিব[১২ ১৩]! হা বীর! তুমি আমার নিকট স্বপ্ন-দৃষ্ট ধনের ন্যায় দৃষ্ট ও নষ্ট হইলে! হা! মানব প্রকৃতি, জল বুদ্বুদের ন্যায় চঞ্চল ও অনিত্য[১৭]! হা পুত্র! তোমার এই তরুণী ভার্য্যা তোমার শোকে কাতরা হইয়াছে, ইহাকে বৎস-হীন ধেনুর ন্যায় কি প্রকারে রক্ষা করিব[১৮]? হা পুত্রক! আমি ফল কালে পুত্র দর্শন নিমিত্ত সমুৎসুকা, অথচ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অকালে প্রস্থান করিলে[১৯]। যখন শ্রীকৃষ্ণ সহায় থাকিতেও তুমি অনাথের ন্যায় সংগ্রামে হত হইলে, তখন কৃতান্তের গতি যে প্রাজ্ঞদিগেরও অতি দুর্জ্ঞেয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই[২০]। হে পুত্রক! যাগশীল, দানশীল, কৃতাত্মা, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মচর্য্যাচারী, পুণ্যতীর্থাবগাহী[২১], কৃতজ্ঞ, বদান্য এবং গুরু-শুশ্রূষা-রত ও সহস্র দক্ষিণা প্রদব্যক্তি দিগের যে গতি লাভ হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি লাভ কর[২২]। যোদ্ধা শূর গণ যুদ্ধে নিবৃত্ত না হইয়া শত্রু সংহার করিয়া সংগ্রামে নিহত হইলে যে গতি প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও[২৩]। সহস্র গো দাতা, যজ্ঞ নিমিত্তক ধন দাতা, এবং গৃহীতার অভিমত সোপকরণ গৃহ দাতার যে শুভ গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও[২৪]। হে পুত্রক! যাঁহারা ব্রাহ্মণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে নিধি অর্পণ করেন, এবং যাঁহারা দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে সমুচিত দণ্ড

প্রদান করেন, তাঁহাদিগের যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও[২৫]। হে পুত্রক! সংশিতব্রত মুনিরা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, এবং একপত্নীক ব্যক্তিরা যে গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও[২৬]। হে পুত্রক! রাজাদিগের সচ্চরিত্র দ্বারা যে শাশ্বতী লাভ হইয়া থাকে, স্ব স্ব আশ্রম বিহিত ধর্ম্মনিষ্ঠ কৃতপুণ্য ব্যক্তিদিগের যে গতি লাভ হইয়া থাকে, যাঁহারা দীনের প্রতি অনুকম্পা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সতত পুত্র কলত্র ভৃত্যাদিকে বিভাগ করিয়া দিয়া অন্ন বস্ত্রাদি উপভোগ করেন, এবং যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত থাকেন, সেই সকল ব্যক্তিদিগের যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও[২৭-২৮]। হে পুত্রক! গুরু শুশ্রূষা রত ব্রতনিষ্ঠ ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের এবং যাহাদিগের গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হইয়া না যায়, তাহার দিগের যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি লাভ কর[২৯]। হে পুত্রক! ব্যসন বা অতি কষ্ট-জনক কোন বিষয় উপস্থিত হইলে শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াও যাহারা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহাদিগের যে গতি লাভ হয়, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও[৩০]। যাঁহারা পিতা মাতার শুশ্রূষা সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা স্ব দারে রত থাকেন, তাঁহাদিগের যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও[৩১]। হে পুত্রক! যে মনস্বী পুরুষেরা ঋতু কাল মাত্রে স্ব পত্নীতে গমন করেন, এবং পর স্ত্রীতে নিবৃত্ত থাকেন, তাঁহাদিগের যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও[৩২]। হে পুত্রক! যাঁহারা মাৎসর্য্য-হীন হইয়া সর্ব্ব প্রাণীকে প্রিয় ভাবে অবলোকন করেন, যাঁহারা পরের মর্ম্ম-পীড়ক না হয়েন, এবং যাঁহারা ক্ষমাশীল হয়েন, তাঁহারা যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও[৩৩]। হে পুত্রক! যাঁহারা মধু ও মাংস ভক্ষণে নিবৃত্ত,

যাঁহারা মদ, দম্ভ ও মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগী, এবং যাঁহারা পরের উপতাপ প্রদানে বিরত, তাঁহাদিগের যে গতি হইয়া থাকে, তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও[৭৪]। হে পুত্রক! লজ্জাশীল, সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধু ব্যক্তিরা যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তোমার সেই গতি লাভ হউক[৭৫]।

হে নৃপাল! বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার সহিত সুভদ্রা শোক-কর্ষিতা হইয়া দীন ভাবে ঐ রূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে পাঞ্চালী তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইলেন[৭৬]। তাঁহারা তিন জনেই অতি কাতরা হইয়া যথা সাধ্য রোদন ও বিলাপ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় সংজ্ঞা-হীনা হইয়া ধরাতলে পতিতা হইলেন[৭৭]। পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ, উদকাদি উপকরণ সামগ্রী সহ উপস্থিত ছিলেন, তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখিতা নারীদিগকে সলিল সেচন ও তৎকালোচিত হিতকর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া মর্ম্ম ব্যথিতা অচেতন-প্রায়া রোদন-পরায়ণা কম্পমানা ভগ্নী সুভদ্রাকে এই কথা বলিলেন[৭৮.৭৯], হে সুভদ্রে! তুমি পুত্র নিমিত্ত শোক করিও না; হে পাঞ্চালি! শোক ত্যাগ কর এবং উত্তরাকে আশ্বাসিতা কর; ক্ষত্রিয় প্রবর অভিমন্যু প্রসিদ্ধ গতিই লাভ করিয়াছে[৮০]। হে বরাননে! আমাদিগের কুলে অন্যান্য যে সকল মনস্বী পুরুষেরা আছেন, তাঁহারা সকলেই যেন অভিমন্যুর গতি প্রাপ্ত হয়েন[৮১]। তোমার পুত্র মহাবলবান্ অভিমন্যু একাকী যাদৃশ কর্ম্ম করিয়াছে, আমাদিগের সুহৃদ্ গণ ও আমরা সকলেই যেন যুদ্ধ ব্যাপারে তাদৃশ কর্ম্ম করিতে পারি[৮২]। অরিন্দম মহাবাহু কৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রা, দ্রৌপদী এবং উত্তরাকে ঐ রূপ বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া পার্থের নিকট আগমন করিলেন[৮৩]। হে রাজন্! তদনন্তর কৃষ্ণ অর্জ্জুন, বন্ধুগণ এবং অন্যান্য রাজাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিলেন, এবং তাঁহারাও সকলে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন[৪৪]।

সুভদ্রা বিলাপে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

এ:কান শীতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর বিভু পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের অনুপম ভবনে প্রবেশ করিয়া আচমন-পূর্ব্বক সুলক্ষণ সম্পন্ন স্থণ্ডিলে বৈদূর্য্য-সন্নিভ কুশ দ্বারা শুভ শয্যা বিস্তৃত করিলেন; পরে উত্তম উত্তম আযুধ সেই শয্যার সর্ব্ব দিকে রক্ষা করিয়া সুমঙ্গল জনক গন্ধ মাল্য ও লাজ দ্বারা তাহা অলঙ্কৃত করিলেন। তৎ পরে পার্থ আচমন করিলে পরিচারকেরা বিনীত হইয়া নিশাবিহিত শৈব বলি তাঁহাদিগের সাক্ষাতে প্রস্তুত করিল। অনন্তর পার্থ প্রীতচিত্তে কৃষ্ণকে গন্ধ মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া নিশা-বিহিত সেই উপহার তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। গোবিন্দ হাস্য-বদনে অর্জ্জুনকে কহিলেন[১-৫], পার্থ! তুমি সুখে শয়ন কর; আমি তোমার কল্যাণার্থ গমন করি, এই বলিয়া শ্রীমান্ বসুদেব-নন্দন অর্জ্জুনের শিবির দ্বারে অস্ত্র-ধারী রক্ষক মনুষ্য দিগকে নিযুক্ত রাখিয়া দারুক সারথি সমভিব্যাহারে স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি উপস্থিত মহৎ কার্য্য চিন্তা করত শুভ্র শয্যায় শয়ন করিলেন[৬-৭] বিশ্ব মধ্যে অধিপতির অধিপতি, অর্জ্জুনের প্রিয়কারী, পৃথুযশা যুক্তাত্মা পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বিষ্ণু যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের শ্রেয়োর্থী হইয়া তাঁহার তেজোদ্যুতি বৃদ্ধি ও শোক দুঃখ বিনাশ নিমিত্তে সমুদায় বিধির অনুষ্ঠান করিলেন[৮-৯]।

হে নরনাথ! সেই রজনীতে পাণ্ডবদিগের শিবিরে কাহারো নিদ্রা-

বেশ হইল না, সকলেই জাগরিতি থাকিলেন[১০]। পরবীরহন্তা মহা-বাহু বাসব-নন্দন গাণ্ডীবধন্বা মহাত্মা অর্জ্জুন পুত্র-শোকাভিভূত হইয়া যে সহসা সিন্ধুরাজের বধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তিনি কিপ্রকারে সফল করিবেন, সেই বিষয় তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগি-লেন[১১-১২], পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন " মহাত্মা পার্থ এই দুরূহ কর্ম্ম করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন ; সেই রাজা জয়দ্রথ মহা-বীর্য্যবান্, অথচ অর্জ্জুন পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া মহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি, উনি সেই প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হউন। দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ মহাবল পরাক্রান্ত এবং সৈন্যও বহুল বর্ত্তমান রহিয়াছে[১৩-১৪], তৎ সমস্তই দুর্য্যোধন জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে নিযোজিত করিয়াছেন ; যাহাই হউক, ধনঞ্জয় সমরে সিন্ধু-পতিকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন করুন[১৫]—রিপু সমুহ পরাজয় করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হউন। উনি সিন্ধুরাজের বধ-সাধন করিতে না পারিলে নিশ্চয়ই অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন[১৬], কদাচ আপনার বাক্য মিথ্যা করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কখনই জীবিত থাকিবেন না, যেহেতু তিনি অর্জ্জুনের প্রতিই সমুদায় বিজয় নির্ভর করিয়াছেন। আমরা যদি দান, হোম বা অন্য যে কোন পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহার সমুদায় ফলে সব্যসাচী শত্রু জয়ী হউন।" হে প্রভো ! এই রূপে ধনঞ্জয়ের জয়াশংসার কথা কথোপ কথন করিতে করিতে তাঁহাদিগের মহৎ কষ্টে রজনী অতীত হইল।

সেই রজনীর মধ্যে জনার্দ্দন কৃষ্ণ জাগরিতি হইয়া পার্থের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া সারথি দারুকের নিকট কহিতে লাগিলেন, হে দারুক ! অর্জ্জুন পুত্র-শোকার্ত্ত হইয়া " আমি কল্য জয়দ্রথকে বধ করিব " বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রি-

গণের সহিত এই রূপ মন্ত্রণা করিয়াছেন[১৭-২২]। যাহাতে যুদ্ধে পার্থ জয়দ্রথকে নিহত করিতে না পারেন, তাঁহার যে সকল অক্ষৌহিণী সেনা আছে, তাহারা সকলেই জয়দ্রথকে রক্ষা করিবে[২৩]। এবং সর্ব্বাস্ত্র-বিধানজ্ঞ দ্রোণও স্বীয় পুত্রের সহিত জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। যুদ্ধে দ্রোণ যাহারে রক্ষা করেন, দৈত্য দানব মর্দ্দনকারী প্রধান বীর সহস্রাক্ষ ইন্দ্রও তাহাকে নিহত করিতে উৎসাহী হয়েন না। অতএব অর্জ্জুন সূর্য্যাস্ত কালের মধ্যে যাহাতে জয়দ্রথকে বধ করিতে পারেন, তাহা আমি কল্য করিব। আমার কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন অপেক্ষা স্ত্রী, মিত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব বা অন্য কেহ প্রিয়তম নাই। হে দারুক! আমি এই জগৎকে মুহূর্ত্ত মাত্রও অর্জ্জুন-শূন্য অবলোকন করিতে পারিব না। ফলত ধনঞ্জয় অবশ্যই কল্য সংগ্রামে জয় লাভ করিবেন। আমি কল্য অর্জ্জুন নিমিত্ত অশ্ব হস্তী সহিত সমস্ত কুরু সৈন্য এবং কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিয়া সংহার করিব। দারুক! কল্য আমি ধনঞ্জয়ার্থে সমরে পরাক্রম প্রকাশ করিব; আমার বল বীর্য্য পরাক্রম ত্রিভুবনস্থ লোক সকল নিরীক্ষণ করিবে। কল্য সহস্র সহস্র রাজা এবং শত শত রাজপুত্র অশ্ব, হস্তী ও রথের সহিত সমর হইতে পলায়ন করিবে। তুমি দেখিবে, কল্য আমি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত সমরে সংক্রুদ্ধ হইয়া নৃপবাহিনীদিগকে চক্র দ্বারা প্রমথিত ও নিপাতিত করিব। সব্যসাচী যে আমার সুহৃদ্, তাহা কল্য দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস-প্রভৃতি সমুদায় লোকের বিদিত হইবে। যে অর্জ্জুনের দ্বেষ করে, সে আমার দ্বেষ করে; যে অর্জ্জুনের অনুগত, সে আমারও অনুগত; এমন কি, অর্জ্জুন আমার অর্দ্ধেক শরীর জানিবে। অতএব হে সূত! তুমি এই রাত্রি প্রভাত হইলে আমার উত্তম রথ খানি যত্ন-পূর্ব্বক যথা শাস্ত্র সজ্জিত করিয়া রাখিবে। কৌমদকী গদা, দিব্য শক্তি, চক্র, ধনুক, শর ও অন্যান্য

সমস্ত উপকরণ ঐ রথে আরোপিত করিবে এবং সময়ে শোভমান আমার বীর গরুড় ধ্বজের স্থান ও ছত্র রথ-নীড়ে সুসজ্জিত করিবে। হে দারুক! অনন্তর বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব, এই চারি অশ্বকে বিশ্বকর্ম্ম কৃত সূর্য্য-সম-সমুজ্জ্বল দিব্য সুবর্ণ-জালে বিভূষিত করিয়া রথে নিযোজিত করণ-পূর্ব্বক যত্নবান্ ও কবচী হইয়া অবস্থান করিবে; যখন আমার ঋষভ স্বর-পূরিত অতি ভীষণ পাঞ্চজন্য নির্ঘোষ শ্রবণ করিবে, তৎক্ষণাৎ শীঘ্র ঐ রথ লইয়া আমার নিকট আগমন করিবে। হে দারুক! আমি এক দিবসেই পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতার ক্রোধ ও সমস্ত দুঃখ অপনীত করিব। ধনঞ্জয় যাহাতে সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সাক্ষাতে জয়দ্রথকে নিহত করিতে পারেন, আমি সর্ব্বোপায়ে তাহার যত্ন করিব। হে সারথে! ধনঞ্জয় যাহার যাহার বধে যত্ন করিবেন, সেই সেই ব্যক্তির প্রতি উহাঁর জয় নিশ্চয়ই হইবে, ইহা আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি[২৪-৪২]।

দারুক কহিলেন, হে পুরুষেন্দ্র! আপনি যাঁহার সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার পরাজয় কি হেতু হইবে? নিশ্চয়ই জয় হইবেক[৪৩]। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, কল্য প্রত্যূষে বিজয়ের জয় নিমিত্ত আমি সেই রূপই করিব[৪৪]।

শ্রীকৃষ্ণ দারুক সম্ভাষণে একোনাশীতিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, এ দিকে অচিন্ত্যবিক্রম কুন্তী-পুত্র ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক জয়দ্রথ রক্ষার মন্ত্রণা স্মরণ করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা কিপ্রকারে হইবেক, ইহা ভাবিতে ভাবিতে মোহিত হইয়া

নিদ্রাবিষ্ট হইলেন[১]। মহাতেজস্বী কৃষ্ণ শোকাকুল অর্জ্জুনের নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন[২]। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় যে অবস্থায় থাকুন, কৃষ্ণ তাঁহার নিকট উপনীত হইলে তাঁহাকে দর্শন করিবা মাত্রই ভক্তি ও প্রেম প্রযুক্ত প্রত্যুত্থান করিতে কদাচ অন্যথা করেন না[৩]। এক্ষণে তিনি স্বপ্নেও তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন, কিন্তু তৎ কালে স্বয়ং উপবেশন করিতে মানস করিলেন না[৪]। তদনন্তর মহা তেজস্বী কৃষ্ণ পার্থের অধ্যবসায় জানিতে পারিয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন[৫], পার্থ! তুমি বিষণ্ণ হইও না, যেহেতু কাল দুর্জ্জয়; কালই সমুদায় প্রাণীকে অবশ্যম্ভাবি বিধি বিষয়ে নিয়মিত করেন[৬]। হে বাগ্মিবর! তোমার কি নিমিত্ত বিষাদ, তাহা আমাকে বল, বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কোন বিষয়ে কখন শোক করেন না; শোকই কার্য্য বিনাশের মূল[৭]। সংপ্রতি যে কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠান কর; যেহেতু চেষ্টাহীন ব্যক্তির যে শোক, তাহাই তাহার শত্রু হইয়া থাকে[৮]। শোকান্বিত হইলে শত্রুর আনন্দ ও স্বজন বান্ধবদিগের দুঃখ জন্মে এবং আপনিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমি শোকাকুল হইও না[৯]।

অপরাজিত বিদ্বান্ অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ এই রূপ কহিলে, তিনি তখন এই অর্থবৎ কথা কহিলেন[১০], হে কেশব! "আমি আমার পুত্রহন্তা দুরাত্মা জয়দ্রথকে কল্য বধ করিব" এই যে মহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সেই প্রতিজ্ঞা বিঘাত নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ মহারথ সকল জয়দ্রথকে পশ্চাৎ করিয়া রক্ষা করিবে[১১.১২]। কৃষ্ণ! উহাদিগের দুর্জ্জয় একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা মধ্যে এক অক্ষৌহিণী বিনষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্ট দশ অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া সমুদায় মহারথেরা সেই দুরাত্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে থাকিলে, আমি কি প্রকারে তা-

হাকে দৃষ্টিগোচর করিব[১৩.১৪]? অতএব হে কেশব! আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না, প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে জীবিত থাকিতে পারিবে[১৫]? হে বীর! দুঃসাধ্য কর্ম্মে আমার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, বিশেষত এক্ষণে সূর্য্যদেব শীঘ্র শীঘ্র অস্ত গমন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্তেই আমি এই রূপ বলিতেছি[১৬]।

মহাতেজা পদ্ম-নয়ন গরুড়-ধ্বজ, অর্জ্জুনের শোকের বিষয় শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বমুখে অবস্থিত হইয়া আচমন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের হিত নিমিত্ত সিন্ধুরাজের বধ বিষয়ে এই কথা বলিলেন[১৭.১৮], হে পার্থ! মহেশ্বর দেব যে অস্ত্র দ্বারা সমরে সমুদায় দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই পাশুপত নামক সনাতন পরমাস্ত্র যদি তোমার এই ক্ষণে বিদিত থাকে, তবে তুমি কল্য জয়দ্রথকে নিহত করিতে পারিবে; পরন্তু যদি তোমার তাহা অবিদিত থাকে, তাহা হইলে তুমি মনে মনে বৃষভধ্বজ মহাদেবকে চিন্তা কর[১৯.২০]। হে ধনঞ্জয়! তুমি ভক্তি-পূর্ব্বক সেই মহেশ্বরকে ধ্যান করত জপ করিতে থাক, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে তুমি সেই মহৎ অস্ত্র প্রাপ্ত হইবে[২১]।

ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া ভূমিতে সমাসীন হইয়া আচমন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে মহাদেবকে ধ্যান করিতে লাগিলেন[২২]। তদনন্তর শুভ ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে অর্জ্জুন সমাহিত হইয়া গগণ মণ্ডলে আপনাকে কৃষ্ণের সহিত দর্শন করিতে লাগিলেন[২৩]। তথায় জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত ও সিদ্ধ চারণ গণ সেবিত হিমবান্ পর্ব্বতের পুণ্য প্রত্যন্ত গিরি ও মণিমান্ পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন[২৪]। তিনি কেশব কর্ত্তৃক দক্ষিণ হস্তে গৃহীত হইয়া তাঁহার সহিত বায়ুবেগগতি ক্রমে আকাশে গমন করিতে লাগিলেন[২৫]। সেই ধর্ম্মাত্মা উত্তর দিকে অদ্ভুত দর্শন বহুবিধ ভাব দেখিতে দেখিতে গমন করত শ্বেত পর্ব্বত অবলোকন করিলেন[২৬]। অনন্তর কুবেরের বিহার স্থান বহু জল-সম্পন্না সর্ব্বদা পুষ্প ফল সংযুক্ত

বৃক্ষে সমন্বিতা স্ফটিক সদৃশী সিংহ ব্যাঘ্র সমাকীর্ণা নানা মৃগ-সমাকুলা স্থানে স্থানে পুণ্যাশ্রম শোভিতা মনোহর বিহঙ্গকুল সেবিতা পদ্ম-ভূষিতা রমণীয়া নলিনী গঙ্গা দেখিতে পাইলেন। তৎ পরে স্বর্ণ রূপ্য ময় শৃঙ্গনিবহে শোভমান পুষ্পিত মন্দার বৃক্ষে উপশোভিত মন্দর গিরির প্রদেশ সকল তাঁহার নয়ন গোচর হইল[২৭-৩০]। তদনন্তর তিনি স্নিগ্ধ অঞ্জনরাশি-সম কালপর্ব্বত, ব্রহ্মতুঙ্গ, অন্যান্য নদী এবং জনপদ সকল দেখিতে পাইলেন[৩১], এবং সুশৃঙ্গ সংযুক্ত শত শৃঙ্গ-বিশিষ্ট পর্ব্বত, শর্য্যাতি বন, পুণ্য অশ্ব শিরঃ স্থান, আথর্ব্বণের স্থান[৩২], এবং অপ্সরা ও কিন্নরগণে উপশোভিত শৈলশ্রেষ্ঠ বৃষদংশ ও মহামন্দর দৃষ্টিগোচর করিলেন[৩৩]। কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুন সেই পর্ব্বতে গমন করিতে লাগিলেন। তথায় গমন করিতে করিতে শুভ প্রস্রবণ সংযুক্তা হেমধাতু বিভূষিতা চন্দ্ররশ্মি-সমুজ্জ্বলাঙ্গী পুর স্বরূপ মাল্যে বিভূষিতা পৃথিবী এবং বহুল রত্নাদির আকর অদ্ভুতাকার সমুদ্র সকল দর্শন করিলেন[৩৪-৩৫]। পরে নিক্ষিপ্ত বাণ বেগের ন্যায় বেগে কৃষ্ণ সহিত পার্থ বিস্মিত হইয়া স্বর্গ, পৃথিবী ও বিষ্ণুপদ আকাশে গমন করিলেন[৩৬]। তথায় গ্রহ, নক্ষত্র, সোম, সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য সমুজ্জ্বল দীপ্তিমান্ এক পর্ব্বত তাঁহার নয়ন গোচর হইল[৩৭]। সেই পর্ব্বতে গমন করিয়া দেখিলেন, শৈলের অগ্রভাগে অবস্থিত তপোনিরত মহাত্মা বৃষধ্বজ মহাদেব উপবিষ্ট আছেন[৩৮]। শূলধারী জটিল শুভ্রবর্ণ সেই ভগবান্ মহেশ্বর স্বীয় তেজে সহস্র সহস্র সূর্য্যের সমান প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার পরিধান বল্কল ও অজিন, এবং তাঁহার অঙ্গ সহস্র সহস্র চক্ষু দ্বারা বিচিত্র রূপ হইয়াছে। সেই মহাতেজস্বী পার্ব্বতীর সহিত বিরাজ করিতেছেন। বল্গিত আস্ফোটিত ও উৎক্রুষ্ট এবং গীত বাদ্য ধ্বনি সহকারে হাস্য লাস্য সমন্বিত ভাস্বর ভূত-সঙ্ঘ তাঁহার সমন্তাৎ পরিবেষ্টিত রহিয়াছে! পবিত্র গন্ধ সমূহে

তিনি শোভমান হইয়াছেন[৩৯.৪১], এবং ব্রহ্মবাদী মুনিগণ দিব্য স্তব দ্বারা সেই ধনুর্দ্ধর অচ্যুত দেব-দেব সর্ব্ব ভূতের রক্ষিতা মহেশ্বরের স্তব করিতেছেন[৪২]। পার্থের সহিত ধর্ম্মাত্মা বসুদেব-পুত্র তাঁহারে দর্শন করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূতলে মস্তক অবনত করত প্রণাম করিলেন[৪৩], এবং সেই লোকাদি, বিশ্বকর্ম্মা, জন্ম রহিত, ঈশান, অব্যয়, মনের পরম উৎপত্তি স্থান, আকাশ স্বরূপ, বায়ু স্বরূপ, জ্যোতির নিধি[৪৪], বারিধারার স্রষ্টা, পৃথিবীর পরম প্রকৃতি, দেব দানব যক্ষ মানবদিগের সাধন[৪৫], যোগের পরম ধাম, ব্রহ্মজ্ঞ দিগের নিধি রূপে দৃষ্ট, চরাচরের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা[৪৬], কাল স্বরূপ কোপ বিশিষ্ট, মহাত্মা, শক্র ও সূর্য্যের গুণ প্রকাশক দেবেশ্বর বৃষ-ধ্বজকে বাক্য, মন ও বুদ্ধি দ্বারা স্তুতি-পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন[৪৭]। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সূক্ষ্ম অধ্যাত্মপদৈষী হইয়া যাঁহারে ধ্যান করেন, কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে সেই অজ কারণাত্মা মহাদেবের শরণাপন্ন হই-লেন[৪৮]। অর্জ্জুনও তাঁহাকে সর্ব্বভূতের আদি এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের উৎপাদক জানিয়া ভূয়োভূয় অভিবন্দন করি-লেন[৪৯]।

তদনন্তর সেই মহাদেব, নর নারায়ণ উভয়কে সমাগত অবলোকন করিয়া সুপ্রসন্ন মনে হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন[৫০], হে নরশ্রেষ্ঠ দ্বয়! তোমাদিগের শুভাগমন হইয়াছে, তোমাদিগের শ্রান্তি দূর হউক, তোমরা গাত্রোত্থান কর! হে বীর দ্বয়! তোমাদিগের মনে কি অভিলাষ, তাহা শীঘ্র ব্যক্ত কর[৫১]; তোমরা যে কার্য্য নিমিত্ত আ-গমন করিয়াছ, তাহা আমি সিদ্ধ করিব,—তোমাদিগের আত্ম-শ্রেয়স্কর যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহা আমি প্রদান করিব[৫২]।

তদনন্তর অনিন্দিত মহামতি বাসুদেব ও অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক দিব্য স্তুতি বচনে এই

রূপ স্তব করিতে লাগিলেন[৫৩.৫৪]। হে প্রভো! তুমি ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, নিত্য, উগ্র এবং কপর্দ্দী, তোমাকে নমস্কার[৫৫]; তুমি মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্ত, ঈশান, ভগনামক দেবের নিহন্তা, এবং অন্ধকাসুরের সংহারক, তোমাকে নমস্কার[৫৬]; তুমি কুমার-পিতা, নীলগ্রীব, বেধা, পিনাকী, হবির্দানের যোগ্যপাত্র, সত্য এবং সর্ব্বদা বিভু, তোমাকে নমস্কার[৫৭]; তুমি বিশেষ রূপে লোহিতাঙ্গ, ধূম্ররূপ, ব্যাধরূপ, অনপরাজিত, নীলচূড়, শূলী, এবং দিব্য চক্ষু, তোমাকে নমস্কার[৫৮]; তুমি হর্ত্তা, গোপ্তা, ত্রিনেত্র, ব্যাধিরূপ, বসুরেতা, অচিন্ত্য, অম্বিকাপতি এবং সর্ব্ব দেব স্তুত, তোমাকে নমস্কার[৫৯]; তুমি বৃষধ্বজ, পিঙ্গ, জটী, ব্রহ্মচারী, সলিলে তপস্যাকারী, ব্রহ্মণ্য এবং অজিত, তোমাকে নমস্কার[৬০]; তুমি বিশ্বাত্মা, বিশ্ব স্রষ্টা অথচ বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি কর; তুমি সেব্য, এবং ভূতগণের সদা প্রভু, তোমাকে নমস্কার তোমাকে নমস্কার[৬১]। হে শিব! তুমি বেদমুখ, সর্ব্ব, শঙ্কর, বাচস্পতি এবং প্রজাপতি, তোমাকে নমস্কার[৬২]; তুমি বিশ্বপতি, মহৎ গণের পতি ও সহস্র শিরা, তোমার ক্রোধে সহস্র সহস্র জীবের সংহার হয় এবং তুমি সহস্র নেত্র ও সহস্র পাদ, তোমাকে নমস্কার; হে প্রভো! তুমি অসংখ্যেয় কর্ম্মা, হিরণ্য বর্ণ, হিরণ্য কবচ এবং নিত্য ভক্তানুকম্পী, তুমি আমাদিগের উভয়ের প্রার্থনা সিদ্ধ কর[৬৩.৬৪]।

সঞ্জয় কহিলেন, বাসুদেব ও অর্জ্জুন তৎ কালে অস্ত্র উপলব্ধি নিমিত্তে ভব মহাদেবকে ঐ রূপে স্তব করিয়া প্রসন্ন করিলেন[৬৫]।

অর্জ্জুন স্বপ্ন দর্শনে অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন প্রসন্ন মনে প্রফুল্ল নয়নে তেজের

সমস্ত নিধি স্বরূপ বৃষধ্বজ মহাদেবকে দর্শন করিলেন[১], এবং সেই অবশ্যানুষ্ঠেয় নিশাবিহিত আত্মকৃত যে উপহার কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা শিব সন্নিধানে সন্দর্শন করিলেন[২]। অনন্তর পাণ্ডু-নন্দন অর্জ্জুন শঙ্কর ও কৃষ্ণকে মনে মনে পূজা করিয়া শঙ্করকে বলিলেন, আমি দিব্য অস্ত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি[৩]। প্রভু মহাদেব অর্জ্জুনের বর প্রার্থনার কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কৃষ্ণার্জ্জুনকে কহিলেন[৪], হে নরশ্রেষ্ঠ দ্বয়! তোমাদিগের আগমন শুভ হইয়াছে, তোমাদিগের মনোভিলাষ জ্ঞাত হইলাম, তোমরা যে অভিলাষে আগমন করিয়াছ, তাহা আমি প্রদান করিতেছি[৫]। হে শত্রুসূদন দ্বয়! এই স্থানের অতি সন্নিকটে এক অমৃতময় দিব্য সরোবর আছে; সেই সরোবরে দিব্য ধনুক ও শর পূর্ব্ব হইতে নিহিত রহিয়াছে[৬]; সেই দিব্যাস্ত্র দ্বারা আমি সুর শত্রু অসুরগণকে সংগ্রামে সংহার করিয়াছি; তোমরা সেই উত্তম শর ও শরাসন ঐ সরোবর হইতে আনয়ন কর[৭]

কৃষ্ণার্জ্জুন দুই বীর 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া ভগবান্ দেব দেবের পারিষদ গণের সহিত, দিব্যাশ্চর্য্য বস্তু সমাবৃত সেই দিব্য সরোবরে অস্ত্র নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন[৮]। বৃষধ্বজ দেবদেব, সর্ব্বার্থ-সাধন যে পুণ্য সরোবর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, নর নারায়ণ দুই ঋষি অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তথায় গমন করিলেন[৯]। তাঁহারা সূর্য্যমণ্ডল-সন্নিভ সেই সরোবরে উপনীত হইয়া অবলোকন করিলেন, জল মধ্যে ভয়ঙ্কর দুই ভুজঙ্গ রহিয়াছে[১০]। ঐ দুই নাগের সহস্র করিয়া মস্তক; উহারা অগ্নি সম তেজঃ সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ; এবং বিশাল জ্বালা বমন করিতেছে[১১]। তদনন্তর বেদজ্ঞ কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়ে আচমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তৎ সমীপে দণ্ডায়মান ও সর্ব্বাত্ম ভাবে অপ্রমেয় বৃষধ্বজ ভব দেবের শরণাপন্ন হইয়া প্রণতি-পূর্ব্বক শতরুদ্রিয় শ্রুতি পাঠ করিতে লাগি-

লেন[১২.১৩]। তৎ পরে সেই দুই মহা সর্প রুদ্র মাহাত্ম্য প্রযুক্ত স্ব স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুবিনাশন ধনুর্ব্বাণ রূপ ধারণ করিল[১৪]। মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া সেই প্রভা সম্পন্ন ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক আনয়ন ও মহাত্মা মহাদেবকে প্রদান করিলেন[১৫]। তৎ কালে পিঙ্গল-লোচন, নীল-লোহিত বর্ণ, তপস্যার আধার স্বরূপ এক ব্রহ্মচারী বলবান্ পুরুষ বৃষভধ্বজের পার্শ্ব হইতে নির্গত হইয়া সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি বামপাদ অগ্রে করিয়া আকুঞ্চিত ও দক্ষিণ পাদ পশ্চাৎ প্রসারণ করিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত করত সমাহিত ও দণ্ডায়মান হইয়া সেই শরাসন যথা বিধি আকর্ষণ করিলেন[১৬-১৭]। তৎ কালে অচিন্ত্য-বিক্রম অর্জ্জুন, যে প্রকারে মৌর্ব্বী আকর্ষণ, যে রূপে মুষ্টি দ্বারা শরাসন ধারণ এবং যে রূপে পাদ সংস্থাপন করিয়া দাঁড়াইতে হয়, তৎ সমস্ত দেখিয়া এবং শিবোক্ত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন[১৮]। সেই অতি বলবান্ বীর প্রভু ব্রহ্মচারী সেই বাণ সেই সরোবরেই মোচন করিলেন, অনন্তর সেই শরাসনও পুনর্ব্বার সেই সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন[১৯]। তদনন্তর স্মরণ-শক্তিমান্ অর্জ্জুন মহাদেবকে প্রসন্ন জানিয়া, " অরণ্যে শঙ্কর যে আমাকে দর্শন ও বর দিয়াছিলেন, তাহা আমার সুসিদ্ধ হউক" বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহার মনোভীষ্ট অবগত হইয়া ভীষণ পাশুপত অস্ত্র ও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইবার বর প্রদান করিলেন। দিব্য পাশুপত অস্ত্র ঈশ্বর মহাদেবের নিকট হইতে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনের লোমাঞ্চ হইল। অনন্তর তিনি আপনাকে কৃতকার্য্য বলিয়া মনে করিলেন। মহা অসুর-বিনাশী ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেমন মহেশ্বরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া জম্ভাসুরের বধাভিলাষে গমন করিয়াছিলেন, সেই রূপ কৃষ্ণার্জ্জুন দুই বীর সংহৃষ্ট চিত্তে মহেশ্বরকে বন্দনা করিয়া তৎ ক্ষণাৎ

তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক পরম প্রমুদিত হইয়া শিবিরে গমন করিলেন[২০-২৫]।

পাশুপত অস্ত্র পুনঃ প্রাপ্তি প্রকরণে একাশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপাল! কৃষ্ণ ও দারুকের সেই রূপ কথোপকথন হইতে হইতে রজনী প্রভাতা হইল; রাজা যুধিষ্ঠির নিদ্রা হইতে প্রবোধিত হইলেন[১]। তখন পাণি স্বনিক—করতল ধ্বনি তাল মিশ্রিত গীত গায়ক, মাগধ—বংশ কীর্ত্তনকারী, মাধুপর্কিক—মধুপর্ক প্রদান সময়ে স্তুতি গায়ক, বৈতালিক—রাজাদিগকে জাগরণ করাইবার সময় প্রাতঃকালের স্তুতিপাঠক ও সূত—পুরাণবক্তা, ইহারা পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে স্তব করিতে লাগিল[২]। গায়ক ও নর্ত্তক গণ রাগরাগিণী মিশ্রিত মধুর স্বরে কুরুবংশের স্তুতি-সূচক গান ও নৃত্য করিতে লাগিল[৩]। বাদ্যদক্ষ সুশিক্ষিত বাদ্যকর গণ সুসংহৃষ্ট হইয়া মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, আড়ম্বর, শঙ্খ, মহাস্বন দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র বাদিত করিতে লাগিল[৪-৫]। সেই মেঘ গর্জ্জন সম মহা নির্ঘোষ গগণ স্পর্শ করিতে লাগিল; তাহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইলেন[৬]।

তিনি মহার্হ শয্যায় সুখে নিদ্রিত ছিলেন, জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আবশ্যক কার্য্য নিমিত্ত স্নানাগারে গমন করিলেন[৭]। তদনন্তর শুক্ল বসন-পরিধায়ী পবিত্র-বেশ অষ্টোত্তর শত জন স্নাপক যুবা পুরুষ জলপূর্ণ কাঞ্চনময় বহু কুম্ভ লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্নান করাইতে সমুপস্থিত হইল[৮]। পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির লঘু বস্ত্র পরিধান

পূর্ব্বক নৃপাসনে উপবিষ্ট হইয়া চন্দন সংযুক্ত অভিমন্ত্রিত সলিলে স্নান করিতে লাগিলেন[৯]। সুশিক্ষিত বলবান্ ভৃত্যেরা কাষায় দ্রব্য দ্বারা তাঁহার গাত্রের মলাপনয়ন-পূর্ব্বক অধিবাসিত সুগন্ধি জলে গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিল[১০]। অনন্তর সেই মহাভুজ মহারাজ জল শোষণার্থ মস্তকে রাজহংস সন্নিভ শুভ্র উষ্ণীষ শিথিল রূপে অর্পণ-পূর্ব্বক বেষ্টন করিলেন, এবং মনোহর চন্দনে অঙ্গ উপলেপন এবং সুখসেব্য বসন ও মাল্য পরিধান করিয়া প্রাঙ্মুখ ও প্রাঞ্জলি হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক সাধুদিগের আচরিত আহ্নিক কৃত্য অনুষ্ঠান করত জপ্য মন্ত্র জপ করিলেন। তৎ পরে বিনীত ভাবে প্রদীপ্ত অগ্নিহোত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় মন্ত্রপূত আহুতি ও সপবিত্র সমিধ্ প্রদান দ্বারা হুতাশনের অর্চ্চনা করিয়া সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন[১১-১৪]।

পুরুষ-প্রধান মহারাজ যুধিষ্ঠির তদনন্তর দ্বিতীয় কক্ষায় গমন করিয়া দেখিলেন, সেখানে সহস্র অনুচর সহিত বেদজ্ঞ, বৃদ্ধ, দমগুণ-সম্পন্ন, বেদব্রত-স্নাত ও অবভৃথ স্নাত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সকল এবং তদ্ভিন্ন অষ্টাধিক সহস্র সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন[১৫-১৬]। মহাভুজ মহারাজ ধর্ম্মরাজ সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে অক্ষত, পুষ্প, মধু, ঘৃত ও সুমঙ্গল অভীষ্ট ফল দ্বারা মঙ্গল বাচন করাইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ, নিষ্ক, অলঙ্কার-ভূষিত এক এক শত অশ্ব, বস্ত্র, এবং কতক গুলি হেমশৃঙ্গ ও রৌপ্য খুর যুক্তা সবৎসা কপিলা দোগ্ধ্রী গবী অভিলষিত দক্ষিণা সহকারে প্রদান করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন[১৭-১৯]। অনন্তর স্বস্তিক, বর্দ্ধমান, নন্দ্যাবর্ত্ত, কাঞ্চন, মাল্য, জলপূর্ণ কুম্ভ, প্রজ্বলিত অগ্নি, পরিপূর্ণ অক্ষত পাত্র, রুচক, রোচনা, সুন্দর অলঙ্কৃতা শুভলক্ষণ-সম্পন্না কন্যাগণ, দধি, ঘৃত, মধু, উদক ও মঙ্গল-সূচক পক্ষি সকল, এই সমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য

পূজিত বস্তু সকল দর্শন ও স্পর্শন করিয়া বহিঃ কক্ষায় আগমন করিলেন[২০-২২]। সেই মহাবাহু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র পরিচারকেরা বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত মুক্তা বৈদূর্য্য মণিমণ্ডিত উৎকৃষ্ট আস্তরণাস্তীর্ণ উত্তরচ্ছদ সমন্বিত সমৃদ্ধি বিশিষ্ট সর্ব্বোতোভদ্র দিব্য সিংহাসন প্রদান করিল[২৩-২৪]। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ সিংহাসনে সমুপবিষ্ট হইলে ভৃত্যগণ মহামূল্য শুভ্র ভূষণ সকল তাঁহার যথাযোগ্য অঙ্গে পরিধান করাইয়া দিল[২৫]। মহারাজ! কুন্তীপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠির মুক্তাভরণাদি দ্বারা বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইলে তাঁহার রূপ সৌষ্ঠব শত্রুদিগের শোকবর্দ্ধন হইয়া উঠিল[২৬]। ভৃত্যগণ তাঁহারে হেমদণ্ড শোভিত চন্দ্ররশ্মি প্রভ পাণ্ডুর বর্ণ চামর ব্যজন করিতে লাগিল; দোধূয়মান শুভ্র চামরান্দোলনে তিনি সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় শোভমান হইলেন[২৭]। সুতগণ তাঁহার স্তব, বন্দীগণ তাঁহার বন্দনা, এবং গন্ধর্ব্ব সদৃশ গায়কগণ তাঁহার স্তুতি-সূচক গান করিতে লাগিল[২৮]।

অনন্তর মুহূর্ত্ত কাল পরে দন্তিগণের মহা শব্দ, রথিগণের নেমি নির্ঘোষ, অশ্বগণের খুরধ্বনি প্রভৃতি মহা শব্দ সমুত্থিত হইল[২৯]। গজ ঘণ্টার রব, শঙ্খ ধ্বনি ও মানবগণের পদ শব্দে মেদিনী যেন কম্পিতা হইতে লাগিল[৩০]। অনন্তর কুণ্ডলধারী সন্নদ্ধ-কবচ বদ্ধ-নিস্ত্রিংশ এক যুবা দৌবারিক সর্ব্ব সাধারণের অগম্য সেই রাজসভায় আগমন করিয়া জানু দ্বয়ে ভূতল স্পর্শ-পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া বন্দনীয় পৃথ্বীপতি মহাত্মা ধর্ম্মপুত্রকে অবনত মস্তকে বন্দনা করিয়া প্রণতি-পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহারাজ! হৃষীকেশ সমাগত হইয়াছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির মাধবের নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন, মাধবকে স্বাগত সম্ভাষণের সহিত পরমোৎকৃষ্ট অর্ঘ্য ও আসন প্রদান কর। তদনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণকে সমীপে আনয়ন-পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ

কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লা-গিলেন[৭১-৭৩]।

যুধিষ্ঠির সজ্জায় দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির পরমে প্রীত হইয়া দেবকী নন্দন জনার্দ্দনকে প্রতিনন্দিত করিয়া কহিলেন, অদ্য যুদ্ধে হে মধুসূদন! তোমার সুখে রজনী যাপন হইয়াছে তো? তোমার সমস্ত বিষয়ক জ্ঞান প্রসন্ন আছে তো[২]? অনন্তর বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে তদুপযুক্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উহাঁরা উভয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সারথি আগমন করিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! বীরগণ সকলে আগমন করিয়াছেন[৩]। অনন্তর সারথি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করাইতে লাগিল। বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি[৪], চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়াধিপ[৫], কুরুকুল সম্ভূত যুযুৎসু, পাঞ্চাল্য উত্তমৌজা ও যুধামন্যু, সুবাহু, দ্রৌপদীপুত্র সকল, এবং অন্যান্য বহুল ক্ষত্রিয় রাজাজ্ঞানুসারে সারথি কর্ত্তৃক প্রবেশিত ও তথায় উপস্থিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ শুভাসনে উপবেশন করিলেন[৬.৭]। মহাবলশালী মহাতেজস্বী মহাত্মা কৃষ্ণ ও সাত্যকী দুই বীর একাসনে উপবেশন করিলেন[৮]।

তৎ পরে রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল ক্ষত্রিয় গণের সমক্ষে কমল-লোচন মধুসূদনকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন[৯], হে মধু-সূদন! যেমন দেবগণ এক মাত্র দেবরাজ সহস্র লোচনকে আশ্রয় করিয়া ছিলেন, আমরাও এক মাত্র তোমাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে

জয় ও শাশ্বত সুখ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি[১০]। তুমি আমাদিগের রাজ্য বিনাশ, শত্রু বিদ্রোহ ও তৎ সমস্ত বিবিধ ক্লেশ অবগত আছ[১১]। হে সর্ব্বেশ! হে মধুসূদন! হে ভক্তবৎসল! আমাদিগের সকলের সুখ তোমারই নিতান্ত আয়ত্ত· তুমিই আমাদিগের সর্ব্ব বিষয়ে উপায় স্বরূপ[১২]। [illegible] তে তোমার প্রতি আমার মন থাকে, তাহা কর, এবং [illegible] শুভ্র [illegible]নের চিকীর্ষিত প্রতিজ্ঞা-কার্য্য সত্য হয়, তাহার বিধান [illegible] হে মাধব! আমরা এই দুঃখ ও ক্রোধ রূপ মহার্ণব হইতে [illegible]র্ণ হইবার কামনা করিতেছি, তুমি প্লব স্বরূপ হইয়া আমা[illegible]কে ইহার পারে উত্তীর্ণ কর[১৪]। হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ স্থলে সারথি যত্নবান্ হইয়া যে রূপ কার্য্য করিতে পারে, রিপু বধোদ্যত রথী সে রূপ কদাচ করিতে পারে না[১৫]। হে মহাবাহু জনার্দ্দন! তুমি যেমন বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া থাক, সেই রূপ আমাদিগকেও এই আপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিতে মনোযোগী হও[১৬]। হে শঙ্খ চক্র গদা ধর! আমরা সংপ্রতি এই নৌকাহীন অগাধ কুরুসাগরে মগ্ন হইয়াছি, তুমি নৌকা স্বরূপ হইয়া ইহা হইতে আমাদিগকে উত্তীর্ণ কর[১৭]। হে দেব দেবেশ! হে সনাতন! হে বিশ্ব সংহার! হে বিষ্ণো! হে জিষ্ণো! হে হরে! হে কৃষ্ণ! হে বৈকুণ্ঠ! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার[১৮]। দেবর্ষি নারদ তোমাকে পুরাতন ঋষি সত্তম, শার্ঙ্গী ও বরদ দেব নারায়ণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন; হে মাধব! সেই নারদ বাক্য তুমি সত্য কর[১৯]।

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক রাজসভায় এই রূপ অভিহিত হইয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন[২০], পৃথা-পুত্র ধনঞ্জয়ের সদৃশ ধনুর্দ্ধর কেহ অমর লোক প্রভৃতি কোন লোকে নাই[২১]; উনি বীর্য্যবান্, অস্ত্রকুশল, মহাবলপরাক্রান্ত, সর্ব্ব কালেই যুদ্ধ প্রবীণ, মনুষ্য মধ্যে পরম তেজস্বী, ক্রোধী, যুবা, বৃষভস্কন্ধ, দীর্ঘ-

বাহু, মহাবলবান্, মহা সিংহ সম গতিমান্, এবং শ্রীমান্; উনি অবশ্যই আপনার শত্রুগণকে সংহার করিবেন[২২।২৩]। উনি যাহাতে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের সৈন্য সকল অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে পারেন, আমিও তাহা করিব[২৪]॥ অদ্য অর্জ্জুন সেই ক্ষুদ্রাশয় পাপকর্ম্ম অভিমন্যু ঘাতী জয়দ্রথকে বাণে বাণে অদৃশ্যপথে নিক্ষেপ করিবেন[২৫]। গৃধ, শ্যেন, বৃক, শৃগাল ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী গণ অদ্য তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে[২৬]। মহারাজ! যদি সুরপতি সহিত সমুদায় সুরগণও তাহাকে রক্ষা করেন, তথাপি সে অদ্য যুদ্ধে নিহত হইয়া যমরাজের রাজধানী গমন করিবে[২৭]। হে রাজন্! জিষ্ণু, অদ্য সিন্ধুপতিকে সংহার করিয়া তোমার সকাশে আগমন করিবেন, তুমি সমৃদ্ধি পুরস্কৃত হইয়া শোক ও চিন্তা পরিত্যাগ কর[২৮]।

যুধিষ্ঠিরাশ্বাসে ত্র্যশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! তাঁহারা পরস্পর ঐ রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ধনঞ্জয় সুহৃদ্গণের সহিত ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তথায় উপনীত হইলেন[১]। তিনি সেই সুসজ্জিত কক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়া ভরতকুলেন্দ্র রাজাকে অভিবাদন করিয়া অগ্রে দণ্ডায়মান হইলে, রাজা গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন[২]। তিনি তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বাহু দ্বারা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পরম শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত হাস্য বদনে কহিলেন[৩], অর্জ্জুন! তোমার কান্তি যে প্রকার দেখিতেছি, এবং জনার্দ্দনকেও যে রূপ প্রসন্ন দেখিতেছি, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সংগ্রামে তোমার নিশ্চয়ই মহান্ বিজয় হইবে[৪]।

তদনন্তর জিষ্ণু কহিলেন, মহারাজ! আপনার শুভ হউক, আমি কেশবের প্রসাদে মহৎ উৎকৃষ্ট এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি[৫]. এই বলিয়া তিনি সুহৃদ্গণের আশ্বাসার্থ, রজনীতে যে প্রকার স্বপ্ন দর্শন ও তাহাতে যে রূপ মহাদেব ত্র্যম্বকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বী ক্রমে ব্যক্ত করিলেন[৬]। পরে তত্রস্থ সকলে অতি বিস্মিত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া মস্তক দ্বারা অবনি স্পর্শপূর্ব্বক মহাদেব বৃষাঙ্ককে প্রণাম করিলেন[৭]।

অনন্তর সমস্ত সুহৃদ্গণ ধর্ম্ম-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা ক্রমে সত্বর ও অতি সংরব্ধ হইয়া হর্ষ সহকারে যুদ্ধার্থে নির্গত হইলেন[৮]। যুযুধান, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রাজাকে অভিবাদন করিয়া প্রহৃষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠির ভবন হইতে যাত্রা করিলেন[৯]। দুর্দ্ধর্ষনীয় যুযুধান ও জনার্দ্দন দুই বীর এক রথে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুন-শিবিরে গমন করিলেন। হৃষীকেশ সেই স্থানে উপনীত হইয়া রথিবর অর্জ্জুনের বানরবর ধ্বজ শোভিত রথ, সারথির ন্যায়, সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। মেঘ গর্জ্জন নির্ঘোষ তপ্তকাঞ্চন সুপ্রভ সেই উৎকৃষ্ট রথ খানি সজ্জিত হইয়া শিশু সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তৎ পরে পুরুষশার্দ্দূল কৃষ্ণ আপনিও সজ্জিত হইয়া রথ সজ্জিত হওয়ার সংবাদ কৃতাহ্নিক অর্জ্জুনকে জ্ঞাপন করিলেন। কিরীটালঙ্কৃত, স্বর্ণ বর্ম্ম পরিধায়ী, ধনুর্ব্বাণ ধারী, নর প্রবর শ্রীমান্ অর্জ্জুন সেই রথ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিদ্যাবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ক্রিয়াবান্ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা মহারথ তেজস্বী অর্জ্জুনের প্রতি জয়াশীঃ প্রয়োগ করিতে লাগিলে, তিনি জয় জনক সাংগ্রামিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত সেই রথে, ভাস্কর যেমন উদয় গিরিতে আরোহণ করেন, সেই রূপ আরোহণ করিলেন। কাঞ্চন-বর্ম্মাবৃত দীপ্তিমান্ সেই রথি প্রধান কাঞ্চনময় পরিষ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া, যেমন দিবাকর মেরু

গিরিতে প্রতিভাত হয়েন, সেই রূপ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। যুযুধান ও জনার্দ্দন অর্জ্জুনের রথে আরোহণ করিলেন[১০.১৭]। শর্যাতি রাজার যজ্ঞে সমাগত ইন্দ্রের সমীপে অশ্বিনীকুমার দ্বয় যেমন শোভা পাইয়াছিলেন, সেই রূপ যুযুধান ও কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সমীপে শোভা পাইতে লাগিলেন। বৃত্রাসুর বধ নিমিত্ত গমন কালে মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বরস্মি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই রূপ সারথি শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ অর্জ্জুনের রথে অশ্ব রশ্মি ধারণ করিলেন। যেমন তিমির নিহন্তা নিশাকর বুধ ও শুক্র গ্রহ সমীপে শোভমান হয়েন, অর্জ্জুন, সাত্যকি ও কৃষ্ণের সহিত রথস্থ হইয়া সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং যে প্রকার বরুণ ও সূর্য্যের সহিত দেবরাজ তারকাময় যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, সেই রূপ শত্রু সমূহ ঘাতী অর্জ্জুন সিন্ধুপতির বধাভিলাষে যাত্রা করিলেন। তৎ কালে বাদ্যকরেরা নানা বিধ বাদ্যধ্বনি এবং সূত ও মাগধ গণ শুভ সূচক মঙ্গলকর স্তুতি পাঠ দ্বারা অর্জ্জুনের স্তব করিতে লাগিল। সূত মাগধগণের জয়াশীর্ব্বাদ ও পুণ্যাহ বাচনের ধ্বনি, বাদিত্র নির্ঘোষের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদিগের সন্তোষকর হইল। বায়ু পুণ্য গন্ধ বহন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের অনুগামী ও মঙ্গল সূচক হইয়া তাঁহার হর্ষোৎপাদন ও শত্রুদিগকে শোষণ করত প্রবাত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই সময়ে পাণ্ডবদিগের বিজয় নিমিত্ত নানা বিধ শুভ সূচক নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইল, এবং আপনার পক্ষ দিগের তাহার বিপরীত অশুভ নিমিত্ত সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল[১৮-২৫]।

ধনঞ্জয় বিজয় বিষয়ক অনুকূল নিমিত্ত সকল অবলোকন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে কহিলেন, হে শিনিবংশাগ্রগণ্য যুযুধান! অদ্য যে রূপ নিমিত্ত সকল দর্শন করিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, অদ্য যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমার জয় হইবে[২৬.২৭]। সিন্ধু-

পতি যম লোক গমনেচ্ছু হইয়া যেস্থানে অবস্থান করিয়া আমার বল বীর্য্য প্রতীক্ষা করিতেছে, আমি সেই স্থানে গমন করিতেছি[২৮]। যেমন সিন্ধুপতিকে বধ করা আমার মহৎ কার্য্য, সেই রূপ ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করাও মহৎ কার্য্য[২৯]; অতএব হে মহাবাহু! তুমি অদ্য রাজা ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবে। যেমন আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতাম, সেই রূপ তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিবে[৩০]। তুমি সমরে বাসুদেবের সমান; যুদ্ধে তোমাকে পরাজয় করিতে পারে, আমি এমন কাহাকেও অবলোকন করি না; স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে পরাস্ত করিতে পারেন না[৩১]। হে নরর্ষভ! আমি তোমার প্রতি কিম্বা মহারথ প্রদ্যুম্নের প্রতি এই ভারার্পণ করিয়া বিশ্বস্ত চিত্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া সিন্ধুপতির বধ সাধনে গমন করিতে পারি[৩২]। হে সাত্বত! তুমি আমার নিমিত্তে কোন প্রকারে চিন্তা করিও না, রাজাকেই সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিও[৩৩]। যে স্থানে আমি বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করি, সে স্থানে কখনই বিপদ্ হয় না[৩৪]।

পরবীরহন্তা সাত্যকি এই রূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আদেশিত হইয়া তথা বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠির সন্নিধানে গমন করিলেন[৩৫]।

[ ]নে বাক্যে চতুরশীতিতম অধ্যায় ও প্রতিজ্ঞা প্রকরণ

সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

জয়দ্রথ বধ প্রকরণ।

পঞ্চাশীতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অভিমন্যু নিহত হইলে শোক-দুঃখ সমন্বিত পাণ্ডবেরা রাত্রি প্রভাতা হইলে কি কার্য্য করিল? এবং মৎ পক্ষায় কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল[১]? মদীয় কুরু যোদ্ধা গণ সব্যসাচীর বল বিক্রম অবগত থাকিয়াও কি রূপে তাদৃশ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নির্ভয়ে অবস্থান করিলেন? পুত্র-শোকে অভিসন্তপ্ত অন্তকারী ক্রুদ্ধ যম সদৃশ সমাগত সেই পুরুষ-ব্যাঘ্রকে তাহারা কি প্রকারে যুদ্ধ স্থলে বিলোকন করিতে পারিল? পুত্র-শোকার্ত্ত কপিরাজ ধ্বজ ধনঞ্জয়কে মহৎ শরাসন প্রকম্পিত করিতে অবলোকন করিয়া তাহারা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর[২-৪]।

সঞ্জয়! সংগ্রামে দুর্য্যোধনের পক্ষে কি ঘটনা হইয়াছে? অদ্য আর কোন হর্ষ ধ্বনি আমার শ্রুতি গোচর হইতেছে না, প্রত্যুত, বিলাপ ধ্বনিই শ্রুত হইতেছে[৫]। জয়দ্রথের শিবিরে পূর্ব্বে শ্রুতি-সুখকর মনোহর যে সকল শব্দ হইত, সে সকল শব্দ এক্ষণে শ্রবণ করিতেছি না[৬]। আমার পুত্রদিগের শিবিরেও স্তুতি পাঠক সূত মাগধ বন্দী ও নর্ত্তকদিগের কোন শব্দ অদ্য শ্রবণ করিতে পাই না[৭]। যাহাদিগের শব্দ আমার কর্ণকুহরে পুনঃপুন প্রবিষ্ট হইত, এই ক্ষণে তাহারা দীন ভাবাপন্ন হওয়াতে তাহাদিগের কোন শব্দই আমার শ্রুতি গোচর হইতেছে না[৮]। বৎস সঞ্জয়! পূর্ব্বে আমি সমাসীন হইয়া সত্যধৃতি সোমদত্তের শিবির হইতে মনোহর শব্দ শ্রবণ

করিতাম, কিন্তু এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে পাই না[৯]। হা! পুণ্যহীন আমি, আমার পুত্রদিগের সেই শিবির এক্ষণে হতোৎসাহ ও আৰ্ত্ত স্বর নিনাদিত লক্ষ করিতে হইল[১০]! বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্যান্য পুত্রদিগের শিবির হইতেও পূর্ব্ব বৎ কোন ধ্বনি শ্রুত হইতেছে না[১১]। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে; যে মহাধনুর্দ্ধর আমার পুত্রদিগের পরম আশ্রয়[১২]; যিনি বিতণ্ডা, সম্ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন এবং অভি-লষিত নৃত্য গীত ও বিবিধ বাদ্য দ্বারা দিবা নিশি আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন[১৩], এবং বহু সংখ্য কুরু, পাণ্ডব ও সাত্বতগণ যাঁহারে উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার গৃহে পূর্ব্বে যে শব্দ হইত, এক্ষণে তাহা হইতেছে না[১৪]। যে সকল গায়ক ও নর্ত্তকগণ মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামার অত্যন্ত উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের কোন শব্দ সংপ্রতি শ্রুত হইতেছে না[১৫]। বিন্দ ও অনুবিন্দের শিবির হইতে সাযংকালে যে মহাধ্বনি শ্রুতি গোচর হইত, তাহা সংপ্রতি শ্রবণ করিতেছি না, এবং কেকয় রাজাদিগের শিবির হইতেও কোন শব্দ শ্রুত হইতেছে না। নর্ত্তকগণ নিত্য নিত্য প্রমুদিত হইয়া যে রূপ তাল গানের সহিত নৃত্য করিয়া থাকিত, তাহাদিগের সেই মহান্ তাল গীত ধ্বনি সংপ্রতি শ্রুত হইতেছে না। বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠায়ক যে সকল যাজকগণ সোমদত্ত-পুত্র শ্রুতনিধির উপাসনা করিয়া থা-কেন, তাঁহাদিগের বেদ ধ্বনিও সংপ্রতি শ্রুত হইতেছে না। বেদ ধ্বনি, টঙ্কার ধ্বনি, এবং তোমর অসি ও রথ ধ্বনি, দ্রোণের শিবিরে অন-বরতই হইত, তাহাও সংপ্রতি শ্রুত হইতেছে না। এবং নানা স্থান হইতে সমুত্থিত গীত বাদ্যের মহা ধ্বনিও সংপ্রতি শ্রুত হইতেছে না।

হে সূত! যে সময়ে জনার্দ্দন সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা নিমিত্তে

সন্ধি স্থাপন করিতে উপপ্লব্য নগর হইতে আগমন করিয়াছিলেন, আমি সেই সময়ে মন্দমতি দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলাম[১৬.২২] "হে পুত্র! তুমি কৃষ্ণকে উপায় অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর; আমি বিবেচনা করি, সন্ধি করিবার এই সমুচিত সময়; দুর্য্যোধন! তুমি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিও না[২৩]। কেশব হিত নিমিত্তই শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব যদি উহাঁকে প্রত্যাখ্যান কর, তবে তোমার জয় হইবে না[২৪]।" তখন সর্ব্ব ধন্বিশ্রেষ্ঠ দাশার্হকুল প্রবর কেশব অনেক অনুনয় বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন দুর্নীতি প্রযুক্ত তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল না, প্রত্যুত, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল[২৫]। তদনন্তর সেই দুর্ব্বুদ্ধি, আমার বাক্য পরিত্যাগ করিয়া কালগ্রস্ত হইয়া দুঃশাসন ও কর্ণের মতানুবর্ত্তী হইল[২৬]। সঞ্জয়! দ্যূত-ক্রীড়ায় আমার ইচ্ছা ছিল না; বিদুরও তাহার প্রশংসা করেন নাই; সিন্ধুপতি, ভীষ্ম, শল্য, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপ বা দ্রোণ, ইহাঁদিগের কাহারো তাহাতে ইচ্ছা ছিল না[২৭.২৮]। আমার পুত্র যদি ইহাঁদিগের মতের অনুবর্ত্তন করিত, তাহা হইলে জ্ঞাতি ও মিত্রগণের সহিত অনাময় হইয়া পরম সুখে চির জীবন যাপন করিতে পারিত[২৯]। আমি দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলাম, "আমাদিগের জ্ঞাতির মধ্যে পাণ্ডবেরা মনোরঞ্জক, মধু ভাষী, প্রিয়ম্বদ কুলোচিত সচ্চরিত্র, লোক সম্মত, এবং প্রাজ্ঞ; তাহারা অবশ্যই সুখ লাভ করিবে, সন্দেহ নাই[৩০]; যেহেতু ধর্ম্মনিষ্ঠ মনুষ্যই ইহ কাল ও পর কাল সর্ব্বত্র সুখ, কল্যাণ ও প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে[৩১]। সাধন-সমর্থ পাণ্ডবেরা পৃথিবী ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র; বিশেষত এই সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী রাজ্য তাহাদিগের পিতৃ পিতামহাদি ক্রমে সমাগত[৩২]। সেই রাজ-পুত্রেরা ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করিবে। আমার স্বজন জ্ঞাতি গণ এমন আছেন যে, পাণ্ডব-

দিগকে তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিতে হয়। শল্য, সোমদত্ত, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিকর্ণ, বাহ্লীক, কৃপ ও অন্যান্য বৃদ্ধ ভরত-বংশীয় মহাত্মারা তোমার নিমিত্ত পাণ্ডবদিগকে কহিলে পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগের বাক্য অবহেলা করিতে পারিবে না[৩৩-৩৫]। তুমিই কি এমন কাহাকে মনে করিতে পার যে, তোমার প্রতিকূলে কেহ পাণ্ডবদিগকে কোন কথা বলিতে পারে? কৃষ্ণ কখনই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না, পাণ্ডবেরা সকলেই কৃষ্ণের অনুগত; কৃষ্ণ ধর্ম্ম্য বাক্য অবশ্য বলিবেন, এবং যাহা বলিবেন, তাহার অন্যথাচরণ তাহারা করিবে না, এবং আমিও ধর্ম্ম সংযুক্ত কথা সেই ধর্ম্মাত্মা বীর পাণ্ডবদিগকে বলিলে তাহারা কখনই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না[৩৬-৩৭]।" হে সূত! আমি বিলাপ সহকারে বারম্বার দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়াছিলাম, কিন্তু সে মূঢ় কাল প্রেরিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল না, বিবেচনা হইতেছে[৩৮]।

সঞ্জয়। বৃকোদর, অর্জ্জুন, বৃষ্ণি বীর সাত্যকি, পাঞ্চাল্য উত্তমৌজা, দুর্জ্জয় যুধামন্যু[৩৯], দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অপরাজিত শিখণ্ডী, অশ্মক ও কেকয় দেশীয় বীর সকল, সোমক-নন্দন ক্ষত্রধর্ম্মা[৪০], চেদিরাজ, চেকিতান কাশীরাজ-পুত্র বিভু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ[৪১], এবং পুরুষব্যাঘ্র নকুল ও সহদেব, এই সকল ব্যক্তি যে স্থলে যোদ্ধা, এবং মধুসূদন যে স্থলে মন্ত্রী, সেই স্থলে কোন্ ব্যক্তি ইহ লোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিয়া ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে[৪২]? এই সকল অরিন্দম পুরুষেরা দিব্যাস্ত্র বিকীরণ করিতে লাগিলে কাহারা তাহা সহ্য করিতে পারে? দুর্য্যোধন, কর্ণ, সুবল-পুত্র শকুনি ও দুঃশাসন এই চতুর্থ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি এমন দেখি না যে, তাহা সহ্য করিতে পারে। জনার্দ্দন যাহাদিগের রথ রশ্মি ধারী; এবং বদ্ধকবচ মহারথ অর্জ্জুন যাহা-

দিগের যোদ্ধা, তাহাদিগের পরাজয় প্রসঙ্গ কোথা? তুমি আমার নিকট বলিয়াছ, পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, অতএব দুর্য্যোধন আমার সেই সকল বিলাপ বাক্য কি স্মরণ করিতেছে না? বোধ হয়, আমার পুত্রেরা দীর্ঘদর্শী বিদুরের বাক্য সফল হইল দেখিয়া শোক করিতেছে, এবং আমার সৈন্যদিগকে সাত্যকি ও অর্জ্জুন কর্তৃক অভিভূত এবং রথনীড় সকল শূন্য অবলোকন করিয়াও শোকার্ত্ত হইয়াছে। যেমন হিম ঋতুর অবসানে সমীরণ সহায় হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেই প্রকার ধনঞ্জয় আমার সেনা দাহ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সঞ্জয়! তুমি এই সমর বৃত্তান্ত কহিতে নিপুণ, অতএব যে রূপ হইয়াছিল, তৎ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর[৪৩-৪৯]। তোমরা সায়াহ্ন কালে উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক অভিমন্যুকে নিহত করিয়া পার্থের নিকট অপরাধী হইলে, তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল[৫০]? বৎস! মদীয় পুত্রেরা গাণ্ডীবধন্বার মহৎ অপকার করিয়া যুদ্ধে তাহার পরাক্রমের কার্য্য সকল কখনই সহ্য করিতে পারে নাই[৫১]। দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন এবং শকুনি, ইহারা তখন কি কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছিল, এবং মন্দমতি দুর্য্যোধনের অতি অনীতি প্রযুক্ত আমার সমুদায় পুত্রেরাই বা মিলিত হইয়া সংগ্রামে কি কার্য্য করিয়াছিল? মূঢ় দুর্য্যোধনের চিত্ত বিষয়রাগে উপহত হইয়াছে; সেই দুর্ব্বুদ্ধি লোভের অনুগত হইয়া রাজ্যাভিলাষী হওয়াতে তাহার আত্মা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সঞ্জয়! তাহার দুর্নীতিই হউক, বা সুনীতি হউক, যুদ্ধে যাহা যাহা হইয়াছিল, তৎ সমুদায় আমার নিকট তুমি বর্ণন কর[৫২-৫৪]।

ধৃতরাষ্ট্রানুতাপে পঞ্চাশীতি তম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষডশীতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! যুদ্ধ বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তৎ সমুদায় আমি আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন[১]। হে ভরতকুল-বরেণ্য! এই মহান্ দুর্নীতির কার্য্য আপনা হইতেই সংঘটিত হইয়াছে। জল নির্গত হইলে যেমন সেতু বন্ধন নিষ্ফল হয়, সেই প্রকার এই ক্ষণে আপনার এই বিলাপ নিষ্ফল হইতেছে; অতএব আপনি শোক করিবেন না[২]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কৃতান্তের এই অদ্ভুত বিধি কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; এই প্রাণি হত্যা কাণ্ড যে সংঘটিত হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বিদিত হইয়াছে; অতএব আপনি শোকাকুল হইবেন না[৩]। যদি আপনি পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও আপনার পুত্রদিগকে দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে এই জনক্ষয় ব্যাপার সংঘটিত হইত না[৪]। যুদ্ধ কাল উপস্থিত হইলেও যদি ঐ সকল সংরব্ধ পুত্রদিগকে আপনি নিবর্ত্তিত করিতেন, তাহা হইলেও আপনার এই ব্যসন উপস্থিত হইত না[৫]। অথবা পূর্ব্বে যদি আপনি দুর্য্যোধনকে বন্ধন কর বলিয়া কুরুদিগকে আজ্ঞা করিতেন, তাহা হইলে আপনার এই ব্যসন উপস্থিত হইত না[৬]। আপনি ঐ রূপ না করাতেই পাণ্ডব, পাঞ্চাল, বৃষ্ণি ও অন্যান্য রাজগণ আপনার বুদ্ধির ব্যতিক্রম হইয়াছে উপলব্ধি করিলেন[৭]। আপনি যদি ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতেন,—পুত্রকে সৎপথবর্ত্তী করিয়া পিতার উপযুক্ত কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে আপনার এই বিপদ্ সংঘটিত হইত না[৮]। আপনি পৃথিবী মধ্যে প্রাজ্ঞতম হইয়া সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির মতানুবর্ত্তী হইলেন[৯]। আপনার অন্তঃকরণে অর্থ লোভ বিলক্ষণ আছে, অথচ আপনি এই ক্ষণে এই রূপ বিলাপ করিতেছেন, অতএব আপনার বিলাপ বাক্য বিষ মিশ্রিত মধুর ন্যায় আমি বিবে-

চনা করিতেছি[১০]। কৃষ্ণ পূর্ব্বে আপনাকে যেরূপ মান্য করিতেন, রাজা যুধিষ্ঠিরকে, ভীষ্মকে ও দ্রোণকে সেরূপ মান্য করিতেন না[১১]। যখন তিনি আপনাকে রাজধর্ম্ম হইতে পরিচ্যুত জানিলেন, সেই অবধি আর আপনাকে তাদৃশ সম্মান করেন না[১২]। যখন আপনার পুত্রেরা পাণ্ডব দিগকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া নির্ব্বাসিত করেন, তখন যে আপনি পুত্রগণের নিমিত্ত রাজ্যকামুক হইয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই ক্ষণে আপনি অনুভব করিতেছেন[১৩]। হে অনঘ! আপনার এই পৈতৃক রাজ্য তো অনেকাংশই বিনষ্ট হইয়াছিল, পরে পাণ্ডবেরা কৃৎস্না পৃথিবী জয় করিয়া শাসনাধীন করিলে, আপনি এই সমুদায় পৃথিবী-রাজ্যের উপভোগ করিতেছেন[১৪]। পাণ্ডু এই যাবতীয় রাজ্য জয় করিয়া কুরুবংশের যশো বিস্তার করেন, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবেরা তাহা অপেক্ষাও অধিক বিশাল রাজ্য ও যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন[১৫]। তাঁহাদিগের তাদৃশ মহৎ কার্য্য আপনার নিমিত্তেই বিফল হইল, কেন না, আপনি তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠতাত হইয়া রাজ্যলোভে আমিষগৃদ্ধি পক্ষীর ন্যায় তাঁহাদিগকে একেবারে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছেন[১৬]। পরন্তু এক্ষণে যুদ্ধ কালে আপনি আপনার দোষ স্বীকার না করিয়া পুত্রদিগের প্রতি বহুধা দোষারোপ করিতেছেন, ইহা সমুচিত হইতেছে না[১৭]। দেখুন, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য আলোড়িত করিয়াও স্ব স্ব জীবন রক্ষা করিতে পারিতেছেন না[১৮]। যে সকল সৈন্যকে কৃষ্ণার্জ্জুন এবং যে সকল সৈন্যকে সাত্যকি ও ভীমসেন রক্ষা করেন, কৌরবগণ ব্যতীত সেই সকল সৈন্যের সহিত কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে পারে[১৯]? যাহাদিগের যোদ্ধা ধনঞ্জয়, যাহাদিগের মন্ত্রী জনার্দ্দন, এবং যাহাদিগের রক্ষক সাত্যকি ও বৃকোদর[২০], কৌরবগণ বা তাঁহাদিগের পদানুগ বীরগণ ব্যতীত কোন্ মর্ত্ত্য-ধর্ম্মা ধনুর্দ্ধর তাঁহা-

দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারে[২১]? কৌরব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ অন্তরঙ্গ শূর বীর রাজগণও যত দূর সাধ্য যুদ্ধ করিয়াছেন[২২]। সে যাহা হউক, পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডব পক্ষ গণ কুরুদিগের সহিত যে রূপ পরম সঙ্কট যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিস্তার ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন[২৩]।

সঞ্জয়াক্ষেপে ষডশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, সেই রাত্রি প্রভাত হইলে পর শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ দ্রোণ স্বকীয় সৈন্য সকলকে ব্যূহিত করিতে আরম্ভ করিলেন[১]। সংক্রুদ্ধ, অমর্ষী ও পরস্পর বধৈষী শূরগণের গর্জ্জন সহিত বিচিত্র বাক্য সকল শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল[২]। অনেকে কর দ্বারা জ্যা পরিমার্জ্জন করিয়া ধনুর্বিস্ফারণ-পূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে "সংপ্রতি সেই ধনঞ্জয় কোথায়" বলিয়া চিৎকার শব্দ করিতে লাগিল[৩]। অনেকে উত্তম মুষ্টি যুক্ত কৃতধার আকাশ-সঙ্কাশ সুশানিত অসি কোষমুক্ত ও উদ্যত করিয়া চালনা করিতে লাগিল[৪]। সহস্র সহস্র শূরদিগকে সমরোৎসুক হইয়া শিক্ষা নৈপুণ্য প্রদর্শন সহকারে অসি মার্গে ও ধনুর্মার্গে বিচরণ করিতে দৃষ্ট হইল[৫]। অনেকে ঘণ্টা সংযুক্ত চন্দন-চর্চ্চিত স্বর্ণ ও হীরক বিভূষিত গদা উৎক্ষেপণ করত "কোথায় সেই পাণ্ডব" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল[৬]। অনেক বাহুশালী বীরগণ বল মদে উন্মত্ত হইয়া উচ্ছ্রিত ইন্দ্র ধ্বজ সম পরিঘ দ্বারা আকাশ মার্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল[৭]। বিচিত্র মাল্যালঙ্কৃত ও নানাযুধধারী অন্যান্য শূরগণ স্ব স্ব স্থানে ব্যবস্থিত হইয়া সংগ্রাম মানসে[৮] "কোথায় সেই অর্জ্জুন, কোথায় সেই গোবিন্দ, কোথায় সেই বল বীর্য্যাভিমানী বৃকোদর, কোথায় তাহাদিগের সুহৃদ্ গণ" এই রূপ

বলিয়া সংগ্রামে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল[৯]। দ্রোণ শঙ্খ ধ্বনি-পূর্ব্বক রথ ঘোটক ত্বরিত করত সেই সকল বীরদিগকে স্ব স্ব স্থানে ব্যবস্থাপিত করণ-পূর্ব্বক প্রবল বেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন[১০]।

হে মহারাজ! যুদ্ধোৎসাহী সেই সকল সৈন্য, ব্যূহ রচনা ক্রমে স্ব স্ব স্থানে ব্যবস্থিত হইলে, ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ, জয়দ্রথকে কহিলেন[১১], হে সিন্ধুরাজ! তুমি, সোমদত্ত-নন্দন, মহারথ কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, বৃষসেন এবং কৃপ, তোমরা লক্ষ অশ্বারোহী, ছয় অযুত রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত গজারোহী এবং এক বিংশতি সহস্র বর্ম্মধারী পদাতি লইয়া আমার নিকট হইতে ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থান কর[১২.১৪]। তুমি এই রূপে সেই স্থানে অবস্থান করিলে, পাণ্ডবেরা কি, সবাসব সমুদায় দেবগণও তোমারে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না; অতএব হে সৈন্ধব! তুমি আশ্বাসিত হও[১৫]।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে দ্রোণাচার্য্য ঐ রূপ কহিলে, জয়দ্রথ আশ্বস্ত হইয়া দ্রোণের কথিত সেই সকল মহারথগণে পরিবৃত হইয়া প্রাসধারী যত্নশীল বর্ম্মী আশ্রিত সাদিগণ ও গান্ধার দেশীয় বীরগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। চামর-ভূষিত স্বর্ণালঙ্কৃত সাধুবাহী সপ্ত সহস্র এবং সিন্ধু দেশীয় দুই সহস্র অশ্ব তাঁহার সতি গমন করিল[১৬.১৮]। আপনার পুত্র দুর্মর্ষণ যুদ্ধ কুশল আরোহি সহিত ভীষণাকার ভীষণ-কার্য্যক্ষম সার্দ্ধৈক সহস্র মত্ত হস্তী গণে সমবেত হইয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রভাগে যুদ্ধোদ্যত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন[১৯.২০]। তৎপরে আপনার দুই পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্তে অগ্র স্থিত সৈন্য মধ্যে অবস্থিত হইলেন[২১]। ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ স্বয়ং যথা স্থানে ব্যবস্থিত রথী, সাদী, গজী ও পদাতি সমূহ এবং নানা নৃপতি বীর-

গণ দ্বারা চক্র শকট ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ ব্যূহ দৈর্ঘ্যে চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ, এবং তাহার পশ্চাতের অর্দ্ধ ভাগ যে চক্র ব্যূহ করিলেন, তাহার বিস্তার দশ ক্রোশ[২২.২৩]। সেই ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত দুর্ভেদ্য পদ্মাকার চক্র ব্যূহের মধ্যস্থলে সূচী তুল্য গূঢ় এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন[২৪]। এই রূপে তিনি মহা ব্যূহ সুসজ্জিত করিয়া তাহার অগ্র ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা সেই পদ্ম গর্ভস্থ সূচীমুখে অবস্থিত হইলেন[২৫]। তাহার পর কাম্বোজ ও জলসন্ধ এবং তাহার পর অমাত্যগণের সহিত দুর্য্যোধন অবস্থান করিতে লাগিলেন[২৬]। তাহার পর যুদ্ধে অনিবর্ত্তী লক্ষ যোদ্ধা অবস্থান করিতে লাগিল। এই সকল শকট ব্যূহের মুখরক্ষক যোদ্ধাদিগের পশ্চাৎ ভাগে পূর্ব্বোক্ত সূচী তুল্য ব্যূহের পার্শ্ব প্রদেশে মহৎ সৈন্য দলে সমাবৃত হইয়া রাজা জয়দ্রথ অবস্থিত হইলেন[২৭-২৮]। দ্রোণাচার্য্য সেই শকটের মুখে অবস্থান করিলেন। কৃতবর্ম্মা তাঁহার পশ্চাৎ অবস্থিতি করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[২৯]। শ্বেত বর্ম্ম ও শ্বেত উষ্ণীষ ধারী বিশাল-বক্ষা মহাভুজ দ্রোণ ধনুর্ব্বিস্ফারণ করত ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় তথায় অবস্থিত হইলেন[৩০]। কৌরবগণ দ্রোণের রক্ত বর্ণ অশ্ব যোজিত, পতাকা সংযুক্ত বেদী ও কৃষ্ণাজিন চিহ্নিত ধ্বজ সমন্বিত রথ অবলোকন করিয়া সাতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন[৩১]। সিদ্ধ ও চারণ গণ দ্রোণ রচিত সমুদ্র সদৃশ ব্যূহ অবলোকন করিয়া মহাবিস্ময়ান্বিত হইলেন[৩২]। প্রাণী সকল, ঐ ব্যূহ অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন, এই অদ্ভুত সৈন্য ব্যূহ নানা জনপদ সমাকুলা শৈল সাগর ও অরণ্য সংযুক্তা সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাশ করিতে পারে[৩৩]। রাজা দুর্য্যোধন, বহু রথ মনুষ্য অশ্ব হস্তী ও পদাতি বিশিষ্ট, প্রতিপক্ষের ভয় জনক, অদ্ভুতাকার, শত্রু হৃদয় ভেদক

সজ্জিত সেই মহৎ শকট ব্যূহ অবলোকন করিয়া আনন্দিত হই-লেন[৩৪]।

কৌরব ব্যূহ নির্ম্মাণে সপ্তাশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই রূপ ব্যূহ প্রস্তুত হইলে ব্যূহস্থ বীরগণ চিৎকার শব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। ভেরী ও মৃদ-ঙ্গের বাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল[১]। সেনাগণের গভীর গর্জ্জন বাদিত্রের নিস্বন ও শঙ্খের ভীষণ নিস্বনে সমর ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল[২] এবং ভরত-বংশীয় বীরগণ যুযুৎসু হইয়া শনৈঃশনৈ প্রহারোদ্যত হইলেন। সেই ভীষণ সময়ে সব্যসাচী তথায় দৃষ্টিগোচর হইলেন[৩]। হে ভারত! সব্যসাচীর অগ্রে অগ্রে প্রচুর সহস্র আমিষাশী পক্ষী ও বায়স গণ ক্রীড়া করিতে করিতে গমনাগমন করিতেছিল[৪]। আমরা যুদ্ধার্থ গমন করিতে আরম্ভ করিলে মৃগ ও ঘোর দর্শন শিবা গণ আমাদিগের দক্ষিণ দিকে ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল[৫]। সেই অতি ভয়ঙ্কর সময়ে সহস্র সহস্র জ্বলন্ত উল্কা নির্ঘাতের সহিত পতিতা ও কৃৎস্না পৃথিবী প্রকম্পিতা হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের সমাগম সময়ে সেই সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে নির্ঘাতের সহিত রূক্ষ বায়ু বিশ্বগ্বাত হইয়া কর্কর বর্ষণ করিতে লাগিল[৭]। নকুল-পুত্র শতানীক ও পৃষত-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুদ্ধ-প্রাজ্ঞ এই দুই বীর তৎ কালে পাণ্ডবদিগের সৈন্য ব্যূহ রচনা করিলেন[৮]।

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্ম্মর্ষণ এক সহস্র রথী, এক শত গজা-রোহী, তিন সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতি লইয়া সার্দ্ধ সহস্র ধানুষ্ক যোদ্ধার মধ্যে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রে অবস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন[৯-১০]। হে রথি গণ! যেমন বেলাভূমি সমুদ্রবেগ নিবারণ

করে, সেই রূপ আমি যুদ্ধ-দুর্ম্মদ শত্রুতাপন গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে অদ্য নিবারণ করিব[১১]। যেমন প্রস্তরে পর্ব্বত শৃঙ্গ সংলগ্ন হয়, সেই প্রকার লোক সকল অদ্য সংক্রুদ্ধ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে আমাতে সংলগ্ন দর্শন করুক[১২]। রথি গণ! তোমরা সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষী মাত্র হইয়া অবস্থান কর, আমিই ঐ সকল সংহত বীরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া যশ ও মান বৃদ্ধি করি[১৩]। হে ভূপাল! মহাধনুর্দ্ধর গণে সমাবৃত সেই মহাধনুর্দ্ধর মহাতেজস্বী মহাত্মা দুর্ম্মর্ষণ এই রূপ বলিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন[১৪]।

তদনন্তর পাশ-হস্ত বরুণ, ক্রুদ্ধ অন্তক বা বজ্রধারী ইন্দ্রের সদৃশ, কাল প্রেরিত দণ্ডহস্ত কৃতান্তের ন্যায় অসহ্য, শূলপাণি রুদ্রের ন্যায় অক্ষোভ্য, নিবাতকবচগণের যম স্বরূপ, সত্যনিষ্ঠ, জয়শীল, জয় নামক নর, জয়দ্রথ বধ মহাব্রত হইতে উত্তীর্ণ হইবার মানসে যেন যুগান্ত কালের শিখাবান্ অগ্নি স্বরূপে পুনর্ব্বার বিশ্ব দাহ করিবেন বলিয়া ক্রোধ, অমর্ষ ও বল বীর্য্যে উদ্ধত ও নারায়ণের অনুগামী হইয়া শুভ্র মাল্য, অম্বর ও সমুজ্জ্বল বর্ম্ম পরিধান, এবং খরতর খড়্গ, সুবর্ণ কিরীট, সুশোভন অঙ্গদ ও সুচারু কুণ্ডল ধারণ করত শ্রেষ্ঠ-তর রথে অবস্থান পূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন প্রকম্পিত করত রণস্থলে উদিত সূর্য্য তুল্য প্রতিভাত হইতে লাগিলেন[১৫-১৯]। প্রতাপবান্ ধনঞ্জয়, সুসজ্জিত রথ বিপক্ষের অগ্রিম বৃহৎ সৈন্য দল হইতে শর-পাত স্থলে রাখিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিলেন[২০]। অনন্তর কৃষ্ণও অসম্ভ্রান্ত চিত্তে বল-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ শ্রেষ্ঠ বাদিত করি-লেন[২১]। হে নরপাল! তাঁহাদিগের উভয়ের শঙ্খ নিনাদে সেনাগণ রোমাঞ্চিত গাত্র, কম্পিত কলেবর ও বিচেতন প্রায় হইল[২২]। যেমন অশনি নিস্বন শ্রবণ করিয়া সমস্ত প্রাণী ত্রাসান্বিত হয়, সেই রূপ সেই শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনার সৈনিক পুরুষেরা সংত্রস্ত হইল[২৩]।

এবং বাহন সকল মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলিল। এই রূপে সমুদায় সৈন্যই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল[২৪]। হে রাজন্! মনুষ্য মাত্রই সেই শঙ্খ শব্দে বিষণ্ণ হইল; কেহ কেহ সংজ্ঞাহীন, এবং কেহ কেহ বা ত্রাসান্বিত হইল[২৫]। তদনন্তর অর্জ্জুনের রথ-ধ্বজস্থ কপিবর, ধ্বজ স্থিত ভূতগণের সহিত, আপনার সৈন্যদিগকে ভয় প্রদর্শন করত মুখ ব্যাদান করিয়া মহা শব্দ করিতে লাগিল[২৬]। তৎ পরে আপনার সৈন্যদিগের হর্ষ জনক শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও আনক বাদ্য হইতে লাগিল[২৭]। নানা বিধ বাদ্য যন্ত্রের শব্দ, মহারথ বীরগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত, উৎক্রুষ্ট ও সিংহনাদে সমাকুল ও ভীরুদিগের ভয় বর্দ্ধন হইয়া অতি তুমুল হইতে লাগিলে, ইন্দ্র-নন্দন অতীব হর্ষান্বিত হইয়া কৃষ্ণকে পশ্চাদুক্ত কথা বলিলেন[২৮-২৯]।

অর্জ্জুনের সংগ্রাম প্রবেশ বিষয়ক অষ্টাশীতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

উননবতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হৃষীকেশ! যেস্থানে দুর্ম্মর্ষণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে অশ্ব চালনা কর; আমি ঐ গজ সৈন্য ভেদ করিয়া শত্রু সৈন্যে প্রবেশ করিব[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, সব্যসাচী, মহাবাহু কেশবকে ঐ রূপ কহিলে, কেশব, যে স্থলে দুর্ম্মর্ষণ অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই স্থানে অশ্ব চালনা করিলেন[২]। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের রথ হস্তী ও নর সংহারক অতি দারুণ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল[৩]। মেঘ যেমন পর্ব্বত সমূহের উপর জল বর্ষণ করে, সেই রূপ পার্থ, শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৪]। সেই সকল রথী গণও ত্বরিত হইয়া লঘুহস্তে কৃষ্ণার্জ্জুনের উপর শর জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন[৫]। তদনন্তর

মহাবাহু অর্জ্জুন বিপক্ষ গণ কর্ত্তৃক বার্য্যমাণ হইয়াও ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে শর নিকর দ্বারা রথীদিগের মস্তক সকল দেহ হইতে সংহরণ করিতে লাগিলেন[৬]। কোন কোন মস্তকে চক্ষু উদ্ভ্রান্ত এবং ওষ্ঠপুট সন্দষ্ট হইয়াই রহিয়াছে। কুণ্ডল ও শিরস্ত্রাণ সংযুক্ত সুশোভিত ঐ সকল মস্তকে বসুধা পরিকীর্ণা হইল[৭]। যোধ গণের বদন সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া বিধ্বস্ত পদ্ম বনের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল[৮]। এবং কাঞ্চন নির্ম্মিত বর্ম্ম সকল রক্তসিক্ত ও পরস্পর সংসক্ত হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইল[৯]। যথা কালে পরিপক্ব তাল ফলের পতন শব্দ যে রূপ হয়, সেই রূপ বসুধাতলে মস্তক পতনের শব্দ হইতে লাগিল[১০]। তদনন্তর রণ স্থলে কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল। কোন কোন কবন্ধ ভুজ দ্বারা খড়্গ নিষ্কর্ষণ-পূর্ব্বক উদ্যত করিয়া অবস্থিত হইল[১১]। বীর পুরুষ সকল সমরে অর্জ্জুনের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতেই নিবিষ্ট-চেতা ছিল, তাহাদিগের স্ব স্ব মস্তক সকল যে কর্ত্তিত হইয়া পতিত হইতেছে, তাহা তাহারা জানিতেই পারিল না[১২]। অশ্ব গণের মস্তক, গজ যুথের শুণ্ড এবং বীরগণের বাহু ও মস্তক সমূহে মেদিনী পরিকীর্ণা হইল[১৩]। হে প্রভো! আপনার সৈন্য মধ্যে যোধগণ "ঐ অর্জ্জুন, কিরূপে এখানে অর্জ্জুন, এই অর্জ্জুন" এই রূপ ব্যক্ত করিতে লাগিল। তাহাদিগের পক্ষে রণ স্থল অর্জ্জুন ময় হইল[১৪]। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে কাল কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া সমস্ত জগৎকে অর্জ্জুন ময় মনে করিয়া আপনারাই পরস্পর হতাহত হইতে লাগিল[১৫]। রক্তাক্ত কলেবর, সংজ্ঞা হীন বীর গণ রণ শয্যায় শয়ান ও দারুণ বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া স্ব স্ব বান্ধবগণের নাম কীর্ত্তন করত আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল[১৬]। লৌহবদ্ধ লগুড় তুল্য ও মহাসর্প সদৃশ, যোধগণের বাহু সকল ভিন্দিপাল, প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি, পরশ্বধ, নি-

ত্রিংশ, শরাসন, তোমর বাণ, বর্ম্ম, অঙ্গদ, অন্যান্য আভরণ ও গদার সহিত, অর্জ্জুনের মহাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ও সংরব্ধ হইয়া বেগ প্রকাশ করত গমন ও পতন পূর্ব্বক উৎপতন, বিবিধ রূপে ভূমিতে লুণ্ঠন এবং ভ্রমণ করিতে লাগিল[১৭-১৯]। যে যে মনুষ্য পার্থের প্রতি ক্রোধ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল, অর্জ্জুনের বাণ অন্তক স্বরূপ হইয়া সেই সেই ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল[২০]। অর্জ্জুন যেন রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে করিতে শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎ কালে কেহ তাঁহার অণু মাত্রও অবকাশ দেখিতে পাইল না[২১]। তিনি যত্নবান্ হইয়া, এমন শীঘ্র শীঘ্র শর ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন যে, লোকে তাঁহার লঘুহস্ত অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল[২২]। তিনি যন্তার সহিত হস্তী, সাদীর সহিত অশ্ব ও সারথির সহিত রথীদিগকে শর সমূহ দ্বারা ভেদ করিতে লাগিলেন[২৩]। কি মণ্ডলাকারে ভ্রমণকারী কি বেগে ভ্রমণ কারী কি যুধ্যমান সম্মুখে অবস্থিত, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই অবশিষ্ট থাকিল না, যে, তাহাকে তিনি নিহত করিলেন না[২৪]। যেমন নভোমণ্ডলে সূর্য্য সমুদিত হইয়া মহৎ অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেই প্রকার তিনি কঙ্কপত্রি শর দ্বারা গজ সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন[২৫]। যেমন প্রলয় কালে পর্ব্বত সমূহ দ্বারা বসুন্ধরা পরিকীর্ণা হয়, সেই প্রকার আপনার সৈন্য মধ্যে পতিত হস্তী সমূহ দ্বারা রণ স্থল পরিকীর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৬]। যেমন মধ্যাহ্ন কালে প্রাণী গণ সূর্য্য নিরীক্ষণ করিতে পারে না, সেই রূপ শত্রুগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়কে রণে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না[২৭]। হে পরন্তপ মহারাজ! পরিশেষে আপনার পুত্রের অনেক সৈন্য সেই প্রকারে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শর-পীড়িত ও ভীত হইয়া ভগ্ন ও পলায়িত হইতে লাগিল[২৮]। যে প্রকার প্রবল পবন দ্বারা মেঘ সমূহ বিদীর্ণ হইয়া যায়, সেই প্রকার সেই সকল সৈন্য

অর্জ্জুনের শরে বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল। তাহারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতেও পারিল না[২৯]। সাদী ও রথী বীরগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ব্যথিত হইয়া কেহ কেহ প্রতোদাঘাত, কেহ কেহ ধনুষ্কোটির আ-ঘাত, কেহ কেহ হুঙ্কার, কেহ কেহ কশাঘাত, কেহ কেহ পার্ষ্ণির আঘাত, কেহ কেহ বা কঠোর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা স্ব স্ব বাহন সঞ্চা-লন করত সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল[৩০-৩১]। গজারোহি গণ পাদাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ প্রহার দ্বারা মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করত দ্রুত-বেগে ধাবমান হইতে লাগিল এবং অনেকে অর্জ্জুনশরে বিমোহিত হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিল[৩২]। হে মহারাজ! এই-রূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ হতোৎ সাহ ও বিভ্রান্ত হইতে লাগিল[৩৩]।

অর্জ্জুন বিক্রমে উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সৈন্য সকল কিরীটী কর্ত্তৃক বধ্যমান ও ভগ্ন হইলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহার অভিমুখে গমন করিয়াছিল, কি সকলেই ব্যর্থ সংকল্প হইয়া দ্রোণ রূপ প্রাচীরের আশ্রয়ে শকট ব্যূহে প্রবেশ করিয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিল[১.২]?

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিশুদ্ধাশয়! সেই সকল সৈন্যদিগের বীরগণ হত হইলে তাহারা ইন্দ্র তনয় ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক ভগ্ন হতোৎসাহ ও পলা-য়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুনঃপুন শর সমূহ দ্বারা বধ্যমান হওয়াতে তা-হাদিগের মধ্যে কেহই সংগ্রামে অর্জ্জুনকে দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইল না[৩.৪]। মহারাজ! আপনকার পুত্র দুঃশাসন সৈন্যগণের তদ্রূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অর্জ্জুনের নিকট প্রত্যুদ্গত হইলেন[৫]। তীব্র পরাক্রম শূর দুঃশাসন কাঞ্চন বিচিত্র কবচে সমাবৃত ও সুবর্ণ শিরস্ত্রাণ ধারী হইয়া মহৎ

গজ সৈন্য দ্বারা যেন পৃথিবীকে গ্রাস করত সব্যসাচীকে সমাবৃত করিলেন[৬-৭]। গজ ঘণ্টা রব, শঙ্খধ্বনি, ধনুষ্টঙ্কার শব্দ ও গজগণের বৃংহিত নাদ দ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দশ দিক্‌ সমাচ্ছন্ন হইল। সেই মুহূর্ত্ত নিদারুণ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল[৮-৯]। নরসিংহ ধনঞ্জয় সেই সকল হস্তীদিগকে অঙ্কুশ চালিত ব্যালম্বমান শুণ্ড ও সংক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষ বিশিষ্ট পর্ব্বত সমূহের ন্যায় আগমন করিতে অবলোকন করিয়া মহাসিংহনাদ সহকারে শর সমূহ দ্বারা সেই শত্রু পক্ষীয় গজ সৈন্যকে সর্ব্বতোভাবে নিহত করিতে লাগিলেন[১০-১১]। যেমন মকর পবনোদ্ধূত মহাতরঙ্গ বিশিষ্ট মহাসাগরে প্রবেশ করে, কিরীটী সেই প্রকার সেই গজ সৈন্যে প্রবেশ করিলেন[১২]। তখন পরপুরঞ্জয় ধনঞ্জয় প্রলয় কালের মধ্যাহ্ন কালীন আদিত্যের ন্যায় সর্ব্ব দিকেই দৃষ্ট হইতে লাগিলেন[১৩]। অশ্ব খুর শব্দ, রথ নেমি নির্ঘোষ, সিংহনাদ, টঙ্কার ধ্বনি, গাণ্ডীব নিনাদ, নানা বাদ্য রব, এবং পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের নিস্বন শ্রবণ করিয়া এবং অর্জ্জুনের আশীবিষ সম স্পর্শ শর নিকরে নির্ভিন্ন হইয়া নাগ সকল হত চেতন ও মন্দ বেগ গতি হইল[১৪-১৬], এবং গাণ্ডীব প্রেরিত তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অনেক শত সহস্র শরে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত ও বধ্যমান হইয়া মহা শব্দ করত ছিন্ন পক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় নিরন্তর ভূতলে পতিত হইতে লাগিল[১৭-১৮]। অনেক হস্তী, দন্ত মূলে কুম্ভে ও কটিদেশে শর বিদ্ধ হইয়া ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় মুহুর্মুহু নিনাদ করিতে লাগিল[১৯]। গজ স্কন্ধ স্থিত পুরুষদিগের মস্তক সকল সন্নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা কিরীটী কর্ত্তৃক ছিন্ন হইতে লাগিল[২০]। যখন তাহার দিগের কুণ্ডল-ভূষিত কমল তুল্য মস্তক সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, তখন বোধ হইল, কুন্তী-নন্দন যেন দেবার্চ্চনা নিমিত্ত পদ্ম সমূহ আহরণ করিতে লাগিলেন[২১]। হস্তিগণের উপরিস্থ যন্ত্রবদ্ধ যে সকল মনুষ্য ছিল, ঐ হস্তী সকল রণ স্থলে ভ্রমণ করিতে

আরম্ভ করিলে, তাহারা ব্রণার্ত্ত, রুধিরাক্ত ও বীত কবচ হইয়া করি-গণের অঙ্গে লম্বমান হইতে লাগিল[২২]। বেগ নিক্ষিপ্ত এক এক বাণে দুই, তিন বা বহু জন নির্ভিন্ন হইয়া ধরণীতলে পতিত হইতে লা-গিল[২৩]। বৃক্ষবান্ পর্ব্বত সদৃশ, আরোহীর সহিত অনেক অনেক হস্তী নারাচ দ্বারা অতি বিদ্ধ হইয়া মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে নিপতিত হইতে লাগিল[২৪]। তিন সন্নতপর্ব্ব ভল্ল নিচয় দ্বারা রথী-দিগের মৌর্ব্বী, ধনুক, ধ্বজ, যুগ ও ঈষা ছেদন করিতে লাগিলেন[২৫]। তাঁহাকে বাণ ধারণ বা সন্ধান বা মোচনা বা ধনুরাকর্ষণ করিতে দৃষ্ট হইল না, কেবল মণ্ডলাকার শরাসনেই সংযুক্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৬]। অনেক হস্তী নারাচে অতি বিদ্ধ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে রক্ত বমন করিতে করিতে বসুধাতলে পতিত হইল[২৭]। মহারাজ! সেই পরম সঙ্কুল যুদ্ধে চতুর্দ্দিকে অগণ্য কবন্ধ উত্থিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইতে লা-গিল[২৮]। ছিন্ন হেমভূষণ ভূষিত ভুজ সকল ধনুক, অঙ্গুলিত্রাণ, খড়্গ ও অঙ্গদের সহিত চক্ষুর্গোচর হইতে লাগিল[২৯]। বহু প্রকারে ভগ্ন, পতিত ও ইতস্তত বিস্তৃত রথের উপস্কর অধিষ্ঠান ঈষা দণ্ডক বন্ধুর চক্র অক্ষ ও যুগ সকল, চর্ম্মধারী ও ধনুর্দ্ধারী মনুষ্য সকল, আবরণ বস্ত্র মালা ও মহা ধ্বজ সকল, এবং মৃত হস্তী অশ্ব ও ক্ষত্রিয়গণে রণ স্থল দেখিতে দারুণ ভয়ানক হইয়া উঠিল[৩০-৩২]। মহারাজ! দুঃশা-সনের সৈন্য গণ অর্জ্জুনের বাণে এই রূপে নিহত হইলে অবশিষ্ট সৈন্য সেনাপতির সহিত বধ্যমান ও ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল[৩৩]। তদনন্তর সৈন্য সহ প্রপীড়িত দুঃশাসনও ত্রস্ত হইয়া পরিত্রাণ নিমিত্ত দ্রোণের নিকট শকট ব্যূহে প্রস্থান করিলেন[৩৪]।

অর্জ্জুন বিক্রমে দুঃশাসন পরাজয়ে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম অধ্যায় আরম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথ সব্যসাচী দুঃশাসনের সৈন্য নিহত করিয়া সিন্ধুরাজের সমীপে গমন নিমিত্ত দ্রোণ সৈন্যে ধাবমান হইলেন[১]। তিনি ব্যূহ প্রমুখে অবস্থিত দ্রোণকে কৃষ্ণের মতানুসারে কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা কহিলেন[২], হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা ও স্বস্তিবাদ করুন; আমি আপনার প্রসাদে দুর্ভেদ্য সৈন্য ব্যূহে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিতেছি[৩]। আমি সত্য বলিতেছি, আপনি আমার পিতৃ তুল্য, এবং ধর্ম্মরাজ ও কৃষ্ণের সদৃশ[৪]। হে দ্বিজ সত্তম! হে ভারত! হে বিশুদ্ধভাব! অশ্বত্থামা যেমন আপনার রক্ষণীয়, সেই রূপ আমিও আপনার রক্ষণীয়[৫]! হে নরপ্রবর প্রভু! আমি আপনার প্রসাদে সমরে সিন্ধুরাজকে নিহত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন[৬]।

সঞ্জয় কহিলেন, আচার্য্য দ্রোণকে অর্জ্জুন এই রূপ কহিলে, আচার্য্য তাঁহাকে হাস্য-পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বীভৎসু! তুমি আমাকে পরাজয় না করিয়া জয়দ্রথকে জয় করিতে পারিবে না[৭], এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ শর বৃন্দ দ্বারা অর্জ্জুনকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন[৮]। তদনন্তর অর্জ্জুনও শায়ক সমূহ দ্বারা দ্রোণের নিক্ষিপ্ত শরবৃন্দ নিবারণ করিয়া ভীষণ রূপ মহত্তর বাণ বৃন্দ দ্বারা দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন[৯]। হে নরনাথ! অর্জ্জুন তৎ পরে সমরে দ্রোণাচার্য্যকে সম্মানিত করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নয় শরে বিদ্ধ করিলেন[১০]। দ্রোণ বাণ সমূহ দ্বারা অর্জ্জুনের বাণ ছেদন করিয়া বিষ ও প্রজ্বলিত অগ্নি অস্ত্র শর নিকরে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ উভয়কে বিদ্ধ করিলেন[১১]। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন দ্রোণের শরাসন শর নিকরে ছেদন করিবার মানস করিলেন; তিনি মানস করিতে করিতে বীর্য্যবান্ দ্রোণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে শর

সমূহ দ্বারা তাঁহার ধনুর্গুণ শীঘ্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন; এবং তৎ পরেই তাঁহার অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে শর নিকরে বিদ্ধ করিয়া হাস্য বদনে পুনর্ব্বার তাঁহাকে শরাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে অর্জ্জুন মহৎ গাণ্ডীবে গুণ যোজনা করিয়া সর্ব্বাস্ত্র বিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকটে আপনার যুদ্ধ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবার আশায় এক কালে ছয় শত বাণ গ্রহণ করত দ্রুত হস্তে যেন একটী বাণ মোচন করিলেন[১২.১৫]; তৎ পরেই অপর সপ্ত শত, তৎ পরেই সহস্র, এই রূপে ক্রমশ অযুত অযুত অনিবর্ত্তী বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সকল বাণ দ্রোণের সৈন্য নিহত করিতে লাগিলেন[১৬]। বিচিত্র যোদ্ধা বলবান্ কৃতী অর্জ্জুনের সম্যক্ রূপে নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণে বিদ্ধ হইয়া মনুষ্য অশ্ব ও হস্তী সকল প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতিত হইতে লাগিল[১৭]। রথী সকল সহসা শর-পীড়িত, ছিন্নাস্ত্র, হত জীবন এবং সারথি, অশ্ব ও ধ্বজ বিহীন হইয়া প্রধান প্রধান রথ হইতে পতিত হইতে লাগিল[১৮]। হস্তী সকল বজ্র চূর্ণিত পর্ব্বত, বায়ু নিক্ষিপ্ত ঘনতর মেঘ ও অগ্নি দগ্ধ গৃহের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল[১৯]। সহস্র সহস্র অশ্ব অর্জ্জুন বাণে নিহত হইয়া হিমালয় প্রস্থে বারিবেগ নিহত হংসের তুল্য পতিত হইতে লাগিল[২০]। যুগান্ত কালীন সূর্য্য যেমন কিরণজাল দ্বারা অদ্ভুত জলরাশি ক্ষয় করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন শর জাল বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট করিলেন[২১]। এই রূপে অর্জ্জুনের আদিত্য রশ্মিজাল সদৃশ শরজাল, কুরুবীর দিগকে সন্তাপিত করিতে থাকিলে, দ্রোণ রূপ মেঘ শর বর্ষণ বেগ দ্বারা মেঘাচ্ছন্ন অর্ক রশ্মির ন্যায় তাহা সমাচ্ছন্ন করিলেন[২২]।

অনন্তর দ্রোণ শত্রু প্রাণ ভোক্তা এক নারাচ অতি বেগে নিক্ষেপ করিয়া ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন[২৩]। অচলা কম্পিতা হইলে অচল যেমন চঞ্চল হয়, সেই প্রকার বীভৎসু সেই নারাচা-

ঘাতে বিহ্বলাঙ্গ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক শর নিকরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন[২৪]। দ্রোণও পুনর্ব্বার পঞ্চ বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনকে ত্রিসপ্ততি ও তাঁহার ধ্বজের প্রতি তিন শর বিদ্ধ করিলেন[২৫]। বিপুল পরাক্রম দ্রোণ, শিষ্য অর্জ্জুনের নিকট আপনার যুদ্ধ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবার আশয়ে নিমেষ মধ্যে শর বৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিয়া ফেলিলেন[২৬]। তখন কেবল মাত্র দ্রোণের বাণ পতিত ও পরস্পর সংসক্ত এবং ধনুক খানি অদ্ভুত রূপ মণ্ডলাকার দেখিতে লাগিলাম[২৭]। হে রাজন্! সেই সময়ে দ্রোণ নিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্র পরিচ্ছদ যুক্ত বহুল বাণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের উপর পতিত হইতে লাগিল[২৮]।

মহাবুদ্ধিমান্ বসুদেবপুত্র তৎ কালে দ্রোণার্জ্জুনের তাদৃশ যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া প্রকৃত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন[২৮]; অনন্তর ধনঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন, পার্থ! পার্থ! আমাদিগের অনর্থক কালাত্যয় হইতেছে[৩০]; অতএব আমরা দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া যে মহৎ কার্য্য উদ্দেশ্য, তন্নিমিত্ত গমন করি। তাহা শ্রবণ করিয়া পার্থ কৃষ্ণকে কহিলেন, তোমার যাহা অভিলাষ তাহাই কর[৩১]।

তদনন্তর মহাভুজ বীভৎসু দ্রোণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি শর নিক্ষেপ করিতে করিতে অন্য পথে গমন করিতে লাগিলেন[৩২]। তাহা অবলোকন করিয়া দ্রোণ হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন, হে অর্জ্জুন! এক্ষণে কোথায় গমন করিতেছ? তুমি যে সংগ্রামে শত্রু পরাজয় না করিয়া নিবৃত্ত হও না[৩৩]?

অর্জ্জুন কহিলেন, আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন; আমিও আপনার পুত্র তুল্য, শিষ্য; বিশেষত এই জগতে এমন পুরুষ কে আছে যে, আপনাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে[৩৪]?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! জয়দ্রথ-বধোৎসুক মহাবাহু বীভৎসু ঐ কথা বলিতে বলিতে সত্বর হইয়া তাঁহার সৈন্য মধ্যে ধাবমান হইলেন[৩৫]। অর্জ্জুনের পৃষ্ঠরক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় মহাত্মা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আপনার সৈন্য মধ্যে তাঁহার প্রবেশ কালে অনুগামী হইলেন[৩৬]। অনন্তর জয়, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, কাম্বোজরাজ ও শ্রুতায়ু, ধনঞ্জয়কে শরাকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন[৩৭]। উহাদিগের অনুগামী দশ সহস্র রথী, এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, মাবেল্লক, ললিত্থ, কেকয় ও মদ্রক দেশীয় বীরগণ ও গোপালী নারায়ণী সেনা এবং কাম্বোজ দেশীয় যে সকল শূর-পূজিত সৈন্য পূর্ব্বে কর্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, তাহারা সকলে দ্রোণকে অগ্রে করিয়া আত্ম ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুত্র-শোকার্ত্ত, ক্রুদ্ধ, অন্তকারী মৃত্যু সদৃশ, তুমুল যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত, বদ্ধবর্ম্মা, বিচিত্র যোধী, যুথপতি মাতঙ্গের ন্যায় সৈন্য বিমর্দ্দনকারী, মহাধনুর্দ্ধর পরাক্রমশীল নর-ব্যাঘ্র অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিল[৩৮-৪২]। তাহাতে এক অর্জ্জুনের সহিত তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ জনক যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। অর্জ্জুন ও সেই সমুদায় যোদ্ধা পরস্পর যুদ্ধার্থী হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন[৪৩]। নানা বিধ প্রতীকার যেমন এক উৎপন্ন ব্যাধিকে নিবারণ করে, সেই রূপ জয়দ্রথ-বধাশয়ে গমনকারী পুরুষসিংহ অর্জ্জুনকে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৪৪]।

অর্জ্জুনের দ্রোণাতিক্রমণ-পূর্ব্বক গমনে একনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, সেই সকল যোদ্ধাগণ রথিপ্রবর মহাবল পরাক্রম

অর্জ্জুনকে অবরোধ করিতে লাগিলেন, এবং দ্রোণও তৎ কালে যুদ্ধার্থী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিলেন[১]। ভাস্কর যেমন স্বীয় কিরণ বিস্তীর্ণ করেন, এবং ব্যাধি গণ যেমন দেহকে সন্তাপিত করে, সেই প্রকার অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ বিকীর্ণ করিয়া সেই সকল সৈন্যকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন[২]। অশ্ব গণ বিদ্ধ, রথ সকল ছিন্ন, আরোহীর সহিত হস্তী গণ নিপাতিত, ছত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন ও অনেক রথ চক্র-বিহীন হইল[৩], এবং অনেক সৈন্য পীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভগ্ন হইতে লাগিল। এই রূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিলে, কিছুই আর জ্ঞানগম্য রহিল না[৪]।

পূর্ব্বোক্ত সেই সকল রাজ গণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে পরস্পর সংযত্ত হইয়াছিলেন, অর্জ্জুনও তাঁহাদিগের সৈন্যদিগকে পুনঃপুন প্রকম্পিত করিতেছিলেন[৫]; পরন্তু দ্রোণকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সত্যসঙ্গর শ্বেতবাহন অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার আশয়ে রক্তবর্ণ অশ্ব-যোজিত রথারোহী রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে আক্রমন করিলেন[৬]। আচার্য্য দ্রোণ মহাধনুর্দ্ধর শিষ্য অর্জ্জুনের প্রতি মর্ম্মভেদী পঞ্চবিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন[৭]। সর্ব্ব শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ বীভৎসু, সেই বাণ প্রতিহত করিতে পারে এমন বাণ সকল শীঘ্র শীঘ্র নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন[৮]। পরন্তু তিনি ভল্ল সকল শীঘ্র শীঘ্র নিক্ষেপ করিতেছিলেন, ঐ সময়ে অমেয়াত্মা দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র আবির্ভূত করিয়া নতপর্ব্ব ভল্ল সমূহ দ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৯]। তখন যুদ্ধে দ্রোণের অদ্ভুত আচার্য্য কার্য্য অবলোকন করিলাম যে, যুবা অর্জ্জুন যত্ন করিয়াও সেই বৃদ্ধ দ্রোণকে প্রতিবিদ্ধ করিতে পারিলেন না[১০]। মহামেঘের সহস্র সহস্র বারিধারা বর্ষণের ন্যায়, দ্রোণ রূপ মেঘ অর্জ্জুন রূপ পর্ব্বতের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[১১]। তেজস্বী অর্জ্জুনও

ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই বাণে তাঁহার নিক্ষিপ্ত বাণ সকল বিনষ্ট করত সেই বাণ বর্ষণ প্রতিগ্রহ করিলেন[১২]। পরন্তু দ্রোণ পঞ্চ বিংশতি বাণে অর্জ্জুনকে, এবং সপ্ততি বাণে বাসুদেবের বাহু ও বক্ষঃস্থলে আ-ঘাত করিলেন[১৩], এবং ধীমান্ পার্থও হাসিতে হাসিতে শাণিত বাণ নিক্ষেপকারী এবং বাণ সমূহ বিশিষ্ট আচার্য্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[১৪]। অনন্তর মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুন দ্রোণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া যুগান্ত কালীন উত্থিত অগ্নি তুল্য দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন[১৫]। কিরাটমালী কুন্তীনন্দনও দ্রোণাচার্য্যের শরাসন-বিমুক্ত শাণিত বাণ সকলের পথ বিবর্জ্জিত করিয়া ভোজ-সৈন্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন[১৬]।

তিনি মৈনাক পর্ব্বত তুল্য দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতবর্ম্মা ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের মধ্যস্থলে আপতিত হইলেন[১৭]। তদনন্তর নরব্যাঘ্র ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা দুরাক্রমণীয় কুরুসত্তমকে অব্যগ্রচিত্তে কঙ্কপত্র-যুক্ত দশ বাণ দ্বারা আশু বিদ্ধ করিলেন[১৮]। অর্জ্জুন কৃত-বর্ম্মাকে প্রথমত শাণিত এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য তিন বাণে তাঁহাকে মোহিত প্রায় করিলেন[১৯]। পরন্তু কৃতবর্ম্মা হাস্য-বদনে অর্জ্জুন ও বসুদেব নন্দন মাধবের প্রতি পঞ্চ বিংশতি করিয়া বাণ অর্পণ করিলেন[২০]। অনন্তর অর্জ্জুন তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ সন্নিভ অগ্নিশিখাকার সাত টি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করি-লেন[২১]। তৎ পরে মহারথ কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রথমত পঞ্চ বাণে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং পার্থও নয় বাণে তাঁহার স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে আঘাত করিলেন[২২-২৩]। বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ কুন্তীপুত্রকে কৃতবর্ম্মার সহিত সমরে আসক্ত অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমাদিগের অনর্থক কালাতিপাত না হয়,

এই ভাবিয়া তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! কৃতবর্ম্মার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া উহার প্রতি দয়া করিও না, উহাকে প্রমথিত করিয়া বিনষ্ট কর[২৪-২৫]। তদনন্তর, অর্জ্জুন শর সমূহে কৃতবর্ম্মাকে মোহিত করিয়া বেগবন্ত অশ্ব দ্বারা কাম্বোজ সৈন্যে প্রবেশ করিলেন[২৬]।

কৃতবর্ম্মা অর্জ্জুনকে কাম্বোজ সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া অমর্ষভরে সশর শরাসন প্রকম্পিত করত অর্জ্জুনের অনুগামী চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় দুই বীরের সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া রথ-শর দ্বারা নিবারণ করিলেন[২৭.২৮]। তদনন্তর শাণিত তিন শরে যুধামন্যুকে এবং চারি শরে উত্তমৌজাকে বিদ্ধ করিলেন[২৯]। তাঁহারা কৃতবর্ম্মারে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিন তিন শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া অপর ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দুই জনকেই শরাসন বিহীন করিয়া শর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহারাও অপর ধনুক জ্যাযুক্ত করিয়া ভোজরাজকে ভেদ করিতে লাগিলেন[৩০-৩২]। ঐ সময়ে বীভৎসু বৈরি সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অনুগামী সেই দুই নরসিংহ আপনার পুত্রদিগের সেই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে যত্নবান্ হইলেও কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। ত্বরা সমন্বিত শত্রুসূদন শ্বেতবাহন বিপক্ষ সৈন্য পীড়ন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে কৃতবর্ম্মাকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়াও নিহত করিলেন না।

শৌর্য্য-সম্পন্ন রাজা শ্রুতায়ুধ তাঁহাকে সেই রূপে শত্রু মর্দ্দন পূর্ব্বক আগমন করিতে অবলোকন করিয়া অতি ক্রোধভরে স্বকীয় মহৎ শরাসন প্রকম্পিত করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হই-

লেন। তিনি পার্থকে তিন ও কৃষ্ণকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিয়া সু-তীক্ষ্ণ এক ক্ষুরপ্র দ্বারা পার্থের ধ্বজ সমাহত করিলেন। যেমন মহা হস্তীকে অঙ্কুশ দ্বারা আহত করে, পার্থ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব নবতি শরে শ্রুতায়ুধকে সেই প্রকার সমাহত করিলেন। শ্রুতায়ুধও তাঁহার বিক্রম সহ্য না করিয়া সপ্ত সপ্ততি নারাচ তাঁহার প্রতি নি-ক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধ-সহকারে তাঁহার ধনুক ও তূণীর ছেদন করিয়া নতপর্ব্ব সপ্ত শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল আঘাত করি-লেন। রাজা শ্রুতায়ুধ ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক নয় বাণ অর্জ্জুনের বাহু ও বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর অরিন্দম মহাবলবান্ মহারথ অর্জ্জুন হাস্য-পূর্ব্বক অনেক সহস্র শরে শ্রুতায়ুধকে পীড়িত করিয়া আশু তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় ও সারথিকে সংহার করিলেন[৩৩.৪২], এবং সপ্ততি নারাচে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিলেন। বীর্য্যবান্ রাজা শ্রুতায়ুধ হতাশ্ব রথ পরি-ত্যাগ করিয়া গদা-উদ্যত করণ-পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। মহারাজ! রাজা শ্রুতায়ুধের পিতা বরুণ, এবং মাতা পর্ণাশা নাম্নী শীতল জল সম্পন্না মহা নদী। একদা পর্ণাশা পুত্র নিমিত্ত বরুণকে কহি-লেন[৪৩.৪৫], "স্বামিন্! আমার এই পুত্র টি বিশ্ব মধ্যে শত্রুদিগের অবধ্য হয়, ইহা আমি প্রার্থনা করি।" বরুণ প্রীতচিত্তে কহিলেন, "হে নদী প্রবরে! যাহাতে তোমার এই পুত্র অবধ্য হয়, তন্নিমিত্ত আমি ইহাকে দিব্যাস্ত্র বর প্রদান করিতেছি। মনুষ্য কোন প্রকারে অমর হয় না, জন্ম গ্রহণ করিলে সকলেই অবশ্য মরিবে; পরন্তু তোমার এই পুত্র আমার প্রদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে সংগ্রামে সর্ব্বদা দুর্দ্ধর্ষ হইবে, অতএব তুমি ইহার নিমিত্তে চিন্তা করিও না।" বরুণ এই কথা বলিয়া পুত্রকে মন্ত্র পুরস্কৃত একটি গদা প্রদান করি-লেন[৪৬.৪৯]; তাহা প্রাপ্ত হইয়া শ্রুতায়ুধ সর্ব্বলোকে দুরাধর্ষ হইয়া

উঠিলেন। ভগবান্ জলেশ্বর পুনর্ব্বার উহাঁকে বলিলেন[৫০], "বৎস! যে, যুদ্ধ না করিবে, তাহার প্রতি এই গদা নিক্ষেপ করিবে না, যদি কর, তাহা হইলে ইহা তোমার উপরেই পতিত হইবে। যে, যুদ্ধে প্রতিপক্ষ হইয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিবে, এই গদা তাহাকেই নিহত করিতে পারিবে।" মহারাজ! শ্রুতায়ুধ সেই গদা প্রয়োগ করিবার সমুচিত সময়ে পিতা বরুণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিলেন না, তিনি সেই বীরঘাতিনী গদা কৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন[৫১-৫২]। বীর্য্যবান্ কৃষ্ণ বিশাল-স্কন্ধে তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। যেমন বায়ু বিন্ধ্য গিরিকে বিচলিত করিতে পারে না, সেই রূপ সেই গদা কৃষ্ণকে বিচলিত করিতে পারিল না[৫৩]; প্রত্যুত, যজ্ঞোত্থিত কৃত্যার ন্যায় দুরধিষ্ঠিতা হইয়া সেই দণ্ডায়মান ক্রোধাবিষ্ট বীর শ্রুতায়ুধের প্রতি গমন করিয়া তাঁহাকে সংহার করত ধরণীতলে পতিত হইল। গদা প্রতিনিবৃত্ত ও অরাতি নিপাতন শ্রুতায়ুধকে স্বকীয় অস্ত্রে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্য সকল তুমুল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল[৫৪-৫৬]। হে নরাধিপ! শ্রুতায়ুধ, সেই গদা অযুধ্যমান কৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করাতেই তদ্দ্বারা আপনি নিহত হইলেন[৫৭]। বরুণ যে রূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারেই তিনি সংগ্রামে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সকল ধনুর্দ্ধর দৃষ্টিগোচরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন[৫৮]। পর্ণাশার প্রিয় পুত্র শ্রুতায়ুধ পবন ভগ্ন বহু শাখা সম্পন্ন বনস্পতির ন্যায় শোভমান হইয়া পতিত হইলেন[৫৯]। তদনন্তর সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতি, অরিন্দম শ্রুতায়ুধকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল[৬০]।

তদনন্তর কাম্বোজরাজের পুত্র শূর সুদক্ষিণ বেগ শালী অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহন করিয়া অরিসূদন অর্জ্জুনের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন[৬১]। অর্জ্জুন সাতটি শর তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন; সেই

সাতটি শর সেই শূরকে নির্ভিন্ন করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল[৬২]। গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত সেই তীক্ষ্ণ শরে সুদক্ষিণ অতি বিদ্ধ হইয়া কঙ্কপত্র সমন্বিত দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন[৬৩]; তৎ পরেই পুনর্ব্বার তিন বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পার্থকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। পার্থ তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া রথ-কেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৬৪], এবং অতি তীক্ষ্ণ দুই ভল্ল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সুদক্ষিণও তিন বাণে পার্থকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন[৬৫]; তৎ পরেই তিনি ক্রোধ-সহকারে ঘণ্টালঙ্কৃত সর্ব্ব পারশবী ঘোরতরা এক শক্তি অর্জ্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন[৬৬]। বিস্ফুলিঙ্গ-যুক্ত মহোল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত সেই শক্তি সেই মহারথ অর্জ্জুনের গাত্র ভেদ করিয়া মহীতলে নিপতিত হইল[৬৭]. তাহাতে গাঢ় অভিহত হইয়া তিনি মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। অচিন্ত্য-বিক্রম মহাতেজা পার্থ কিয়ৎ ক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া সৃক্ক লেহন করত কঙ্কপত্রযুক্ত চতুর্দ্দশ নারাচে অশ্ব, ধ্বজ, ধনুক ও সারথির সহিত কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিয়া অপর বহু শর দ্বারা তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, এবং পৃথুল-ধার এক বাণে তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া তাঁহার সংকল্প ও বিক্রম বিফল করিলেন। তাঁহার বর্ম্ম নির্ভিন্ন, অঙ্গ স্রস্ত এবং মুকুট ও অঙ্গদ ভ্রষ্ট হইয়া গেল[৬৮-৭১]; সেই বীর অভিমুখ হইয়াই যন্ত্র মুক্ত ইন্দ্র ধ্বজের ন্যায় নিপতিত হইলেন। যেমন গিরি শিখর জাত উত্তম শাখা সম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত শোভমান কর্ণিকার বৃক্ষ হিম ঋতুর অবসানে বাত ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, সেই রূপ তিনি পতিত হইলেন। কাম্বোজ দেশীয় আস্তরণে শয়ন-যোগ্য মহামূল্য আভরণ সংযুক্ত সুদক্ষিণ নিহত হইয়া সানুমান্ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিলেন। অনল তুল্য কাঞ্চনময় মাল্যধারী তাম্র-লোচন সুদর্শনীয় কাম্বোজরাজ-পুত্র মহাবাহু সুদক্ষিণ পার্থের শরে নিপা-

ত্তিত হইয়া গত প্রাণ হইয়াও ভূমিতলে শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর আপনার পুত্রের সমস্ত সৈন্যই শ্রুতায়ুধ ও কাম্বোজরাজ-পুত্র সুদক্ষিণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল[৭২.৭৬]।

শ্রুতায়ুধ সুদক্ষিণ বধে দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! বীর সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ুধ নিহত হইলে আপনার বহু সৈন্য কুপিত হইয়া মহাবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল[১]। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতি দেশীয় সৈন্য সকল ধনঞ্জয়ের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল[২]। পাণ্ডু-পুত্র তাহাদিগের প্রধান প্রধান ছয় সহস্র যোদ্ধারে শর নিকর দ্বারা প্রমথিত করিলেন; তাহাতে তাহারা ব্যাঘ্র ভয়ে ক্ষুদ্র মৃগগণের ন্যায় ভীত হইয়া পলায়মান হইল[৩]। পরন্তু তাহারা পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, জিগীষা সহকারে শত্রু হনন কারি অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিতে লাগিল[৪]। তাহারা তাঁহার প্রতি আপতিত হইতে হইতেই তিনি তাহাদিগের মস্তক ও বাহু সকল গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র নিপাতিত করিতে লাগিলেন[৫]। তাহাদিগের পাতিত মস্তকে ধরাতল বিস্তৃত হইয়া গেল; গৃধ্র, কাক ও মাংসাশী অন্যান্য পক্ষী উড্ডীয়মান হইয়া তত্রত্য আকাশমণ্ডলকে মেঘ ছায়ার ন্যায় আচ্ছন্ন করিল[৬]। সেই সকল সৈন্য উৎসন্ন হইলে শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন[৭]। মহারাজ! বলবান্ স্পর্দ্ধাশীল বাহুশালী আভিজাত্য সম্পন্ন ধনুর্দ্ধর সেই দুই বীর মহৎ যশ উপার্জ্জনের আশয়ে ধনঞ্জয়ের বধাভিলাষে আপনার পুত্রের হিত নিমিত্তে ত্বরা যুক্ত হইয়া দক্ষিণ ও বাম দিক্ হইতে

ধনঞ্জয়ের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৮-৯]। যে প্রকার মেঘ জল বর্ষণ করিয়া তড়াগ পরিপূর্ণ করে, সেই প্রকার তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব সহস্র শরে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন[১০]। অনন্তর রথি প্রধান শ্রুতায়ু অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের উপর শাণিত পানিত এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন[১১]। শত্রুকর্ষণ ধনঞ্জয় ঐ বলবান্ শত্রুর তোমরাঘাতে অতি বিদ্ধ হইয়া কেশবকে মোহিত প্রায় করত স্বয়ং অতীব মোহ প্রাপ্ত হইলেন[১২]। ঐ সময়েই মহারথ অচ্যুতায়ু অতি তীক্ষ্ণ এক শূল দ্বারা ধনঞ্জয়কে সমাহত করিলেন[১৩]; তখন অচ্যুতায়ু শূলাঘাত করিয়া মহাত্মা অর্জ্জুনের যেন ক্ষত স্থলে ক্ষার প্রদান করিলেন; তাহাতে ধনঞ্জয় সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ধ্বজ যষ্টি অবলম্বন করিলেন[১৪]। তদনন্তর ধনঞ্জয়কে নিহত মনে করিয়া আপনার পক্ষ সমুদায় সৈন্য মহা সিংহনাদ করিতে লাগিল[১৫]। তখন কৃষ্ণ পার্থকে হতচেতন অবলোকন করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সুহৃদ্য বচনে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন[১৬]। লব্ধ লক্ষ্য রথিশ্রেষ্ঠ দুই বীর সেই অবকাশে চক্র কূবর রথ অশ্ব ধ্বজ ও পতাকার সহিত ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণকে চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিয়া অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[১৭-১৮]। হে ভারত! বীভৎসু শনৈঃশনৈঃ আশ্বস্ত হইয়া যেন যম লোকে গমন করিয়া পুনর্ব্বার সেস্থান হইতে প্রত্যাগত হইলেন[১৯]। মহারথ পার্থ কেশব সহিত স্বীয় রথকে শরজাল সমাবৃত এবং সেই দুই শত্রুকে দীপ্যমান অনল সমান সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ঐন্দ্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। সেই ঐন্দ্র অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র নতপর্ব্ব বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই দুই মহাধনুর্দ্ধরকে ও তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত বাণ সকল অভিহত করিতে লাগিল। সেই সকল অভিহত বাণ পার্থ বাণে বিদারিত হইয়া আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল[২০-২২]। পাণ্ডু-নন্দন তাঁহাদিগের সেই

সকল বাণ বাণবেগে আশু নিহত করিয়া মহারথ দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন[২৩]। তাঁহারা দুই জন অর্জ্জুনের বাণ সমূহ দ্বারা মস্তক ও বাহু বিহীন হইয়া পবন ভগ্ন বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় ধরণীগত হইলেন[২৪]।

শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর নিধন, সমুদ্র শোষণের ন্যায় লোক বিস্ময়কর হইল[২৫]। তদনন্তর পার্থ তাঁহাদিগের দুই জনের পদানুগ পঞ্চাশৎ সংখ্যক রথী নিহত করিয়া প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে করিতে ভারতী সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলেন[২৬]। শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর নিধন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের পুত্র দ্বয় নরশ্রেষ্ঠ নিয়ুতায়ু ও দীর্ঘায়ু পিতৃ নিধনে অতি দুঃখিত ও সংক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ বাণ বিকীরণ করিতে করিতে কুন্তীপুত্রের নিকট আগমন করিলেন[২৭-২৮]। অর্জ্জুন মহাক্রুদ্ধ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাদিগের দুই জনকে নতপর্ব্ব বাণ সমূহ দ্বারা শমন সদনে প্রেরণ করিলেন[২৯]। যেমন হস্তী পদ্ম সমবেত সরোবর আলোড়িত করে, তাহার ন্যায় পার্থ কৌরব সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়েরাও তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না[৩০]। অনন্তর অঙ্গ দেশীয়, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত গজারোহী গণ দুর্য্যোধনের আদেশ ক্রমে কলিঙ্গ দেশীয় যোদ্ধাগণকে অগ্রে করিয়া ক্রোধ সহকারে পর্ব্বতোপম গজ সমূহ দ্বারা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল[৩১-৩২]। তাঁহারা আপতিত হইতে হইতেই উগ্রমূর্ত্তি অর্জ্জুন গাণ্ডীব নিক্ষিপ্ত শর নিকর দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র তাহাদিগের মস্তক ও ভূষণ-ভূষিত বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন[৩৩]। সেই সকল কর্ত্তিত মস্তক ও অঙ্গদ যুক্ত বাহু দ্বারা পৃথিবী বিস্তীর্ণ হইয়া যেন ভুজগাবৃতা ও কনক-চিত্রিত পাষাণময়ী রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিল[৩৪]। যেমন বৃক্ষ হইতে পক্ষী গণ উড্ডীয়মান হইয়া ভূতলে পতিত

হয়, সেই রূপ অর্জ্জুনের বাণে বীরগণের মস্তক সকল উন্মথিত ও বাহু সকল ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল[৩৫]। শর বিদ্ধ সহস্র সহস্র হস্তীর গাত্র হইতে শোণিত স্রাব হওয়াতে তাহারা গৈরিক জল প্রস্রবণ যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩৬]। গজ-পৃষ্ঠস্থ বহুল ম্লেচ্ছ গণ বীভৎসুর শর নিচয়ে নিহত, অর্দ্দিত ও বিবিধ বিকৃত রূপ হইয়া শয়ন করিতে লাগিল[৩৭]। নানাবিধ বেশধারী নানাবিধ শস্ত্র সমূহ সংবৃত যোদ্ধা গণ অর্জ্জুনের বিচিত্র শরে নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে প্রতিভাত হইতে লাগিল[৩৮]। সহস্র সহস্র হস্তী আরোহী ও অনুগামীর সহিত, পার্থ শরে প্রপীড়িত ও ছিন্ন গাত্র হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল[৩৯]; অনেক হস্তী চিৎকার শব্দ ও অনেক হস্তী চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল; অনেক হস্তী নিপতিত হইতে লাগিল; অনেক হস্তী অতীব ত্রাসান্বিত হইল; অনেক হস্তী সেই সকল গজদিগকেই বিমর্দ্দন করিতে লাগিল[৪০]; এবং তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গ সদৃশ কতিপয় হস্তী অস্তরাস্ত্র বিশিষ্ট আরোহী সমভিব্যাহারেই ঐ সকল পীড়িত হস্তীকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তদনন্তর ঘোর লোচন অতি ভয়ানক কালকল্প প্রহারপটু অসুর-মায়াভিজ্ঞ যবন, পারদ, শক, বাহ্লিক, মত্তমাতঙ্গ বিক্রম কাকবর্ণ দুরাচার কলহ প্রিয় দ্রাবিড় দেশোদ্ভব ও গোযোনি সম্ভূত ম্লেচ্ছগণ এবং দার্ব্বাভিসার, দরদ ও পুণ্ড্র দেশীয় যুদ্ধ বিশারদ সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ ম্লেচ্ছ দল, যাহাদিগকে গণিয়া সংখ্যা করা যায় না, তাহারা সকলে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়া শাণিত শর বিকীরণ করিতে লাগিল[৪১-৪৫]। ধনঞ্জয়ও তাহাদিগের উপর শলভ সমূহ বিস্তারের ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ শর সমূহ বিস্তার করিতে লাগিলেন[৪৬]। তিনি শর দ্বারা মেঘ চ্ছায়ার ন্যায় ছায়া করিয়া মুণ্ডিত-মস্তক অর্দ্ধমুণ্ডিত-মস্তক জটাধারী ও কুটিল-মুখ অশুচি একত্র সমবেত সমুদায় ম্লেচ্ছদিগকে অস্ত্র তেজ দ্বারা সংহার করিলেন।

অবশিষ্ট কতক গুলি গিরি গহ্বরবাসী পর্ব্বতচারী ম্লেচ্ছ দল ধনঞ্জয়ের শত শত শরে বিদ্ধ হইয়া ভয় প্রযুক্ত রণ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল[৪৭-৪৮]। কাক, কঙ্ক ও বৃক গণ হৃষান্বিত হইয়া শাণিত শর-নিপাতিত গজারোহী ও অশ্বারোহী ম্লেচ্ছদিগের রুধির পান করিতে লাগিল। এই রূপে ধনঞ্জয় রাজপুত্র, গজ, গজারোহী, অশ্ব, অশ্বা-রোহী ও রথিদিগের দেহ হইতে রুধির দ্বারা পতিত অশ্ব রথ ও হস্তীর সেতু বিশিষ্টা, শর সমূহ রূপ প্লব সংযুক্তা, শোণিত সমূহের তরঙ্গ সমন্বিতা, ছিন্ন অঙ্গুলি রূপ ক্ষুদ্র মৎস্য যুক্তা, কেশ রূপ শৈবাল ও শাদ্বল সংযুক্তা, গজ রূপ দ্বীপ বিশিষ্টা, যুগান্ত সময়ের কাল সন্নিভা ভয়ঙ্করা শোণিত প্রধানা এক নদী সৃষ্টি করিলেন। যে প্রকার ইন্দ্রের ভুরি বারি বর্ষণে কোন স্থান নিম্ন থাকে না, সমান হইয়া যায়, সেই রূপ রণ স্থল শোণিত পরিপ্লুত হইয়া সমান হইয়া গেল।

ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ষট্ সহস্র অশ্বারোহী ও এক সহস্র প্রধান ক্ষত্রিয় বীরগণকে যম লোকে প্রেরণ করিলেন। যথা বিধি সজ্জিত সহস্র সহস্র হস্তী অর্জ্জুনের শর নিকরে বিদ্ধ হইয়া বজ্র হত শৈলের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। যেমন মত্ত মাতঙ্গ নল বন মর্দ্দন করিয়া বি-চরণ করে, অর্জ্জুন সেই প্রকার অশ্ব হস্তী ও রথ বিমর্দ্দিত করিয়া সমরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে প্রকার অগ্নি, বায়ু সমী-রিত হইয়া বহুল বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, শুষ্ক ইন্ধন, তৃণ ও উলপ সম্পন্ন অরণ্য দগ্ধ করে, সেই প্রকার ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন রূপ অগ্নি কৃষ্ণ রূপ সমী-রণে সমীরিত হইয়া শর সমূহ শিখা দ্বারা আপনার সৈন্যারণ্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বজ্র-কল্প শর সমূহ দ্বারা রথনীড় সকল শূন্য ও মনুষ্য দেহে পৃথিবী বিস্তীর্ণ এবং পৃথিবীকে শোণিত ময়ী করিয়া সেই সৈন্য সংবাধে গাণ্ডীব হস্তে যেন নৃত্য করিতে করিতে ভারতী সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অম্বষ্ঠ শ্রুতায়ু যত্নবান্ হইয়া গমনকারী মহাবীর অর্জুনকে শর নিকর দ্বারা সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৫৯.৬০]। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন অবিলম্বে কঙ্ক পত্র ভূষিত তীক্ষ্ণ শর নিকর দ্বারা অম্বষ্ঠের অশ্ব সকল বিনষ্ট করিয়া অপর শর পুঞ্জ দ্বারা অম্বষ্ঠের ধনুক ছেদন করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিলেন। তাহাতে বীর অম্বষ্ঠ ক্রোধাকুল লোচনে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবল পার্থ ও কেশবের সমীপে গমন করিয়া হাস্য বদনে রথ বেষ্টন করত গদা দ্বারা কেশবকে তাড়িত করিলেন। পরবীর-হন্তা অর্জ্জুন কেশবকে গদা-তাড়িত অবলোকন করিয়া অম্বষ্ঠের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হেমপুঙ্খ শর নিকরে রথি প্রবর অম্বষ্ঠকে গদার সহিত, মেঘাচ্ছন্ন উদিত সূর্য্যের ন্যায়, সমাচ্ছন্ন করিলেন, এবং অপর বহুল শর দ্বারা সেই মহাত্মার গদা চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অম্বষ্ঠ সেই গদা পতিত হইতে অবলোকন করিয়া অন্য এক মহা গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে পুনঃপুন তাড়িত করিলেন। তখন অর্জ্জুন দুই ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার গদার সহিত ইন্দ্রধ্বজাকার দুই হস্ত এবং অপর এক বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন! হে মহীপাল! তিনি নিহত হইয়া যন্ত্র নির্ম্মুক্ত বন্ধন ইন্দ্র ধ্বজের ন্যায় পৃথিবী অনুনাদিত করত পতিত হইলেন। তখন পার্থ শত শত হস্তী ও অশ্বে সমাবৃত হইয়া রথ সৈন্য আলোড়ন করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টিগোচর করিতে লাগিলাম[৬১-৭০]।

অম্বষ্ঠ বধ প্রকরণে ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! কুন্তীপুত্র, সিন্ধুরাজ-জিঘাংসা পর-

বশ হইয়া দুস্তর দ্রোণ সৈন্য ও ভোজ সৈন্য ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট, এবং কাম্বোজরাজ-পুত্র সুদক্ষিণ ও বিক্রমশীল শ্রুতায়ুধ তৎ কর্তৃক নিহত ও সৈন্য সমস্ত বিধ্বস্ত ও পলায়িত হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ত্বরান্বিত হইয়া এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রোণ সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুন এই মহা সৈন্য প্রমথিত করিয়া গমন করিতেছে; এই দারুণ জনক্ষয় সময়ে তাহার বিঘাত নিমিত্ত ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য তাহা আপনি বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করুন[১.৫]। সেই পুরুষব্যাঘ্র যাহাতে জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারে, আপনি এমন উপায় বিধান করুন; আপনার মঙ্গল হইবে; আপনিই আমাদিগের পরম আশ্রয়[৬]। যেমন বর্দ্ধিষ্ণু বহ্নি তৃণ কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে, সেই প্রকার ধনঞ্জয় রূপ অগ্নি ক্রোধ পবনে সমীরিত হইয়া আমার সেনা দগ্ধ করিতেছে[৭]। হে পরন্তপ! কুন্তীপুত্র সমস্ত সেনা ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইলে জয়দ্রথের রক্ষকেরা সংশয়াপন্ন হইবেন[৮]। হে ব্রহ্মজ্ঞ সত্তম! নরেন্দ্রদিগের এই নিশ্চয় বোধ ছিল যে, ধনঞ্জয় জীবিত থাকিতে দ্রোণকে কদাপি অতিক্রম করিতে পারিবে না[৯]। হে মহাদ্যুতে! যখন পার্থ আপনার সাক্ষাতে অতিক্রান্ত হইয়া সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আমি মনে করিতেছি, আমার সমুদয় সৈন্য আতুর হইয়াছে; এমন কি, আমার এই সকল সৈন্য নাই বলিলেই হয়[১০]। হে মহাভাগ! আপনাকে পাণ্ডব দিগের হিতৈষী বলিয়া জানি, তথাপি উপস্থিত মহৎ কার্য্যে আপনার প্রতি ভারার্পণ করিয়া মোহান্বিত হইতেছি[১১]। হে ব্রহ্মন্! আপনার উপজীবিকাও যথা শক্তি উত্তম রূপে প্রদান করিয়া থাকি, এবং আপনার প্রতি যথা শক্তি প্রীতিও করিয়া থাকি, কিন্তু আপনি তাহা বিবেচনা করেন না[১২]। হে অপরিমিত বিক্রম! আমরা আপনার ভক্ত, অথচ আপনি আমাদিগের প্রতি প্রীতি করেন না; প্রত্যুত, আমাদিগের অপকার

নিরত পাণ্ডবদিগের প্রতিই প্রীতি করিয়া থাকেন[১৩]। আপনি আমাদিগের নিকট হইতে উপজীবিকা লাভ করিতেছেন, অথচ আমাদিগের অপ্রিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত; সুতরাং আপনি যে মধুলিপ্ত ক্ষুর সদৃশ, তাহা আমি জানিতাম না[১৪]। আপনি যদি পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত আমাকে আশ্বাস প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে আমি সিন্ধুপতিকে গৃহে গমন করিতে নিবারণ করিতাম না[১৫]। আমার বুদ্ধি হীনতা প্রযুক্ত, আপনি সিন্ধুপতিকে রক্ষা করিবেন, এই আশয়ে মোহ বশতই সিন্ধুরাজকে আশ্বাস প্রদান করিয়া মৃত্যু মুখে প্রদান করা হইয়াছে[১৬]। মনুষ্য কৃতান্তের করাল দন্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু জয়দ্রথ যুদ্ধে অর্জ্জুনের বশতাপন্ন হইলে কখনই মুক্ত হইতে পারিবেন না[১৭]। অতএব হে আচার্য্য! এক্ষণে সিন্ধুপতি যাহাতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, আপনি এমন উপায় করুন, সিন্ধুপতিকে রক্ষা করুন। আমি এই ক্ষণে আর্ত্তপ্রায় হইয়াছি, আমার আর্ত্ত প্রলাপ শ্রবণ করিয়া আপনি ক্রোধ করিবেন না[১৮]।

দ্রোণ কহিলেন, হে নরপাল! আমি আপনার বাক্যে দোষারোপ করি না; আপনি আমার অশ্বত্থামার সমান। আমি আপনাকে এই যথার্থ কথা বলিতেছি, ইহা অবধান করুন[১৯]। কৃষ্ণ, সারথির প্রধান, এবং উঁহার অশ্ব সকলও অতি দ্রুতগামী; সুতরাং ধনঞ্জয় অল্প মাত্র পথ করিয়াই শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ হইতেছে[২০]। আপনি কি অবলোকন করিতেছেন না যে, অর্জ্জুনের গমন কালে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর সমূহ তাঁহার দ্রুত গামী রথের পশ্চাৎ এক ক্রোশ অন্তরে পতিত হইতেছে[২১]। হে মহারাজ! আমি এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং শীঘ্র গমনে অসমর্থ। বিশেষত পাণ্ডব গণের সৈন্যগণ আমাদের সেবামুখে সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি এস্থানে না থাকিলে

এই ব্যূহ উহারা ভগ্ন করিতে পারে[২২]। আর আমি ক্ষত্রিয় গণ মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সমুদায় ধনুর্দ্ধরদিগের সাক্ষাতে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব; যুধিষ্ঠিরও এক্ষণে ধনঞ্জয় বিহীন হইয়া আমার সম্মুখে রহিয়াছেন। অতএব হে মহাভুজ! আমি ব্যূহ মুখ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিতে পারি না[২৩-২৪]। আপনি ও অর্জ্জুন এক বংশ সম্ভূত, বিশেষত আপনি এই পৃথিবীর অধিপতি ও সহায়বান্, পরন্তু অর্জ্জুন সহায় হীন শত্রু, অতএব আপনি ভয় পরিত্যাগ করিয়া গমন পূর্ব্বক উহার সহিত যুদ্ধ করুন[২৫]। আপনি রাজা, শূর, বীর, কৃতী ও কার্য্যদক্ষ, এবং আপনিই নিজে পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ক্ষণে যেস্থানে ধনঞ্জয় গমন করিয়াছে, সেই স্থানে স্বয়ং গমন করিয়া তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন[২৬]।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সর্ব্ব শস্ত্রধারি গণের অগ্রগণ্য, ধনঞ্জয় আপনাকেও যখন অতিক্রম করিয়াছে, তখন আমি তাহাকে কি প্রকারে অবরোধ করিতে পারিব[২৭]? সমরে বজ্রহস্ত ইন্দ্রকেও পরাজিত করিতে পারা যায়, পরপুরঞ্জয় অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে পারা যায় না[২৮]। যে দুর্দ্ধর্ষ শস্ত্রকোবিদ পাণ্ডু-পুত্র দহন্ত পাবক সদৃশ হইয়া অস্ত্র প্রতাপে ভোজরাজ হার্দ্দিক্য ও দেব সদৃশ আপনাকে জয় করিয়াছে, এবং শ্রুতায়ু, রাজা সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ুধ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু ও অযুত অযুত ম্লেচ্ছদিগকে নিহত করিয়াছে, তাহার সহিত আমি কি রূপে প্রতিযুদ্ধ করিব[২৯-৩১]। আমি আপনার অধীন, আপনি যদি আমাকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে যে প্রকার অনুগত প্রেষ্য জনকে রক্ষা করিতে হয়, সেই প্রকার আপনি আমাকে রক্ষা করুন[৩২]।

দ্রোণ কহিলেন, হে কুরুকুল-শিরোরত্ন! ধনঞ্জয় যে যুদ্ধে দুরাক্রম-

নীয়, তাহা আপনি সত্যই বলিলেন ; কিন্তু আপনি যাহাতে অর্জ্জুনকে সমরে সহ্য করিতে পারিবেন, আমি তাহার বিধান করিতেছি[৩৩]। অদ্য ধনুর্দ্ধরগণ কৃষ্ণের সাক্ষাতে অর্জ্জুনকে আপনার সহিত সমরে অসমর্থ অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করুন[৩৪]। মহারাজ! এই কাঞ্চনময় কবচ আমি আপনার অঙ্গে এমন বন্ধন করিয়া দিব, যে, কোন অস্ত্রের প্রহার আপনার অঙ্গে লগ্ন হইবে না[৩৫]। যদি সুর, অসুর যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্য সহিত ত্রিলোক একত্র হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি আপনার ভয় হইবে না[৩৬]। না কৃষ্ণ, না অর্জ্জুন, না অপর কোন শস্ত্রধারী, কেহই সমরে আপনার এই কবচে শরার্পণ করিতে সমর্থ হইবেন না[৩৭]। অতএব আপনি এই কবচ অবলম্বন করিয়া ত্বরা সহকারে স্বয়ং সেই ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের সমীপে গমন করুন ; সে কদাচ আপনার বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না[৩৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, ব্রহ্মজ্ঞতম দ্রোণ ঐ রূপ বলিয়া আপনার পুত্রের সেই মহারণে বিজয় নিমিত্ত বিদ্যা দ্বারা লোকের বিস্ময় জন্মিবার আশয়ে ত্বরা সহকারে জল স্পর্শ পূর্ব্বক যথা বিধি মন্ত্র জপ করত অদ্ভুত তম দীপ্তিমান্ এক বর্ম্ম বন্ধন করিয়া দিলেন[৩৯-৪০]। অনন্তর দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভরতকুল-রত্ন! ব্রহ্মা আপনার স্বস্তি বিধান করুন ; দ্বিজাতি গণ আপনার স্বস্তি বিধান করুন ; যে সকল সরীসৃপ আছে, সে সকল হইতেও আপনার স্বস্তি হউক[৪১]; যযাতি, নহুষ, ধুন্ধুমার, ভগীরথ ও অন্যান্য রাজর্ষি গণ আপনার সর্ব্বদা স্বস্তি বিধান করুন[৪২]; এবং এক পদ, বহু পদ ও পদহীন জীবগণ হইতে আপনার এই মহারণে সর্ব্বদা স্বস্তি হউক[৪৩]। হে বিশুদ্ধাত্মন্! স্বাহা, স্বধা, শচী, লক্ষ্মী ও অরুন্ধতী ইহাঁরা আপনার স্বস্তি বিধান করুন[৪৪]। অসিত, দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ, ইহাঁরা আপ-

নার স্বস্তি বিধান করুন[৪৫]। ধাতা, বিধাতা, লোকপাল, দিক্, দিক্পাল ও ষড়ানন কার্ত্তিকেয় আজি আপনাকে স্বস্তি প্রদান করুন[৪৬]। ভগবান্ ভাস্কর, দিগ্গজ চতুষ্টয়, ক্ষিতি, গগণ ও গ্রহ সকল আপনার সর্ব্বতোভাবে স্বস্তি বিধান করুন[৪৭], এবং যিনি ধরণীর অধস্তলে অবস্থান করিয়া ধরণীকে ধারণ করেন, সেই নাগ শ্রেষ্ঠ অনন্ত আপনাকে স্বস্তি প্রদান করুন[৪৮]।

হে গান্ধারী-নন্দন! পূর্ব্ব কালে বৃত্র নামক দৈত্য যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ইন্দ্র সহিত সহস্র সহস্র দেবগণকে পরাজিত করিলে, তাঁহারা ক্ষত বিক্ষত দেহ এবং তেজ ও বল বিহীন হইয়া মহাসুর বৃত্রের ভয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন[৪৯-৫০]। তাঁহারা ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে দেব সত্তম! বৃত্রাসুর আমাদিগের সকলকে প্রপীড়িত করিয়াছে, আপনি আমাদিগের আশ্রয় হউন, আমাদিগকে মহা ভয় হইতে রক্ষা করুন[৫১]।

তখন ব্রহ্মা সমুপস্থিত বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি সমস্ত সুরসত্তমকে বিষণ্ণ অবলোকন করিয়া এই সত্য বাক্য কহিলেন[৫২], মহেন্দ্র সহিত দেব গণ ও দ্বিজাতি গণকে নিরন্তর আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ত্বষ্টা ঋষির তেজ অতি দুর্দ্ধারণীয়, যদ্দ্বারা বৃত্রাসুর জন্ম গ্রহণ করিয়াছে[৫৩]। হে দেবগণ! ত্বষ্টা পূর্ব্ব কালে শত অযুত বৎসর তপস্যা করিয়া মহেশ্বরের নিকট বর প্রাপ্তি পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে সৃষ্টি করিয়াছেন[৫৪]। সেই বলবান্ বৃত্রাসুর মহাদেবের প্রসাদেই দেব শত্রু হইয়া তোমাদিগকে নিহত করিতে লাগিল। তোমরা শঙ্করের নিকট গমন না করিলে সেই ভগবানের দর্শন পাইবে না[৫৫]; তাঁহার দর্শন পাইলে সেই বৃত্রাসুরকে জয় করিতে পারিবে; অতএব অবিলম্বে তাঁহার সমীপে মন্দর পর্ব্বতে গমন কর।

মহারাজ! দেব গণ ব্রহ্মার সহিত, যে স্থলে তপস্যার উৎপত্তি

স্থান, দক্ষ যজ্ঞ বিনাশক, পিনাক পাণি, সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, ভগ দেবের নেত্রোৎপাটক মহেশ্বর অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সেই মন্দরে গমন করিয়া সূর্য্য কোটি সম প্রভ তেজোরাশি মহেশ্বরকে দর্শন করিলেন। মহেশ্বর কহিলেন, হে দেব গণ! তোমাদিগের স্বাগত; আমি তোমাদিগের কি কার্য্য করিব বল[৫৬-৫৮]। আমার দর্শন লাভ তোমাদিগের ব্যর্থ হইবে না, তোমাদিগের অভীষ্ট লাভ হইবে। মহেশ্বর তাঁহাদিগকে ঐ রূপ বলিলে তাঁহারা মহেশ্বরকে কহিলেন[৫৯], হে ভগবন্! বৃত্রাসুর আমাদিগের তেজ হরণ করিয়াছে, অতএব আপনি আমাদিগের আশ্রয় হউন। হে মহেশ্বর! আমাদিগের এই শরীর অবলোকন করুন, প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়াছে; অতএব আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগের গতি হউন[৬০]।

শর্ব্ব কহিলেন, হে দেব গণ! ত্বষ্টার তেজে উৎপন্ন অতি মহাবলবান্ ভয়ানক ঐ কৃত্যা স্বরূপ বৃত্রাসুর কৃতাত্মা ব্যক্তিদিগেরও দুর্নিবার্য্য, ইহা আমার বিদিত আছে[৬১]; যাহা হউক, সমুদায় দেবগণের প্রতি সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য;—হে ইন্দ্র; আমার এই শরীরজাত ভাস্বর কবচ গ্রহণ কর[৬২]। অসুর শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরের বধ নিমিত্ত মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ইহা শরীরে বন্ধন কর[৬৩]।

দ্রোণ কহিলেন, হে নৃপ সত্তম! বরদ দেব মহাদেব ইহা বলিয়া বর্ম্ম ও তন্মন্ত্র ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র সেই বর্ম্ম পরিধান করিয়া বৃত্র সৈন্যের নিকট যুদ্ধার্থে গমন করিলেন[৬৪]। বৃত্রাসুরও সৈন্যগণ সহ তাঁহার সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু নানা বিধ শস্ত্র সমূহ নিপাতিত করিয়াও বর্ম্ম বন্ধের সন্ধি ভেদ করিতে পারিল

না[৬৫]। তদনন্তর সুরপতি স্বয়ং সমরে বৃত্রাসুরকে বধ করিলেন। অনন্তর মন্ত্র সহিত সেই বর্ম্ম ইন্দ্র অঙ্গিরাকে প্রদান করেন[৬৬]; অঙ্গিরা স্ব পুত্র বৃহস্পতিকে প্রদান করেন; বৃহস্পতি ধীমান্ অগ্নিবেশ্যকে প্রদান করেন[৬৭], এবং অগ্নিবেশ্য আমাকে প্রদান করেন। আমি অদ্য তোমার দেহ রক্ষা নিমিত্ত মন্ত্র-পূর্ব্বক সেই বর্ম্ম এই পরিধান করাইয়া দিলাম[৬৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, আচার্য্য-পুঙ্গব দ্রোণ আপনার মহা তেজস্বী পুত্রকে ঐ রূপ বলিয়া পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন[৬৯], হে পৃথ্বীনাথ! পূর্ব্ব কালে যেমন ব্রহ্মা সংগ্রাম সময়ে বিষ্ণুর শরীরে এবং তারকাময় সংগ্রামে ইন্দ্রের শরীরে কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমি আপনাকে ব্রহ্মোপদেশ দ্বারা এই কবচ বন্ধন করিয়া দিলাম[৭০.৭১]। দ্বিজ দ্রোণ এই রূপে দুর্য্যোধনের শরীরে যথা বিধি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কবচ বন্ধন করিয়া মহাযুদ্ধ নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন[৭২]। মহাবাহু দুর্য্যোধন মহাত্মা আচার্য্য কর্ত্তৃক বদ্ধ কবচ হইয়া প্রহার দক্ষ ত্রিগর্ত্ত দেশীয় এক সহস্র রথী, বীর্য্যশালী এক সহস্র মত্ত হস্তী, এক নিযুত অশ্বারোহী, এবং অন্যান্য মহারথ সমূহ সমভিব্যাহারে নানা বিধ বাদিত্র বাদন পূর্ব্বক বিরোচন পুত্র বলির ন্যায় অর্জ্জুনের রথ সমীপে গমন করিতে লাগিলেন[৭৩-৭৫]। অগাধ সমুদ্রের ন্যায় কুরুরাজকে প্রস্থিত অবলোকন করিয়া আপনার সৈন্য দিগের মহাশব্দ হইতে লাগিল[৭৬]।

কবচ বন্ধে চতুর্নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ওদিকে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ বিপক্ষ ব্যূহে

প্রবিষ্ট এবং দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; এদিকে সোমকগণের সহিত পাণ্ডব গণ মহা তর্জ্জন গর্জ্জনাদি শব্দ সহকারে দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন[১-২]। তাহাতে সেই সকট ব্যূহের অগ্র ভাগে কুরু বাণ্ডব দিগের তুমুল লোমহর্ষণকর তীব্র যুদ্ধ হইতে লাগিল[৩]। সেই মধ্যাহ্ন কালে যে প্রকার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল, মহারাজ! আমরা তাদৃশ যুদ্ধ পূর্ব্বে কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই[৪]। প্রহারপটু ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডবেরা সকলে সৈন্য ব্যূহ সজ্জিত করিয়া দ্রোণের সৈন্যোপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৫]; আমরাও সর্ব্ব শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ দ্রোণকে অগ্রে করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডবদিগের উপর শায়ক বর্ষণ করিতে লাগিলাম[৬]। হিম ঋতুর অবসানে সমুদীর্ণ দুই খণ্ড মহা মেঘ পবনোদ্ধূত হইলে যে প্রকার প্রকাশ পায়, রথ-ভূষিত মনোহর উভয় সেনার অগ্র ভাগ সেই প্রকার প্রকাশ পাইতে লাগিল[৭]। যে প্রকার বর্ষা কালে তরঙ্গমালা সমাকুল গঙ্গা ও যমুনা নদী পরস্পর মিলিত হইয়া মহাবেগ প্রকাশ করে, সেই প্রকার উভয় পক্ষ সেনা পরস্পার বেগ পূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল[৮]। অগ্রে-প্রবাত নানা বিধ শস্ত্র সমূহ রূপ বায়ু বিশিষ্ট, গদা রূপ সৌদামিনী দ্বারা অতি ভয়ানক, দ্রোণ রূপ পবনে সমুদ্ধূত, হস্তী অশ্ব ও রথ সমাবৃত, মহা ভীষণাকার মহা সংগ্রাম রূপ মেঘ অগ্নি রূপ পাণ্ডব সেনার উপর সহস্র সহস্র শর ধারা রূপ জল ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল[৯-১০]। যে প্রকার গ্রীষ্মান্তে ঘোরতর প্রবল বাত্যা সমুদ্রকে ক্ষোভিত করে, সেই প্রকার দ্বিজসত্তম দ্রোণ পাণ্ডব সৈন্য ক্ষোভিত করিতে লাগিলেন[১১]। যেমন প্রবল জলরাশি স্রোত, বৃহৎ সেতু ভেদ করে, সেই রূপ পাণ্ডবেরা পরম যত্ন সহকারে দ্রোণের ব্যূহ ভেদ করত দ্রোণকেই আক্রমণ করিতে লাগিলেন[১২]। যেমন পর্ব্বত, জলরাশি স্রোত অবরোধ করে, সেই প্রকার দ্রোণ ক্রুদ্ধ

পাণ্ডব পাঞ্চাল ও কেকয়দিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[১৩]। এবং অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত শূর রাজগণও দ্রোণের অনুগামী হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করত পাঞ্চালদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[১৪]। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত নরব্যাঘ্র ধৃষ্টদ্যুম্ন শক্রু সৈন্য ভেদ করিবার আশয়ে বারংবার দ্রোণকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন[১৫]। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর যেরূপ শর বর্ষণ করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই রূপ তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[১৬]। খড়্গ রূপ অগ্রবর্ত্তী পবনে সমন্বিত, শক্তি প্রাস ও ঋষ্টি সম্পন্ন, জ্যা স্বরূপ বিদ্যুৎ সম্পন্ন, ধনুষ্টঙ্কার রূপ গর্জ্জনশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন রূপ মেঘ সর্ব্ব দিকে শরধারা রূপ শিলা বর্ষণ পূর্ব্বক রথি প্রধান ও সাদীদিগকে নিহত করিয়া শক্রু সৈন্য প্লাবিত করিয়া ফেলিল[১৭ ১৮]। দ্রোণ শর সমূহ দ্বারা পাণ্ডবদিগের যে যে স্থানে রথীগণকে বিদ্ধ করেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সেই স্থান হইতেই দ্রোণকে শর সমূহ দ্বারা নিবারিত করেন[১৯]।

হে ভারত! দ্রোণ তাদৃশ রূপ সযত্ন হইলেও তাঁহার সৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে তিন ভাগে বিভিন্ন হইল[২০]। পাণ্ডব গণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া কতক সৈন্য ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার আশ্রয় লইল; কতক সৈন্য জলসন্ধের শরণাপন্ন হইল এবং কতক সৈন্য দ্রোণের সমীপে গমন করিল[২১]। রথি প্রবর দ্রোণ তাঁহার সৈন্যদিগকে যেমন সমবেত করেন, অমনি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে শরাহত করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলেন[২২]। যেমন অরণ্যে পশুপাল রহিত পশুগণ বহু শ্বাপদ কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই প্রকার আপনার পক্ষীয় সৈন্যেরা পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় গণ কর্ত্তৃক ত্রিধাভূত হইয়া নিহত হইতে লাগিল[২৩]। জন সকল ইহা মনে করিতে লাগিল "এই তুমুল সংগ্রামে কালই যোধগণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা মোহিত করিয়া গ্রাস করিতে লাগি-

লেন[২৪]"। যেমন কু-রাজার রাজ্য তস্কর, ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা বি-পন্ন হয়, সেই প্রকার আপনার সৈন্য পাণ্ডব গণ কর্ত্তৃক বিপদাপন্ন হইল[২৫]। সৈনিক দিগের অস্ত্র শস্ত্র ও কবচে সূর্য্য কিরণ পতিত ও রণস্থল হইতে ধূলিপটলী সমুত্থিত হওয়াতে দৃষ্টির ব্যাঘাত হইতে লাগিল[২৬]। পাণ্ডবেরা দ্রোণ সৈন্য সমাহত করিয়া ত্রিধা বিভক্ত করিলে দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চাল দিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফে-লিলেন[২৭]। শর দ্বারা সৈন্য মর্দ্দন ও হনন করিবার সময়ে তাঁহার মূর্ত্তি দীপ্যমান কালাগ্নির ন্যায় হইয়া উঠিল[২৮]। মহারথ দ্রোণ এক এক বাণেই রথী, হস্তী, সাদী ও পদাতি সংহার করিতে লাগি-লেন[২৯]। হে প্রভু ভারত! পাণ্ডবদিগের সৈন্য মধ্যে এমন কেহ ছিল না, যে দ্রোণের ধনুর্নিক্ষিপ্ত বাণ সকল ধারণ করিতে পারে[৩০]। সূর্য্য তাপে উত্তাপিত পাণ্ডব সৈনিকগণ দ্রোণের শর তাপে অতি তাপিত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল[৩১]। আপনার সৈন্যও ধৃষ্টদ্যুম্নের শরতাপে পীড়িত হইয়া অগ্নি দগ্ধ প্রদীপ্ত শুষ্ক বনের ন্যায় হইল[৩২]। এ পক্ষে দ্রোণ, ও পক্ষের ধৃষ্টদ্যুম্ন, উভয়ের শরে উভয় সৈন্যই বধ্য-মান ও সর্ব্বতোমুখ হইয়া প্রাণ পণে যথা শক্তি সংগ্রাম করিতে লাগিল[৩৩]। উভয় পক্ষেই কেহ এমন ছিল না, যে, রণ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করে[৩৪]।

বিবিংশতি, চিত্রসেন ও মহারথ বিকর্ণ এই তিন সহোদর কুন্তী-পুত্র ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন[৩৫]। অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনু-বিন্দ এবং বীর্য্যবান্ ক্ষেমধূর্ত্তি ইহাঁরা তিন জন আপনার পুত্র ঐ বিবিংশতি প্রভৃতি তিন জনের অনুগামী হইলেন[৩৬]। সৎকুল জাত মহারথ বাহ্লীকরাজ স্বকীয় সেনা ও অমাত্যদিগের সহিত, দ্রৌপ-দীর পুত্রদিগের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৩৭]। অন্যূন সহস্র যোধগণের সহিত গোবাসন দেশীয় শৈব্য রাজা কাশিরাজ অভিভুর

মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রকে অবরোধ করিলেন[৩৮]। মদ্র দেশের অধিপতি শল্য জ্বলন্ত অগ্নি তুল্য অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন[৩৯]। শৌর্য্য সম্পন্ন দুঃশাসন ক্রোধাবিষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া স্বীয় সৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক রথিবর সাত্যকির সহিত সমরে সমবেত হইলেন[৪০]। এবং চারি শত মহাধনুর্দ্ধর সৈন্য লইয়া কবচাবৃত ও সন্নদ্ধ হইয়া চেকিতানকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৪১]। স্বীয় সৈন্য সহিত শকুনি চাপ, শক্তি ও অসিধারী গান্ধার দেশীয় সপ্ত শত যোদ্ধাকে লইয়া মাদ্রীপুত্রদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৪২]। অবন্তিরাজ মহাধনুর্দ্ধর বিন্দ ও অনুবিন্দ মিত্রের বিজয় বাসনায় প্রাণ ত্যাগে কৃত নিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ হইয়া মৎস্য রাষ্ট্রাধিপতি বিরাটকে আক্রমণ করিলেন[৪৩]। বাহ্লীক দেশীয় রাজা, মহাবল পরাক্রান্ত যজ্ঞসেনপুত্র অপরাজিত শিখণ্ডীকে বিরোধ প্রবৃত্ত অবলোকন করিয়া যত্ন সহকারে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৪৪]। অবন্তি দেশের রাজা সৌবীর সৈন্য সহিত, ক্রূরকর্ম্মা প্রভদ্রকগণ সহিত ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৪৫]। ক্রূরকর্ম্মা শৌর্য্য সম্পন্ন রাক্ষস ঘটোৎকচকে ক্রোধভরে সমরে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া রাক্ষস অলায়ুধ শীঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিল[৪৬]। মহারথ কুন্তিভোজ মহা সৈন্য সমভিব্যাহারে রাক্ষস শ্রেষ্ঠ ক্রোধাবিষ্ট অলম্বুষকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৪৭]। হে ভরত-কুলেন্দ্র! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সর্ব্ব সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতে ছিলেন; কৃপ প্রভৃতি মহারথী গণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন[৪৮]। দুই জন মহারথী তাঁহার চক্ররক্ষক ছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে অশ্বত্থামা দক্ষিণ পার্শ্বে এবং কর্ণ বাম পার্শ্বে অবস্থান করিতে ছিলেন[৪৯]। সোমদত্ত-নন্দনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কৃপ, বৃষসেন, শল ও দুর্জ্জেয় শল্য, ইহাঁরা তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইয়াছিলেন[৫০]। নীতিজ্ঞ

মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধ বিশারদ সকলে সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ এই রূপ বিধান করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৫১]।

শঙ্কুল যুদ্ধে পঞ্চনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্নবতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! কুরু পাণ্ডবদিগের যে প্রকার আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন[১]। পাণ্ডবেরা দ্রোণ সৈন্য ভেদ করিবার বাসনায় ব্যূহ মুখে অবস্থিত দ্রোণকে আক্রমণ করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন[২]। দ্রোণও মহা যশের অভিলাষে সেই ব্যূহ রক্ষা নিমিত্ত স্বকীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডব দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৩]। অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ আপনার পুত্রের হিতাভিলাষে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দশ বাণে বিরাটকে আহত করিলেন[৪]। বিরাটও অনুগ গণ সমবেত সমরে অবস্থিত পরাক্রমশীল বিন্দ ও অনুবিন্দের উপর পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[৫]। যেমন অরণ্য মধ্যে মদস্রাবী দুই প্রধান হস্তীর সহিত এক সিংহের যুদ্ধ হয়, সেই প্রকার তাঁহাদিগের জল প্রবাহের ন্যায় শোণিত প্রবাহক দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল[৬]। মহাবলবান্ শিখণ্ডী বেগশীল বাহ্লীককে মর্ম্ম ও অস্থি ভেদী তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে আহত করিলেন[৭]। বাহ্লীক অতিশয় ক্রোধ সহকারে শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব নয় বাণে শিখণ্ডীকে সমাহত করিলেন[৮]। ইহাঁর দিগের উভয়ের শর ও শক্তি দ্বারা এমন ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, যে, তাহা ভীরুদিগের ভয় ও শূরদিগের হর্ষ জনক হইল[৯]। তাঁহাদিগের উভয়ের নিক্ষিপ্ত শরে অন্তরীক্ষ ও দিক্ সকল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল; কিছুই আর দৃষ্টি গোচর হইল না[১০]। যেমন হস্তী সমকক্ষ অন্য হস্তীর সহিত যুদ্ধ করে,

সেই প্রকার গোবাসন শৈব্য স্ব সৈন্যের সহিত মহারথ কাশিরাজ-পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[১১]। যেমন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যুদ্ধ হয়, দ্রৌপদীর মহারথ পঞ্চ পুত্রের সহিত সংক্রুদ্ধ বাহ্লীকরাজের যুদ্ধে সেই প্রকার শোভা হইল[১২]। যেমন ইন্দ্রিয়ের পাঁচ টি বিষয় শরীরকে সর্ব্বদা পীড়িত করে, সেই প্রকার দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে শর সমূহ দ্বারা বাহ্লীকরাজকে পীড়িত করিতে লাগিলেন[১৩]। হে নরেন্দ্র! আপনার পুত্র দুঃশাসন বৃষ্ণিকুল-সম্ভূত সাত্যকিকে নতপর্ব্ব তীক্ষ্ণ নয় শরে সমাহত করিলেন[১৪]। মহাধনুর্দ্ধর সত্যবিক্রম সাত্যকি তাহাতে আশু অতি বিদ্ধ হইয়া ঈষৎ মূর্চ্ছান্বিত হইলেন[১৫]; পরে আশ্বস্ত হইয়া আপনার মহারথ পুত্র দুঃ-শাসনকে কঙ্কপত্র যুক্ত দশ বাণে আশু বিদ্ধ করিলেন[১৬]। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের ন্যায় সংগ্রাম স্থলে শোভা পাইতে লাগিলেন[১৭]। ক্রোধাকুল অল-ম্বুষও কুন্তিভোজের শরে প্রপীড়িত হইয়া পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের শোভা ধারণ করিল[১৮]। আপনার সৈন্যাগ্র অবস্থিত সেই রাক্ষস বহু বাণে কুন্তি ভোজকে বিদ্ধ করিয়া ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিল[১৯]। যেমন পূর্ব্ব কালে ইন্দ্র সহ জম্ভাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, আপনার সৈন্য সকল সেই দুই বীরকে সেই প্রকার যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিতে লাগিল[২০]। মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব অতি সংরব্ধ হইয়া এই বৈরানলের সৃষ্টিকারী বেগশীল শকুনিকে শর-পীড়িত করিতে লাগিলেন[২১] হে নরপাল! এই তুমুল অতি মহান্ জন ক্ষয়ের মুল আপনিই উৎপাদন করিয়াছেন; কর্ণ উহা বর্দ্ধিত করিয়াছেন[২২]; এবং আপনার পুত্রেরা ক্রোধানল রক্ষিত করাতেই উহা এই সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে[২৩]। পরিশেষে শকুনি নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক শর পীড়িত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি

পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি পরাঙ্মুখ হইয়া পরাক্রম প্রকাশে অসমর্থ ও ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন[২৪]। মহারথ নকুল ও সহদেব তাঁহাকে পরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া যেমন দুই খণ্ড মেঘ হইতে মহা গিরির উপর বারি বর্ষণ হয়, সেই রূপ পুনর্ব্বার তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন[২৫]। তিনি নতপর্ব্ব বহু বাণে বধ্যমান হইয়া দ্রুতগামী অশ্বে দ্রোণ সৈন্যের দিকে প্রস্থান করিলেন[২৬]। শৌর্য্য সম্পন্ন ঘটোৎকচ মধ্যম বেগ অবলম্বন পূর্ব্বক বেগশীল রাক্ষস অলাযুধের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল[২৭]। যেমন পূর্ব্বে রাম রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ তাহাদিগের উভয়ের আশ্চর্য্য রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল[২৮]। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজকে পঞ্চাশৎ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন[২৯]। যেমন পূর্ব্ব কালে শম্বরাসুর ও অমররাজ ইন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার ঐ দুই রাজার অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লাগিল[৩০]। এবং বিবিংশতি চিত্রসেন ও বিকর্ণ, আপনার এই তিন পুত্র, মহৎ সেনায় পরিবৃত হইয়া ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন[৩১]।

শঙ্কুল যুদ্ধে ষণ্ণবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৬॥

সপ্তনবতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই প্রকার লোমহর্ষণকর সংগ্রামে কুরু সৈন্য ত্রিধা বিভক্ত হইলে পাণ্ডবেরা তাহাদিগের উপর আক্রমণ করিতে লাগিলেন[১]। ভীমসেন মহাবাহু জলসন্ধের উপর, সৈন্য সহিত যুধিষ্ঠির কৃতবর্ম্মার উপর এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের উপর প্রখর ভাস্করের কিরণ বিস্তারের ন্যায় শর বর্ষণ বিস্তার করত আপতিত হইলেন[২-৩]। কুরু পাণ্ডবীয় সমস্ত ধনুর্দ্ধারীগণ পরস্পর সংক্রুদ্ধ ও ত্বরাবান্ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাণিবিনাশক মহা

ভয়জনক সেই সংগ্রামে নির্ভীক যুধ্যমান সৈন্য দিগের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সময়ে বলশালী দ্রোণ ও পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইহারা পরস্পর যে শর সমূহ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৫-৬]। তাঁহারা উভয়ে চতুর্দ্দিকে বিধ্বস্ত পদ্ম বনের ন্যায় বহুল মনুষ্য-মস্তক বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন[৭]। সৈনিক বীরগণের বস্ত্র, আভরণ, শস্ত্র, ধ্বজ, বর্ম্ম ও আয়ুধ সকল রণ স্থলে ইতস্তত বিকীর্ণ হইল[৮]। স্বর্ণ বিচিত্রিত দেহ সকল রুধির সিক্ত ও পরস্পর সংসক্ত হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[৯]। অনেক মহারথী তাল পরিমাণ শরাসন আকর্ষণ করত শর দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য দিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন[১০] মহাসত্ত্ব শূরগণের অসি, চর্ম্ম, চাপ, মুণ্ড ও কবচ সমূহে রণ ভূমি পরিকীর্ণ হইয়া গেল[১১]। মহারাজ! সেই মহাসঙ্কুল সংগ্রামে সমুত্থিত কবন্ধ সকল দৃষ্ট করিতে লাগিলাম[১২]। গৃধ, কঙ্ক, বক, শ্যেন, বায়স ও শৃগাল সকল বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৩]। উহারা মাংস ভক্ষণ, শোণিত পান এবং মৃত দেহ হইতে কেশ ও মজ্জা সকল বহুধা আকর্ষণ করিতে লাগিল[১৪], এবং নর অশ্ব ও গজ সমূহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মস্তক আকর্ষণ করিয়া ইতস্তত, বিকীর্ণ করিতে লাগিল[১৫]। শর যোদ্ধা অস্ত্রকৃতী সৈনিকগণ রণ দীক্ষায় দীক্ষিত ও জয়প্রার্থী হইয়া অতিশয় সংগ্রাম করিতে লাগিল[১৬] যুদ্ধ-রঙ্গাসক্ত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কোন কোন সৈনিক পুরুষ, অসিবর্ত্মে বিচরণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ ঋষ্টি, শক্তি, প্রাস, শূল, তোমর, পট্টিশ, গদা ও পরিঘ দ্বারা, কেহ কেহ বা নিরস্ত্র হইয়া ভুজ দ্বারা পরস্পর নিহত করিতে লাগিল[১৭-১৮] রথী রথির সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহির সহিত, মাতঙ্গ মাতঙ্গের সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল[১৯]। অনেক হস্তী

রণ রঙ্গে মদমত্ত ও উন্মত্ত সদৃশ হইয়া পরস্পর উৎক্রোশ-পূর্ব্বক পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল[২০]।

হে নরপাল! তাঁহাদিগের সেই প্রকার ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার অশ্ব দিগকে দ্রোণের অশ্ব সহিত সংমিলিত করিয়া দিলেন[২১]। উভয়ের বায়ুবেগশালী পারাবত সবর্ণ ও রক্তবর্ণ অশ্ব সকল মিশ্রিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিল[২২]। ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবত সবর্ণ এবং দ্রোণের রক্ত সবর্ণ অশ্ব পরস্পর সংলগ্ন হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল[২৩]। হে ভারত! বীর্য্যবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে সমীপস্থ অবলোকন করিয়া ধনুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন[২৪]। পরবীরহন্তা পৃষত-নন্দন দুষ্কর কর্ম্ম করিবার ইচ্ছায় রথের ঈশা অতিক্রম করিয়া দ্রোণের রথে গমন করিলেন[২৫]। তিনি ত্বরা সহকারে যুগ মধ্যে যুগবন্ধন স্থানে ও অশ্বের পশ্চাদ্ভাগ অবস্থিতি করিলে সৈন্যেরা তাঁহার সেই অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল[২৬]। তিনি যখন খড়্গ হস্তে দ্রোণের শোণ বর্ণ অশ্বে অধিষ্ঠান করিলেন, তখন দ্রোণ তাঁহার রন্ধ্র অবলোকনে সমর্থ হইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[২৭]। যেমন শ্যেন পক্ষী আমিষাভিলাষী হইয়া বন মধ্যে পতিত হয়, সেই প্রকার ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-জিঘাংশু হইয়া দ্রোণের রথে আপতিত হইলেন[২৮]। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরাগ্রগণ্য দ্রোণ শত শরে তাঁহার শত চন্দ্র শোভিত চর্ম্ম, দশ শরে তাঁহার খড়্গ এবং চতুঃষষ্টি শরে তাঁহার অশ্ব সকল হনন করিয়া দুই ভল্লে তাঁহার ধ্বজ ও ছত্র এবং পার্ষ্ণিরক্ষক ও সারথি নিহত করিলেন[২৯-৩০]; তৎ পরেই ত্বরা সহকারে জীবিতান্তকর অপর এক শর আকর্ণ সন্ধান করিয়া বজ্রধর ইন্দ্রের বজ্র নিক্ষেপের ন্যায় তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন[৩১]। সাত্যকি আচার্য্যমুখ্য দ্রোণের করাল গ্রাসে পতিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে মুক্ত

করিবার আশয়ে চতুর্দ্দশ বাণে সেই শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৩২]। তিনি, সিংহগ্রস্ত মৃগের ন্যায় দ্রোণ-সিংহের আস্যগ্রস্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোচন করিলেন[৩৩]। সাত্যকিরে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষাকারী অবলোকন করিয়া ত্বরা সহকারে ষড়্‌বিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[৩৪]। তদনন্তর শিনি-পৌত্র সাত্যকিও দ্রোণকে সৃঞ্জয়দিগকে গ্রাস করিতে অবলোকন করিয়া ষড়্‌বিংশতি শরে তাঁহার স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ বিদ্ধ করিলেন[৩৫]। দ্রোণ সাত্যকির সহিত সমরে সমবেত হইলে জয়াভিলাষী সমুদয় পাঞ্চাল দেশীয় মহারথী, ধৃষ্টদ্যুম্নকে তথা হইতে অপসারিত করিলেন[৩৬]।

সঙ্কুল যুদ্ধে সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বৃষ্ণি-বীর সাত্যকি দ্রোণের বাণ কর্ত্তন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণের হস্ত হইতে মুক্ত করিলে, মহাধনুর্দ্ধর সর্ব্ব-শস্ত্রধারি প্রধান দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া তৎ কালে নরব্যাঘ্র শিনি-পৌত্রের প্রতি কি করিলেন[১২]?

সঞ্জয় কহিলেন, নরবীর দ্রোণ ক্রোধ ও অমর্ষভরে তাম্রলোচন ও ক্রোধ রূপ বিষ, শরাসন রূপ ব্যাদিতানন, তীক্ষ্ণ-ধার রূপ দন্ত ও শাণিত নারাচ রূপ দংষ্ট্রা সমন্বিত হইয়া মহা বেগ বিশিষ্ট হর্ষান্বিত শোণ বর্ণ অশ্ব দ্বারা গর্জ্জনশীল মহা সর্পের ন্যায়, দ্রুত গমনে রুক্ম-পুঙ্খ শর সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে যুযুধানকে আক্রমণ করিলেন; গমন কালে তাঁহার অশ্ব সকল যেন উড্ডীয়মান হইয়া পর্ব্বত প্রদেশে অতিক্রম করিতে লাগিল[৩-৫]। পরপুরঞ্জয় শৌর্য্য সম্পন্ন যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি মহা শর বর্ষণকারী, রথঘোষ রূপ গর্জ্জনশীল, শরাকর্ষণ রূপ বিক্ষেপশীল, বিদ্যুৎ সদৃশ বহু নারাচ বিশিষ্ট, শক্তি

ও খড়্গ রূপ বজ্রধারী, ক্রোধবেগে সমুত্থিত, অনিবার্য্য অশ্ব পবনে সমীরিত দ্রোণকে মেঘের ন্যায় আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া হাস্য বদনে সারথিকে কহিলেন[৬-৮], সারথি! দুর্য্যোধনের আশ্রয়, রাজা যুধিষ্ঠিরের দুঃখ ও ভয়ের কারণ, রাজপুত্র দিগের আচার্য্য, স্বকর্ম্ম-ভ্রষ্ট, ক্রূর-স্বভাব সর্ব্বদা শূরাভিমানী ঐ ব্রাহ্মণের নিকট বেগে অশ্ব চালিত করিয়া হর্ষাবেশে শীঘ্র গমন কর[৯.১০]। তদনন্তর সাত্যকির রজত সবর্ণ উত্তম অশ্ব সকল বাত বেগে দ্রোণের সম্মুখে শীঘ্র গমন করিল[১১]। তদনন্তর শক্রতাপন পুরুষ-প্রবর দ্রোণ ও শিনি বংশাবতংস সাত্যকি দুই বীর সহস্র সহস্র শরে পরস্পরকে তাড়না করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন গ্রীষ্মান্তে দুই মেঘ মণ্ডল জল-ধারায় আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করে, সেই প্রকার তাঁহারা শর-জালে আকাশমণ্ডল সমাবৃত ও দশ দিক্ পরিপূরিত করিলেন। তৎকালে প্রভাকর প্রকাশ পাইল না, সমীরণ প্রবাত হইল না[১২-১৩] এবং চতুর্দ্দিক্ ইষুজালে সমাবৃত হইয়া ঘোর অন্ধকারময় ও অন্যান্য শূরবীরদিগের অধর্ষণীয় হইল[১৫]। শীঘ্রাস্ত্রবেত্তা নরসিংহ দ্রোণ ও সাত্যকির শর বৃষ্টির অবকাশ কেহ অবলোকন করিতে পাইল না। কেবল মাত্র ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্র ধ্বনির ন্যায় শরধারা পাতের অভি-ঘাত-শব্দ কর্ণকুহরে আবির্ভূত হইতে লাগিল। পরস্পর নিক্ষিপ্ত নারাচ সকল পরস্পর বিদ্ধ হইয়া সর্প-দংশিত সর্পের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। যুদ্ধ-শৌণ্ড দুই বীরের অনবরত জ্যাতল নির্ঘোষ, বজ্র-হন্যমান শৈল শৃঙ্গের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল। উভয়েরই রথ অশ্ব ও সারথি রুক্মপুঙ্খ শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া বিচিত্র রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। নির্মোক-নির্ম্মুক্ত সর্প সদৃশ সরলগামী নির্ম্মল নারাচ সকলের সুদারুণ সন্নিপাত হইতে লাগিল। উভয়েরই জয়াশা ছিল, উভয়েরই ছত্র ও ধ্বজ পতিত এবং উভয়েরই অঙ্গ

রুধিরাক্ত হইল। উভয়ের গাত্র হইতে রুধির স্রাব হওয়াতে উভয়েই গলিতমদ বারণের ন্যায় হইয়া জীবিতান্তকর শরনিকরে পরস্পর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎ কালে বীরগণের গর্জ্জন বা উৎকৃষ্ট ধ্বনি এবং শঙ্খ দুন্দুভি শব্দ উপরত হইল; কেহ বাক্য প্রয়োগও করিল না; সৈন্য সকল মৌনাবলম্বন করিল; যোধ গণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল[১৬-২৫]। জন গণ কৌতূহলাকুল হইয়া তাঁহাদিগের দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি গণ সেই প্রধান মহারথি দুই জনকে পরিবেষ্টন করিয়া অচলনয়নে তাঁহাদিগের যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল! গজ সৈন্য, অশ্ব সৈন্য ও রথি সৈন্য, ব্যূহ সজ্জা করিয়া অবস্থিতি পূর্ব্বক দর্শন করিতে লাগিল। মণি-কাঞ্চন-ভূষিত ও মুক্তা বিদ্রুম বিচিত্রিত ধ্বজ, বিচিত্র আভরণ, হিরণ্ময় কবচ, বৈজয়ন্তী পতাকা, পরিস্তোম, গাত্রকম্বল, সুশাণিত বিমল শস্ত্র সকল, অশ্ব সকলের চামর, গজগণের শিরঃস্থিত স্বর্ণ ও রজতময় কুম্ভমালা ও দন্তবেষ্টনাদি ভূষণ এই সকলের দ্বারা সেই সকল দর্শক সৈন্যদিগকে হিম ঋতুর অবসানে বকপঙ্ক্তি যুক্ত, খদ্যোত সমন্বিত, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ সংযুক্ত মেঘজালের ন্যায় দৃষ্টিগোচর করিতে লাগিলাম। মহাত্মা দ্রোণ ও যুযুধানের সেই যুদ্ধ, উভয় পক্ষীয় সৈন্য গণই অবস্থিত হইয়া দর্শন করিতে লাগিল। আকাশে বিমানাগ্রে অবস্থিত ব্রহ্মা, সোম প্রমুখ দেব গণ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর ও মহোরগ গণ সেই পুরুষসিংহ দিগের শস্ত্র বিঘাতক নানা বিধ বিচিত্র গতি, প্রত্যাগতি ও আক্ষেপ বিষয়ক যুদ্ধ-নৈপুণ্য দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত তাঁহারা দুই জনেই অস্ত্র বিষয়ক হস্ত লাঘব প্রদর্শন করিয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দাশার্হ-কুলতিলক সাত্যকি সুদৃঢ় শর সমূহ দ্বারা মহাতেজস্বী দ্রোণের

শর সকল ও ধনুক শীঘ্র ছেদন করিলেন। তদনন্তর দ্রোণ নিমেষ মাত্র মধ্যে অন্য ধনুক জ্যা যুক্ত করিলেন ; সাত্যকি তৎ ক্ষণাৎ তাহাও ছেদন করিলেন। অনন্তর দ্রোণ পুনর্ব্বার ত্বরা যুক্ত হইয়া ধনুক গ্রহণ করিয়া জ্যা যুক্ত করিলেন ; সাত্যকি তাহাও তৎ ক্ষণাৎ কর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণ যখন শরাসন গ্রহণ করিয়া জ্যা যুক্ত করেন, সাত্যকিও তৎ ক্ষণ মাত্র তাহা ছেদন করেন; এই রূপে সাত্যকি তাঁহার জ্যা যুক্ত ধনুক একশত বার কর্ত্তন করিলেন[২৬-৩৯]। হে রাজেন্দ্র ! তাঁহারা উভয়ে কোন সময়ে অস্ত্র গ্রহণ ও ছেদন করিতেন তাহা কিছু মাত্র নয়ন গোচর হইত না। তদনন্তর দ্রোণ সংগ্রামে সাত্যকির অলৌকিক কর্ম্ম অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, সাত্বতকুল-ভূষণ সাত্যকির যে প্রকার অস্ত্রবল দেখিতেছি, এই রূপ পরশুরামের, কার্ত্তবীর্য অর্জ্জুনের, এবং পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্মের ছিল ; এবং পাণ্ডু-তনয় ধনঞ্জয়েরও বিদ্যমান আছে ; ইহা ভাবিয়া মনে মনে সাত্যকির বিক্রমের প্রশংসা করিলেন[৪০-৪২]। অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর দ্বিজসত্তম দ্রোণ সুরপতি বাসবের ন্যায় সাত্যকির হস্ত লাঘব অবলোকন করিয়া যেমন সন্তুষ্ট হইলেন, সেই প্রকার ইন্দ্রাদি দেব গণও সন্তুষ্ট হইলেন[৪৩]। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণ গণ শীঘ্রচারি যুযুধানের যে এত লঘুহস্ততা, তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, পরন্তু দ্রোণের তাদৃশ কর্ম্ম তাঁহারা অবগত ছিলেন।

হে ভারত ! তদনন্তর ক্ষত্রিয়-মর্দ্দন অস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ দ্রোণ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অস্ত্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি তাঁহার অস্ত্র সকল অস্ত্র মায়া দ্বারা প্রতিহত করিয়া সুশাণিত বাণ নিচয়ে তাঁহাকে হনন করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। সাত্যকির অন্যের অসদৃশ যোগ যুক্ত অলৌকিক কর্ম্ম অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষের অস্ত্র যোগজ্ঞ যোধ গণ তাঁহার প্রশংসা করিলেন।

দ্রোণ যে অস্ত্র ক্ষেপণ করেন, সাত্যকি সেই রূপ অস্ত্রই নিক্ষেপ করেন[৪৪.৪৮]। শত্রুতাপন আচার্য্যও অবলীলাক্রমে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তদনন্তর ধনুর্ব্বেদপারদর্শী ক্রোধপরায়ণ দ্রোণ যুযুধানের বধ নিমিত্ত দিব্য আগ্নেয় অস্ত্র আবির্ভূত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও শত্রুবাতী মহাভয়ানক আগ্নেয় অস্ত্র অবলোকন করিয়া দিব্য বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন; তাঁহাদিগের দুই জনকে দিব্যাস্ত্রধারী অবলোকন করিয়া মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল[৪৯.৫১]। তখন আকাশে আকাশগামী প্রাণী সকল বিচরণ করিল না। তাঁহারা উভয়ে বারুণ ও আগ্নেয় অস্ত্র শরাসনে সমাহিত করিলেন বটে, কিন্তু উভয় অস্ত্রই প্রয়োগাভিমুখ হইল না। তখন ভাস্কর পশ্চিম দিক্ গমনে কিঞ্চিৎ লম্বমান হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ বীরগণের সহিত বিরাট, কেকয়, মৎস্য দেশীয় বীর গণ ও শাল্ব সেনা গণ সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে সত্বর দ্রোণ সমীপে সমাগত হইলেন এবং সহস্র সহস্র রাজপুত্র দুঃশাসনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শত্রু বেষ্টিত দ্রোণকে রক্ষা করিবার অভিলাষে আগমন করিলেন। হে ভূপাল! তদনন্তর তাঁহাদিগের সহিত আপনার পক্ষীয় ধনুর্দ্ধারী যোধগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে জগৎ ধূলি সমাবৃত ও শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল; সৈন্য সকল ধূলি বিধ্বস্ত হইয়া গেল; সকলেই আবিগ্ন ও মর্য্যাদা শূন্য হইল; কিছুই দৃষ্টি গম্য রহিল না[৫২-৫৪]।

সাত্যকি পরাক্রমে অষ্টনবতিতম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

একোনশততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! আদিত্য অস্তাচল শিখরের প্রতি বিবর্ত্তমান, ধুলি সমাচ্ছন্ন ও মন্দীভূত হইলেন[১]। যুধ্যমান সৈন্য গণ কখন রণ স্থলে অবস্থিত, কখন পুনরাগমন, কখন ভগ্ন হইয়া পলায়মান, কখন বা জয়যুক্ত হইতে হইতেই সেই দিবস ক্রমে ক্রমে অবসান হইতে লাগিল[২]। সৈন্য সকল জয়াভিলাষী হইয়া যুদ্ধে আসক্ত হইলে অর্জ্জুন ও বাসুদেব সিন্ধুপতি জয়দ্রথের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন[৩]। কৃষ্ণ যে যে স্থলে রথ চালিত করিলেন, অর্জ্জুন সেই স্থানে শাণিত শরে রথ গমনের উপযুক্ত পরিসর পথ করিতে লাগিলেন[৪]। মহাত্মা অর্জ্জুনের রথ যে স্থানে গমন করিল, সেই সেই স্থানে আপনার সৈন্য সকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল[৫]। দশার্হ-নন্দন বীর্য্যবান্ কৃষ্ণ উত্তম, মধ্যম ও মন্দ ভাবে মণ্ডলাকার গতি প্রদর্শন করিয়া রথ চালনায় শিক্ষা নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন[৬]। সেই সময়ে পক্ষী গণ যেমন প্রাণী দিগের রুধির পান করিতেছিল, অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত নামাঙ্কিত, পীত, কালাগ্নি সদৃশ, স্নায়ুনদ্ধ, সুপর্ব্ব বিশিষ্ট, স্থূল, দীর্ঘগামী, উগ্র রূপ, বেণুময় ও লৌহময় বাণ সকলও বহু বিধ শত্রুকে সংহার করত শোণিত পান করিতে লাগিল[৭-৮]। অর্জ্জুন রথস্থ হইয়া অগ্রে এক ক্রোশ দূরে শর নিক্ষেপ করিলে, রথ এক ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইলে পর সেই সকল বাণ পতিত হইয়া শত্রুদিগকে সংহার করে, কৃষ্ণ এতাদৃশ দ্রুত বেগে গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগশীল সাধুবাহক বাজি সকল দ্বারা অখিল জগৎকে বিস্মিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন[৯-১০]। মহারাজ! মনের তুল্য শীঘ্রগামী অর্জ্জুনের রথ যে প্রকার বেগে গমন করিতে লাগিল, সূর্য্যের রথ, ইন্দ্রের রথ, রুদ্রের রথ, কুবেরের রথ বা অন্য কাহারো রথ পূর্ব্বে কখন সেই প্রকার বেগে গমন করে নাই[১১-১২]। হে ভূপাল! পরবীর-

হস্তা কেশব সমরে সেনা মধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্বদিগকে শীঘ্র গমনে চালনা করিলেন। অনন্তর তাঁহার শ্রেষ্ঠ অশ্ব সকল বহুল যুদ্ধশৌণ্ড যোদ্ধাদিগের বহু বহু অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত শ্রান্ত ও ক্ষুৎ পিপাশায় কাতর হইয়াছিল, এবং পর্ব্বতাকার সহস্র সহস্র অশ্ব হস্তী রথ ও মনুষ্যের মৃত দেহের উপর দিয়া অতিক্রান্ত হইতেছিল; সুতরাং সৈন্য মধ্যে রথ সমূহের মধ্যস্থলে অতি কষ্টে রথ বহন করিতে লাগিল, এবং পুনঃপুন বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিল[১৪-১৬]। মহারাজ! ঐ সময়ে অবন্তিরাজ বীর্য্য-সম্পন্ন বিন্দ ও অনুবিন্দ দুই ভ্রাতা সৈন্য সমবেত হইয়া ক্লান্ত-বাহন অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন[১৭]। তাঁহারা দুই জন হর্ষ সহকারে চতুঃষষ্টি শরে অর্জ্জুনকে, সপ্ততি শরে জনার্দ্দনকে এবং শত শরে অর্জ্জুনের অশ্ব সকল বিদ্ধ করিলেন[১৮]। রণ-মর্ম্মজ্ঞ অর্জ্জুন সংক্রুদ্ধ হইয়া মর্ম্মভেদী নতপর্ব্ব নয় বাণে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন[১৯]। অনন্তর তাঁহারা সংরব্ধ হইয়া কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে শর সমূহে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিলেন[২০]। পরন্তু শ্বেতবাহন, দুই ভল্ল দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার দিগের বিচিত্র শরাসনদ্বয় ও কনকোজ্জ্বল যুগল ধ্বজ ছেদন করিলেন[২১]। হে রাজন্! তাঁহারা অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শর নিকরে অর্জ্জুনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন[২২]। পাণ্ডুনন্দনও অতিসয় ক্রুদ্ধ হইয়া দুই শরে তাঁহাদিগের দুই শরাসন পুনর্ব্বার ছেদন করিলেন[২৩], এবং শিলা-শাণিত রুক্মপুঙ্খ অন্য শর সমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের অশ্ব সকল, সারথি দ্বয় ও পদানুগ পৃষ্ঠরক্ষক দ্বয়কে নিহত করিলেন[২৪]; তৎ পরেই এক ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাবিন্দের মস্তক ছেদন করিলেন। বিন্দ নিহত হইয়া বাত-ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীতলে পতিত হইলেন[২৫]। রথিশ্রেষ্ঠ মহারথ মহাবলবান্ প্রতাপান্বিত অনুবিন্দ বিন্দকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া

ভ্রাতৃ বধে দুঃখিত হইয়া অশ্ব হীন রথ পরিত্যাগ করত গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে ধাবমান হইলেন[২৬-২৭]। অনন্তর সেই গদা মধুসূদনের ললাটে আঘাত করিয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না[২৮]। অর্জ্জুন ছয় শরে তাঁহার গ্রীবা, দুই পাদ, দুই হস্ত ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনুবিন্দ ছিন্ন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইলেন[২৯]। তদনন্তর সেই দুই ভ্রাতাকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের পদানুগ সৈন্য গণ ক্রোধসহকারে শত শত শর নিক্ষেপ করিতে করিতে অর্জ্জুনের নিকট ধাবমান হইল[৩০]। হে ভরতর্ষভ! অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে সংহার করিয়া হিম ঋতুর অবসানে দাহকারী দাবানলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন[৩১]। অনন্তর, যেমন দিবাকর মেঘপটলী ভেদ করিয়া উদিত হন, সেই রূপ তিনি বিন্দানুবিন্দের সৈন্য অতিকষ্টে অতিক্রম করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন[৩২]। হে ভরতকুলরত্ন! তাহা অবলোকন করিয়া কুরুগণ ত্রস্ত ও প্রহৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন[৩৩]। তাঁহারা অর্জ্জুনকে শ্রান্ত এবং সিন্ধুপতিকে দূরস্থিত মনে করিয়া মহা সিংহনাদে সমস্ত দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন[৩৪]।

হে পুরুষ-প্রবর! অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে অতিসংরব্ধ অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক কৃষ্ণকে ধীরে ধীরে বলিলেন[৩৫], কৃষ্ণ! এক্ষণে অশ্ব সকল শর-পীড়িত ও ক্লান্ত হইয়াছে, এবং সিন্ধুপতিও দূরে অবস্থান করিতেছে, ইহার পর কি কর্ত্তব্য; যাহা তোমার ভাল বোধ হয়, বিবেচনা করিয়া বল, যেহেতু কখন তোমার প্রজ্ঞার ব্যতিক্রম হয় না। যখন তুমি পাণ্ডবদিগের নেতা হইয়াছ, তখন তাহারা শত্রুজয়ী হইবেই[৩৬-৩৭] সংপ্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি যাহা

বিবেচনা করিতেছি, শ্রবণ কর, হে মাধব! অশ্বদিগকে বন্ধন মুক্ত করিয়া উহাদিগের শল্যাপনয়ন কর[৩৮]।

অর্জ্জুন মাধবকে এই রূপ কহিলে, মাধব প্রত্যুত্তর করিলেন, পার্থ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমারও সম্মত[৩৯]।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমি এই স্থানেই ঐ কার্য্য সম্পাদন কর; আমি সমুদয় সৈন্যদিগকে নিবারণ করিব[৪০]।

সঞ্জয় কহিলেন, ধনঞ্জয় অসম্ভ্রম চিত্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গাণ্ডীব গ্রহণ-পূর্ব্বক অচল গিরির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন[৪১]। ধনঞ্জয় ধরণীস্থ হইলে বিপক্ষ ক্ষত্রিয় গণ ঐ ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া জয়াভিলাষে সিংহনাদ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন[৪২]। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া মহৎ রথ সমূহ দ্বারা পার্থকে পরিবেষ্টন করিয়া শরাসন বিকর্ষণ, বিচিত্র অস্ত্র প্রদর্শন ও বাণ বিমোচন করিতে করিতে, মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, তাহার ন্যায় শর-দ্বারা পার্থকে সমাচ্ছন্ন করিলেন[৪৩-৪৪]। যেমন বহু মত্ত হস্তী এক সিংহকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়, সেই প্রকার সেই সকল মহারথী ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নরসিংহ অর্জ্জুনের নিকট বেগে ধাবমান হইলেন[৪৫]। সেই স্থলে অর্জ্জুনের ভুজ দ্বয়ের মহাবল অবলোকন করিলাম, তিনি একাকীই চতুর্দ্দিকস্থ বহুল ক্রুদ্ধ সেনাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[৪৬]। বিভু পার্থ অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র নিবারিত করিয়া হস্ত লাঘব সহকারে বহুল শর দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে সমাচ্ছন্ন করিলেন[৪৭]। হে নরনাথ! সেই স্থলে অন্তরীক্ষে প্রগাঢ় বাণ সমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে মহাশিখান্বিত অগ্নি উৎপন্ন হইতে লাগিল[৪৮]। ক্ষত বিক্ষত শোণিতসিক্ত অশ্ব হস্তী সকল নিনাদ সহকারে এবং যুদ্ধে জয়াভিলাষী ক্রোধাবিষ্ট সংরব্ধ নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত রুধিরাক্ত কলেবর শত্রুকর্ষণ শত্রুপক্ষ মহাধনুর্দ্ধর বহু বীর একত্র হইয়া

চতুর্দ্দিক্ হইতে আপতিত হওয়াতে উত্তাপ উপস্থিত হইল[৪৯-৫০]। তৎকালে একত্রিত সেই রথীগণ সাগর রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ দুর্গমা রথ-সাগরের বেগ, শর; আবর্ত্ত, ধ্বজ; গজ, নক্র; মৎস্য, পদাতি; শব্দ, শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনি; উর্ম্মি, রথী, কচ্ছপ, নরগণের উষ্ণীষ, ফেণ, পতাকা এবং প্রস্তরখণ্ড, মাতঙ্গের অঙ্গ হইল। পার্থ বেলাভূমি স্বরূপ হইয়া ঐ অসীম অক্ষোভ্য অপার রথ-সাগরকে শর নিচয় দ্বারা নিবারণ করিলেন[৫১-৫৩]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধনঞ্জয় যে সময় ভূমিতে পদার্পণ ও কেশব অশ্বরজ্জুধারণ করিয়াছিলেন, তৎকালে রাজগণ কি নিমিত্ত অর্জুনকে বিনাশ করিলেন না[৫৪]। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যেমন একমাত্র লোভ, সমুদায় গুণ সংহার করে, তদ্রূপ একমাত্র অর্জুন ভূমিস্থ হইয়াও তৎক্ষণাৎ রথস্থ সমুদায় রাজগণকে নিবারণ করিলেন[৫৫-৫৬]।

তদনন্তর মহাবাহু জনার্দ্দন অসম্ভ্রান্ত চিত্তে পুরুষসত্তম প্রিয় অর্জ্জুনকে বলিলেন[৫৮], অর্জ্জুন! অশ্বদিগের জলপান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, অবগাহনের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, অথচ উহারা পান করিতে পারে, এমন জলাশয় এস্থানে নাই[৫৮]।

অর্জ্জুন অসম্ভ্রান্ত চিত্তে "এই রহিয়াছে" বলিয়া ক্ষণ কাল মধ্যে অস্ত্র দ্বারা মেদিনী খনন-পূর্ব্বক অশ্বগণের জলপান নিমিত্ত উপযুক্ত এক শুভ সুবিস্তীর্ণ অগাধ জল সম্পন্ন সরোবর উৎপাদন করিলেন। ঐ সরোবরে হংস কারণ্ডব ও চক্রবাক পক্ষী ইতস্তত বিচরণ করিতেছে; উহার জল নির্ম্মল; উহাতে উত্তম প্রফুল্ল পদ্মবন শোভমান হইয়াছে, এবং কূর্ম্ম ও মৎস্যরাজি সমাকীর্ণ রহিয়াছে। ঋষিগণ উহার কূলে অবস্থান করিতেছেন; ভগবান নারদ মুনি ঐ সরোবর দর্শন করাতে, উহা সুশোভিত হইয়াছে[৫৯-৬১]। যেমন বিশ্বকর্ম্মা

অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই প্রকার অর্জ্জুন শরের বংশ, (অর্থাৎ গৃহাধার কাষ্ঠ,) শরের স্তম্ভ ও শরের আচ্ছাদন দ্বারা এক টী শর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন[৬২]। অর্জ্জুন সেই মহারণ স্থলে শরগৃহ প্রস্তুত করিলে কৃষ্ণ হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিলেন[৬৩]।

অর্জ্জুন সরোবর নির্ম্মাণে একোনশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! মহাত্মা কুন্তী-পুত্র সেই স্থানে সলিল সমুৎপন্ন, শত্রু সৈন্য নিবারণ, এবং শর গৃহ প্রস্তুত করিলে মহাতেজা বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কঙ্কপত্র যুক্ত বাণে ব্যথিত অশ্বদিগকে রথ হইতে মোচন করিলেন[১-২]। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক কার্য্য অবলোকন করিয়া সিদ্ধ চারণগণ এবং সমস্ত সৈন্যগণ মহা সাধুবাদ করিতে লাগিলেন[৩]। অর্জ্জুন ভূমিতে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেও প্রধান যোদ্ধা নরগণ যে, তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৪]। রথ সমূহ ও প্রভূত গজবাজি তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তৎ কালে তাঁহার চিত্তে যে ভয় জন্য ত্বরার আবেশ হইল না, তাহা তাঁহার অমানুষিক ভাব বলিতে হইবে[৫]। বহুল ক্ষত্রিয় একত্রিত হইয়া পর-বীরহন্তা ধর্ম্মাত্মা বাসব নন্দনের উপর শর নিক্ষেপ করিলেও তিনি তাহাতে ব্যথিত হইলেন না[৬]; সেই বীর্য্যবান্ পুরুষ সাগর-কর্ত্তৃক নদী গ্রাসের ন্যায় তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত সমাগত গদা প্রাস ও শর-জাল যেন গ্রাস করিতে লাগিলেন[৭]; তিনি বাহু দ্বয়ের বল ও মহাস্ত্র-বেগ দ্বারা সমুদায় ক্ষত্রিয় বীরগণের সেই সকল নিক্ষিপ্ত উত্তম উত্তম

শর সকল প্রতিগ্রহ করিলেন[৮]। মহারাজ! কৌরবেরা কৃষ্ণার্জ্জুনের সেই পরমাদ্ভুত বিক্রম অবলোকন করিয়া এই বলিয়া প্রশংসা করিলেন, কৃষ্ণার্জ্জুন যে রণ মধ্যে অশ্বদিগকে বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, এই প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার কি কখন আর হইবে, না আর কখন হইয়াছে[৯.১০]? ঐ দুই নরোত্তম রণ মধ্যে নির্ভয় হইয়া উগ্রতেজ ধারণ-পূর্ব্বক আমাদিগের অন্তঃকরণে বিপুল ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিলেন[১১]।

হে ভারত! পদ্মলোচন কৃষ্ণ হাস্য-পূর্ব্বক অব্যাকুল-চিত্তে আপনকার সমুদায় সৈন্যের সাক্ষাতে রণস্থলে অর্জ্জুন কৃত শর-গৃহে, স্ত্রীগণের মধ্যে নির্ভয়ে গমনের ন্যায়, অশ্বদিগকে লইয়া গমন করিলেন[১২.১৩]। অশ্ব বিষয়ক কার্য্যদক্ষ কৃষ্ণ অশ্বদিগের শ্রান্তি, গ্লানি, ফেনোদ্গম, বেপথু ও শরবেধ-ব্রণ অপনোদন করিয়া দিলেন[১৪]। এবং দুই হস্তে অশ্বদিগের শল্যোদ্ধার করিয়া গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিলেন। অনন্তর যথা ন্যায়ে অশ্বদিগকে পদচারণ করাইয়া জলপান ও ভক্ষ্য ভোজন করাইলেন[১৫]। অশ্ব সকল স্নান, পান ও ভক্ষণ করিয়া বিগতক্লম হইলে কৃষ্ণ প্রহৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে উত্তম রথে যোজনা করিলেন[১৬]। তদনন্তর সর্ব্ব শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ রথবরে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন[১৭]। রথিপ্রবর অর্জ্জুনের রথে কৃতস্নানাদি অশ্বগণ পুনর্ব্বার যোজিত হইয়াছে অবলোকন করিয়া কুরু সৈন্য মধ্যে প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ বিমনায়মান হইলেন[১৮]। তাঁহারা প্রত্যেকে ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে বলিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ গমন করিল, অহো আমাদিগকে ধিক্[১৯]।

মহারাজ! আপনার সেনাগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের অদ্ভুত লোমহর্ষণ জনক

কার্য্য অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, তোমরা কি জন্য সত্বর হইতেছ না, আমাদিগের কি এই সকল সেনা নাই[২০]? সিংহ-নাদকারী সযত্ন ক্ষত্রিয়দিগের সাক্ষাতেই উহারা দুই জন বদ্ধবর্ম্মা ও অনবরুদ্ধ হইয়া বাল্যক্রীড়ার ন্যায় অবলীলাক্রমে আমাদিগের সৈন্যকে অবজ্ঞা করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে আত্ম-বীর্য্য প্রদর্শন করত গমন করিতে লাগিলেন[২১-২২]। অন্যান্য সেনাগণ বলিতে লা-গিল, কৃষ্ণার্জ্জুনের বধ নিমিত্ত ত্বরাবান্ হও, কেন না উহারা সকল ধনুর্দ্ধারিগণের সাক্ষাতে আমাদিগের সৈনিক বীরগণকে অবজ্ঞা করিয়া জয়দ্রথ সমীপে গমন করিতেছে[২৩-২৪]। কেহ কেহ সংগ্রামে কৃষ্ণার্জ্জুনের অদৃষ্ট পূর্ব্ব মহৎ অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল[২৫], দুর্য্যোধনের দোষেই যে সমুদায় সেনা, ক্ষত্রিয়গণ এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিনষ্ট হইলেন, এবং সমস্ত পৃথিবী ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, তাহা রাজা বুঝিতে পারিতেছেন না, এই রূপ বলিয়া সেই সকল ক্ষত্রিয়েরা ত্রস্ত হইলেন[২৬-২৮], এবং অনেকে ইহাও কহিতে লাগিলেন, সিন্ধুরাজ যমালয়ে গমন করিলে যাহা কর্ত্তব্য, বৃথাদর্শী উপায়ানভিজ্ঞ দুর্য্যোধন এক্ষণেই তাহার অনুষ্ঠান করুন[২৮]।

তদনন্তর দিবাকর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন ক্ষুধা তৃষ্ণা শূন্য প্রহৃষ্ট অশ্ব দ্বারা সিন্ধুরাজের উদ্দেশে দ্রুতবেগে গমন করিলেন[২৯]। ক্রুদ্ধ অন্তক সদৃশ সর্ব্ব শস্ত্র-ধারি শ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জ্জুন গমন করিতে লাগিলে যোধগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না[৩০]। শত্রুতাপন পাণ্ডুনন্দন জয়-দ্রথের অভিমুখে গমনার্থে মৃগকুল নিহন্তা মৃগ রাজের ন্যায় কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত ও আলোড়িত করিতে লাগিলেন[৩১]। বসুদেব-পুত্র সৈন্য সাগর মধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক সত্বরে অশ্বচালন ও বক বর্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিলেন[৩২]। পবন সদৃশ বেগবান্ অশ্ব সকল

এমন দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল যে, অর্জ্জুন অগ্রে বাণ নিক্ষেপ করিলে তাহা পশ্চাৎ পতিত হয়[৭৩]। অনন্তর সমুদায় নরপতি ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ জয়দ্রথ বধাভিলাষী ধনঞ্জয়কে পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন[৭৪]। এইরূপে সৈন্য সকল অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন[৭৫]। তাঁহার মেঘ গর্জ্জন সদৃশ শব্দায়মান, বাতবেগোদ্ধূত পতাকা সমন্বিত, বানরাধিষ্ঠিত ধ্বজ সংযুক্ত ভয়ানক রথ নিরীক্ষণ করিয়াই অনেকে বিষণ্ণ হইতে লাগিল[৭৬]। তাঁহার গমন কালে দিবাকর সর্ব্ব প্রকারে ধূল-সমাচ্ছন্ন হইলে, যোদ্ধাগণ তাঁহার শরে প্রপীড়িত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না[৭৭]।

সৈন্য বিস্ময় প্রকরণে শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপ! বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সমতিক্রান্ত অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষ যোদ্ধাদিগের মজ্জা ভয়ে যেন স্রস্ত হইয়া গেল[১]; পরন্তু তাঁহারা সকলেই মহাত্মা ও লজ্জাশীল ছিলেন, সুতরাং প্রকৃতি প্রেরিত ও সংরব্ধ হইয়া স্থিরচিত্তে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন[২]। যাঁহারা সেই যুদ্ধে ক্রোধ ও অমর্ষ (অর্থাৎ চিরানুবন্ধঃ কোপঃ) পূর্ণ হইয়া অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা নদীর সাগর গমনের ন্যায় অদ্যাপি নিবৃত্ত হয়েন নাই[৩]। তদ্দর্শনে অনেক অসাধু ক্ষত্রিয় বেদ বিমুখ নাস্তিকের ন্যায় নরক গমনের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন[৩]। যে প্রকার চন্দ্র সূর্য্য রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হইয়া লোকের দৃষ্টিগোচর হন, সেই প্রকার সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণার্জ্জুন রথ সৈন্য

অতিক্রম-পূর্ব্বক বিমুক্ত হইয়া দৃষ্ট হইলেন[৫]। দেখিলাম, যেমন দুইটী মৎস্য বৃহৎ জাল বিদারণ করিয়া মুক্ত হয়, সেই প্রকার তাঁহারা দুই জন সেনজাল বিদারণ করিয়া মুক্ত হইলেন[৬]. যেমন প্রলয় কালের, দুই সূর্য্য উদয় হয়, সেই প্রকার সেই দুই মহাত্মা অতি দুর্ভেদ্য দ্রোণ সৈন্য ও শস্ত্র-সংবাধ হইতে বিমুক্ত হইলেন[৭]। সেই দুই মহাত্মা রথ সঙ্কট ও শস্ত্র সংবাধ হইতে শত্রুদিগকে বাধা প্রদান করিতে করিতে উত্তীর্ণ হইলেন[৮]। তাঁহারা অগ্নি সম স্পর্শ মকর মুখ হইতে উত্তীর্ণ মৎস্য দ্বয়ের ন্যায় শত্রু সংবাধা হইতে সমুত্তীর্ণ হইলেন এবং মকর কর্ত্তৃক সমুদ্রালোড়নের ন্যায় সেনালোড়ন করিতে লাগিলেন[৯]। যখন উহাঁরা দ্রোণ সৈন্য মধ্যে আপতিত হইয়াছিলেন, তখন আপনার পুত্রগণ ও অন্যান্য যোদ্ধাগণ মনে করিয়াছিলেন, ইহাঁরা দুই জন দ্রোণের হস্ত হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না[১০]; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা মহাতেজস্বী ঐ দুই মহাত্মাকে দ্রোণ সৈন্য হইতে উত্তীর্ণ অবলোকন করিয়া সিন্ধুরাজের জীবনের প্রতি সংশয় করিতে লাগিলেন[১১]। হে মহীপাল! আপনার পুত্রদিগেরও এই আশা বলবতী ছিল যে, দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার নিকট হইতে কৃষ্ণার্জ্জুন উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না[১২], কিন্তু সেই শত্রুতাপন দুইজন সেই আশা বিফল করিয়া দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মার দুস্তর সৈন্যমধ্য হইতে সমুত্তীর্ণ হইলেন[১৩]। পরন্তু তখন তাঁহারা তাঁহাদিগের দুই জনকে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় সৈন্যাতিক্রম করিতে অবলোকন করিয়া সিন্ধুরাজের জীবনে নিরাশ হইলেন[১০]।

মহারাজ! শত্রুভয়বর্দ্ধন কৃষ্ণার্জ্জুন অভীত হইয়া গমন করিতে করিতে জয়দ্রথ বধ বিষয়িনী মন্ত্রণা পরস্পর কহিতে লাগিলেন[১৫] "সেই সিন্ধুপতি, দুর্য্যোধন পক্ষীয় ছয় জন মহারথীর মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু সে আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলে কখন মুক্ত হইতে

পারিবেক না[১৬]। যদি দেবগণের সহিত দেবরাজও তাহাকে রক্ষা করেন, তথাপি আমরা সংহার করিব[১৭]।" মহাবাহু কৃষ্ণার্জ্জুন গমন করিতে করিতে সিন্ধুরাজকে দূর হইতে অবলোকন করিতে করিতে এই রূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, আপনার পুত্রেরা তাহা শ্রবণ করিলেন[১৮]। যেমন তৃষিত দুই গজ মরুভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক সলিল পান করিয়া আশ্বস্ত হইয়া গমন করে, সেই প্রকার তাঁহাদিগের দুই জনকে দৃষ্ট হইল[১৯], এবং যে প্রকার দুই বণিক্ ব্যাঘ্র-সিংহ-গজাকীর্ণ পর্ব্বতপথ সমতিক্রম করিয়া জরা-মরণ-হীন রূপে দৃষ্টিগোচর হয়, সেই রূপ তাঁহারা দুই জন দৃষ্টিগোচর হইলেন[২০]। আপনার পক্ষীয় সকলে তাঁহাদিগের উভয়ের মুখবর্ণ পূর্ব্বোক্ত দুর্গম্য পথ সমুত্তীর্ণ বণিকের ন্যায় প্রফুল্ল বিবেচনা করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সৈন্য-সংবাধ হইতে মুক্ত অবলোকন করিয়া সর্ব্ব দিক্ হইতে সাতিশয় চিৎকার করিতে লাগিলেন[২১]। মহারাজ! যেমন মনুষ্য সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়, সেই প্রকার সেই শত্রুদমন দুই পুরুষসিংহ প্রজ্বলিত অনল তুল্য সর্প-সদৃশ দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ এবং সাগর সদৃশ দ্রোণ সৈন্য হইতে ভাস্বত ভাস্করের ন্যায় প্রমুক্ত ও হর্ষযুক্ত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন[২২-২৩]। তাঁহারা দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা হইতে ক্ষত বিক্ষত ও মহৎ শস্ত্ররাশির আঘাত হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিলেন[২৪]। তাঁহারা দ্রোণের শাণিত শরনিকরে পরিব্যাপ্ত ও রুধিরাক্ত হইয়া কর্ণিকার পুষ্প শোভিত পর্ব্বত দ্বয়ের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন[২৫], এবং ক্ষত্রিয়-প্রধান-গণ-সলিল রাশিতে সম্পন্ন, শাক্ত সর্পে সমাকুল, লৌহ বাণ মকরে সমন্বিত দ্রোণ রূপ গ্রাহযুক্ত হ্রদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন[২৬]। যেমন চন্দ্র সূর্য্য তিমির হইতে মুক্ত হন, সেই প্রকার তাঁহারা গদা ও খড়্গ রূপ

বিদ্যুৎ-সম্পন্ন ধনুষ্টঙ্কার ও তল ধ্বনি বিশিষ্ট দ্রোণের অস্ত্ররূপ মেঘ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন[২৭]। সমুদায় প্রাণী দ্রোণের অসাধারণ অস্ত্র-বলে বিস্ময়াপন্ন ছিলেন, সুতরাং লোক-বিশ্রুতকীর্ত্তি মহাধনুর্দ্ধর কৃষ্ণার্জ্জুনকে তাহা হইতে সমুত্তীর্ণ অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে যেন মহা কুম্ভীর মকরাদি সমাকুল গ্রীষ্মান্তে পরিপূর্ণ সমুদ্রগামী সিন্ধু প্রভৃতি ছয় টি নদ হইতে বাহু দ্বারা সন্তরণ-পূর্ব্বক সমুত্তীর্ণ মনে করিলেন[২৮.২৯]। যে প্রকার, ব্যাঘ্র, কূপ-সমীপস্থ জলাধারে মৃগ অন্বেষণ করত অবস্থান করে, সেই রূপ সেই বীর দ্বয় সমীপস্থ জয়দ্রথের বিনাশ বাসনায় তাঁহারে অবলোকন করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৩০]। তখন তাঁহাদিগের মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া আপনকার পক্ষ যোধগণ জয়দ্রথকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন[৩১]। লোহিত-লোচন মহাবাহু কৃষ্ণার্জ্জুন যত্ন-পূর্ব্বক সিন্ধুরাজকে সন্দর্শন করিয়া হর্ষ সহকারে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[৩২]। রশ্মিহস্ত কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুনের প্রভা তৎকালে সূর্য্য ও অগ্নি সদৃশ হইয়াছিল[৩৩]। যেমন আমিষ অবলোকন করিয়া দুই শ্যেন পক্ষী হর্ষান্বিত হয়, এবং দ্রুতবেগে তাহার নিকট গমন করে, সেই প্রকার তাঁহারা দুই জন দ্রোণ সেনা হইতে মুক্ত হইয়া সমীপে সিন্ধুরাজকে অবলোকন করিয়া হর্ষাবিষ্ট হইলেন, এবং ক্রোধ সহকারে সহসা তাঁহার সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন[৩৪.৩৫]

হে প্রভো! অশ্বের সংস্কার কার্য্যে অভিজ্ঞ, দ্রোণ কর্ত্তৃক বদ্ধ কবচ পরাক্রমশীল আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণার্জ্জুনকে সৈন্যাতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সিন্ধুরাজের রক্ষার্থে একাকী রথারোহণে গমন করিলেন। তিনি মহাধনুর্দ্ধর কৃষ্ণার্জ্জুনকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপনীত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখাগত হইলে,

সমুদায় সৈন্য মধ্যে হর্ষ-সূচক নানা বিধ বাদ্য ধ্বনি ও শঙ্খ ধ্বনি মিশ্রিত বহুল সিংহনাদ হইতে লাগিল[৩৬-৪০] অনল তুল্য যাঁহারা সিন্ধুরাজের রক্ষক ছিলেন, তাঁহারা সমরে আপনার পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইলেন[৪১]। হে মহাপাল! কৃষ্ণ অনুগগণের সহিত দুর্য্যোধনকে সম্মুখাগত সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন[৪২]।

দুর্য্যোধনাগমনে একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বাসুদেব কহিলেন, ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সুযোধন আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখে সমাগত। অদ্য ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে মনে করিতেছি। পরন্তু উহার সদৃশ রথী আর কেহই নাই[১]। ঐ দুরাত্মা দূরপাতী, মহাধনুর্দ্ধর, অস্ত্র-বিদ্যাকুশল, যুদ্ধ-দুর্ম্মদ, দৃঢ়াস্ত্র, বিচিত্র যোদ্ধা এবং মহাবলবান্[২]। ঐ মহারথ অত্যন্ত সুখ-সংবর্দ্ধিত, মানী, সতত কৃতী ও পাণ্ডব দ্বেষী[৩]। আমি বিবেচনা করি, উহার সহিত তোমার যুদ্ধ করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে এই যুদ্ধ রূপ দ্যূতক্রীড়ায় জয় পরাজয়, তোমাদিগের উভয়ের আয়ত্ত[৪]। ঐ মহারথ পাণ্ডবদিগের কষ্টভোগের মূল, তুমি চির-সঞ্চিত ক্রোধ বিষ উহার প্রতি পরিত্যাগ কর[৫]। ও যখন তোমার শরক্ষেপ স্থলে আগমন করিয়াছে, তখন তুমি আপনার সফলতা বিবেচনা কর। কোন রাজা রাজ্যার্থী হইয়া কি তোমার সহিত সমরে সঙ্গত হইতে পারে[৬]। ধনঞ্জয়! সৌভাগ্য ক্রমেই ঐ পাপাত্মা তোমার বাণ গোচরে উপনীত হইয়াছে, অতএব যাহাতে ও জীবন পরিত্যাগ করে, তাহার বিধান কর[৭]। ঐ দুরাত্মা ঐশ্বর্য্যমদে মোহিত হইয়া যেমন দুঃখানুভব করে নাই, সেই প্রকার সংগ্রামে তোমার বলবীর্য্যও অবগত নহে[৮]। পার্থ!

মনুষ্য সুর ও অসুরগণের সহিত ত্রিভুবন একত্র হইয়াও তোমাকে সমরে পরাজয় করিতে উৎসাহী হইতে পারে না, এমত স্থলে এক সুযোধন তোমার কি করিবে[৯]? যখন সৌভাগ্য বশত দুর্য্যোধন তোমার রথ-সমীপে আগমন করিয়াছে তখন পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তুমি ইহাকে সংহার কর[১০]। হে বিশুদ্ধাত্মন্! ঐ পরাক্রমশীল দুর্য্যোধন তোমার অনর্থ নিমিত্ত চিরকাল যত্ন করিয়াছে। ঐ পাপাত্মা ধর্ম্মরাজকে ছলক্রমে পাশক্রীড়ায় বঞ্চনা করিয়াছে এবং তোমাদিগের কোন অপরাধ না থাকাতেও তোমাদিগের প্রতি সর্ব্বদা বহুল নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছে[১১.১২]; অতএব হে পার্থ! ঐ নীচাশয় ক্ষুদ্রবুদ্ধি সতত নিষ্ঠুর যথেষ্টাচারাকে তুমি সংগ্রামে বিশেষ রূপে মনোযোগী হইয়া কোন বিচার না করিয়াই সংহার কর[১৩]। ঐ দুরাত্মা কর্ত্তৃক ছল দ্বারা তোমাদিগের রাজ্যহরণ, বনবাসে প্রেরণ এবং দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ মনে করিয়া তুমি পরাক্রম প্রকাশ কর[১৪]। ঐ পাপাত্মা সৌভাগ্যক্রমেই তোমার বাণ গোচরে আগমন করিয়াছে; সৌভাগ্যক্রমেই তোমার কার্য্য (অর্থাৎ জয়দ্রথ বধ রূপ কার্য্য) বিঘ্ন নিমিত্তে তোমার সম্মুখে সমাগত হইয়াছে[১৫], এবং সৌভাগ্যক্রমেই তোমার সহিত যুদ্ধ কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে। আমরা যে কামনার অভিলাষ করি নাই, সৌভাগ্যক্রমেই সেই কামনা অদ্য সফল হইল[১৬]; অতএব হে পার্থ! যেমন পূর্ব্ব কালে দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্র জম্ভাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তুমি ঐ কুলাধম দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট কর[১৭]; ঐ দুরাত্মা বিনষ্ট হইলে উহার সৈন্য সকল অনাথ হইবে, সুতরাং উহাদিগকে অনায়াসে নিহত করিবে। ঐ পাপাত্মা দুরাত্মাদিগের মূল, উহাকে ছেদন কর, এই বৈরানলের শান্তি হউক[১৮]।

সঞ্জয় কহিলেন, কৃষ্ণ ঐ রূপ কহিলে, অর্জ্জুন তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, এই কার্য্য আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি অন্য সকলকে অবজ্ঞা করিয়া যে স্থানে সুযোধন অবস্থিতি করিতেছে সেই স্থানে গমন কর[১৯]। যে আমাদিগের রাজ্য নিষ্কণ্টক রূপে দীর্ঘকাল ভোগ করিয়াছে, যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমি কি তাহার মস্তক ছেদন করিতে পারিব[২০]। মাধব! যে ক্লেশের অযোগ্যা কৃষ্ণার কেশাকর্ষণ করিয়া ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, আমি কি তাহার পরিশোধ দিতে পারিব[২১]! তাঁহারা উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে হর্ষ সহকারে রাজা দুর্য্যোধনকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে রণস্থলে শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রবর চালনা করিলেন[২২]। আপনার পুত্র, কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকটস্থ হইয়া মহৎ ভয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভয় করিলেন না[২৩]। মহারাজ! তিনি যে নির্ভয়ে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি যুদ্ধে প্রত্যুদ্গত হইলেন, তাহাতে সমুদায় ক্ষত্রিয়েরা তাঁহার সেই কর্ম্মের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন[২৪]। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধাসক্ত অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষীয় সমস্ত সৈন্য মধ্যে মহাশব্দ হইতে লাগিল[২৫] সেই সমুত্থিত ভীষণ জনরব সময়ে আপনার পুত্র, বিপক্ষ অর্জ্জুনের উদ্দেশ্য ভঙ্গ নিমিত্ত নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[২৬]। অর্জ্জুন, আপনার পুত্র কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, শত্রুতাপন দুর্য্যোধনও তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন[২৭] তাঁহাদিগের উভয়ের পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও ভীষণাকার অবলোকন করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে রাজগণ তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন[২৮]। অনন্তর আপনার পুত্র অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন[২৯]। অনন্তর কৃষ্ণার্জ্জুনও হর্ষান্বিত হইয়া মহাসিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বনি করিলেন[৩০]। তাঁহাদিগকে হর্ষান্বিত

সন্দর্শন করিয়া সমুদায় কৌরবগণ আপনার পুত্রের জীবনে নিরাশ হইলেন[৩১], এবং অনেকে আপনার পুত্রকে অনল মুখ মধ্যে আহুত মনে করিয়া শোকাকুল হইলেন[৩২]। আপনার পক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধা কৃষ্ণার্জ্জুনকে হর্ষাবিষ্ট অবলোকন করিয়া ভয়ার্দ্দিত হইয়া "রাজা হত হইলেন, রাজা হত হইলেন" বলিয়া শব্দ করিতে লাগিল[৩৩]। জয়াপেক্ষী রাজা দুর্য্যোধন ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ভীত হইও না, আমি কৃষ্ণার্জ্জুনকে যম সদনে প্রেরণ করিব, এই কথা সৈনিকদিগকে বলিয়া ক্রোধ বশত অর্জ্জুনকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন[৩৪-৩৫], অর্জ্জুন! তুমি দিব্য ও মানুষ যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, যদি তুমি পাণ্ডু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, তবে তাহা আমার নিকট শীঘ্র প্রকাশ কর[৩৬]। তোমার এবং কেশবের যে বল বীর্য্য থাকে, তাহা আমার প্রতি শীঘ্র প্রয়োগ কর, তোমার কি পর্য্যন্ত পৌরুষ, তাহা আমি দর্শন করিব[৩৭]। তুমি প্রভুর নিকট হইতে সৎকার প্রাপ্তির যোগ্য কর্ম্ম সকল করিয়াছ লোকে বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহা আমার সাক্ষাতে কর নাই, অতএব তাহা এক্ষণে আমার নিকট প্রকাশ কর[৩৮]।

দুর্য্যোধন দম্ভবাক্যে দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া অতি বেগে মর্ম্মভেদী তিন বাণে অর্জ্জুনকে, চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে এবং দশ বাণে কৃষ্ণের হৃদয়ে আঘাত করিলেন, তৎ পরেই এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা কৃষ্ণের করস্থ প্রতোদ ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন[১-২]। অর্জ্জুন অব্যগ্র চিত্তে সত্বর হইয়া শিলা শাণিত চিত্রপুঙ্খ চতুর্দ্দশ শর দুর্য্যোধনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু তাহা

দুর্য্যোধনের বর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইল[৩]। ঐ চতুর্দ্দশ বাণ বিফল হইল অবলোকন করিয়া অর্জ্জুন পুনর্ব্বার চতুর্দ্দশ বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে তাহাও তাঁহার বর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইল[৪]। সেই অষ্টাবিংশতি বাণ ব্যর্থ হইল সন্দর্শন করিয়া পরবীরহন্তা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন[৫], পার্থ! যাহা পূর্ব্বে কখন অবলোকন করি নাই, তাহা যে অদ্য অবলোকন করিতেছি! তুমি যে সকল বাণ দুর্য্যোধনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, তাহা প্রস্তরাঘাতের ন্যায় নিরর্থক হইল[৬]। পূর্ব্ববৎ কি তোমার গাণ্ডীবের বল নাই? তোমার মুষ্টি বা হস্ত বল কি বিনষ্ট হইয়াছে? অদ্যকার এই সমুপস্থিত সময় দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু ইহা তোমার বা শত্রুর পক্ষে বিফল হইবে না তো? ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার নিকট কীর্ত্তন কর[৭-৮] দুর্য্যোধনের প্রতি নিপতিত তোমার শর ব্যর্থ দর্শন করিয়া আমি মহাবিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি[৯]। পার্থ! অদ্য এ কি বিড়ম্বনা, তোমার অশনি সদৃশ যে সকল শর শত্রু শরীর বিদারণ করিয়া থাকে, তাহা অদ্য নিরর্থক হইল[১০]।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমার বোধ হয়, দ্রোণ উহারে কবচ ধারণ করাইয়া দিয়াছেন, ঐ কবচ অস্ত্রের অভেদ্য; ত্রিলোক একত্র হইলেও উহার নিকট অন্তর্হিত হয়। উহা এক দ্রোণই অবগত আছেন, আর আমি ঐ দ্বিজসত্তমের নিকট হইতে অবগত হইয়াছি[১১-১২] ঐ কবচ বাণ দ্বারা কোন প্রকারে ভেদিত হইবার নহে, স্বয়ং ইন্দ্রও বজ্র দ্বারা উহা ভেদ করিতে পারেন না[১৩]। কৃষ্ণ! তুমি ইহা জ্ঞাত থাকিয়াও কি কারণে আমাকে মোহিত করিতেছ? ত্রিভুবন মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যাহা কিছু, সকলই তোমার যে বিদিত আছে, হে মধুসূদন! ইহা যেমন আমি জানি, এরূপ অপর কেহ জানে না[১৪-১৫]। মাধব! দ্রোণ ঐ দুর্য্যোধনকে কবচ বন্ধন

করিয়া দেওয়াতে দুরাত্মা দুর্য্যোধন কবচধারী হইয়া নির্ভয়ে রণ-স্থলে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু এই কবচ বিষয়ে যে কার্য্যের বিধান করিতে হয়, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত নহে; কেবল স্ত্রীলোকের ন্যায় উহা ধারণ করিয়াছে[১৬-১৭]। অতএব তুমি আমার ধনুর্বল ও বাহু বীর্য্য অবলোকন করিবে, ঐ কুরুরাজ কবচ-রক্ষিত থাকিলেও আমি উহাকে পরাজয় করিব[১৮]। দেবেশ্বর মহেশ্বর ঐ ভাস্বর কবচ অঙ্গিরাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বৃহস্পতি উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে পুরন্দর বৃহস্পতির নিকট হইতে উহা লাভ করেন[১৯]। অনন্তর ইন্দ্র ঐ বর্ম্ম উপকরণের সহিত আমাকে উপদেশ করেন। ঐ বর্ম্ম দৈব-নির্ম্মিত হউক বা ব্রহ্মা স্বয়ং উহার সৃষ্টি করিয়া থাকুন, কিন্তু আজি আমি দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনকে বাণ দ্বারা নিহত করিব, ঐ কবচ উহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া কতকগুলি বাণ অভি-মন্ত্রিত করিয়া শরাসনে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন[২০.২১]। সেই সকল বাণ অর্জ্জুন আকর্ষণ করিবার সময়ে উহা ধনুকের মধ্যগত থাকিতে থাকিতেই অশ্বত্থামা সর্ব্বাস্ত্রঘাতী তীক্ষ্ণাবরণ ভেদী সেই মানবাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দুর হইতে নিকৃত্ত অবলোকন করিয়া অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, জনার্দ্দন! এই অস্ত্র আমি দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করিতে পারিব না, করিলে উহা আমাকে ও আমার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে পারে। মহারাজ! তদনন্তর দুর্য্যোধন নতপর্ব্ব আশীবিষ তুল্য নব সঙ্খ্য বাণে কৃষ্ণার্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার শর বর্ষণে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন[২২-২৬]। আপনার পক্ষ গণ দুর্য্যোধনকে মহৎ শরবর্ষণ করিতে সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইয়া বাদ্য ধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিল[২৭]। তদনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

সৃক্ক লেহন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের অঙ্গে এমত স্থান অবলোকন করিলেন না যে, তাহা বর্ম্ম-রক্ষিত হয় নাই[২৮]। তৎ পরে অন্তক-সদৃশ সুশাণিত সুমুক্ত কতিপয় বাণ দ্বারা তাঁহার অশ্ব, পৃষ্ঠরক্ষক, সারথি, বিচিত্র শরাসন ও শরমুষ্টি বিনষ্ট করিলেন। পরে তাঁহার রথ খণ্ড খণ্ড করিবার উপক্রম করিলেন, তৎ পরে তাঁহাকে রথ বিচ্যুত করিয়া তীক্ষ্ণ দুই বাণ তাঁহার দুই হস্ততলে নিক্ষেপ করিলেন[২৯-৩১]। কুন্তিনন্দন ধনঞ্জয় যত্ন সহকারে মর্ম্মভেদী বাণ দ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলে, দুর্য্যোধন বেদনা ভিভূত হইয়া পলায়ন করিলেন[৩২]। মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনকে ধনঞ্জয় শরে পীড়িত ও কৃচ্ছ্র আপদ্‌গ্রস্ত অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষ যোধগণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ক্রোধাবিষ্ট বহু সহস্র সজ্জিত রথী, কুঞ্জরারোহী, অশ্বারোহ ও পদাতি সমূহ দ্বারা ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া অস্ত্র সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৩৩-৩৪]। সেই মহৎ অস্ত্র বর্ষণে ও সৈন্য সমূহে সমাবৃত হইয়া কি কৃষ্ণ কি অর্জ্জুন কি তাঁহার রথ, কিছুই দৃষ্ট হইল না[৩৫]। অনন্তর অর্জ্জুন অস্ত্র বর্ষণ করিয়া সেই সমস্ত সেনা নিহত করিতে লাগিলেন। তাহাতে শত শত রথী ও গজারোহী হতাঙ্গ হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল[৩৬]। তাহাদিগের মধ্যে কেহ, কেহ নিহত হইয়াছে এবং কেহ কেহ নিহত হইতেছে, এমন অবস্থায়ও তাহারা অর্জ্জুনের রথের প্রতি আঘাত করিতে লাগিল; তাহাতে অর্জ্জুনের রথ ক্রোশমাত্র স্থানে চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল[৩৭]।

তদনন্তর বৃষ্ণিকুল বীর কৃষ্ণ ত্বরিত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, অর্জ্জুন! তুমি শরাসন বিস্ফারণ কর, আমি শঙ্খ ধ্বনি করি[৩৮]। পরে অর্জ্জুন বল-পূর্ব্বক গাণ্ডীব বিস্ফারণ করত মহা বাণ বর্ষণ করিয়া এবং তল শব্দ দ্বারা শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন[৩৯], এবং বল-

বান্ বাসুদেব ও অতি বল-পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেশবের চক্ষুর্লোম ধূলি-বিধ্বস্ত ও মুখ অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল[৪০]। তাঁহার শঙ্খ ধ্বনি ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধ্বনি শ্রবণে দুর্ব্বল সবল জন সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল[৪১], অনন্তর যেমন মেঘ বায়ু চালিত হইয়া প্রকাশ পায় সেই প্রকার অর্জ্জুনের রথ সেই সকল সৈন্য সংবাধ হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইল। তাহা অবলোকন করিয়া জয়দ্রথের রক্ষক সকল স্ব স্ব অনুগ যোদ্ধাগণের সহিত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন[৪২] জয়দ্রথ-রক্ষক সেই সকল মহারথী সহসা অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া বসুন্ধরা কম্পিতা করিয়া মহা শব্দ করিতে লাগিলেন[৪৩]। সেই মহাত্মা গণ বাণ নিক্ষেপের উগ্র শব্দ শঙ্খ ধ্বনিতে বিমিশ্রিত করিয়া মহাসিংহনাদ প্রাদুর্ভূত করিলেন[৪৪]। কৃষ্ণার্জ্জুনও সেই সকল যোদ্ধাদিগের সমুত্থিত ভয়ঙ্কর নিনাদ শ্রবণ করিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন[৪৫]। মহারাজ! তৎকালে সেই সকল নিদারুণ মহাশব্দে শৈল, সমুদ্র, দ্বীপ ও পাতালের সহিত বসুন্ধরা পরিপূর্ণা হইল, এবং কুরু পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে দশ দিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইল[৪৬-৪৭]। আপনার পক্ষ মহারথীগণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া অতিশয় ভয়াবিষ্ট ও ত্বরান্বিত হইলেন[৪৮]। অনন্তর তাঁহারা মহাভাগ কৃষ্ণার্জ্জুনকে বদ্ধবর্ম্মা ও সংক্রুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৪৯]।

দুর্য্যোধন পরাজয়ে ত্র্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার পক্ষীয় যোদ্ধা গণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে সন্দর্শন করিয়া জিঘাংসা-পরবশ হইয়া অগ্রে সত্বর হইলেন, এবং অর্জ্জুনও

সেই রূপ তাঁহাদিগের উপর জিঘাংসা পরবশ হইয়া সত্বর হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মদ্ররাজ ও অশ্বত্থামা, এই আট জন রথিপ্রবর সুবর্ণ-চিত্রিত ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-সজ্জিত শব্দ বিশিষ্ট উত্তম উত্তম রথ ও ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ সদৃশ বিপুল শব্দশীল স্বর্ণপৃষ্ঠ সুদৃশ্য শরাসন সকলের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অনলের ন্যায় সমস্ত দিক্ প্রদীপ্ত করিয়া হেমচন্দ্রালঙ্কৃত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-কল্পিত বেগশীল অশ্ব সকল দ্বারা যেন আকাশ পান করত চতুর্দ্দিকে শোভমান হইলেন[১৫]। বদ্ধবর্ম্মা ও অতি সংক্রুদ্ধ সেই সকল মহারথী মহামেঘ গর্জ্জন সদৃশ শব্দশীল রথে আরোহন করিয়া নিশিত শর নিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সমস্ত দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন[৬]। কুলূত দেশ সম্ভূত দ্রুতগামী বিচিত্র অশ্ব সকল সেই মহারথদিগকে বহন করত দশ দিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া শোভমান হইল[৭]। কৌরব পক্ষীয় প্রধান প্রধান যোধগণ পর্ব্বত, নদী ও সিন্ধু দেশীয় ও অন্যান্য নানা দেশীয় মহাবেগশীল উত্তম উত্তম তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া আপনার পুত্রকে রক্ষা করিবার অভিলাষে যে চতুর্দ্দিক হইতে সত্বরে ধনঞ্জয়ের রথ পরিবেষ্টন করিলেন[৮.৯]। সেই পুরুষসত্তমগণ স্ব স্ব মহা শঙ্খ ধ্বনি করিয়া সসাগরা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিলেন, এবং কৃষ্ণার্জ্জুনও স্ব স্ব শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ সমুদায় প্রাণীর শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহাদিগের শঙ্খ ও সমুদায় শঙ্খের শ্রেষ্ঠ[১০.১১]; অর্জ্জুনের দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনিতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমস্ত দিক্ সমাবৃত হইল, এবং কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি সমুদায় শব্দ অতিক্রম করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পরিপূর্ণ করিল। শূরদিগের হর্ষবর্দ্ধন ও ভীরুদিগের ত্রাস-জনক সেই নিদারুণ শঙ্খ, নিনাদ সময়ে বহু সংখ্য ভেরী, ঝর্ঝর, আনক ও মৃদঙ্গ বাদ্য হইতে লাগিল।

দুর্য্যোধন-হিতৈষী আপনার সৈন্য-রক্ষাকারী নানা দেশীয় মহী-

পাল বিখ্যাত বিখ্যাত মহাধনুর্দ্ধর মহারথী বীরগণের সেই শঙ্খ ধ্বনি অসহ্য হইল[১২.১৭]। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের কার্য্যের প্রতীকার করিবেন মনে করিয়া উচ্চৈঃ শব্দে শঙ্খ ধ্বনি করিলেন[১৮]। হে প্রভু! আপনার সৈন্য মধ্যে নর, নাগ ও অশ্ব সমস্ত সেই শঙ্খ ধ্বনি দ্বারা উদ্বেগাপন্ন ও অস্বস্থের ন্যায় হইল[১৯]। যেমন নির্ঘাত শব্দে আকাশ নিনাদিত হয়, সেই প্রকার আপনার সৈন্য শঙ্খ সমুহের তুমুল ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল[২০]। সেই অতি মহান শব্দ প্রলয় কালীন বিস্তৃত শব্দের ন্যায় সমস্ত দিক্ প্রতি ধ্বনিত করিয়া সেই সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করিল[২১]।

মহারাজ! তৎ পরে দুর্য্যোধন এবং পূর্ব্বোক্ত মহারথ আটজন মহারথী জয়দ্রথের রক্ষার্থ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[২২]। অশ্বত্থামা ত্রিসপ্ততি শরে কৃষ্ণকে, তিন ভল্লে অর্জ্জুনকে এবং পঞ্চ ভল্লে অর্জ্জুনের ধ্বজ ও চতুষ্টয়কে প্রহার করিলেন[২৩]। জনার্দ্দন প্রতিবিদ্ধ হইলে অর্জ্জুন অতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া ছয় শত বাণ অশ্বত্থামার উপর নিক্ষেপ করিয়া কর্ণকে দশ ও বৃষসেনকে তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন, এবং শল্যের মুষ্টিস্থলে শর সহিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন[২৪-২৫]। শল্য অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং ভুরিশ্রবা শিলা শাণিত হেমপুঙ্খ তিন বাণ, কর্ণ দ্বাত্রিংশৎ, বৃষসেন পাঁচ, জয়দ্রথ ত্রিসপ্ততি, কৃপ দশ এবং মদ্ররাজও দশ বাণ অর্জ্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। পরে অশ্বত্থামা ষষ্টি শর অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণকে সপ্ততি বাণ প্রহার-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অর্জ্জুনকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। নরসিংহ কৃষ্ণ সারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন হাস্য করিয়া স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণকে দ্বাদশ ও বৃষসেনকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া শল্যের

সশর শরাসন মুষ্টিস্থলে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে ভূরিশ্রবাকে তিন, পুনর্ব্বার শল্যকে দশ, অশ্বত্থামাকে অগ্নি-শিখাকর শাণিত আট, কৃপকে পঞ্চবিংশতি, সিন্ধুরাজকে এক সত, এবং পুনর্ব্বার অশ্বত্থামাকে সপ্ততি সংখ্য শরে প্রহার করিলেন। পরন্তু ভূরিশ্রবা সংক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের অশ্বরশ্মি ছেদন করিয়া অর্জ্জুনকে ত্রিসপ্ততি শরে আহত করিলেন। তদনন্তর শ্বেতবাহন অর্জুন সংক্রুদ্ধ হইয়া, যেমন মহাবায়ু মেঘ সকলকে নিবারিত করে, সেই প্রকার শত শত তীক্ষ্ণ শরে তাঁহাদিগের সকলকে নিবারিত করিলেন[২৬-৩৮]

সঙ্কুল যুদ্ধে চতুরধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাণ্ডব পক্ষীয় ও অস্মৎ পক্ষীয় সেই বিবিধাকার অসামান্য শোভা সম্পন্ন যাহার যে প্রকার ধ্বজ সকল ছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।[১]

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সেই মহাত্মাদিগের নানা প্রকার ধ্বজ ছিল; সেই সকল ধ্বজের নাম, রূপ ও বর্ণক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন[২]। সেই সকল প্রধান প্রধান রথীদিগের রথে নানাবিধ ধ্বজ সকল প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[৩]। চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণ পতাকায় সংবৃত, নানা বর্ণ, বহু বিধ, পরম শোভমান, কাঞ্চনমালা ও কাঞ্চন-শিরোভূষণে অলঙ্কৃত কাঞ্চন ময় সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ সকল কাঞ্চন ময় মহাগিরি শিখরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই সকল পতাকা পবন্-সমীরিত হইয়া, রঙ্গ-ভূমিতে নৃত্যমান নর্ত্তকীগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রথীদিগের ইন্দ্রধনুর ন্যায় দীপ্যমান সেই সকল পতাকা পুনঃপুনঃ প্রকম্পিত হইয়া উত্তম উত্তম রথ সকল সুশোভিত করিতে লাগিল।

মহারাজ! দেখিলাম, ধনঞ্জয়ের রথে উগ্রমুখ সিংহ-লাঙ্গুল-বিশিষ্ট ভীষণ রূপ বানর ধ্বজ রহিয়াছে। ঐ বানর ধ্বজ পতাকায় সমলঙ্কৃত হইয়া সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করিতে লাগিল। অশ্বত্থামার রথে বাল সূর্য্য প্রতিম, সিংহলাঙ্গুলাকার, কাঞ্চন ময়, ইন্দ্রধ্বজ তুল্য প্রভা-সম্পন্ন, সমুচ্ছ্রিত, পবন,-কম্পিত ধ্বজাগ্র ভাগ কৌরবরাজের আনন্দোৎপাদন করিতে লাগিল। অধিরথ-পুত্র কর্ণের রথে কাঞ্চন ময় হস্তিকক্ষা-চিহ্নিত, পতাকা ও মাল্য শোভিত সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ আকাশ পরিপূর্ণ করত বায়ু বিকম্পিত হইয়া যেন নৃত্য করিতেছে। পাণ্ডব-গণের আচার্য্য যশস্বী ব্রাহ্মণ গৌতমতনয় কৃপের রথে সমলঙ্কৃত বৃষ চিহ্নিত ধ্বজ শোভা পাইতে লাগিল। যেমন ত্রিপুরারি মহাদেবের রথ, বিরাজিত বৃষ দ্বারা শোভমান হয়, সেই প্রকার কৃপাচার্য্যের মহা রথ বৃষচিহ্নিত ধ্বজ দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। বৃষসেনের রথে নানাবিধ রত্ন শোভিত কাঞ্চন ময় ময়ূর ধ্বজ ছিল[৪-১৬]। সেই ময়ূর সেনাগ্রভাগ সুশোভিত করিয়া যেন কোন কথা বলিতে সমুদ্যত হইয়াছে এই রূপে শোভা পাইতে লাগিল। যেমন বিরাজিত ময়ূর দ্বারা কার্ত্তিকেয়, দেব প্রতিভাত হন, সেই প্রকার বৃষসেন সেই ময়ূর ধ্বজ দ্বারা শোভমান হইলেন। মদ্ররাজ শল্যের রথ ধ্বজের অগ্রভাগে অগ্নি-শিখাকার অনুপম শোভান্বিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত লাঙ্গল-রেখা চিহ্ন নয়ন গোচর হইল। যেমন ক্ষেত্র মধ্যে লাঙ্গল-কর্ষিত স্থল সর্ব্ববিধ বীজাঙ্কুরে শোভমান হয়, সেই প্রকার সেই সুচিত্রিত শ্রীসম্পন্ন লাঙ্গল-রেখা প্রতিভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের রথ-ধ্বজের অগ্র ভাগে রজত ময়, লোহিত সূর্য্যপ্রভ স্বর্ণজালে সমলঙ্কৃত বরাহ চিহ্ন বিরাজমান ছিল। রাজা জয়দ্রথ সেই রজতময় ধ্বজ দ্বারা, পূর্ব্ব কালীন দেবাসুর যুদ্ধে শোভমান সূর্য্যের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। যজ্ঞশীল ধীমান্ সোমদত্ত-নন্দনের সূর্য্যপ্রভ রথ-

ধ্বজ যূপ-চিহ্নিত ছিল। সেই যূপধ্বজে কল্পিত চন্দ্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেমন রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমুচ্ছ্রিত যূপ বিরাজিত হয়, সেই প্রকার তাঁহার কাঞ্চন ময় যূপ-ধ্বজ বিরাজমান অবলোকন করিলাম। রাজা শলের রজতময় মহা হস্তী চিহ্নিত রথ-ধ্বজ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গ ময়ূর সকল দ্বারা উপশোভিত ছিল। স্বর্ণ চিত্রিত ময়ূরাঙ্গে উপশোভিত সেই হস্তি চিহ্নিত ধ্বজ আপনার সৈন্য সকলকে সুশোভিত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল[২৪-২৫] যে প্রকার শ্বেত মহানাগ দেবরাজের সৈন্য শোভা করে, সেই প্রকার আপনার পুত্র কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের উত্তম রথের ধ্বজে কাঞ্চন সংবৃত, শত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ধ্বনিত চিত্রিত রত্নময় নাগ, সৈন্যগণকে সুশোভিত করিতে লাগিল। কুরু-প্রধান আপনার পুত্র ঐ শ্বেত নাগ চিহ্নিত মহা ধ্বজ দ্বারা সাতিশয় শোভমান হইলেন। মহারাজ! সেই সংগ্রামে আপনার সৈন্য মধ্যে অশ্বত্থামা প্রভৃতি উক্ত নয় জন যোদ্ধার সিংহলাঙ্গুলাদি চিহ্নিত নব বিধ মহাধ্বজ, সমুচ্ছ্রিত হইয়া যুগান্ত কালীন আদিত্যের ন্যায় আপনার সৈন্য দিগকে সমুজ্জ্বল করিতেছিল। কিন্তু অর্জ্জুনের রথ-ধ্বজে এক মাত্র যে মহাকপি ছিল, তাহাতেই অর্জ্জুন বহ্নিপ্রদীপ্ত হিমবান পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

তদনন্তর শত্রুতাপন সেই মহারথেরা অর্জ্জুন নিমিত্ত বিচিত্র শুভ্র মহৎ শরাসন শীঘ্র গ্রহণ করিলেন, এবং দিব্যকর্ম্মা পার্থও শত্রুবিনাশন গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! এই সমস্ত কার্য্য আপনার দুর্মন্ত্রণা প্রযুক্তই সংঘটিত হইয়াছে, এবং আপনার দোষেই রাজগণ নানা দিক্ দেশ হইতে গমন করিয়া অশ্ব, হস্তী ও রথের সহিত বিনষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি সেই সকল যোদ্ধা এবং দিব্যকর্ম্মা অর্জ্জুন ইহাঁরা পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শত্রুতাপন কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, কৃষ্ণ যাঁহার সারথ্য করিতেছেন, তিনি

সমরে এই পরমাদ্ভুত কার্য্য করিলেন যে, একাকী বহু মহারথীর সহিত নির্ভীক হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই মহাবাহু সেই সকল নরেন্দ্র ও জয়দ্রথের জিঘাংসু হইয়া গাণ্ডীব নিক্ষেপ করত রণ স্থলে সুশোভিত হইলেন। তিনি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া আপনার সেই সকল যোদ্ধাদিগকে অদৃশ্য করিলেন। অনন্তর তাঁ-হারাও চতুর্দ্দিক্ হইতে শর সমূহে অর্জ্জুনকে অদৃশ্য করিলেন। তাঁহারা শর নিকরে অর্জ্জুনকে সমাবৃত করিলে সৈন্য মধ্যে মহা সমুদ্ভূত শব্দ হইতে লাগিল[২৬-৩০]।

রথধ্বজ বর্ণনে পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়, ধনঞ্জয় জয়দ্রথের সমীপে সমাগত হইলে দ্রোণ কর্তৃক সংরুদ্ধ পাঞ্চালগণ কুরুদিগের সহিত কি রূপ যুদ্ধ করিয়াছিল[১]?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অপরাহ্ণ সময়ে পাঞ্চালদিগের সহিত কুরুদিগের যে লোমহর্ষণকর তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা যেন দ্রোণকে লইয়া দ্যূত-ক্রীড়া হইতে লাগিল, অর্থাৎ দ্রোণাচার্য্য পণ স্বরূপ হইলেন[২]; পাঞ্চালেরা দ্রোণ বধ করিবার বাসনায় হৃষ্ট চিত্ত হইয়া গর্জ্জন-পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কৌরবেরাও দ্রো-ণের রক্ষা মানসে শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের দেবা-সুরগণের যুদ্ধ তুল্য অতিতুমুল ঘোরতর অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লা-গিল[৩-৪]। পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালগণ দ্রোণের রথ সমীপস্থ হইয়া তাঁহার সৈন্য ভেদ করিবার মানসে মহাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন[৫]। রথী সকল রথারূঢ় হইয়া মধ্যম বেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক দ্রোণের রথ পর্য্যন্ত সৈন্যদিগকে প্রকম্পিত করত অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৬]। কেকয়দিগের মহারথ বৃহৎক্ষেত্র দ্রোণের প্রতি ইন্দ্রের

অসনিসন্নিভ শাণিত শর বপন করত আক্রমণ করিলেন[৭]। মহাযশা ক্ষেমধূর্ত্তি সত্বর হইয়া শত শত সহস্র সহস্র বাণ বিমোচন করত বৃহৎক্ষত্রকে আক্রমণ করিলেন[৮]। মহেন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার চেদি শ্রেষ্ঠ অতি বলবান্ ধৃষ্টকেতু ত্বরা সহকারে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন[৯]। তাঁহাকে ব্যাদিতানন অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে অবলোকন করিয়া মহাধনুর্দ্ধর বীরধন্বা সত্বর হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন[১০]। তদনন্তর বীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য জয়াভিলাষে অবস্থিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ও তাঁহার সৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[১১]। আপনার পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ যুদ্ধ বিশারদ মহাবল পরাক্রমশীল নকুলকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন[১২]। শত্রুতাপন দুর্ম্মুখ, সহদেবকে সমাগত অবলোকন করিয়া সহস্র সহস্র শর তাঁহার প্রতি বিকীরণ করিতে লাগিলেন[১৩]। ব্যাঘ্রদত্ত, নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে মুহুর্ম্মুহুঃ প্রকম্পিত করত সুশাণিত তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১৪]। রথিপ্রধান সোমদত্ত-নন্দন শল সংরব্ধ হইয়া প্রবল বাণ নিক্ষেপকারী নরব্যাঘ্র দ্রৌপদী-পুত্রদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন[১৫]। মহারথী ঋষ শৃঙ্গ-নন্দন অলম্বুষ ভীষণ রূপ ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল[১৬]। যেমন পূর্ব্ব কালে রাম রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার সেই নর রাক্ষস দুই জনের সংগ্রাম হইতে লাগিল[১৭]।

হে ভরত শ্রেষ্ঠ! তদনন্তর যুধিষ্ঠির নতপর্ব্ব নবতি সংখ্য বাণে দ্রোণের সর্ব্ব মর্ম্ম স্থলে আঘাত করিলেন[১৮]। আচার্য্য দ্রোণও যশস্বী যুধিষ্ঠির কর্তৃক রোষিত হইয়া পঞ্চ বিংশতি বাণে যুধিষ্ঠিরের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে আঘাত করিলেন[১৯], এবং পুনর্ব্বার সর্ব্ব যোদ্ধার সাক্ষাতে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব সারথি ও ধ্বজের প্রতি এবং তাঁহার প্রতিও

বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন[২০]। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির হস্তলাঘব প্রদর্শন করত দ্রোণ নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ নিবারণ করিলেন[২১]। অনন্তর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের শরাসন সহসা ছেদন করিলেন[২২], এবং তাঁহার ধনুক ছিন্ন হইলে তাহার পরেই ত্বরাযুক্ত হইয়া সহস্র সহস্র শরে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন[২৩]। প্রাণী সকল যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণের শরে অদৃশ্য অবলোকন করিয়া মনে করিলেন, যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই হত হইলেন[২৪]। হে রাজেন্দ্র! কেহ কেহ মনে করিল, যুধিষ্ঠির রণে পরাঙ্মুখ হইলেন। কেহ কেহ মনে করিল, যশস্বী ব্রাহ্মণ এই বার রাজাকে হরণ করিলেন[২৫]। বীর্য্যবান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি কৃচ্ছ্র প্রাপ্ত হইয়া দ্রোণ-কর্ত্তৃক ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য এক উত্তম ভারসাম শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণ বিমুক্ত সেই সহস্র সহস্র বাণ সমুদায় ছেদন করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল বাণ ছেদন করিয়া ক্রোধ-লোহিত লোচনে গিরি-বিদারণী এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। স্বর্ণ দণ্ড যুক্ত মহাভয়ানক অষ্ট ঘণ্টা সমন্বিত সেই শক্তি বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে বলবৎ নিনাদ করিলেন; সেই শব্দে সমস্ত প্রাণী ত্রাসিত হইল[২৬.৩০]। ধর্ম্মরাজ নিক্ষিপ্ত শক্তি সন্দর্শন করিয়া সমুদায় প্রাণী দ্রোণের স্বস্তিবাদ করিলেন[৩১]। রাজা যুধিষ্ঠিরের ভুজ নিক্ষিপ্ত, নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত উরগ-তুল্য সেই শক্তি দিক্ বিদিক্ ও গমন মণ্ডল প্রজ্বলিত করিয়া তেজস্বী সর্পের ন্যায় দ্রোণ সমীপে আগমন করিতে লাগিল। হে নরপাল! অস্ত্রজ্ঞ প্রধান দ্রোণ সমীপে আগমন করিতে লাগিল। হে নরপাল! অস্ত্রজ্ঞ প্রধান দ্রোণ সেই শক্তিকে সহসা সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। প্রাদুর্ভূত ব্রাহ্ম অস্ত্র সেই ঘোরদর্শনা শক্তি ভস্মসাৎ করিয়া যশস্বী যুধিষ্ঠিরের রথের প্রতি আগমন করিতে লাগিল। মহা-

প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির দ্রোণ নিক্ষিপ্ত ব্রাহ্মাস্ত্র সমুদ্যত সন্দর্শন করিয়া তাহা ব্রাহ্মাস্ত্র দ্বারাই বিনষ্ট করিলেন, এবং তৎপরেই নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া অতি তীক্ষ্ণ এক ক্ষুরপ্র দ্বারা দ্রোণের মহৎ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণ ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সহসা ধর্ম্মপুত্রের প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণের গদা আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া শত্রুতাপন যুধিষ্ঠিরও এক গদা গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ের সহসা নিক্ষিপ্ত গদা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া সংঘর্ষণ প্রযুক্ত অগ্নি উৎপন্ন করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তদনন্তর দ্রোণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ চারি শরে ধর্ম্মরাজের চারি অশ্ব নিহত করিয়া এক বাণে ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসন ছেদন করিলেন[৩২-৪১], অনন্তর এক বাণে রথ-ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া তিন বাণ যুধিষ্ঠিরের উপর নিক্ষেপ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নিরস্ত্র হইয়া হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধভুজ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। হে প্রভো। দ্রোণ তাঁহাকে নিরস্ত্র ও রথহীন অবলোকন করিয়া লঘুহস্তে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর নিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক শত্রুপক্ষ ও তাঁহার সমুদায় সৈন্যদিগকে বিমোহিত করিলেন। অনন্তর, যেমন মহাবল পরাক্রান্ত সিংহ মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, সেই প্রকার দ্রোণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট ধাবমান হইলেন। শত্রুঘাতী দ্রোণকে রাজার নিকট ধাবমান হইতে অবলোকন করিয়া পাণ্ডব পক্ষে সহসা হাহাকার শব্দ উঠিল এবং দ্রোণ রাজাকে হরণ করিলেন, দ্রোণ রাজাকে হরণ করিলেন, এই রূপ তুমুল শব্দ পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে সর্ব্বত্র হইতে লাগিল। তদনন্তর কুন্তী-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সত্বর হইয়া সহদেবের রথে আরোহণপূর্ব্বক বেগে অশ্ব চালন করত পলায়ন করিলেন[৪২-৫৮]।

যুধিষ্ঠির পলায়নে ষডধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সমর ক্ষেত্রে সমাগত কেকয় দেশীয় দৃঢ় বিক্রম বৃহৎ ক্ষত্রের বক্ষঃস্থল শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন[১]। বৃহৎক্ষত্র ত্বরিত হইয়া দ্রোণ সৈন্য ভেদ করিবার মানসে ক্ষেমধূর্ত্তিকে নবতি সংখ্য নতপর্ব্ব বাণে সমাহত করিলেন[২]। ক্ষেমধূর্ত্তি সংক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত পীত এক ভল্ল দ্বারা মহাত্মা কৈকেয়রাজের শরাসন ছেদন করিলেন[৩], এবং সর্ব্ব ধ্বনি প্রধান বৃহৎক্ষত্রকে নতপর্ব্ব এক বাণে বিদ্ধ করিলেন[৪]। অনন্তর বৃহৎক্ষত্র যেন হাসিতে হাসিতে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া মহারথ ক্ষেমধূর্ত্তিকে অশ্ব, সারথি ও রথ বিহীন করিলেন[৫], এবং তৎ পরেই শাণিত পীত এক ভল্লে তাঁহার দেহ হইতে জ্বলিত কুণ্ডল মণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন[৬]। তাঁহার কুঞ্চিত কেশ ও কিরীটশোভিত ছিন্ন মস্তক সহসা ভূতল গত হইয়া অম্বর হইতে পতিত জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল[৭], মহাবল পরাক্রান্ত বৃহৎক্ষত্র ক্ষেমধূর্ত্তির প্রাণ সংহার করিয়া হৃষ্ট চিত্তে পাণ্ডবদিগের হিতার্থে সহসা কৌরব সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন[৮]।

হে ভারত! মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পরাক্রান্ত বীরধন্বা দ্রোণের নিমিত্ত সমাগত ধৃষ্টকেতুকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৯]। তাঁহারা পরস্পর বল প্রকাশ পূর্ব্বক পরস্পরকে সহস্র সহস্র শরদংষ্ট্রে আঘাত করিতে লাগিলেন[১০]॥ যেমন মহারণ্য মধ্যে যূথপতি তীব্রমদ মাতঙ্গ দ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করে সেই প্রকার সেই নরসিংহদ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[১১]। তাঁহারা উভয়েই যথাভিলাষী হইয়া গিরি গহ্বরস্থ রোষিত দুই শার্দ্দূলের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন[১২]। হে নরনাথ! অতি অদ্ভুতদর্শন সেই তুমুল যুদ্ধ সিদ্ধ চারণ গণের দর্শনীয় হইল[১৩]। মহাবীর বীরধন্বা সংক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে

হাসিতে এক ভল্ল দ্বারা ধৃষ্টকেতুর শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন[১৩]। মহারথ চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণদণ্ডান্বিত লৌহময় এক বিপুল শক্তি গ্রহণ করিলেন[১৫]। সেই মহাবীর্য্য বিশিষ্ট শক্তি ভুজ দ্বারা সমুদ্যত করিয়া যত্ন-পূর্ব্বক সহসা বীরধন্বার রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন[১৬]। বীরধন্বা সেই বীরঘাতিনী শক্তি দ্বারা হৃদয়-প্রদেশে অতীব অভিহত হইয়া নির্ভিন্ন-হৃদয়ে রথ হইতে মহীতলে নিপতিত হইলেন[১৭]। ত্রিগর্ত্তদিগের মহা-রথ শূর বীরধন্বা নিপাতিত হইলে পাণ্ডবেরা চতুর্দ্দিক হইতে আপনার সৈন্য ভগ্ন করিতে লাগিলেন[১৮]।

হে ভারত! আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ সহদেবের প্রতি ষষ্টি বাণ নিক্ষেপ করত মহা শব্দ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন[১৯]। মহাবলপরাক্রান্ত মাদ্রীপুত্র সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভ্রাতা দুর্ম্মুখকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন[২০]। মহাবলবান্ সহদেবকে বেগ-শীল অবলোকন করিয়া দুর্ম্মুখ নয় বাণে তাঁহাকে তাড়িত করিলেন[২১]। পরন্তু সহদেব এক ভল্লে দুর্ম্মুখের ধ্বজ ছেদন করিয়া শাণিত চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব নিহত করিলেন[২২]। তৎপরেই শাণিত পীত অন্য এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির উজ্জ্বল কুণ্ডল-শোভিত মস্তক ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ এক ক্ষুরপ্র দ্বারা দুর্ম্মুখের মহৎ শরাসন কর্ত্তন-পূর্ব্বক পঞ্চ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[২৩-২৪] অনন্তর দুর্ম্মুখ বিমনা হইয়া হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিরমিত্রের রথে আরোহণ করিলেন[২৫]। পরে পরবীরহন্তা সহদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৈন্য মধ্যে নিরমিত্রকে এক ভল্ল সমাহত করিলেন[২৬]। হে জনেশ্বর! ত্রিগর্ত্ত-রাজের পুত্র নিরমিত্র সৈন্যগণকে ব্যথিত করিয়া রথনীড় হইতে পতিত হইলেন[২৭]। পরন্তু যেমন দশরথ-পুত্র রাম মহাবল পরাক্রান্ত খর রাক্ষসকে সংহার করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সেই প্রকার

মহাবাহু সহদেব নিরমিত্রকে নিহত করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন[২৮]। ত্রিগর্ত্তরাজ-পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত নিরমিত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ত্রিগর্ত্ত সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল[২৯]।

হে রাজন্! নকুল আপনার পুত্র বিশাললোচন বিকর্ণকে মুহূর্ত্ত মধ্যে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল[৩০]। ব্যাঘ্রদত্ত, সৈন্য মধ্যে নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে অশ্ব সারথি ও ধ্বজের সহিত অদৃশ্য করিলেন[৩১]। শিনি-নন্দন শূর সাত্যকি লঘুহস্তে সেই সকল শর নিবারণ করিয়া শর নিকর দ্বারা অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত ব্যাঘ্রদত্তকে নিপাতিত করিলেন[৩২]। মগধরাজপুত্র কুমার ব্যাঘ্রদত্ত নিহত হইলে মগধদেশীয় বীরগণের সমত্ন হইয়া সাত্যকিকে আক্রমণ করিল[৩৩]। সেই সকল শূরগণ সহস্র সহস্র শর, তোমর, ভিন্দিপাল, প্রাস, মুদ্গর ও মুষল নিক্ষেপ করত যুদ্ধ বিশারদ সাত্যকির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধ দুর্ম্মদ পুরুষেন্দ্র বলবান্ সাত্যকি তাহাদিগের সকলকে হাস্যমুখে অবলীলাক্রমে পরাজিত করিলেন। সাত্যকির শরে প্রপীড়িত আপনার সৈন্যগণ হতাবশিষ্ট মাগধ সৈন্যদিগকে চতুর্দ্দিকে পলায়মান অবলোকন করিয়া ভগ্ন হইতে লাগিল। মধুরবংশ-তিলক মহাযশাঃ যুযুধান আপনার সৈন্যদিগকে বিনষ্ট ও পরাঙ্মুখ করিয়া শ্রেষ্ঠ শরাসন প্রকম্পিত করত শোভমান হইলেন। দীর্ঘবাহু মহাত্মা সাত্যকি কর্ত্তৃক ত্রাসিত ও ভগ্ন হইয়া সেই সকল সৈন্য যুদ্ধার্থ আর অভিমুখ হইল না। তদনন্তর স্বয়ং দ্রোণ অতি ক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় উদ্বর্ত্তিত করিয়া সত্যকর্ম্মা সাত্যকির নিকট সহসা অভিগমন করিলেন[৩৪-৩৯]।

দ্বৈরথ যুদ্ধে সপ্তাধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিভো! মহাযশাঃ সোমদত্তপুত্র মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদী-পুত্রদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ত সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন[১]। তাঁহারা ভীষণ কর্ম্মা সৌমদত্তি কর্তৃক সহসা অতি ব্যথিত ও মোহিত হইয়া তৎ কালে রণকৃত্য কিছুই জানিতে পারিলেন না[২]। পরে নকুল-পুত্র শত্রুতাপন শতানীক নরশ্রেষ্ঠ সৌমদত্তিকে দুই শরে বিদ্ধ করিয়া হর্ষ সহকারে নিনাদ করিলেন[৩], এবং শ্রুতসোম প্রভৃতি সকলেও সযত্ন হইয়া তিন তিন শরে ক্রুদ্ধ সৌমদত্তিকে সত্বর বিদ্ধ করিলেন[৪]। মহারাজ! মহাযশাঃ সৌমদত্তি তাঁহাদিগের পাঁচ জনের প্রত্যেকের হৃদয় এক এক বাণে আহত করিলেন[৫]। তদনন্তর তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা, মহাত্মা সোমদত্ত-পুত্র কর্তৃক শর বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে রথ দ্বারা পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক শর সমূহে অতিশয় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৬], এবং অর্জ্জুন-পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত শরে তাঁহার চারি অশ্ব যমালয়ে প্রেরণ করিলেন[৭]। ভীমসেন-পুত্র তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া প্রবল সিংহনাদ-পূর্ব্বক তাঁহাকে শর নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন[৮]। যুধিষ্ঠির-পুত্র তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন, এবং নকুল-পুত্র তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন[৯] সহদেব-নন্দন স্বীয় ভ্রাতাগণ কর্তৃক তাঁহাকে বিমুখীকৃত অবগত হইয়া এক ক্ষুরপ্র-দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন[১০]। সুবর্ণ-বিভূষিত বাল-সূর্য্য সম প্রভাসম্পন্ন তাঁহার মস্তক রণস্থল সমুজ্জ্বল করিয়া পতিত হইল[১১]। মহাত্মা সোমদত্তপুত্রের মস্তক নিপতিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া আপনার সৈন্যগণ ত্রস্ত হইয়া নানা দিকে ধাবমান হইল[১২]।

যে প্রকার রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই প্রকার অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সহিত

যুদ্ধ করিতে লাগিল[৯]। নর রাক্ষস উভয়কে যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া সমুদায় প্রাণীর বিস্ময় ও হর্ষ জন্মিল[১০]। ভীমসেন ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র রাক্ষস শ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ অলম্বুষকে হাসিতে হাসিতে সুশাণিত নব-শরে বিদ্ধ করিলেন[১১]। রাক্ষস সংগ্রামে বাণ বিদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ-পূর্ব্বক ভীম এবং তাঁহার পদানুগ সৈন্য দিগের প্রতি ধাবমান হইয়া নতপর্ব্ব পঞ্চ শরে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার তিন শত অনু-গামী দিগকে বল-পূর্ব্বক সমাহত করিল[১২-১৭], এবং পুনর্ব্বার তাঁহার চারি শত অনুগ সৈন্য সমাহত করিয়া ভীমকে এক শরে বিদ্ধ করিল। ভীমসেন মহাকায় অলম্বুষ কর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথ-নীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর পবননন্দন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া ভারসাধন ভীষণ শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে অলম্বুষকে পীড়িত করিতে লাগিলেন[১৮-২০]। নীলাঞ্জন পর্ব্বত সদৃশ অলম্বুষ ভীমসেনের ধনুর্ম্মুক্ত বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইল, এবং মহাত্মা ভীম কর্ত্তৃক ভ্রাতা বকের বধ স্মরণ করিয়া ভয়ঙ্কররূপ ধারণ-পূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিল, অরে দুর্ব্বুদ্ধি ভীম! আমার ভ্রাতা রাক্ষস প্রবর বলবান্ বককে যে তুই বধ করিয়াছিস্, তাহা আমার সাক্ষাতে নয়, এক্ষণে থাক্! সংগ্রামে আমার পরাক্রম দেখ; এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল, এবং আকাশ হইতে ভীমের উপর মহৎ শর বর্ষণ করিতে লাগিল[২১-২৫]। পরন্তু রাক্ষস অদৃশ্য হইলে ভীমও নতপর্ব্ব শর নিকরে আকাশ পরিপূর্ণ করিলেন[২৬]। অনন্তর রাক্ষস আকাশে বধ্যমান হইয়া নিমেষ কাল মধ্যে রথারোহণ পূর্ব্বক ভূতলে আগমন করিল এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র-মূর্ত্তি হইয়া আকাশ মণ্ডলে সহসা গমন করিল[২৭]। পরে নানাবিধ সূক্ষ্ম বৃহৎ ও স্থূল বহুরূপ ধারণ এবং মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করত নানাবিধ কটু বাক্য চতুর্দ্দিক্ হইতে বলিতে

লাগিল, এবং তখন আকাশ হইতে সহস্র সহস্র শর ধারা বর্ষণ হইতে লাগিল[২৮-২৯]। শক্তি, কুণপ, প্রাস, শূল, পার্ষ্ণি তোমর, শতঘ্নী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশ্বধ প্রস্তর, খড়্গ, গুড, খাষ্টী ও বজ্র, এই সকল অতি ভয়ানক শস্ত্রবৃষ্টি রাক্ষস কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া রণমধ্যে ভীমসেনের সৈন্য দিগকে নিহত করিতে লাগিল। পাণ্ডব সৈন্য দিগের বহুসংখ্য হস্তী, অশ্ব, পত্তি ও রথী সেই রাক্ষসের অস্ত্রে ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল[৩০-৩৩]। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অলম্বুষ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিয়া সমরাঙ্গনে রাক্ষসগণ সমাকুল শোণিত নদী প্রবাহিত করিল। রথ সকল উহার আবর্ত্ত, হস্তি সকল গ্রাহ, ছত্র সমুদয় হংস ও বাহু সকল ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ঐ নদীর ভীষণ প্রবাহে ভাসিতে লাগিল[৩৪-৩৫]।

পাণ্ডবেরা রাক্ষসকে সেইরূপে বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক নির্ভয়ে বিচরণ করিতে অবলোকন করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন[৩৬]। আপনার পক্ষ সৈন্য দিগের মহা হর্ষ উৎপন্ন হইল ; করতল শব্দ ও মহাহর্ষ উৎপন্ন হইল ; করতল শব্দ ও মহালোমহর্ষণকার উগ্র বাদ্য-ধ্বনি হইতে লাগিল[৩৭]। ভীমসেন আপনার সৈন্য দিগের করতল শব্দের সহিত ঘোরতর বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহা অসহিষ্ণু নাগের ন্যায় সহ্য করিলেন না[৩৮]। বায়ুপুত্র ভীমসেন ক্রোধে অতিশয় তাম্রবর্ণ লোচন ও প্রজ্বলিত অনল সদৃশ হইয়া সাক্ষাৎ ত্বষ্টৃদেবের ন্যায় ত্বাষ্ট্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন[৩৯]। তাহাতে চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হইল। সেই শর বর্ষণে আপনার সৈন্যেরা প্রপীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়মান হইতে লাগিল, এবং ভীম-সেনের প্রেরিত সেই অস্ত্র রাক্ষসের মহামায়া বিনাশ করিয়া তাহা-কে পীড়িত করিতে লাগিল[৪০-৪১]। অনন্তর সে নানা প্রকারে বধ্যমান

হইয়া সমরে ভীমকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যমধ্যে গমন করিল[৪২]। এই রূপে সেই রাক্ষস অলম্বুষ মহাত্মা ভীমসেন কর্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডবেরা সমস্ত দিকে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[৪৩], এবং ইন্দ্র যেমন প্রহ্লাদকে পরাজিত করিলে মরুদ্গণ ইন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তাঁহারা প্রহৃষ্ট হইয়া বায়ুনন্দন ভীমসেনের প্রশংসা করিলেন[৪৪]।

অলম্বুষ পলায়নে অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

নবাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অলম্বুষকে রণ স্থলে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে অবলোকন করিয়া হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচ শীঘ্র তাহার নিকট গমন-পূর্ব্বক তাহাকে শাণিত শর নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল[১]। যেমন ইন্দ্র শম্বরাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার দুই রাক্ষস-শ্রেষ্ঠের বিবিধ মায়া সৃজন-পূর্ব্বক পরস্পরের ভয় জনক যুদ্ধ হইতে লাগিল[২]। সেই দুই রাক্ষসপ্রধানের যুদ্ধ, পূর্ব্ব কালীন রাম রাবণের যুদ্ধ সদৃশ হইতে লাগিল। অলম্বুষ অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘটোৎকচকে তাড়িত করিল। ঘটোৎকচও অলম্বুষের হৃদয়ে বিংশতি নারাচ বিদ্ধ করিয়া বারংবার সিংহনাদ করিল। অনন্তর অলম্বুষ যুদ্ধদুর্ম্মদ ঘটোৎকচকে পুনঃপুন শর বিদ্ধ করিয়া হর্ষান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে আকাশ পরিপূর্ণ করত শব্দ করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত দুই রাক্ষস প্রধান অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উভয়ে পরস্পর মায়া দ্বারা সমান যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয়েই মায়া যুদ্ধে কুশল ও বল-দর্পিত, সুতরাং উভয়ে শত শত প্রকার মায়া সৃষ্টি পূর্ব্বক পরস্পর মোহিত করিয়া মায়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঘটোৎকচ যে যে মায়া প্রকাশ করে, অলম্বুষ মায়া দ্বারাই সেই সেই মায়া

বিনষ্ট করে। মায়া-যুদ্ধ-বিশারদ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে ক্রোধ সহকারে সেই প্রকার যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া রথিপ্রবর পাণ্ডবেরা অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সর্ব্ব দিক্ হইতে তাহার নিকট ধাবমান হইলেন। ভীমসেন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া রথ সমূহ দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া, যেমন উল্কা দ্বারা হস্তীকে তাড়িত করে, সেই প্রকার চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার উপর বাণ বিকীরণ-পূর্ব্বক তাড়িত করিতে লাগিলেন। যেমন দহ্যমান বন হইতে হস্তী মুক্ত হয়, সেই প্রকার সেই অলম্বুষ তাঁহাদিগের সমূহ অস্ত্র বেগ স্বকীয় মায়া দ্বারা বিনষ্ট করিয়া সেই রথ বেষ্টন হইতে বিমুক্ত হইল। অনন্তর সে ইন্দ্রের বজ্র-ধ্বনি তুল্য শব্দ সহকারে ভয়ঙ্কর শরাসন বিস্ফারণ করিয়া ভীমসেনকে পঞ্চ বিংশতি, ঘটোৎকচকে পঞ্চ, যুধিষ্ঠিরকে তিন, সহদেবকে সপ্ত, নকুলকে ত্রিসপ্ততি এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রদিগের প্রত্যেককে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিল ৩১৫। অনন্তর ভীমসেন নয়, সহদেব সাত, যুধিষ্ঠির এক শত, নকুল চতুঃষষ্টি এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরা প্রত্যেকে তিন তিন বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। এবং মহাবলবান্ ঘটোৎকচ তাহাকে পঞ্চাশৎ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিল এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মহারাজ! তাহার সেই মহা শব্দে অরণ্য, পর্ব্বত, বৃক্ষ ও জলাশয়ের সহিত এই বসুন্ধরা প্রকম্পিতা হইল। মহাধনুর্দ্ধর অলম্বুষ সেই সমস্ত মহারথীগণ কর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের সকলকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিল। পরন্তু রাক্ষস ঘটোৎকচ তাহার প্রতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষসকে সপ্ত বাণ দ্বারা পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিল। পরে রাক্ষসেন্দ্র মহাবলবান্ অলম্বুষ বলবান্ ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া স্বর্ণপুঙ্খ শিলা সাণিত তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ সর সমূহ ক্ষেপণ করিতে লাগিল। যে প্রকার

মহাবলবান্ সর্প সকল রোষিত হইয়া কঠিন পর্ব্বতে প্রবেশ করে, সেই প্রকার নতপর্ব্ব সেই সকল বাণ ঘটোৎকচের অঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে প্রবেশ করিল তদনন্তর পাণ্ডবেরা উদ্বিগ্ন হইয়া এবং ঘটোৎকচও চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার উপর শাণিত শর সমূহ বিমোচন করিতে লাগিলেন। তখন জয়যুক্ত পাণ্ডবেরা অলম্বুষকে শর প্রহার করিতে লাগিলে, যে আসন্নমৃত্যুর ন্যায় হইয়া কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তদনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সমরশৌণ্ড ভীমসেন-নন্দন ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ তাহাকে তাদৃশাবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া তাহাকে বধ করিবার মানসে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ত্রিকূট পর্ব্বতের দগ্ধ শৃঙ্গ তুল্য অঞ্জন রাশি সবর্ণ তাহার রথের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। অনন্তর যেমন গরুড় সর্পকে গ্রহণ করে, সেই প্রকার তাহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক রথ হইতে নিস্থৃত করিয়া উর্দ্ধে ক্ষেপণ করত বাহু দ্বয় দ্বারা পুনঃপুন ভ্রমণ করাইয়া প্রস্তর নিক্ষিপ্ত পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় ভূতলে নি-ক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিল। সংক্রুদ্ধ ঘটোৎকচের বল বিক্রম ও লাঘব অবলোকন করিয়া সমুদায় সৈন্য ভীত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক নিহত শালকটঙ্কটা-পুত্র অলম্বুষের সর্ব্বাঙ্গ বিস্ফারিত ও অস্থি সমস্ত চূর্ণ হইয়া গেল। তৎকালে তাহার মূর্ত্তি দেখিতে অতি ভয়া-নক হইল। সেই নিশাচর হত হইলে পাণ্ডবেরা সিংহনাদ ও বস্ত্র প্রকম্পন করিতে লাগিলেন। আপনার পক্ষ সৈন্যগণও সকলেই ভীষণরূপ মহাবলবান্ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন[১৬-৭৩]। অন্যান্য জনগণ কৌতুহলান্বিত হইয়া সেই রাক্ষসকে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে পতিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন[৭৪] যেমন ইন্দ্র বলাসুরকে বিনাশ করিয়া নিনাদ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার

মহাবলবান্ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অলম্বুষকে নিহত করিয়া বলবৎ সিংহনাদ করিল[৩৫]। ঘটোৎকচের পিতা, পিতৃব্য ও অন্যান্য বান্ধবগণ ঘটোৎকচকে দুষ্কর কর্ম্ম করিতে দেখিয়া সমাদরের সহিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঘটোৎকচও তৎকালে পক্ক অলম্বুষ ফল দলনের ন্যায় প্রবল শত্রু অলম্বুষকে দলিত করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইল[৩৬]। তদনন্তর পাণ্ডব পক্ষে শঙ্খ ধ্বনি ও বাণ ধ্বনি মিশ্রিত অতি মহান্ নানা বিধ শব্দ হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া কৌরবেরাও তৎ প্রতিপক্ষে বিবিধ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহাতে অতি তুমুল মহাশব্দ ভুবন স্পর্শ করিতে লাগিল[৩৭]।

অলম্বুষ বধ প্রকরণে নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৯॥

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সাত্যকি দ্রোণকে যুদ্ধে কি প্রকারে নিবারণ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার পরম কৌতূহল হইতেছে, তাহা তুমি আনুপূর্ব্বী ক্রমে কীর্ত্তন কর[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সাত্যকি-প্রভৃতি পাণ্ডব গণের সহিত দ্রোণের যে তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি একচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন[২]। সত্য বিক্রম দ্রোণ সাত্যকিরে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত অবলোকন করিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন[৩]। সাত্যকি মহারথী ভরদ্বাজ-পুত্রকে সহসা আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন[৪]। বিক্রমশীল দ্রোণও সমাহিত ও সত্বর হইয়া স্বর্ণপুঙ্খ শিলা শাণিত পঞ্চ বাণে যুযুধানকে বিদ্ধ করিলেন[৫]। শত্রু-মাংস-ভক্ষক সেই সকল বাণ শাত্যকির সুদৃঢ় বর্ম্ম ভেদ করিয়া নিশ্বসন্ত সর্পের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল[৬]। দীর্ঘবাহু যুযুধান তা-

হাতে অঙ্কুশ-বিদ্ধ হস্তীর ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নি-তুল্য পঞ্চাশৎ নারাচ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন[৭]। মহাবলবান্ মহাধনুর্দ্ধর ভরদ্বাজ-পুত্র যুদ্ধে যত্নবান যুযুধানের বাণে বিদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরা সহকারে বহু বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার এক নতপর্ব্ব বাণে তাঁহাকে পীড়িত করিলেন[৮.৯]। হে নরপাল! সাত্যকি দ্রোণের বাণে বধ্যমান হইয়া তখন কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না[১০], প্রত্যুত দ্রোণকে শাণিত শর সকল বিমোচন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণ-বদন হইলেন[১১]। আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ সাত্যকিকে তাদৃশাবস্থ অবলোকন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে মুহুর্ম্মুহু সিংহনাদ করিলেন[১২]।

রাজা যুধিষ্ঠির সেই ঘোর নিনাদ এবং সাত্যকিকে দ্রোণ কর্ত্তৃক পীড্যমান শ্রবণ করিয়া সমুদায় সৈন্যদিগকে বলিলেন[১৩], যে প্রকার রাহু সূর্য্য গ্রাস করে, সেই প্রকার বীর দ্রোণ ঐ বৃষ্ণিপ্রবর বীর-সাত্যকিকে গ্রাস করিতেছেন[১৪], অতএব যেস্থানে সাত্যকি যুদ্ধ করিতেছেন, ঐ স্থলে তোমরা গমন কর, ধাবমান হও তৎ পরে তিনি পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্নকেও এই বাক্য বলিলেন[১৫], পৃষত-নন্দন! তুমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ, দেখিতেছ না, যে দ্রোণ হইতে আমাদিগের ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে? অতএব শীঘ্র দ্রোণের নিকট গমন কর[১৬]। যেমন বালক পক্ষীকে তন্তু-বদ্ধ করিয়া ক্রীড়া করে, সেই প্রকার মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ সমরে যুযুধানকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন[১৭]। ভীমসেন-প্রভৃতি মহারথী সকলে তোমার সহিত যত্নবান্ হইয়া ঐ স্থানে গমন করুন[১৮]; তোমরা সকলে মিলিত হইয়া যমের করাল-দংষ্ট্রান্তর্গত সাত্যকিকে অদ্য পরিত্রাণ কর, সৈন্য সহিত আমিও তোমার পশ্চাৎ গমন করিতেছি[১৯]।

রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ বলিয়া সর্ব্ব সৈন্য সহিত সাত্যকির রক্ষার্থ

দ্রোণের নিকট গমন করিলেন[২০]। সমুদায় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের এক দ্রোণ জিঘাংসায় গমন করিবার সময় মহা শব্দ হইতে লাগিল[২১]। অনন্তর সেই নরশ্রেষ্ঠ সকলে মিলিত হইয়া মহারথী দ্রোণের উপর কঙ্ক ও ময়ুরের পক্ষ যুক্ত তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন[২২]। যেমন অতিথি গণ সমাগত হইলে গৃহস্থ ব্যক্তি আসন জল ইত্যাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন, সেই প্রকার স্বয়ং দ্রোণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে অস্ত্র বর্ষণ প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন[২৩]. যেমন অতিথিগণ অতিথিশালা প্রাপ্ত হইয়া আসনাদি প্রাপ্তি দ্বারা সম্মানিত হয়েন, সেই প্রকার তাঁহারা মহাধন্বী দ্রোণের নিক্ষিপ্ত শর সমূহে সম্মানিত হইলেন[২৪]। তাঁহারা সকলে মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় দ্রোণকে নিরীক্ষণ করিতেও পারিলেন না[২৫]। যেরূপ দিনকর প্রখর করজালে সকলকে সন্তাপিত করেন, তদ্রূপ শস্ত্রধারি-প্রধান দ্রোণ শর নিকরে সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরদিগকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন[২৬]। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাঁহার শরজালে বধ্যমান হইয়া পঙ্ক নিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় কাহাকেও পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইলেন না[২৭]। তখন দ্রোণ-নিক্ষিপ্ত নিঃসরণশীল প্রবল বাণ সকল চতুর্দ্দিকে তাপপ্রদ দিনকরের কিরণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৮]। ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সম্মানিত বিখ্যাত মহারথী পাঞ্চাল দেশীয় পঞ্চ বিংশতি যোদ্ধা দ্রোণাস্ত্রে নিহত হইলেন[২৯]। তখন লোকে শৌর্য্য-সম্পন্ন দ্রোণকে পাণ্ডব সৈন্য ও পাঞ্চালদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকেই নিহত করিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল[৩০]। মহাবাহু দ্রোণ, কৈকেয় দেশীয় এক শত যোদ্ধাকে নিহত ও অন্যান্য সকলকে ইতস্তত বিদ্রাবিত করিয়া ব্যাদিতানন যমের ন্যায় সমরে অবস্থিত হইলেন[৩১]। অনন্তর তিনি শত শত সহস্র সহস্র পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য, কৈকেয় ও পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করি-

লেন[৬২]। তাঁহারা দ্রোণ শরে বধ্যমান হইয়া ধূমকেতু দ্বারা দগ্ধ বন্য পশুর ন্যায় শব্দ করত পলায়মান হইলেন[৬৩]। তত্রস্থ দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ বলিতে লাগিলেন, "ঐ পাণ্ডব পক্ষ ও পাঞ্চালগণ সৈন্য সহিত পলায়ন করিতেছে।"[৬৪] দ্রোণ সেই প্রকারে সোমকদিগকে নিহত করিতে লাগিলে, কেহ তাঁহার সম্মুখে গমন বা তাঁহাকে শর বেধ করিতে পারিল না[৬৫]।

মহারাজ! বীরক্ষয়-জনক সেই তুমুল মহাসংগ্রাম সময়ে যুধিষ্ঠির সহসা পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিলেন[৬৬]। সিন্ধুরাজের রক্ষক বীরগণ সমীপে কৃষ্ণ তখন পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ প্রবর অতিশয় বায়ু-পূরিত করিয়া বাদ্য করিতেছিলেন[৬৭]। ধৃতরাষ্ট্র পক্ষগণ অর্জ্জুনের রথ সমীপে সিংহনাদ করিতে লাগিলে এবং তাহাতে গাণ্ডীব ধ্বনি সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট অর্থাৎ অশ্রুত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির তাহা শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যখন পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ হইতেছে এবং কৌরবেরাও হৃষ্ট হইয়া মুহুর্মুহু নিনাদ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের স্বস্তি পক্ষে বিঘ্ন হইয়া থাকিবেক" এই চিন্তা করিয়া অজাতশত্রু কুন্তী-পুত্র ব্যাকুল চিত্ত ও পুনঃপুন মোহিত হইয়া উত্তর কালকর্ত্তব্য কার্য্য বিবেচনা করত শিনিকুল প্রবর সাত্যকিকে বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিলেন, হে শিনিপ্রবর! যুদ্ধে সুহৃৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে পুরা কালে সাধুগণ সনাতন ধর্ম্ম যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সময় এই উপস্থিত হইয়াছে[৬৮-৭২]। আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম, সমুদায় যোদ্ধাগণের মধ্যে তোমা অপেক্ষা সুহৃত্তম কাহাকেও বিবেচনা করিলাম না[৭৩]। যিনি সর্ব্বদা প্রীত চিত্ত, এবং সর্ব্বদা অনুগত, আমার বিবেচনায় যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় কার্য্যে তাঁহাকেই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য[৭৪]। হে বৃষ্ণিকুল রত্ন! যেমন কৃষ্ণ সর্ব্বদা পাণ্ডব-দিগের আশ্রয়, সেই প্রকার কৃষ্ণ তুল্য পরাক্রমশালী তুমিও পাণ্ডব-

দিগের আশ্রয়[৪৫], অতএব তোমার প্রতি এই ভারার্পণ করিতেছি, তুমি এই ভার শীঘ্র বহন করিবার যোগ্যপাত্র, এবং তুমি আমার অভিপ্রায় কদাচ ব্যর্থ করিবার যোগ্য নও[৪৬]। হে নরশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা, বয়স্য এবং গুরু, অতএব তুমি এই কৃচ্ছ্রজনক সময়ে তাঁহার সাহায্য করিতে গমন কর[৪৪]! হে বীর! তুমি সত্যব্রত, শূর, মিত্রের প্রতি অভয়দাতা, সত্যবাদী, এবং কার্য্য দ্বারা লোক বিখ্যাত[৪৮]। শিনি-নন্দন! যিনি মিত্র নিমিত্ত যুদ্ধে দেহ ত্যাগ করেন এবং যিনি ব্রাহ্মণদিগকে পৃথিবী দান করেণ, ইহারা উভয়েই সমান পুণ্যভাগী[৪৯]। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, বহু সংখ্য রাজা এই কৃৎস্না পৃথিবী ব্রাহ্মণদিগকে যথা বিধি দান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন[৫০]। হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার নিকট আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া যাচ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে তোমার পৃথিবী দানের তুল্য বা তাহা অপেক্ষাও অধিক ফল হইবে[৫১]। সাত্যকে! এক মাত্র কৃষ্ণ মিত্রের প্রতি অভয়প্রদ হইয়া সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারেন, আর দ্বিতীয় এক তুমিই পার[৫২]। যিনি যুদ্ধ দ্বারা যশঃ প্রার্থনা করেন, তাদৃশ বিক্রমশীল শূর ব্যক্তির সহায় তাদৃশ শূরই হইতে পারে, সামান্য ব্যক্তি হইতে পারে না[৫৩]। এতাদৃশ সংগ্রামে বর্ত্তমান অর্জ্জুনের রক্ষক তুমি ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারে না[৫৪]। অর্জ্জুন তোমার শত শত কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া আমার হর্ষোৎপাদন করত পুনঃপুন কীর্ত্তন করিয়াছেন যে[৫৫], "সাত্যকি অস্ত্র চালনায় লঘুহস্ত, চিত্রযোধী, অসাধারণ পরাক্রমশালী, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা, শূর, এবং যুদ্ধে কদাচ মুগ্ধ হন না[৫৬]। উনি মহাস্কন্ধ, বিশালবক্ষা, মহাবাহু, মহাধনুর্দ্ধর, মহাবলবান্, মহাবীর্য্যবান্, মহারথী, মহাত্মা এবং আমার সখা, শিষ্য ও প্রিয়। এবং আমার প্রতিও উহার প্রীতি আছে; উনি সংগ্রামে আমার সহায় হইয়া কৌরবদিগকে প্রমথিত করিবেন[৫৭-৫৮]। হে

রাজেন্দ্র! যদি কেশব, রাম, অনিরুদ্ধ, মহারথী প্রদ্যুম্ন, গদ, সারণ, কিংবা সমস্ত বৃষ্ণিগণের সহিত শাম্ব সমরে আমাদিগের সাহায্য নিমিত্ত সংনদ্ধ হয়েন, তথাপি আমি সত্যবিক্রম নরসিংহ সাত্যকিকে সাহায্য নিমিত্ত নিযুক্ত করিব, তাঁহার তুল্য আমার কেহই নাই।[৫৩-৬১] এই কথা ধনঞ্জয় আমাকে দ্বৈতবনে তোমার পরোক্ষে মাধ্য ঋষিদিগের সভা মধ্যে তোমার প্রকৃত গুণানুবাদ-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, অতএব তুমি, ধনঞ্জয়ের, ভীমসেনের এবং আমার ঐ সংকল্প বৃথা করিও না।[৬২-৬৩] আর তোমার যে অর্জ্জুনের প্রতি ভক্তি আছে, তাহা আমরা তীর্থ সেবন করিবার সময়ে দ্বারকায় সমীপে যখন গমন করিয়াছিলাম, তৎ কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।[৬৪] এবং আমরা যখন উপপ্লব্য নগরে ছিলাম, তৎ কালেও আমাদিগের প্রতি তোমার যেরূপ ভক্তি ও সৌহার্দ্দ লক্ষিত হইয়াছে, তাহা অন্য কাহারও প্রতি লক্ষিত হয় না[৬৫]। হে মধুকুলাবতংস মহাবাহু! তোমার যাদৃশ সদ্বংশে জন্ম, আমাদিগের প্রতি যে রূপ ভক্তি, সখিভাব ও সৌহার্দ্দ, এবং তুমি অর্জ্জুনকে আচার্য্য বলিয়া যে প্রকার মান্য করিয়া থাক ও তোমার যে সত্যনিষ্ঠা আছে, তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও; এবং কৃপা করিয়াও তুমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পার[৬৬-৬৮]। দ্রোণ দুর্য্যোধনকে কবচ পরিধান করিয়া দেওয়াতে তিনি সহসা অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিয়াছেন, এবং জয়দ্রথের রক্ষক কৌরব পক্ষ মহারথীরাও পূর্ব্ব হইতেই তথায় সমরোদ্যত হইয়া আছেন।[৬৮] সংপ্রতি ধনঞ্জয়ের নিকট অতি মহান্ শব্দ শ্রুত হইতেছে, অতএব তুমি শীঘ্র তথায় গমন কর।[৬৯] যদি দ্রোণ তোমাকে নিবারণ করিবার মানসে তোমার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে ভীমসেন ও সৈন্য সহিত আমরা যত্ন সহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিব।[৭০]

হে শিনি-নন্দন! ঐ দেখ, সৈন্য সকল ইতস্তত পলায়মান ও রণ,স্থলে অতি মহৎ শব্দ হইতেছে।[১১] যেমন মহাবায়ুবেগে পর্ব্ব কালীন সমুদ্র ক্ষোভিত হয়, সেই প্রকার অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যদিগকে ক্ষোভিত করিয়াছেন।[১২] রথী, পদাতি ও অশ্বারোহীগণ-সঙ্কুল সৈন্য সকল ধাবমান হওয়াতে ধূলি সমুদ্ধূত হইয়াছে।[১৩] পরবীর-হন্তা ফাল্গুন, তোমর ও প্রাস যোধী অত্যন্ত বর্দ্ধিত সিন্ধু সৌবীর শূরগণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন[১৪]। উহারা জয়দ্রথ নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হইয়াছে; উহাদিগকে পরাজিত না করিয়া অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবেন না।[১৫] ঐ দেখ, শর, শক্তি, ধ্বজ অশ্ব ও নাগ-সমাকুল ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র সৈন্য অতি দুর্গম্য।[১৬] ঐ শ্রবণ কর দুন্দুভি ধ্বনি, শঙ্খ শব্দ, বীরগণের সিংহনাদ, রথ নেমির রব, সহস্র সহস্র হস্তী, সাদী ও পদাতিদিগের বিদ্রবণ শব্দে পৃথিবী প্রকম্পিতা হইতেছে।[১৭.১৮] দ্রোণ সৈন্যের অগ্র পশ্চাৎ সিন্ধু দিশীয় এতাদৃশ বহুল সৈন্য অবস্থান করিতেছে যে, উহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও পীড়িত করিতে পারে।[১৯] ঐ অপরিমিত সৈন্যে মগ্ন হইয়া যদি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে মাদৃশ ব্যক্তি কি রূপে জীবিত থাকিতে পারিবে?[২০] হা! আমার জীবন ধারণ সর্ব্বতোভাবেই অতি কষ্ট সাধ্য হইল! শ্যামরূপ যুবা সুদর্শনীয় লঘুহস্ত চিত্র-যোধী মহাবাহু গুড়াকেশ সূর্য্যোদয় কালে কুরু সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে অপরাহ্ণ হইল, তিনি জীবিত আছেন কি না, জানিতে পারিতেছি না; শূর সমূহেরও অসহ্য কুরু পক্ষীয় সাগর সদৃশ মহৎ সৈন্য মধ্যে মহাবাহু বীভৎসু একাকী প্রবিষ্ট হইয়াছেন;[২১-২৪] এ দিকে দ্রোণও অতি বেগ সহকারে আমার সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতেছেন। ঐ ব্রাহ্মণ সমরে যে রূপ বিচরণ করিতেছেন, তাহা তুমি স্বচক্ষেই অবলোকন করিতেছ, অতএব অদ্যকার যুদ্ধে কোন প্রকারে

আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইতেছে না। হে মধুকুলরত্ন! অর্জ্জুনকে কুরু পক্ষীয় সাগর সদৃশ মহৎ সৈন্য মধ্য হইতে রক্ষা করা, আর এ দিকে দ্রোণকে সংগ্রামে নিবারণ করা, এই দুই কার্য্য এক কালে উপস্থিত হইয়াছে, পরন্তু তুমি বিচক্ষণ, এই উভয় কার্য্য মধ্যে কান্ কার্য্য মহান্ এবং কোন্ কার্য্য লঘু, তাহা তুমি নিশ্চয় করিতে পার; সমুদায় কার্য্য মধ্যে আমার এই কার্য্যই অভিপ্রেত যে, সমরে অর্জ্জুনের রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। আমি দাশার্হ কৃষ্ণ নিমিত্ত চিন্তা করি না, ইহা সত্য বলিতেছি যে, সেই জগৎ প্রভু কৃষ্ণ, ত্রিলোক একত্রিত হইলেও তাহাদিগকে রক্ষা বা পরাজয় করিতে পারেন, সংশয় নাই[৮৫ ৮৯] তাহাতে এই সুদুর্ব্বল ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যের কথা কি? কিন্তু হে বৃষ্ণিনন্দন্! যদি ধনঞ্জয় সংগ্রামে বহু যোধ গণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, তন্নিমিত্তই আমি মোহিত হইতেছি। অতএব তোমাকে আমরা প্রেরণ করিতেছি এতাদৃশ সময়ে তাদৃশ শঙ্কটাপন্ন ব্যক্তির সাহায্যার্থ তোমার সদৃশ ব্যক্তিরা যে প্রকারে গমন করে, সেই প্রকার তুমি তাঁহার সাহায্যার্থে তাঁহার পদবীতে গমন কর। বৃষ্ণি বংশীয় বীরগণের মধ্যে মহাবাহু প্রদ্যুম্ন ও তুমি এই দুই জন সংগ্রামে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত। তুমি অস্ত্রে নারায়ণ তুল্য, বলে বলদেব সমান, এবং বীরতাতে অর্জ্জুনের সদৃশ। বিশ্ব মধ্যে সংপ্রতি ভীষ্ম দ্রোণ অপেক্ষাও তুমি সর্ব্ব যুদ্ধ-বিশারদ। সাধুগণ "যুদ্ধে সাত্যকির অসাধ্য কিছুই নাই" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব হে মহাবল! আমি এই ক্ষণে যাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা পালন কর। লোকে তোমার প্রতি যে প্রকার সম্ভাবনা করিয়া থাকে এবং আমি ও অর্জ্জুন উভয়েই তোমার প্রতি যে রূপ প্রত্যাশা করিয়া থাকি, উপস্থিত সংগ্রামে তাহার অন্যথা করা তোমার উপযুক্ত হয় না। তুমি প্রিয়তর প্রাণ পরিত্যাগে

সমুদ্যত ও নির্ভীক হইয়া সমরে বিচরণ কর।[৮৫-৯৭] হে শিনি-প্রবর! যাদবগণ যুদ্ধে জীবনের প্রতি স্নেহ করেন না, এবং রণে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ না করা, সম্মুখে অবস্থান ও পলায়ন, এই তিন টি যে ভীরুদিগের সম্মত, তাহা সেবন করেন না। হে বৎস! ধীমান্ ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয় তোমার গুরু এবং তাঁহার গুরু কৃষ্ণ, এই দুই কারণ অবগত হইয়া আমি তোমাকে বলিতেছি[৯৮-১০০]; আমিও তোমার গুরুর গুরু, তুমি আমার কথায় অবমাননা করিও না। আমি যে অভিপ্রায় করিয়াছি, ইহা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, উভয়েরই অভিপ্রেত, ইহা সত্যই বলিলাম। হে সত্যপরাক্রম! আমার এই আদেশানুসারে তুমি ধনঞ্জয়ের নিকট গমন কর, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ কর, অনন্তর মহারথী দিগের সহিত যথা ন্যায়ের যুদ্ধে সমবেত হইয়া আপনার যথা সাধ্য রণ কার্য্য প্রদর্শন কর।[১০১-১০৩]

যুধিষ্ঠির বাক্যে দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-কুল শ্রেষ্ঠ! শিনি প্রবর সাত্যকি ধর্ম্মরাজের প্রীতিযুক্ত, ধর্ম্ম মিশ্রিত, মধুরাক্ষর সংযুক্ত, সময়োচিত, যুক্তিযুক্ত, বিচিত্র-ভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,[১-২] হে দৃঢ়নিষ্ঠ! আপনি ধনঞ্জয় নিমিত্ত যশস্কর, ন্যায়যুক্ত ও বিচিত্র বাক্য যাহা বলিলেন, তাহা আমি সমুদায় শ্রবণ করিলাম।[৩] হে রাজেন্দ্র! এবম্বিধ সময়ে যেমন পার্থকে আদেশ করিতে পারেন, সেই রূপ সংপ্রতি মাদৃশ জনকে অবলোকন করিয়া আদেশ করা আপনার উপযুক্ত হইয়াছে।[৪] ধনঞ্জয় নিমিত্তে কোন প্রকারেই আমার প্রাণ রক্ষা করা উচিত হয় না; বিশেষত আমি এই মহাসংগ্রামে আপনার আদিষ্ট হইয়া কি না করিতে পারি![৫] দেব

লোক, অসুর লোক ও মর্ত্য লোকের সহিত ত্রিভুবন একত্র হইলেও তাহার প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারি, ইহাতে এই দুর্ব্বল কুরু সৈন্যের সহিত যে যুদ্ধ করিব, তাহার আর কথা কি! মহারাজ! আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি, অদ্য সর্ব্বত্র দুর্য্যোধনের সৈন্য সহ যুদ্ধ করিয়া বিজয় লাভ করিব।[৭] ধনঞ্জয়কে কুশলী এবং জয়দ্রথকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া নিজে কুশলী হইয়া পুনর্ব্বার আপনার সমীপে আগমন করিব[৮]। কিন্তু হে মহারাজ! ধীমান্ বাসুদেবের নিকট ধনঞ্জয় যাহা আমারে কহিয়াছেন, তৎ সমুদায় আপনার নিকট বিজ্ঞাপন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।[৯]

সমুদায় সৈন্য মধ্যে ধীমান্ বাসুদেবের সাক্ষাতে অর্জ্জুন আমারে পুনঃপুন প্রযত্ন সহকারে এই রূপ আজ্ঞা করিয়াছেন,[১০] হে শৈনেয়! অদ্য আমি যে পর্য্যন্ত জয়দ্রথকে নিহত করিয়া প্রত্যাগমন না করি, তুমি প্রমাদ-হীন ও যুদ্ধে দৃঢ়মতি হইয়া রাজাকে রক্ষা করিবে।[১১] হে মহাবাহো! মহারথী প্রদ্যুম্নের নিকট কিম্বা তোমার নিকট রাজাকে সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া জয়দ্রথের বধ নিমিত্ত গমন করিতে পারি।[১২] যোধ প্রবর গণের সম্মানিত দ্রোণ সমরে যে প্রকার বেগশীল, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ এবং তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাও তুমি সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়াছ।[১৩] তিনি ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন এবং তৎ করণেও অসমর্থ নহেন, অতএব নরোত্তম যুধিষ্ঠিরকে তোমার প্রতি অর্পণ করিয়া অদ্য আমি সিন্ধুরাজের বধ নিমিত্ত গমন করি।[১৪-১৫] যদি দ্রোণ রণে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জয়দ্রথকে সংহার করিয়া আগমন করিব।[১৬] যদি দ্রোণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করেন, তবে সিন্ধুরাজের বধ হইবেক না, এবং আমার মনেও সন্তোষ হইবেক না, প্রত্যুত পুনর্ব্বার আমাদিগের নিশ্চয়ই অরণ্যে

গমন করিতে হইবেক। ফলত দ্রোণ কর্ত্তৃক রাজা নিগৃহীত হইলে, যুদ্ধে আমাদিগের জয় হইলেও নিশ্চয়ই তাহা ব্যর্থ হইবে।[১৯] অতএব হে মহাবাহু! তুমি অদ্য আমার সন্তোষ, যুদ্ধে জয় ও যশের নিমিত্তে সংগ্রামে রাজাকে রক্ষা করিবে।"[২০] হে প্রভু! সব্যসাচী আপনার প্রতি সর্ব্বদাই দ্রোণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিয়া এই রূপ বলিয়া আপনাকে আমার নিকট ন্যাস স্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন।[২১] তিনি যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহার ফলও আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—দ্রোণ সর্ব্বদাই আপনাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ধনঞ্জয়, ধীমান্ দ্রোণের প্রতিযোদ্ধা রুক্মিণী-পুত্র প্রদ্যুম্ন বা আমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও মনে করেন না; এমত স্থলে উপস্থিত সম্ভাবনা হইতে পরাঙ্মুখ হইতে বা আচার্য্য অর্জ্জুনের বাক্য অন্যথা করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না, এবং আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার আদেশ পালন করিতেই বা কি প্রকারে উৎসাহ করিতে পারি। যেমন বালক পক্ষী লাভ করিয়া তদ্বারা ক্রীড়া করে, সেই রূপ অভেদ্য কবচাবৃত আচার্য্য দ্রোণ অস্ত্রযুদ্ধে লঘুহস্ততা প্রযুক্ত আপনাকে লইয়া সংগ্রামে ক্রীড়া করিতেছেন। যদি কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্ন শরাসন হস্তে এই স্থানে অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আপনাকে অর্পণ করিতে পারিতাম; তিনি অর্জ্জুনের ন্যায় আপনাকে রক্ষা করিতেন। অতএব আপনি আপনার রক্ষার উপায় করুন; পরন্তু এমন কেহ নাই যে, আমি গমন করিলে যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের নিকট হইতে আগমন না করি, সেই কাল পর্য্যন্ত তিনি আপনার রক্ষার্থ দ্রোণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে পারেন।

মহারাজ! আপনি সংপ্রতি সংগ্রামে অর্জ্জুনের নিমিত্ত ভয় করিবেন না, সেই মহাবাহু কোন ভার গ্রহণ করিয়া কদাপি অবসন্ন

হয়েন না। সিন্ধু সৌবীর পৌরব উদীচ্য দাক্ষিণাত্য ও অন্যান্য দেশীয় এবং কর্ণ প্রভৃতি লোক বিখ্যাত যে সকল মহা মহারথী বীরগণ কুরু পক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের ষোড়শ অংশের একাংশও হইতে পারেন না। সুর অসুর নর রাক্ষস কিন্নর মহোরগ স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতির সহিত সমুদায় পৃথিবী উদ্যুক্ত হইলেও পার্থের সহিত সমরে সমর্থ হইতে পারেন না।[২২-৩১] আপনি এই বিবেচনা করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ভয়ের আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। যেস্থানে বীর্য্য-সম্পন্ন সত্যপরাক্রম মহাধনুর্দ্ধর দুই কৃষ্ণ একত্র হইয়াছেন, সে স্থলে কোন প্রকারে আপদ্ সম্ভাবনা নাই। আপনার ভ্রাতা অর্জ্জুনের যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও দয়া এবং যুদ্ধে দৈব, কৃতাস্ত্রতা, যোগ ও অমর্ষ, তাহা আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন। এবং আমি ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করিলে অস্ত্র-কুশল দ্রোণ যে পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, তাহাও চিন্তা করিয়া দেখুন। তিনি স্বকীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনাকে গ্রহণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী। অতএব আপনি আপনার রক্ষার উপায় করুন; আমি গমন করিলে আপনার এমন কে রক্ষক হইবে যে, তাহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমি অর্জ্জুন সমীপে গমন করিতে পারি। আমি সত্যই আপনাকে বলিতেছি, এই মহা রণে আপনাকে কাহারো নিকট অর্পণ না করিয়া আমি কোথাও গমন করিতে পারি না। হে বুদ্ধিমৎ প্রবর! আপনি এই বিষয় বুদ্ধি দ্বারা বহু প্রকার বিচার-পূর্ব্বক শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি আজ্ঞা করুন।[৩২-৩৯]

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মধুকুল-সম্ভূত মহাবাহু! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ, কিন্তু অর্জ্জুনের নিমিত্ত আমার চিত্ত প্রশস্ত হইতেছে না,[৪০] অতএব আমি আত্ম-রক্ষার্থ নিতান্ত যত্ন করিব, তুমি আমার অনুজ্ঞানুসারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন কর।[৪১] তোমার আমাকে

রক্ষা করা আর অর্জ্জুন সমীপে গমন, এই দুই কার্য্য মধ্যে আমি বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া, তোমার অর্জ্জুন সমীপে গমন করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতেছি।[৩২] অতএব ধনঞ্জয় যে স্থানে আছেন, সেই স্থানে গমন করিবার নিমিত্ত তুমি সযত্ন হও। মহাবল ভীমসেন, সহোদরগণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী-পুত্রগণ এবং অন্যান্য পার্থিবগণ আমাকে রক্ষা করিবেন, সংশয় নাই।[৩৩.৩৪] এবং কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট, দ্রুপদ, মহারথী শিখণ্ডী, বলবান্ ধৃষ্টকেতু, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই। সৈন্য সহ দ্রোণ বা কৃতবর্ম্মাও যে সমরে সহসা আমাকে নিকটে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবেন, কি আমারে প্রধর্ষণ করিতে পারিবেন, এমন নহে। যেমন বেলা ভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করে, সেই রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ দ্রোণকে সমরে অবরুদ্ধ করিবেন। সংগ্রামে যেস্থানে পরবীরহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন অবস্থান করিবেন, সে স্থলে বলবান্ দ্রোণ-সৈন্য কোন প্রকারে আক্রমণ করিতে পারিবেক না। এই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সংহার নিমিত্তই হুতাশন হইতে খড়্গ, চর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণের সহিত অলঙ্কৃত ও কবচী হইয়া সমুৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি আমার নিমিত্ত শঙ্কা করিও না, অসন্দিগ্ধ-চিত্তে গমন কর, ধৃষ্টদ্যুম্ন রণে ক্রুদ্ধ দ্রোণকে নিবারণ করিবেন।[৩৫-৩১]

সাত্যকি যুধিষ্ঠির সংবাদে এক দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহাপাল! পুরুষশ্রেষ্ঠ রণদুর্ম্মদ শিনিপ্রবর

সাত্যকি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন জন্য অর্জ্জুনের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কা করিয়াও " আমি অর্জ্জুনের নিকট না গমন করিলে লোকে আমাকে ভীত বলিবে" এই রূপ বহুধা চিন্তা করিয়া আপনার ঐ রূপ লোকাপবাদ সুদুরপরাহত করত ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিলেন[৩] হে নরনাথ! আপনি যদি আপনার রক্ষা হইবে, এমন নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার স্বস্তি হউক, আমি আপনার আজ্ঞানুসারে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করি।[৪] আমি আপনার নিকট সত্যই বলিতেছি ত্রিভুবন মধ্যে অর্জ্জুন অপেক্ষা আমার প্রিয়তর কেহই নাই[৫] তাহাতে আমি আপনার আদেশ ক্রমে তাঁহার পদবীতে গমন করিব, ইহাতে আর কথা কি? আপনার নিমিত্তে আমার কোন কর্ম্ম কোন প্রকারে অকর্ত্তব্য নাই[৬]। আমার গুরুর বাক্য যেমন মান্য, তাহা অপেক্ষাও আপনার বাক্য মান্যতর[৭]। আপনার দুই ভ্রাতা কৃষ্ণার্জ্জুন যেমন আপনার প্রিয় কার্য্যে রত, আমাকেও আপনি সেই রূপ তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্যে রত জানিবেন।[৮] আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধৃত করিয়া এই দুর্ভেদ্য সৈন্য ভেদ করত অর্জ্জুনের নিমিত্ত গমন করিব।[৯] হে মহারাজ! রাজা জয়দ্রথ যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, আমি ক্রুদ্ধ মৎস্য যেরূপ অগাধ জলধিজল ভেদ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ এই দ্রোণ সৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত সেই স্থানে গমন করিব।[১০] ধনঞ্জয়ের ভয়ে ভীত রাজা জয়দ্রথ সৈন্যদিগকে আশ্রয়ন-পূর্ব্বক অশ্বত্থামা কর্ণ ও কৃপ প্রভৃতি মহারথীদিগের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যে স্থানে অবস্থান করিতেছে,[১১] অনুমান করি, ঐ স্থান এখান হইতে তিন যোজন পথ হইবে, ঐ স্থানে জয়দ্রথ বধে সমুদ্যত হইয়া পার্থ অবস্থান করিতেছেন,[১২] আমি অতি দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে

দৃঢ় অন্তঃকরণে বলিতেছি যে, ধনঞ্জয় যোজন ত্রয় দূর বর্ত্তী হইলেও আমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া সিন্ধু রাজ বধ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব।[১৩] কোন মনুষ্য গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত না হইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে, এবং মাদৃশ কোন মনুষ্যই বা আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ না করিয়া থাকে?[১৪] আমাকে যে স্থানে গমন করিতে হইবে, সে স্থান আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি অদ্য আমি হল, শক্তি, গদা, প্রাস, খড়্গ চর্ম্ম ঋষ্টি তোমর শর ইত্যাদি অস্ত্র সংবাধে সমন্বিত সৈন্য-সাগর বিক্ষোভিত করিব।

মহারাজ! ঐ যে সহস্র গজ সৈন্য দেখিতেছেন, অঞ্জন নামে দিক্ হস্তীর বংশে উহাদিগের উৎপত্তি। উহারা প্রহারপটু ও যুদ্ধ শৌণ্ড। বহু ম্লেচ্ছ গণ উহাদিগের উপর সমারূঢ় রহিয়াছে! ঐ সকল বীর্য্য-শালী মেঘ সংকাশ হস্তী জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় মদস্রাব করিতেছে। উহারা হস্তি যোদ্ধাদিগের কর্ত্তৃক চালিত হইলে কদাপি নিবৃত্ত হয় না,[১৫.১৮] সুতরাং উহাদিগকে বধ না করিলে উহারা পরাজিত হইবার নহে। তদনন্তর চতুর্দ্দিকে ঐ যে রথী সকল অবলোকন করিতেছেন, উহারা সকলেই রুক্ম রথ নামে রাজপুত্র। উহারা মহারথী, ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী, রথ অশ্ব হস্তী বাহু ও মুষ্টি যুদ্ধে নিপুণ এবং গদাযুদ্ধে খড়্গ-প্রহারে ও অসি চর্ম্ম সম্পাতে বিশেষ রূপে অভিজ্ঞ। ঐ সকল কৃতবিদ্য শূরগণ সমরে পরস্পর স্পর্দ্ধা ও মনুষ্যদিগের প্রতি সর্ব্বদাই জিগীষা করিয়া থাকে। কর্ণ উহাদিগকে নিযোজিত করিয়াছেন, এবং উহারা দুঃশাসনের অনুগত।[১৯.২৩] কৃষ্ণ উহাদিগকে মহারথী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। উহারা সতত কর্ণের বশানুগ হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য অভিলাষ করিয়া থাকে[২৪] এবং তাঁহারই বাক্যানুসারে অর্জ্জুনের নিকট হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। উহাদিগের বর্ম্ম ও কার্ম্মুক দৃঢ়। উহারা যুদ্ধে ক্ষত বা

শ্রান্ত হয় না,[২৫] এবং নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমার নিমিত্ত যুদ্ধে অবস্থিতি করিতেছে; কিন্তু আমি আপনার প্রিয় কার্য্য নিমিত্ত উহাদিগকে প্রমথিত করিয়া অর্জ্জুনের পদবীতে পদবিক্ষেপ করিব।

মহারাজ! তদ্ভিন্ন ঐ যে কর্ম্ম সমাবৃত সপ্ত শত হস্তী অবলোকন করিতেছেন, যাহাতে কিরাতগণ সমারূঢ় রহিয়াছে, পূর্ব্বে কিরাতরাজ অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া আত্ম জীবন রক্ষার্থ উহাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া ভৃত্য স্বরূপ প্রদান করিয়াছিল। উহারা পূর্ব্বে আপনার আজ্ঞাকারী কিঙ্কর ছিল।[২৬।২৭] দেখুন, কালের কি বিপর্য্যয়! এক্ষণে উহারা আপনার প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান কিরাত সকল হস্তি শিক্ষায় অভিজ্ঞ ও যুদ্ধ-দুর্ম্মদ। উহারা সকলেই ম্লেচ্ছ। উহারাও পূর্ব্বে সব্যসাচীর নিকটে সমরে পরাজিত হইয়াছিল, এই ক্ষণে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া আমার নিমিত্ত যুদ্ধে যত্নবান্ হইয়াছে। ঐ সকল যুদ্ধদুর্ম্মদ কিরাতদিগকে শর নিকরে নিহত করিয়া আমি জয়দ্রথ-বধৈষী অর্জ্জুনের অনুবর্ত্তী হইব। আর ঐ যে গলিত-মদ মহামাতঙ্গ সকল সুবর্ণপ্রভ বর্ম্ম দ্বারা বিভূষিত অবলোকন করিতেছেন ঐ সকল নাগ অঞ্জন-কুলোদ্ভব, কর্কশ স্বভাব, শিক্ষিত ও লব্ধলক্ষ। উহারা যুদ্ধে ঐরাবতের তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে। কৃষ্ণ-লোহিত বর্ম্মে সংবৃত উগ্র স্বভাব নির্দ্দয় যোধপ্রবর দস্যুগণ উহাদিগের উপর সমারূঢ় হইয়া উত্তর পর্ব্বত হইতে সমাগত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে অনেকে গোযোনি সম্ভূত, বানর-যোনি সম্ভূত, মানুষ-যোনি সম্ভূত এবং অনেকে অন্যান্য যোনি সম্ভূতও আছে। হিমালয় প্রদেশের দুর্গম স্থান বাসী পাপাত্মা ঐ সকল ম্লেচ্ছগণ সমবেত থাকাতে সৈন্য সকল ধূমবর্ণ বোধ হইতেছে। দুর্য্যোধন ঐ সমগ্র

রাজমণ্ডল এবং রথিপ্রবর কৃপ, সোমদত্তপুত্র, দ্রোণপুত্র, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবদিগকে অবমাননা করিতেছে। কাল প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মানিতেছে। কিন্তু উহারা সকলে অদ্য আমার নারাচমুখে সমাগত হইলে মনের তুল্য বেগগামী হইলেও বিমুক্ত হইতে পারিবে না। পরবীর্য্যোপজীবী দুর্য্যোধন সতত তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু অদ্য তাঁহারা মদীয় শর সমূহ নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।

মহারাজ! ঐ যে কাঞ্চন ধ্বজ শোভিত রথি সকল দৃষ্টি গোচর হইতেছে, উহাদিগকে আপনি শ্রুত হইয়া থাকিবেন; উহারা কাম্বোজ দেশীয় দুর্দ্দারণ নামে শূর, কৃতবিদ্য ও ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী[৩৮-৪৩] এবং পরস্পর সাতিশয় হিতৈষী হইয়া সমবেত হইয়াছেন। দুর্য্যোধনের এই বহু অক্ষৌহিণী সেনা কুরু বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত, সংক্রুদ্ধ ও সযত্ন হইয়া আমার নিমিত্ত সাবধান পূর্ব্বক সমুদ্যত রহিয়াছে, পরন্তু যেমন হুতাশন তৃণ দাহ করে, তদ্রূপ আমি উহাদিগকে প্রমথিত করিব। অতএব, হে মহারাজ! রথ-সজ্জাকারীগণ আমার রথে তূণীর ও উপকরণ সমস্ত উচিত মত নিহিত করিয়া দিউক। এই সংগ্রামে নানা বিধ আয়ুধ গ্রহণ করাই বিধেয়।[৪৪-৫১] আচার্য্য রথ সজ্জায় যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা পঞ্চ গুণে রথ সুসজ্জিত করা আবশ্যক। আমাকে নানা শস্ত্র সমবেত বিবিধাস্ত্র যোদ্ধা ক্রুদ্ধ আশীবিষ-তুল্য কাম্বোজদিগের সহিত সমরে সমবেত হইতে হইবে। রাজা দুর্য্যোধনের নিরন্তর পালিত হিতৈষী প্রহারপটু বিষকল্প কিরাতদিগের সহিত সমরে সমবেত হইতে হইবে, এবং ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রমশীল প্রদীপ্ত অনল তুল্য অগ্নিকল্প দুর্দ্ধর্ষণীয় শক দেশীয় ও অন্যান্য কাল-

কল্প দুরাসদ ভয়ঙ্কর নানা বিধ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ বহু যোদ্ধাদিগের সহিতও সমরে সমবেত হইতে করাইয়া শ্রান্তি রহিত করণ-পূর্ব্বক রথে যোজিত করিয়া দিউক।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর রাজা তাঁহার রথে তূণীর ও উপকরণ সমস্ত এবং নানা বিধ শস্ত্র সমূহ সংস্থাপিত করাইয়া দিলেন, এবং ভৃত্যেরা তাঁহার চারি অশ্ব রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সুরস মদ্য পান করাইল এবং তাহাদিগের শল্যাপনয়ন করিয়া যথা-নিয়ম ক্রমে শ্রান্তি নিবারণ নিমিত্ত তাহাদিগকে বারংবার ভূমিতে লুণ্ঠন, স্নান, পান ও ভোজন করাইয়া অলঙ্কৃত করিল। অনন্তর সেই সকল রজত বর্ণ সুশিক্ষিত শীঘ্রগামী অশ্ব, হৃষ্ট ও ব্যাগ্রচিত্ত হইলে তাহাদিগকে হেমভাণ্ড-ভূষিত করিয়া বহু শস্ত্র ও পরিচ্ছদ সম্পন্ন, সমুচ্ছ্রিত হেমদণ্ডান্বিত ছত্র শোভিত, মণি বিদ্রুম চিত্রিত হেম-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বজ ও হেম-কেশর মাল্য-বিভূষিত মহাসিংহ ধ্বজে সংযুক্ত পাণ্ডব মেঘ সম বর্ণ পতাকা সমূহে সমলঙ্কৃত রথে যথা বিধি যোজনা করিল।[৪৮-৫৯] তদনন্তর, সাত্যকির প্রিয় সখা, দারুকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সারথি, ইন্দ্রের সারথি মাতলির ন্যায়, রথ প্রস্তুত বলিয়া সাত্যকির নিকট নিবেদন করিল।[৬০] অনন্তর শ্রীমানদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য মান্য প্রবর সাত্যকি কৃত স্নান ও শুচি হইয়া দুর্ব্বাক্ষতাদি ধারণ-পূর্ব্বক সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ নিষ্ক প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ গণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তিনি কিরাত দেশীয় মধু পান করত মদ-বিহ্বল ও লোহিত লোচনে দ্বিগুণ তেজস্বী ও অনল সদৃশ হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, এবং মহা হর্ষান্বিত হইয়া মঙ্গলকর দর্পণ বিশেষ স্পর্শ করিলেন। বিপ্রগণ তাঁহার স্বস্তি বাচন করিতে লাগিলেন, এবং কন্যাগণ লাজ, গন্ধ ও মাল্য দ্বারা তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন। তিনি কবচী ও সমলঙ্কৃত হইয়া যুধিষ্ঠিরের চরণ

দ্বয়ে প্রণত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলে, তিনি মহারথে আরোহণ করিলেন।[৬১-৬৬]

তদনন্তর পবন সদৃশ বেগশীল অজেয় সিন্ধু দেশীয় হৃষ্টপুষ্ট সেই সকল অশ্ব যথাভিলষিত শব্দ করত জয়শীল রথ বহন করিতে লাগিল,[৬৭] এবং ভীমসেনও ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সাত্যকির সহিত গমন করিতে লাগিলেন।[৬৮] দ্রোণ প্রভৃতি আপনার সমুদায় সৈন্য, অরিন্দম সাত্যকি ও ভীমসেনকে আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছু দেখিয়া সতর্ক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।[৬৯] পরন্তু মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেনকে কবচী হইয়া অনুসরণ করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন-পূর্ব্বক হর্ষজনক এই কথা কহিলেন,[৭০] হে ভীমসেন! এক্ষণে রাজাকে রক্ষা করাই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য, অতএব তুমি রাজাকে রক্ষা কর; আমি এই সকল কালপক্ক সৈন্য ভেদ করিয়া প্রবেশ করিব।[৭১] রাজাকে রক্ষা করা, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান উভয় কালেই শ্রেয়স্কর। অতএব যদি তুমি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তবে নিবৃত্ত হও; আমার বল বীর্য্য তুমি সবিশেষ অবগত আছ এবং আমিও তোমার বল বিক্রম বিশেষ রূপে অবগত আছি।

ভীমসেন এই রূপ উক্ত বাক্যে সম্মত হইয়া সাত্যকিকে বলিলেন, হে পুরুষ-সত্তম! তুমি কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত গমন কর, আমি রাজাকে রক্ষা করিব। মধুকুলশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ভীম কর্ত্তৃক ঐ রূপ অভিহিত হইয়া পুনর্ব্বার ভীমসেনকে বলিলেন, হে পার্থ! তুমি শীঘ্র গমন কর। যেহেতু তুমি আমার প্রীতিভাজন, অনুরক্ত ও বশবর্ত্তী হইলে অর্থাৎ আমার অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ করিলে না, এই এক শুভ নিমিত্ত এবং অন্যান্য নিমিত্ত সকলও আমার নিকট যেরূপ ব্যক্ত

করিয়া দিতেছে, তাহাতে অদ্য আমার নিশ্চয়ই বিজয় লাভ হইবে। পাপাত্মা সিন্ধুপতি, মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিহত হইলে আমি আসিয়া ধর্ম্মাত্মা রাজাকে আলিঙ্গন করিব, সন্দেহ নাই।[১২-৭৭] মহামনাঃ সাত্যকি ভীমসেনকে এই রূপ কহিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, যেমন ব্যাঘ্র মৃগগণকে অবলোকন করে, সেই প্রকার আপনার সৈন্যদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।[৭৮] আপনার সৈন্য তাঁহাকে প্রবেশেচ্ছু দেখিয়া পুনর্ব্বার মোহিত ও সাতিশয় প্রকম্পিত হইতে লাগিল।[৭৯] তদনন্তর ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে অর্জ্জুন-দর্শনেচ্ছু সাত্যকি আপনার সৈন্য মধ্যে সহসা গমন করিলেন।[৮০]

সাত্যকির সৈন্য প্রবেশ প্রকরণে দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! যুযুধান যুদ্ধমানসে আপনার সৈন্য মধ্যে গমন করিলে, মহারাজ ধর্ম্মরাজ স্বকীয় সৈন্যে সমাবৃত হইয়া দ্রোণের রথ সমীপে গমন মানসে যুযুধানের পশ্চাৎ গমন করিলেন। অনন্তর সংগ্রাম-দুর্ম্মদ পাঞ্চালরাজ-পুত্র এবং রাজা বসুদান পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, তোমরা আগমন কর, প্রহার কর, ধাবমান হও, তাহা হইলে যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি সুখে গমন করিতে পারিবেন, যেহেতু বহু মহারথী উহাঁর পরাজয়ে যত্ন করিবেন।[১-৩] পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথী সকল ঐ রূপ বলিতে বলিতে বেগে কৌরব সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহাদিগের প্রতি জিগীষা পরবশ হইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলাম।[৫] ঐ সময়ে সাত্যকির রথ সমীপে মহা শব্দ হইতে লাগিল, আপনার পুত্রের মহতী সেনা প্রকৃষ্ট রূপে কম্পিতা হইয়া সাত্যকি কর্ত্তৃক শতধা বিদীর্ণা হইল। সেই সকল সৈন্য বিদার্য্যমাণ হইলে

শিনি-পৌত্র মহারথী সাত্যকি অগ্নিকল্প শর সমূহ দ্বারা বিপক্ষ সৈ-ন্যের অগ্রভাগে অবস্থিত মহাধনুর্দ্ধর সাত জন বীরকে সংহার করিয়া অন্যান্য নানা দেশাধিপতি বীরদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি এক শরে শত মনুষ্যকে এবং শত শরে এক মনুষ্য-কেও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৬-৯] গজারোহী, গজ, অশ্বারোহী, অশ্ব, এবং অশ্ব ও সারথি সহিত রথীদিগকে মহাদেব কর্ত্তৃক পশু সমূহ হননের ন্যায় নিহত করিতে লাগিলেন।[১০] আপনার সৈনিক দলের মধ্যে কোন দল, শর সম্পাতে দক্ষ অদ্ভুত কর্ম্মা সাত্যকির সম্মুখে গমন করিতে পারিল না।[১১] সৈনিক বীরগণ সেই দীর্ঘবাহু কর্ত্তৃক মৃদ্যমান, ভীত ও শরপীড়িত হইয়া তাঁহার অতি পৌরুষ অব-লোকন করিয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ করিল।[১২] তাহারা তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া এক সাত্যকিকে বহু সাত্যকি দৃষ্ট করিতে লাগিল। হে নরোত্তম! ভগ্ন চক্র সংযুক্ত ও ভগ্ন নীড়ান্বিত রথ, ভগ্ন চক্র, ছিন্ন ধ্বজ, নিপাতিত ছত্র ও পতাকা এবং মনুষ্যদিগের কাঞ্চনময় শির-স্ত্রাণ, চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গদালঙ্কৃত সর্প ফণা সদৃশ ভুজ ও করিকর তুল্য উরু সমূহ দ্বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্না হইল, এবং বৃষভ-তুল্য লোচন যুক্ত, শশধর সদৃশ, মনোহর কুণ্ডলালঙ্কৃত নিপতিত বদন সমূহে বিস্তীর্ণা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। যেমন বিকীর্ণ পর্ব্বত সমূহ দ্বারা পৃথিবী প্রকাশ পায়, সেই প্রকার পর্ব্বতোপম শয়ান বহুধা ছিন্ন গজ সমূহ দ্বারা রণস্থল বিরাজমান হইল. এবং মুক্তাজাল-বিভূষিত স্বুবর্ণময় যোক্ত্র ও বিভূষিত উরশ্ছদ বিশিষ্ট তুরগ সকল দীর্ঘবাহু সাত্যকি কর্ত্তৃক প্রমৃষ্ট, মৃত ও মহীতল-গত হইয়া শোভা প্রকাশ করিতে লাগিল।[১৩-৯] হে নরনাথ! সাত্যকি এই রূপে আপনার নানা বিধ সৈন্যদিগকে নিহত ও নিতান্ত পরাঙ্মুখ করিয়া আপনার অন্যান্য সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যে পথে ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়া-

ছিলেন, সেই পথে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন; পরন্তু দ্রোণ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।[২০-২১] সংক্রুদ্ধ যুযুধান ভরদ্বাজ-পুত্রের সহিত সমবেত হইয়া, সমুদ্র যেমন বেলা ভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, সেই প্রকার, তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না।[২২] দ্রোণ মহারথ যুযুধানকে অবরোধ করত মর্ম্ম-ভেদী সুশাণিত পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন।[২৩] সাত্যকিও কঙ্কবর্হিণ পক্ষযুক্ত শিলা ধৌত স্বর্ণপুঙ্খ সপ্ত শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন।[২৫] অনন্তর দ্রোণ ছয় শরে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়, সারথি ও তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথী যুযুধান তাহা সহ্য করিয়া সিংহনাদ-পূর্ব্বক প্রথমত দশ, পরে ছয় এবং তৎ পরে অষ্ট শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার দশ শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং এক শরে দ্রোণের সারথিকে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে এবং এক শরে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর দ্রোণ, সত্বর হস্তে শলভ সমূহ সদৃশ শর সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে অশ্ব, সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন; সেই রূপ যুযুধানও নির্ভীক হইয়া বহু বাণ দ্বারা দ্রোণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

তদনন্তর দ্রোণ সাত্যকিকে বলিলেন, যুযুধান! তোমার আচার্য্য অর্জ্জুন কাপুরুষের ন্যায় রণ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন, আমি যুদ্ধ করিতে থাকিলেও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিয়াছেন। কিন্তু তুমি যদি তোমার আচার্য্যের ন্যায় আমাকে রণে পরিত্যাগ করিয়া না গমন কর, তাহা হইলে অদ্য আমি যুদ্ধ করিতে থাকিলে আমার নিকট হইতে তুমি জীবন সত্ত্বে মুক্ত হইতে পারিবে না।

সাত্যকি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার স্বস্তি হউক, আমি ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে ধনঞ্জয়ের পদবীতে গমন করিব; কাল বিলম্ব

না হয়, সেই জন্য যে প্রকারে আমার গুরু গমন করিয়াছেন, সেই রূপেই আমি গমন করিব, কেন না শিষ্যেরা আচার্য্যানুগত পথই সর্ব্বদা সেবন করিয়া থাকেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! সাত্যকি এই কথা বলিয়া সহসা আচার্য্য দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন, এবং সারথিকে এই কথা বলিলেন, দ্রোণ আমারে অবরোধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকারে যত্ন করিবেন,[২৫-৩৫] তুমি যত্ন-পূর্ব্বক রণ স্থলে গমন কর, আমার কথা শ্রবণ কর;—ঐ অবলোকন করিতেছ মহাপ্রভান্বিত অবন্তি দেশীয় সৈন্য;[৩৬] তাহার পর দাক্ষিণাত্য মহৎ সৈন্য; তাহার পর বাহ্লীক দেশীয় মহৎ সৈন্য,[৩৭] এবং উহার নিকটেই সংযুক্ত হইয়া কর্ণের মহৎ সৈন্য অবস্থান করিতেছে। ঐ সকল সৈন্য পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইয়া আছে,[৩৮] পরন্তু উহারা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া রণ স্থল পরিত্যাগ করিবে না। তুমি উহাদিগের মধ্য দিয়া হর্ষ সহকারে মধ্যম বেগ-পূর্ব্বক অশ্ব চালনা কর। যে স্থানে নানা শস্ত্রোদ্যত বাহ্লীক সৈন্য,[৩৯-৪০] সূতপুত্র পুরোবর্ত্তী বহুল দাক্ষিণাত্য হস্তী অশ্ব ও রথ সমূহের সংবাধ এবং নানা দেশীয় পদাতি সৈন্য অবস্থান করিতেছে, তুমি ঐ স্থানে আমারে লইয়া চল। এই কথা বলিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ব্রাহ্মণ দ্রোণকে পরিবর্জ্জিত করিয়া তাঁহার বাম দিক্ দিয়া কর্ণের মহৎ সৈন্য মধ্যে যাত্রা করিলেন।

মহারাজ! মহাবাহু যুযুধান নিবৃত্ত না হইয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলে দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া বহু বাণ বিকীরণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। সাত্যকি শাণিত শর নিকরে কর্ণের অতি মহৎ সৈন্যদিগকে অভিহত করিয়া কুরু সৈন্য-দিগকে পীড়িত করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সাত্যকি

এই প্রকারে সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট ও সৈন্য সকল তজ্জন্য পলায়মান হইতে থাকিলে কৃতবর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীর্য্যবান্ সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে সমাগত অবলোকন করিয়া ছয় বাণে তাঁহাকে আহত করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব হনন করিলেন, তৎ পরেই পুনর্ব্বার নতপর্ব্ব ষোড়শ বাণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। কৃতবর্ম্মা সাত্যকির তীক্ষ্ণতেজস্বি বহু বাণে ব্যথিত হইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ভুজগসন্নিভ বায়ুবেগগামী বৎসদন্ত নামক এক বাণ আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া সাত্যকির দেহাবরণ ও দেহ ভেদ করিয়া রুধির সিক্ত হইয়া পত্র পুঙ্খের সহিত পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। পরমাস্ত্র বেত্তা কৃতবর্ম্মা তৎ পরেই অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুল বাণ দ্বারা সত্যবিক্রম সাত্যকির শর ও গুণের সহিত শরাসন ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ দশ বাণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর, মহাশক্তিমান্ বীর সাত্যকি আপনার শরাসন বিশীর্ণ হইলে এক শক্তি দ্বারা কৃতবর্ম্মার দক্ষিণ বাহু ব্যথিত করিলেন, অনন্তর অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক শত শত সহস্র সহস্র বাণ শীঘ্র শীঘ্র কৃতবর্ম্মার চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিয়া রথের সহিত তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।[৪১-৫৫] মহারাজ! সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে শরাচ্ছাদিত করিয়া এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৫৬] সারথি হত হইয়া কৃতবর্ম্মার মহারথ হইতে পতিত হইল; অশ্ব সকল সারথি বিহীন হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল।[৫৭] অনন্তর ভোজ-নন্দন কৃতবর্ম্মা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক সশর শরাসন হস্তে অবস্থান করিলেন; সৈন্যেরা তাঁহার সেই কার্য্য অবলোকন করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিল।[৫৮] তিনি মুহূর্ত্ত কাল আশ্বস্ত হইয়া নির্ভীক চিত্তে অশ্ব চালনা-পূর্ব্বক শত্রুদিগের ত্রাসোৎপাদন করিতে লাগিলেন[৫৯]। পরন্তু সা-

ত্যকি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কৃতবর্ম্মা ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন।

হে রাজেন্দ্র! সাত্যকি ভোজ বল হইতে বিনির্গত হইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক মহৎ কাম্বোজ সৈন্য মধ্যে গমন করিলেন। সেস্থানে বহু শুর মহারথী তাঁহাকে অবরোধ করিলে তিনি তথা হইতে গমন করিতে পারিলেন না। ঐ সময় দ্রোণ, সাত্যকির অনুসন্ধান পাইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি স্বীয় সৈন্য রক্ষণের ভারার্পণ পূর্ব্বক যুদ্ধ কামনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সাত্যকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে ভীমসেন পুরঃসর পাঞ্চাল দেশীয় বহু বহু বীরগণ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পরন্তু রথি-শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মাকে প্রাপ্ত হইয়া হতোৎসাহ হইলেন। বীর কৃতবর্ম্মা বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন।[৬০-৬৪] তাঁহাদিগের বাহন সকল ক্লান্ত হইয়াছিল, তাঁহারাও শর সমূহে পীড়িত ও ঈষৎ হতোৎসাহ হইলেন, সুতরাং যত্নবন্ত হইয়াও কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন। পরন্তু সেই সকল বীর, ভোজ-নন্দন কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক নিবারিত হই-য়াও মহৎ যশঃ প্রার্থী হইয়া ভোজ সৈন্যের প্রতি আক্রমণ অভি-লাষে আর্য্যধর্ম্মে নিষ্ঠা বশত রণ বিমুখ হইলেন না।[৬৬.৬৭]

সাত্যকি প্রবেশে ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সঞ্জয়! আমাদিগের সৈন্য সমস্ত বহু গুণ-বিশিষ্ট সম্যক্ বিদিত; উহাদিগের যথা ন্যায়ে ব্যূহ সজ্জাও হইয়া থাকে, এবং উহারা সংখ্যাতেও অল্প নহে।[১] আমরা উহাদিগকে নিত্য সম্মান করিয়া থাকি, এবং উহারাও আমাদিগকে সর্ব্বদা

অভিলাষ করিয়া থাকে। উহারা প্রৌঢ়, অদ্ভুতাকার, সম্মুখ-যোদ্ধা, এবং মহাবল পরাক্রমশীল।[২] উহারা অতি বৃদ্ধ নহে, বালক নহে, কৃশ নহে এবং অতি স্থূলও নহে। উহাদিগের মধ্যে সকলেরই দেহ প্রায় বৃত্ত, আয়ত ও লঘু। সকলেই সারবান্, নিরোগ,[৩] গৃহীত-বর্ম্মা ও বহু শস্ত্র পরিচ্ছদ-সম্পন্ন। উহারা বহু শস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী;[৪] আরোহণে, অবরোহণে, প্রসরণে, দূর লম্ফনে, সম্যক্ প্রহরণে, প্রবেশে ও নির্গমে সুদক্ষ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ যুদ্ধে পরীক্ষিত। উহাদিগকে যথা ন্যায়ে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে;[৫-৬] সৎকুলজাত বলিয়া কিম্বা কোন উপকার করিয়াছে বলিয়া কি উহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া নিযুক্ত করা হয় নাই। উহারা আহূত না হইয়া অর্থাৎ আপনা হইতে প্রার্থনা মতে বা নূতন রূপে নিযুক্ত হয় নাই।[৭] বিশেষত উহারা সৎকুলজাত, আর্য্য জনে সমুপেত, সন্তোষ যুক্ত, পুষ্ট, অনুদ্ধত, যশস্বী ও মনস্বী। উহাদিগের সম্মান ও উপচার প্রদানও করা গিয়া থাকে।[৮] উহারা সচিবগণ ও লোকপাল সদৃশ প্রধান প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষগণ কর্তৃক পরিপালিত হইয়া থাকে।[৯] এবং আমাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু ও অনুগত রাজগণ স্বেচ্ছানুসারে অনুগগণ ও সৈন্য সহিত উহাদিগকে রণে রক্ষা করিয়া থাকেন।[১০] চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত নদী সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ সাগর সদৃশ ঐ সকল সৈন্য, পক্ষ রহিত অথচ পক্ষি সদৃশ রথ, অশ্ব ও মদস্রাবী কুঞ্জর গণে সমাবৃত থাকে। সঞ্জয়! আমাদিগের সৈন্য এতাদৃশ হইয়াও যে রণে নিহত হইয়াছে, তাহার কারণ ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যায়? যোধগণ রূপ অক্ষয্য জলময়, বাহন রূপ ঊর্ম্মি তরঙ্গ-বিশিষ্ট, নৌকাদণ্ড রূপ অসি, গদা ও শক্তিতে সঙ্কুল, শর ও প্রাশ রূপ মৎস্য সমূহে সমাকুল, ধ্বজ রূপ ভূষণের সংবাধ যুক্ত, রত্ন সমূহ রূপ পদ্ম নিকরে সুসঞ্চিত, বায়ুবেগ রূপ ধাবমান বাহন

সকলে আন্দোলিত, দ্রোণ রূপ আধার ও কুম্ভীরে সমন্বিত, কৃতবর্ম্মা রূপ মহাহ্রদে সংযুক্ত, জলসন্ধ রূপ মকরাদি সম্পন্ন এবং কর্ণ রূপ চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ধত ভয়ঙ্কর যে আমাদিগের সৈন্য সাগর, তাহা বেগ-পূর্ব্বক ভেদ করিয়া ভরত প্রবর সব্যসাচী ও সাত্বত শ্রেষ্ঠ মহারথী সাত্যকি একাকী রথারোহণে যখন প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন আমার সৈন্য মধ্যে কেহ যে অবশিষ্ট থাকিবে, এমন দেখি না।[১১-১৭] কাল প্রেরিত কুরুগণ অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে বেগ সহকারে সৈন্যাতিক্রম করিতে এবং সিন্ধুরাজকে গাণ্ডীবের বাণ-গোচরে অবস্থিত অবলোকন করিয়া তৎ কালে কি কার্য্য করিল? সেই নিদারুণ অতি-ভীষণ সময়ে কি রূপ অবস্থাপন্ন হইল? বৎস! আমি বিবেচনা করি, উহারা কালগ্রস্ত হইয়াছে এক্ষণে সমরে উহাদিগের তাদৃশ বিক্রমের কার্য্য অবলোকিত হইতেছে না।[১৮-২০] কৃষ্ণার্জ্জুন অক্ষত শরীরে রণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, উহাঁদিগকে যে নিবারণ করে, এমন কেহ তাহার মধ্যে নাই।[২১]

সঞ্জয়! আমাদিগের সৈনিক মহারথী দিগকে পরীক্ষা করিয়া যথা যোগ্য বেতনে এবং অনেককে প্রিয় বাক্য দ্বারাও নিযুক্ত করা হইয়াছে।[২২] উহাদিগের মধ্যে কেহই অসম্মান-পূর্ব্বক নিযুক্ত হয় নাই। উহারা কর্ম্মানুরূপ অন্ন ও বেতন লাভ করিয়া থাকে।[২৩] আমার সৈন্যদিগের মধ্যে কোন যোদ্ধা মনুষ্য অল্প বেতনভুক্ নাই।[২৪] জ্ঞাতি বান্ধবের সহিত আমার পুত্রেরা দান মান ও অশন দ্বারা সেই সকল সৈনিক মনুষ্যদিগকে যথা শক্তি সম্মানিত করিয়া থাকে;[২৫] পরন্তু এতাদৃশ সৈনিক যোদ্ধাগণ যখন সব্যসাচী ও সাত্যকি কর্তৃক বিমর্দ্দিত ও পরাজিত হইয়াছে, তখন তাহার কারণ ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?[২৬] সংগ্রামে যাহারা রক্ষিত হয়, এবং যাহারা রক্ষা করিয়া থাকে, এই উভয়ের গতি একই প্রকার দেখি-

তেছি।[২৭] আমার অতি মূঢ় পুত্র দুর্য্যোধন সংগ্রামে অর্জ্জুনকে সিন্ধুরাজের অগ্রে অবস্থিত এবং সাত্যকিকেও সমরে নির্ভয়ে প্রবিষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিয়া তৎকালোচিত কি কার্য্য কর্ত্তব্য অবধারণ করিল?[২৮] [২৯] মদীয় অন্যান্য যোদ্ধাগণই বা রথিসত্তম অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে সেনা মধ্যে সর্ব্ব শস্ত্র অতিক্রম করিয়া নিবিষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিয়া কি রূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল![৩০] বোধ করি, কৃষ্ণ ও সাত্যকিকে অর্জ্জুনের সাহায্যে অবস্থিত অবলোকন করিয়া আমার পুত্রেরা শোকাকুল হইয়া থাকিবেক।[৩১] অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে সেনাতিক্রম করিতে এবং কুরু সৈন্যদিগকে পলায়মান দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক।[৩২] রথিদিগকে শত্রু জয়ে নিরুৎসাহ ও পলায়নে কৃতোৎসাহ এবং পলায়িত দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক।[৩৩] অর্জ্জুন ও সাত্যকিকে রথনীড় সকল মনুষ্য শূন্য এবং যোধগণকে নিহত করিতে নিরীক্ষণ করিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক।[৩৪] সহস্র সহস্র বীরদিগকে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ বিহীন এবং ব্যাগ্র হইয়া ধাবমান হইতে অবলোকন করিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক।[৩৫] মনুষ্য ও অশ্বদিগকে অর্জ্জুন ও সাত্যকি কর্ত্তৃক রথ বিহীন দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক।[৩৬] মহা মহা হস্তী গণ অর্জ্জুন শরে আহত হইয়া পলায়ন করিতেছে এবং পতিত হইতেছে ও হইয়াছে দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক।[৩৭] অশ্ব সমূহকে অর্জ্জুন ও সাত্যকি কর্ত্তৃক নিহত ও ইতস্তত ধাবমান দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক।[৩৮] সমূহ সমূহ পদাতিদিগকে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান দেখিয়া আমার সমুদয় পুত্রেরা বিজয় লাভে নিরাশ হইয়া শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক।[৩৯] অপরাজিত অর্জ্জুন ও সাত্যকি দুই বীরকে

ক্ষণ কাল মধ্যে দ্রোণের সৈন্য হইতে অতিক্রান্ত হইতে অবলোকন করিয়া আমার পুত্রেরা শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবেক।[৪০] হে বৎস! কৃষ্ণার্জ্জুন ও সাত্যকি অক্ষত শরীরে মদীয় সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমিও সাতিশয় মোহিত হইয়াছি।[৪১]

সঞ্জয়! শিনিপ্রবর সাত্যকি সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভোজ সৈন্য অতিক্রম করিয়া গমন করিলে কৌরবেরা কি রূপে অবস্থান করিল[৪২] এবং পাণ্ডবেরা দ্রোণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলে কি প্রকার যুদ্ধ হইল, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।[৪৩] দ্রোণ বলবান্ শূর, অস্ত্রবিদ্যায় কৃতী, দৃঢ় বিক্রম এবং মহাধনুর্দ্ধর; তাঁহার প্রতি পাঞ্চালদিগের শত্রুতা আবদ্ধ রহিয়াছে; তাহারাও ধর্ম্মরাজের জয়াকাঙ্ক্ষী; এবং মহাবল দ্রোণেরও তাহাদিগের প্রতি শত্রুতা বদ্ধমূল রহিয়াছে; অতএব পাঞ্চালেরা দ্রোণের সহিত কি প্রকার প্রতিযুদ্ধ করিল?[৪৪-৪৫] সঞ্জয়! তুমি বাক্য-বিশারদ, অতএব এই সকল বিবরণ এবং অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ বধ নিমিত্ত যে রূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎ সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।[৪৬]

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত প্রবর! আপনার নিজ কৃত অপরাধ জন্যই এতাদৃশ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আপনার প্রাকৃত জনের ন্যায় শোক করা সমুচিত হয় না।[৪৭] পূর্ব্বে বিদুর প্রভৃতি প্রাজ্ঞ সুহৃদ্ ব্যক্তিরা আপনাকে বলিয়াছিলেন, যে "হে রাজন্! আপনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না" কিন্তু তাহা আপনি শ্রবণ করেন নাই।[৪৮] যে ব্যক্তি হিতৈষী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ না করে, সে আপনার ন্যায় মহা ব্যসন প্রাপ্ত হইয়া শোকার্ত্ত হয়।[৪৯] মহাযশস্বী দাশার্হ কৃষ্ণ পূর্ব্বে সন্ধি নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।[৫০] তিনি আপনার নির্গুণতা, পুত্রদিগের প্রতি পক্ষপাত এবং পাণ্ডব-

দিগের প্রতি দ্বেষীভাব, মাৎসর্য্য কুটিলতা ও বহুতর আর্ত্তপ্রলাপ অবগত হইয়া কৌরবগণের বিপক্ষে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন।[৫১-৫৩] হে মহারাজ! আপনার অপরাধেই এই বিপুল লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে; আপনি এ দোষ দুর্য্যোধনের প্রতি আরোপ করিবেন না।[৫৪] আপনি প্রথমে কি মধ্যে কিছু মাত্র সুবিবেচনা করেন নাই, এক্ষণে করিতেছেন, অতএব আপনিই এই পরাজয়ের মূল।[৫৫] অতএব এক্ষণে স্থিরচিত্তে লোকের নিয়ত স্বভাব অবগত হইয়া এই দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ভয়ানক যুদ্ধ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বী ক্রমে শ্রবণ করুন।[৫৬]

মহারাজ! সত্যবিক্রম সাত্যকি আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন[৫৮]। তখন একমাত্র মহারথ কৃতবর্ম্মা ক্রোধ পরবশ অনুচরগণ সমবেত পাণ্ডবগণকে সহসা আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে অবরোধ করিলেন।[৫৮] যেমন বেলাভূমি উচ্ছলিত সমুদ্রকে অবরোধ করে, সেই প্রকার তিনি পাণ্ডব সৈন্যদিগকে নিবারন করিলেন।[৫৯] কৃতবর্ম্মার এই আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম যে, পাণ্ডব পক্ষ সকলে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারিলেন না।[৬০] তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন কৃতবর্ম্মাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডব পক্ষ দিগকে হর্ষাবিষ্ট করত শঙ্খ ধ্বনি করিলেন।[৬১] তৎ পরে সহদেব বিংশতি, ধর্ম্মরাজ পঞ্চ, নকুল এক শত, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরা ত্রিসপ্ততি, ঘটোৎকচ সপ্ত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন।[৬২-৬৩] বিরাট ও দ্রুপদ রাজাও তিন তিন বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন এবং শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মাকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার হাসিতে হাসিতে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর কৃতবর্ম্মা সেই সকল মহারথীদিগের প্রত্যে-

ককে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া সপ্ত শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া রথ হইতে ধরাতলে পাতিত করিলেন এবং তৎ পরেই সত্বর হইয়া ছিন্নধন্বা ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে শাণিত সপ্ততি শরে আঘাত করিলেন।[৬৪-৬৩] যেমন ভূকম্প হইলে পর্ব্বত কম্পিত হয়, সেই রূপ বলবান্ ভীমসেন হৃদিক-পুত্রের প্রবল শরাঘাতে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রথ মধ্যে কম্পিত হইলেন।[৬৮] যুধিষ্ঠির পুরোবর্ত্তী যোধগণ ভীমসেনকে তথাবস্থ দেখিয়া ভয়ঙ্কর বাণ সকল কৃতবর্ম্মার উপর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন,—তাঁহারা ভীমসেনের রক্ষার্থ হর্ষ সহকারে কৃতবর্ম্মাকে রথ সমূহে পরিবেষ্টন করিয়া বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৬৯-৭০] পরন্তু মহাবলবান্ ভীমসেন কিঞ্চিৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া হেমদণ্ড যুক্ত লৌহময় এক শক্তি গ্রহণ করিয়া রথ হইতে দ্রুত বেগে কৃতবর্ম্মার রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীমের ভুজ নিক্ষিপ্ত মোক নির্ম্মুক্ত সর্প সদৃশ সুদারুণ সেই শক্তি কৃতবর্ম্মার সম্মুখে প্রজ্বলিত হইয়া গমন করিতে লাগিল; কিন্তু হৃদিক-নন্দন যুগান্তাগ্নি সম প্রভাপন্ন সেই শক্তিকে সম্মুখে সহসা আগমন করিতে অবলোকন করিয়া দুই শরে তাহা দুই খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। যেমন মহোল্কা নভোমণ্ডল হইতে পরিচ্যুত হইয়া দশ দিক্ প্রকাশ করত পতিত হয়, সেই রূপ কনকভূষণালঙ্কৃত সেই শক্তি ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। শক্তি নিহত হইল নিরীক্ষণ করিয়া ভীষণ বল-সম্পন্ন ভীমসেন ক্রোধাপন্ন হইয়া মহা শব্দশীল বেগবান্ অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মাকে শর নিকরে সমাকীর্ণ করিয়া পঞ্চ বাণে তাঁহার স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে আঘাত করিলেন।

মহারাজ! এই সকল হত্যাকাণ্ড আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা হেতুই হইয়াছে। ভোজবংশ-নন্দন কৃতবর্ম্মা ভীমসেন কর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত

বিক্ষত হইয়া রণাঙ্গনে পুষ্পিত রক্তাশোক বৃক্ষের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।[৭৭-৭৮] তদনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে পাণ্ডব পক্ষ সকলকে দৃঢ় বিদ্ধ করিলেন।[৭৯] মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা তিন তিন বাণে যত্নবন্ত সেই মহারথীদিগকে বিদ্ধ করিলেন, এবং তাঁহারাও প্রত্যেকে সাত সাত শরে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন।[৮০] তদনন্তর মহারথী কৃতবর্ম্মা ক্রুদ্ধ চিত্তে হাস্য মুখে এক ক্ষুরপ্র দ্বারা শিখণ্ডীর ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৮১] শিখণ্ডীর ধনুক ছিন্ন হইলে তিনি সত্বর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শত চন্দ্র যুক্ত স্বর্ণ-বিভূষিত সমুজ্জ্বল এক চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘূর্ণায়মান করিয়া সেই খড়্গ কৃতবর্ম্মার রথে নিক্ষেপ করিলেন।[৮২-৮৩] সেই বৃহৎ খড়্গ কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন করিয়া গগন মণ্ডল-চ্যুত জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল।[৮৪] ঐ সময়ে মহারথী শিখণ্ডী সত্বর হইয়া কৃতবর্ম্মাকে গাঢ়রূপে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৮৫] অনন্তর পরবীরহন্তা কৃতবর্ম্মা সেই ছিন্ন মহাশরাসন পরিত্যাগ করিয়া অপর ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সকলকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া শিখণ্ডীকে প্রথমত তিন, পরে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন।[৮৬-৮৭] মহাযশস্বী শিখণ্ডী অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া কূর্ম্মনখ সদৃশ-ফল যুক্ত শর সমূহ দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।[৮৮] তদনন্তর হৃদিক-পুত্র কৃতবর্ম্মা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বল প্রদর্শন করত মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর হেতুভূত মহারথী শিখণ্ডীর প্রতি, হস্তীর প্রতি ধাবমান শার্দ্দূলের ন্যায়, বেগে ধাবমান হইলেন।[৮৯-৯০] অনন্তর দিগ্‌গজ সদৃশ জ্বলিত অনল তুল্য অরিন্দম দুই মহারথী পরস্পর শর সমূহ দ্বারা হনন করত সমবেত হইলেন।[৯১] তাঁহারা উভয়েই প্রবল শরাসন প্রকম্পিত ও শত শত শর সন্ধান করত, ভাস্করের কিরণ বিস্তারের ন্যায়, বিকীরণ করিতে

লাগিলেন।[৯২] দুই বীরই তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা পরস্পরকে প্রপীড়িত করত যুগান্ত কালীন ভাস্করের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।[৯৩] কৃতবর্ম্মা মহারথী শিখণ্ডীকে প্রথমত ত্রিসপ্ততি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন।[৯৪] শিখণ্ডী তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ, ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ করত রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন।[৯৫] সেই পুরুগশ্রেষ্ঠকে রণে বিষণ্ণ দৃষ্ট করিয়া আপনার পক্ষ সৈন্যেরা কৃতবর্ম্মাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিল, এবং পতাকা সকল কম্পিত করিতে লাগিল।[৯৬] শিখণ্ডীর সারথি তাঁহাকে শর পীড়িত সন্দর্শন করিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক রণ হইতে অপসারিত করিল।[৯৭]

মহারাজ! পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে রথ নীড়ে অবসন্ন অবলোকন করিয়া অবিলম্বে কৃতবর্ম্মাকে রথ সমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন।[৯৮] সেই স্থলে মহারথী কৃতবর্ম্মা এই অতি অদ্ভুত কার্য্য করিলেন যে, তিনি একাকী সমরে পাণ্ডবদিগকে অনুগগণের সহিত নিবারণ করিলেন।[৯৯] মহারথী কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিয়া মহাবল বীর্য্যশালী চেদি, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কেকয়দিগকে পরাজয় করিলেন।[১০০] পাণ্ডবগণ সমরে কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক হন্য মান হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন।[১০১] কৃতবর্ম্মা ভীমসেন পুরোবর্ত্তী পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া বিধূমপাবকের ন্যায় সমরে অবস্থিত হইলেন।[১০২] সেই মহারথী সকল কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক শর বৃষ্টি দ্বারা সমাহত ও ধাবমান হইয়া রণ বিমুখ হইলেন।[১০৩]

কৃতবর্ম্ম পরাক্রমে চতুর্দ্দশাধিক শত তম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! আপনি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহা এক চিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন। সেই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য কৃতবর্ম্মার শর প্রহারে বিদ্রাবিত ও লজ্জায় একান্ত অবনত হইলে আপনার পক্ষীয় বীরগণ অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন যিনি অগাধ সৈন্যসাগর মধ্যে আশ্রয় লাভার্থী পাণ্ডবগণের দ্বীপ স্বরূপ হইয়া ছিলেন, সেই মহাবীর সাত্যকি কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের ভয়ঙ্কর নিনাদ শ্রবণ করিয়া ত্বরা সহকারে কৃতবর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন।[১-৩] অমর্ষ সমন্বিত সাত্যকি সারথিকে কহিলেন, হে সূত! হার্দ্দিক্যাভিমুখে আমার রথ চালনা কর। ঐ অবলোকন কর, পাণ্ডব সৈন্য সকল রণ বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতেছে, অতএব সত্বর রথ চালনা কর। উহাকে জয় করিয়া পুনর্ব্বার ধনঞ্জয় সমীপে গমন করিব। হে কুরু নন্দন! সাত্যকি কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে সারথি অবিলম্বে রথ চালনা করিয়া কৃতবর্ম্মা সন্নিধানে উপস্থিত হইবা মাত্র কৃতবর্ম্মা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকি অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুশাণিত এক ভল্ল ও অন্য চারি শর কৃতবর্ম্মার উপর নিক্ষেপ করিলেন।[৪-৮] সেই চারি শর দ্বারা কৃতবর্ম্মার চারি অশ্ব নিহত এবং ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছিন্ন হইল। অনন্তর সাত্যকি সুশাণিত শর নিকর দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষক ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন।[৯] অনন্তর তাঁহাকে রথ বিহীন করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা তাঁহার সৈন্য পীড়ন করিতে লাগিলেন।[১০] সৈন্য সকল সাত্যকির শর নিকরে পীড়িত হইয়া ভগ্ন হইতে লাগিল। সাত্যকিও সত্বর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।[১১] মহারাজ! বীর্য্যবান্ সাত্যকি, তাহার পর আপনার সৈন্য মধ্যে যাহা করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

তিনি দ্রোণের সৈন্য সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া কৃতবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজয়-পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে সারথিকে বলিলেন, "তুমি নির্ভীক হইয়া শনৈঃশনৈ গমন কর।"[১২-১৩] আপনার সেই সকল রথ অশ্ব হস্তীও পদাতি-সঙ্কুল সৈন্য অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার সারথিকে বলিলেন,[১৪] "ঐ যে দ্রোণ সৈন্যের বাম ভাগে মেঘের তুল্য বৃহৎ হস্তি সৈন্য এবং উহার অগ্রভাগে সুবর্ণ রথ অবস্থিতি করিতেছে; উহারা সকলেই যুদ্ধে দুর্নিবার্য্য এবং দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও নিবৃত্ত হইবে না[১৫-১৬]। আর ঐ যে ত্রিগর্ত্তদিগের সুবর্ণ-ভূষিত ধ্বজ সম্পন্ন রাজপুত্র সকল অবস্থিতি করিতেছেন, উহাঁরা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথী বিক্রমশীল যোদ্ধা।[১৭] ঐ সকল বীর আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া আমার প্রতি অভিমুখীন হইয়া ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। তুমি ঐ স্থানে আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, শীঘ্র অশ্ব চালনা কর; আমি ঐ ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত দ্রোণের সাক্ষাতে যুদ্ধ করিব।"

মহারাজ! তদনন্তর সারথি সাত্যকির অনুমতিক্রমে শনৈঃশনৈ গমন করিতে লাগিলেন।[১৮-১৯] বায়ুতুল্য বেগশীল প্লুতগন্তা কুন্দ ইন্দু বা রজত বর্ণ উত্তম অশ্ব চতুষ্টয় সারথির বশবর্ত্তী হইয়া সাত্যকিকে বহন করিতে লাগিল। তদনন্তর লঘুহস্ত যোধী শূর সকল, শঙ্খ বর্ণ অশ্ব দ্বারা সাত্যকিকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সর্ব্বতোভাবে বিবিধ শর বিকীরণ করিতে করিতে গজ সৈন্য দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল।[২০-২২] যেমন গ্রীষ্ম কালের অবসানে মহামেঘ পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, সেই প্রকার সাত্যকিও সেই গজ সৈন্যের উপর শাণিত বাণ বর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[২৩] হস্তীগণ শিনি-বীর নিক্ষিপ্ত বজ্র ও অশনি সম স্পর্শ শর সমূহে হন্যমান হইয়া রণ পরিত্যাগ করিয়া নানা দিক্ বিদিক্ ধাব-

মান হইল।[২৪] ঐ সকল ধাবমান গজের মধ্যে কাহারো অঙ্গ রুধিরাক্ত, কাহারো দন্ত বিশীর্ণ, কাহারো কুম্ভ নির্ভিন্ন, কাহারো কাহারো কর্ণ, মুখ ও শুণ্ড বিদীর্ণ, কাহারো কাহারো নিয়ন্তা ও পতাকা ভ্রষ্ট, কাহারো কাহারো বর্ম্ম ও ঘণ্টা ছিন্ন ভিন্ন, কাহারো মহাধ্বজ নিকৃত্ত, কাহারো আস্তরণ পরিভ্রষ্ট এবং কাহারো আরোহী নিহত হইল।[২৫.২৬] অনেক হস্তী সাত্যকি-নিক্ষিপ্ত নারাচ, বৎসদন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণে বিদারিত হইয়া বহু বিধ মেঘ গর্জ্জন সদৃশ নিনাদ করিতে করিতে রুধির ধারা ও মূত্র পূরীষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধাবমান হইল।[২৭.২৮] অনেকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং অনেকে স্খলিত, ম্লান ও পতিত হইল। এই রূপে সাত্যকির অগ্নি ও সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী শর নিকরে সন্তপ্ত হইয়া গজ সৈন্য চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ! এইরূপে সেই গজ সৈন্য নিহত হইলে, মহাবলবান্ পবিত্র-বেশ শৌর্য্য-সম্পন্ন সুবর্ণ বর্ণ রথ জলসন্ধ, সাত্যকির রজত বর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথের প্রতি আপনার হস্তী চালনা করিলেন। অঙ্গদ, কুণ্ডল, কিরীট ও শঙ্খ ধারী রক্তচন্দন-দিগ্ধাঙ্গ জলসন্ধ মস্তকে স্বর্ণ ময় সমুজ্জ্বল মাল্য, হৃদয়ে নিষ্ক ও প্রদীপ্ত কণ্ঠসূত্র ধারণ করিয়াছিলেন; তিনি গজ মস্তকে সুবর্ণময় শরাসন প্রকম্পিত করত সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় শোভমান হইলেন। সাত্যকি মগধরাজ জলসন্ধের হস্তিশ্রেষ্ঠকে সহসা আগমন করিতে অবলোকন করিয়া, যেমন বেলাভূমি সমুদ্ধত সাগরকে নিবারণ করে, সেই রূপ, সেই হস্তীকে নিবারণ করিলেন। মহাবাহু মহাবলবান্ জলসন্ধ, হস্তীকে সাত্যকির শর নিকরে নিবারিত নিরীক্ষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভারসাধন শর সমূহ দ্বারা শিনি-পৌত্রের বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, এবং তাহার পরেই শাণিত পীত অন্য এক ভল্ল দ্বারা, সাত্যকির বাণ নিক্ষেপ

সময়ে শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সাত্যকি ছিন্নধন্বা হইলেও মাগধ বীর জলসন্ধ হাসিতে হাসিতে শাণিত পঞ্চ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বীর্য্যবান্ সাত্যকি জলসন্ধ কর্ত্তৃক বহুল বাণে বিদ্ধ হইয়াও বিচলিত হইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তিনি অতি ত্বরান্বিত না হইয়া জলসন্ধের নিক্ষিপ্ত বাণ গণ্য না করিয়াই অন্য ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া হাস্যমুখে জলসন্ধের বিশাল বক্ষঃস্থল ষষ্টি সংখ্য বাণে অতিশয় বিদ্ধ করিলেন, এবং শাণজল-পায়িত এক ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার মহা ধনুকের মুষ্টি প্রদেশ ছেদন করিয়া তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর জলসন্ধ সেই ছিন্ন সশর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সাত্যকির প্রতি শীঘ্র এক তোমর নিক্ষেপ করিলেন। মাগধ বীর জলসন্ধের নিক্ষিপ্ত গর্জ্জনকারী ভয়ঙ্কর মহা ভুজঙ্গ সদৃশ সেই তোমর সাত্যকির বাম ভুজ ভেদ করিয়া ধরণী মধ্যে প্রবেশ করিল। সত্যবিক্রম সাত্যকির বাম হস্ত নির্ভিন্ন হইলেও তিনি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ত্রিংশৎ শরে জলসন্ধকে প্রহার করিলেন। অনন্তর মহাবলবান্ জলসন্ধ শত চন্দ্র শোভিত প্রদীপ্ত এক মহৎ আর্ষভ চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই খড়্গ ভ্রমণ করাইয়া সাত্যকির উপর নিক্ষেপ করিলেন[২৯-৪৭] সেই নিক্ষিপ্ত খড়্গ সাত্যকির ধনুক ছেদন-পূর্ব্বক অলাতচক্রের ন্যায় প্রদীপ্ত ও পতিত হইয়া ধরাতলে দীপ্তি পাইতে লাগিল।[৪৮] অনন্তর মধুকুল সন্তন সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া শালস্তম্ভ সদৃশ, ইন্দ্রের অশনি সম শব্দশীল, পরকায়বিদারণ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া বিস্ফারণ-পূর্ব্বক এক শরে জলসন্ধকে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর হাসিতে হাসিতে দুই ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা জলসন্ধের ভূষণ-বিভূষিত দুই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যেমন পর্ব্বত হইতে পঞ্চ-শীর্ষ সর্প দ্বয় পরিভ্রষ্ট হয়, সেই প্রকার তাঁহার পরিঘ তুল্য দুই বাহু শ্রেষ্ঠ হস্তী হইতে নিপতিত হইল।

অনন্তর সাত্যকি অন্য এক ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা জলসন্ধের মনোহর নাসিকা ও দন্ত-শোভিত, সুচারু কুণ্ডলালঙ্কৃত শোভমান মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। জলসন্ধের দেহ হইতে বাহু দ্বয় ও মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত হইলে, সেই দেহ-রূপ ভয়ানক কবন্ধ, তাঁহার হস্তীকে রুধির-সিক্ত করিতে লাগিল। সাত্যকি জলসন্ধকে সংগ্রামে সংহার করিয়া ত্বরা সহকারে তাঁহার মহামাত্রকে গজ স্কন্ধ হইতে নিপাতিত করি-লেন। জলসন্ধের বৃহৎ হস্তী সাত্যকির শরে প্রপীড়িত ও রুধিরাক্ত হইয়া তদুপরি সংলগ্ন লম্বমান উৎকৃষ্ট আসন বহন করত ঘোরতর আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব পক্ষ সেনাদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে করিতে ধাবমান হইল। জলসন্ধকে বৃষ্ণি প্রবর সাত্যকি কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে মহা হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। এবং আপনার পক্ষ যোধগণ শত্রুজয়ে নিরুৎসাহ, পলা-য়নে উৎসাহী ও রণ-বিমুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

মহারাজ! ঐ সময়ে শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ দ্রোণ বেগবান্ অশ্ব দ্বারা মহারথী সাত্যকির সমীপে সমাগত হইলেন। কুরুপ্রধান গণও শিনি-প্রধান সাত্যকিকে সমরে সমুদ্ধত সন্দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে দ্রোণের সহিত তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। তদনন্তর সাত্যকির সহিত দ্রোণ ও কুরু বীরদিগের দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ সমারব্ধ হইল।[৫৯-৬১]

জলসন্ধ বধে পঞ্চদশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রহারপটু কৌরবেরা সকলে যত্নবন্ত ও সত্বর হইয়া সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[১] দ্রোণ সুশা-ণিত সপ্তসপ্ততি, দুর্ম্মর্ষণ দ্বাদশ, দুঃসহ দশ এবং বিকর্ণ কঙ্কপত্র যুক্ত

শাণিত ত্রিংশৎ শরে সাত্যকির বাম পার্শ্ব ও হৃদয় বিদ্ধ করিলেন।[২-৩] দুর্ম্মুখ দশ, দুঃশাসন অষ্ট ও চিত্রসেন দুই বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন, এবং দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথীরা অতিশয় শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন।[৪-৫] সেই মহারথীও আপনার পুত্রদিগের কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকারে প্রতিবিদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ রূপে শর নিকর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন;[৬] দ্রোণকে তিন, দুঃসহকে দশ, বিকর্ণকে পঞ্চ বিংশতি, চিত্রসেনকে সপ্ত, দুর্ম্মর্ষণকে দ্বাদশ, বিবিংশতিকে অষ্ট, সত্যব্রতকে নব ও বিজয়কে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।[৭-৮] তদনন্তর মহারথী সাত্যকি স্বর্ণ অঙ্গদ-ভূষিত শরাসন প্রকম্পিত করত সর্ব্ব লোকের রাজা সর্ব্ব শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ আপনার মহারথী পুত্রের অভিমুখে আশু গমন করিয়া তাঁহাকে শর সমূহে গাঢ় সমাহত করিতে লাগিলেন; অনন্তর তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ হইতে লাগিল।[৯-১০] সেই দুই মহারথী শরাসন ধারণ করিয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক পরস্পরকে সমরে অদৃশ্য করিলেন।[১১] যে প্রকার চন্দন বৃক্ষ স্বকীয় রস ক্ষরণ করে, সেই প্রকার সাত্যকি কুরুরাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বিদ্ধ হইয়া রুধির স্রাব করত সাতিশয় শোভমান হইলেন।[১২] আপনার পুত্রও সাত্যকি কর্ত্তৃক শর নিকরে নির্ভিন্ন হইয়া স্বর্ণময় ভূষণে বিভূষিত উচ্ছ্রিত যূপের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।[১৩] মধুকুল-নন্দন হাসিতে হাসিতে সহসা কুরুরাজের ধনুক এক ক্ষুরপ্র দ্বারা ছেদন করিয়া তাঁহাকে বহু শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন লঘুহস্ত শত্রু কর্ত্তৃক নির্ভিন্ন হইয়া শত্রুর বিজয় লক্ষণ সহ্য করিলেন না। তিনি হেমপৃষ্ঠ দুরাসদ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সহসা সাত্যকিকে এক শত শরে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি বলবান্ ও ধনুর্দ্ধর আপনার পুত্র কর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ ও ক্রোধ-বশবর্ত্তী হইয়া আপ-

নার পুত্রকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারথীগণ আপনার পুত্রকে পীড়িত অবলোকন করিয়া বল-পূর্ব্বক সাত্যকিকে শর বর্ষণ করিয়া সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাযশা সাত্যকি আপনার মহারথী পুত্রগণ কর্ত্তৃক শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ত সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুর্য্যোধনকে ত্বরা-পূর্ব্বক অষ্ট বাণে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে বহু শর দ্বারা তাঁহার শত্রু-ভীষণ শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহার রত্নময় নাগ ধ্বজ নিপাতিত করিলেন;[১৪-২১] তৎ পরেই তাঁহার চারি অশ্বকে শাণিত চারি শরে নিহত করিয়া এক ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন;[২২] এবং এই সকল কার্য্য করিবার মধ্যে মধ্যেই হর্ষ সহকারে মহারথী কুরুরাজ-কেও মর্ম্মভেদী বহুল শরে সমাচ্ছন্ন করিলেন।[২৩] আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শিনি-পৌত্রের প্রবল শর সমূহে বধ্যমান হইয়া সহসা তথা হইতে ধাবন-পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া ধনুর্দ্ধর চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন। আকাশে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, রাজা দুর্য্যোধনকে সাত্যকি কর্ত্তৃক গ্রস্যমান দেখিয়া সর্ব্বত্র রণ স্থল হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর মহারথী কৃতবর্ম্মা সেই হাহাকার শব্দ শ্রবণ করিয়া স্বকীয় শ্রেষ্ঠ শরাসন প্রকম্পিত করিয়া সারথিকে উগ্র রূপ ভৎসনা-পূর্ব্বক সত্বর গমন কর গমন কর বলিয়া অশ্বদিগকে চালনা করত সাত্যকির নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মাকে ব্যাদিতানন যমের ন্যায় আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সাত্যকি সারথিকে বলিলেন, সমস্ত ধনুর্দ্ধরের প্রধান ধনুর্ব্বাণ যুক্ত ঐ কৃতবর্ম্মা বেগে সমাগত হইতেছেন, তুমি উহার নিকট অগ্রসর হও। তদনন্তর সাত্যকি, বেগশীল তুরঙ্গ সংযুক্ত বিধিবৎ সজ্জিত রথারোহণে ধনু-

স্মানদিগের আদর্শ স্বরূপ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার সমীপে উপনীত হইলেন। তদনন্তর জ্বলিত অনল সদৃশ বেগবান্ ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় সেই দুই নরব্যাঘ্র মহা সংক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে সমবেত হইলেন। রুক্ম ধ্বজ বিশিষ্ট রুক্মাঙ্গদ-ভূষিত রুক্ম বর্ম্মাবৃত কৃতবর্ম্মা রুক্ম পৃষ্ঠ শোভিত মহৎ শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক শাণিত তীক্ষ্ণ ষট্ ত্রিংশৎ শরে শিনি-পৌত্রকে, সপ্ত শরে তাঁহার সারথিকে এবং প্রবল চারি বাণে তাঁহার সুশিক্ষিত দান্ত সিন্ধু দেশীয় বৃহৎবৃহৎ চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া তৎ পরে শর সমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তদনন্তর ধনঞ্জয়-দর্শনেচ্ছু ত্বরা-যুক্ত সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি অশীতি শর নিক্ষেপ করিলেন। যেমন ভূকম্প হইলে পর্ব্বত কম্পিত হয়, সেই প্রকার শত্রুতাপন দুর্দ্ধর্ষ কৃতবর্ম্মা বলবান্ শত্রু কর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ হইয়া প্রকম্পিত হইলেন; সাত্যকিও সত্বর হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার চারি অশ্বকে শাণিত ত্রিষষ্টি শরে এবং তাঁহার সারথিকে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং তৎপরেই ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ মহা জ্বালা-প্রদীপ্ত সুবর্ণ-পুঙ্খ যুক্ত এক শর সন্ধান করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই যমদণ্ড তুল্য উগ্র রূপ শর কৃতবর্ম্মার স্বর্ণ-চিত্রিত প্রদীপ্ত বর্ম্ম ভেদ করিয়া দেহ মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক রুধির সিক্ত হইয়া ধরণী মধ্যে নিবিষ্ট হইল।[২৪-৪০] অমিত-বিক্রম কৃতবর্ম্মা সাত্যকির শর সমূহে অতি পীড়িত ও রুধির সিক্ত হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সিংহদংষ্ট্রা সদৃশ দন্ত নিঃসরণ করত উত্তম রথ-নীড় হইতে জানু পাতিয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন।[৪১-৪২] শিনি-প্রবর সাত্যকি সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্য-তুল্য ও অক্ষোভ্য সাগর সদৃশ কৃতবর্ম্মাকে নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার গমন করিলেন।[৪৩] তিনি সর্ব্ব সৈন্যদিগের সাক্ষাতে খড়্গ শক্তি ও শরাসন সমাকুল, তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ সঙ্কুল, শত শত ক্ষত্রিয় বীর সমন্বিত সৈন্যদিগকে ভীষণ

রুধিরে পরিপ্লুত করত ভেদ করিয়া, বৃত্রাসুরের দেব সৈন্য মধ্যে প্রবেশের ন্যায় তন্মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক গমন করিলেন।[৭০-৪৫] ও দিকে বলবান্ কৃতবর্ম্মা সংজ্ঞা লাভ করিয়া মহৎ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিতে সেই স্থানে অবস্থিত হইলেন।[৪৬]

সাত্যকি প্রবেশে ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে কৌরব সেনাগণ সাত্যকি কর্ত্তৃক কম্পিত হইলে দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে শর সমূহে সমাকীর্ণ করিলেন।[১] যেমন ইন্দ্রের সহিত বলির যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার সমুদায় সৈন্যের সাক্ষাতে দ্রোণের সহিত সাত্যকির তুমুল সংগ্রাম হইল।[২] দ্রোণ সর্ব্বাঙ্গ লৌহময় সর্পাকার বিচিত্র তিন শর সাত্যকির ললাটে বিদ্ধ করিলেন।[৩] ললাটার্পিত তিন বাণে অলঙ্কৃত হইয়া সাত্যকি ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন।[৪] ছিদ্রান্বেষী ভরদ্বাজ-নন্দন তৎ পরেই পুনর্ব্বার ইন্দ্রের অশনি সম শব্দবান্ অন্য কতক গুলি শর সাত্যকির উপর নিক্ষেপ করিলেন।[৫] পরমাস্ত্রবিৎ সাত্যকি, দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত সেই সকল শর আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া মনোহর পুঙ্খ যুক্ত দুই দুই শরে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৬] দ্রোণ সাত্যকির সেই রূপ শীঘ্রহস্ততা দেখিয়া হাস্য-পূর্ব্বক বিংশতি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন[৭] এবং অস্ত্র প্রহারে আপনার হস্তলাঘব প্রকাশ করিয়া যুযুধানের হস্তলাঘবকে অপকৃষ্ট করত পুনর্ব্বার শানিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।[৮] যেমন মহোরগগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বল্মীক হইতে বিনির্গত হয়, সেই প্রকার তনুচ্ছেদী শর সকল যেমন দ্রোণের রথ হইতে উৎপতিত হইতে লাগিল, সেই রূপ সাত্যকিরও নিক্ষিপ্ত রুধির-ভোক্তা শত

শত সহস্র সহস্র বাণ দ্রোণের রথ সমাকীর্ণ করিল।[৯] কি দ্বিজ প্রবর দ্রোণ, কি সাত্বত প্রবর সাত্যকি, কাহারো হস্তলাঘব বিষয়ে বিশেষ জানিতে পারিলাম না;[১০] দুই নরসিংহই সমান রূপে রণ ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর সাত্যকি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নব সংখ্য নতপর্ব্ব বাণে দ্রোণকে সমাহত করিয়া তাঁহার চক্ষুর্গোচরেই সুশাণিত শর নিচয়ে তাঁহার ধ্বজ এবং সারথিকে এক শত বাণে আহত করিলেন। মহারথী দ্রোণ মহাত্মা সাত্যকির হস্তলাঘব অবলোকন করিয়া সপ্ততি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তিন তিন শরে তাঁহার অশ্ব সকল বিদ্ধ করিলেন এবং এক শরে তাঁহার রথ স্থিত ধ্বজ ছেদন করিয়া হেমপুঙ্খ যুক্ত অপর এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন।[১১-১৫] তদনন্তর সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহতী এক গদা গ্রহণ করত দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[১৬] দ্রোণ সেই লৌহময়ী পট্টবদ্ধা গদাকে সহসা সমাগত অবলোকন করিয়া বহু প্রকার বহুল শরে তাহা নিবারণ করিলেন।[১৭] পরবীরহন্তা বীর সাত্যকি অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শাণিত বহুল শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। সর্ব্ব শস্ত্রধারি প্রবর দ্রোণ তাহা সহ না করিয়া ত্বরা সহকারে সুবর্ণ দণ্ডান্বিত লৌহ নির্ম্মিত এক শক্তি গ্রহণ করিয়া মাধবের রথে নিক্ষেপ করিলেন।[১৮-২০] কাল সন্নিভ দারুণ শব্দবান্ উগ্ররূপ সেই শক্তি সাত্যকির শরীর স্পর্শ না করিয়া তাঁহার রথ ভেদ করত ধরণী-গত হইল।[২১] তদনন্তর সাত্যকি দ্রোণের দক্ষিণ ভুজ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পীড়িত করত শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[২২] দ্রোণও অর্দ্ধচন্দ্র বাণে মাধবের মহৎ শরাসন চ্ছেদন ও রথ শক্তি দ্বারা তাঁহার সারথিকে গাঢ় বিদ্ধ করিলেন।[২৩] সারথি রথ শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া মোহিত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত কাল রথ নীড়ে বিষণ্ণ হইয়া অবস্থান করিলেন;[২৪] মহারাজ! তখন

সাত্যকি সেই সময়ে এই অলৌকিক কর্ম্ম করিলেন যে, তিনি দ্রোণের সহিত যুদ্ধও করিলেন এবং স্বয়ং অশ্ব-রশ্মিও ধারণ করিলেন।[২৫] তদনন্তর মহারথী যুযুধান হৃষ্ট রূপ হইয়া শত শরে ব্রাহ্মণ দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন।[২৬] এবং দ্রোণ তাঁহার প্রতি পাঁচটী বাণ নিক্ষেপ করিলে, সেই সকল বাণ তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল।[২৭] মহারথী বীর সাত্যকি সেই ভয়ঙ্কর শরে নিরতিশয় বিদ্ধ ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ-রথারোহী দ্রোণের প্রতি শর সমূহ ক্ষেপণ করিলেন;[২৮] তদনন্তর এক শরে তাঁহার সারথিকে ধরাতলে নিপাতিত করিয়া শর সমূহ বিমোচন-পূর্ব্বক তাঁহার সারথি-বিহীন অশ্বদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন।[২৯] দ্রোণের স্বর্ণময় রথ, ধাবমান অশ্বগণ দ্বারা রণ স্থলে প্রদ্রুত হইয়া দীপ্তিমান সূর্য্যের ন্যায় সহস্র সহস্র বার মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল।[৩০] ঐ সময়ে সমুদায় রাজা ও রাজ-পুত্রগণ, "ধাবমান দ্রোণের নিকট ধাবমান হও, উহাঁর অশ্বদিগকে গ্রহণ কর," এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিলেন।[৩১] তাঁহারা সকলেই শীঘ্র সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে দ্রোণকে তাঁহার অশ্ব সকল লইয়া গমন করিতে ছিল, ঐ স্থানে সহসা ধাবমান হইলেন।[৩২] আপনার সৈন্যগণ আত্ম পক্ষীয় সেই সকল সৈন্যদিগকে সাত্যকির শরে প্রপীড়িত ও তথা হইতে পলায়মান অবলোকন করিয়া ব্যাকুল চিত্তে পুনর্ব্বার ভগ্ন হইতে লাগিল।[৩৩] সাত্যকির শরে প্রপীড়িত দ্রোণ, বায়ুবেগে গমনকারি অশ্ব দ্বারা নীত হইয়া ব্যূহ দ্বারে পুনর্ব্বার গমন-পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন।[৩৪] বলবান্ দ্রোণ, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন ব্যূহ অবলোকন করিয়া সাত্যকির নিবারণের প্রতি আর যত্ন করিলেন না, ব্যূহ রক্ষা করিতেই প্রবৃত্ত হইলেন।[৩৫] তিনি ক্রোধাগ্নি দ্বারা সংদীপ্ত ও দহনকারী অগ্নি সদৃশ হইয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে নিবারণ

করত প্রলয় কালীন উদিত সূর্য্যের ন্যায় ব্যূহমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।[৩৬]

সাত্যকি পরাক্রমে সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুপ্রবরাগ্রগণ্য! পুরুষপ্রবীর শিনি-কুল বীর সাত্যকি দ্রোণকে এবং কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি আপনার পক্ষ যোধগণকে পরাজিত করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক সারথিকে বলিলেন,[১] সারথি! আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র, আমাদিগের শত্রু সকল কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়াছে; ইন্দ্রপুত্র নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন উহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছেন; আমরা ঐ নিহত দিগকেই নিহত করিতেছি।[২] শত্রু হন্তা ধনুর্ধরাগ্রগণ্য বলবান্ শিনি-কুল বীর তখন সারথিকে এই কথা বলিয়া চতুর্দ্দিকে বাণ বিকীরণ করিতে করিতে আমিষ নিমিত্ত আপতিত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সহসা সৈন্য মধ্যে আপতিত হইলেন।[৩] হে ভারত! সূর্য্য কিরণ-প্রভ তেজস্বী অসহ্-বিক্রম অদীন-সত্ত্ব সুরেন্দ্র সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মেঘাবসানে গগণস্থ সূর্য্য সদৃশ সেই পুরুষ-প্রবীরকে চন্দ্রবর্ণ বা শঙ্খ বর্ণ অশ্ব দ্বারা চতুর্দ্দিকে সৈন্যালোড়ন-পূর্ব্বক সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া আপনার পক্ষ সমুদায় সৈন্য গণের মধ্যে কোন সৈন্যগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না।[৪-৫] পরন্তু অতি বিচিত্র যোধী কাঞ্চন বর্ম্ম ও ধনুর্দ্ধারী রাজ প্রবর সুদর্শন, সাত্যকিকে সহসা সমাগত হইতে অবলোকন করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৬] তাঁহার সহিত সাত্যকির সুদারুণ সংগ্রাম সমারব্ধ হইতে লাগিল। যেমন দেবগণ ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার, আপ-

নার পক্ষ যোধগণ ও সোমকগণ উহাঁদিগের উভয়ের যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।[৭] সুদর্শন অতিতীক্ষ্ণ শত শত শর সাত্বত শ্রেষ্ঠ সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সাত্যকি তাঁহার সেই সকল শর সমীপে আগমন না করিতে করিতেই শর নিকর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৮] সেই রূপ সুরেন্দ্র-তুল্য সাত্যকিও যে সকল শর সুদর্শনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, রথবরস্থ সুদর্শন তাহা উত্তম উত্তম শর দ্বারা দুই তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন।[৯] তিগ্মতেজা সুদর্শন তৎ কালে আপনার নিক্ষিপ্ত বাণ সাত্যকির বাণ-বেগে নিহত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে যেন নৃত্য করিতে করিতে সুবর্ণ-বিচিত্রিত কতক গুলি বাণ নিক্ষেপ করিলেন,[১০] এবং পুনর্ব্বার সুশাণিত সুপুঙ্খ যুক্ত অগ্নিকল্প তিন বাণ আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। সেই তিন বাণ সাত্যকির বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইল,[১১] এবং তৎ পরেই রাজপুত্র সুদর্শন জ্বলদগ্নি-তুল্য অপর চারি বাণ সন্ধান করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার রজত সঙ্কাশ চারি অশ্বকে বল-পূর্ব্বক সমাহত করিলেন।[১২] ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রমী বেগবান্ সাত্যকি, সুদর্শন কর্ত্তৃক এই রূপে আহত হইয়া অতিতীক্ষ্ণ শর সমূহে সুদর্শনের অশ্ব সকল নিহত করিয়া সিংহনাদ করিলেন;[১৩] অনন্তর ইন্দ্র-বজ্রকল্প এক ভল্লে তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া সহসা এক ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহারও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[১৪] পূর্ব্ব কালে যেমন ইন্দ্র সমরে অতি বলবান্ বলাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার সাত্যকি, সুদর্শনের কুণ্ডল-ভূষিত পূর্ণ চন্দ্র তুল্য দীপ্তিমান্ মস্তক তাঁহার দেহ হইতে কর্ত্তন করিয়া নিপাতিত করিলেন।[১৫] নরবীর যদুকুল শ্রেষ্ঠ বলবান্ মহাত্মা সাত্যকি পিতৃ পিতামহাদি ক্রমে রাজ-কুল-সম্ভূত সুদর্শনকে সংগ্রামে নিহত করিয়া মহা হর্ষান্বিত হইয়া দেবরাজ

ইন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি, অর্জ্জুন যে পথে গমন করিয়াছিলেন, সদশ্ব যুক্ত রথারোহণে আপনার সৈনিক-দিগকে নিবারিত করত লোকদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিতে সমুৎসুক হইয়া সেই পথে গমন করিলেন।[১৭] তাঁহার বাণ-গোচরে অবস্থিত শত্রুদিগকে যে তিনি শর সমূহ দ্বারা, অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতেছিলেন, সমুদায় যোধগণ মিলিত হইয়া তাঁহার সেই লোক-বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠ কার্য্যের প্রতি যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।[১৮]

সুদর্শন বধে অষ্টাদশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বৃষ্ণিকুল-প্রবর ধীমান্ মহাত্মা সাত্যকি সুদর্শনকে নিহত করিয়া সারথিকে পুনর্ব্বার বলিলেন,[১] হে প্রিয় সখে! জলসন্ধ রাজার সৈন্যে ও রাক্ষস সদৃশ অন্যান্য সৈনিক জনে সমাবৃত তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ সমূহে সমাকুল, শর ও শক্তি রূপ তরঙ্গের মাল্যবিশিষ্ট, খড়্গ রূপ মৎস্য সঙ্কুল, গদা রূপ গ্রাহ সম্পন্ন, শূরগণের সিংহনাদ রূপ শব্দ যুক্ত, প্রাণাপহারক তুমুল বাদ্য ধ্বনি যুক্ত, জয়ৈষী যোধগণের দুঃস্পৃশ্য, ভয়ানক দুস্তর দ্রোণ সৈন্য সাগর হইতে আমরা সমুত্তীর্ণ হইলাম।[২.৪] এক্ষণে অবশিষ্ট সেনা যাহা সমুত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহা স্বল্প জল সম্পন্ন সামান্য নদীর ন্যায় বোধ করিতেছি; তুমি নির্ভয় চিত্তে ঐ সকল সৈন্যের প্রতি অশ্ব চালনা কর।[৫] দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ ও যোধ প্রবর কৃতবর্ম্মাকে তাঁহাদিগের অনুগ সৈন্য সহিত পরাজিত করিয়া সম্প্রতি অর্জ্জুনকে নিকট প্রাপ্ত বলিয়াই মনে করিতেছি। ঐ সকল বহুল সৈন্য অবলোকন করিয়া আমার ভয় হইতেছে না, প্রত্যুত, গ্রীষ্ম কালে প্রদীপ্ত বহ্নি যেমন শুষ্ক তৃণাদি দগ্ধ করে, আমি সেই প্রকার উহাদিগকে দগ্ধ করিব।

সারথি! ঐ দেখ, পদাতি অশ্ব রথ ও গজ সমূহ দ্বারা রণভূমি বিষমী-কৃত হইয়াছে, উহা পাণ্ডু প্রবর কিরীটী কর্ত্তৃকই হইয়াছে; ঐ যে সৈন্য সকল ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে, উহা সেই মহাত্মা কর্ত্তৃকই হইয়াছে; এবং ঐ যে রথী গজারোহী ও সাদী সকল ধাবমান হওয়াতে কৌশেয় বর্ণ ধূলি সমুদ্ধূত হইয়াছে, উহাও সেই মহাত্মা কর্ত্তৃকই হইয়াছে।[৬-১০] ঐ শ্রবণ কর, অপরিমিত বলবৎ গাণ্ডীবের শব্দ শ্রুত হইতেছে, অতএব বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতাশ্ব, নিকটেই অবস্থিত রহিয়াছেন।[১১] আমার নিকট নিমিত্ত সকল যে রূপ প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তাহাতে নিতান্ত বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন সূর্য্যাস্ত কালের পূর্ব্বেই সিন্ধুরাজের বধ নিষ্পাদন করিবেন।[১২] সারথি! যেস্থানে ঐ দুর্য্যোধন-পুরোবর্ত্তী ক্রূরকর্ম্মা বদ্ধবর্ম্মা বদ্ধতলত্রাণ যুদ্ধদুর্ম্মদ ধনুর্ব্বাণধারী প্রহারপটু কাম্বোজ, যবন, শক, কিরাত, দরদ, বর্ব্বর, তামলিপ্তক ও বিবিধাস্ত্র ধারী অন্যান্য ম্লেচ্ছ সৈন্য সকল আমার প্রতিই অভিমুখ ও সমরার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছে, তুমি সযত্ন হইয়া অশ্বদিগকে আশ্বস্ত করত শনৈঃশনৈ ঐ স্থানে গমন কর।[১৩-১৬] ঐ সমস্ত রথী গজারোহী অশ্বারোহী ও পদাতিদিগকে নিহত করিয়া আমি ঐ ভয়ঙ্কর দুর্গ সমুত্তীর্ণ হইয়াছি বলিয়াই তুমি নিশ্চয় কর।[১৭]

সারথি কহিলেন, হে সত্যবিক্রম বৃষ্ণি-নন্দন! আমি আপনার আশ্রয়ে থাকিলে, ক্রুদ্ধ জমদগ্নি-নন্দন রাম, কি রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ, কি কৃপ, কি মদ্ররাজও যদি যুদ্ধে অগ্রে অবস্থিত হয়েন, তথাপি আমার ভয় হয় না।[১৮-১৯] হে শত্রুসূদন! আপনি অদ্য যুদ্ধ দুর্ম্মদ ক্রূর কর্ম্মা-বর্ম্মধারী কাম্বোজগণ, ধনুর্ব্বাণধারী প্রহার নিপুণ যবনগণ এবং নানাস্ত্রধারী কিরাত, দরদ, বর্ব্বর ও তাম্র লিপ্তক প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণকে সমরে পরাজিত করিয়াছেন, তৎকালে আমার কখনই কিছুমাত্র ভয়

হয় নাই, এক্ষণে এই গোষ্পদ সদৃশ যুদ্ধে আমার ভয়ের বিষয় কি? হে আয়ুষ্মন! আপনাকে কোন্ পথে ধনঞ্জয়ের সমীপে লইয়া যাইব?[২০-২৩] আপনি কাহার দিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহার দিগের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে? কাহার দিগের মন অদ্য যমালয়ে যাইতে উৎসাহ করিতেছে?[২৪] কাহারা আপনাকে বিক্রম সম্পন্ন কালান্তক যমোপম ও পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়া রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে?[২৫] অদ্য যমরাজ কাহাদিগকে স্মরণ করিতেছেন?

সাত্যকি বলিলেন, সারথি! যেমন ইন্দ্র দানবদিগকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমি অদ্য মুণ্ডিত-মস্তক কাম্বোজ সৈন্য-দিগকে সংহার করিব; তুমি উহাদিগের নিকট আমাকে লইয়া চল, আমি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিব। অদ্য ঐ সৈন্য দিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া শীঘ্র অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিব।[২৬-২৭] অদ্য দুর্য্যোধনের সহিত কৌরবেরা আমার বল বীর্য্য অবলোকন করিবে। অদ্য মুণ্ডিত-মস্তক সৈন্য সকল নিহত ও অন্যান্য সমস্ত সৈন্য নিরাকৃত হইলে, দুর্য্যোধন বিদীর্য্যমাণ ঐ সকল কৌরব সৈন্য দিগের বহুধা আর্ত্ত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত হইবেন।[২৮-২৯] অদ্য আমি সংগ্রামে পাণ্ডব প্রবর শ্বেতাশ্ব মহাত্মা আচার্য্য অর্জ্জুনের উপদিষ্ট পথ, লোকদিগকে দর্শন করাইব।[৩০] অদ্য রাজা দুর্য্যোধন সহস্র সহস্র প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে মদীয় বাণে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অনুতাপ করিবেন।[৩১] অদ্য আমি লঘুহস্তে সমূহ বাণ নিক্ষেপ করিব; কৌরবেরা আমার শরাসন অলাতচক্রের ন্যায় দর্শন করিবে[৩২] অদ্য সৈন্যগণ মদীয় বাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া বহু রুধিরাক্ত দেহে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন সন্তপ্ত হইবেন।[৩৩] অদ্য আমি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান প্রধান দিগকে নিহত করিতে লাগিলে,

দুর্য্যোধন, ইহ লোকে দুই অর্জ্জুন আছেন, মনে করিবেন।[৩৪] অদ্য সহস্র সহস্র রাজাকে মহা রণে আমা কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধন সন্তপ্ত হইবেন।[৩৫] অদ্য আমি সহস্র সহস্র রাজাকে নিহত করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার স্নেহ ও ভক্তি রাজগণ সমীপে প্রদর্শন করিব।[৩৬] অদ্য কৌরবেরা আমার বল বীর্য্য ও পাণ্ডবদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিতে পারিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, সারথি সাত্যকি কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া শশাঙ্ক বর্ণ সন্নিভ সাধুবাহী শিক্ষিত অশ্ব দিগকে বেগে চালিত করিলেন; বায়ু তুল্য বেগবান উত্তম অশ্বগণ যেন আকাশ পান করিতে করিতে সত্বর যবন যোদ্ধাদিগের সন্নিধানে সাত্যকিকে উপনীত করিল। যবন সৈন্যগণের মধ্যে অনেকে সৈন্য মধ্যে অপরাঙ্মুখ সাত্যকিকে প্রাপ্ত হইয়া লঘুহস্তে শর বর্ষণ করিয়া সমাচ্ছন্ন করিল। সাত্যকি বেগ সহকারে নতপর্ব্ব বহু বাণে তাহাদিগের শর ও অন্যান্য অস্ত্র সকল ছেদন করিতে লাগিলেন; তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত বাণ সকল সাত্যকির নিকট পর্য্যন্ত উপনীত হইল না। তিনি উগ্র রূপ হইয়া সুবর্ণ-পুঙ্খ ও গৃধ্র পক্ষ সংযুক্ত সুশানিত শর নিকরে তাহাদিগের মস্তক ও হস্ত কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর সকল তাহাদিগের শৈক্যলৌহময় ও কাংস্যময় বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীর ভেদ পূর্ব্বক মহীতলে গমন করিতে লাগিল। শত শত ম্লেচ্ছ, বীর সাত্যকি কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিপতিত হইল। তিনি সংপূর্ণ রূপে আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক একত্রিত নিবিড় পুঞ্জ পুঞ্জ শর দ্বারা এক এক বারে পাঁচ, ছয়, সাত বা আট জন করিয়া সৈনিকদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন। শিনি-পৌত্র সাত্যকি এইরূপে সহস্র সহস্র কাম্বোজ শক শবর কিরাত বর্ব্বর সৈন্য হনন ও ছেদন পূর্ব্বক আপনার সৈন্য ক্ষয়-প্রাপ্ত করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণের রক্ত মাংসে

ধরাতল কর্দ্দমান্বিত হইয়া মনুষ্যাদির অগম্য হইল। দস্যু ম্লেচ্ছগণের উষ্ণীষের সহিত ইতস্তত পতিত, পক্ষ হীন পক্ষি সদৃশ মুণ্ডিত মস্তক সমূহে পৃথিবী সমাকীর্ণা হইল। যেমন তাম্র বর্ণ মেঘে আকাশ পরিকীর্ণ হইয়া প্রকাশ পায়, সেই প্রকার রুধির সিক্ত কবন্ধ সমূহে সমস্ত রণ স্থল সমাবৃত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই সকল সৈন্য সাত্যকির সুপর্ব্ব যুক্ত বজ্র তুল্য শর নিচয়ে নিহত হইয়া বসুন্ধরা সমাচ্ছন্না করিল। মহারাজ! আপনার সেই সকল বদ্ধ-বর্ম্ম সৈন্য মধ্যে যাহা অল্পাবশিষ্ট থাকিল, তাহারা যুযুধানের নিকট পরাজিত ও তাহাদিগের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইল। তাহারা ভীত ও মুগ্ধ চিত্তে রণে ভগ্ন হইয়া পার্ষ্ণি ও কশাঘাতে অশ্বদিগকে তাড়িত করিয়া দ্রুত বেগাবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পুরুষ সিংহ সত্যবিক্রম সাত্যকি কাম্বোজ, যবন ও শক দেশীয় দুর্জ্জয় মহৎ সৈন্য বিদ্রাবিত এবং আপনার পক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে পরাজিত করত হর্ষাবিষ্ট হইয়া রথ চালনের সারথিকে অনুমতি করিলেন। গন্ধর্ব্ব ও চারণ গণ সমরে সাত্যকির অলৌকিক কার্য্য ও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিয়া সাতিশয় প্রশংসা করিলেন। সাত্যকি অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষার্থ গমন করিতে লাগিলে, তৎ কালে আপনার পক্ষীয় কেহ তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিল না।[৩৭৫৫]

যবন সৈন্যাদি পরাজয়ে একোন বিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রথি শ্রেষ্ঠ যুযুধান যবন ও কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার সৈন্যের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া

অর্জ্জুন সমীপে যাত্রা করিলেন।[১] যে প্রকার ব্যাঘ্র মৃগ যূথের আঘ্রাণ পাইয়া ভীষণ রূপে গমন করে, সেই রূপ বিচিত্র কবচ ও বিচিত্র ধ্বজ বিশিষ্ট, শর রূপ ভয়ানক দন্ত সম্পন্ন নরব্যাঘ্র যুযুধান আপনার সৈন্যদিগের ভয়োৎপাদন করত গমন করিতে লাগিলেন।[২] তিনি রথারোহণে গমন করিতে করিতে রুক্ম চন্দ্র শোভিত রুক্ম পৃষ্ঠ মহা-বেগশীল শরাসন সাতিশয় ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন।[৩] তাঁহার অঙ্গদ, শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম, ধনুক ও ধ্বজ, এই সমস্ত স্বর্ণময় প্রযুক্ত সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় শোভা হইল।[৪] রণ স্থলে তাঁহার পরিভ্রামিত মণ্ডলাকার ধনুক শরৎ কালীন তেজঃপ্রদীপ্ত রশ্মিবান্ উদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল, সুতরাং তৎ কালে যেন দুই সূর্য্য বিরাজ-মান হইল।[৫] বৃষের ন্যায় স্কন্ধ ও লোচন সংযুক্ত বিক্রমশীল নরশ্রেষ্ঠ যুযুধান আপন্যর সৈন্য মধ্যে, গোগণ মধ্যে বৃষের ন্যায়, প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।[৬] যেমন বহু ব্যাঘ্র জিঘাংসা পরবশ হইয়া এক মত্ত হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ আপনার পক্ষ যোধগণ, যুথ মধ্যে অবস্থিত মত্ত হস্তীর ন্যায় বীর্য্যবান্ ও গমনশীল যুযুধানের প্রতি রণে ধাবমান হইলেন। দ্রোণ-সৈন্য ভোজ-সৈন্য, জলসন্ধ-সৈন্য, এই সকল দুস্তরণীয় সৈন্য-সাগর হইতে ও কৃতবর্ম্মার সং-গ্রাম হইতে যিনি সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাদৃশ পরাক্রমশীল সাত্যকিকে আপনার পক্ষ রথী সকলে অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সাত্যকি গমন করিতে লাগিলে দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ, ক্রথ ও অন্যান্য বহুল দুরাসদ শস্ত্রধারী শূর রথী সকল রোষ-কষায়িত লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; তাহাতে আপনার সৈন্য মধ্যে পর্ব্ব কালীন প্রবল পবনোদ্ধূত বেগবান্ সাগরের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল।

শিনিকুল প্রবর সাত্যকি সেই বীরগণকে মহাবেগে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া হাস্যমুখে সারথিকে কহিলেন, সূত! ধীরে ধীরে গমন কর, ঐ গজ অশ্ব ও পদাতি সঙ্কুল দুর্য্যোধন-সৈন্য রথ-নির্ঘোষে সমস্ত দিক্ নিনাদিত ও পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও সাগর প্রকম্পিত করিয়া অতি বেগে আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। বৎস! যেমন বেলাভূমি পূর্ণিমা সমুদ্ধৃত সাগরকে নিবারণ করে, আমি সেই প্রকার ঐ সৈন্য সাগর নিবারণ করিব। এই মহাসমরে তুমি আমার ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রম অবলোকন করিবে।[৮-১৭] আমি শাণিত শর সমূহে ঐ শত্রু সৈন্য সকল দগ্ধ করিব। তুমি এই যুদ্ধে আমার অগ্নি তুল্য বাণে সহস্র সহস্র পদাতি অশ্ব রথ ও হস্তী সকলকে ক্ষত বিক্ষত ও নিহত নিরীক্ষণ করিবে। অপরিমিত-তেজা সাত্যকি এই রূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে সেই সকল সৈনিকগণ যুযুৎসু হইয়া তাঁহার সমীপে সত্বর সমুপস্থিত হইল। সেই সকল বীর হনন কর, ধাবমান হও, থাক, দেখ দেখ, এই রূপ কথা বলিতেছে, এমন সময়েই সাত্যকি সুশাণিত শর সমূহে তাহাদিগের প্রধান প্রধান তিন শত যোদ্ধা ও চারি শত হস্তী নিহত করিলেন।[১৮-২১] সেই ধন্বীদিগের সহিত তাঁহার দেবাসুরগণের যুদ্ধ সদৃশ তুমুল জন ক্ষয় জনক যুদ্ধ আরব্ধ হইল।[২২] তিনি আপনার পুত্রের মেঘজাল-সন্নিভ সেই সৈন্যদিগকে আশীবিষ তুল্য শর নিকর দ্বারা প্রতিগ্রহ করিলেন;[২৩] এমন কি সমরে অনাকুলিত চিত্তে আপনার বহু সৈনিক নিহত করিলেন।[২৪] হে রাজেন্দ্র! তাঁহার এই মহৎ আশ্চর্য্য বিষয় দেখিলাম যে, তাঁহার একটী বাণও ব্যর্থ হইল না।[২৫] রথ, অশ্ব ও হস্তি রূপ জল সম্পন্ন, পদাতি তরঙ্গে সমাকুল মহা সৈন্য সাগর, সাত্যকি রূপ বেলা ভূমি দ্বারা অবরুদ্ধ হইল। সহস্র সহস্র তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ সম্পন্ন সেই সকল সৈন্য সাত্যকির শরে বধ্যমান ও ভয়াকুল হইয়া মুহুর্মুহু

আবর্ত্তিত হইতে লাগিল।[২৭] যেমন গো গণ সিংহ কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া ভ্রমণ করে, সেই প্রকার রথী পত্তি নাগ অশ্ব ও সাদী গণ শরাহত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই সময়ে পদাতি, রথী, নাগ, সাদী ও অশ্বের মধ্যে এমন কাহাকেও অবলোকন করিলাম না যে, সাত্যকির শরে বিদ্ধ হয় নাই। হে ভূপাল! সাত্যকি যে প্রকার সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয় সেরূপ করেন নাই; শিনি-পৌত্র সাত্যকি নির্ভীক ও লাঘবান্বিত হইয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন-পূর্ব্বক অর্জ্জুন অপেক্ষাও অতিরিক্ত কার্য্য করিলেন।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন তিন শরে সাত্যকির সারথি, চারি শরে সাত্যকির চারি অশ্ব এবং তিন শরে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার অষ্ট শরে বিদ্ধ করিলেন।[২৭-৩২] তখন দুঃশাসন ষোড়শ, শকুনি পঞ্চবিংশতি, চিত্রসেন সপ্ত এবং দুঃসহ পঞ্চদশ শরে সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিকুল সিংহ সেই রূপে বাণ সমূহে সমাহত হইয়া হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহারদিগের সকলকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। আশু বিক্রম শিনি-পৌত্র সেই শত্রুদিগকে অতি-তেজন শর দ্বারা গাঢ় বিদ্ধ করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করত শকুনির শরাসন ও হস্তাবাপ ছেদন করিলেন।[৩৩-৩৬] অনন্তর তিন বাণে দুর্য্যোধনের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থল বিদ্ধ করিলেন, এবং চিত্রসেনকে এক শত, দুঃসহকে দশ এবং দুঃশাসনকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনার শ্যালক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে অষ্ট শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিলেন; দুঃশাসন দশ, দুঃসহ তিন এবং দুর্ম্মুখ দ্বাদশ বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন, এবং দুর্য্যোধন ত্রিসপ্ততি বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সুশাণিত তিন বাণে সাত্যকির সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে সাত্যকি একত্রিত সেই সকল মহারথী যত্নবান্ বীর-

দিগকে পাঁচ পাঁচ বাণে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনের সারথিকে এক ভল্লে আশু নিহত করিলেন। সারথি হত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাঁহার অনিল তুল্য বেগশীল অশ্ব সকল সারথি বিহীন হইয়া রথ লইয়া রণ স্থল হইতে অপনীত করিল। আপনার পুত্ত্রগণ ও শত শত সৈনিক মনুষ্য রাজার রথ তাদৃশাবস্থ অবলোকন করিয়া সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি সেই মহৎ সৈন্যদিগকে ধাবমান দেখিয়া শিলা শাণিত রুক্মপুঙ্খ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন, অনন্তর সমস্ত সৈন্যকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিয়া অর্জ্জুনের রথ সমীপে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার পক্ষ গণ সাত্যকিকে স্বীয় সারথির রক্ষা, শর গ্রহণ ও আপনাকে সঙ্কট হইতে বিমোচন করিতে অবলোকন করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।[৩]

সাত্যকি প্রবেশে বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়; সাত্যকিকে সেই মহৎ সৈন্য মর্দ্দিত করিয়া অর্জ্জুন সমীপে গমনে প্রবৃত্ত অবলোকন করিয়া আমার সেই নির্লজ্জ পুত্ত্রেরা কি করিল।[১] সব্যসাচীর তুল্য পরাক্রমী সাত্যকিকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়া তৎকালে তাহারা কি প্রকারে সমরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল?[২] তাহারা ও অন্যান্য ক্ষত্রিয় সকলে সমরে পরাজিত হইয়া কি বিধান করিল? মহাযশ। সাত্যকিই বা কি প্রকারে সেই সংগ্রাম হইতে অতিক্রান্ত হইল?[৩] আমার পুত্ত্রদিগের জীবন সত্ত্বেই বা সাত্যকি কি প্রকারে সংগ্রামে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গমন করিল? এই সকল আনুপূর্ব্বী ক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।[৪] বৎস! তোমার নিকট অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিলাম যে,

বহু মহারথী শত্রুর সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ হইয়াছিল,[৫] এবং সেই যুদ্ধে যে একাকী সাত্যকি আমার মন্দভাগ্য পুত্রগণকে পরাজিত করিল, ইহা আমার বিপরীত বোধ হইতেছে।[৬] সঞ্জয়! সমুদায় পাণ্ডবেরা দূরে থাকুক, ক্রুদ্ধ একমাত্র সাত্যকির নিকটেই আমার সমুদায় সৈন্য পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না।[৭] সাত্যকি, যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃতী দ্রোণকে সমরে পরাজিত করিয়া, যেমন সিংহ পশুগণকে হনন করে সেই প্রকার আমার পুত্রদিগকে হনন করিয়াছে।[৮] যাহাকে কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বহু বীর যত্নবান্ হইয়া সমরে পরাজিত করিতে পারেন নাই, সে আমার পুত্রদিগকে যে পরাজিত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মহাযশা শিনি-পৌত্র যে রূপ যুদ্ধ করিয়াছেন, তাদৃশ যুদ্ধ অর্জ্জুনও করেন নাই।[৯.১০]

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! দুর্য্যোধনের দুর্নীতি ও আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রযুক্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎ সমুদায় কহিতেছি; অবহিত হইয়া তাহা আপনি শ্রবণ করুন।[১১] আপনার পক্ষ সেই সকল সৈন্য আপনার পুত্রের শাসনানুসারে যুদ্ধে দৃঢ় ও ক্রূর মতি করিয়া পরস্পর প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া পুনর্ব্বার সাত্যকির নিকট প্রত্যাগত হইল।[১২] তিন সহস্র সাদী, শক, কাম্বোজ, বাহ্লীক, যবন, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গন, অম্বষ্ঠ, পৈশাচ, মন্দর, পাষাণ-হস্ত পর্ব্বতীয় যোধগণ এবং অন্যান্য পঞ্চ শত বীর পুরুষ দুর্য্যোধনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, শলভ সমূহ যে প্রকার অগ্নির নিকট ধাবমান হয়, সেই প্রকার সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল। এক সহস্র রথী, এক শত মহারথী, এক সহস্র গজারোহী ও দুই সহস্র অশ্বারোহীর সহিত মহারথীগণ এবং অসংখ্য পদাতি নানা বিধ শর বর্ষণ করিতে করিতে সাত্যকিকে আক্রমণ করিল। দুঃশাসন, সাত্যকিকে নিহত কর বলিয়া সেই সকল সৈন্যগণকে উত্তেজিত করত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই স্থলে

সাত্যকির এই অদ্ভুত মহৎ কার্য্য অবলোকন করিলাম যে, তিনি একাকী অব্যাকুলিত চিত্তে বহু যোধগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এমন কি, রথ-সৈন্য, গজ-সৈন্য, সাদি-সৈন্য ও সমস্ত দস্যুগণকে সংহার করিলেন। ভগ্ন চক্র ভল্লাদি নানা বিধ অস্ত্র অক্ষ ও উচ্চ নীচ ঈশাদণ্ড, প্রমথিত গজ সকল, নিপাতিত রথ ধ্বজ বর্ম্ম ও চর্ম্ম, এবং ইতস্তত বিকীর্ণ মাল্য আভরণ বস্ত্র ও রথের নিম্নস্থ কাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী গ্রহগণাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায়, সমাচ্ছন্না হইল। অঞ্জন, বামন, সুপ্রতীক, মহাপদ্ম ও ঐরাবত মাতঙ্গের বংশে সম্ভূত ও অন্যান্য কুলে সমুৎপন্ন পর্ব্বতাকার বহু বহু মহা হস্তী নিহত ও পতিত হইয়া রণ ভূমিতে শয়ন করিল।[১৩-২৬] তিনি বানায়ুজ, পার্ব্বতীয়, কাম্বোজ ও বাহ্লীক দেশীয় উত্তম উত্তম অশ্ব সকল নিহত করিলেন,[২৭] এবং নানা দেশীয় নানা জাতীয় শত শত সহস্র সহস্র পদাতি বিনাশ করিলেন।[২৮] হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পলায়মান হইতে অবলোকন করিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন সেই সকল দস্যুগণকে বলিলেন, "অহে অধার্ম্মিক সকল! পলায়নে প্রয়োজন কি, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ কর।"[২৯] অনন্তর পাষাণ যুদ্ধে নিপুণ পর্ব্বতীয় পাষাণ-যোদ্ধা শূরদিগকেও ভগ্ন হইতে অবলোকন করিয়া বলিলেন, "যুদ্ধকামুক সাত্যকি পাষাণ যুদ্ধ জানে না, কৌরবেরাও সকলে পাষাণ যুদ্ধে বিশারদ নহে, অতএব তোমরা উহাকে নিহত কর, উহার নিকট ধাবমান হও, ভয় করিও না, ও তোমাদিগকে বাণ-গোচরেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।"[৩০-৩২]

মহারাজ! যেমন মন্ত্রিগণ রাজার নিকট গমন করে, সেই প্রকার পাষাণ-যোদ্ধা পর্ব্বতীয় গণ সকলে পাষাণ হস্তে সাত্যকির নিকট গমন করিল।[৩৩] তাহারা আপনার পুত্র দুঃশাসনের আদেশানুসারে মাতঙ্গ-মস্তক সদৃশ পাষাণ খণ্ড উদ্যত করিয়া সাত্যকির অগ্রে রণে

দণ্ডায়মান হইল,[৩৪] এবং অন্যান্য অনেকে ক্ষেপণীয় লইয়া সাত্যকির বিনাশ বাসনায় সমুদ্যত হইল; এইরূপে তাহারা সর্ব্ব দিক্ হইতে সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিল।[৩৫] পরন্তু শিলা যুদ্ধ করিবার অভিলাষে তাহারা সমুদ্যত হইতে হইতেই সাত্যকি ত্রিংশৎ বাণ সন্ধান করিয়া তাহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন;[৩৬] তাহারাও সাত্যকির প্রতি অনুপম প্রস্তর বৃষ্টি প্রয়োগ করিল; পরন্তু শিনি প্রবর, নাগ সদৃশ নারাচ সমূহ দ্বারা তাহাদিগের নিক্ষিপ্ত পাষাণ সকল ভেদ করিতে লাগিলেন।[৩৭] নিক্ষিপ্ত পাষাণ সকল নারাচের আঘাতে চূর্ণ ও খদ্যোত সমূহের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া প্রায় সমুদায় সৈন্যদিগকেই আঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে সৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল।[৩৮] তন্মধ্যে পঞ্চ শত যোদ্ধার বাহু, পাষাণ খণ্ড সহিত ছিন্ন হইয়া গেল, তাহারাও ধরাতলে পতিত হইল[৩৯]। তৎ পরে পুনর্ব্বার এক লক্ষ এক সহস্র যোদ্ধা সাত্যকির নিকটস্থ না হইতে হইতেই তাহাদিগের পাষাণ খণ্ড সহিত বাহু ছিন্ন হওয়াতে, তাহারা পতিত হইল।[৪০] এই রূপে সাত্যকি, যুদ্ধে যত্নবান্ বহু সহস্র পাষাণ-যোধী দিগকে সংহার করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল।[৪১] তদনন্তর সেই সকল দরদ, তঙ্গন, খশ, লম্পাক ও কুলিন্দ সৈন্য লৌহ ও শূল হস্তে অবস্থিত ও একত্রিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পাষাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল। রণ-মর্ম্মজ্ঞ সাত্যকিও তাহাদিগের প্রতি নারাচ নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৪২-৪৩] সেই সকল নিক্ষিপ্ত পাষাণ সাত্যকির শাণিত শর সমূহ দ্বারা অন্তরীক্ষে নির্ভিন্ন হইতে লাগিল। তাহার শব্দে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শতাঙ্গ ও পদাতি সকল ইতস্তত ধাবমান হইল[৪৪] এবং শরাঘাতে সেই সকল পাষাণ, চূর্ণ ও ইতস্তত সমাকীর্ণ এবং পতিত হইয়া ভ্রমর কর্ত্তৃক দংশনের ন্যায় গজ, বাজী ও মনুষ্যদিগকে যেন দংশন করিতে লাগিল; তাহাতে

তাহারা রণ স্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।[৪৫] হতাবশিষ্ট বহুল মাতঙ্গ ক্ষত-মস্তক ও রুধিরাক্ত হইয়া তৎ কালে সাত্যকির রথ নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।[৪৬] যেমন পর্ব্ব কালে সাগরের শব্দ হয়, সাত্যকি কর্তৃক পীড্যমান আপনার সৈন্যদিগের গমন কালে সেই প্রকার শব্দ হইতে লাগিল।[৪৭]

হে নরপাল! দ্রোণ সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিকে বলিলেন, হে সূত! ঐ সাত্বত-কুলের মহারথী সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে সৈন্যদিগকে নানা প্রকারে বিদারণ করত কালের ন্যায় সংগ্রামে বিচরণ করিতেছেন। যে স্থলে ঐ তুমুল শব্দ হইতেছে, তুমি ঐ স্থলে রথ সঞ্চালন কর;[৪৮-৪৯] সাত্যকি নিশ্চয়ই পাষাণ যোদ্ধাদিগের সহিত সমরে সমবেত হইয়াছেন। অনেক রথের অশ্ব রথীদিগকে ইতস্তত লইয়া যাইতেছে; রথী সকল শস্ত্র কবচ বিহীন ও রুগ্ন হইয়া ইতস্তত পতিত হইতেছে। ঐ তুমুল যুদ্ধে সারথি সকল, অশ্বদিগকে সংযত করিতে পারিতেছে না।[৫০-৫১]

শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণাচার্য্যের সারথি তাঁহার ঐ রূপ কথা শ্রবণ করিয়া বলিল,[৫২] হে আয়ুষ্মন্! দেখুন, ওদিকে কুরু সৈন্য সকল ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে; যোধগণ সমরে শরাহত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে;[৫৩] এদিকেও পাণ্ডব ও পাঞ্চাল শূর গণ মিলিত হইয়া আপনাকেই হনন করিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতেছেন;[৫৪] অতএব, হে অরিন্দম! এই সময়ে আপনার এই স্থানে অবস্থান করা কি সাত্যকির নিকট গমন করা উচিত, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া অবধারণ করুন; সাত্যকিও দূরে প্রস্থিত হইয়াছেন।[৫৫] দ্রোণের সহিত সারথির এই রূপ কথোপকথন সময়ে সাত্যকিকে আপনার পক্ষীয় বহু বিধ রথীকে নিহত করিতে দৃষ্টি গোচর হইল।[৫৬] তাহারা সাত্যকি কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত

হইয়া তাঁহার রথ-সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণ-সৈন্যের সমীপে দ্রুত গমন করিতে লাগিল,[৫৭] এবং পূর্ব্বে দুঃশাসন যে সকল রথীকে লইয়া সাত্যকির নিকট যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন, তাহারাও সকলে ভীত হইয়া দ্রোণের রথ সমীপে আগমন করিল।[৫৮]

সাত্যকি প্রবেশে একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভরদ্বাজ-নন্দন, সমীপে দুঃশাসনের রথ অবস্থিত অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,[১] দুঃশাসন! ঐ সমুদায় মহারথী কি হেতু পলায়ন করিতেছে? রাজার মঙ্গল তো? সিন্ধুরাজ জীবিত আছেন তো?[২] তুমি রাজার পুত্র, রাজার ভ্রাতা, মহারথী ও যুবরাজ হইয়া কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ?[৩] তুমি পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলে, "তোমার স্বামী তোমারে পণ রাখিয়া দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছে, অতএব তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজার অভিলষিত কর্ম্মচারিণী ও বস্ত্র-বাহিকা দাসী হও।[৪] এক্ষণে পাণ্ডবেরা তোমার পতি নহে, তাহারা সকলে ষণ্ড তিল সদৃশ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।" তুমি পূর্ব্বে দ্রুপদ তনয়ারে এই রূপ বলিয়া এক্ষণে কি জন্য সমর পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ?[৫] তুমিই স্বয়ং পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগের সহিত মহৎ শত্রুতা সৃজন করিয়াছ, এক্ষণে একমাত্র সাত্যকির সহিত যুদ্ধে কি হেতু ভীত হইতেছ?[৬] পূর্ব্বে দ্যূত ক্রীড়াকালে অক্ষ গ্রহণ করিয়া কি জানিতে পার নাই যে, এই অক্ষই পরিণামে ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গ তুল্য বাণ রূপে পরিণত হইবে।[৭] পূর্ব্বে তুমিই বিশেষ রূপে পাণ্ডবদিগের প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগের এবং দ্রৌপদীর ক্লেশের মূল হইয়াছিলে।[৮] অহে বীর!

এক্ষণে তোমার সেই মান কোথায়, তোমার সেই দর্প কোথায় এবং তোমার সেই গর্জ্জনই বা কোথায় রহিল? তুমি সর্প সদৃশ পাণ্ডব-দিগকে কোপিত করিয়া এক্ষণে কোথায় গমন করিবে?[৯] যখন তুমি, রাজা দুর্য্যোধনের ভ্রাতা হইয়া তাঁহার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইলে, তখন এই কুরু সৈন্য ও রাজা দুর্য্যোধন শোকের বিষয় হইলেন, সন্দেহ নাই।[১০] হে বীর! সৈন্য সকল শত্রু কর্ত্তৃক বিদীর্য্যমাণ ও ভয়াতুর হইলে কোথায় তুমি স্বকীয় বাহু বলে তা-হাদিগকে রক্ষা করিবে,[১১] তাহা না করিয়া ভীত হইয়া রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুদিগের হর্ষোৎপাদন করিতেছ। হে শত্রুনিসূদন! তুমি সেনাপতি হইয়া ভয়ে পলায়মান হইলে তোমার আশ্রিত সৈন্যেরা সকলেই ভীত হইবে, সুতরাং কোন্ ব্যক্তি আর সমরে অবস্থান করিবে? অদ্য এক সাত্যকির সহিত যুদ্ধেই তোমার বুদ্ধি, সংগ্রাম হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু হে কুরুনন্দন; যখন গাণ্ডীব-ধন্বা, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে সমরে অবলোকন করিবে, তখন কি করিবে। তুমি সাত্যকির যে সকল বাণ অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছ, ঐ সকল বাণ অর্জ্জুনের বাণের তুল্য তেজস্বী নহে, অর্জ্জুনের বাণ সূর্য্য ও অগ্নির সমান। হে বীর! তুমি সত্বর গান্ধারির উদর মধ্যে প্রবেশ কর,[১২-১৬] তাহা না করিলে, সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিলেও তোমার জীবন রক্ষা হইবে না। অতএব, যদি তোমার বুদ্ধি পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তবে ধর্ম্ম-রাজের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে পৃথিবী প্রদান কর। পূর্ব্বে ভীষ্ম তোমার ভ্রাতা সুযোধনকে বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত অর্জ্জু-নের মোক নির্ম্মুক্ত সর্প সন্নিভ বাণ সকল তোমার শরীরে প্রবিষ্ট না হইতেছে, তাবৎ কালের মধ্যে তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত মহাত্মা পাণ্ডবেরা তোমাদিগের শত ভ্রাতাকে নিহত

করিয়া পৃথিবী আক্রমণ না করিতেছেন, তাবৎ কালের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও সমর শ্লাঘী কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ না হয়েন, তাবৎ কালের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত মহাবাহু ভীম মহতী সেনা আলোড়িত করিয়া তোমার সহোদরদিগের নিগ্রহ না করেন, তাবৎ কালের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। হে প্রিয়দর্শন! পাণ্ডবেরা যুদ্ধে অজেয়, অতএব তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর।" তোমার ভ্রাতা মন্দবুদ্ধি সুযোধন ভীষ্মের ঐ বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না। হে সুমূর্খ দুঃশাসন! আমি শ্রবণ করিয়াছি, বৃকোদর তোমার রুধির পান করিবে, তুমি কি বৃকোদরের বিক্রম অবলোকন কর নাই? বৃকোদরের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না, হে দুঃশাসন! এক্ষণে বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে? তুমি যুদ্ধে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যত্নবান্ হইয়া যুদ্ধ কর, যেস্থানে সাত্যকি অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে সত্বর হইয়া রথারোহণে গমন কর।[২৪-২৬] ঐ সকল সৈন্য তোমারে দেখিতে না পাইলে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিবে। তুমি আত্মীয়দিগের নিমিত্ত সত্যবিক্রম সাত্যকির সহিত যুদ্ধ কর।[২৭]

আচার্য্য দ্রোণ আপনার পুত্র দুঃশাসনকে এই রূপ বলিলে, তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না, তাঁহার কথা শ্রুতমশ্রুত করিয়া, সাত্যকি যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথে গমন করিলেন।[২৮] তিনি যুদ্ধে অপলায়ী মহৎ ম্লেচ্ছ সৈন্যে সমবেত ও সযত্ন হইয়া সাত্যকির নিকট গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।[২৯] রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের প্রতি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া মধ্যম বেগ অবলম্বন পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন।[৩০] তিনি পাঞ্চাল সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধাদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন;[৩১] অনন্তর রণ

মধ্যে আপনার নাম শ্রবণ করাইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও মৎস্য দেশীয় দিগকে নিহত করিতে লাগিলেন।[৩২] দ্রোণকে ইতস্তত সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে অবলোকন করিয়া পাঞ্চালরাজ-পুত্র তেজস্বী বীর-কেতু তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।[৩৩] তিনি নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সপ্ত বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন।[৩৪] সেই যুদ্ধে আশ্চর্য্য দেখিলাম যে, দ্রোণ তাদৃশ বেগশীল হইয়াও পাঞ্চাল্য বীরকেতুর অগ্রে তিষ্ঠিতে পারি-লেন না।[৩৫] রাজা যুধিষ্ঠিরের জয়ৈষী পাঞ্চালগণ দ্রোণকে রণে অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিলেন।[৩৬] তাঁহারা সকলে এক দ্রোণকে পরিবেষ্টন করিয়া অগ্নি তুল্য বহু মূল্য শর, তোমর ও অন্যান্য বহু বিধ শস্ত্র সমূহ দ্বারা সমাকীর্ণ করি-লেন।[৩৭] অনন্তর, যেমন এক প্রবল পবন আকাশে মেঘ সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেই প্রকার দ্রোণ একাকী সেই সকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত বাণ, বাণ সমূহ দ্বারাই নিহত করিয়া প্রতিভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।[৩৮] তদনন্তর পরবীর-হন্তা দ্রোণ সূর্য্যাগ্নি সদৃশ মহা বেগ বিশিষ্ট এক টি বাণ সন্ধান করিয়া বীরকেতুর রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৩৯] হে কুরুনন্দন! দ্রোণ-নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নি তুল্য সেই শর টি পাঞ্চালরাজ-পুত্র বীরকেতুকে আশু ভেদ করিয়া লোহি-তাদ্র হইয়া ধরণী প্রবিষ্ট হইল;[৪০] তাহাতেই পাঞ্চাল-কুল-নন্দন বীরকেতু পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে পতিত পবনোৎপাটিত মহা চম্পক বৃক্ষের ন্যায় শীঘ্র রথ হইতে পতিত হইলেন।[৪১]

মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর মহারথী পাঞ্চালরাজ-পুত্র নিহত হইলে পাঞ্চালগণ ত্বরিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে দ্রোণকে পরিবেষ্টন করি-লেন।[৪২] চিত্রকেতু, সুধন্বা, চিত্রবর্ম্মা ও চিত্ররথ, ইহাঁরা ভ্রাতৃ শোকে কাতর ও মিলিত হইয়া বর্ষা কালীন বলাহকের ন্যায় শর বর্ষণ

করিতে করিতে যুদ্ধ মানসে দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন।[৪৩-৪] দ্বিজবর দ্রোণ সেই মহারথী রাজ-পুত্রদিগের শরে বহুধা সমাহত হইতে হইতে তাঁহাদিগের সংহার নিমিত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শর-জাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই রাজ-কুমার গণ দ্রোণের শরে হন্যমান হইয়া কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। মহাযশা দ্রোণ কুপিত হইয়া হাসিতে হাসিতে সেই হতজ্ঞান কুমারদিগকে অশ্ব, সারথি ও রথ বিহীন করিলেন; অনন্তর সুশাণিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা, পুষ্প চয়নের ন্যায় তাঁহাদিগের মস্তক চয়ন করিয়া নিপাতিত করিলেন। যেমন দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্য দানবেরা পতিত হইয়াছিল। সেই প্রকার কান্তিমান্ সেই রাজপুত্রেরা নিহত হইয়া রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন।

মহারাজ! প্রতাপান্বিত ভরদ্বাজ-নন্দন সংগ্রামে তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া স্বকীয় দুরাসদ স্বর্ণ পৃষ্ঠ শোভিত শরাসন ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, দেব-কল্প মহারথী পাঞ্চাল দিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুর্দ্বয়ে বারি নিঃসারণ করিতে করিতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ ও সযত্ন হইয়া দ্রোণের রথ সমীপে আগমন করিয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।[৪৫-৫২] তদনন্তর দ্রোণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শর সমূহ দ্বারা সমাবৃত সন্দর্শন করিয়া সৈন্য মধ্যে সহসা হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল।[৫৩] পরন্তু দ্রোণ, মহাত্মা পৃষত-নন্দন কর্ত্তৃক বহু বিধ শরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত হাস্যমুখে প্রতিযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৫৪] মহারাজ! পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া নতপর্ব্ব নবতি বাণে দ্রোণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।[৫৫] মহারথী দ্রোণ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ব্যথিত ও মোহিত-চিত্ত হইয়া রথ নীড়ে উপবিষ্ট হইলেন।[৫৬] বীর্য্যবান্ পরাক্রমশীল ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে তদবস্থাবলোকন করিয়া শীঘ্র শরা-

সন পরিত্যাগ পূর্ব্বক খড়্গ গ্রহণ করিলেন,[৫৭] এবং ক্রোধে রক্ত-লোচন ও ত্বরিত হইয়া দ্রোণের মস্তক ছেদন করিবার মানসে স্বকীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দ্রোণের রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর, মহাবলবান্ দ্রোণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে জিঘাংসা-পরবশ হইয়া সমীপাগত অবলোকন করিয়া, যে শর দ্বারা নিকটস্থ শত্রুর সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে পারা যায়, দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত সেই সকল শর দ্বারা মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিতস্তিক নামে নিকট বেধী সেই সকল দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ বাণ দ্রোণের বিদিত ছিল, তদ্দ্বারা তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে হনন করিতে লাগি-লেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন বহুল বিতস্তিক বাণে সমাহত হইয়া ভগ্ন বেগে শীঘ্র দ্রোণের রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্ব রথে আসিয়া ধনুর্বাণ গ্রহণ করত দ্রোণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; দ্রোণও পৃষতরাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে শর সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৫৮-৬৪] যে প্রকার ত্রৈলোক্যের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্র ও প্রহ্লাদ পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তখন তাঁহাদিগের দুই জনের অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লাগিল।[৬৫] যুদ্ধ মার্গ বিশারদ দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ স্থলে বিচিত্র মণ্ডলাকার, যমক ও অন্যান্য গতিক্রমে বিচরণ করত দর্শক যোধগণের চিত্ত মোহিত করিয়া পরস্পর শর প্রহার করিতে লাগিলেন।[৬৬] সেই দুই মহাত্মা বর্ষা কালীন মেঘ দ্বয় কর্ত্তৃক জল বর্ষণের ন্যায় শর বর্ষণ করিয়া আ-কাশ, পৃথিবী ও সমস্ত দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। আকাশস্থ প্রাণি গণ এবং তত্রস্থ ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সৈনিকগণ তাঁহাদিগের অদ্ভুত সংগ্রাম দর্শন করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালেরা "দ্রোণ যখন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে সমবেত হইয়াছেন, তখন অবশ্যই আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবেন" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে

শব্দ করিতে লাগিল। পরন্তু দ্রোণ ত্বরিত হইয়া, বৃক্ষ হইতে পক্ক ফল পাতনের ন্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মস্তক নিপাতিত করিলেন। তদনন্তর মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্ব সকল সারথি বিহীন হইয়া তথা হইতে ধাবমান হইল।[৬৮-৭১]। তৎ পরে পরাক্রম সম্পন্ন দ্রোণ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগকে ইতস্তত তাড়িত করিলেন।[৭২] প্রতাপশালী অরিন্দম দ্রোণ এই রূপে পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বকীয় ব্যূহ আশ্রয় করত অবস্থিত হইলেন। পাণ্ডবেরা তৎ কালে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে উৎসাহী হইলেন না।[৭৩]

দ্রোণ পরাক্রমে দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর দুঃশাসন বারিধারা বর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় অসংখ্য শর বর্ষণ করত সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে প্রথমত ষষ্টি ও তৎপরে ষোডশ শরে সমাহত করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তাঁহার শরে কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।[১-২] তখন ভরত কুল শ্রেষ্ঠ মহাবীর দুঃশাসন নানা দেশীয় মহৎ রথী সমূহে সমবেত হইয়া মেঘের ন্যায় দশ দিক্ নিনাদিত করত বহু বাণ বিমোচন করিতে করিতে সাত্যকির নিকট ধাবমান হইলেন।[৩-৪] মহাবাহু সাত্যকিও কুরুপ্রবর দুঃশাসনকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে শর সমূহে সমাচ্ছন্ন করিলেন।[৫] দুঃশাসনের অগ্রসর সেই সকল নানা দেশীয় বীরগণ সাত্যকির শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীত চিত্তে আপনার পুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল।[৬] কিন্তু আপনার পুত্র দুঃশাসন, ঐ সকল সৈন্য পলায়মান

হইলেও ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান করত সাত্যকিকে শর নিচয়ে পীড়িত করিতে লাগিলেন।[৭] তিনি চারি শরে সাত্যকির চারি অশ্ব, তিন শরে তাঁহার সারথি ও এক শত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিলেন।[৮] মহারাজ! তদনন্তর মধুকুলোদ্ভব সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া রথ, সারথি ও ধ্বজের সহিত দুঃশাসনকে অদৃশ্য করিলেন।[৯] যেমন ঊর্ণনাভি ঊর্ণা মধ্যে মশককে প্রাপ্ত হইয়া সমাবৃত করে, তদ্রূপ শত্রু জয়ী সাত্যকি ত্বরা সহকারে দুঃশাসনকে বাণ দ্বারা সমাবৃত করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে সাত্যকির শরে পরিব্যাপ্ত দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সৈন্যদিগকে সাত্যকির রথ সমীপে প্রেরণ করিলেন। ক্রুরকর্ম্মা যুদ্ধবিশারদ তিন সহস্র ত্রিগর্ত্ত দেশীয় রথী, সাত্যকির সমীপে গমন করিল। তাহারা যুদ্ধে স্থির বুদ্ধি করিয়া পরস্পর কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া মহৎ রথ সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিল। তাহারা যত্ন সহকারে শর বর্ষণ করিতেছে, এমন সময়েই শিনি প্রবর সাত্যকি তাহাদিগের সৈন্যাগ্রে অবস্থিত প্রধান প্রধান পঞ্চ শত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন। যে প্রকার মহা পবন বেগে বৃহৎ বৃক্ষ সকল পতিত হয়, তদ্রূপ, তাহারা সাত্যকির শর সমূহে সত্বর নিহত হইয়া পতিত হইল। বহুল রথ, ধ্বজ ও কনকবিভূষিত অশ্ব সকল সাত্যকির শরে ছিন্ন ও শোণিতসিক্ত হইয়া পতিত হওয়াতে তদ্দ্বারা ধরাতল, পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায়, শোভমান হইল। হতাবশিষ্ট আপনার সেই সকল সৈন্য সাত্যকি কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া, পঙ্ক-মগ্ন মাতঙ্গ গণের ন্যায়, কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইল না। যেমন ভুজঙ্গগণ গরুড়ের ভয়ে গর্ত্ত মধ্যে গমন করে, সেই রূপ তাহারা সকলে দ্রোণের রথ সমীপে আগমন করিল। বীর সাত্যকি আশীবিষ বিষ সদৃশ শর সমূহ দ্বারা তাহাদিগের পঞ্চ

শত যোদ্ধাকে নিহত করিয়া ধনঞ্জয়ের রথ সমীপে শনৈঃশনৈ গমন করিতে লাগিলেন।

নরসিংহ সাত্যকি সেই রূপে গমন করিতে লাগিলে, আপনার পুত্র দুঃশাসন সত্বর হইয়া নতপর্ব্ব নয় টি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও গৃধ্রপক্ষ যুক্ত স্বর্ণপুঙ্খ সুশাণিত পঞ্চ শরে দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎ পরে দুঃশাসন যেন হাসিতে হাসিতে সাত্যকিকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সাত্যকি আপনার পুত্রকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ ও তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করত অর্জ্জুন সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি গমন করিতেছেন, এই সময়ে দুঃশাসন সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বধ মানসে উৎকৃষ্ট লৌহময় এক শক্তি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি আপনার পুত্রের নিক্ষিপ্ত সেই ভীমা শক্তিকে কঙ্কপত্র যুক্ত শাণিত বহু শর দ্বারা শত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। পরন্তু সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অগ্নি-শিখাকার নতপর্ব্ব কতক গুলি বাণে তাঁহার স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে আঘাত করিয়া তাঁহাকে মোহিত করিলেন। তৎ পরেই সর্ব্বাঙ্গ লৌহময় তীক্ষ্ণ-মুখ অষ্ট বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু দুঃশাসনও বিংশতি বাণে পুনর্ব্বার সাত্যকিকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন।[১০-৩০] তদনন্তর সাত্যকি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব তিন বাণে দুঃশাসনের স্তনদ্বয়ের মধ্য স্থল অতি বেগে বিদ্ধ করিলেন[৩১] এবং তাঁহার অশ্ব সকল শাণিত শর নিচয়ে নিহত করিয়া নতপর্ব্ব ছয় শরে তাঁহার সারথি, এক ভল্লে তাঁহার ধনুক, পঞ্চ ভল্লে তাঁহার হস্তাবাপ, এক ভল্লে তাঁহার ধ্বজ, এক ভল্লে তাঁহার রথ শক্তি এবং

তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ কতকগুলি বাণে তাঁহার দুই জন পৃষ্ঠরক্ষককে নিহত করিলেন। তাঁহার শরাসন ছিন্ন এবং রথ, অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, ত্রিগর্ত্ত সেনাপতি তাঁহাকে স্বীয় রথ দ্বারা তথা হইতে অপসারিত করিলেন। শিনি-পৌত্র মহাবাহু সাত্যকি মুহূর্ত্ত কাল দুঃশাসনের প্রতি ধাবমান হইয়া পরিশেষে ভীমসেনের বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন না; যেহেতু ভীমসেন যুদ্ধে আপনার সমস্ত পুত্রের বধ করিবেন বলিয়া সভা-মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সাত্যকি এই রূপে দুঃশাসনকে সমরে পরাজিত করিয়া সত্বর হইয়া ধনঞ্জয়ের পদবীতে গমন করিলেন। [৩২-৩৭]

দুঃশাসন পরাজয়ে ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৩ ॥

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমার সেই সকল সৈন্য মধ্যে কি এমন কোন মহারথীরা ছিল না, যে সাত্যকির সেই প্রকারে গমন সময়ে তাঁহাকে নিহত বা নিবারিত করিতে পারে? [১] অসুরগণের সহিত সমরে সুরেন্দ্র, যে রূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, সত্যবিক্রম সাত্যকি একাকী মহেন্দ্রের ন্যায় বল প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই রূপ কার্য্য করিলেন। [২] সঞ্জয়! বৃষ্ণিকুলোদ্ভব মহাবীর সাত্যকি সমরে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, ইন্দ্রও তদ্রূপ কার্য্য করিতে অসমর্থ? মহাত্মা সাত্যকির সেই অচিন্তনীয় কার্য্য শ্রবণ করিয়া আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছে, হে সঞ্জয়! আমার বোধ হইতেছে, আমার পুত্রগণ কেহই আর জীবিত নাই, কেন না যে পথে সাত্যকি একাকী বহুল সেনা বিমর্দ্দিত করিয়া গমন করিতেছিলেন, সেই স্থান কি মহারথি-শূন্য ছিল? বহু বহু মহাত্মা যুদ্ধ করিতে থাকিলে, একাকী

সাত্যকি কি প্রকারে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অতিক্রান্ত হইতে পারিলেন, তাহা আমার নিকট তুমি কীর্ত্তন কর।[৩-৭]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার নাগ অশ্ব রথ ও পদাতি সঙ্কুল সৈন্যগণের প্রলয় কাল সদৃশ তুমুল সমারোহ হইয়াছিল।[৮] আপনার পক্ষে যে রূপ সৈন্য সমূহ আহুত হইয়াছে, বোধ করি, জগতে এতাদৃশ সৈন্য সমূহের একত্র সমাবেশ আর কখন হয় নাই।[৯] সমর দর্শনার্থ সমাগত সুরগণ ও চারণগণ কহিয়াছিলেন, "মহীতলে এপ্রকার একত্রীভূত সৈন্য সমূহ এই পর্য্যন্তই হইল, আর হইবেক না।"[১০] হে নরনাথ! জয়দ্রথ বধে দ্রোণ যেরূপ ব্যূহ বিধান করিয়াছিলেন, তাদৃশ কোন ব্যূহও আর কখন হয় নাই।[১১] সেই সকল সমূহ সমূহ সৈন্যদিগের পরস্পর ধাবন সময়ে অতি প্রবল পবনান্দোলিত সাগরের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল।[১২] আপনার ও পাণ্ডব পক্ষের সৈন্য মধ্যে সমাগত শত শত সহস্র সহস্র বহুল রাজা ছিলেন।[১৩] সকলেই সমরে দৃঢ় কার্য্যকারী ও সংরব্ধ ছিলেন; যুদ্ধ কালে তাঁহাদিগের অতি মহান্ শব্দ শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদিগের লোমাঞ্চ হইতে লাগিল।[১৪]

ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব এবং ধর্ম্মরাজ উচ্চৈঃ শব্দে সৈন্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, বীরগণ! আগমন কর, শীঘ্র ধাবমান হও, কৃষ্ণার্জ্জুন দুই বীর জয়দ্রথ বধ নিমিত্ত যাহাতে অনায়াসে শত্রু সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গমন করিতে পারেন, শীঘ্র তাহার বিধান কর।[১৫-১৭] উঁহাদিগের উভয়ের বিঘ্ন হইলে আমরা পরাজিত হইব, সুতরাং কৌরবেরা কৃতকার্য্য হইবে; অতএব তোমরা শীঘ্র মিলিত হইয়া পবন যেমন সমুদ্র ক্ষোভিত করে, সেই রূপ মহাবেগ পূর্ব্বক বিপক্ষ সৈন্য সাগর ক্ষোভিত কর।

ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ কহিলে মহাতেজস্বী সৈনিকগণ

স্ব স্ব প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া কৌরবদিগকে শস্ত্র সমূহ দ্বারা সমাহত করিতে লাগিল। তাহারা মিত্রের হিত নিমিত্ত স্বর্গাভিলাষে মরণ ইচ্ছা করিল, আত্ম জীবনের প্রতি আর অভিনন্দন করিল না। আপনার পক্ষীয় যোদ্ধাগণও মহাযশঃ-প্রার্থী হইয়া সেই রূপ যুদ্ধে দৃঢ়মতি করিয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান করিল। সেই প্রকার ভয়-জনক তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সাত্যকি সমুদায় সৈন্যকে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুন সমীপে গমন করিলেন। সৈনিকদিগের কবচের প্রভা সূর্য্য কিরণে মিশ্রিত হইয়া রণ স্থলে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই প্রকারে যুদ্ধে সযত্ন হইলে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের মহৎ সৈন্য মধ্যে গমন করিলেন। উভয় পক্ষ সর্ব্ব সৈন্য একত্রীভূত হইলে জনক্ষয় কর মহা তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূত! সেইরূপ সমরোদ্যত বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে দুর্য্যোধন স্বয়ং কৃচ্ছ্র প্রাপ্ত হইয়াও কি রণ পরাঙ্মুখ হইল না? এক ব্যক্তির সহিত বহুল যোদ্ধার সংগ্রাম; বিশেষত দুর্য্যোধন, রাজা; অনেকের সহিত এক রাজার যুদ্ধ আমার বিবেচনায় বিষম বোধ হইতেছে। অত্যন্ত সুখী, লক্ষ্মীবান্ এবং সমস্ত লোকের অধি-পতি দুর্য্যোধন একাকী বহু যোদ্ধার সহিত যুদ্ধে সমবেত হইয়া পরাঙ্মুখ হয় নাই তো?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র একাকী বহু যোদ্ধার সহিত যে আশ্চর্য্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যেমন হস্তী, পদ্ম সরোবর ইতস্তত আলোড়িত করে, সেই রূপ, দুর্য্যোধন সেই রণে পাণ্ডব সৈন্য আলোড়িত করিতে লাগিলেন। ভীমসেন-পুরোবর্ত্তী পাঞ্চাল গণ, পাণ্ডব সৈন্য দিগকে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিহত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ

করিলেন। যেমন যম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজা বিনাশ করেন, সেই প্রকার দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, নকুল ও সহদেবকে তিন তিন, ধর্ম্ম-রাজকে সপ্ত, বিরাট ও দ্রুপদকে তিন তিন, শিখণ্ডীকে এক শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রদিগের প্রত্যেককে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া শত শত ভয়ানক শরে অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে ও অনেককে হস্তীর সহিতই বিদ্ধ করিলেন। তিনি শিক্ষা-নৈপুণ্য ও অস্ত্র বল দ্বারা এতাদৃশ সত্বর হস্তে শত্রু হনন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে বাণ সন্ধান বা মোচন করিতে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল মাত্র মণ্ডলাকার ধনুক-বিশিষ্টই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। জনগণ সমরে তাঁহার শত্রু হনন কালে স্বর্ণ-পৃষ্ঠ-শোভিত মহৎ শরা-সন অনবরত মণ্ডলাকারই দেখিতে লাগিল। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমরে যত্নবান্ আপনার পুত্রের শরাসন দুই ভল্লে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সুশাণিত দশ বাণ বল-পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; [১৮-৩৮] পরন্তু ঐ সকল বাণ আশু তাঁহার বর্ম্মে লগ্ন ও ভগ্ন হইয়া ক্ষিতি প্রবেশ করিল। অনন্তর, পূর্ব্ব কালে মহর্ষি ও দেবগণ যেমন বৃত্রাসুর বধ সময়ে ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করি-য়াছিলেন, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা হর্ষান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে পরি-বেষ্টন করিলেন। তৎ পরে রাজা দুর্য্যোধন দৃঢ় এক শরাসন গ্রহণ করিয়া থাক থাক বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট অগ্রসর হইলেন। জয়ৈষী পাঞ্চালগণ আপনার পুত্রকে সংগ্রামে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া হর্ষ সহকারে তাঁহার নিকট প্রত্যুদ্গত হইল। পরন্তু অচল যেমন প্রবল পবনোদ্ধূত সজল জলদাবলিকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ দ্রোণ, যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার মানসে পাঞ্চাল-দিগকে যুদ্ধার্থ গ্রহণ করিলেন। হে মহাবাহু ভূপাল! সেই স্থলে পাণ্ডবদিগের সহিত আপনার পক্ষদিগের শ্মশান্ সদৃশ সর্ব্ব প্রাণি-

সংহারক মহাভয়বর্দ্ধন সংগ্রাম সমারব্ধ হইল।[৩৯-৪৪] ঐ সময়ে ধনঞ্জয়ের নিকট হইতে পুনর্ব্বার এমন শব্দ হইল যে, তাহা সর্ব্ব শব্দ অতিক্রম করিয়া সমুত্থিত হইল; তাহা শ্রবণ করিয়া লোকের লোমাঞ্চ হইল।[৪৫] হে মহাবাহু! ব্যূহ মধ্যে যে স্থলে জয়দ্রথ অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই স্থলে আপনার ধনুর্দ্ধরগণের সহিত অর্জ্জুনের, ব্যূহের মধ্যস্থলে কুরু সৈন্যের সহিত সাত্যকির এবং ব্যূহ দ্বারে বিপক্ষগণ সহ দ্রোণের যে মহারণ হইতেছিল, ইহাতে এককালে মহাশব্দ হইতে লাগিল। হে পৃথ্বীনাথ! অর্জ্জুন, দ্রোণ ও সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে পৃথিবীতে এক কালে অসংখ্য লোক সংহার হইতে লাগিল।[৪৬-৪৭]

সঙ্কুল যুদ্ধে চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অপরাহ্ণ সময়ে পুনর্ব্বার সোমকদিগের সহিত দ্রোণের মেঘ নির্ঘোষ সদৃশ শব্দের সহিত সংগ্রাম হইতে লাগিল।[১] মহাধনুর্দ্ধর মহাবলশালী প্রতাপান্বিত নরবীর ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ আপনার প্রিয় ও হিত কার্য্যে রত ও সযত্ন হইয়া শোণ বর্ণ বাজি সংযুক্ত রথারোহণে মধ্যম বেগাবলম্বন পূর্ব্বক পাণ্ডব-দিগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি যোধগণের মধ্যে প্রধান প্রধান দিগকে চিত্রপুঙ্খ শাণিত শর সমূহ দ্বারা যেন পুষ্প চয়নের ন্যায় চয়ন করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।[২-৪] কৈকেয়দিগের পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারথী সমর-কর্কশ বৃহৎক্ষত্র দ্রোণের নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন।[৫] যেমন গন্ধমাদন পর্ব্বতে মহামেঘ বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ আচার্য্যের প্রতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিলেন।[৬] মহারাজ!

দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণপুঙ্খ যুক্ত শিলা শাণিত পঞ্চ দশ বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৭] তিনি হর্ষান্বিত হইয়া দ্রোণের ধনুর্নিক্ষিপ্ত সর্প সদৃশ সেই সকল বাণের প্রত্যেক বাণ দশ দশ বাণে ছেদন করিলেন।[৮] দ্বিজসত্তম দ্রোণ বৃহৎক্ষত্রের লঘুহস্ত অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতে নতপর্ব্ব অষ্ট বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৯] বৃহৎক্ষত্র দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত সেই সকল শরকে আগত হইতে দেখিয়া তাবৎ সংখ্য শাণিত বাণেই তাহা নিবারণ করিলেন।[১০] বৃহৎক্ষত্রকে তাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম করিতে অবলোকন করিয়া আপনার পক্ষ সৈন্যগণের বিস্ময় জন্মিল।[১১] তদনন্তর মহাতপস্বী দ্রোণ কৈকেয়রাজ অপেক্ষা আপনার উৎকর্ষ প্রদর্শন করত দিব্য ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন।[১২] মহারাজ! কৈকেয়রাজ বৃহৎক্ষত্র সেই দ্রোণ-বিমুক্ত ব্রাহ্ম অস্ত্র ব্রাহ্মাস্ত্র দ্বারাই নিবারণ করিলেন।[১৩] তিনি দ্রোণের ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রতিহত করিয়া শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ ষষ্টি সংখ্য শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।[১৪] অনন্তর মানব প্রবর দ্রোণ বৃহৎক্ষত্রের প্রতি এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই নারাচ বৃহৎক্ষত্রের কবচ ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল।[১৫] যেমন কৃষ্ণ সর্প বাল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই নারাচ কৈকেয়রাজকে ভেদ করিয়া পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইল।[১৬] মহারাজ! কেকয়রাজ, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ দ্রোণ কর্তৃক অতি বিদ্ধ হইয়া মহাক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে সুচারুনেত্র দ্বয় ঘূর্ণায়মান করিয়া শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ সপ্ততি শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন, এবং ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন।[১৭.১৮] আচার্য্য দ্রোণ বৃহৎক্ষত্র কর্তৃক বহুধা বিদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ সকল তাঁহার রথে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিয়া চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব বধ করিলেন এবং এক শরে তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত

করিলেন; তৎপরেই দুই শরে তাঁহার ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন।[১৯-২১] তদনন্তর এক নারাচ বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে বৃহৎক্ষত্র ছিন্ন-হৃদয় হইয়া নিপতিত হইলেন।[২২]

হে নরপাল! কৈকেয়দিগের মহারথী বৃহৎক্ষত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে শিশুপাল-পুত্র ধৃষ্টকেতু অতিক্রুদ্ধ হইয়া সারথিকে বলিলেন,[২৩] সারথি! যেস্থানে ঐ দ্রোণ বদ্ধবর্ম্মা হইয়া সমুদায় কৈকেয় ও পাঞ্চাল সৈন্য নিহত করিতেছেন, তুমি ঐ স্থানে রথ সঞ্চালন কর।[২৪] সারথি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কাম্বোজ দেশীয় বেগশীল অশ্ব দ্বারা তাঁহাকে দ্রোণের নিকট লইয়া চলিল।[২৫] অতি বলোদ্ধত চেদিশ্রেষ্ঠ রথি প্রধান ধৃষ্টকেতু, পতঙ্গ যেমন আত্ম বিনাশার্থ অগ্নি সমীপে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।[২৬] অনন্তর চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ষষ্টি শরে দ্রোণকে অশ্ব, রথ ও ধ্বজের সহিত বিদ্ধ করিলেন, এবং নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে উত্ত্যক্ত করণের ন্যায় তাঁহাকে পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন।[২৭] দ্রোণ সেই যত্নবান্ বলবান্ বীরের ধনুকের মধ্যস্থল শাণিত এক ক্ষুরপ্র দ্বারা ছেদন করিলেন।[২৮] মহারথী শিশুপাল-পুত্র পুনর্ব্বার অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্রোণকে সুশাণিত দৃঢ় রূপ শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[২৯] দ্রোণ হাস্য-পূর্ব্বক চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব নিহত করিয়া তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন,[৩০] এবং তৎ পরেই পঞ্চ বিংশতি বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। চেদিরাজ সত্বর লম্ফ প্রদান করিয়া রুষিত সর্পিণী তুল্য এক গদা গ্রহণ করিয়া দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভরদ্বাজ-নন্দন পাষাণের ন্যায় সারময় স্বর্ণভূষিত কালরাত্রির ন্যায় সেই গুরুতর গদাকে আগত হইতে অবলোকন করিয়া বহু সহস্র শাণিত

শরে তাহা ছেদন করিলেন।[৩১-৩৩] সেই গদা দ্রোণের বহু বাণে ছিন্ন হইয়া শব্দ সহকারে ধরাতলে পতিত হইল।[৩৪] গদা প্রতিহত হইল অবলোকন করিয়া ধৃষ্টকেতু ক্রোধভরে ত্বরাপূর্ব্বক তোমর ও কনকোজ্জ্বল শক্তি দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৩৫] মহাবলবান্ প্রতাপশালী দ্রোণ লঘুহস্তে তিন বাণে সেই তোমর ছেদন করিয়া সেই শক্তিকে শত খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন,[৩৬] এবং তাঁহার বধার্থী চেদিরাজের বধ নিমিত্ত তীক্ষ্ণ এক বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৩৭] যেমন হংস পদ্ম-সরোবরে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণ-নিক্ষিপ্ত সেই বাণ অপরিমিত বলশালী ধৃষ্টকেতুর কবচ ও হৃদয় ভেদ করিয়া ধরণীতলে গমন করিল।[৩৮] যেমন বুভুক্ষু চাস পক্ষী ক্ষুদ্র পতঙ্গকে গ্রাস করে, সেই প্রকার শৌর্য্য সম্পন্ন দ্রোণ মহাসমরে ধৃষ্টকেতুকে গ্রাস করিলেন।[৩৯] চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু প্রাণ ত্যাগ করিলে তাঁহার আত্মা পিতৃ লোকে প্রবেশ করিল। ধৃষ্টকেতুর পুত্র অস্ত্র-বিদ্যায় মহাবিজ্ঞ ছিলেন, তিনি পিতার নিধনে ক্রোধবশবর্ত্তী হইলেন;[৪০] দ্রোণ হাসিতে হাসিতে শর সমূহ দ্বারা, অরণ্যে বুভুক্ষু মহা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক মৃগ শাবক বিনাশের ন্যায়, তাঁহাকেও যম সদনে প্রেরণ করিলেন।[৪১]

হে ভরত প্রবর! পাণ্ডব পক্ষ সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলে, জরাসন্ধ-পুত্র হাসিতে হাসিতে বীরতা প্রকাশ-পূর্ব্বক দ্রোণের অভি-মুখে ধাবমান হইলেন। যে প্রকার জলদাবলি প্রভাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, সেই রূপ তিনি সত্বর হইয়া শাণিত শর নিকরে দ্রোণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অদৃশ্য করিলেন।[৪২] তাঁহার তদ্রূপ লঘুহস্ততা অবলোকন করিয়া ক্ষত্রিয়-মর্দ্দন দ্রোণ ত্বরা সহকারে শত শত সহস্র সহস্র বাণ তাঁহার প্রতি বিমোচন করিতে লাগিলেন।[৪৪] পরন্তু রথস্থ দ্রোণ রথি প্রবর জরাসন্ধ-পুত্রকে শর নিকরে সমাচ্ছাদিত করিয়া

সকল ধনুর্দ্ধরের সাক্ষাতে সংহার করিলেন।[৪৫] যে যে ব্যক্তি দ্রোণের নিকট উপনীত হইল, যে প্রকার যম প্রলয় কালে সমুদায় প্রাণীকে গ্রহণ করেন, সেই প্রকার, দ্রোণ অন্তক তুল্য হইয়া তাহাদের সকল-কেই সংহার করিতে লাগিলেন।[৪৬] তদনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ রণ-স্থলে আপনার নাম শ্রবণ করাইয়া বহু সহস্র শর দ্বারা পাণ্ডব-দিগকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন।[৪৭] স্বর্ণপুঙ্খ শোভিত শিলা শাণিত দ্রোণ-নামাঙ্কিত শর সমূহ দ্বারা সর্ব্বত্র রণস্থলে নর নাগ অশ্ব সকল নিহত হইতে লাগিল।[৪৮] যেমন বলবান্ অসুর গণ ইন্দ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া কম্পিত হইয়াছিল, সেই প্রকার পাঞ্চালগণ দ্রোণ কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া শীতার্দ্দিত গোগণের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।[৪৯] হে ভারত! পাণ্ডব সৈন্য সকল দ্রোণ কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।[৫০] তৎ কালে পাঞ্চালগণ সূর্য্য কিরণে উত্তাপিত ও দ্রোণ শরে সমাহত হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত ত্রাসা-ন্বিত হইল;[৫১] তাহারা ভরদ্বাজ-নন্দনের শরজালে মোহিত হইয়া পড়িল; তাহাদিগের মহারথী সকলের ঊরু যেন কুম্ভীর হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে লাগিল।[৫২] মহারাজ! তৎ পরে চেদি, সৃঞ্জয় ও সোমকগণ হর্ষাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধাভিলাষে দ্রোণের নিকট ধাবমান হইল।[৫৩] চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ দ্রোণকে হনন কর, এই কথা পরস্পর বলিতে বলিতে দ্রোণের সম্মুখে সমাগত হইল।[৫৪] হে মহাতেজস্বিন্! সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ গণ দ্রোণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার অভিলাষে সর্ব্ব শক্তি অনুসারে যত্নবন্ত হইল।[৫৫] পরন্তু ভরদ্বাজ-পুত্র, যত্নবান্ সেই সকল যোদ্ধাদিগকে, বিশেষত চেদিগণের মধ্যে প্রধান প্রধান বীরগণকে শমন ভবনে প্রেরণ করিতে লাগি-লেন।[৫৬] চেদিদিগের প্রধান প্রধান যোদ্ধা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লা-গিলে, দ্রোণের শরে পীড়িত পাঞ্চালেরা কম্পিত হইতে লাগিল।[৫৭]

তাহারা দ্রোণের তাদৃশ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া ভীমসেন ও ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে লক্ষ্য করিয়া চিৎকার শব্দে বলিতে লাগিল,[৫৮] এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই দুষ্কর মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই তপঃ প্রভাবেই সংক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠদিগকে রণে দগ্ধ করিতেছেন।[৫৯] ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ; ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তপস্যা; কৃতবিদ্য তপস্বী ব্রাহ্মণ দৃষ্টি মাত্রেই নিঃশেষে শত্রু দগ্ধ করিতে পারেন;[৬০] সেই কারণেই বহু বহু ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, দ্রোণের অগ্নি সম স্পর্শ দুস্তরণীয় নিদারুণ অস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া দগ্ধ হইতেছে।[৬১] দ্রোণ যথা বল, যথা উৎসাহ ও যথা ক্ষমতানুসারে আমাদিগের সমুদায় সৈন্যদিগকে মোহিত করিয়া সংহার করিতেছেন।[৬২]

মহাবলী ক্ষত্রধর্ম্মা তাহাদিগের সেই রূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষত্র ধর্ম্মে নিষ্ঠিত হইয়া অর্দ্ধ চন্দ্র বাণে বলবান্ ক্রোধাকুল আচার্য্য দ্রোণের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর ক্ষত্রিয় মর্দ্দন দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বেগশীল দাপ্তি বিশিষ্ট অন্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাতে শত্রু-বিনাশক শরাসন তীক্ষ্ণ দৃঢ় এক শর আকর্ণ-পূর্ণ সন্ধান করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। সেই প্রবল বাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মার হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিপাতিত করিয়া ধরণীতলে গমন করিল।[৬৩ ৬৬] ক্ষত্রধর্ম্মা নির্ভিন্ন হৃদয় হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন-সুত ক্ষত্রধর্ম্মা নিহত হইলে সৈন্য সকল কম্পিত হইতে লাগিল।[৬৭] অনন্তর মহারথী চেকিতান, দ্রোণকে আক্রমণ করিয়া দশ বাণে তাঁহার স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থল বিদ্ধ করিলেন,[৬৮] এবং তাঁহার সারথিকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু আচার্য্য তিন বাণে চেকিতানের দুই বাহু ও বক্ষঃ স্থল বিদ্ধ করিয়া সপ্ত বাণে তাঁহার ধ্বজ উন্মথন-পূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহার সারথিকে সংহার করিলেন।

সারথি হত হইলে তাঁহার অশ্ব সকল দ্রোণের শরে পীড়িত হইয়া রথ লইয়া ধাবমান হইল। চেকিতানের রথ সারথি হীন হইয়া ধাবমান হইতেছে অবলোকন করিয়া পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের চিত্তে মহা ভয় জন্মিল। একত্র সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীরদিগকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিয়া দ্রোণাচার্য্য সাতিশয় শোভমান হইলেন।[৬৯-৭২] পঞ্চাশীত বর্ষ বয়স্ক আকর্ণ-পলিত ও কৃষ্ণ বর্ণ গণ্ডবিশিষ্ট বৃদ্ধ দ্রোণ ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক যুবার ন্যায় রণে বিচরণ করিতে লাগিলেন।[৭৩] মহারাজ! তখন শত্রুসূদন দ্রোণকে শত্রু ধ্বংস করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে অবলোকন করিয়া শত্রুগণ তাঁহাকে বজ্রহস্ত ইন্দ্রের ন্যায় মনে করিতে লাগিল।[৭৪] বুদ্ধিমান্ রাজা দ্রুপদ বলিতে লাগিলেন, যেমন ব্যাঘ্র পশুগণকে হনন করে, তদ্রূপ এই লব্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগকে নিহত করিতেছেন।[৭৫] পাপাত্মা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের লোভে যে শত শত ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ গণ সমর নিহত ও রুধির লিপ্ত গাত্রে নিকৃত্ত বৃষভের ন্যায় শৃগাল ও কুক্কুর কুলের ভক্ষ্য হইয়া ভূতলশায়ী হইতেছে; ইহাতে ঐ পাপাত্মাকে কষ্টজনক লোকে গমন করিতে হইবে, এই বলিয়া এক অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি রাজা দ্রুপদ সত্বর হইয়া রণে পাণ্ডবদিগকে অগ্রে করিয়া দ্রোণের নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন।[৭৬-৭৮]

দ্রোণ-পরাক্রমে পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! পাণ্ডবদিগের সৈন্য ব্যূহ ইতস্তত আলোড়িত হইতে লাগিলে পাণ্ডবেরা ও সোমকগণের সহিত পাঞ্চালেরা অতি দূরে গমন করিলেন।[১] সেই যুগান্ত কালের ন্যায়

লোক ক্ষয়কর লোমহর্ষ-জনক অতি ভয়ঙ্কর তীব্র সংগ্রামে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ মুহুর্মুহু শব্দ করিতে লাগিলে, এবং তৎ কর্ত্তৃক পাঞ্চালগণ ক্ষয় প্রাপ্ত ও পাণ্ডবগণ আহত হইতে লাগিলে, রাজ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহাকেও যুদ্ধে আপনাদিগের পরিত্রাতা অবলোকন না করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ইহার কি রূপ উপায় হইবে।'[২-৪] তিনি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া না পার্থ, না মাধব, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না ;[৫] বানর প্রবর চিহ্নিত ধ্বজ বিশিষ্ট নরশার্দ্দূল পার্থকে দেখিতে না পাইয়া এবং গাণ্ডীবের শব্দও শ্রবণ করিতে না পাইয়া দুঃখিত হইলেন,[৬] এবং বৃষ্ণি-কুল শ্রেষ্ঠ মহারথী সাত্যকিকেও দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন।[৭] নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও সাত্যকির সংবাদ না পাইয়া কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। বিশেষত লোক নিন্দা ভয়ে সাত্যকির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি এই মহাসমরে মিত্রের অভয়দাতা শূর সাত্যকিকে অর্জ্জুনের পদবীতে প্রেরণ করিয়াছি, অতএব পূর্ব্বে আমার মন এক অর্জ্জুন নিমিত্তই ব্যাকুল ছিল, এক্ষণে আবার সাত্যকি নিমিত্তে উৎকণ্ঠিত হইল ; এক্ষণে অর্জ্জুন ও সাত্যকি উভয়েরই সংবাদ জানা আবশ্যক হইতেছে। অর্জ্জুন নিমিত্তে সাত্যকিকে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে সাত্যকির পৃষ্ঠরক্ষক করিয়া কাহাকে প্রেরণ করিব ! যদি যুযুধানের অন্বেষণ না করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণ করি, তাহা হইলে লোকে এই বলিয়া আমাকে নিন্দা করিবে যে, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃষ্ণি-নন্দন সত্যবিক্রম সাত্যকির অন্বেষণ না করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণ করিলেন।" এই লোকাপবাদ ভয়ে মহাত্মা সাত্যকির অন্বেষণ নিমিত্ত ভ্রাতা বৃকোদরকে প্রেরণ করি। শত্রুসূদন অর্জ্জুনের প্রতি আমার যদ্রূপ স্নেহ, সাত্বত-কুল সম্ভূত যুদ্ধদুর্ম্মদ বৃষ্ণি বীর সাত্যকির

প্রতিও তদ্রূপ। শিনি-পৌত্রের প্রতি আমি অতি গুরুতর ভারার্পণ করিয়াছি; সেই বিশুদ্ধাশয় শিনি বীর, মিত্রের উপরোধে এবং আমার গৌরব রক্ষার্থ, যেমন সাগর মধ্যে মকর প্রবেশ করে, তদ্রূপ, ভারতী সেনা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।[৮-১] ধীমান্ সাত্যকির সহিত যুধ্যমান রণে অপরাঙ্মুখ বীরগণের তুমুল কোলাহল শ্রুতি গোচর হইতেছে।[১৮] আমি বহু প্রকার বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, এই সঙ্কট সময়ে যে স্থলে উল্লিখিত দুই জন মহারথী গমন করিয়াছেন, সেই স্থলে সংগ্রামে ভ্রাতা ভীমসেনের গমন করাই উচিত বোধ হইতেছে। পৃথিবী মধ্যে উঁহার অসাধ্য কিছুই নাই; উনি স্বীয় বাহু বল আশ্রয় করিয়া যত্নবান্ হইলে পৃথিবী মধ্যে সমুদায় ধনুর্দ্ধরদিগের সজ্জিত ব্যূহের বিপক্ষে একাকীই অনায়াসে প্রতি-ব্যূহের কার্য্য করিতে পারেন।[১৯.২১] ঐ মহাত্মার বাহু বল আশ্রয় করিয়া আমরা সকলে বনবাস হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছি এবং কাহারো সহিত যুদ্ধে পরাজিত হই নাই।[২২] ভ্রাতা ভীমসেন এস্থান হইতে গমন করিয়া সাত্যকির নিকট উপনীত হইলে, সাত্যকি ও অর্জ্জুন সহায় সম্পন্ন হইবেন।[২৩] পরন্তু অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিমিত্ত চিন্তা-করা কর্ত্তব্য নহে, কেননা কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহারা নিজেও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী; তবে আমার মনে যে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব সাত্যকির রক্ষা নিমিত্ত ভীমসেনকে নিযুক্ত করি, তাহা হইলে বোধ করি, সাত্যকির নিমিত্তে সমুচিত কার্য্যই বিধান করা হইল।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মনে মনে সেই রূপ নিশ্চয় করিয়া সারথিকে বলিলেন, সারথি! আমাকে ভীমসেনের সমীপে লইয়া চল। অশ্ব-কোবিদ সারথি ধর্ম্মরাজের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণ-বিভূষিত রথ ভীমসেনের সমীপে লইয়া উপস্থিত হইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির

ভীমসেনের নিকট উপনীত হইয়া তৎকালীন উপস্থিত ব্যাপার বলিবার উপক্রমে তাহা অনুস্মরণ-পূর্ব্বক মোহাবিষ্ট হইলেন। তিনি মোহাবিষ্ট হইয়া ভীমকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভীমসেন! যিনি একমাত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেব, গন্ধর্ব্ব ও দৈত্যদিগকে পরাজয় করিয়াছেন, তোমার সেই অনুজ অর্জ্জুনের কোন নিদর্শন অবলোকন করিতেছি না।

অনন্তর ভীমসেন ধর্ম্মরাজকে সেই রূপ মোহাবিষ্ট অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনার ঈদৃশ মোহ কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই, পূর্ব্বে আমরা দুঃখার্ত্ত হইলে আপনি আমাদিগের দুঃখ নিবারণ করিয়া আশ্বাসিত করিতেন।[২৪-৩২] আপনি উত্থান করুন উত্থান করুন; আজ্ঞা করুন আমাকে আপনার নিমিত্ত কি কার্য্য করিতে হইবে? হে মানপ্রদ! আমার অকর্ত্তব্য বা অসাধ্য কোন কার্য্য নাই।[৩৩] হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনি শোকে চিত্ত নিবেশ করিবেন না, যে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আমাকে আজ্ঞা করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে অতিশয় ম্লানবদনে কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, ভীমসেন! যশস্বী রোষাবিষ্ট বাসুদেবের মুখ মারুতে পূরিত পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ এক্ষণে যে প্রকার শ্রুতি গোচর হইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমার ভ্রাতা ধনঞ্জয় অদ্য যুদ্ধে নিহত হইয়া শয়ন করিয়াছেন; তিনি নিহত হওয়াতে কৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন। যে সত্ত্ববান্ পুরুষের বল বীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবেরা জীবিত রহিয়াছে, এবং কোন ভয় উপস্থিত হইলে, দেবগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগত হয়েন, সেই প্রকার, কোন ভয় উপস্থিত হইলে পাণ্ডবেরা যাঁহার অনুগত হয়েন, সেই শৌর্য্যসম্পন্ন ধনঞ্জয় সিন্ধুপতিকে সমরে প্রাপ্ত হইবার মানসে ভারতী সেনা মধ্যে গমন

করিয়াছেন, কিন্তু সেই মহাবাহু শ্যাম বর্ণ, যুবা, জিতনিদ্র, সুদৃশ্য, মহারথী, বিশাল বক্ষ-বিশিষ্ট, মত্ত হস্তি সদৃশ বিক্রমশীল, চকোর লোচন, শত্রুপীড়াপ্রদ এবং তাম্র বর্ণ বদন বিশিষ্ট অর্জ্জুনের গমনই জানিতে পারিতেছি, তিনি পুনরাগমন করিবেন, এমন বুঝিতে পারিতেছি না ; ইহাই আমার শোকের কারণ হইয়াছে। হে মহাবাহু! অর্জ্জুন ও সাত্যকির নিমিত্ত আমার শোকাগ্নি ঘৃত দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় পুনঃপুন বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই মহাসত্ত্ব অর্জ্জুনের রথ-চিহ্ন নিরীক্ষণ করিতে না পাইয়া আমি অতি দুঃখিত হইয়াছি এবং পুরুষব্যাঘ্র সাত্বতকে তুমি মহারথী বলিয়া জ্ঞান কর, তিনি যে তোমার অগ্রজের পদবীতে গমন করিয়াছেন, ইহাতে সেই মহাবাহুকেও আমি না দেখিয়া শোকান্বিত হইয়াছি। পার্থ নিহত হওয়াতে নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম স্বয়ং যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কেহ সহায় নাই; তাহাতেও আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃষ্ণ অবশ্যই একাকী যুদ্ধ করিতেছেন।[৩৮-৪৫] যাহা হউক, তাঁহাদিগের দুই জনের নিমিত্ত আমার চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হই, আমার কথা যদি তোমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তবে ধনঞ্জয় ও সাত্যকি যে স্থানে আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর।[৪৬-৪৭] সাত্যকি আমার প্রিয় কার্য্য করিবার অভিলাষে সামান্য ব্যক্তির অগম্য ভয়ানক দুর্গম সব্যসাচীর পদবীতে গমন করিয়াছেন, অতএব অর্জ্জুন অপেক্ষাও সাত্যকির সংবাদ জানা তোমার বিশেষ রূপে কর্ত্তব্য। তুমি কৃষ্ণার্জ্জুন ও সাত্যকিকে কুশলী অবলোকন করিয়া সিংহনাদ দ্বারা আমারে প্রবোধিত করিবে।[৪৮-৪৯]

যুধিষ্ঠির চিন্তা প্রকরণ ষড়্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২৬॥

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! যে রথ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে বহন করিয়াছে, কৃষ্ণার্জ্জুন সেই রথে অবস্থিত হইয়া গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের আর ভয়ের বিষয় কিছুই নাই;[১] তবে আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এই আমি চলিলাম, আপনি শোক করিবেন না; আমি সেই নরসিংহদিগের সমীপস্থ হইয়া আপনাকে সংবাদ প্রদান করিব।[২]

সঞ্জয় কহিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ঐ রূপ বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের নিকট রাজা যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনঃপুন এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহু! মহারথ দ্রোণ যে, সর্ব্ব প্রকার উপায় দ্বারা ধর্ম্মরাজের গ্রহণের নিমিত্তে অবস্থান করিতেছেন, তাহা তোমার বিদিত আছে, অতএব, হে পার্ষত! আমাদিগের দ্রোণের নিকট হইতে রাজাকে রক্ষা করা যেমন প্রয়োজনীয় কার্য্য, আমার কৃষ্ণার্জ্জুনাদি সমীপে গমন তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু রাজা আমাকে গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন, আমি উহাঁর আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতে উৎসাহ করি না, কারণ ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা নিঃশঙ্ক চিত্তে পালন করাই কর্ত্তব্য; অতএব যে স্থানে মুমূর্ষু জয়দ্রথ অবস্থান করিতেছে, আমি সেই স্থানে ভ্রাতা অর্জ্জুন ও ধীমান্ সাত্যকির নিকট চলিলাম। তুমি অদ্য যুদ্ধে যত্নবান্ হইয়া রাজাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে; এই যুদ্ধে সমুদায় কার্য্য মধ্যে রাজাকে রক্ষা করাই প্রধান কার্য্য।

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে বলিলেন, হে পার্থ! আমি তোমার অভিলষিত কার্য্য করিব; তুমি গমন কর, কোন চিন্তা করিও না। দ্রোণ সংগ্রামে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট না করিয়া কোন প্রকারে ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তদনন্তর ভীমসেন, রাজাকে

ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট সমর্পণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরু ধর্ম্মরাজকে অভিবাদন করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর ভীমসেন বিপ্রগণকে অর্চ্চনা দ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন প্রভৃতি অষ্ট বিধ মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শ করিলেন, এবং কৈরাত মধু পান করিয়া মদ-বিহ্বল-লোচন ও দ্বিগুণ উৎসাহ সম্পন্ন হইলেন।[৩-১৩] ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বিজয়সূচক হইয়া স্বস্ত্যয়ন করিলে, তিনি বিজয়ানন্দ-সূচক আত্ম বুদ্ধি অনুভব করত যাত্রা করিলেন।[১৫] যাত্রা কালে বায়ু তাঁহার অনুকূলগামী হইয়া বিজয় সূচনা করিতে লাগিল। মহারথী শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ভীমসেনের কর্ণে সুচারু কুণ্ডল, বাহুতে মনোহর অঙ্গদ, হস্তে তলত্রাণ এবং অঙ্গে স্বর্ণ-চিত্রিত কৃষ্ণ লৌহময় মহা মূল্য কবচ পরিধান ছিল; ইহাতে, সাবিদ্যুৎ মেঘ যেমন অচলে আশ্লিষ্ট হইয়া শোভমান হয়, তাঁহার সেই কবচ তাঁহার অঙ্গশ্লিষ্ট হইয়া সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিল। এবং ইন্দ্রাযুধ সহিত জলধর যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ ও শুক্ল বর্ণ বসন এবং কণ্ঠত্রাণ পরিধান দ্বারা তিনি সেই প্রকার শোভমান হইলেন। আপনার সৈন্য সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে ভীমসেন প্রস্থানে উদ্যুক্ত হইলে, ঐ সময়ে পুনর্ব্বার পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি হইল।

ধর্ম্মরাজ, ত্রৈলোক্য ত্রাস-জনক ভয়ঙ্কর মহৎ সেই শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার মহাবাহু ভীমসেনকে বলিলেন, বৃকোদর! শ্রবণ করিতেছ! ঐ বৃষ্ণিকুল বীর কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিতেছেন; ঐ নিরতিশয় শঙ্খ ধ্বনি দ্বারা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ নিনাদিত হইতেছে। সব্যসাচী অতি মহৎ ব্যসনাপন্ন হইয়া থাকিবেন, তাহাতেই কৃষ্ণ চক্র ধারণ করত স্বয়ংই সমুদায় কুরুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন;

অদ্য জননী কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বন্ধুগণের সহিত মহা অনিষ্ট দর্শন করিলেন। হে ভীম! তুমি ত্বরায় ধনঞ্জয়ের পদবীতে গমন কর; আমি ধনঞ্জয়ের সংবাদ প্রাপ্তি-লালসায় এবং সাত্যকি নিমিত্ত দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞান-শূন্য হইয়াছি।[১৬-২৫]

অনন্তর প্রতাপবান্ ভীমসেনকে তাঁহার গুরু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির গমন কর গমন কর বলিয়া অনুজ্ঞা করিলে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয় করণ মানসে বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণ ও শরাসনধারী হইয়া দুন্দুভি ও শঙ্খ ধ্বনি করিয়া বারংবার সিংহনাদ ও শরাসন বিকর্ষণ পূর্ব্বক বীরগণের অন্তঃকরণ বিচলিত করিয়া আপনাকে ভীষণ রূপ প্রদর্শন করত শত্রুগণের প্রতি সহসা গমন করিলেন।[২৬-২৯] মন বা সমীরণ সদৃশ বেগগামী সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল তাঁহার সারথি বিশোক কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সমুচিত শব্দ করত তাঁহাকে বহন করিতে লাগিল।[৩০] পৃথানন্দন, কর দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার-পূর্ব্বক শত্রু সৈন্যের অগ্রে অবস্থিত যোধগণকে শস্ত্র সমূহ দ্বারা নানা প্রকার পীড়া প্রদান করত আলোড়িত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যেমন দেবগণ ইন্দ্রের অনুগমন করেন, সেই প্রকার সোমক ও পাঞ্চাল শূরগণ মহাবাহু বৃকোদরের পশ্চাৎ গমন করিলেন।[৩০-৩২] মহারাজ! দুঃশাসন, চিত্রসেন, কুণ্ডভেদী, বিবিংশতি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিকর্ণ, শল, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ দীর্ঘবাহু, সুদর্শন, বৃন্দারক, সুহস্ত, সুষেণ, দীর্ঘ-লোচন, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, সুবর্ম্মা ও দুর্বিমোচন, এই সকল রথি-শ্রেষ্ঠ শৌর্য্যসম্পন্ন আপনার পুত্রেরা নানাবিধ অনুগ সৈন্যগণ সমভি-ব্যাহারে পরম যত্ন সহকারে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন।[৩৩-৩৬] পরাক্রমশালী কুন্তী নন্দন মহারথ ভীমসেন, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগগণের নিকট ধাবমান হয় সেই রূপ, তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বেগে

ধাবমান হইলেন।[৩৭] মেঘ মণ্ডলী যেমন উদিত সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ সেই বীরগণ তাঁহাকে শরজালে সমাবৃত করিয়া দিব্য মহাস্ত্র সকল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।[৩৮] পরন্তু তিনি বেগে তাঁহাদিগকে অতিক্রম-পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যের নিকট ধাবমান হইলেন, এবং সম্মুখবর্ত্তী গজ সৈন্যের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[৩৯] পবন-পুত্র মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সেই গজ সৈন্যকে শর সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন।[৪০] যেমন অরণ্য মধ্যে কুল শরভ গর্জ্জনে মৃগ ত্রাসিত হইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ, সেই সকল দ্বিরদগণ ভৈরব রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।[৪১] তৎ পরে তিনি বেগপূর্ব্বক তথা হইতে দ্রোণ সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন।

আচার্য্য দ্রোণ, যেমন তীরভূমি উদ্ধত সাগরকে নিবারণ করে, সেই প্রকার তাঁহাকে অবরোধ করিলেন;[৪২] এবং যেন হাসিতে হাসিতে তাঁহার ললাটে নারাচ বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে পাণ্ডু-পুত্র ঊর্দ্ধরশ্মি দিবাকরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।[৪৩] "যেমন অর্জ্জুন আমার মান রক্ষা করিয়া গমন করিয়াছেন, সেই রূপ ভীম-সেনও করিবেন" এই মনে করিয়া আচার্য্য কহিলেন, ভীমসেন! আমি শত্রু, অদ্য আমারে পরাজিত না করিয়া তুমি শত্রু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।[৪৪-৪৫] তোমার অনুজের সহিত কৃষ্ণ যদিও আমার অনুমতি ক্রমে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তুমি আমার নিকট তদ্বিষয়ে কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবে না।[৪৬]

অভীতচিত্ত ভীমসেন আচার্য্যের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া রক্ত বর্ণ নেত্র দ্বারা কটাক্ষ দৃষ্টি-পূর্ব্বক নিশ্বাশ পরিত্যাগ সহকারে তাঁহাকে বলিলেন,[৪৭] অহে ব্রাহ্মণাধম! দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুন যে তোমার অনুমতি ক্রমে সমরসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সম্ভাবিত

নহে; কারণ তিনি ইন্দ্র-রক্ষিত সেনা মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারেন।[৪৮] যদিও অর্জ্জুন তোমারে পূজা পূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি সেই দয়ালু অর্জ্জুন নহি, আমি ভীমসেন, তোমার শত্রু।[৪৯] হে আচার্য্য! তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং আমরা তোমার পুত্র। আমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তোমার নিকট প্রণতভাবে অবস্থান করিয়া থাকি।[৫০] কিন্তু অদ্য তুমি যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, ইহাতে তাহার বিপরীত বোধ হইল। যদি তুমি আপনাকে আমাদিগের শত্রু বলিয়া মনে করিয়া থাক, তাহাই হউক,[৫১] আমিও এই তোমার শত্রুর উপযুক্ত ভীষণ কর্ম্ম করিতেছি, এই বলিয়া ভীমসেন শমন সদৃশ হইয়া কাল দণ্ডের ন্যায় গদা উদ্ভ্রামণ পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অপসৃত হইলেন। তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত রথ চূর্ণ হইয়া গেল, এবং প্রবল বায়ু বেগে ভগ্ন বৃক্ষ যেমন পতিত হয়, তাহার ন্যায় বহু যোধগণও বিমর্দ্দিত হইল।

আপনার মহারথী পুত্রগণ পুনর্ব্বার ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিলেন।[৫২.৫৪] এ দিকে প্রহারপটু দ্রোণ অন্য রথে আরোহণ করিয়া ব্যূহ দ্বারে যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলেন।[৫৫] মহারাজ! তদনন্তর মহাবল পরাক্রমী ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্রে অবস্থিত রথি-সৈন্যদিগকে শর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিলেন।[৫৬] আপনার ভীমবল-সম্পন্ন মহারথ পুত্রগণ ভীম কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও জয়ৈষী হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৫৭] দুঃশাসন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমের সংহার মানসে কাল দণ্ড তুল্য এক গুরুতর রথ-শক্তি গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।[৫৮] তিনি আপনার পুত্রের নিক্ষিপ্ত সেই মহা শক্তিকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া তাহা দুই খণ্ড করিয়া ছেদন

করিলেন; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল।[৫৯] অনন্তর বৃকোদর ক্রোধ সহকারে অন্যান্য সুশাণিত বাণ সমূহে কুণ্ডভেদী, সুষেণ ও দীর্ঘনেত্র এই তিন ভ্রাতাকে তিন তিন বাণে নিহত করিলেন।[৬০] আপনার পুত্রেরা শূরত্ব প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, ঐ সময়েই তাঁহাদিগের মধ্যে কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বীর বৃন্দারককে নিহত করিয়া পুনর্ব্বার অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা ও দুর্ব্বিমোচন, এই তিন জনকে তিন তিন বাণে নিহত করিলেন।[৬১-৬২] আপনার অন্যান্য পুত্রগণ বলীয়ান্ ভীম কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া মৃত্যুভয় অন্তঃকরণ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন।[৬৩] যেমন গ্রীষ্ম কালের অবসানে ধারাধর মণ্ডলী ধরণীধরের উপর জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা ভীমকর্ম্মা ভীমের উপর শর বর্ষণ করিলেন।[৬৪] শত্রুহন্তা ভীমসেন হাসিতে হাসিতে শিলা বর্ষণের ন্যায় সেই বাণ বর্ষণ অচল তুল্য হইয়া গ্রহণ করিলেন, তাহাতে কিছু মাত্র ব্যথিত হইলেন না, অপিচ, আপনার পুত্র বিন্দ, অনুবিন্দ এবং সুবর্ম্মাকে হাস্যমুখে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।[৬৫-৬৬] অনন্তর আপনার পুত্র বীর সুদর্শনকে যে, শর-বিদ্ধ করিলেন, তাহাতে সুদর্শন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া পতিত হইলেন।[৬৭] অনন্তর পাণ্ডুনন্দন অবিলম্বে সেই সকল রথি সৈন দিগকে শর নিকর দ্বারা চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন।[৬৮] আপনার অবশিষ্ট তত্রস্থ পুত্রগণ ভীম-শরে সমাহত ও তাঁহার মেঘ গর্জ্জন সদৃশ রথ ঘোষে ভয়াকুলিত মৃগগণের ন্যায় সহসা তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবল সম্পন্ন মহাবাহু ভীমসেন আপনার পুত্রগণের মহা সৈন্যদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে কৌরব সৈন্যদিগকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনার পক্ষীয় সেই সকল সৈন্য ভীম কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অশ্ব চালনা-পূর্ব্বক গমন করিল। মহাবলশালী ভীম

তাহাদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ, বাহু শব্দ ও অতি ভীষণ তল শব্দ করণ-পূর্ব্বক রথীদিগকে ভয় প্রদর্শন করত প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে নিহত করিলেন; অনন্তর রথী সকলকে অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রোণ সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন।[৬৯-৭৪]

ভীম পরাক্রম প্রকরণে সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, ভীমসেনকে রথ সৈন্য সমুত্তীর্ণ অবলোকন করিয়া আচার্য্য হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে নিবারণ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[১] পরন্তু ভীমসেন দ্রোণের ধনুর্নির্ম্মুক্ত সেই সকল বাণ প্রবাহ যেন পান করিতে করিতে সৈন্যদিগকে মায়া দ্বারা মোহিত করিয়া আপনার পুত্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।[২] আপনার পুত্রগণের আদেশানুসারে ধনুর্দ্ধারী মহীপালগণ অতি বেগাবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহারে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিল।[৩] তিনি সেই রূপে প্রধান ধন্বিগণে পরিবৃত হইয়া হাস্য করত সিংহনাদ-পূর্ব্বক শত্রু পক্ষ বিনাশ ক্ষম অতি ভয়ানক এক গদা উদ্যত করিয়া বেগ-পূর্ব্বক তাহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্ভ্রামিত ইন্দ্র-বজ্র তুল্য, মহাত্মা ভীম কর্ত্তৃক উদ্ভ্রামিত সেই গদা আপনার সৈনিকদিগকে প্রমথিত করিল।[৪.৫] এবং তেজঃ প্রদীপ্ত সেই গদা মহা শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া আপনার পুত্রদিগকে ত্রাসিত করিল।[৬] আপনার পক্ষ বীরগণ সেই তেজঃ পুঞ্জবিরাজিত গদা মহাবেগে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ করিতে করিতে পলায়ন করিল।[৭] মনুষ্যেরা সেই

গদার অসহ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল, এবং অনে রথীও রথ হইতে ধরা সাৎ হইল।[৮] অনন্তর ভীমসেন গদা হ আপনার পক্ষদিগকে এরূপ হনন করিতে লাগিলেন, যে, তাহা অনেকে ব্যাঘ্র কর্তৃক আঘ্রাত মৃগগণের ন্যায় ভীত হইয়া পলা করিতে লাগিল।[৯] কুন্তী-নন্দন যুদ্ধে সেই সকল দুরাসদ শত্রুদিগ বিদ্রাবিত করিয়া, পক্ষিরাজ গরুড় যেমন বেগে গমন করে, সে প্রকার চমূমধ্যে গমন করিলেন।[১০]

মহারাজ! রথিশ্রেষ্ঠ দিগের অধিপতি ভীমসেনকে সেই প্রকার অনিষ্ট করিতে অবলোকন করিয়া ভরদ্বাজ-নন্দন তাঁহার প্রতি অভিমুখীন হইলেন।[১১] তিনি শর বেগ দ্বারা ভীমসেনকে নিবারিত করিয়া পাণ্ডবদিগের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিলেন।[১২] মহাত্মা ভীমসেনের সহিত দ্রোণের তৎকালে দেবাসুর সমর সদৃশ ঘোরতর অতি তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।[১৩] যখন তিনি দ্রোণ-ধনুর্নির্ম্মুক্ত শত শত সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণজালে হন্যমান হইতে লাগিলেন, তখন তিনি রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নয়ন যুগল নিমীলিত করিয়া কর যুগল বক্ষ স্থলে অর্পণ করত মস্তক স্থির পূর্ব্বক পদচারে দ্রোণের রথ সমীপে মনের ন্যায় মহাবেগে গমন করিলেন।[১৪-১৬] যেমন বৃষ অবলীলাক্রমে জলবর্ষণ প্রতিগ্রহ করে, পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভীমও সেই প্রকার দ্রোণ নিক্ষিপ্ত শরবর্ষণ অনায়াসে প্রতিগ্রহ করিলেন।[১৭] মহাবলশালী সেই বীর সমরে দ্রোণ শরে সমাহত হইয়াও তাঁহার রথ সমীপে উপস্থিত হইয়া রথের ঈষা হস্তে গ্রহণ করিয়া রথ খানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন।[১৮] হে কুরু রাজ দ্রোণ ভীম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া সত্বর অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্ব ব্যূহ দ্বারে গমন করিলেন।[১৯] ভীমসেন ব্যূহ দ্বারে সমাগত ভগ্নোৎ সাহ গুরুকে সন্দর্শন করিয়া মহাবেগে গমন করত রোষ সহকা

তাঁহার রথের যুগ কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া পুনঃপুন তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! ভীমসেন এই প্রকার অবলীলাক্রমে রথের সহিত তাঁহাকে অষ্টবার দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিমেষ মধ্যে স্বকীয় রথে পুনর্ব্বার অবস্থিত হইলেন, আপনার সমুদায় সৈন্যগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে অবলোকন করিতে লাগিল।[২০-২২] ভীমসেনের সারথিও তৎক্ষণাৎ অশ্বদিগকে সত্বর চালিত করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অনন্তর তিনি স্বরথে আরোহণ করিয়া বেগ পূর্ব্বক আপনার পুত্রের সৈন্য মধ্যে গমন করিলেন।[২৪]

যেমন উদ্ধত বায়ু বৃক্ষ ভগ্ন করে, তদ্রূপ তিনি ক্ষত্রিয় দিগকে পরিমর্দ্দিত করিয়া নদীবেগে নির্ম্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় সেনা সকল বিদারণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।[২৫] হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মার পরিরক্ষিত ভোজ সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বহুধা প্রমথিত করিয়া চলিলেন।[২৬] শার্দ্দূল যেমন গো গণকে পীড়িত করে, সেই রূপ তল শব্দ দ্বারা সৈন্য সকলকে ত্রাসিত করিয়া পীড়ন করিতে লাগিলেন।[২৭] এই রূপে ভোজ-সৈন্য, কাম্বোজ-সৈন্য, ম্লেচ্ছ-সৈন্য ও অন্যান্য যুদ্ধ বিশারদ বহু সৈন্য অতিক্রম পূর্ব্বক মহারথী সাত্যকিকে অবলোকন করিয়া পরম যত্ন সহকারে ধনঞ্জয় দর্শনাভিলাষে আপনার পক্ষ যোদ্ধৃগণকে সমরে অতিক্রম করিয়া বেগে রথ চালনা করত গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়দ্রথ বধার্থ সমরে প্রবৃত্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার নেত্র পথে নিপতিত হইলেন।[৩১] হে মহারাজ! যেমন প্রাবৃট্‌কালে মেঘ গর্জ্জন শব্দ হয়, পুরুষসিংহ ভীমসেন অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া তদ্রূপ মহাশব্দ করিলেন।[৩২] কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভীমসেনের সেই মহা শব্দ শ্রবণ করিলেন।[৩৩] সেই বীরদ্বয় তেজস্বী ভীমসেনের নিনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে পুনঃ পুনঃ শব্দ করিলেন।[৩]

তদনন্তর ভীমসেন ও সাত্যকি, শব্দকারী বৃষ দ্বয়ের ন্যায় মহা নিনাদ করিতে করিতে তাঁহাদিগের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন।[৩৫] মহারাজ! ধর্ম্মপুত্র বিভু মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনের, অর্জ্জুনের, সাত্যকির এবং কৃষ্ণের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া প্রীত ও শোক শূন্য হইয়া অর্জ্জুনের বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।[৩৬.৩৭] নিনাদ শ্রবণ করিয়া মদমত্ত দ্বিরদ সদৃশ ভীমসেন সেইরূপ নিনাদ করিতে লাগিলে, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ধর্ম্মপুত্র মহাবাহু যুধিষ্ঠির তাহা শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক হৃদগত ভাব চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন; হে ভীম! তুমি ধনঞ্জয়াদির সংবাদ প্রদান করিয়া গুরুর আদেশ পালন করিলে, অতএব তুমি যুদ্ধে যাহাদিগের দ্বেষী হইবে, তাহাদিগের জয় লাভ হইবে না। সংগ্রামে ভাগ্য ক্রমেই সব্যসাচী জীবিত আছেন; ভাগ্য ক্রমেই সত্য বিক্রম বীর সাত্যকি কুশলী আছেন; ভাগ্যক্রমেই কৃষ্ণার্জ্জুনের গর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণ করিলাম।[৩৮.৪১] যিনি সংগ্রামে ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, সেই শত্রু হন্তা ফাল্গুন ভাগ্যক্রমেই জীবিত আছেন।[৪২] যাঁহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া আমরা সকলে জীবিত রহিয়াছি, সেই রিপু-বল-হন্তা ফাল্গুন ভাগ্য ক্রমেই জীবিত আছেন।[৪৩] যিনি একমাত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ নিবাত কবচগণকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই পার্থ ভাগ্যক্রমেই জীবিত আছেন।[৪৪] যিনি মৎস্য নগরে গোগ্রহণ নিমিত্ত সমাগত একত্র মিলিত সমুদায় কৌরবদিগকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই ফাল্গুন ভাগ্যক্রমেই জীবিত রহিয়াছেন।[৪৫] যিনি ভুজবল দ্বারা চতুর্দ্দশ সহস্র কালকেয় অসুরগণকে মহারণে নিহত করিয়াছেন, সেই পার্থ ভাগ্যক্রমেই জীবিত রহিয়াছেন।[৪৬] যিনি দুর্য্যোধনার্থ বলশালী গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে অস্ত্রবলে রণে পরাস্ত করিয়াছেন, সেই পার্থ ভাগ্যক্রমেই জীবিত রহিয়াছেন।[৪৭] সেই কিরীটমালী বলবান্ শ্বেতাশ্ব

কৃষ্ণসারথি আমার প্রিয় ভ্রাতা অর্জ্জুন ভাগ্যক্রমেই জীবিত আ-ছেন।[৮] যিনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া অতি দুষ্কর কর্ম্ম করণাভি-লাষে জয়দ্রথ বধ করণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তিনি কি যুদ্ধে জয়দ্রথের বধ নিষ্পাদন করিবেন? কৃষ্ণের রক্ষিত অর্জ্জুন কি সূর্য্যাস্ত মধ্যে প্রতিজ্ঞা হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া আমার নিকট আগমন করি-বেন। দুর্য্যোধন-হিত-নিরত সিন্ধুপতি কি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া স্বীয় শত্রুদিগকে আনন্দিত করিবে? রাজা দুর্য্যোধন কি সিন্ধু-পতিকে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া আমাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবে? সমরে ভ্রাতাদিগকে ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন কি আমাদিগের সহিত সন্ধি-বন্ধন করিবে?[৯।৫৩] দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন কি অন্যান্য বহু যোদ্ধাদিগকে ধরাপতিত অবলোকন করিয়া অনুতাপ করিবে?[৫৪] এক মাত্র ভীষ্ম নিপাত দ্বারাই কি এই বৈরানলের শান্তি হইবে? অবশিষ্ট দিগের জীবন রক্ষার্থ কি দুর্য্যোধন আমাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবে? হে ভূপাল! সেই ঘোরতর যুদ্ধ সময়ে কৃপা-পরতন্ত্র রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন।[৩৬]

যুধিষ্ঠির হর্ষ প্রকাশে অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

একোন ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী মহাবল পরা-ক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রকারে শব্দ করিতে লাগিলে, কোন্ কোন্ বীর তাহাকে নিবারণ করিলেন?[১] আমি ত্রিভুবন মধ্যে এমন কা-হাকেও অবলোকন করি না যে, ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখ সমরে কেহ তিষ্ঠিতে পারে।[২] হে তাত সঞ্জয়! সে যখন যুদ্ধকরণাভিলাষে

সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় গদা উদ্যত করে, তখন এমন কাহাকেও অবলোকন করি না যে রণস্থলে অবস্থান করিতে পারে।[৩] যে, রথ দ্বারা রথ ও হস্তী দ্বারা হস্তী বিনাশ করে, পুরন্দর সদৃশ হইলেও কে তাহার যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে?[৪] ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া আমার পুত্রদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দুর্য্যোধনের হিতে নিযুক্ত হইয়া ভীমের অগ্রে অবস্থান করিয়াছিল?[৫] ভীম দাবাগ্নি রূপ হইয়া তৃণোপম আমার পুত্রদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, কোন্ কোন্ ক্ষত্রিয়েরা তাহার রণমুখে অবস্থিত ছিল?[৬] কাল যেমন সমুদায় প্রজা সংহার করিতে উদ্যত হয়েন, তদ্রূপ ভীম কর্ত্তৃক আমার পুত্রদিগকে বধ্যমান অবলোকন করিয়া কে কে তাহারে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল?[৭] ভীমসেন হইতে আমার যে রূপ ভয় হইতেছে, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ বা ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে আমার তাদৃশ ভয় হইতেছে না।[৮] ভীম প্রদীপ্ত অগ্নি সদৃশ হইয়া আমার পুত্রদিগকে দগ্ধ করিবার অভিলাষ করিলে, কোন্ কোন শূর তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।[৯]

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রকার শব্দ করিতে লাগিলে সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া কর্ণ তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন।[১০] বলশালী কর্ণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বকীয় প্রবল শরাসন আস্ফালন করিয়া বল প্রদর্শন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করত, বৃক্ষ যেমন বায়ুর গমন পথ অবরোধ করে, তদ্রূপ ভীমের গমন পথ অবরোধ করিলেন। ভীমও কর্ণকে যত্ন সহকারে পুরোবর্ত্তী অবলোকন করিয়া কোপান্বিত হইলেন এবং শিলা শাণিত বাণ সমূহ তাঁহার প্রতি দৃঢ় রূপে ক্ষেপণ করিলেন। কর্ণ ভীম-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল স্বীকার করিয়া শত্রু ভীমসেনের প্রতি বহুল শর নিক্ষেপ করিলেন।[১১] সমরে কর্ণের সহিত ভীমসেনের সমাগম সন্দর্শন করিয়া

এবং তাঁহাদিগের তুল শব্দ শ্রবণ করিয়া রথী, সাদী ও অন্যান্য সমুদয় যোদ্ধাদিগের কলেবর প্রকম্পিত হইতে লাগিল। ভীমসেনের ভীমনিনাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ গণ আকাশ ও পৃথিবীকে অবরুদ্ধ মনে করিলেন। মহাত্মা ভীমের পুনঃপুন ঘোরতর মহাগর্জ্জন ধ্বনি দ্বারা সমস্ত যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে শরাসন ভূতলে পতিত হইল, এবং বাহন সকল ত্রাসান্বিত হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিল ও বিমনা হইল।[১৪-১৮] ভীমের সহিত কর্ণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহৎ ভয়ানক নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইল; গৃধ, বায়স ও দ্রোণকাকে অন্তরীক্ষ সমাবৃত হইল। তদনন্তর কর্ণ বিংশতি শরে ভীমকে প্রপীড়িত করিয়া ত্বরা পূর্ব্বক তাঁহার সারথিকে পঞ্চ বাণবিদ্ধ করিলেন। আশু প্রহরী মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হাস্যপূর্ব্বক চতুঃষষ্টি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ চারি শর ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, ভীমসেন স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া সেই নিক্ষিপ্ত চারি বাণ তাঁহার নিকট না আসিতে আসিতেই নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা তাহা বহুধা ছেদন করিলেন।[১৯-২৩] অনন্তর কর্ণ অনেক অনেক বাণে ভীমকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন কর্ণের বহু বাণে বহুধা সমাচ্ছাদিত হইয়া কর্ণের শরাসনের মুষ্টি প্রদেশ ছেদন করিলেন এবং নতপর্ব্ব বহু বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন।[২০-২৫] ভীমকর্ম্মা মহারথ সূতপুত্র অন্য শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক ভীমকে বিদ্ধ করিলেন।[২৬] ভীমসেন অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বেগশীল কর্ণের বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব তিন শর বিদ্ধ করিলেন।[২৭] বক্ষঃস্থলের মধ্যগত সেই তিন শর দ্বারা কর্ণ তৎকালে উচ্চ ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন।[২৮] যেমন ধাতুস্রাবী পর্ব্বত হইতে গৈরিক ধাতু সকল নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ ভীমশর-বদ্ধ কর্ণের শরীর হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।[২৯]

তিনি ভীমের প্রহারে পীড়িত ও কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া শর দ্বারা আকর্ণ পূর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিয়া ভীমকে বিদ্ধ করিলেন, এবং তৎ পরেই শত শত সহস্র সহস্র বাণ ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন ভীম, দৃঢ়ধন্বা কর্ণ কর্তৃক শর দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সহসা গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া এক ভল্লে তাঁহার সারথিকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন; তৎ পরেই তাঁহার চারি অশ্বকে সংহার করিলেন।[৭০-৭২] মহারথ কর্ণ অশ্ব হীন রথ হইতে সত্বর লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বৃষসেনের রথে আরোহণ করিলেন।[৭৩] প্রতাপশালী ভীমসেন এই রূপে সমরে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মেঘ গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় মহা নিনাদ করিলেন।[৭৪] ভীমের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ণকে ভীমসেন কর্তৃক পরাজিত জানিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খ ধ্বনি করিল। আপনার পক্ষ গণ বিপক্ষ পক্ষের শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শব্দ করিলেন।[৭৫-৭৬] রাজা যুধিষ্ঠির শঙ্খ, বাণ, হর্ষনাদ দ্বারা হর্ষান্বিত হইয়া সমুদায় সৈন্যগণকে নিনাদ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।[৭৭] অর্জ্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান করিলেন, এবং কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদ্য করিলেন। পরন্তু ভীমসেনের গর্জ্জন ধ্বনি সমুদায় ধ্বনিকে অন্তর্হিত করিয়া সৈন্য মধ্যে শ্রুত হইতে লাগিল।[৭৮] তদনন্তর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর পৃথক্ রূপে শর যুদ্ধ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন; কর্ণ মৃদুভাবে এবং ভীমসেন দৃঢ় ভাবে শর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন।[৭৯]

কর্ণ পরাজয়ে একোন ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিন্ধুপতি বধার্থ অর্জ্জুন, সাত্যকি ও

ভীমসেন গমন করিলে, সৈন্য সকল ক্ষুভিত হওয়ায় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তব্য বিষয়ে বহুবিধ চিন্তা করিয়া ত্বরা সহকারে রথারোহণে একাকী দ্রোণের নিকট যাত্রা করিলেন। আপনার পুত্রের রথ মন ও পবনের ন্যায় মহাবেগে দ্রোণ সমীপে উপনীত হইল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রোষে লোহিত লোচন হইয়া এই বাক্য দ্রোণকে কহিলেন, হে বিপ্র শ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন, ভীমসেন ও সাত্যকি, অপরাজিত এই তিন জন মহারথী অতি মহৎ সৈন্য সকল পরাজিত করিয়া সিন্ধুরাজের নিকট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, এবং ইহারা সকলেই সেই সময়ে যুদ্ধ করিতেছে। যদিও মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন সমরে আপনাকে অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু সাত্যকি ও ভীম কি প্রকারে আপনাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিল? ইহলোকে আপনার ঈদৃশ পরাজয় সমুদ্র শোষণের ন্যায় অতি আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছে।[১-৭] লোকে বলিতেছে, অর্জ্জুন, সাত্যকি ও ভীমসেনের নিকট আপনার পরাজয় হইয়াছে, এবং যোদ্ধৃগণ আপনার সম্বন্ধে এই অশ্রদ্ধেয় বাক্য বলিতেছে যে, ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী দ্রোণ সমরে কি রূপে পরাজিত হইলেন?[৮-৯] আপনি পুরুষ সিংহ, আপনাকে যে স্থলে ঐ তিন মহারথী অতিক্রম করিয়াছে, সে স্থলে আমার ভাগ্য অতি মন্দ বোধ হইতেছে, সুতরাং সংগ্রামে আমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে।[১০] সে যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে শেষ চিন্তা করুন, উপস্থিত কার্য্যে যাহা বক্তব্য থাকে বলুন, এবং সিন্ধুরাজের নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, আপনি তদ্বিষয়ে সুবিধান করুন।[১১-১২]

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! চিন্তার বিষয় অনেক হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে কর্ত্তব্য যাহা শ্রবণ করুন। যখন পাণ্ডবদিগের মহারথী তিন জন ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন ব্যূহের অগ্র পশ্চাৎ উভয় ভাগেই ভয় সম্ভাবনা হইয়াছে, কিন্তু এই উভয় স্থলের মধ্যে

যেস্থানে কৃষ্ণার্জ্জুন আছেন, সেই স্থানই গুরুতর বিবেচনা করিতেছি।[১৩-১৪] যদিও কুরু সৈন্যের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ বিপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও সিন্ধুরাজকে রক্ষা করাই প্রধান কল্প বিবেচনা হইতেছে, কারণ সিন্ধুপতি এক কোপাবিষ্ট অর্জ্জুন হইতেই ভীত হইয়াছেন, তাহাতে আবার বীর সাত্যকি ও বৃকোদর তাঁহার নিকট গমন করিয়াছে, সুতরাং সিন্ধুরাজকে রক্ষা করাই আমাদিগের অগ্রে কর্ত্তব্য।[১৫-১৬] বৎস! শকুনির বুদ্ধিতে সভায় যে দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, তাহা অদ্য এই উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে যে জয় পরাজয় হয়, তাহা জয় পরাজয় নহে, অদ্য আমরা পণ করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয়ই প্রকৃত জয় পরাজয়। শকুনি কুরু সভায় যে সকল ভয়ঙ্কর অক্ষ লইয়া পণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা অক্ষ নহে, তাহা আপনাদিগের তনুচ্ছেদী সুশাণিত ভয়ানক শর। মহারাজ! অদ্যকার এই যুদ্ধকে দ্যূতক্রীড়া বলিয়া বোধ করুন; এই যে বহু সংখ্য কৌরব সৈন্য যুদ্ধার্থ অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাদিগকে এই দ্যূতক্রীড়ার দুরোদর; (অর্থাৎ দ্যূতকারী) শর সকলকে অক্ষ এবং জয়দ্রথকে পণ বলিয়া জ্ঞান করুন; কেন না উঁহার প্রাণ রক্ষা বা বিনাশ দ্বারাই এই যুদ্ধ রূপ দ্যূতক্রীড়ায় জয় পরাজয় নিশ্চয় হইবে। অতএব এক্ষণে সকলেই আপন আপন জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতে বিধিমতে তৎপর হউন।[১৭-২২] হে বীর; যে স্থানে সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ যত্নবান্ হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিতেছেন, আপনি সেই স্থানে গমন-পূর্ব্বক স্বপক্ষ রক্ষি-বর্গকে রক্ষা করুন, এবং আমি তথায় আপনাদের সাহায্যার্থে অপরাপর সৈন্যও প্রেরণ করিব। আমি এই স্থানে অবস্থান করিয়াই পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সমবেত পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিব।[২৩-২৫]

হে রাজন্! তদনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্যের আদেশ ক্রমে অতি দুষ্কর কার্য্য করণে উদ্যত হইয়া সত্বর অনুচরগণের সহিত যাত্রা করিলেন।[২৫] পূর্ব্বে যখন অর্জ্জুন যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করেন, তৎ কালে তাঁহার চক্র-রক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুদ্ধে লঘু-হস্ত উত্তমৌজা ও যুধামন্যু ইহাঁরা উভয়ে কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা সেনার বহির্ভাগ দিয়া সব্যসাচীর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। বলবান্ যুদ্ধদুর্ম্মদ কুরুপতি দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া সেনা মধ্যে প্রবেশ করিতে অবলোকন করিয়া ত্বরা সহকারে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে সঙ্গত হইলেন। সমরে বেগবান্ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ সেই মহারথী দুই ভ্রাতাও শরাসন উদ্যত করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন।[২৬-৩০] যুধামন্যু কঙ্কপত্র যুক্ত ত্রিংশৎ বাণে কুরুপতিকে বিদ্ধ করিয়া বিংশতি শরে তাঁহার সারথিকে এবং চারিশরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।[৩১] আপনার পুত্র দুর্য্যোধনও এক বাণে যুধামন্যুর ধ্বজ ও এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন, এবং তৎ পরেই সুতীক্ষ্ণ চারি শর দ্বারা তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন।[৩২-৩৩] অনন্তর যুধামন্যু অতিশয় কুপিত হইয়া অতি বৃহৎ ত্রিংশৎ বাণ গ্রহণপূর্ব্বক আপনার পুত্রের হৃদয় দেশ লক্ষ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন, এবং উত্তমৌজাও সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া হেম-বিভূষিত শর নিকরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।[৩৪-৩৫] হে রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধনও পাঞ্চাল-নন্দন উত্তমৌজার চারি অশ্ব ও পৃষ্ঠরক্ষক দুই জনকে নিপাতিত করিলেন।[৩৬] রণস্থলে উত্তমৌজার অশ্ব ও সারথি হত হইলে, তিনি ত্বরা-সহকারে ভ্রাতা যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিলেন।[৩৭] তিনি ভ্রাতৃ রথে সমারূঢ় হইয়া বহুল শর-

জালে কুরুরাজের অশ্ব সকলকে প্রহার করিলে, অশ্ব সকল অবিলম্বে গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।[৩৮] ঐ সময় যুধামন্যু মহাস্ত্র বলে সত্বর কুরুরাজের তূণীর ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৩৯] আপনার নরশ্রেষ্ঠ পুত্র সেই অশ্ব ও সারথি বিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া পাঞ্চাল-নন্দন দ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন।[৪০] যুধামন্যু ও উত্তমৌজা পরপুরবিজয়ী কুপিত কুরুপতিকে গদা হস্তে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া রথনীড় হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূমিতলে অবরূঢ় হইলেন।[৪১] তদনন্তর বলবান্ কুরুরাজ স্বর্ণ-চিত্রিতাঙ্গ সেই রথপ্রবরকে গদাঘাতে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।[৪২] আপনার পুত্র স্বয়ং অশ্ব ও রথ বিহীন হইয়াও পাঞ্চাল-কুমারের রথ সেই রূপে চূর্ণ করিয়া সত্বর মদ্ররাজের রথে আরোহণ করিলেন এবং সেই পাঞ্চাল প্রধান মহাবল পরাক্রান্ত রাজ-কুমার দ্বয়ও অপর রথে সমারূঢ় হইয়া ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন।[৪৩-৪৪]

পাঞ্চাল্য দুর্য্যোধন যুদ্ধে ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩০ ॥

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তাদৃশ লোমহর্ষণ সমরে সৈনিক সকল দলে দলে নিপীড়িত হইয়া ব্যাকুলিত হইতে লাগিলে, যেমন অরণ্যে এক মত্ত মাতঙ্গ অপর মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাধা-নন্দন কর্ণ যুদ্ধার্থে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন।[১-২]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যুদ্ধার্থে মিলিত কর্ণ ও ভীম উভয়েই মহাবলবান্, অতএব অর্জ্জুনের রথ সমীপে তাঁহাদের কি রূপ সংগ্রাম হইল, তাহা আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর।[৩] কর্ণ

পূর্ব্বে ভীমের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, তিনি পুনর্ব্বার কিরূপে তাহার নিকট গমন করিলেন?[৪] এবং যে মহারথী মহীমণ্ডল মধ্যে সমস্ত রথীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত, ভীমই বা কিরূপে সেই সূত-নন্দনের সমীপে প্রত্যুদ্গত হইল?[৫] ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণে ধনুর্দ্ধর ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণ ভিন্ন জগতে আর কাহা হইতে ভয় হয় নাই; বিশেষত তিনি মহাত্মা কর্ণের বলবীর্য্য চিন্তা করিয়া ভয় প্রযুক্ত বহুকালাবধি সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না, তাদৃশ মহারথী সূত-পুত্রের সহিত ভীমসেন কি রূপ যুদ্ধ করিল?[৬-৭] হে সঞ্জয়! যে কর্ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, বীর্য্যসম্পন্ন, সমরে অনিবর্ত্তী এবং সমস্ত যোধগণের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার সহিত ভীম কি প্রকারে যুদ্ধ করিল?[৮] যাহা হউক সেই বীর বৃকোদর ও কর্ণ অর্জ্জুনের রথ সমীপে যে রূপ যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন, তাহা আমার সমীপে কীর্ত্তন কর।[৯] কর্ণ পূর্ব্বে কুন্তীর নিকট পাণ্ডবদিগের সহিত আপনার ভ্রাতৃভাব জানিতে পারিয়া-ছিলেন, এবং নিজেও কৃপা-পরবশ; তিনি কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া ভীমের সহিত কি রূপ যুদ্ধ করিলেন?[১০] মহাবীর ভীমই বা সংগ্রামে পূর্ব্ব কৃত শত্রুতা স্মরণ করিয়া কর্ণের সহিত কি রূপ যুদ্ধ করিল?[১১] হে সূত! আমার পুত্র মন্দমতি দুর্য্যোধন নিরন্তর এই রূপ আশা করিত যে, কর্ণ সমরে একত্র মিলিত সমস্ত পাণ্ডবকে পরাজয় করি-বেন।[১২] আমার পুত্রের যুদ্ধে জয়াশা যাহাতে সমাবেশিত হইয়াছে, সেই কর্ণ ভীমকর্ম্মা ভীমের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন?[১৩] বৎস! যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমার পুত্র, মহারথীগণের সহিত শত্রুতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভীমসেনও সেই সূতপুত্রের মন্ত্রণা-ক্রমে দুর্য্যোধন কৃত নানা প্রকার অনিষ্ট সকল অবশ্যই স্মরণ করিয়া থাকে, এমত স্থলে ভীমসেন কর্ণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিল?[১৪-১৫] যে বীর্য্যবান্ পুরুষ এক রথে এই সমস্ত পৃথিবী জয়

করিয়াছিলেন; যিনি এই ভূমণ্ডল মধ্যে কবচ ও কুণ্ডলের সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাদৃশ সূতপুত্রের সহিত ভীম কি প্রকার যুদ্ধ করিল?[১৬১৭] হে সঞ্জয়! সেই দুই বীরের যে প্রকারে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা জয় লাভ করিল, তাহা তুমি আমার নিকট প্রকৃত রূপে কীর্ত্তন কর; কেন না, তুমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণ।[১৮]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভীমসেন রথিপ্রবর রাধা-নন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া, যে স্থানে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় দুই বীর অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন।[১৯] তিনি গমন করিতে লাগিলে, রাধা-নন্দন কর্ণ তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইয়া, যেমন ধারাধরগণ ধরাধরোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কঙ্কপত্র যুক্ত বাণ সকল বর্ষণ করিলেন এবং প্রফুল্ল-পঙ্কজ-বদনে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে ভীমকে সমরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভীম! তুমি যে, সমরে পৃষ্ঠ দর্শন করাইবে, ইহা তোমার শত্রুরা স্বপ্নেও কখন চিন্তা করে নাই, কিন্তু অদ্য তুমি ধনঞ্জয়ের দর্শনেচ্ছু হইয়া কি নিমিত্তে আমাদিগকে পৃষ্ঠদর্শন করাইতেছ?[২০-২২] অহে পাণ্ডুনন্দন! তুমি কুন্তীর পুত্র, ইহা তোমার উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে না; অতএব অভিমুখে অবস্থান-পূর্ব্বক শর জালে আমারে সমাকীর্ণ কর।[২৩]

ভীমসেন কর্ণ কৃত ঐ রূপ আহ্বান সহ্য না করিয়া অর্দ্ধমণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শর নিকর নিক্ষেপ করত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[২৪] সর্ব্ব শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী ভীমসেন কর্ণকে দ্বৈরথ যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি অবক্রগামী বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[২৫] মহাবলবান্ ভীম কর্ণকে সংহার করিয়া বিবাদ শেষ করিবার অভিলাষে তাঁহাকে বাণ দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন

ক্রোধপরায়ণ পাণ্ডু-নন্দন কুপিত হইয়া সমরে সূত পুত্রের ও অপরাপর সৈন্য সকলের বিনাশ বাসনায় নানা প্রকার ভয়ানক অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[২৬-২৭] মহাযশস্বী কর্ণ অস্ত্র মায়া প্রভাবে মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ গমনশীল ভীমসেনের শস্ত্র-বৃষ্টি সংহার করিলেন।[২৮] মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্র ধনুর্ব্বিদ্যায় যথোচিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি সমরে আচার্য্যের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।[২৯] কোপন স্বভাব রাধানন্দন ভীমসেনকে সংরম্ভ সহকারে যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া যেন হাসিতে হাসিতে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিলেন।[৩০] সেই রণাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে সমর প্রবৃত্ত সৈনিকগণের সমক্ষে কর্ণের সেই প্রকার অবজ্ঞা, কুন্তীতনয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল।[৩১] বলীয়ান্ ভীম ক্রোধাকুল হইয়া, যেমন অঙ্কুশ দ্বারা মহাগজকে নিপীড়িত করে, সেই প্রকার বৎসদন্ত অস্ত্র দ্বারা কর্ণের হৃদয় দেশ বিদ্ধ করিলেন এবং তৎ পরেই শাণিত সুপুঙ্খ-যুক্ত এক বিংশতি শর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ণের বিচিত্র বর্ম্ম বিদারণ করিলেন।[৩২-৩৩] কর্ণও পাঁচ পাঁচ বাণে ভীমসেনের সুবর্ণজাল-বিভূষিত পবন-তুল্য বেগশীল অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন।[৩৪] তদনন্তর কর্ণ-প্রেরিত শস্ত্রজালে ভীমসেনের রথ নিমেষার্দ্ধ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া কেবল বাণময় বোধ হইতে লাগিল।[৩৫] কর্ণ-ধনুর্নির্ম্মুক্ত শর নিকরে রথ, ধ্বজ ও সারথির সহিত পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।[৩৬] সূতপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া চতুঃষষ্টি সায়কে ভীমসেনের সুদৃঢ় কবচ ভেদ করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহাকেও মর্ম্মভেদি নারাচ নিচয়ে বিদ্ধ করিলেন।[৩৭] অনন্তর বৃকোদর কর্ণের কার্ম্মুক বিনিঃসৃত মহাবেগবান্ বাণ সকল লক্ষ্য না করিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহার সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন।[৩৮] মহারাজ! বৃকোদর কর্ণ-শরাসন-প্রমুক্ত আশীবিষোপম শর নিকর

দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও কিছু মাত্র ব্যথিত হইলেন না ;[৩৯] তিনি বিক্রম সহকারে প্রখর শাণিত দ্বাত্রিংশৎ ভল্ল দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন।[৪০] কর্ণও অবলীলা ক্রমে সিন্ধুরাজ-বধৈষী মহাবাহু ভীমসেনকে শরজালে অতিশয় সমাকীর্ণ করিলেন।[৪১] পরন্তু রাধা-নন্দন মৃদু-পূর্ব্বক এবং ভীমসেন পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণ করিয়া ক্রোধ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৪২] শত্রু বিজয়ী ভীমসেন তাঁহার সেই অবজ্ঞা সহ্য করিলেন না; তিনি কুপিত ও সত্বর হইয়া তাঁহার প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[৪৩] সেই সকল ভয়ঙ্কর শর ভীম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া শব্দায়মান বিহঙ্গ কুলের ন্যায় রণাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল।[৪৪] হে মহারাজ! সেই সুবর্ণপুঙ্খ-বিশিষ্ট শর সকল ভীমের শরাসন হইতে পরিচ্যুত হইয়া, যেমন ব্যাঘ্র ক্ষুদ্র কুরঙ্গের প্রতি বেগে আপতিত হয়, তদ্রূপ কর্ণের প্রতি পতিত হইতে লাগিল।[৪৫] রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণ সমরে চতুর্দ্দিকে শস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীষণ বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[৪৬] বৃকোদরও সমর-শোভী কর্ণের অশনি সম শর সকল নিকটস্থ না হইতে হইতেই বহুল ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৪৭] পরন্তু সূর্য্যতনয় কর্ণ সমরে পুনর্ব্বার মহারথী ভীমকে শরবৃষ্টি দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিলেন।[৪৮] হে ভারত! তৎ কালে ভীম কর্ণের শর নিকরে সমাবৃত হইলে, তাঁহার অঙ্গ যেন কণ্টক-সমাবৃত শল্লকীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।[৪৯] সেই মহাবীর সমরে কর্ণচাপ-বিমুক্ত শিলা-ধৌত স্বর্ণপুঙ্খ-সমান্বিত শর সমূহে বিদ্ধ হইয়া, দিবাকরের রশ্মি-ব্যূহ ধারণের ন্যায় শোভমান হইলেন, এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রুধির ক্ষরণ হওয়ায়, বসন্ত সময়ে প্রভূত কুসুম-পরিশোভিত অশোক তরুর ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন।[৫০-৫১] পরন্তু মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন সমরে সূত-পুত্রের তাদৃশ কার্য্য সহ্য করিলেন না; তিনি ক্রোধে দুই চক্ষু উদ্বৃত্ত

করিয়া, যেমন প্রখর বিষযুক্ত সর্প সকল শ্বেত শৈলকে দংশন দ্বারা পীড়িত করে, সেই প্রকার পঞ্চ বিংশতি নারাচ দ্বারা কর্ণকে নিপীড়িত করিলেন।[৫২-৫৩] প্রতাপান্বিত অমর সদৃশ বিক্রমশালী ভীমসেন সেই মহাসমরে চতুর্দ্দশ শর দ্বারা সূত-পুত্রের মর্ম্মস্থল সকল বিদ্ধ করিলেন। তৎ পরেই সত্বর হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে অপর এক বাণে কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং বহুল শর নিকরে তাঁহার তুরঙ্গ ও সারথিকে নিপাতিত করিয়া সূর্য্য-রশ্মি সদৃশ নারাচ নিচয়ে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।[৫৪-৫৬] যেমন প্রভাকররশ্মি মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া ভূ মণ্ডলে নিপতিত হয়, সেই প্রকার ভীম নিক্ষিপ্ত নারাচ সকল কর্ণকে ভেদ করিয়া অবনীতলে পতিত হইল।[৫৭] মহারাজ! পুরুষাভিমানী কর্ণ ভীমের শরেছিন্নচাপ, নিপীড়িত ও বিকলাঙ্গ হইয়া, অপর রথ আশ্রয় করিয়া প্রস্থান করিলেন।[৫৮]

কর্ণ পরাজয়ে একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যিনি মহেশের শিষ্য ভৃগুবংশের মধ্যে উত্তম ধনুর্দ্ধর অস্ত্র বিদ্যায় মহেশের তুল্য, সেই ভার্গবের নিকট কর্ণ শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া তত্তুল্যই হইয়াছেন, কিন্তু কুন্তী নন্দন ভীমসেন অবলীলাক্রমে সমরে তাঁহাকে জয় করিলেন।[১-২] সঞ্জয়! যাঁহার দ্বারা আমার পুত্রদিগের মহতী জয়াশা ছিল, দুর্য্যোধন এক্ষণে সেই সূত-তনয়কে ভীমের নিকট সমরে পরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া কি বলিল?[৩] তাহার পর বলশ্লাঘী মহাবলশালী ভীমসেন কি রূপ যুদ্ধ করিল এবং কর্ণই বা সেই সমরে জ্বলন্ত অনল তুল্য ভীমকে অব-

লোকন করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।[৪]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ পুনরায় যথাবিধানে সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া বায়ু-বেগে উদ্ধূত সাগরের ন্যায় ভীমের সম্মুখে গমন করিলেন।[৫] আপনার পুত্ত্রেরা অধিরথ-কুমারকে ক্রোধিত অবলোকন করিয়া ভীমকে যেন যমদংষ্ট্রান্তর্গত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন।[৬] হে মনুজেশ্বর! রাধা-নন্দন ভয়ঙ্কর ধনুষ্টঙ্কার ও কর তল শব্দ করিতে করিতে ভীমসেনের রথের নিকট উপনীত হইলে, পুনরায় তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল।[৭.৮] পরস্পর বধার্থী ঐ বীর দ্বয় ক্রোধে রক্ত-নেত্র হইয়া কুপিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত যেন দৃষ্টিপাতে পরস্পর পরস্পরকে দাহন করিবেন বলিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দুই শত্রুদমনকারী সমরে উভয়কে উভয়ে প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত বিক্ষত করিলেন; তাঁহারা-বেগ-গমনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় এবং ক্রোধে ব্যাঘ্র ও শরভ সদৃশ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৯.১১] হে শত্রুসূদন মহারাজ! ভীম অক্ষক্রীড়া, বনবাস ও বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস জনিত যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, এবং আপনার পুত্ত্রগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের যে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ্য অপহৃত হয়, এবং আপনি পুত্ত্রগণের সহিত যে তাঁহাদিগকে নিরন্তর নানা প্রকার ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, বিশেষত আপনি নিরপরাধিনী কুন্তীকে যে পুত্ত্রগণের সহিত দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, এবং সভাতে আপনার দুরাত্ম পুত্ত্রগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণার বহু প্রকার অবজ্ঞা ও দুঃশাসন কৃত কেশ-কলাপ গ্রহণ, এবং কর্ণ যে "পাঞ্চালি! তোমার পতিরা জীবিত নাই, ষণ্ড তিল পৃথা-পুত্ত্র গণ সকলেই নরকে পতিত হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে অপর কাহাকে পতি ইচ্ছা

কর ” এই মত পরুষ উক্তি সকল কহিয়াছিলেন, এবং আপনার পুত্রগণ কৃষ্ণাকে দাসীভাবে ভোগ করিবার অভিলাষে আপনার সাক্ষাতে যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন; অপিচ পাণ্ডবেরা যৎ কালে কৃষ্ণাজিন-পরিধায়ী হইয়া অরণ্যে প্রব্রাজিত হন, তৎ কালে কর্ণ আপনার সমক্ষেই সভাতে যে সকল কটূক্তি করিয়াছিলেন; এবং আপনার পুত্র পদস্থ থাকিয়া যে অজ্ঞানতা বশত সেই পাণ্ডবগণকে তৃণ তুল্য বোধ করিয়া গর্ব্ব-ভরে নৃত্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা আপনাদিগের দ্বারা বাল্যকালাবধি অপরাপর নানা প্রকার যে সকল দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মাত্মা ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম সেই সমস্ত ক্লেশ চিন্তা করিয়া জীবনে নিরপেক্ষ হওত দুরাসদ সুবর্ণপৃষ্ঠ মহাকার্ম্মুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।[১২.২১] তিনি কর্ণের রথাভিমুখে ভাস্বর শাণিত শর জাল বিস্তার করত দিবাকরের কর-জাল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।[২২] মহারাজ! মহাবাহু অধিরথ-নন্দন কর্ণ বলশালী পুরুষদিগের মধ্যে মহাবলবান্, বিক্রমে অতিশয় বেগবান্ এবং রথীদিগের মধ্যে মহারথী, তিনি ভীম নিক্ষিপ্ত সেই সকল শরজাল সত্বর শিলা শাণিত শর সমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন; এবং ভীমকেও নয়টি নিশিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।[২৩.২৪] বৃকোদর সূতপুত্রের পত্রবিশিষ্ট শর নিকরে নিবারিত হইয়া তোত্র দ্বারা তাড়িত মাতঙ্গের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে তাঁহার প্রতি অভিধাবিত হইলেন।[২৫] কর্ণ পাণ্ডুনন্দন ভীমকে অতিশয় বেগে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া, যেমন এক মত্ত মাতঙ্গ অপর মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন।[২৬] তদনন্তর সৈন্য সকল হর্ষ সহকারে শত ভেরী শব্দ সদৃশ শব্দবান্ শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া উদ্ধূত সাগরের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল।[২৭] ভীম সেই হস্তী অশ্ব পদাতি-

সঙ্কুল সৈন্যকে হর্ষভরে উদ্ধৃত অবলোকন করিয়া কর্ণকে বাণজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন।[২৮] কর্ণ বৃকোদরকে শর নিকরে সমাচ্ছাদিত করত ভীমের ভল্লুক সবর্ণ অশ্বগণের সহিত আপনার হংস বর্ণ অশ্বগণকে মিলিত করিয়া দিলেন।[২৯] মহারাজ! সেই শ্বেতবর্ণ অশ্বগণের সহিত মারুত তুল্য বেগশীল ভল্লুক সবর্ণ অশ্বগণের মিলন অবলোকন করিয়া, আপনার পুত্রগণের সৈনিক সকলের হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল।[৩০] পরন্তু সেই সমীরণ সদৃশ বেগবান্ সিত ও অসিত বর্ণ অশ্বগণ পরস্পর মিলিত হইয়া গগণমণ্ডলস্থ সিতা সিত মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।[৩১] মহারাজ! ক্রোধারুণ-নেত্র কর্ণ ও বৃকোদরকে অতিশয় সংরব্ধ সন্দর্শন করিয়া, আপনার পক্ষের মহারথীরাও ত্রাসে কম্পিত হইলেন।[৩২] পরন্তু তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ যমরাষ্ট্র তুল্য ভয়ানক এবং শ্মশান ভুমি সদৃশ দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।[৩৩] তৎকালে মহারথীগণ সমাজের ন্যায় সেই আশ্চর্য্য যুদ্ধ দর্শন করিয়া উভয়ের মধ্যে সমরে কাহার জয় হইবে, তাহা স্পষ্ট রূপে নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।[৩০] হে লোকনাথ! সেই মহারথীরা, কেবল আপনার ও আপনার পুত্রদিগের দুর্ম্মন্ত্রণা-সংঘটিত, সেই দুই মহাস্ত্রবেত্তার সন্নিহিত সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।[৩৫] সেই দুই অদ্ভুত বিক্রমশালী শত্রুহন্তা কর্ণ ও ভীম পরস্পর পরস্পরকে নিশিত শর নিকরে সমাচ্ছাদিত করত গগণমণ্ডল শরজালাবৃত করিয়া ফেলিলেন[৩৬] তাঁহারা উভয়েই মহারথী, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের হননেচ্ছায় তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলে, বর্ষণশীল দুই মেঘের ন্যায় সুদর্শনীয় হইলেন।[৩৭] হে প্রভো! সেই শত্রুদমনকারী দুই বীর, উল্কাপাতের ন্যায় সুবর্ণ-বিকৃত বাণজাল বিমোচন করিয়া নভোমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় করিয়া ফেলিলেন।[৩৮] তাঁহাদিগের নির্ম্মুক্ত গৃধ্রপত্রযুক্ত শরজাল, যেমন শরৎ কালে মত্ত

সারসশ্রেণী গগণ মণ্ডলে প্রকাশ পায়, সেই রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল।[৩৯] মহারাজ! কৃষ্ণার্জ্জুন অরিন্দম ভীমকে অধিরথ-তনয়ের সহিত সমরে সমাসক্ত সন্দর্শন করিয়া, তাঁহারে অতি ভারাক্রান্ত মনে করিলেন।[৪০] পরন্তু তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণ সূতপুত্র ও ভীমের নির্ম্মুক্ত শর নিকরে দৃঢ়তর আহত হইয়া শরপাত-স্থল অতিক্রমণ-পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল।[৪১] কতক গুলি সৈন্য সেই সকল হস্ত্যাদির পতনাভিঘাতে পাতিত এবং অপর কতক গুলি অন্যান্য বিবিধ প্রকারে বিনষ্ট হওয়ায় আপনার পুত্রদিগের মহান্ জনক্ষয় উপস্থিত হইল।[৪২] এমন কি মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীর মৃতদেহে সমরভূমি মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সমাবৃত হইল।[৪৩]

ভীম-কর্ণ যুদ্ধে দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ভীমসেন লঘু বিক্রম কর্ণের সহিত যখন যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার বলবীর্য্য নিতান্ত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে।[১] শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ কর্ণ সমরে উদাত্ত যক্ষ, অসুর ও মনুষ্য সমবেত সমস্ত অমরগণকেও নিবারিত করিতে পারেন; অতএব তিনি কি নিমিত্তে যুদ্ধে শ্রীপ্রদীপ্ত পাণ্ডুপুত্রের নিকট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না? বৎস! আমি এই প্রাণ-পণ-বিষয়ক যুদ্ধ-ক্রীড়াতে জয় বা পরাজয় তাঁহাদের উভয়েরই আয়ত্ত মনে করিতেছি। যাহা হউক পুনরায় তাহাদিগের কি রূপ যুদ্ধ হইল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।[২-৪] হে সূত! আমার পুত্র সুযোধন কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়াই সমরে গোবিন্দ ও সাত্যকির সহিত কুন্তী-পুত্রদিগকে পরাজয় করিতে উৎসাহ করিয়া থাকিত;[৫] কিন্তু ভয়ঙ্কর-কর্ম্মকারী ভীমের নিকট সেই কর্ণের বারংবার পরাজয় বৃত্তান্ত শ্রবণ

করিয়া আমি যেন মোহে নিতান্ত অভিভূত হইতেছি,[৬] এবং আমার পুত্রের দুর্নীতি-নিবন্ধন সমস্ত কৌরবগণকেই নিহত মনে করিতেছি, কারণ কর্ণ কখনই সমরে মহাধনুর্দ্ধর পৃথাতনয়গণকে পরাজিত করিতে পারিবেন না ;[৭] কর্ণ পাণ্ডবগণের সহিত যত বার যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা ততবারই সমরাঙ্গণে তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছে।[৮] বৎস! মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক্, পাণ্ডবেরা সুরপতি সমবেত সুরগণেরও অজেয়; কিন্তু আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে পারে নাই। যেমন মধু অভিলাষী নির্ব্বোধ মনুষ্য বৃক্ষে আরোহণ কালে আপনার অধঃপতন অনুধাবন করে না, তদ্রূপ আমার পুত্র দুর্য্যোধন ধনেশ্বর তুল্য ধর্ম্ম রাজ যুধিষ্ঠিরের ধন হরণ করিয়া বুদ্ধি-হীনতা বশতঃ, আপনার মৃত্যু হইবার বিষয় বোধ করিতে পারিতেছে না।[১০] সেই ছলপ্রজ্ঞ দুর্য্যোধন শঠতা-পূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডব দিগের রাজ্য হরণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত মনে করিয়া অবমাননা করিয়া থাকে;[১১] আমিও অকৃতাত্মা, সেই জন্যই পুত্র-স্নেহে অভিভূত হইয়া সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা পাণ্ডু-পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়াছি।[১২] পৃথা-তনয় দূরদর্শী যুধিষ্ঠির শান্তীচ্ছু হইয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু আমার পুত্রেরা তাঁহাকে সমরে অসমর্থ মনে করিয়া নিরাকৃত করিয়াছে।[১৩] হে সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, মহাবাহু ভীম দুর্য্যোধনাদির প্রদত্ত বিবিধ প্রকার ক্লেশ ও তাহাদিগের প্রতারণা সকল মনে করিয়া সূত-পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকিবে;[১৪] অতএব সেই যোধপ্রধান কর্ণ ও ভীমসেন, পরস্পর পরস্পরের বধৈষী হইয়া যে প্রকার সংগ্রাম করিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।[১৫]

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ভীমসেন ও কর্ণের পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী অরণ্য মধ্যে কুঞ্জরযুগলের ন্যায় যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা

আপনি শ্রবণ করুন।[১৬] কর্ণ প্রথমত কুপিত হইয়া বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক শত্রুসূদন ক্রোধান্বিত পরাক্রমশালী ভীমসেনকে ত্রিংশৎ বাণে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ অতিবেগবান্ ও সুবর্ণ-চিত্রিত, এবং সেই সকল বাণের অগ্রভাগ নির্ম্মল ছিল।[১৭-১৮] পরন্তু ভীমসেন কর্ণের শর-নিক্ষেপ সময়েই তিন শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং এক ভল্লে তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন।[১৯] অনন্তর মহাবলশালী রাধা-নন্দন ভীমসেনের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া বল-পূর্ব্বক সুবর্ণ ও বৈদূর্য্য-বিচিত্রিত-দণ্ড-সংযুক্ত এক শক্তি গ্রহণ করিলেন।[২০] তিনি সেই দ্বিতীয় কাল-তুল্য জীবনান্তকর মহাশক্তি গ্রহণানন্তর উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক সন্ধান করিয়া ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! বলবান্ সূতপুত্র কর্ণ বাসব-অশনি-সম সেই শক্তি পরিত্যাগ করিয়া অতিমহৎ সিংহনাদ করিলেন; আপনার পুত্রেরা সকলেই সেই সিংহনাদ শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইলেন।[২১-২৩] ভীমসেন কর্ণের কর-নির্ম্মুক্ত প্রভাকর ও অগ্নিতুল্য প্রভা-সমন্বিত সেই শক্তি সাত বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন;[২৪] তিনি তৎকালে সেই নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ-তুল্য শক্তি ছেদন করিয়া যেন সূত-পুত্রের জীবনানু সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াই সংরম্ভ-সহকারে সুবর্ণ-চিত্রিত পুঙ্খ-বিশিষ্ট ময়ূর-পক্ষ-সমন্বিত শিলা শাণিত কাল-দণ্ড-সদৃশ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।[২৫-২৬] মহাতেজস্বী কর্ণও স্বর্ণপৃষ্ঠ-শোভিত অন্য এক দুরাসদ শরাসন গ্রহণ করিয়া বিকর্ষণ-পূর্ব্বক বহুল বাণজাল বিমোচন করিতে লাগিলেন।[২৭] পাণ্ডু-নন্দন সেই কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ-বিকৃত শর সকল সুবর্ণ বিকৃত নতপর্ব্ব নয় বাণে ছেদন করিলেন। মহা-রাজ! তিনি বসুষেণ-বিনির্ম্মুক্ত মহৎ শর সকল ছেদন করিয়া সিং-হের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিলেন। যেমন ঋতুমতী গবীর নিমিত্তে

দুই বৃষভ এবং আমিষ নিমিত্ত দুই শার্দ্দূল গর্জ্জন করে, সেই রূপ তাঁহারা উভয়েই গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যেমন গোষ্ঠ মধ্যে দুই বৃষভ পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহারাভিলাষী হইয়া নিরীক্ষণ করিতে থাকে, সেই রূপ উভয়ে উভয়ের ছিদ্রান্বেষী ও পরস্পর প্রতি প্রহারেচ্ছু হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অপিচ যেমন দুই মহা হস্তী পরস্পর পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা হনন করে, তাঁহারাও সেই রূপ পরস্পর আকর্ণপূর্ণ শরজাল বিমোচনে উভয়ে উভয়কে হনন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তাঁহারা পরস্পর ছিদ্রানুসন্ধায়ী হইয়া কোপে দুই চক্ষু বিবৃত করিয়া যেন উভয়ে উভয়কে শরাগ্নি বৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন; তৎ কালে তাঁহারা কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখন ভর্‌সন এবং বারংবার শঙ্খ ধ্বনি করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভীমসেন পুনরপি কর্ণের কার্ম্মুকের মুষ্টি প্রদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎ পরেই তাঁহার শঙ্খ সবর্ণ অশ্ব সকলকে শরনিকরে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া সারথিরে রথনীড় হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। ২৮-৩৮

এইরূপে মহাবীর কর্ণ ভীম শরে হতাশ্ব, হতসারথি ও বিমোহিত হইয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে সেই প্রকার আপদ্‌গ্রস্ত অবলোকন করিয়া ক্রোধে কম্পান্বিত হইয়া দুর্জ্জয়ের প্রতি আদেশ করিলেন, দুর্জ্জয়! শীঘ্র গমন কর, ঐ সম্মুখে পাণ্ডু-পুত্র, কর্ণকে কবলিত করিবার উপক্রম করিয়াছে, অতএব তুমি উহার সহায় হইয়া ঐ অজাত-শ্মশ্রু ভীমকে শীঘ্র বিনাশ কর। আপনার পুত্র দুর্জ্জয় জ্যেষ্ঠের আদেশ ক্রমে যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার কথা স্বীকার-পূর্ব্বক শরজাল বিকীরণ করিতে করিতে কর্ণ সহ সমর সমাসক্ত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি দশ বাণে

ভীমকে, আট বাণে তাঁহার অশ্ব সকল, ছয় বাণে তাঁহার সারথি ও তিন বাণে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে তাঁহার বক্ষঃ-স্থল নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর ভীমসেন ক্রোধিত হইয়া শীঘ্র-গামী শর নিকর দ্বারা অশ্ব ও সারথির সহিত দুর্জ্জয়ের মর্ম্ম স্থান ভেদ করিয়া তাঁহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। কর্ণ সুন্দর অলঙ্কার পরিশোভিত আপনার পুত্র দুর্জ্জয়কে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও লুণ্ঠমানভুজঙ্গেরন্যায় ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোকার্ত্ত চিত্তে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু ভীমসেন কর্ণকে রথ-বিহীন করিয়া তাঁহার আচরিত আত্য-ন্তিক শত্রুতা সকল স্মরণ করত, যেমন লৌহ কীলক সকল দ্বারা কোন লৌহময় পদার্থকে বিদ্ধ করে, সেই প্রকার শর সমূহ দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে শত্রুতাপন মহারাজ! অতি-রথী কর্ণ সমরে শরজালে তাদৃশ ভিদ্যমান হইয়াও সেই ক্রোধ-মূর্ত্তি ভীমকে পরিত্যাগ করিলেন না।[৩৬-৩৫]

ভীম কর্ণ যুদ্ধে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! কর্ণ ভীম-কর্ত্তৃক রথহীন ও পরাজিত হইয়া পুনরায় অন্য এক রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[১] যেমন এক মহাগজ অপর গজকে প্রাপ্ত হইয়া দন্তাগ্র দ্বারা পরস্পর প্রহার করে, সেই রূপ তাঁহারা উভয়েই পরস্পর পূর্ণায়ত শর সমূহ বিমোচন করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন।[২] অনন্তর কর্ণ শর-নিকরে ভীমকে নিপীড়িত করিয়া অতিশয় সিংহনাদ সহকারে পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ

করিলেন।[৩] ভীমসেনও তাঁহার হৃদয়দেশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সন্নতপর্ব্ব বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন।[৪] পরন্তু কর্ণ নয় বাণে ভীমের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সুশাণিত এক শর দ্বারা তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিলেন।[৫] তদনন্তর ভীমসেন, যেমন অঙ্কুশাঘাতে হস্তীকে এবং কশাঘাতে অশ্বকে নিপীড়িত করে, সেই রূপ ত্রিষষ্টি সায়কে কর্ণকে নিপীড়িত করিলেন।[৬] মহাবীর কর্ণ যশস্বী পাণ্ডুপুত্রের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ ও কোপে আরক্ত লোচন হইয়া সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে, যেমন বাসব বলাসুরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই রূপ সর্ব্ব শরীর-বিদারণ-ক্ষম এক শর গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৭] [৮] কর্ণ শরাসন-নির্ম্মুক্ত চিত্রিত-পুঙ্খ-বিশিষ্ট সেই শর ভীমসেনের শরীর ভেদ করিয়া পৃথিবী মধ্যে প্রবেশ করিল।[৯] তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন কোপে লোহিত-লোচন হইয়া চতুর্হস্ত পরিমিত সর্ব্ব লৌহময় ছয়টি শিরা-যুক্ত স্বর্ণাঙ্গদ-বিভূষিত এক গুরুতর গদা গ্রহণ করিয়া কোন বিচার না করিয়াই সূত-পুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। যেমন সুরপতি ক্রোধিত হইয়া অশনি-দ্বারা অসুর-কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তিনি সূত-পুত্রের, রথ-বহন-নিপুণ উত্তম অশ্ব সকল গদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; তদনন্তর দুই ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা রাধা-নন্দনের রথ-ধ্বজ ছেদন করিয়া বহুল শরজালে তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। কর্ণ ধ্বজ, অশ্ব ও সারথি-বিহীন রথ পরিত্যাগ করিয়া শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক দুর্ম্মনায়মান হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহারাজ! সে স্থলে আমরা তাঁহার এক আশ্চর্য্য পরাক্রম দর্শন করিলাম যে, সেই রথি-প্রবর রথ-হীন হইয়াও শত্রু ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন রথি-শ্রেষ্ঠ কর্ণকে সমরে রথ-বিহীন নিরী

ক্ষণ করিয়া ভ্রাতা দুর্ম্মুখকে বলিলেন, দুর্ম্মুখ! ঐ দেখ, মহারথী কর্ণ ভীম কর্ত্তৃক রথ-ভ্রষ্ট হইয়াছেন, অতএব তুমি ঐ নরশ্রেষ্ঠকে সত্বর রথস্থ কর। দুর্ম্মুখ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরা সহকারে রথ লইয়া কর্ণের নিকট উপস্থিত করিলেন, এবং ভীমসেনকেও শর-নিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বায়ু-নন্দন ভীম সমরে দুর্ম্মুখকে কর্ণের অনুগামী হইতে অবলোকন করিয়া, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে শরজালে কর্ণকে নিবারণ করিয়া রথ লইয়া দুর্ম্মুখের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণাগ্র সন্নতপর্ব্ব নয় বাণে তাঁহারে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মুখ নিহত হইলে কর্ণ তাঁহার সেই রথে সমারূঢ় হইয়া প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ভীমশরে ভিন্ন-মর্ম্ম ও শোণিতসিক্তকলেবর দুর্ম্মুখকে ভূতলে শয়ান অবলোকন করিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর বীর কর্ণ সেই গতাসু দুর্ম্মুখের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন; [১০-২৩] তৎ কালে তিনি কাহারো প্রতি কিছুই উক্তি করিলেন না, কেবলমাত্র দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভীমসেন সেই অবসর পাইয়া গৃধ্রপক্ষ-সমন্বিত চতুর্দ্দশ নারাচ সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই শোণিতপায়ী অতীব সারবান্ সুবর্ণপুঙ্খ হেম-চিত্রিত নারাচ সকল সূতপুত্রের কবচ ভেদ ও রুধির পানপূর্ব্বক দশ দিক্ আলোকময় করত ভূতলে প্রবিষ্ট হইয়া, কাল প্রেরিত গমনশীল বিল মধ্যে অর্দ্ধকায়-প্রবিষ্ট ক্রোধোদ্ধত মহাভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাধ-নন্দন কর্ণও জাম্বূনদবিভূষিত অতি ভীষণ চতুর্দ্দশ নারাচ দ্বারা অবিচারিত-চিত্তে ভীমসেনকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সেই সকল ভয়ঙ্কর নারাচ, যেমন

পক্ষিগণ কুঞ্জ-মধ্যে প্রবেশ করে, সেই প্রকার ভীমসেনের বাম হস্ত ভেদ করিয়া ভূগর্ত্তে প্রবেশ করিল। মহারাজ! যেমন দিনমণি অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে তাঁহার রশ্মি সকল দীপ্তি পাইয়া থাকে, কর্ণের নিক্ষিপ্ত নারাচ-নিচয়, বসুন্ধরা প্রবেশ কালে সেই প্রকার দীপ্তি পাইতে লাগিল। যেমন অচল হইতে জলরাশি নিঃসৃত হয়, সমরে কর্ণের মর্ম্মভেদী নারাচ-নির্ভিন্ন ভীমসেনের শরীর হইতে সেই রূপ অতিমাত্র রুধির স্রাব হইতে লাগিল। তখন তিনি কুপিত হইয়া গরুড় তুল্য বেগবান্ তিন বাণে কর্ণকে এবং সাত বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! মহাযশা কর্ণ ভীমসেনের শরে সমাহত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, এবং সংগ্রাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগগামী তুরঙ্গ দ্বারা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরন্তু অতিরথ ভীমসেন হেম-পরিষ্কৃত শরাসন বিস্ফারণ করিয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।[২৪-৩৫]

কর্ণাপযানে চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন অধিরথ-নন্দন কর্ণও ভীমকে সমরে পরাজিত করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত স্বয়ংই পর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন পুরুষকারে ধিক্! উহা অকিঞ্চিৎকর মাত্র; দৈবই আমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ।[১] দুর্য্যোধনের মুখে আমি বারংবার এই কথা শ্রবণ করিয়াছি যে, "কর্ণ একাকীই সমরে গোবিন্দের সহিত পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে উৎসাহ করিতে পারেন, আমি এই পৃথিবীতে কর্ণের তুল্য যোদ্ধা কাহাকেই অবলোকন করি না।" সেই মূঢ় পূর্ব্বে আমারে আরও বলিয়াছিল যে, "কর্ণ দৃঢ়ধন্বা, জিতক্লম, শৌর্য্যসম্পন্ন ও বলবান্; অতএব হে রাজন্! সমরে কর্ণ আমার

সহায় থাকিলে, হীনসত্ত্ব হতচেতা পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও আমারে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন।” এক্ষণে সে, কর্ণকে সমরে পরাজিত ও নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় তথা হইতে পলায়িত নিরীক্ষণ করিয়া কি বলিল? হায়! অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ শল্য, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ, ইহাঁরা সকলে মিলিত হইয়াও সংগ্রামে যাহার অগ্রে অবস্থান করিতে পারেন না, সেই জ্বলদগ্নি স্বরূপ ভীমের নিকটে পতঙ্গরূপ যুদ্ধে অপটু একাকী দুর্ম্মুখকে দুর্য্যোধন মোহ প্রযুক্তই প্রেরণ করিয়াছিল! অপিচ অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথীরাও বায়ু তুল্য তেজস্বী ভীমসেনের বল, ক্রোধ ও পরাক্রম বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন। তাঁহারা তাহার সেই নিষ্ঠুর স্বভাব ও অযুত নাগ তুল্য অতি ভীষণ বলের বিষয় এবং তাহাকে ক্রূরকর্ম্মা ও সাক্ষাৎ কালান্তক যমসম জানিয়াও কি নিমিত্তে সমরে কুপিত করিবেন? যদিচ মহাবাহু কর্ণ স্বীয় বল আশ্রয় করিয়া অনাদর-পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু পুরন্দর যেমন অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন, ভীম সেইরূপে তাঁহারে পরাজিত করিয়াছে। কোন ব্যক্তি এমন নাই যে সমরে ভীমকে পরাজিত করিতে পারে! বিশেষত সে যখন অর্জ্জুনের অন্বেষণাভিলাষে দ্রোণকে প্রমথিত করিয়া আমার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া আর কোন্ ব্যক্তি তাহারে উত্ত্যক্ত করিতে পারে? সঞ্জয়! যেরূপ দানবগণ উদ্যত বজ্র-হস্ত দেবরাজের অগ্রে অবস্থান করিতে উৎসাহ করে না, তদ্রূপ উদ্যত গদাপাণি ভীমসেনের সম্মুখে কোন ব্যক্তিই অবস্থান করিতে সাহস করিতে পারে না। মনুষ্য কৃতান্ত নিকেতনে গমন করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু সমরে ভীমের নিকট হইতে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। যে সকল অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি অজ্ঞানতা বশত সমরে ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখবর্ত্তী হয়,

তাহারা, পতঙ্গদিগের অগ্নি প্রবেশের ন্যায়, ভীম রূপ বহ্নিতে প্রবেশ করে। পূর্ব্বে, উদ্ধত ও কঠোর স্বভাব ভীমসেন দ্যূতক্রীড়া-সভাতে আমার পুত্রদিগের বধ বিষয়ে কৌরবগণের সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; দুঃশাসন দুর্য্যোধনের সহিত সেই বিষয় চিন্তা করিয়া এবং কর্ণকে ভীমের নিকট পরাজিত অবলোকন করিয়া ভয় প্রযুক্তই ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছে। আর দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন পূর্ব্বে বারংবার বলিয়াছিল যে, আমি, কর্ণ ও দুঃশাসন এই তিন জনে মিলিত হইয়া সমরে পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব; কিন্তু এক্ষণে সে কর্ণকে সমরে রথভ্রষ্ট ও পরাজিত অবলোকন করিয়া কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান নিমিত্ত অবশ্যই সন্তাপ করিতেছে, সন্দেহ নাই। আমার পুত্র বদ্ধ-সন্নাহ ভ্রাতৃগণকে ভীমের হস্তে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই আপনার অপরাধ বিষয়ে অতিশয় সন্তাপ করিতেছে! কোন্ ব্যক্তির জীবিতাশা নাই যে, সংগ্রামে সাক্ষাৎ কালের ন্যায় অবস্থিত ভীষণ আয়ুধধারী কুপিত শত্রু ভীমসেনের নিকট গমন করিবে? আমার বিবেচনায় কেহ বড়বাগ্নির মধ্যগত হইয়াও কদাচিৎ পরিত্রাণ পাইতে পারে; [২-২২] কিন্তু সংগ্রামে ভীমের নিকট হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইতে সমর্থ হয় না; কেবল ভীম কেন, সমরে সংরব্ধ হইলে না পৃথার অন্য পুত্রগণ, না পাঞ্চালগণ, না কেশব, না সাত্যকি, ইহাঁরা কেহই জীবন রক্ষার নিমিত্তে অপেক্ষা করেন না; অতএব হে সূত! নিশ্চয়ই আমার পুত্রদিগের জীবন সংকটে পতিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। [২৩-২৪]

সঞ্জয় বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ! এই ক্ষণে উপস্থিত মহা-ভয়ে আপনি শোক করিতেছেন, কিন্তু নিঃসংশয়ই সমস্ত বিনাশের মূলীভূতই আপনি; কেন না তৎকালে আপনি পুত্রদিগের মতাবলম্বী হইয়া, যেমন আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তি ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করে না, সেই

রূপ হিতৈষী বন্ধুগণ বারংবার বলাতেও আপনি কাহারও কথা গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং এই মহৎ শত্রুতার উৎপাদন করিয়াছেন।[২৫-২৬] মহারাজ! আপনি স্বয়ংই কালকূট পান করিয়াছেন, উহা অনায়াসে জীর্ণ হইবার নহে; সুতরাং এক্ষণে উহার সমগ্র ফল আপনিই ভোগ করুন।[২৭] আর যোধবর্গ যথা শক্তি যুদ্ধ করিলেও আপনি তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।[২৮] আপনার পুত্র মহাধনুর্দ্ধর দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, দুর্দ্ধর ও জয় কর্ণকে ভীমের নিকট পরাজিত দেখিয়া সহ্য করিলেন না; প্রত্যুত তাঁহারা পঞ্চ সহোদরে অপূর্ব্ব সন্নাহ-যুক্ত হইয়া শত্রু ভীমসেনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন[২৯-৩০] তাঁহারা মহাবাহু ভীমকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া শলভ সমূহের ন্যায় শরজালে দিক্ সকল সমাবৃত করিলেন।[৩১] ভীমসেন সেই সকল দেব-তুল্য কুমারগণকে সহসা সমরে সমাগত সন্দর্শন করিয়া যেন হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন।[৩২] রাধা-নন্দন কর্ণ আপনার পুত্রদিগকে মহাবলবান্ ভীমসেনের পুরোবর্ত্তী অবলোকন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।[৩৩] পরন্তু ভীম-সেন আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিবার্য্যমাণ হইয়াও স্বর্ণপুঙ্খ শিলা শাণিত তীক্ষ্ণ শরজাল বিমোচন করিতে করিতে সত্বর কর্ণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন।[৩৪] অনন্তর সেই কুরুবংশীয় রাজপুত্রগণ কর্ণের চতুর্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক ভীমের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিকীরণ করিতে লাগিলেন।[৩৫] মহারাজ! ভীমসেন আপনার সেই ভয়ানক কার্ম্মুকধারী নরশ্রেষ্ঠ পুত্রগণকে পঞ্চ বিংশতি বাণে অশ্ব ও সারথির সহিত শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।[৩৬] যেমন নানা বর্ণ কুসুম সমন্বিত মহাদ্রুম সকল বায়ু কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, তাঁহারা সেই রূপ ভীমের শরে গতাসু হইয়া সারথির সহিত রথ হইতে নি-

পতিত হইলেন।[৩৭] সে স্থলে আমরা ভীমসেনের এই আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম যে, তিনি শর-নিকরে কর্ণকে নিবারিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার পুত্রগণকে নিপাতিত করিলেন।[৩৮] সূতপুত্র, ভীমসেনের নিশিত শরজালে চতুর্দ্দিকে নিবার্য্যমাণ হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,[৩৯] এবং ভীমসেনও সংরম্ভ-ভরে ক্রোধে আরক্ত নেত্র হইয়া সুমহৎ শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক বারংবার কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।[৪০]

ভীম পরাক্রমে পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ কর্ণ আপনার পুত্রগণকে ধরাতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জীবনে নিরপেক্ষ হইলেন।[১] বিশেষত তিনি নিজ সমক্ষে আপনার পুত্রদিগকে সমরে ভীম শরে নিপাতিত অবলোকন করিয়া আপনাকে অপরাধী মনে করিলেন।[২] তদনন্তর ভীমসেন পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক রোষ পরবশ হইয়া সসম্ভ্রমে কর্ণের প্রতি নিশিত শর নিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৩] কর্ণ ভীমসেনকে অবজ্ঞা-পূর্ব্বক পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ সপ্ত‌তি বাণে বিদ্ধ করিলেন।[৪] কিন্তু ভীমসেন কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণজাল গণ্যই করিলেন না; প্রত্যুত আনতপর্ব্ব শত বাণে রাধা-নন্দনকে বিদ্ধ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ পঞ্চ শরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া তৎ পরেই এক ভল্লে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৫] তাহাতে কর্ণ বিমনা হইয়া অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণানন্তর শত্রুতাপন ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন।[৬] পরন্তু ভীমসেন তাঁহার অশ্ব ও সারথিরে নিহত করিয়া পুনঃপুন বৈর-নির্যাতন করণ প্রযুক্ত

উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং পর ক্ষণেই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু-পুত্র পুনরায় শরনিকরে কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! সেই সুবর্ণ-পৃষ্ঠ-শোভিত কার্ম্মুক ভীমশরে নিকৃত্ত হইয়া মহা শব্দ সহকারে ধরণীতলে নিপতিত হইলে, মহারথী কর্ণ রথ হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং ক্রোধে গদা গ্রহণ করিয়া ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৮-১০] ভীমসেন সেই মহতী গদাকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে শর সমূহ দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন,[১১] এবং তৎ পরেই পরাক্রমশালী পাণ্ডুপুত্র, কর্ণের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া ত্বরা সহকারে সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন।[১২] কর্ণ ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ বাণ দ্বারাই নিবারিত করিয়া শর-নিকরে তাঁহার কবচ ছেদন করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন; তৎ পরেই সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতে পঞ্চ বিংশতি নারাচে ভীমকে অতিশয় নিপীড়িত করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল।[১৪] তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব নয় বাণ কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[১৫] মহারাজ! যেমন ভুজঙ্গগণ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই তীক্ষ্ণ শর সকল কর্ণের কবচ এবং দক্ষিণ বাহু ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।[১৬] কর্ণ ভীম-শরাসন-চ্যুত বাণজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পুনরায় সমরে তাঁহার নিকট পরাঙ্মুখ হইলেন।[১৭]

রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে ভীমের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থল হইতে পাদচারে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া ভ্রাতৃগণের প্রতি আদেশ করিলেন, "ভ্রাতৃগণ! তোমরা সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হইয়া কর্ণের রক্ষা নিমিত্তে ত্বরান্বিত হও।" অনন্তর চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, চিত্রায়ুধ, চিত্রবর্ম্মা, আপনার এই কয়েকটি বিচিত্র-যোদ্ধা পুত্র জ্যেষ্ঠের আদেশ ক্রমে বাণ নিক্ষেপ করিতে

করিতে সত্বর ভীমসেনের নিকট অভিদ্রুত হইলেন। ভীমসেন আপনার পুত্রগণকে সত্বর সমরে সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক এক বাণে নিপাতিত করিলেন; তাঁহারা বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।[১৮.২২] মহারাজ! কর্ণ আপনার সেই মহারথী পুত্রদিগকে ভীম-শরে নিহত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদুরের বাক্য সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন, এবং সত্বর অপর একখানি রথ বিধিমতে সুসজ্জিত করিয়া তাহাতে আরোহণ-পূর্ব্বক পুনরায় পরাক্রম সহকারে ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন।[২৩-২৪] তাঁহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে শিলা-শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ শরজালে ভেদ করিয়া, সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ভিদ্যমান দুই মেঘ খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।[২৫] পাণ্ডু-পুত্র ভীম কুপিত হইয়া শিলা-শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ ষট্‌ত্রিংশৎ বাণে কর্ণের কবচ ভেদ করিয়া ফেলিলেন।[২৬] মহাবাহু কর্ণও সন্নতপর্ব্ব পঞ্চাশৎ বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন।[২৭] রক্তচন্দন-লিপ্তাঙ্গ সেই দুই বীর শরজালে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবর, এক কালীন উদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন।[২৮] শস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়েরই কবচ ছিন্ন হওয়ায় উভয়েই শোণিতসিক্ত দেহ হইয়া নির্ম্মোক-মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।[২৯] যেমন দুই ব্যাঘ্র করাল দন্ত রূপ অস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করে, সেই রূপ শত্রুসূদন নরব্যাঘ্র বীর কর্ণ ও ভীম পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিলেন, এবং বারিধারা বর্ষী মেঘযুগলের ন্যায় নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[৩০] অপিচ যেমন দুই হস্তী দন্ত দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করে, তদ্রূপ তাঁহারাও শস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরের শরীর নির্ভেদ করিয়া উভয়েই মনোহর রূপে শোভমান হইলেন।[৩১] সেই দুই রথিসত্তম

কখন সিংহনাদ, কখন উল্লম্ফন, কখন বা মণ্ডলাকারে রথ পরি-ভ্রামিত করিয়া যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।[৩২] সিংহ-সদৃশ বিক্রম-শালী পরাক্রান্ত নরসিংহ মহাবল ভীম ও কর্ণ, যেমন দুই বৃষ ঋতু-মতী গবীর নিমিত্ত গর্জ্জন করে, তদ্রূপ গর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রোধে রক্ত-নেত্র হইয়া পরস্পর অবলোকন করত মহাবীর্য্যশালী দেবরাজ শচী-পতি ও বিরোচন-পুত্র বলির ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।[৩৩-৩৪]

মহারাজ! অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন শরাসন আস্ফালন-পূর্ব্বক বিদ্যুদ্দাম-বিরাজিত বারিদ-পটলীর ন্যায় রণাঙ্গনে বিরাজমান হই-লেন।[৩৫] তাঁহার রথের নেমি নির্ঘোষ গর্জ্জন-স্বরূপ ও হস্তস্থিত শরাসন সৌদামিনীর স্বরূপ হওয়ায় তিনি যেন মহামেঘের স্বরূপ হইয়া শরধারা রূপ জল বর্ষণ করত কর্ণরূপ পর্ব্বতকে সমাচ্ছাদিত করিলেন।[৩৬] হে ভারত! ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই রূপে সহস্র সহস্র শর দ্বারা কর্ণকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন।[৩৭] তিনি যে কর্ণকে কঙ্কপত্র-সংযুক্ত সুপুঙ্খ বাণজালে সেই প্রকারে সমাবৃত করিলেন; আপনার পুত্রেরা তাঁহার তাদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেও সমর্থ হইলেন না।[৩৮] তিনি যশস্বী কেশব, অর্জ্জুন ও সাত্যকির এবং অর্জ্জুনের চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় দুই রাজকুমারকে অনন্দিত করিয়াই যেন সমরে কর্ণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন।[৩৯] মহারাজ! আপনার পুত্রগণ মহাত্মা ভীমসেনের পরাক্রম, ধৈর্য্য ও বাহুবীর্য্য অবলোকণ করিয়া সকলেই বিমনায়মান হইলেন।[৪০]

ভীম যুদ্ধে ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় আরম্ভ।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! মত্ত মাতঙ্গ যেমন প্রতিপক্ষ মাতঙ্গের

গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সহ্য করে না, রাধা-নন্দন কর্ণও সেই রূপ ভীম-সেনের জ্যানির্ঘোষ ও তল শব্দ শ্রবণ করিয়া সহ্য করিলেন না;[১] যদিচ তিনি তৎ কালে ক্ষণ কালের নিমিত্ত রণ স্থল হইতে অপক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভীমের সরে আপনার পুত্রদিগকে নিপাতিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া বিমনায়মান ও অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পুনরপি ভীমাভিমুখে গমন করিলেন।[২-৩] তিনি ক্রোধারুণ-নয়নে মহাসর্পের ন্যায় গর্জ্জন-পূর্ব্বক দিবাকরের কিরণ-জালের ন্যায় শরজাল বিকীরণ করত শোভমান হইলেন।[৪] হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবীর বৃকোদর দিবা করের করজালের ন্যায় কর্ণ-চাপ-বিমুক্ত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন।[৫] যেমন পক্ষিগণ অবস্থানার্থ বৃক্ষস্থ কুলায় মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ কর্ণ-শরাসন-মুক্ত সেই সকল মনোহর ময়ুর-বর্হবিরাজিত বাণ ভীমের সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিল,[৬] এবং কতকগুলি রুক্মপুঙ্খ বাণ কর্ণের শরাসন হইতে বিচ্যুত ও ইতস্তত নিপতিত হইয়া শ্রেণীভূত হংসের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।[৭] মহারাজ! তৎকালে বোধ হইল যেন, বাণ সকল কর্ণের কার্ম্মুক, রথের ধ্বজ, উপস্কর, ঈষামুখ, যুগকাষ্ঠ ও ছত্র প্রভৃতি রথের অন্যান্য উপকরণ হইতে বহির্গত হইতেছে।[৮] তিনি ব্যোমচর পক্ষি-গণের ন্যায় গৃধ্র পত্র-সমন্বিত সুবর্ণ-বিকৃত বেগবান্ বিচিত্র বাণ সকল বিমোচন করিয়া নভঃস্থল পরিপূরিত করিয়া ফেলিলেন।[৯] বৃকোদর তাঁহাকে সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে অবলোকন করিয়া স্বীয় প্রাণ রক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকে অতিক্রম-পূর্ব্বক নিশিত শর-নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[১০] তিনি কর্ণের অসহ্য বিক্রম দৃষ্ট করিয়া তন্নিক্ষিপ্ত মহৎ শরজালে বিদ্ধ হইয়াও স্ববীর্য্য প্রভাবে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না;[১১] প্রত্যুত তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর-নিকর নিবারণ করিয়া শিলাশাণিত বিংশতি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করি-

লেন।[১২] ভীমসেন যেমন কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও কর্ণকে সমাচ্ছাদিত করিলেন।[১৩] মহারাজ! সমরে ভীমসেনের তাদৃশ বিক্রম দর্শন করিয়া, চারণগণ ও আপনার পক্ষীয় যোদ্ধাগণ সকলেই প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।[১৪] ভূরিশ্রবা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ শল্য, জয়দ্রথ, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, কেশব ও অর্জ্জুন, কুরু পাণ্ডব পক্ষ প্রধান এই দশ জন মহারথ সাধু সাধু বলিয়া অতিবেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।[১৫.১৬] সেই লোমহর্ষকর তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ত্বরা সহকারে রাজা ও রাজ-পুত্রগণের বিশেষত স্বীয় সহোদরগণের প্রতি এই মত আদেশ করিলেন, "হে বীরগণ! তোমাদের মঙ্গল হউক্, তোমরা ভীমের নিকট হইতে কর্ণের রক্ষা নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর।[১৭-১৮] হে মহাধনুর্দ্ধরগণ! যাবৎ কাল ভীমের কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত শর সকল কর্ণকে নিহত করিতে না পারে, তোমরা তাহার পূর্ব্বেই সূতপুত্রের রক্ষা বিষয়ে যত্নশীল হও।"[১৯] আপনার সাত পুত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সংরব্ধ হইয়া ভীমসেনের নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন।[২০] যেমন বর্ষা কালে জলদাবলী অচলোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তাঁহারা তদ্রূপ কুন্তীনন্দন ভীমকে চতুর্দিকে পরিবৃত করিয়া তাঁহার উপরি শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।[২১] যেমন প্রলয় কালে সপ্ত গ্রহ এক সোম গ্রহকে পীড়িত করে, সেই রূপ আপনার সেই সপ্ত পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন।[২২] অনন্তর ভীমসেন পরিষ্কৃত শরাসন দৃঢ়তর বামমুষ্টি দ্বারা নিপীড়িত করিয়া যখন তাহা আয়ত্ত বোধ করিলেন, তখন তিনি পূর্ব্বের বৈরভাব স্মরণ করিয়া অতিমাত্র কুপিত হইয়া যেন আপনার পুত্রদিগের দেহ হইতে জীবন নিষ্কাশিত করিবেন বলিয়াই

সূর্য্যরশ্মি-সন্নিভ সাতটি বাণ তাহাতে সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[২৩-২৫] ভীমনিক্ষিপ্ত সেই শিলা-শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল ভরতবংশীয় রাজকুমারগণকে বিদারণ করিয়া গগনমণ্ডলে সমুৎপতিত হইল।[২৬] মহারাজ! সেই সকল সুবর্ণ-বিভূষিতশর আপনার পুত্ত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষত স্থলের উচ্ছলিত শোণিত পান-পূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া যেন গগনচারী সুপর্ণগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল[২৭-২৮] যেমন পর্ব্বত-সানু-জাত মহাদ্রুম সকল কোন গজ কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া ভূগর্ত্তে নিপতিত হয়, সেই রূপ আপনার পুত্ত্রগণ ভীমের শরে ভিন্নমর্ম্ম হইয়া ক্ষিতি-তলে নিপতিত হইলেন।[২৯]

মহারাজ! শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্রায়ুধ, চিত্র, দৃঢ়, চিত্রসেন ও বিকর্ণ, আপনার এই সাত পুত্ত্র তৎ কালে ভীমের হস্তে নিপাতিত হইলেন।[৩০] তন্মধ্যে পাণ্ডব প্রিয় বিকর্ণের নিমিত্ত বৃকোদর শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে বিকর্ণ! আমি রণ স্থলে তোমাদিগের শত ভ্রাতারে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন নিবন্ধনই অদ্য তুমি নিহত হইলে, তুমি আমাদিগের বিশেষত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হিত সাধনে একান্ত তৎপর। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়া অমীম বুদ্ধি সুর গুরুসম গঙ্গানন্দন ভীষ্ম সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে ভ্রাত! তুমিও তাহাই মনে করিয়া ন্যায়ানুসারে রণ স্থলে আগমন করিয়াছিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ করা ন্যায়ানুগত নহে।[৩১-৩৫] শৌর্য্যসম্পন্ন মহাবাহু ভীমসেন রাধানন্দনের সমক্ষে আপনার পুত্ত্রগণকে বিনাশ করিয়া যেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তত্রত্য যুদ্ধ বিষয়ে আপনার মহৎ বিজয় সংবাদ প্রদান করিবেন বলিয়াই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন।[৩৬-৩৭] ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির

ধনুর্দ্ধর ভীমসেনের তাদৃশ সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া প্রীতিমান্ হইলেন;[৩৮] তিনি প্রহৃষ্টান্তঃকরণে নানা প্রকার বাদিত্র নিনাদ দ্বারা ভ্রাতা ভীমসেনের সিংহনাদ প্রতিগ্রহ করিলেন,[৩৯] এবং তাঁহার সিংহনাদ দ্বারা জয়-সূচক সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় হর্ষ-সহকারে সর্ব্ব শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।[৪০]।

এ দিকে আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন ক্রমশ আপনার এক ত্রিংশৎ পুত্রকে ভীম হস্তে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া, বিদুরের বাক্য সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন,[৪১] "এক্ষণে ক্ষত্তার সেই অমোঘ বাক্য সফল হইল।" তিনি এই রূপ চিন্তা করিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।[৪২] সেই অল্পচেতা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন দ্যূতক্রীড়া কালে পাঞ্চালীকে সভায় আনয়ন-পূর্ব্বক কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, এবং কর্ণও "কৃষ্ণে! তোমার পতি পাণ্ডবেরা সকলেই বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অপর কাহাকে পতিত্বে বরণ কর," এই মত পরুষ বাক্য পাণ্ডবগণের সমক্ষেই যাহা কৃষ্ণাকে বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি এবং সভাস্থ সমস্ত কৌরবগণই শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহারই এই ফল উপস্থিত হইয়াছে। অপিচ আপনার পুত্রগণ তৎ কালে মহাত্মা পাণ্ডবগণকে কুপিত করিয়া ষণ্ড তিল প্রভৃতি যে নানা প্রকার কটূক্তি সকল শ্রবণ করাইয়াছিলেন; তাহাতে ভীমসেন সেই ত্রয়োদশবর্ষসঞ্চিত ক্রোধাগ্নি উদ্গার করিয়া আপনার পুত্রদিগের শেষ করিতেছেন।[৪৩-৪৭] মহারাজ! পূর্ব্বে বিদুর শান্তি কামনায় আপনার নিকট অনেক বিলাপ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না, সুতরাং তাহারই এই উপস্থিত ফল পুত্রগণের সহিত ভোগ করুন।[৪৮] আর যখন আপনি বৃদ্ধ, পণ্ডিত ও সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বদর্শী

হইয়াও সুহৃদ্‌গণের বাক্য শ্রবণ করিলেন না, তখন দৈবই এ স্থলে বলবান্ বলিতে হইবে।[৪৯] হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি শোক করিবেন না, কারণ এই মহান্ ক্ষয় ব্যাপার আপনার দুর্নীতি-নিবন্ধনই ঘটিয়াছে; সুতরাং আমার বিবেচনায় আপনিই আপনার পুত্রদিগের বিনাশের মূল।[৫০] দেখুন, বীর্য্যবান্ বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার প্রধান প্রধান মহারথী পুত্রগণ নিহত হইলেন,[৫১] এবং আপনার অন্য যে কোন পুত্র ভীমসেনের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছেন;[৫২] যাহা হউক, আপনার নিমিত্তেই এই ব্যূহিত সৈন্যগণকে ভীম ও কর্ণের নিরন্তর প্রমুক্ত সহস্র সহস্র শরাগ্নিতে দহ্যমান হইতে অবলোকন করিলাম।[৫৩]

ভীম যুদ্ধে সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সূত! বোধ হয় আমারই সেই মহতী দুর্নীতির পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে।[১] আমি পূর্ব্বে এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার কিরূপ প্রতিকার করিব, তন্নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।[২] যাহা হউক আমি এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম, তুমি আমার দুর্নীতি-সমুৎপন্ন সেই বীর-ক্ষয় ব্যাপার যে রূপে হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন কর।[৩]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবলশালী পরাক্রান্ত ভীম ও কর্ণ উভয়ে সজল-জলদ-যুগলের ন্যায় নিরন্তর বাণবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ভীম-নামাঙ্কিত শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ বাণ সকল যেন কর্ণের প্রাণ হরণ করিবে বলিয়াই তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।[৪-৫] সেই রূপ কর্ণ-প্রেরিত ময়ূর-বর্হবিরাজিত শত শত সহস্র সহস্র বাণ

সকল ভীমসেনকে সমাচ্ছাদিত করিল।[৬] মহারাজ! তাঁহাদিগের উভয়ের নিক্ষিপ্ত বাণ সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়ায়, সৈন্যগণ সাগরের ন্যায় ক্ষুভিত হইয়া উঠিল;[৭] পরন্তু ভীমের শরাসন-নির্ম্মুক্ত ভীষণ আশীবিষ-তুল্য শরজালে আপনার পক্ষ ব্যূহমধ্যস্থ সৈন্যও নিহত হইতে লাগিল।[৮] মহীতল সেই সকল নিহত ও নিপতিত তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মনুষ্য দ্বারা সমাকীর্ণ হওয়াতে, প্রচণ্ড বায়ু-ভগ্ন নিপতিত বনস্পতি সমূহে সমাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল।[৯]

তদনন্তর আপনার পক্ষ যোধগণ ভীমের শরাসন চ্যুতশর নিকর দ্বারা বধ্যমান হইয়া, "এ কি! এ কি!" বলিতে বলিতে পলায়ন করিতে লাগিল।[১০] সিন্ধু সৌবীর ও কুরু সৈন্য সকল ভীম ও কর্ণের শরবেগে ক্ষয়োন্মুখ হইয়া দূরে অপসারিত হইয়া পড়িল।[১১] বহু-লাংশ বীর বিনষ্ট হওয়ায়, কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ বা অন্যান্য প্রকার বাহন-বিহীন হইয়া সমরাঙ্গণে ভীম ও কর্ণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক "নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের নিমিত্তে দেবগণ আমাদিগকে মোহিত করিতেছেন; যেহেতু ভীম ও কর্ণের শরে কেবল আমাদিগের সেনাই নিনত হইতেছে," এই রূপ বলিতে বলিতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারাজ! আপনার পক্ষ যোধবর্গ ভয়ার্ত্ত হইয়া ভীম কর্ণের শরপাত স্থল অতিক্রমণ করিয়া কেবল যুদ্ধ অবলোকন ইচ্ছায় দূরে অবস্থান করিতে লাগিল।[১২-১৪]

হে ভরত রাজ! সেই সমর স্থলে শূরদিগের হর্ষজননী, ভীরুদিগের ভয়-বর্দ্ধিনী, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মনুষ্যশোণিত সমুদ্ভবা ভয়ঙ্করী এক নদী সমুৎপন্না হইল, এবং তৎকালে ভগ্ন রথেও পতাকা, অনুকর্ষ, চক্রী কূবর প্রভৃতি ভগ্ন রথোপকরণে, মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বের মৃত দেহে এবং ভীম ও কর্ণের সুবর্ণ-পরিষ্কৃত মহাশব্দায়মান শরাসন হইতে নির্ম্মুক্ত, নির্ম্মোক-বিহীন ভুজঙ্গ-তুল্য সহস্র সহস্র স্বর্ণপুঙ্খ

শর, নারাচ, প্রাস, তোমর, খড়্গ, পরশ্বধ, সুবর্ণ-চিত্রিত গদা, মুষল, পট্টিশ, বজ্র-তুল্য নানা প্রকার শক্তি, পরিঘ ও বিচিত্র শতঘ্নী, এই সমস্ত অস্ত্রে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্না হইয়া অভূতপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। অপিচ বীরদিগের অঙ্গ-বিচ্যুত সুবর্ণ-নির্ম্মিত অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মুকুট, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, চূড়ামণিসমন্বিত উষ্ণিষ, সুবর্ণের যজ্ঞসূত্র, তনুত্র, তলত্র, গ্রীবা-ভূষণ, বস্ত্র, বিধ্বস্ত ছত্র, চামর, ব্যজন এবং নানা প্রকার অস্ত্র-নির্ভিন্ন ইতস্তত নিপতিত মনুষ্যাদির শোণিতাক্ত-কলেবরে পৃথিবী যেন গ্রহগণবিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।[১০-২৪] তাঁহাদিগের উভয়ের অদ্ভুত অচিন্তনীয় অলৌকিক কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধ ও চারণগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন।[২৫] মহারাজ! যেমন বায়ুর সহযোগে শুষ্ক-তৃণাদি দাহনোন্মুখ অগ্নি দ্বি-গুণিত তেজস্বান্ হয়, সেই রূপ অধিরথ-নন্দন কর্ণ সমরে ভীমকে প্রাপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর তেজস্বী হইয়া উঠিলে, তাঁহাদিগের উভয়ের এমনি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, যে, হস্তি-যুগলের পরস্পর সম্মর্দ্দনে বিমথিত নলবনের ন্যায় কোথাও ধ্বজ সকল খণ্ড খণ্ড, কোথাও রথাদি চূর্ণিত, কোথাও বা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকল বি-মর্দ্দিত হওয়ায়, নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার পক্ষ সেই সৈন্যগণ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।[২৬-২৮]।

ভীম কর্ণ যুদ্ধে অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৮

উনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর কর্ণ ভীমসেনকে ত্রি
বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি বহুল বিচিত্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[১] পরন্তু মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রের শর নিকরে তাদৃ বধ্যমান হইয়াও ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত অচলের ন্যায় অচ

ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন,[২] এবং তিনিও কর্ণকে তৈল-ধৌত ও শানজলপায়িত তীক্ষ্ণ এক কর্ণিকাস্ত্র দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ করিলেন।[৩] তদনন্তর কর্ণের মনোহর রত্নময় মহৎ কুণ্ডল ছেদিত করিলে, উহা যেন অম্বর-চ্যুত দীপ্যমান সূর্য্য জ্যোতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। পুনশ্চ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা যেন হাসিতে হাসিতে কর্ণের হৃদয়দেশে দৃঢ় রূপে আঘাত করিলেন।[৫] তৎ পরেই মহাবাহু ভীম ত্বরাসহকারে আশীবিষ সদৃশ দশটি নারাচ গ্রহণ করিয়া সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! যেমন ভুজঙ্গমগণ বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীমনিক্ষিপ্ত সেই সকল নারাচ কর্ণের ললাটদেশ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।[৭] কর্ণ পূর্ব্বে নীলোৎপলময়ী মালা ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন এক্ষণে ললাট-স্থিত সেই সকল নারাচ দ্বারা তদ্রূপ শোভমান হইলেন।[৮] তিনি তরস্বী ভীমসেনের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া নিমীলিতলোচনে রথ-কূবর অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।[৯] শত্রুতাপন মহাবেগশালী কর্ণ মুহূর্ত্ত কাল পরেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বকীয় সর্ব্ব শরীর শোণিতসিক্ত দর্শনে কোপে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং দৃঢ়ধন্বা ভীমসেন কর্ত্তৃক অতিমাত্র নিপীড়িত হইয়াও ক্রোধ ও বেগ সহকারে তাঁহার রথ-সমীপে উপস্থিত হইলেন,[১০-১১] এবং অতিশয় কুপিত হইয়া গৃধ্রপক্ষ-সমন্বিত এক শত বাণ ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[১২] পরন্তু পাণ্ডুপুত্র ভীম কর্ণের তাদৃশ পরাক্রম দর্শনেও চিন্তিত হইলেন না ; প্রত্যুত তাঁহাকে অনাদর করিয়া তাঁহার প্রতি উগ্রতর শর নিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[১৩] শত্রুতাপন কর্ণ অতিশয় কুপিত হইয়া নয়টি বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই ক্রোধ-মূর্ত্তি বৃকোদরের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।[১৫] মহারাজ! যেমন দুই ব্যাঘ্র পরস্পর পরস্পরকে দন্ত দ্বারা প্রহার করে, তদ্রূপ সেই দুই

নরশার্দ্দূল সমরে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অস্ত্র দ্বারা প্রহার ও বর্ষণশীল দুই মেঘের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[১৫] তাঁহারা উভয়েই ক্রোধে উভয়ের প্রতিহিংসাভিলাষী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে তল শব্দ দ্বারা ত্রাসিত ও শরজালে সমাচ্ছাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর পরবীরহন্তা মহাবাহু ভীমসেন এক ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা সূতপুত্রের শরাসন ছিন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারথী কর্ণ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অপর এক শরাসন গ্রহণ করিলেন, মহাবীর বৃকোদর তৎক্ষণাৎ সেই শরাসন ছিন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, এইরূপে অষ্টাদশবার কর্ণের শরাসন ছিন্ন করিয়া শর নিকর বর্ষণ করত সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন, মহারথ কর্ণ মহাবেগবান্ ও ভারসাধন অপর এক শরাসন গ্রহণ করিলেন, এবং সিন্ধু ও সৌবীর-সৈন্য সহিত কৌরব পক্ষ সৈন্য ক্ষয়, নিহত তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে চতুর্দ্দিকে নিপতিত এবং ইতস্তত বিকীর্ণ ধ্বজ, বর্ম্ম ও শস্ত্রে মহীতল আচ্ছাদিত অবলোকন করিয়া তাঁহার শরীর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সুবর্ণ-মণ্ডিত সেই মহৎ শরাসন বিস্ফারণ করত ভীষণ নয়ন দ্বারা ভীমসেনের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কুপিত হইয়া ভীমের প্রতি নিরন্তর শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলে, তিনি যেন শরৎকালে প্রখর-রশ্মিমালা-সুশোভিত মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন, বিশেষত তাঁহার শরীর ভীমসেনের শত শত শরে সমাচিত হইলে, যেন কিরণরাজি-বিরাজিত ভানুমানের ন্যায় উগ্রতর হইয়া উঠিল; তিনি যে কখন তূণ হইতে শর গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন বিকর্ষণ ও কখনই বা বিমোচন করেন, তদ্বিষয়ে সমরাঙ্গণে কেহই তাঁহার ছিদ্র লক্ষ করিতে সমর্থ হইল না।

মহারাজ! তৎকালে মহাবীর কর্ণের বাম ও দক্ষিণ দিকে মণ্ডলী

কৃত অগ্নি-চক্র-তুল্য ভীষণ শরাসন হইতে নিঃসৃত সুবর্ণপুঙ্খ অতীব, নিশিত শর সকল চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলে, দিক্ সকল সমাচ্ছন্ন ও প্রভাকর নিষ্প্রভ হইল। তদনন্তর ভীম ও কর্ণের শরাসন-বিনিঃসৃত কনক-পুঙ্খ-যুক্ত সন্নতপর্ব্ব শরজাল নভোমণ্ডলে নানা প্রকারে দৃশ্যমান হইতে লাগিল; বিশেষত কর্ণ-শরাসন সম্ভূত শর সকল আকাশে যেন শ্রেণীকৃত ক্রৌঞ্চ পক্ষী সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অধিরথ-নন্দন গৃধ্রপক্ষ-বিরাজিত শিলা-ধৌত রত্ন-বিমণ্ডিত অগ্রভাগ-সুদর্শনীয় মহাবেগবান্ বাণ সকল বিমোচন করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ-বিভূষিত শর সকল অতিবেগ সহকারে কর্ণের কার্ম্মুক হইতে নিঃসৃত হইয়া নিরন্তর ভীমসেনের রথোপরি নিপতিত হইতে লাগিল। মহারাজ! কর্ণ-প্রেরিত সেই সকল সহস্র সহস্র সুবর্ণ-বিকৃত শর নভোমণ্ডলে যেন পুঞ্জ পুঞ্জ শলভ-সমূহের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল; বাণ সকল তাঁহার শরাসন হইতে নিঃসৃত ও নভোমণ্ডলে মিলিত হইয়া এরূপ শোভিত হইল, যেন দীর্ঘাকার একটি শরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অধিক কি, যেমন বারিধারাবর্ষী জলধর জল বর্ষণে পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করে, কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া শরবৃষ্টি দ্বারা ভীমসেনকে তদ্রূপ সমাবৃত করিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ সৈন্যগণের সহিত ভীমসেনের বল, বীর্য্য, পরাক্রম ও কার্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন।[১৬-৩৮] তিনি কর্ণ-সমুৎপন্ন উদ্ধূত সাগর-সদৃশ সেই শরবৃষ্টি, গণ্যই করিলেন না; প্রত্যুত ক্রোধভরে তাহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন।[৩৯] ভীমসেনের সুবর্ণপৃষ্ঠ-শোভিত ৎ শরাসন, আকর্ষণ দ্বারা মণ্ডলীকৃত দ্বিতীয় শক্রধনুর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, এবং তাহা হইতে সন্নতপর্ব্ব সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল প্রাদুর্ভূত হইয়া অম্বর মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলে, গগণমণ্ডল যেন শররাজি-বিরচিত কনকাবলীমালা দ্বারা শোভমান হইল[৪০-৪২]

তদনন্তর সূতপুত্র-নিক্ষিপ্ত আকাশ-স্থিত সেই সকল শরজাল, ভাগক্রমে ভীমের শরে সমাহত হইয়া বিশীর্ণ হইয়া পড়িল।[৬৩] তাঁহাদিগের উভয়ের অগ্নি স্পর্শ বেগগামী স্বর্ণপুঙ্খ শর-নিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইলে, প্রভাকর আর তাদৃশ প্রতিভাত হইলেন না, এবং বায়ুর গতিরোধ হইল; এমন কি তাঁহাদিগের শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত হওয়ায়, তৎকালে আর কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

অনন্তর সূত-পুত্র কর্ণ মহাত্মা ভীমসেনের বীর্য্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে অসংখ্য শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করত সমরে তাঁহা হইতে সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহারাজ। যেমন উভয় দিক্ হইতে সমাগত দুই বায়ুর পরস্পর সংঘট্টনে অগ্ন্যুৎপাত হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ নরসিংহ ভীম ও কর্ণের শর সকলের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণ হওয়ায় অন্তরীক্ষে ভয়ঙ্কর অগ্নির সৃষ্টি হইল। কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের বধাভিলাষে কর্ম্মার-মার্জ্জিত হেম-বিকৃত তীক্ষ্ণ বাণ সকল তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু বলবান্ অমর্ষী ভীমসেন সূতপুত্র হইতে সমধিক পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর সকলের প্রত্যেককে তিন খণ্ড করিয়া গগণ-মার্গেই শর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং কর্ণকে থাক্ থাক্ বলিয়া ক্রোধে অগ্নি-তুল্য হইয়া যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিবার অভিলাষেই তাঁহার প্রতি ভয়ানক শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তাঁহাদিগের উভয়ের গোধা নির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রের আঘাতে চটচটা শব্দ, সুমহা তল শব্দ, ভয়ঙ্কর সিংহনাদ, রথনেমি ও ধনুকের জ্যানির্ঘোষ, এই কয়েক শব্দ একত্র মিলিত হওয়ায়, সমরাঙ্গণে এক তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইল। তৎ কালে যোধবর্গ পরস্পর বধাভিলাষী কর্ণ ও ভীমের পরাক্রম দর্শনেচ্ছায় সকলেই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন, এবং দেবর্ষি

সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ তাঁহাদের উপর বার বার পুষ্প বর্ষণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান-পূর্ব্বক প্রশংসা করিলেন।[৫৪-৫৫] তদনন্তর দৃঢ় বিক্রমশালী মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে কর্ণ-প্রেরিত শরজাল নিবারিত করিয়া সংরম্ভ সহকারে তাঁহারে শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।[৫৬] মহাবলশালী কর্ণও সমরে ভীম-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল নিরাকৃত করিয়া আশীবিষ-তুল্য নয় নারাচ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৫৭] পরন্তু মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত সেই নয় নারাচ নভোমণ্ডলেই নয় শর দ্বারা ছেদন করিয়া তাঁহাকে থাক্ থাক্ বলিয়া গর্জ্জন-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ অন্তক ও যমদণ্ড-তুল্য এক শর গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৫৮-৫৯] প্রতাপবান্ কর্ণ ভীমের সেই শরকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া অম্লান-বদনে তিন শর দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৬০] পাণ্ডুপুত্র ভীম পুনরপি তাঁহার প্রতি উগ্রতর শর সকল বর্ষণ করিতে লাগিলে, তিনি তাহা নির্ভীকের ন্যায় প্রতিগ্রহ করিলেন।[৬১]

মহারাজ! ভীমসেন তাদৃশ প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলে, সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মায়া প্রভাবে সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহার তূণীর, ধনুর্জ্যা, অশ্বের রশ্মি ও যোক্ত্র ছেদন করিলেন; তৎ পরেই তাঁহার অশ্ব সকলকে নিপাতিত করিয়া সারথিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৬২-৬৩] ভীমের সারথি কর্ণের শরে সমাহত হইয়া সত্বর ভীমের রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যুধামন্যুর রথে গমন করিলেন। তখন অধিরথ-নন্দন কোপে কালানল-সদৃশ হইয়া হাস্যমুখে ভীমের রথ ধ্বজ ও পতাকা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু ভীমসেন জ্যা-শূন্য শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শক্তি গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে কর্ণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কর্ণ মহোল্কা-সন্নিভ সেই কনক-বিভূষিত শক্তিকে সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া ক্রোধ সহকারে

দশ শরে ছেদন করিলেন। তিনি মিত্র দুর্য্যোধনের প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক শর দ্বারা ভীম-প্রেরিত শক্তি দশ খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন ভীমসেন মৃত্যু বা জয়ের অন্যতর লাভ করিতে অভিষী হইয়া সুবর্ণ-চিত্রিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। পরন্তু সূতপুত্র কর্ণ হাস্য মুখে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সুন্দর প্রভা সমন্বিত চর্ম্ম বহুতর ভয়ানক শর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বৃকোদর, চর্ম্ম ও রথ-হীন হওয়ায় ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া বেগে এক মহান্ অসি পরিভ্রামিত করিয়া সূতপুত্রের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, উহা কর্ণের জ্যা-সমন্বিত শরাসন ছিন্ন করিয়া যেন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে নিপতিত হইল। তদনন্তর কর্ণ অক্ষুব্ধ-চিত্তে শত্রু-বিনাশক্ষম অতিশয় বেগ সহ দৃঢ়তর জ্যা-যুক্ত অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীমের সংহারেচ্ছায় ক্রোধভরে তাহাতে রুক্মপুঙ্খ অতি তীক্ষ্ণতর সহস্র সহস্র বাণ সংযত করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বলীয়ান্ ভীমসেন কর্ণ-শরাসন-প্রমুক্ত বহুতর শরনিকরে বধ্যমান হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণকে ব্যথিত করত রথ হইতে অন্তরীক্ষে সমুত্থিত হইলেন। সূতপুত্র সমর-বিজয়াভিলাষী ভীমের সেই অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শনে রথ-নীড়ে বিলীন হইয়া তাঁহারে বঞ্চিত করিলেন। বৃকোদর তাঁহাকে রথোপস্থে বিলীন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় অবলোকন করিয়া তাঁহার ধ্বজ-যষ্টি গ্রহণ-পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! বিহগরাজ গরুড় যেমন নভোমণ্ডল হইতে ভুজঙ্গের প্রতি আক্রমণ করে, তদ্রূপ কর্ণ-বধাভিলাষে ভীমসেন রথ হইতে গগণ-মার্গে সমুত্থিত হইলে, কৌরবগণ ও চারণগণ তাঁহার সেই কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। ভীমসেন স্বীয় রথ পশ্চাদ্ভাগে

রাখিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম প্রতিপালন-পূর্ব্বক নিরস্ত্রেই কর্ণের সহিত যুদ্ধার্থে ভূমিতলে অবস্থিত রহিলেন। সূতপুত্রও সেইরূপে তাঁহার আক্রমণ নিষ্ফল করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থে সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া রোষভরে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। মহাবলশালী নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও ভীম পরস্পর সমরে স্পর্দ্ধমান ও সমবেত হইয়া বর্ষাকাল-সম্ভূত দুই জলধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই দুই নরসিংহ ক্রোধে অধীর হইয়া দেবাসুরের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অস্ত্রবলে ভীমসেনকে শস্ত্র বিহীন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ভীত হইয়া, পূর্ব্বে অর্জ্জুন-শরে নিহত পর্ব্বতোপম হস্তি-রাশি নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া "এস্থানে অবশ্যই কর্ণের রথ গতি-প্রতিহত হইবে" এই বিবেচনায় অস্ত্র-শূন্য হস্তে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।[৬৮-৮৩] তিনি জীবন রক্ষার বাসনায় রথের গতি-রোধকারী সেই হস্তিরাশি দর্শনে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আর কর্ণকে প্রহার করিলেন না।[৮৪] মহারাজ! শত্রু-পুর-বিজয়ী ভীম শরীরের আচ্ছাদনাকাঙ্ক্ষী হইয়া, মহাবীর হনুমানের নানা প্রকার মহৌষধি-সমন্বিত গন্ধমাদন গিরি উত্তোলনের ন্যায়, ধনঞ্জয়ের শর-নিহত বৃহৎ এক হস্তী উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র তাঁহার সেই উত্তোলিত হস্তী বাণজালে খণ্ড খণ্ড করিলে, তিনি হস্তীর ছিন্ন সকল গ্রহণ করিয়া কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; এমন কি, তৎকালে বৃকোদর রণস্থলে চক্র ও ছিন্ন অশ্ব প্রভৃতি যে যে বস্তু দেখিতে পাইলেন, ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তৎ সমুদায়ই গ্রহণক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু রাধা-নন্দন তাঁহার পুন নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বস্তুই সুশাণিত শর-দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া লেন।[৮৫-৮৮] তখন ভীমসেন সুদারুণ বজ্রসার মুষ্টি বন্ধন-পূর্ব্বক

কর্ণকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তিনি সমর্থ হইয়াও অর্জ্জুনের কৃত কর্ণ-বধ-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আর তাঁহাকে বিনাশ করিলেন না।[৮৯-৯০] তদনন্তর কর্ণ ভীমসেনকে পুনঃপুন শাণিত শর-সমূহ দ্বারা প্রহার পূর্ব্বক ব্যাকুলেন্দ্রিয় ও বিমোহিত করিতে লাগিলেন;[৯১] কিন্তু তিনিও তৎকালে কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া সেই নিরস্ত্র ভীমসেনকে বিনাশ করিলেন না; কিন্তু ধাবমান হইয়া ধনুষ্কোটির দ্বারা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন।[৯২] ভীম তৎক্ষণাৎ কুপিত ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ণের শরাসন চ্ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন।[৯৩] কর্ণ ক্রোধে আরক্ত নেত্র হইয়া হাস্য করিতে করিতে পুনঃপুন এইরূপ কঠোর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন, অহে ক্লীব মূঢ়! তুমি কেবল উদরের বশীভূত, অস্ত্রবিদ্যায় তোমার কিছুমাত্র পারদর্শিতা নাই। অহে সমর ভীরু বালক! তুমি কদাচ আর মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না।[৯৪-৯৫] অহে নির্ব্বোধ! যে স্থলে নানা প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয় বস্তু আছে, তুমি সেই স্থানেই থাকিবার যোগ্য; কদাচ যুদ্ধ স্থলে অবস্থানের যোগ্য নহ।[৯৬] অহে ভীম! তোমার, ফলমূলাহারী হইয়া ব্রত নিয়ম পালন-পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করাই শ্রেয়; কেন না সংগ্রামে তুমি অতিশয় অপটু।[৯৭] বৎস! যুদ্ধ ও মুনি-ব্রতে অনেক অন্তর, অতএব তুমি অরণ্যেই গমন কর; বিশেষত বনবাস বিষয়েই তোমার অভিরুচি, সুতরাং যুদ্ধ করা তোমার পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয় নহে।[৯৮] অহে দুর্ব্বুদ্ধি বৃকোদর! তুমি কেবল গৃহে ভোজনার্থ ত্বরান্বিত হইয়া সূদ ও দাস-প্রভৃতি ভৃত্যগণকে ক্রোধে তাড়না করিতে অথবা অরণ্যচারী মুনিদিগের ব্রতাবলম্বন-পূর্ব্বক ফলাদি ভোজন করিতে উপযুক্ত, অতএব অরণ্য বাসই

তোমার পক্ষে বিধেয়; সমরে তোমার কিছুমাত্র নৈপুণ্য নাই।[৯৯.১০০] বৃকোদর! আমি জানিলাম যে, তুমি কেবল ফল মূল ভোজন ও অতিথি সেবাতেই পটু, অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।[১০১]

মহারাজ! তৎকালে কর্ণ ভীমসেনকে এইরূপ ও তাঁহার বাল্য-কাল-কৃত অপ্রিয় কার্য্য বিষয়ক অন্যান্য নানা প্রকার পরুষ বাক্য সকল শ্রবণ করাইলেন।[১০২] অনন্তর সেই দুরবস্থাপন্ন পাণ্ডু-পুত্রকে তিনি পুনরায় ধনুর্দ্ধারা স্পর্শ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন।[১০৩] অহে রাজ-পুত্র! তুমি আর কদাপি মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না, আপনার সমযোগ্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবে; মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে এইরূপ অথবা ইহা হইতে অন্য প্রকার অবস্থাও ঘটিয়া থাকে;[১০৪] অতএব যে স্থানে কৃষ্ণার্জ্জুন অবস্থান করিতেছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর; কেন না তাঁহারা তোমাকে সমরে রক্ষা করিবেন। অথবা তোমার গৃহে গমন করাই শ্রেয়; তুমি বালক, যুদ্ধে তোমার কোন প্রয়োজন নাই।[১০৫] মহাবীর বৃকোদর কর্ণের সেই নিদারুণ বচন শ্রবণ করিয়া হাস্য করত সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহারে বলিলেন।[১০৬] হে মূঢ় কর্ণ! আমি তোমারে বারম্বার পরাজিত করিয়াছি। তবে কি নিমিত্ত তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। পূর্ব্বতন লোকেরা দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় পরাজয় অবলোকন করিয়াছেন।[১০৭] হে দুষ্কুলোদ্ভব! তুমি একবার আমার সহিত মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে অদ্যই আমি সমস্ত রাজগণ সমক্ষে মহাবল পরাক্রান্ত বৃহৎ কায়কীচকের ন্যায় তোমারে সংহার করিব। তখন মতিমান কর্ণ ভীমের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে মল্ল যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন।

মহারাজ! সূতপুত্র এইরূপে ভীমসেনকে রথভ্রষ্ট করিয়া বৃষ্ণিকুল-সিংহ কৃষ্ণ ও মহাত্মা ধনঞ্জয়ের সমক্ষে বারংবার আত্ম-শ্লাঘা করিতে

লাগিলে, কপিধ্বজ-রথারোহী মহাবীর অর্জ্জুন কেশবের বাক্যানু-
সারে সূত-পুত্রের প্রতি শাণিত শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
সেই সকল কনক বিভূষিত বাণ ধনঞ্জয়ের ভুজ-বলে গাণ্ডীব শরাসন
হইতে বিমুক্ত হইয়া, যেমন হংসগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত
মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ কর্ণের শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।
ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-প্রেরিত ভুজঙ্গ-সদৃশ শর প্রভাবে ভীমের নিকট হইতে
সূতপুত্রকে নিরাকৃত, এবং তৎ কর্তৃক ভ্রাতার পরাজয় নিমিত্ত
অত্যন্ত ক্রোধভরে তাঁহার শরাসন ছেদন ও তাঁহারেও দৃঢ়তর শর
দ্বারা সমাহত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সমরে ভীমকে পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক রথারোহণে সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং ভীম-
সেনও ভ্রাতা সব্যসাচীর সমীপে গমন করিবার মানসে সাত্যকির
রথের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তরস্বী ধনঞ্জয় কোপে
অন্তক-সদৃশ হইয়া আরক্ত-নয়নে কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্যু-তুল্য
এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। যেমন বিহগরাজ গরুড় ভুজঙ্গ-ভোজ-
নাভিলাষে বেগে আকাশ হইতে পতিত হয়েন, তদ্রূপ গাণ্ডীব-প্রমুক্ত
সেই নারাচ কর্ণের প্রতি বেগে আপতিত হইতেছে অবলোকন
করিয়া আচার্য্য-নন্দন মহারথী অশ্বত্থামা ধনঞ্জয় হইতে কর্ণের উদ্ধা-
রের মানসে গগণ-মার্গেই উহা শর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।
নারাচ ব্যর্থ হইলে অর্জ্জুন অশ্বত্থামার প্রতি অতিমাত্র কুপিত হইয়া
"পলায়ন করিও না অবস্থান-পূর্ব্বক যুদ্ধ কর," এই কথা বলিয়া
তাঁহাকে চতুঃষষ্টি সায়কে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণ নন্দন অর্জ্জুনের
শরে অতিশয় নিপীড়িত হইয়া সত্বর মত্ত মাতঙ্গ-সমাকীর্ণ রথ-সঙ্কুল
সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর কুন্তী-নন্দন মহাবীর অর্জ্জুন
গাণ্ডীব-নির্ঘোষে রণস্থল-স্থিত সুবর্ণ-পৃষ্ঠ-শোভিত সমস্ত শরাসনের
আস্ফালন শব্দ অন্তর্হিত করিলেন, এবং অশ্বত্থামা পশ্চাদ্ভাগে অনতি

দূর প্রস্থিত না হইতেই শর-প্রভাবে তাঁহারে ত্রাসিত ও কঙ্কপত্র-বিরাজিত নারাচ দ্বারা তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণের কলেবর বিদারণ করত সৈন্য-ক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! তৎকালে ইন্দ্র-নন্দন অর্জ্জুন কোপে প্রজ্বলিত হইয়া এইরূপে আপনার সেই নর বারণ বাজি-সঙ্কুল সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন।[১০৮.১২৫]

ভীম কর্ণ সংগ্রামে একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! প্রতি দিন কেবল আমাদিগেরই বহুতর যোধবর্গ বিপক্ষ শরে নিহত ও প্রদীপ্ত যশোরাশির বিলোপ হইতেছে; অতএব বোধ হয়, কাল বিপর্য্যয়েই এরূপ ঘটিতেছে; নচেৎ যে স্থলে অশ্বত্থামা ও কর্ণের রক্ষিত সৈন্য মধ্যে দেবগণও প্রবেশ করিতে সমর্থ নহেন, সে স্থলে ধনঞ্জয় একাকী আমাদিগের তাদৃশ সৈন্য মধ্যেও প্রবিষ্ট হইল; তাহাতে আবার প্রভূত-বীর্য্যশালী কৃষ্ণ, ভীম ও শিনিপ্রবর সাত্যকির সহিত মিলিত হওয়ায় তাহার পরাক্রম সম্যক্ বর্দ্ধিত হইয়াছে।[১-৩] সঞ্জয়! বলিব কি, ঐ সম্বাদ শ্রবণাবধি, স্বীয় আধার স্থান দাহনকারী অগ্নির ন্যায় হৃদয়-স্থিত শোকাগ্নি নিরন্তর আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছে। আমি জয়দ্রথ প্রভৃতি মহীপালগণকে যেন কালগ্রাসে নিপতিত মনে করিতেছি,[৪] বিশেষত সিন্ধুরাজ কিরিটীর মহৎ অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছেন, অতএব তিনি এক্ষণে তাহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া আর কিরূপে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন?[৫] সঞ্জয়! আমি অনুমানেই বুঝিয়াছি সমরে সিন্ধুপতি পরিত্রাণ পাইবেন না; যাহা হউক সেই যুদ্ধ যে রূপ হইয়াছিল, তুমি তাহার যথার্থ বিবরণ আমার নিকট কীর্ত্তন কর,[৬]

এবং যিনি একাকীই, নলিনী-দল-বিদলনকারী ক্রুদ্ধ কুঞ্জরের ন্যায় ধনঞ্জয়ের সাহায্য করণাভিলাষে বারংবার আমার মহৎ সৈন্য আলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকির যুদ্ধের বিষয়ও আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট বর্ণন কর; সঞ্জয়! বক্তৃতা বিষয়ে তুমি অতিশয় নিপুণ।[৭-৮]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শিনিপ্রবীর সাত্যকি মহীপালগণের সমক্ষে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমকে কর্ণ-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া তাদৃশ প্রকারে গমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে শরৎকালীন প্রখর-রশ্মিমালী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া বর্ষাকাল-সম্ভূত জলদপটলীর ন্যায় গর্জ্জন-পূর্ব্বক দৃঢ়তর শরাসন প্রভাবে আপনার পুত্রের সৈন্যদিগকে বিকম্পিত করিয়া শত্রু সংহার করিতে করিতে রথারোহণে তাঁহার অনুগামী হইলেন।[৯-১০] রণাঙ্গনে-মধু-কুল-তিলক মহাবীর সাত্যকি গর্জ্জন-পূর্ব্বক রজত-সংকাশ অশ্বগণ দ্বারা গমন করিতে লাগিলে, আপনার পক্ষীয় কোন বীরই তাঁহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।[১১] সমরে অনিবর্ত্তী রাজ-শ্রেষ্ঠ অলম্বুষ কাঞ্চনময় বর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত মধুকুলাগ্রগণ্য সাত্যকির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন।[১২] তাঁহাদিগের উভয়ের যাদৃশ সংগ্রাম হইল, তাদৃশ সংগ্রাম আর কদাপি উপস্থিত হয় নাই; এমন কি, তৎকালে কি আপনার, কি বিপক্ষ পক্ষের, উভয় পক্ষীয় যোধগণই সমর-শোভী সেই দুই বীরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।[১৩] রাজপ্রবর অলম্বুষ সাত্যকিরে লক্ষ্য করিয়া বল-পূর্ব্বক দশ বাণ পরিত্যাগ করিলে, তিনি তাহা নিকটস্থ না হইতেই শর নিকর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[১৪] বাণ ব্যর্থ হইলে, তিনি পুনরায় সুবর্ণ-পুঙ্খান্বিত নিশিত অগ্নি-কল্প তিন বাণ সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলে, ঐ সকল শর তাঁহার দেহাবরণ বিদারণ

করিয়া শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।[১৫] রাজা অলম্বুষ বায়ু-তুল্য বেগগামী জ্বলদগ্নি-সদৃশ সেই সকল শাণিত শর দ্বারা সাত্যকির শরীর বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার রজত-প্রভ অশ্ব-চতুষ্টয়কে চারি বাণে বলপূর্ব্বক সমাহত করিলেন।[১৬] কৃষ্ণ-তুল্য প্রভাবশালী মহাবেগ সম্পন্ন শিনি-পৌত্র সাত্যকি অলম্বুষের শরে তাদৃশ সমাহত হইয়া মহাবেগবান্ চারি শর দ্বারা অলম্বুষের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন।[১৭] পরে কালানল সন্নিভ অপর এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা অলম্বুষের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া তাঁহার সুবর্ণ কুণ্ডল-সমলঙ্কৃত পূর্ণ-শশধর-সদৃশ-সমুজ্জ্বলিত-বদন-সুশোভিত মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন।[১৮]

মহারাজ! শত্রুকুল-প্রমাথী যদুকুল-প্রবর বীর সাত্যকি রাজবংশসম্ভূত রাজা অলম্বুষকে নিহত ও আপনার সৈন্যগণকে নিবারিত করিয়া অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতে লাগিলে, তাঁহার সিন্ধু দেশ সমুদ্ভব, সুবর্ণ-জাল-জড়িত, গো-দুগ্ধ, কুন্দকুসুম, চন্দ্র বা হিম সবর্ণ সদশ্বগণ এমনি সুশিক্ষিত ও সারথির বশীভূত যে, সেই নরসিংহ যে যে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, সেই সেই স্থানেই তাহারা রথ লইয়া উপস্থিত করিল। হে আজমীঢ়-কুল-ভূষণ! যেমন প্রচণ্ড প্রভঞ্জন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ বৃষ্ণিপ্রবর সাত্যকিকে বিপক্ষ মধ্যে বিপক্ষ সংহার করিতে করিতে সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া, বিপক্ষ সৈন্যের বেগ সহনশীল আপনার পুত্রগণ অপরাপর সেনার সহিত মিলিত হইয়া যোধ-মুখ্য দুঃশাসনকে অগ্রে করিয়া সাত্যকিরে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। সাত্বত-কুল-তিলক অমিত্রঘাতী শিনি-পৌত্র বাণজালে তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত বাণ নিবারণ করিলেন এবং শরাসন উদ্যত করিয়া অগ্নিকল্প বাণ দ্বারা দুঃশাসনের তুরঙ্গ সকল সংহার করিয়া ফেলি-

লেন। মহারাজ! কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় পুরুষপ্রবীর সাত্যকির কার্য্য অবলোকন করিয়া অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।[১৯.২৫]

অলম্বুষরাজ বধে চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪০॥

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! সুবর্ণ-বিকৃত ধ্বজ-সমন্বিত ত্রিগর্ত্ত সৈন্য দিগের মধ্যে মহারথিগণ মহাবাহু সাত্যকিরে ধনঞ্জয়ের জয়াভিলাষে অসীম সাগর-সদৃশ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট এবং ত্বরা সহকারে দুঃশাসনের রথ-সমীপে গমনোদ্যত দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে রথ-সমূহ-দ্বারা তাঁহারে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক নিবারণ করত নিরন্তর শরজাল বিকীরণ করিতে লাগিলেন।[১.৩] পরন্তু সত্যবিক্রম সাত্যকি তল-শব্দ-সমাকুল, অসি, শক্তি ও গদা-পূর্ণ অপার জলধি-তুল্য সেই ভারতী সেনার মধ্যভাগে থাকিয়াই, সমরে যত্নপরায়ণ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বিপক্ষ পঞ্চাশৎ রাজকুমারকে একাকীই পরাজিত করিলেন মহারাজ! সে স্থানে সাত্যকির এই এক অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিলাম যে, আমরা তাঁহাকে পশ্চিম দিকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র পুনরায় তিনি নয়ন পথে নিপতিত হইলেন; সেইরূপ পূর্ব্ব হইতে উত্তর দিকে ও তথা হইতে দক্ষিণ দিকে, যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তখনই সেই বীর লাঘব-প্রযুক্ত সেই দিকেই আমাদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া রথমার্গে যেন নৃত্য করিতে করিতে একাকীই শত রথীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।[৬-৭] ত্রিগর্ত্তগণ সকলেই সিংহ-বিক্রান্তগামী সাত্যকির তাদৃশ অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া স্বজন-সমীপে প্রতিনিবৃত্ত হইল[৮]

তখন শূরসেন দেশীয় শৌর্য্য সম্পন্ন বীরগণ অঙ্কুশ দ্বারা যেমন মত্তমাতঙ্গকে নিবারণ করে, তদ্রূপ সাত্যকিরে শর নিপীড়িত করিয়া

নিবারণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যবিক্রম মহাত্মা সাত্যকি ক্ষণ কাল মধ্যে তাহাদিগকে নিরাকৃত করিয়া কলিঙ্গ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।[১০] তদনন্তর সেই মহাবাহু দুর্জ্জয় কলিঙ্গ সৈন্য অতিক্রম করিয়া পৃথা-পুত্র ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইলেন।[১১] হে ভারত! কোন ব্যক্তি যেমন সলিলরাশি সন্তরণে শ্রান্ত হইয়া স্থল প্রাপ্ত হইলে আশ্বাসিত হয়, তদ্রূপ যুযুধান, পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া সমাশ্বস্ত হইলেন।[১২] সাত্যকি আগমন করিতেছেন অবলোকন করিয়া কেশব অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে পার্থ! ঐ তোমার পদানুসারী শিনি-বংশাবতংস সাত্যকি তোমার নিকট আগমন করিতেছেন;[১৩] উনি তোমার সখা ও শিষ্য, এবং উহাঁর পরাক্রম অক্ষয়। ঐ পুরুষশ্রেষ্ঠ সমস্ত যোদ্ধাকে তৃণ-তুল্য জ্ঞান করিয়া পরাজিত করিয়াছেন।[১৪] উনি তোমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম; উনি কৌরব-সৈন্য মধ্যে ঘোরতর উপদ্রব উৎপাদন করিয়া তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।[১৫] উনি শস্ত্র-প্রভাবে আচার্য্য দ্রোণ ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাকে তুচ্ছ করিয়াছেন।[১৬] অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ঐ মহাবীর, ধর্ম্মরাজের প্রিয় কামনায় প্রধান প্রধান যোদ্ধাকে নিপাতিত করিয়াছেন।[১৭] উনি অদ্য তোমার দর্শনেচ্ছু হইয়া কৌরব সৈন্য মধ্যে অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন।[১৮] উনি এক রথেই আচার্য্যপ্রমুখ বহুতর মহারথীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন।[১৯] ধর্ম্মরাজের আদেশিত হইয়া উনি স্বীয় বাহুবলের আশ্রয়েই কৌরবদিগের ব্যূহিত সৈন্য বিদারণ করিয়াছেন।[২০] এই সমস্ত কৌরব-দলের মধ্যেও উহার তুল্য যোদ্ধা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।[২১] যেমন গো যূথ হইতে সিংহ অনায়াসে মুক্ত হয়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর অসংখ্য কুরুসৈন্য সংহার করিয়া তন্মধ্য হইতে মুক্ত হইয়াছেন।[২২] উনি শস্ত্রবলে সহস্র সহস্র রাজগণের পঙ্কজ-সদৃশ বদন-মণ্ডলে বসুধা সমাকীর্ণ করিয়া বেগ সহ-

কারে তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।[২৩] অদ্য উনি, শত ভ্রাতার সহিত কুরুপতি দুর্য্যোধনকে পরাজিত ও রাজা জলসন্ধকে নিহত করিয়াছেন।[২৪] অধিক কি, অদ্য সাত্যকি শস্ত্রপ্রভাবে কৌরবগণকে তৃণ-তুল্য নিরাকৃত ও শোণিত-কর্দ্দমান্বিতা রুধির-প্রবাহবতী নদীর উৎপাদন করিয়াছেন।[২৫]

তদনন্তর অর্জ্জুন অপ্রহৃষ্ট-চিত্তে কেশবকে বলিলেন, হে মহাবাহু কেশব! সাত্যকির আগমনে আমি সন্তুষ্ট হই নাই;[২৬] ধর্ম্মরাজের যে, কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতেছি না; তিনি সাত্যকি-বিহীন হইয়া জীবিত আছেন কি না সন্দেহ।[২৭] কৃষ্ণ! ধর্ম্মরাজের রক্ষা করাই উহাঁর কর্ত্তব্য ছিল, তাহা না করিয়া উনি আমার নিকট কি নিমিত্ত আগমন করিলেন?[২৮] ধর্ম্মরাজকে দ্রোণের হস্তে উৎসর্গ করা হইয়াছে, জয়দ্রথও এ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই; আবার ভূরিশ্রবা ঐ সাত্যকির সহিত যুদ্ধার্থে প্রত্যুদ্গত হইতেছেন;[২৯] অতএব জয়দ্রথ বধ নিমিত্ত আমারে গুরুতর ভারে আক্রান্ত হইতে হইল; কেন না এক্ষণে ধর্ম্মরাজের সংবাদ আনয়ন করা, সাত্যকির রক্ষা ও সিন্ধুরাজের বিনাশ, এই তিনটিই অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে; কিন্তু দিবাকর অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিবার উপক্রম করিতেছেন। এ দিকে মহাবাহু সাত্যকিও শ্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে[৩০,৩১] এবং তাঁহার অশ্বগণ ও সারথি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু ভূরিশ্রবা অশ্রান্ত ও সহায়-সম্পন্ন আছেন।[৩২] হে কেশব! এক্ষণে এই যুদ্ধে সাত্যকির কি মঙ্গল হইবে? মহাবলশালী সত্য-বিক্রম শিনি-পুঙ্গব সাত্যকি, সাগর উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে কি গোষ্পদ প্রাপ্ত হইয়া অবসন্ন হইবেন? অস্ত্রবিদ্যা-পারদর্শী কৌরব প্রধান মহাত্মা ভূরিশ্রবার সহিত সমরে সঙ্গত হইয়া সাত্যকি কি কুশলে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন? কেশব! ধর্ম্মরাজের এ কি

বুদ্ধি বিপর্য্যয় দেখিতেছি! তিনি দ্রোণাচার্য্যের ভয়ে শঙ্কিত না হইয়া সাত্যকিরে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য আমিষ গ্রহণার্থী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় প্রতি নিয়তই তাঁহার গ্রহণার্থে চেষ্টা করিয়া থাকেন; অতএব ধর্ম্মরাজ কুশলী আছেন কি না সন্দেহ।[৩৩-৩৭]

অর্জ্জুনের সাত্যকি দর্শন বিষয়ক একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভূরিশ্রবা যুদ্ধ দুর্ম্মদ শিনিপুঙ্গব সাত্যকিরে সেইরূপে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সহসা তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইয়া বলিলেন, অহে দাশার্হ! অদ্য তুমি ভাগ্যক্রমেই আমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছ।[১-২] অদ্য আমি সমরে চির সঞ্চিত কামনা পূর্ণ করিব; যদি তুমি রণ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে জীবনসত্ত্বে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না।[৩] তুমি সর্ব্বদাই শৌর্য্যাভিমান করিয়া থাক, কিন্তু অদ্য আমি তোমারে সমরে সংহার করিয়া কুরুপতি সুযোধনকে আনন্দিত করিব।[৪] অদ্য মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সমবেত হইয়া তোমারে আমার শরাগ্নিতে দগ্ধ ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিবেন।[৫] ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অদ্য তোমারে আমার হস্তে নিহত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হইবেন সন্দেহ নাই; কেন না তাঁহার আদেশানুসারেই তুমি এই ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ।[৬] তুমি আমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়া শোণিত-সিক্ত-কলেবরে ধরাশায়ী হইলে, পৃথা-পুত্র ধনঞ্জয়ও অদ্য আমার বিক্রমের পরিচয় লাভ করিবেন।[৭] পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে বলি রাজার সহিত সুরপতি ইন্দ্রের যে রূপ যুদ্ধ

উপস্থিত হইয়াছিল, আমার চিরাভিলষিত এই যে, তোমার সহিত আমার তদ্রূপ যুদ্ধ উপস্থিত হয়;[৮] অতএব হে সাত্বত! অদ্য আমি তোমার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, তাহা হইলেই তুমি আমার বল, বীর্য্য ও পুরুষকারের বিষয় বিলক্ষণ রূপে বিদিত হইতে পারিবে।[৯] অহে মাধব! যেমন রক্ষঃকুলনিধি রাবণ-পুত্র রামানুজ লক্ষ্মণের শরে নিহত হইয়াছিলেন, অদ্য তুমিও সেইরূপ আমার শরে নিহত হইয়া শমন-ভবনে গমন করিবে।[১০] তুমি হত হইলে অদ্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার্জ্জুন নিশ্চয়ই নিরুৎসাহ হইয়া সমর পরিত্যাগ করিবেন।[১১] অহে মাধব! অদ্য আমি তোমারে নিশিত শরনিকরে সংহার করিয়া, তোমার শর-নিহত বীরবর্গের বিধবা রমণীগণকে আনন্দিত করিব।[১২] যখন তুমি আমার নেত্র-পথে নিপতিত হইয়াছ, তখন সিংহের দৃষ্টিগোচরে পতিত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় কখনই মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে না।[১৩]

ভূরিশ্রবার বাক্য শ্রবণে যুযুধান হাসিতে হাসিতে তাঁহারে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, অহে কৌরব! সংগ্রামে কদাপি আমার ভয় হয় না; যে ব্যক্তি রণস্থলে আমারে নিরস্ত্র করিতে পারিবে, সেই আমার বিনাশে সমর্থ হইবে, নতুবা কেবল বাক্য দ্বারা আমারে সন্ত্রাসিত করা কাহারও সাধ্য নহে।[১৪ ১৫] সমরে যিনি আমাকে নিহত করিবেন, তিনি ইহ সংসারে দীর্ঘকাল নিরাপদে অবস্থান করিতে পারিবেন; যাহা হউক, আর বৃথা বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, তুমি আমারে যেরূপ বলিলে, তাহা কার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে তৎপর হও।[১৬] অহে বীর! শরৎকালীন মেঘের নিষ্ফল গর্জ্জনের ন্যায় তোমার বৃথা গর্জ্জিত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমার হাস্য উপস্থিত হইতেছে।[১৭] অপিচ তোমার সহিত যুদ্ধ করণাভিলাষে আমারও অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যগ্র হইতেছে, অতএব আমার

সহিত যে তোমার চির দিনের সমর-বাসনা আছে, তাহা অদ্যই সম্পন্ন হউক; অহে পুরুষাধম! অদ্য আমি তোমারে সংহার না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন তেজস্বী নরসিংহ সাত্যকি ও ভূরিশ্রবা পরস্পর পরস্পরকে বাক্-শল্যে যেরূপ পীড়িত করিতেছিলেন, তদ্রূপই পরস্পর জিঘাংসা-পরবশ হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং করিণী গ্রহণার্থী দুই কুপিত মদোৎকট মাতঙ্গের ন্যায় উভয়ে পরস্পর স্পর্দ্ধাশীল ও রোষাবিষ্ট হইয়া, বারিধারাবর্ষী বারিদযুগলের ন্যায় নিরন্তর ভয়ঙ্কর শরধারা বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! সোমদত্ত-নন্দন, সাত্যকিরে সংহার করিবার মানসে শীঘ্রগামী শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত শাণিত দশ শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং তৎ পরেই তিনি সেই শিনিপ্রবরের বিনাশ বাসনায় অসংখ্য শরজাল বিমোচন করিতে লাগিলেন। সেই সকল তীক্ষ্ণ বাণজাল নিকটস্থ না হইতেই মহাবীর সাত্যকি অস্ত্রমায়া প্রভাবে ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সৎকুল-সম্ভব কুরু ও বৃষ্ণিবংশের যশোবর্দ্ধনকারী বীর ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি নিরন্তর শস্ত্রবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন নখ দ্বারা দুই শার্দ্দূল ও দন্ত দ্বারা দুই মত্ত মাতঙ্গ পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহার করে, তদ্রূপ তাঁহারা দুই জনে রথশক্তি ও বহুতর শর-নিকরে পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে উভয়েরই শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, গাত্র হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।[১৮-২৭] মহারাজ! কুরু ও বৃষ্ণিকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী সৎকর্ম্মশালী সেই দুই বীর এইরূপে প্রাণ পণে যুদ্ধ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে স্তম্ভিত করিয়া যুথপতি মাতঙ্গ-দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মলোক-প্রতিষ্ঠিত সেই বীর যুগল অচির কালমধ্যে পরম ধামে গমন করিবার মানসে, তাঁহাদিগের যুদ্ধ দর্শনে প্রহৃষ্ট-চিত্ত আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণের সমক্ষে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বাণ বর্ষণ-পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই দুই যোধপ্রধান, হস্তিনী গ্রহণার্থে যুধ্যমান যূথপতি কুঞ্জর-যুগলের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলে, সমস্ত সৈন্যগণ তাঁহাদিগের উভয়ের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তদনন্তর তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের অশ্ব সকল নিহত এবং শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলে, উভয়েই রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসিযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়া চিত্রিত মনোহর বিপুল আর্ষভ চর্ম্ম গ্রহণ ও কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুদমনকারী ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি যথা ভাগক্রমে মণ্ডলাকার গতি-দ্বারা যুদ্ধ-বিষয়ক বিবিধ বর্ত্ম প্রদর্শন করত বিচরণ-পূর্ব্বক ক্রোধভরে উভয়েই উভয়কে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই দুই যশস্বী বীর বর্ম্ম, তাঁহারা ও অঙ্গদাদি-ভূষণ ধারণ করিয়া খড়্গ হস্তে ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, দ্রুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ-প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন ও পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী হইয়া আশ্চর্য্য রূপে উল্লম্ফন পূর্ব্বক পরস্পরকে অসি প্রহার করিতে লাগিলেন।[২৮ ৩৮] সেই যুগল রণদক্ষ বীর আপনাদের লাঘব, সৌষ্ঠব ও শিক্ষাবল প্রদর্শন-পূর্ব্বক উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন,[৩৮] এবং সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতে উভয়েই উভয়কে কিয়ৎক্ষণ প্রহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।[৩৯] তদনন্তর পুরুষব্যাঘ্র মহাবাহু সাত্যকি ও ভূরিশ্রবা পরস্পর খড়্গ দ্বারা পরস্পরের শত চন্দ্রক-চিত্রিত চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া বাহু যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৪০] বিশাল-বক্ষ ও দীর্ঘবাহু-সমন্বিত বাহু-যুদ্ধ-কুশল সেই যুগল বীর লৌহময় পরিঘ-তুল্য বাহু-

দ্বারা সমরে সমাসক্ত হইলেন।[৪১] মহারাজ! তাঁহাদিগের শিক্ষা-নৈপুণ্য-প্রযুক্ত ভুজাঘাত, হস্ত ধারণ ও গলে হস্তার্পণ অবলোকন করিয়া তত্রত্য সমস্ত সৈনিকগণের হর্ষোৎপত্তি হইল।[৪২] সেই দুই নরবীর এইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলে, বজ্র-বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইল।[৪৩] যেমন দন্ত দ্বারা দুই হস্তী ও শৃঙ্গ দ্বারা দুই মহাবৃষ যুদ্ধ করে, তদ্রূপ কুরুপ্রবর ও সাত্বত-কুল-প্রধান দুই মহাবীর পরস্পর কখন ভুজপাশ-দ্বারা বন্ধন, কখন মস্তকে মস্তকাঘাত, কখন বা চরণাকর্ষণ, কখন তোমর, অঙ্কুশ ও চাপনিক্ষেপ, কখন পাদ-বন্ধন, কখন উদর বন্ধ, কখন ভূমিতলে উদ্ভ্রমণ, কখন বা গমন, প্রত্যাগমন, আস্ফালন, ভূমি প্রাপন, সমুত্থান ও লম্ফ প্রদান প্রভৃতি নানা প্রকার কৌশল প্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; এমন কি, বাহু-যুদ্ধে যে দ্বাত্রিংশৎ প্রকার প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, রণপ্রবৃত্ত সেই দুই মহাবলবান্ সমরাঙ্গণে তৎ সমস্তই প্রদর্শন করিলেন।[৪৪-৪৫]

তদনন্তর সাত্যকিকে নিরস্ত্র হইয়া তাদৃশ প্রকারে যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া বাসুদেব অর্জ্জুনকে বলিলেন, পার্থ! ঐ দেখ, সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি রথ-বিহীন হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন।[৪৮] উনি তোমার অনুগামী হইয়া মহাবীর্য্যশালিনী কৌরবী-সেনা ভেদ করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন।[৪৯] এক্ষণে ভূরিদক্ষিণা-প্রদ ভূরিশ্রবা ঐ যোধপ্রধানকে নিতান্ত পরিশ্রান্ত-ভাবে আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধ বাসনায় উহাঁরে আক্রমণ করিয়াছেন, ইহা অতি অনুচিত বোধ হইতেছে। মহারাজ! বাসুদেব এইরূপ বলিতেছেন, এই সময়ে যুদ্ধদুর্ম্মদ ভূরিশ্রবা ক্রোধভরে, যেমন এক মত্ত মাতঙ্গ অপর মত্ত মাতঙ্গের প্রতি আঘাত করে, তদ্রূপ, সর্ব্ব যোধাগ্রগণ্য রণ-নিষ্ঠুর রথস্থ কেশবার্জ্জুনের সমক্ষেই সাত্যকিরে উত্তোলন-পূর্ব্বক

আঘাত করিলেন।[৫০-৫২] মহাবাহু কৃষ্ণ সাত্যকির তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে পুনরায় অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে অনঘ! যে বীর রণস্থলে অসংখ্য সৈন্যের অজেয়, ঐ দেখ, অদ্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের অগ্রগণ্য সেই সাত্যকি সমরে ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়াছেন।[৫৩] উনি অদ্য সমরে অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই এক্ষণে ভূরিশ্রবা-কর্ত্তৃক ভূমিতলে পাতিত হইয়াছেন; অতএব হে ধনঞ্জয়! তুমি উঁহারে রক্ষা কর; উনি তোমার শিষ্য ও অতিশয় শৌর্য্যশালী;[৫৪] বিশেষত তুমি শত্রু-বিনাশে সামর্থ্যবান্, অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহাতে সাত্যকি তোমার সাহায্য করিতে আসিয়া ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী না হন, তুমি তদ্বিষয়ের প্রতিকারার্থে সত্বর যত্নবান্ হও।[৫৫] বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, যেমন অরণ্য মধ্যে যূথপতি সিংহ মহামত্ত মাতঙ্গকে লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ কুরুপুঙ্গব ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিবীর সাত্যকিরে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ধনঞ্জয় বাসুদেবকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে মহাবাহু ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে উত্তোলিত করিয়া আঘাত করায়, সৈন্যমধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল।[৫৬-৫৮] যেরূপ মৃগেন্দ্র মাতঙ্গকে বিকর্ষণ করত শোভা পাইতে থাকে, সেইরূপ ভূরিদক্ষিণাপ্রদ ভূরিশ্রবা সমরে সাত্বতপ্রবরকে বিকর্ষণ-পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন।[৫৯] তদনন্তর তিনি কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া সাত্যকির কেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন,[৬০] এবং তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। পরন্তু কুলাল যেমন দণ্ড দ্বারা চক্র ভ্রামিত করে, তদ্রূপ সাত্যকিও তৎকালে ভূরিশ্রবা যে হস্তে তাঁহার কেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গৃহীতকেশ বাহুর সহিত

বেগে স্বীয় মস্তক পরিভ্রামিত করিতে লাগিলেন।[৬১-৬২] মহারাজ! বাসুদেব সাত্যকিরে ভূরিশ্রবা-কর্ত্তৃক তাদৃশ আকৃষ্ট অবলোকন করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে বলিলেন,[৬৩] হে মহাবাহু পার্থ! দেখ, বৃষ্ণি ও অন্ধককুলের অগ্রগণ্য সাত্যকি এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপেই ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়াছেন উনি তোমার শিষ্য এবং ধনুর্ব্বিদ্যাতেও তোমা হইতে ন্যূন নহেন;[৬৪] কিন্তু ভূরিশ্রবা উহাঁরে পরিশ্রান্ত পাইয়া সমধিক পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক উহাঁর সেই সত্যবিক্রম নামটি ব্যর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন।[৬৫] ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূরিশ্রবারে মনে মনে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন,[৬৬] 'কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী ভূরিশ্রবা যে বৃষ্ণিকুলপ্রবর সাত্যকিরে ক্রীড়া করণের ন্যায় বিকর্ষণ এবং অরণ্যস্থ মত্ত মাতঙ্গাক্রমণকারী কেশরীর ন্যায় আক্রান্ত করিতেছেন, ইহাতে উনি আমারে অতিশয় আনন্দিত করিতেছেন।'[৬৭.৬৮] পৃথা-নন্দন মহাবাহু ধনঞ্জয় এই প্রকারে কৌরব প্রধান ভূরিশ্রবারে প্রশংসা করিয়া বাসুদেবকে বলিলেন,[৬৯] মাধব! আমার দৃষ্টি নিয়ত সিন্ধুরাজের প্রতিই সমাসক্ত ছিল, এই নিমিত্তই সাত্যকিকে অবলোকন করি নাই; যাহা হউক এক্ষণে আমি যদুকুল-তিলক সাত্যকির নিমিত্ত অতি দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।[৭০] মহারাজ! তখন অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া বাসুদেবের আদেশানুসারে অতি তীক্ষ্ণ ক্ষুরাস্ত্র গাণ্ডীবে যোজনা করিলেন।[৭১] ধনঞ্জয়-ভুজ-প্রমুক্ত সেই বাণ নভস্তল-বিচ্যুত মহোল্কার ন্যায় আপতিত হইয়া ভূরিশ্রবার অঙ্গদ-বিভূষিত খড়্গ সমবেত সেই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিল।[৭২]

ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ বিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভূরিশ্রবার, প্রহারোদ্যত মহার্হ অঙ্গদ সুশোভিত খড়্গ-সমন্বিত মনোহর দক্ষিণ বাহু, তরস্বী কিরীটীর ক্ষুরাস্ত্রে অলক্ষিত রূপে ছিন্ন হইয়া প্রাণি মাত্রেরই দুঃখোৎপাদন করত পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।[১-২] ভূরিশ্রবার বাহু অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ছিন্ন হওয়ায়, তখন তিনি আপনাকে অকর্ম্মণ্য বোধ করিয়া সাত্যকিরে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্রোধ-ভরে অর্জ্জুনকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।[৩] অহে কুন্তীনন্দন! তোমার এই কার্য্য অতি নৃশংসের ন্যায় করা হইয়াছে; কেননা আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত ছিলাম, ঐ সময়ে তুমি আমার অগোচরে বাহু ছেদন করিলে।[৪] ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তোমারে জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি কি তাঁহারে এইরূপ উত্তর প্রদান করিবে যে, 'ভূরিশ্রবা সমরে সাত্যকির বিনাশে উদ্যত হইয়া অতি কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, এই নিমিত্ত আমি তাঁহারে নিহত করিয়াছি।'[৫] সে যাহা হউক, বল দেখি, এই রূপ অস্ত্রপ্রয়োগের উপদেশ, মহাত্মা ইন্দ্রের নিকট কি দ্রোণের নিকট কি কৃপাচার্য্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলে?[৬] তুমি এই ভূমণ্ডল মধ্যে অস্ত্র যুদ্ধের সমধিক ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া রণস্থলে তোমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির প্রতি কিরূপে অস্ত্র প্রহার করিলে?[৭] মনস্বিগণ প্রমত্ত, ভীত, রথ-বিহীন, শরণাগত এবং ব্যসনাপন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাপি অস্ত্র প্রহার করেন না।[৮] পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ইহ সংসারে সাধুগণ সর্ব্বদাই সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কদাচ অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন না। কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত নীচ-প্রকৃতির ন্যায় এই অসজ্জন-চরিত অতি দুষ্কর পাপাচরণ করিলে।[৯-১০] যাহা হউক, আমি জানিলাম যে, মনুষ্য যে স্থানে যেমন সংসর্গে অবস্থান করে, অচিরকাল-মধ্যে

সেইরূপ গুণেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে; ইহা তোমাতেই প্রতীয়মান হইতেছে,[১১] নচেৎ তুমি রাজবংশে বিশেষত কৌরব-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং নিজেও সৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইয়া কিরূপে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইলে? বোধ হয়, বাসুদেবের মতানুসারেই সাত্যকির রক্ষার্থে তুমি এই অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে; কেননা তোমাতে এরূপ কার্য্য সম্ভব হয় না।[১২-১৩] বল দেখি, কৃষ্ণের বশবর্ত্তী ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি অনবহিত ও অন্যের সহিত যুদ্ধাসক্ত ব্যক্তিকে এরূপ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন করে? বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয়েরা সকলেই ব্রাত্যক্ষত্রিয়, উহারা বাক্য বলে এক প্রকার, কিন্তু কার্য্য করে অন্য প্রকার। উহারা স্বভাবতই নিন্দনীয়; কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত এরূপ গর্হিতবংশ-সম্ভূত কৃষ্ণের আদেশ পালনে সম্মত হইলে?[১৪-১৫] হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ভূরিশ্রবা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মনুষ্য জরাজীর্ণ হইলে তাহার বুদ্ধিও জীর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে আমারে যে সকল বাক্য বলিলে তৎসমুদায় নিরর্থক। তুমি কৃষ্ণকে ও আমারে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ।[১৬-১৭] আমি সংগ্রাম ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইয়া কি নিমিত্ত অধর্ম্মাচরণ করিব। তুমি ইহা অবগত হইয়াও বিমোহিত হইতেছ।[১৮] ক্ষত্রিয়গণ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদেরই বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন। হে মহারাজ! রণস্থলে কেবল আত্মরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য নহে; যাহাদিগকে কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সেই সকল ব্যক্তি রক্ষিত হইলে রাজা সুরক্ষিত হইয়া থাকেন। মহাবীর সাত্যকি আমাদিগেরই নিমিত্ত সুদুস্ত্যজ্য প্রাণ পরিত্যাগে কৃত সঙ্কল্প হইয়া ঘোরতর সমরে

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আমার শিষ্য, সম্বন্ধী ও দক্ষিণ বাহু স্বরূপ; যদি তাহারে নিহন্যমান নিরীক্ষণ করিয়া উপেক্ষা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারে পাপভাগী হইতে হইবে। আমি এই কারণে সাত্যকিরে রক্ষা করিয়াছি; অতএব তুমি কি নিমিত্ত আমার উপর বৃথা ক্রোধাবিষ্ট হইতেছে। হে রাজন্! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, সেই অবস্থায় আমি তোমার কর ছেদন করিয়াছি, এই নিমিত্ত তুমি আমারে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি কদাচ নিন্দনীয় নহি। আমি তুরঙ্গ মাতঙ্গ শতাঙ্গ পদাতি সমাকুল, সিংহনাদ বহুল, অতি গভীর সৈন্যসাগর মধ্যে কখন কবচ কম্পন, কখন রথারোহণ, কখন ধনুর্জ্যা আকর্ষণ ও কখন বা শত্রুগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলাম। সেই ভয়ঙ্কর সমর সাগরে একমাত্র সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ কিরূপে সম্ভব পর হইতে পারে। এই মনে করিয়া তৎকালে আমার বুদ্ধি বিভ্রম জন্মিয়াছিল।[১৯-২৮] হে মহাবীর! সমর পারদর্শী সাত্যকি একাকী অসংখ্য মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করত তাঁহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক শ্রান্ত, শ্রান্তবাহন, শস্ত্র নিপীড়িত ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছিল তুমি কি রূপে তাহারে পরাজয় করিয়া আপনার শৌর্য্যাধিক্য প্রকাশ করিতে বাসনা করিলে। তুমি খড়্গ দ্বারা সাত্যকির শিরশ্ছেদন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলে, সুতরাং আমায় তাহারে রক্ষা করিতে হইল। কোন্ ব্যক্তি আত্মীয়কে তদ্রূপ বিপদ গ্রস্ত অবলোকন করিয়া উপেক্ষা করিতে পারে? হে বীর! তুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? যাহা হউক, তুমি আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইয়া পরপীড়নে সমুদ্যত হইয়া ছিলে। অতএব এক্ষণে আপনার নিন্দা করাই তোমার কর্ত্তব্য।[২৯-৩২]

সঞ্জয় কহিলেন, মহাযশা মহাবাহু যূপকেতু ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুযুধানকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রায়োবেশন করিলেন।[৭৩] সেই পুণ্যলক্ষণাক্রান্ত রাজা ব্রহ্মলোক গমনাভিলাষে বাম হস্ত-দ্বারা শর সকল আস্তরণ-পূর্ব্বক প্রাণাদি বায়ুর নিরোধ করিলেন, এবং সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি ও মনকে প্রসন্নভাবে চন্দ্রে সমাধান পূর্ব্বক মৌন ব্রতাবলম্বনে যোগ-যুক্ত হইয়া উপনিষদুক্ত ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।[৭৪-৭৫] তদনন্তর ব্যূহ-মধ্যস্থ যোধবর্গ সকলেই কৃষ্ণার্জ্জুনের নিন্দা ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন আপনাদিগের নিন্দা শ্রবণ করিয়া কোন প্রকার অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন না, এবং যূপকেতুও তাদৃশ প্রকারে প্রশংসিত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। মহারাজ! আপনার পুত্রগণ সেই প্রকার নিন্দা করিতে লাগিলে, তাঁহাদিগের ও ভূরিশ্রবার উক্ত সেই সকল নিন্দিত বাক্য, ধনঞ্জয়ের অন্তঃকরণে অসহ্য হইয়া উঠিল।[৭৮] তিনি অক্রোধ-চিত্তে তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করাইয়া দিয়া আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন।[৭৯] এই সমস্ত নরপালগণই অবগত আছেন যে যুদ্ধস্থলে আমার এই একটি বিশেষ নিয়ম আছে, যে, সমরে আমাদিগের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি আমার বাণপথের সম্মুখীন থাকিলে, তাহাকে কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না।[৪০] হে যূপকেতো! এই নিয়মের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমারে তিরস্কার করা তোমার উপযুক্ত হইতেছে না; কেন না প্রকৃত ধর্ম্ম না জানিয়া কদাপি কাহার নিন্দা করা উচিত নহে।[৪১] তুমি সশস্ত্র হইয়া পরিশ্রান্ত নিরস্ত্র বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকির বিনাশে উদ্যত হইলে, তৎকালে যে আমি তোমার বাহু ছেদ করিয়াছি, তাহাতে আমার ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করা হয় নাই;[৪২] কিন্তু বল দেখি, শস্ত্র বিহীন, রথ-বিহীন, বর্ম্ম-বিহীন, বালক অভি-

মস্যুর বধ বিষয়ে, ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন কোন্ ব্যক্তি প্রশংসা করিয়া থাকে?[৪৩] ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে মস্তক-দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া কটূক্তি জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং বাম হস্ত-দ্বারা ছিন্ন দক্ষিণ বাহু অর্জ্জুনের দিকে নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কেতে জানাইলেন যে, অর্জ্জুন অন্যায় রূপে তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছেদন করেন নাই, উহা ধর্ম্মসঙ্গতই হইয়াছে। তদনন্তর মহাদ্যুতিমান্ যূপ-কেতু পার্থের বাক্যাবসানে সঙ্কেত দ্বারা তাঁহারে এইরূপে পরিহার করিয়া মৌনব্রতাবলম্বনে অধোমুখ হইয়া থাকিলে, মহাত্মা অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন, হে শলাগ্রজ যূপকেতো! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি এবং বলশালিগণের অগ্রগণ্য মহাবীর ভীমসেন, নকুল ও সহ-দেবের প্রতি আমার যাদৃশ প্রীতি আছে, তোমার প্রতিও তাদৃশ জানিবে; অতএব উশীনর-বংশীয় শিবিরাজ যে স্থানে গমন করিয়া-ছেন, তুমিও আমার এবং মহাত্মা কেশবের আদেশানুসারে সেই পবিত্র লোকে গমন কর। অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে, তখন বাসুদেবও বলিতে লাগিলেন, ভূরিশ্রবা! তুমি অগ্নিতে আহুতি প্রদান-পূর্ব্বক নিয়তই দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছ, অতএব তুমি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইয়া গরুড়াসনে উপবেশন-পূর্ব্বক অবিলম্বে বিরিঞ্চি প্রভৃতি সুরবর গণের প্রার্থনীয় অদ্বিতীয় রূপে প্রতিভাত আমার সেই পবিত্রধামে গমন কর।[৪৮]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন শিনিকুল-নন্দন সাত্যকি ভূরি-শ্রবার হস্ত হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত হইয়া সেই মহাত্মার শিরশ্ছেদ-নাভিলাষে খড়্গ গ্রহণ করিলেন,[৪৯] এবং ভূরিদক্ষিণাপ্রদ যোগাসক্ত-চিত্ত পার্থ-শরে নিহতপ্রায় ভূরিশ্রবা, বাহু ছিন্ন হওয়ায়, ছিন্ন-শুণ্ড মাতঙ্গের ন্যায় উপবিষ্ট থাকিলেও, সাত্যকি সেই নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণ সংহারের ইচ্ছা করিলেন। সৈন্যগণ সাত্যকিরে তাদৃশ

কার্য্যে প্রবৃত্ত অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহারে নিন্দা করিতে লাগিল[৫০-৫১] এবং মহাত্মা কেশব, ধনঞ্জয়, ভীম, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বৃষসেন ও সিন্ধুরাজ, ইহাঁরা সকলেই তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি না ইহাঁদের, না সৈন্যদিগের, কাহারো বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সেই সংযত-চিত্ত ভূরিশ্রবারে বিনাশ করিলেন। মহারাজ! তৎকালে সাত্যকি অর্জ্জুন-শরে ছিন্ন-বাহু সমরাঙ্গণে প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার মস্তকে খড়্গাঘাত করায়, সৈন্য-মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাঁহার সেই কার্য্যের প্রশংসা করিলেন না; কেন না তিনি অর্জ্জুনের শরাহত ব্যক্তিরে সংহার করিলেন।[৫২-৫৫] দেব, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ সকলেই শক্র-তুল্য ভূরিশ্রবারে রণস্থলে প্রায়োপবিষ্ট ও নিহত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সেই কার্য্যে বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় যোধগণও পরস্পর নানা প্রকার বাক্যের আন্দোলন-পূর্ব্বক এইরূপ বলিতে লাগিলেন,[৫৬-৫৭] যে, 'যাহা হইবার তাহাই হইয়া থাকে, ইহাতে সাত্যকির কোন অপরাধ নাই; এ বিষয়ে আমাদিগের ক্রোধ করিবার প্রয়োজন নাই, ক্রোধই মানবদিগের দুঃখের মূল।[৫৮] বিধাতা সমরে সাত্যকিরেই ভূরিশ্রবার মৃত্যুরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ বীরের হস্তেই উহাঁর মরণ হওয়া ভবিতব্য ছিল; অতএব এ বিষয়ে আর কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই।'[৫৯] এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তখন সাত্যকি কহিলেন অহে অধার্ম্মিক কৌরবগণ! তোমরা যে ধর্ম্মকঞ্চুক আশ্রয় করিয়া, যূপকেতুরে বিনাশ করিও না বিনাশ করিও না বলিয়া আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ করিতেছিলে; বল দেখি, যখন তোমরা সকলে মিলিত হইয়া সুভদ্রা-নন্দন বালক নিরস্ত্র অভিমন্যুরে সমরে নিহত করিয়াছিলে, তখন তোমাদিগের ধর্ম্ম কোথায় ছিল?[৬০-৬১] পরন্তু

আমি কোন সময়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রাণি মাত্রে যে কেহ আমারে নিষ্পেষণ করিয়া রোষ-বশত পদাঘাত করিবে, সেই শত্রু মুনিব্রতাবলম্বন করিলেও আমি তাহারে বিনাশ করিব। কিন্তু, তোমরা আমাকে অছিন্ন-বাহু ও ভূরিশ্রবার প্রতিঘাতে যত্নপর দেখিয়াও যে মৃত জ্ঞান করিয়াছিলে, সে তোমাদের বুদ্ধির লাঘব মাত্র। হে কৌরব-পক্ষীয় যোদ্ধৃবরগণ! ভূরিশ্রবারে বিনাশ করা আমার উচিত কার্য্যই হইয়াছে,[৬২-৬৪] আর মহাবীর অর্জ্জুন যে আমারে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া ভূরিশ্রবার খড়্গ সমবেত বাহু ছেদন করিয়াছেন, তাহাতে আমিই বঞ্চিত হইয়াছি।[৬৫] যাহা হউক, কেহই ভবিতব্য বিষয় খণ্ডন করিতে সমর্থ নহেন; উহা ঘটাইবার নিমিত্ত দৈবই যত্নবান্ হয়েন; অতএব ভূরিশ্রবারে বিনাশ করায় আমার কদাচ অধর্ম্ম সঞ্চার হয় নাই।[৬৬] এ বিষয়ে পুরাকালীন মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত আছে, যৎকালে লঙ্কেশ্বর মায়া সীতা সংহারে উদ্যত হন, তৎকালে মহাবীর হনুমান্ স্ত্রীহত্যা করিতে নিষেধ করিলে, দশানন উত্তর করিয়াছিলেন, "অরে বানর! তুই স্ত্রীহত্যা করিতে নিষেধ করিতেছিস্, কিন্তু সকল কালেই অসামান্য যত্ন সহকারে অরাতিগণের ক্লেশ কর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।"[৬৭-৬৮]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সাত্যকি এইরূপ কহিলে কৌরব পক্ষীয় প্রধান যোধবর্গ কেহই কোন উত্তর প্রদান করিলেন না; কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবারেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।[৬৯] তৎকালে অরণ্যগত মুনির ন্যায় মহাযজ্ঞীয় মন্ত্রাভিপূত সহস্র সহস্র সুবর্ণপ্রদ মহাযশস্বী ভূরিশ্রবার বধ বিষয়ে কেহই অভিনন্দন করিলেন না; কেন না সেই শৌর্য্যশালী প্রার্থিমাত্রেরই কামনা পূর্ণ করিতেন।[৭০] এক্ষণে তাঁহার শোভন শ্যাম কেশ-সমন্বিত পারাবত-

সদৃশ লোহিত-লোচন-যুক্ত মস্তক সমরাঙ্গণে নিপতিত হইয়া যেন আহুতি প্রদানার্থে যজ্ঞীয় অশ্বের ছিন্ন মস্তক শোভা পাইতে লাগিল।[৭১] মহারাজ! এইরূপে সেই প্রার্থি সাধারণের কামনাপ্রদ সর্ব্ব জন মাননীয় ভূরিশ্রবা মহাসমরে শস্ত্রাঘাতে মরণ জন্য পবিত্র হইয়া কলেবর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বীয় তেজো-দ্বারা দ্যাবা, পৃথিবী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোপার্জ্জিত পরম ধর্ম্ম বলে ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেন।[৭২]

ভূরিশ্রবা বধে ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যে মহাবীর সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক সংগ্রামে দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্ম-প্রভৃতি মহারথিগণকে পরাজিত করিয়া সাগর-সদৃশ কৌরব-সৈন্য উত্তীর্ণ হইলেন[১] এবং যিনি যুদ্ধে সমস্ত সৈন্যের অজেয়; কুরুবংশীয় ভূরিশ্রবা কি কারণে তাঁহারে বল-পূর্ব্বক নিগৃহীত করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে সমর্থ হইলেন?[২]

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! শিনি-কুলনন্দন সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার যে প্রকার উৎপত্তি এবং যে বিষয়ে আপনার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তৎ সমস্তই বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।[৩] মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম, সোমের পুত্র বুধ, বুধের এক পুত্র পুরন্দর-তুল্য পুরূরবা।[৪] পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র দেব-তুল্য রাজর্ষি যযাতি,[৫] এবং যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবযানির গর্ব্ভসম্ভূত যদু; ঐ যদুরবংশে প্রসিদ্ধ দেবমীঢ়ের উৎপত্তি হয়।[৬] দেবমীঢ়ের পুত্র ত্রিলোক-সম্মানিত শূর। শূরের পুত্র নরশ্রেষ্ঠ মহাযশা বসুদেব।[৭] মহাত্মা শূর সমরে কার্ত্ত-বীর্য্য-তুল্য ধনুর্বিদ্যা পারদর্শী ছিলেন। তাঁ-

হারই বংশে তত্তুল্য পরাক্রমশালী শিনি-নামা এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন।[৮] কোন সময়ে মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্বয়ম্বর উপলক্ষে প্রায় পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়গণই সমাগত হন,[৯] তন্মধ্যে মহাত্মা শিনি বসুদেবের নিমিত্ত অবিলম্বে তত্রত্য সমস্ত পার্থিবগণকে পরাজিত করিয়া দেবকের কন্যাকে রথারোপিত করিলেন।[১০]

মহারাজ! মহাতেজস্বী রাজা সোমদত্ত দেবকীকে শূরবংশীয় শিনির রথে অবলোকন করিয়া তাহা তাঁহার অসহ্য হইল।[১১] সেই মহাবলশালী বীর দ্বয়ের মধ্যাহ্নকালে অতীব আশ্চর্য্য দর্শনীয় বাহু-যুদ্ধ হইল,[১২] পরন্তু শিনি চতুর্দ্দিকস্থ রাজগণের সমক্ষেই সোম-দত্তকে বল-পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত ও খড়্গ উদ্যত করিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন; তৎ পরেই কৃপা-বিষ্ট হইয়া "তুমি জীবিত থাক" এই বলিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ করিলেন।[১৩.১৪] মহারাজ! সোমদত্ত, রাজগণের সমক্ষে এইরূপে অবমানিত হইয়া রোষভরে আগমন-পূর্ব্বক তপস্যা-দ্বারা মহা-দেবকে প্রসন্ন করিলেন।[১৫] বরদগণের বরদাতা দেবাদিদের মহাদের তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর-দানার্থ আশ্বাসিত করিলে, তিনি এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন[১৬], ভগবন্! আমি এরূপ একটি পুত্রের ইচ্ছা করি, যিনি সমরে সহস্র সহস্র রাজগণের সমক্ষে শিনির সন্তানকে ভূতলে পাতিত করিয়া পদাঘাত করিতে পারেন।[১৭] মহাদেব সোমদত্তের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তাহাই হইবে' এইরূপ বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।[১৮] মহারাজ সোমদত্ত শিবের সেই বরদান প্রভাবেই ভূরিদক্ষিণাপ্রদ ভূরিশ্রবারে পুত্র লাভ করেন এবং সেই নিমিত্তই ভূরিশ্রবা সমস্ত নরপতিগণ সমক্ষে সমর ক্ষেত্রে শিনিকুল-সম্ভূত সাত্যকিরে পাতিত ও পদাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নচেৎ পৃথিবী-মধ্যে এমন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই

নাই, যে, সাত্যকিরে পরাজিত করিতে পারেন। মহারাজ! আপনি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। সমরে বৃষ্ণিবংশীয় সকলেই লব্ধলক্ষ ও চিত্রযোধী, যুদ্ধস্থলে উহাঁরা কেহই বিস্মিত হয়েন না। উহাঁরা সংগ্রামে দেব দানব গন্ধর্ব্বগণের ও বিজেতা। যুদ্ধস্থলে উহাঁরা কাহারো সাহায্য গ্রহণ করেন না; সকলেই স্ববীর্য্য-প্রভাবে বিজয় লাভ করিয়া থাকেন।[১৯-২২] হে প্রভো! বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত তুলনা দিতে পারা যায়, পৃথিবী-মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাঁদের তুল্য বীর্য্যশালী পূর্ব্বেও কেহ ছিল না, ভবিষ্যতেও হইবে না এবং বর্ত্তমানেও উপস্থিত নাই।[২৩] উহাঁরা সকলেই বৃদ্ধগণের আদেশানুবর্ত্তী, কদাপি জ্ঞাতিগণের অবমাননায় প্রবৃত্ত হয়েন না; আর যুদ্ধ বিষয়ে মনুষ্যদিগের কথা দূরে থাকুক্, উহাঁদিগকে না দেবতা, না অসুর, না গন্ধর্ব্ব, না যক্ষ, না উরগ, না রাক্ষস, কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন! উহাঁরা দেবতা দ্রব্য বা গুরু দ্রব্যের কথা দূরে থাকুক্, জ্ঞাতির ধনেও ঈর্ষা প্রকাশ করেন না, এবং ব্রাহ্মণ কিম্বা জ্ঞাতিগণ কোন প্রকার বিপদাপন্ন হইলে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। উহাঁরা সমৃদ্ধিশালী হইয়াও গর্ব্বিত নহেন এবং সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী।[২৪-২৬] উহাঁরা সমর্থ হইয়াও কোন ব্যক্তিকে অবমানিত করেন না, এবং দীন দুঃখিদিগকে সর্ব্বদা বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এবং সকলেই দেব-পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, দাতা এবং শ্লাঘা-রহিত; এই নিমিত্তই সংসারমধ্যে বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের প্রভাব কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। যদি কেহ কদাচিৎ সুমেরু বহনে অথবা অপার জলধি সন্তরণে সমর্থ হয়, তথাপি সমরে বৃষ্ণিকুল বীরগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতে পারে না! হে বিভু কুরুকুলতিলক! আপনি যে বিষয়ে সংশয় করিতেছিলেন,

তৎ সমস্তই বর্ণন করিলাম; কিন্তু এই মহা অপনয়ের মুলীভূতই আপনি।[২৮-২৯]

বৃষ্ণিবংশ প্রশংসা কথনে চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! কুরুবংশীয় ভূরিশ্রবা তাদৃশ প্রকারে নিহত হইলে, পুনরায় কিরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহা কীর্ত্তন কর।[১]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভূরিশ্রবা পরলোক গত হইলে, মহাবাহু অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন,[২] কৃষ্ণ! যে স্থানে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অবস্থান করিতেছেন, তুমি সত্বর তথায় আমার রথ লইয়া চল, এবং যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা সফল হয়, তদ্বিষয়ে যত্নপর হও। হে মহাবাহো! ঐ দেখ, দিবাকর ত্বরা-সহকারে অস্তাচলে গমন করিতেছেন, আমারে জয়দ্রথ বধ রূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, কিন্তু কৌরব-পক্ষীয় মহারথগণ উহাঁরে রক্ষা করিতেছেন; অতএব হে পুরুষব্যাঘ্র কৃষ্ণ! তুমি এরূপে অশ্ব চালনা কর, যাহাতে আমি অদ্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ হইতে পারি।[৩-৬]

তদনন্তর, অশ্ব-বিদ্যাবিশারদ বাসুদেব রজত-সঙ্কাশ অশ্ব সকল জয়দ্রথের রথাভিমুখে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।[৭] মহারাজ! সেই সকল দ্রুতগামী অশ্ব অমোঘাস্ত্র ধনঞ্জয়কে বহন করিতে লাগিলে, বোধ হইল যেন তাহারা গগণমার্গে উড্ডীন হইতেছে; রাজা দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য, কৃপাচার্য্য এবং স্বয়ং জয়দ্রথ, এই সকল যোধমুখ্যগণ অর্জ্জুনকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া ত্বরা সহকারে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন।[৮-৯] বীভৎসু

সিন্ধুরাজকে সম্মুখে অবস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিবেন বলিয়াই ক্রোধোদ্দীপিত-নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।[১০] অনন্তর দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয়দ্রথের রথ-সমীপে গমন করিতে সন্দর্শন করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া কর্ণকে বলি-লেন,[১১] হে মহাত্মন! এই সেই যুদ্ধকাল উপস্থিত, অতএব এক্ষণে এই সমস্ত সৈন্যগণকে স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন কর; ধনঞ্জয় যাহাতে জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তৎ পক্ষে যত্নবান্ হও।[১২] হে নরবীর! দিবা অবসান হইতে আর অল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে, এই সময়ে তুমি শরজাল বিস্তার করিয়া উহার কার্য্যের বিঘ্নসাধন কর। দিনক্ষয় হইলে নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করিব।[১৩] সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে পারিলেই কুন্তীনন্দন মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইয়া নিশ্চয়ই হুতাশনে প্রবেশ করিবে,[১৪] তাহা হইলে উহার ভ্রাতৃ-বর্গ ও উহাদের অনুগগণ কেহই অর্জ্জুন-শূন্য পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে উৎসাহ করিবে না।[১৫] এইরূপে সমস্ত পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইলে, আমরা এই সসাগরা বসুন্ধরাকে নিষ্কণ্টকে ভোগ করিব।[১৬] হে মানদ কর্ণ! কিরীটী দৈব প্রভাবে বিপরীত-বুদ্ধি ও কার্য্যাকার্য্যে বিবেক-শূন্য হইয়া নিশ্চয়ই আত্ম বিনাশের নিমিত্ত জয়দ্রথ বধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।[১৭-১৮] রাধেয়! এই পৃথিবী-মধ্যে কোন ব্যক্তি-কেই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, যে, তোমাকে ধর্ষণ করিতে পারে; অতএব তুমি বর্ত্তমান থাকিতে ফাল্গুন কিরূপে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সিন্ধুরাজের বিনাশে সমর্থ হইবে?[১৯] বিশেষত মদ্ররাজ শল্য, মহাত্মা কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা দুঃশাসন এবং আমি; আমরা সকলে মিলিত হইয়া রক্ষা করিলে, সে কিরূপে রণমুখে জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইবে? সুতরাং অদ্য তাহার কাল পূর্ণ হইয়াছে।[২০-২১] একে ত বহুতর যোধগণ যুদ্ধ করিবে, তাহে আবার দিবাকর ও প্রায় অস্তা-

চলাবলম্বী হইলেন; আমার বিবেচনায় পার্থ কদাপি জয়দ্রথ-বিনাশে সমর্থ হইবে না।[২২] অতএব হে কর্ণ! তুমি এক্ষণে আমার সহিত এবং মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা ও অপরাপর শৌর্য্যশালী বীর-বর্গের সহিত মিলিত হইয়া, সমরাঙ্গণে বিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ আপনার পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া এইরূপ উত্তর করিলেন, রাজন্! দৃঢ়লক্ষ-ভেদী ধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীমসেনের শরজালে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, এক্ষণে রণস্থলে অবস্থান করিতে হয় বলিয়াই আমি অবস্থান করিতেছি;[২৩-২৬] আমার দেহ শর-সমূহে এমন ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, যে, স্পন্দন করিতেও বেদনা বোধ হইতেছে; তথাপি সেই পাণ্ডব প্রধান অর্জ্জুন যাহাতে সিন্ধুপতি জয়দ্রথকে নিহত করিতে না পারে, তোমার প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, যতক্ষণ আমার দেহে জীবন থাকিবে, যথা-শক্তি যুদ্ধ করিব। সমরাঙ্গণে আমি নিশিত শর নিকর বর্ষণ করিতে লাগিলে, সব্যসাচী কদাচ জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! হিতৈষী ভক্তিমান্ পুরুষের যেরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা আমি অবশ্যই করিব; কিন্তু জয়ের বিষয় দৈবের প্রতি নির্ভর। অদ্য আমি তোমার প্রিয় কামনায় সিন্ধুরাজের নিমিত্ত রণ স্থলে বিশেষ যত্ন করিব, তবে জয় পরাজয় দৈবের অধীন। হে পুরুষব্যাঘ্র! অদ্য আমি তোমার নিমিত্ত স্বীয় পৌরুষের প্রতি নির্ভর করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত। অদ্য এই সমস্ত সৈন্যগণ লোমহর্ষণকর ভয়ঙ্কর আমাদিগের উভয়ের যুদ্ধ দর্শন করুক্।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ ও দুর্য্যোধন পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শর

নিকর দ্বারা আপনার পক্ষীয় সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সুশাণিত শর-দ্বারা সমরে অনিবর্ত্তী বীরগণের অর্গল-তুল্য করিশুণ্ডোপম বাহু ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই মহাবাহু ধনঞ্জয় নিরন্তর শরজাল বিস্তার করিয়া কোন স্থলে হস্তিগণের শুণ্ড, কোথাও বা অশ্ব সকলের গ্রীবা, কোন স্থানে রথের অক্ষদেশ, কোন স্থলে প্রাস ও তোমর-হস্ত শোণিতাক্ত-কলেবর অশ্বারোহীদিগকে তীক্ষ্ণ ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা দুই বা তিন খণ্ডে ছেদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমরাঙ্গণে সহস্র সহস্র প্রকাণ্ড মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ তাঁহার শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।[২৭.৩১] ধ্বজ, ছত্র ও শ্বেত চামর সকল অর্জ্জুনের শরে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অধিক কি, যেমন প্রদীপ্ত হুতাশন অচির কাল মধ্যে তৃণ লতাদি ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মহাবীর পার্থ আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ক্ষণ কাল মধ্যে পৃথিবী রুধিরময়ী করিয়া ফেলিলেন। দুর্দ্ধর্ষ অক্ষয়-পরাক্রম মহাবলবান্ অর্জ্জুন আপনার সৈন্য মধ্যে বহুতর যোধবর্গকে বিনষ্ট করিয়া জয়দ্রথের রথ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি সাত্যকি ও ভীম-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। পরন্তু আপনার পক্ষীয় বীর্য্য-সম্পন্ন মহারথী পুরুষ-শ্রেষ্ঠগণ অর্জ্জুনকে তাদৃশ প্রকারে সমরে অবস্থিত অবলোকন করিয়া সহ্য করিলেন না। দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও স্বয়ং জয়দ্রথ ইহাঁরা রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিলেন। সংগ্রাম কোবিদ, ব্যাদিতানন অন্তক সদৃশ, নিতান্ত ভয়ঙ্কর মহাবীর ধনঞ্জয় ধনুষ্টঙ্কার ও তলধ্বনি করত সমরাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ নির্ভীক চিত্তে তাঁহারে পরিবেষ্টন ও জয়দ্রথকে পশ্চাৎ ভাগে সংস্থাপন

করিয়া কৃষ্ণের সহিত উহাঁরে সংহার করিতে অভিলাষী হই-লেন।[৩৮-৮৫] হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান্ ভয়ঙ্কর লোহিত বর্ণ ধারণ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্ত গমন বাসনা করত ভূজঙ্গ-ভোগ-তুল্য ভুজবলে প্রচণ্ড শরাসন আনমিত করিয়া সূর্য্যরশ্মি-সদৃশ শত শত সায়ক অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ কিরীটী সেই বীরগণের নিক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্যমাণ বাণ সকল দুই তিন ও অষ্ট খণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগি-লেন। সিংহ-লাঙ্গুল-ধ্বজ-শোভিত রথারোহী শারদ্বতী-পুত্র অশ্বত্থামা স্বীয় বীর্য্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তিনি সিন্ধুরাজের রক্ষা নিমিত্ত রথবর্ত্মে অবস্থান করিয়া দশ বাণে পার্থকে ও সাত বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর কৌরব-পক্ষীয় সমস্ত মহারথিগণ আপনার পুত্রের আদেশক্রমে অর্জ্জুনকে মহৎ মহৎ রথ-সমূহ-দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া শরাসন বিস্ফারণ ও বাণজাল-বিমোচন-পূর্ব্বক জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরন্তু মহাবীর অর্জ্জুনের বাহুবল, তূণীর যুগলের অক্ষয়তা ও প্রচণ্ড গাণ্ডী-বের দৃঢ়তা আশ্চর্য্য রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি অস্ত্র প্রভাবে অশ্বত্থামার শরজাল নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেককে দশ দশ বাণে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহারে অশ্বত্থামা পঞ্চ বিংশতি, বৃষসেন সপ্ত, দুর্য্যোধন সপ্ততি এবং কর্ণ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই সমস্ত মহারথিগণ গর্জ্জন-পূর্ব্বক পুনঃপুন শরাসন বিকম্পিত করিয়া অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন, এবং সূর্য্যাস্ত প্রতীক্ষায় ত্বরা সহকারে তাঁহারে এমনি ভাবে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিলেন, যে, তাঁহাদিগের পরস্পর রথসংশ্লেষে কিঞ্চিন্মাত্র অবকাশ রহিল না।

মহারাজ! পরিঘ-সদৃশ বাহু-বিশিষ্ট বীরগণ সিংহনাদ-সহকারে শরাসন বিস্ফারণ ও মহাদিব্যাস্ত্র সকল প্রদর্শন-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের গাত্রে এমনি তীক্ষ্ণতর বাণ বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, বোধ হইল যেন নিরন্তর ধারাবর্ষী বারিদপটলী ভূধর-পৃষ্ঠে বারি বর্ষণ করিতেছে। পরন্তু দুরাধর্ষ অক্ষয় পরাক্রম অর্জ্জুন আপনার সৈন্য মধ্যে অসংখ্য যোদ্ধাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া জয়দ্রথের রথ-সমীপে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সূত-পুত্র কর্ণ সাত্যকি ও ভীমসেনের সাক্ষাতেই তাঁহারে শর নিকর দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও সেইরূপ সমস্ত সৈন্যের সমক্ষে তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং সাত্যকি তিন ও ভীমসেন তিন বাণে এবং পুনরায় অর্জ্জুন সাত বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহারথী কর্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককে ষষ্টি ষষ্টি শায়কে বিদ্ধ করিলেন।[৪৬-৬৩] এইরূপে তাঁহাদের সকলের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু মহারাজ! সে স্থলে সূতপুত্রের এই এক আশ্চর্য্য পরাক্রম দর্শন করিলাম, যে, তিনি সেই সমরাঙ্গণে তিন জন মহারথীকে একাকীই ক্রুদ্ধ হইয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু ফাল্গুন এক শত শরদ্বারা সূত-পুত্রের সমস্ত মর্ম্মস্থল নিপীড়িত করিলে, প্রতাপবান্ কর্ণ রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া পঞ্চাশৎ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় তাঁহার তাদৃশ হস্তলাঘব অবলোকন করিয়া সহ্য করিলেন না; তিনি অবিলম্বে সূতপুত্রের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক নয় শরে তাঁহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন।[৬৪-৬৮] প্রতাপবান্ সূতপুত্র কর্ণও তৎক্ষণাৎ অপর এক শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র বাণজালে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন।[৬৯] মহারাজ! যেমন বায়ু, শলভশ্রেণীকে দূরীকৃত করে, তদ্রূপ বীর্য্যশালী পৃথা-পুত্র ধনঞ্জয় কর্ণ-কার্ম্মুক-সম্ভূত শস্ত্রবৃষ্টি নিরাকৃত ও হস্তলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক সর্ব্ব

সৈন্য সমক্ষে রণাঙ্গণে কর্ণকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন।[৭০-৭১] অপিচ তিনি জয়দ্রথ বধে ত্বরান্বিত হইয়া সূতপুত্রের সংহারার্থে সূর্য্যরশ্মি-প্রতিম এক বাণ বেগসহকারে নিক্ষেপ করিলেন।[৭২] মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত সেই বাণ বেগে আপতিত হইতেছে দেখিয়া তাহা তীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাস্ত্রে ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন।[৭৩] শত্রুহন্তা সূত-পুত্রও তাঁহার প্রতিকারেচ্ছু হইয়া তাঁহারে অসংখ্য শর-নিকরে সমাবৃত করিলেন।[৭৪]

পুরুষ-সিংহ মহারথী ধনঞ্জয় ও কর্ণ বৃষভের ন্যায় গর্জ্জন-পূর্ব্বক নিরন্তর বাণজাল বিস্তার করিয়া মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন.[৭৫] এবং উভয়েই উভয়ের শর-নিকরে সমস্ত সৈন্যের অদৃশ্য হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই 'অহে কর্ণ! অবস্থান কর, আমি অর্জ্জুন' অহে অর্জ্জুন! অবস্থান কর, আমি কর্ণ, এইরূপ তর্জ্জন ও পরস্পর পরস্পরকে বাক্-শল্যে নিপীড়িত করিয়া কখন লাঘব, কখন সৌষ্ঠব, কখন বা নানা প্রকার রণ-কৌশল প্রদর্শন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করত সমরাঙ্গণে সমস্ত সৈন্যের দর্শনীয় হইলেন। মহারাজ! এইরূপে সেই দুই বীর পরস্পর পরস্পরের বধাভিলাষে যুদ্ধ করিতে লাগিলে, সিদ্ধ, চারণ ও পন্নগগণ সকলেই তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন, সৈন্যগণ! অদ্য মহাবীর কর্ণ আমার নিকট এইমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, সমরে অর্জ্জুনকে নিহত না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না, অতএব তোমরা সকলে যত্ন-পূর্ব্বক উহাঁরে রক্ষা কর।[৭৫-৮০]

দুর্য্যোধন সৈন্যগণের প্রতি এইমত আদেশ করিতেছেন, এদিকে শ্বেত-বাহন কিরীটী কর্ণের পরাক্রম দর্শন করিয়া আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে শমন-সদনে প্রেরণ ও অপর

এক ভল্লাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ-নীড় হইতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া আপনার পুত্রের সমক্ষেই তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। মহারাজ! এইরূপে সূত-পুত্র রণ-স্থলে অর্জ্জুনের শর-জালে সমাচ্ছন্ন, অশ্ব সারথি বিহীন ও বিমোহিত হইয়া, তৎকালে তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন আচার্য্য-নন্দন অশ্বত্থামা কর্ণকে রথ-ভ্রষ্ট অবলোকন করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে মদ্ররাজ শল্য ত্রিংশৎ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন, এবং কৃপাচার্য্য বিংশতি বাণে বাসুদেবকে ও দ্বাদশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।[৮১-৮৬] তৎ পরে জয়দ্রথ চারি ও বৃষসেন সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রহার করিতে লাগিলেন।[৮৭] ধনঞ্জয়ও তাঁহাদিগের সকলকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন, তিনি দ্রোণপুত্রকে চতুঃষষ্টি, মদ্ররাজকে শত, জয়দ্রথকে দশ, বৃষসেনকে তিন এবং কৃপাচার্য্যকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিলেন।[৮৮-৮৯] তখন আপনার পক্ষীয় মহারথিগণ সব্যসাচীর প্রতিজ্ঞা বিঘ্ন করণাভিলাষে সকলে মিলিত হইয়া সত্বর তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।[৯০] অর্জ্জুন আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া চতুর্দ্দিকে বারুণাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন।

পরন্তু, কৌরবগণও মহার্হ রথে সমারূঢ় হইয়া শস্ত্র-বৃষ্টি করিতে করিতে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।[৯১] মহারাজ! সেই সর্ব্বজন-মোহকর অতীব ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলেও কিরীটমালী ধনঞ্জয় মোহিত হইলেন না। প্রত্যুত তিনি জয়দ্রথকে অবলোকন করিয়া নিরন্তর শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[৯২] অপ্রমেয় পরাক্রমশালী মহাত্মা সব্যসাচী রাজ্যার্থী হইয়া কৌরবগণ

প্রদত্ত দ্বাদশ বর্ষ সম্ভূত ক্লেশ পরম্পরা স্মরণ-পুর্ব্বক গাণ্ডিব প্রমুক্ত শরজালে সমস্ত দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।[৯৩] তাঁহার অনবরত শর সম্পাতে অন্তরীক্ষ প্রদীপ্ত উল্কাময় হইয়া উঠিল, এবং আকাশচর পক্ষিগণ শ্রেণীভূত হইয়া মনুষ্যগণের শরীরে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে তিনি ক্রোধভরে পিঙ্গলবর্ণ জ্যাযুক্ত হর-পিনাক-সদৃশ প্রচণ্ড গাণ্ডিব নির্মুক্ত শর ঘটায় অরাতিকুল নির্মূল করিতে লাগিলেন।[৯৪] শত্রু-সৈন্য বিজয়ী মহাযশা কিরীটী শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও গজারূঢ় কুরু-প্রবীরগণের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল স্বীয় মহাশরাসন প্রভাবে নিরাকৃত করিয়া শর-দ্বারা তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।[৯৫]

ক্ষত্রিয়গণ ক্রোধে ভীম-মূর্ত্তি হইয়া গুরুতর গদা, সর্ব্বলৌহ-ময় পরিঘ, অসি ও শক্তি-প্রভৃতি বিবিধ মহাস্ত্র সকল গ্রহণ পূর্ব্বক সহসা অর্জ্জুনাভি মুখে ধাবমান হইলেন।[৯৬] মহারাজ! তখন মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন যুগান্ত-কালীন মেঘের ন্যায় শব্দায়মান মহেন্দ্র কোদণ্ডতুল্য গাণ্ডিব শরাসন বাহুবলে আকর্ষণ-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে কৌরব সেনাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিয়া যমরাষ্ট্র বর্দ্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৯৭] এইরূপে তিনি তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শতাঙ্গ ও পদাতি সমূহ সমাকুল উদ্ধত সৈন্যগণকে শস্ত্র ও জীবন বিহীন করিয়া প্রেতপতি ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।[৯৮]

সঙ্কুল যুদ্ধে পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততমোধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব শরাসন বিকর্ষণ করিতে লাগিলে, সাক্ষাৎ কৃতান্তের সুবিস্পষ্ট উৎক্রোশের ন্যায় ও ইন্দ্রাশনির ন্যায় অতি গভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া আপ-

নার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, প্রলয়-কাল সম্ভূত বায়ু-কর্ত্তৃক সংক্ষুভিত উত্তুঙ্গ-তরঙ্গমালা সঙ্কুল মীন-মকরাদি সমন্বিত সাগর সলিলের ন্যায় চঞ্চল হইল। তিনি শস্ত্র-সমূহ প্রদর্শন-পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে করিতে এককালীন সর্ব্বদিকেই দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। মহারাজ! তিনি অসামান্য লঘু-হস্ততা প্রযুক্ত কখন্ যে তূণ হইতে শর গ্রহণ, কখন্ শর সন্ধান, কখন্ জ্যাকর্ষণ কখন্ বা বাণ বিমোচন করেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। মহাবাহু পার্থ সমস্ত কৌরবী সেনাদিগকে সন্ত্রাসিত করিয়া দুরাসদ ঐন্দ্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে, সেই ঐন্দ্রাস্ত্র হইতে প্রদীপ্তাগ্র অগ্নি-মুখ শত শত সহস্র সহস্র প্রতি মন্ত্রিত দিব্যাস্ত্র সকল সমুৎপন্ন হইল। আকর্ণ-পূর্ণ গাণ্ডীব-প্রমুক্ত অগ্নি ও সূর্য্যরশ্মি সন্নিভ শর-প্রভাবে নভোমণ্ডল যেন প্রজ্বলিত উল্কাময় হইয়া জনগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। এই-রূপে সমস্ত আলোকময় হইলে, কৌরবদিগের পূর্ব্ব-নিক্ষিপ্ত শরান্ধ-কার, যাহা অপরে মনেতেও নিবারিত করিতে সঙ্কল্প করিতে পারে না, কিন্তু প্রভাত-কালে প্রভাকর যেমন কিরণ রাজি বিস্তার করিয়া নিশা-কাল-সম্ভূত তমোরাশি ধ্বংশ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় মন্ত্রপূত-দিব্যাস্ত্র প্রভাবে বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই শরান্ধকার অনা-য়াসে দূরীকৃত করিলেন। অপিচ নিদাঘ-কালীন দিনকর যেরূপ ক্ষুদ্র জলাশয়স্থ সলিল শোষণ করিয়া নিঃশেষিত করেন, তদ্রুপ, তিনিও শর রশ্মি-দ্বারা কৌরব সৈন্য নিঃশেষিত করিতে লাগিলেন। সূর্য্য-রশ্মি যেমন সমস্ত ভূ মণ্ডলে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ দিব্যাস্ত্রবিৎ কিরীটি-প্রেরিত শর রাজি, মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে রণাঙ্গনস্থ সমস্ত সৈন্যগণ মধ্যে সমাকীর্ণ হইল। মহারাজ! গাণ্ডীব প্রমুক্ত তীক্ষ্ণতর শর-নিকর, প্রিয় সুহৃদের ন্যায় বীরগণের হৃদয়ে সংলগ্ন হইতে লাগিল। অধিক কি, তৎকালে আপনার পক্ষীয় যে যে বীর শৌর্য্যাভিমানী হইয়া সমরে

তাঁহার সম্মুখীন হইলেন; তাঁহারা সকলেই পতঙ্গের ন্যায় পার্থ-রূপ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া শমন-সদনে প্রয়াণ করিলেন।

এইরূপে ধনঞ্জয় বীরগণের যশ ও জীবন বিলোপ করিয়া সমরাঙ্গণে মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি শর-দ্বারা কাহারও কিরীট সমবেত মস্তক, কাহারও অঙ্গদ-বিশিষ্ট বিপুল বাহু, কোন কোন বীরের কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণ-যুগল এবং গজারোহিগণের তোমর সমন্বিত, অশ্বারোহিদিগের প্রাস-বিশিষ্ট, পদাতিদিগের অসি-চর্ম্ম-সংযুক্ত, রথিগণের শরাসন সমন্বিত ও অশ্ব-যন্তাদিগের প্রতোদ যুক্ত বাহু ছেদন-পূর্ব্বক প্রদীপ্তাগ্র শর রূপ শিখায় শোভিত হইয়া, যেন বিস্ফুলিঙ্গ যুক্ত উগ্রতর শিখাসুশোভিত জ্বলন্ত হুতাশন রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।[১-১৮] মহারাজ! কপিধ্বজ-রথারূঢ় সর্ব্ব-শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ দেবরাজ-প্রতিম মহাবীর ধনঞ্জয় সমরে মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ-পূর্ব্বক জ্যাঘোষ ও তল-শব্দ-দ্বারা যেন রথ-বর্ত্মে নৃত্য করিতে করিতে এককালীন সর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।[১৯-২০] আপনার পক্ষীয় যোধগণ অতিশয় যত্নবান্ হইয়াও, মধ্যাহ্ন-কালীন সূর্য্যের ন্যায় ঐ প্রতাপ শালী বীরকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না।[২১]

যেমন বর্ষাকালে ইন্দ্র-ধনুঃ সুশোভিত বর্ষোন্মুখী মহতী জলধর-পটলী শোভা পায়, কিরীটী গাণ্ডীব শরাসনে, প্রদীপ্তাগ্র বাণ সকল সন্ধান করণ-কালীন তদ্রূপ শোভমান হইলেন।[২২] মহারাজ! এইরূপে ধনঞ্জয় প্রমুক্ত অতিদুস্তর ভীষণ অস্ত্রসংপ্লবে নিমগ্ন বীরগণের মধ্যে কাহারো মস্তক ছিন্ন, কাহারো বাহু, কাহারো ভুজদণ্ড পাণিতল শূন্য, কাহারো বা পাণিতল অঙ্গুলীচ্যুত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।[২৩-২৪] মদোৎকট হস্তিগণের মধ্যে কোন কোন হস্তীর দন্তখণ্ড ও কোন কোন হস্তীর শুণ্ডদণ্ড খণ্ড হইতে

লাগিল। ঐ রূপ অশ্ব সকলের মধ্যে কোন কোন অশ্বের খুর ও কোন কোন অশ্বের গ্রীবা ছিন্ন, এবং রথ সকলও খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইতে লাগিল।[২৫] কোন স্থলে কাহার অস্ত্র ছিন্ন, কাহার পাদ ছিন্ন, কাহার বা সন্ধিস্থল ভগ্ন হওয়ায় তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বারংবার বিকট শব্দ করিতে লাগিল।[২৬] মহারাজ! এইরূপে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা পার্থ-শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানাস্থানে নিপতিত হইতে লাগিলে, সমর-ভূমি যেন মৃত্যুর আবাসভূমি ও পশুকুল বিনাশী রুদ্রের আক্রীড়স্থান হইয়া ভীরু-জনের অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিল। সেই রণ-ভূমি মধ্যে কোন স্থল ক্ষুরাস্ত্র সংছিন্ন হস্তি-শুণ্ড নিপতিত থাকায়, যেন ভুজঙ্গ বেষ্টিত, কোন স্থল কমলাকার বদন-মণ্ডলের দ্বারা যেন সরোজমালা সমাচিত, এবং কোন কোন স্থল বিচিত্র উষ্ণীষ, মুকুট, কেয়ূর, অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্ুবর্ণ-চিত্রিত তনুত্র, অশ্ব ও হস্তী সকলের পরিচ্ছদ এবং শত শত কিরীট সকল সমাকীর্ণ থাকায়, যেন নব-বধূর বেশ ধারণ করিল।

তদনন্তর সমরাঙ্গণে ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধিনী ও সাধারণের দৃষ্টি-মাত্রেই ভয় সঞ্চারিণী বৈতরণী নদীর ন্যায় অতি ভয়ানক শোণিত তরঙ্গ সংযুক্তা এক নদী সমুৎপন্ন হইল। মেদ ও মজ্জা সকল উহার কর্দ্দম, কেশ সকল উহার শৈবাল ও শাদ্বল, মস্তক ও বাহু সকল উহার উপলখণ্ড, ছত্র সকল উহার উর্ম্মিমালা, শত শত রথ উহাতে ভেলা, কাক ও কঙ্ক সকল উহাতে কুম্ভীর, গোমায়ুগণ উহার মকর, এবং দীর্ঘ দীর্ঘ গৃধ্র সকল উহাতে মহাগ্রাহ হইল। ঐ নদী বীরগণের বর্ম্মরূপ অস্থি পতিত হওয়ায় দুস্তরণীয়া, রথিদিগের নিপতিত শঙ্খ উহার গর্ত্তস্থ অস্থি রূপে সমাকীর্ণ হওয়াতে দুর্গম্যা, বিচিত্র ধ্বজ পতাকায় পরিব্যাপ্ত হওয়ায় সুশোভিতা, মৃত মনুষ্য হস্তী ও অশ্বের শরীর উহাতে সমাকীর্ণ এবং মৃত অশ্ব দেহরাশি উহার তীরভূমি হওয়ায়

ও রথের চক্র, যুগ, ঈষা, অক্ষ ও কূবর সকল উহার চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকায় গমন সঙ্কটা হইল। এবং প্রাস অসি পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল উহাতে সর্প স্বরূপ হওয়ায় উহা সকলেরই দুর্নিরীক্ষ্যা, তথা শিবাগণ ভৈরব রব করিতে থাকায় এবং সহস্র সহস্র প্রেত পিশাচাদি ভূতগণ উহাতে নৃত্য করায় উহা অতিভীষণা হইয়া উঠিল, এবং মৃত যোধবর্গের নিশ্চেষ্ট কলেবর উহাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অন্তক-রূপি ধনঞ্জয়ের তাদৃশ পরাক্রম দর্শন করিয়া কৌরবদিগের অন্তঃকরণে অভূত-পূর্ব্ব ভয় সঞ্চার হইল।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র-প্রভাবে আপনার পক্ষীয় বীরগণের অস্ত্র সমুদায় ছেদন করত অতি রৌদ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে ভীষণ কর্ম্মা বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি রথিগণকে অতিক্রম করিলে কোন বীরই মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহার গাণ্ডীব ধনু হইতে শর সমূহ নির্গত হইলে নভোমণ্ডল বকপঙ্ক্তি পরিশোভিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে জয়দ্রথ বধার্থী কৃষ্ণ সারথি অর্জ্জুন নারাচ-দ্বারা সেই সকল রথি-শ্রেষ্ঠদিগকে যেন মোহিত করিয়া অতিক্রম করিলেন, এবং চতুর্দ্দিকে শর-জাল বিস্তার পূর্ব্বক সর্ব্ব লোকের দর্শনীয় হইয়া রণাঙ্গনে বেগসহকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা কেবল সেই বীরের নিক্ষিপ্ত শত শত সহস্র সহস্র শর-নিকর অন্তরীক্ষে ভ্রমন করিতে দেখিতে পাইলাম; তিনি যে, কোন্ সময়ে তূণ হইতে বাণ গ্রহণ, কোন্ সময়ে বাণ সন্ধান, কোন্ সময়েই বা বাণ বিমোচন করিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না। তিনি শর-বৃষ্টি দ্বারা দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন ও রথীদিগকে কদম্ব কুসুমের ন্যায় সুশোভিত করিয়া জয়দ্রথের সমীপে অভিদ্রুত হইলেন, এবং সন্নতপর্ব্ব চতুঃষষ্টি শরে

তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।[২৭-৪৮] মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোধগণ সকলেই কুন্তী-নন্দনকে সিন্ধুরাজের অভিমুখে গমন করিতে অবলোকন করিয়া সিন্ধুরাজের জীবনে নিরাশ হইয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন।[৪৯] তৎকালে যে যে বীর সমরে অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন, তাঁহারই শরীরে অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত যম-তুল্য বাণ -নিপতিত হইতে লাগিল। বিজয়িশ্রেষ্ঠ মহারথী ধনঞ্জয় সূর্য্য-রশ্মি সন্নিভ শর-দ্বারা নিরন্তর নরগণের মস্তক ছিন্ন করাতে সৈন্য-মধ্যে অসংখ্য কবন্ধ-রাশি সমুত্থিত হইল।[৫১]

মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার চতুরঙ্গিণী সেনা ব্যাকুলিত করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইয়া অশ্বত্থামাকে পঞ্চাশৎ ও বৃষসেনকে তিন শরে বিদ্ধ করত কৃপা পরবশ হইয়া কৃপাচার্য্যকে অযত্ন সহকারে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন;[৫২-৫৩] তৎপরেই শল্যকে ষোড়শ, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ এবং সিন্ধুরাজকে চতুঃষষ্টি সায়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।[৫৪] সিন্ধুরাজ গাণ্ডীবধারি ধনঞ্জয়ের শরে তাদৃশ প্রকারে বিদ্ধ হইয়া সহ্য করিলেন না, প্রত্যুত অঙ্কুশাহত মহামাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন;[৫৫] এবং বরাহ-ধ্বজ রথে অবস্থান-পূর্ব্বক সত্বর কর্ম্মার-মার্জ্জিত কুপিত ভুজঙ্গ সঙ্কাশ অবক্রগামী গৃধ্র পক্ষ-বিরাজিত তীক্ষ্ণ বাণ সকল অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে তিনি তিন বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ছয় নারাচ-দ্বারা অর্জ্জুনকে, আট বাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও এক বাণে তাঁহার ধ্বজ বিদ্ধ করিলেন। তখন কিরীটী জয়দ্রথ-নিক্ষিপ্ত বাণ-জাল নিরাকৃত করিয়া দুই শর দ্বারা এককালীন তাঁহার সারথির মস্তক ও সমলঙ্কৃত ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৫৬-৫৯] সিন্ধুরাজের অগ্নি-শিখোপম বরাহ লাঞ্ছিত ধ্বজ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বিশীর্ণ হইয়া ভূ-তলে নিপতিত হইল।[৬০]

এমন সময়ে, বাসুদেব দিবাকরকে সত্বর অস্তাচলে গমন করিতে অবলোকন করিয়া ব্যগ্র হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন,[৬১] হে মহাবাহু পার্থ! ঐ দেখ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ জীবনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ত্রাসে ছয় জন মহারথী বীরের মধ্য-ভাগে অবস্থান করিতেছে;[৬২] তুমি ঐ ছয় জন রথীকে পরাজিত করিতে না পারিলে কদাপি সিন্ধুরাজের বিনাশে সমর্থ হইবে না, অতএব অনুরোধ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতো-ভাবে যত্নশীল হও;[৬৩] এবং আমিও এবিষয়ে সূর্য্যের আচ্ছাদন নিমিত্ত যোগ বিধান করি, তাহা হইলেই সিন্ধুরাজ সৈন্য হইতে পৃথক্ প্রকাশ্য ভাবে একাকীই সূর্য্যাস্তের প্রতি দৃষ্টি করিতে থা-কিবে।[৬৪] ঐ দুরাচার, সূর্য্যাস্ত হইলেই তুমি বিনষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় হর্ষ সহকারে আর জীবন রক্ষাভিলাষে কদাচ আত্ম-গোপন করিবে না,[৬৫] তুমি তৎকালে সেই অবকাশে উহার প্রতি অস্ত্র প্রহার করিবে, দিবাকর অস্ত-গত হইলেন মনে করিয়া কদাচ কাল বিলম্ব করিবে না।[৬৬] বীভৎসু কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হইবে বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।

তদনন্তর যোগীশ্বর মহাযোগী ত্রিতাপহারী ভগবান্ বাসুদেব সূর্য্যের আচ্ছাদন নিমিত্ত যোগপ্রভাবে অন্ধকারের সৃষ্টি করিলেন। মহারাজ! কৃষ্ণ সেই প্রকার অন্ধকার সৃষ্টি করিলে, কৌরবগণ দিবা-কর অস্তাচলে গমন করিলেন, এইবার অর্জ্জুন বিনষ্ট হইবেন, এইরূপ মনে করিয়া মহাহর্ষ-যুক্ত হইলেন। তাঁহারা এবং স্বয়ং জয়দ্রথও প্রহৃষ্ট হইয়া সকলেই উন্নত বদনে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ সেইরূপে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলে, বাসুদেব পুনরায় অর্জ্জুনকে বলিলেন, পার্থ! ঐ দেখ, জয়দ্রথ তোমার নিকট নির্ভয় হইয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। হে মহাবাহো! ঐ দুরাত্মার এই প্রকৃত বধের সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি

অবিলম্বে উহার মস্তক ছেদন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সফল কর। প্রতাপবান্ পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় বাসুদেবের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্য-রশ্মি-সন্নিভ শর-সমূহ দ্বারা আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কৃপাচার্য্যকে বিংশতি ও কর্ণকে পঞ্চাশৎ শরে বিদ্ধ করিয়া শল্য এবং দুর্য্যোধনকে ছয় ছয় শরে তাড়িত করিলেন। তৎপরে বৃষসেনকে অষ্ট, জয়দ্রথকে ষষ্টি এবং আপনার পক্ষীয় অপরাপর সৈনিকদিগকে অসংখ্য শরে গাঢ়তর বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হইলেন।[৬৭-৭৬] মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যে সকল যোদ্ধা জয়দ্রথের রক্ষার্থে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অর্জ্জুনকে লেলিহান অগ্নির ন্যায় সমীপস্থ অবলোকন করিয়া অতিশয় সংশয় প্রাপ্ত হইলেন,[৭৭] এবং জয়ৈষী হইয়া তাঁহার প্রতি নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[৭৮] সমরে অপরাজেয় পুরুষব্যাঘ্র কুন্তীনন্দন, কৌরব-পক্ষীয় যোধগণের অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া এমন ক্রোধাবিষ্ট হইলেন যে, তিনি কৌরব-সৈন্য ক্ষয়াভিলাষে মুহূর্ত্ত-কালমধ্যে রণ স্থল কেবল বাণময় করিয়া ফেলিলেন।[৭৯ ৮০] যোধ-গণ মহাবীর পার্থ-কর্ত্তৃক শরাহত হইয়া সকলেই জয়দ্রথকে পরিত্যাগ করিল; তৎকালে তাহারা এমন ভীত হইল যে, দুই জন একত্র হইয়া গমন করিল না।[৮১] সে স্থলে আমরা মহাবীর মহাযশা কিরীটী ধনঞ্জয়কে যেরূপ আশ্চর্য্য পরাক্রম প্রকাশ করিতে অবলোকন করিলাম, তাহা কদাপি হয় নাই ও হইবে না।[৮২] তিনি গজ-সমেত গজারোহী, অশ্ব-সমেত অশ্বারোহী এবং সারথি-সরথিদিগকে, পশু-কুল-সংহারকারী রুদ্রের ন্যায়, বিনাশ করিতে লাগিলেন।[৮৩] মহারাজ! তৎকালে সেই সমরাঙ্গণে কি তুরঙ্গ, কি মাতঙ্গ, কি মনুষ্য, কেহই এরূপ দৃষ্ট হইল না, যে, পার্থের শরে আহত হয়

নাই[৮৭] একে শরান্ধকার, তাহাতে আবার তত্রত্য ধূলীপটলী উড্ডীন হওয়ায় যোধগণের দর্শনেন্দ্রিয় এমন কলুষিত হইল, যে তাহারা সকলেই হতচেতা হইয়া পরস্পর কেহ কাহাকে জানিতে পারিল না।[৮৮] সৈনিকগণ পার্থ-প্রেরিত শর-নিকরে মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া কেহ ভ্রান্ত, কেহ স্খলিত, কেহ পতিত, কেহ ম্লান, কেহ বা অবসন্ন হইতে লাগিল।[৮৬] সেই প্রলয়-কাল-সদৃশ অতিভীষণ নিষ্ঠুর-তর অতীব দুস্তর সংগ্রাম উপস্থিত সময়ে বায়ুবেগ-বশত রণভূমি চতুর্দ্দিকে শোণিতসিক্ত হওয়ায় তত্রত্য ধুলি সকল প্রশান্ত হইল, রথচক্র সকল নাভিদেশ-পর্য্যন্ত শোণিতে নিমগ্ন হইয়া গেল; আ-রোহী নিহত হওয়ায়, সহস্র সহস্র প্রমত্ত মাতঙ্গগণ বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া স্বপক্ষ সৈন্য বিমর্দ্দন-পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বেগে রণাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল।[৮৭-৯০] সেইরূপ হতারোহী অশ্ব ও পদাতিগণ শর-নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।[৯১] এইরূপে সৈন্যেরা কেহ রুধির ক্ষরণ করিতে করিতে কেহ বা মুক্ত-কেশে, কেহ বা বর্ম্ম বিহীন হইয়া ত্রাসে রণভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল;[৯২] এবং কেহ বা ঊরুদেশ ধারণ-পূর্ব্বক সেই স্থানেই পতিত রহিল, অপর কতকগুলি নিহত হস্তি-রাশির মধ্যে বিলীন হইয়া প্রাণ রক্ষা করিল।[৯৩]

মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে আপনার পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা বিদ্রাবিত করিয়া ঘোরতর সায়ক-দ্বারা সিন্ধুরাজের রক্ষীদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, বৃষসেন ও সুযোধন-প্রভৃতি বীরগণকে তীব্রতর শরজালে সমাচ্ছা-দিত করিলেন।[৯৫] পাণ্ডু-পুত্র কিরীটী সমরাঙ্গণে কখন্ যে ধনু-রাস্ফালন, কখনই বা শর গ্রহণ এবং কোন্ সময়েই বা শর সন্ধান আর কখনই বা শর বিমোচন করিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার

হস্তলাঘব-প্রযুক্ত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।[৯৬] সেই বীর বারিধারার ন্যায়, নিরন্তর শর-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলে, কেবল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ শররাশি ও তাঁহার মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুক মাত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল।[৯৭] তিনি কর্ণ ও বৃষসেনের শরাসন ছেদন করিয়া এক ভল্লাস্ত্র-দ্বারা শল্যের সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন, তৎ পরে কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামাকে শর-নিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! বিজয়িশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় এইরূপে আপনার পক্ষীয় মহারথীদিগকে ব্যাকুলিত করিয়া, ইন্দ্রাশনি-তুল্য, অতীব ভার-সহ, দিব্য মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত, নিয়ত গন্ধমাল্যাদি-দ্বারা অর্চ্চিত, অনল সন্নিভ, অতিভয়ঙ্কর এক বাণ তূণ হইতে উদ্ধৃত করিলেন। সেই বাণ বিধি-পূর্ব্বক বজ্রাস্ত্রের সহিত সংযোগ করিয়া সত্বর গাণ্ডিব শরাসনে যোজনা করিলেন।[৯৮-১০২]

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কিরীটী অগ্নি-তুল্য তেজস্বান্ সেই শর শরাসনে সন্ধান করিলে পর অন্তরীক্ষস্থ প্রাণিগণের মহান্ শব্দ হইতে লাগিল।[১০৩] এদিকে বাসুদেব ত্বরান্বিত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, প্রভাকর অস্তাচল গমনের উপক্রম করিতেছেন, তুমি এই সময়ে দুরাত্মা জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করিয়া ফেল; কিন্তু যেরূপে উহারে বধ করিতে হইবে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।[১০৪-১০৫] জয়দ্রথের পিতা লোক-বিখ্যাত সিন্ধুদেশীয় রাজা বৃদ্ধক্ষত্র, যখন ঐ শত্রুঘাতী জয়দ্রথকে পুত্র লাভ করিলেন, তৎ-কালে উহাঁর প্রতি মেঘ-গম্ভীর দুন্দুভি-নিস্বন-সদৃশ এইরূপ অলক্ষিত আকাশবাণী হইল,[১০৬-১০৭] "হে মনুষেন্দ্র সিন্ধুরাজ! তোমার এই পুত্র কুল, শীল ও ইন্দ্রিয়-দমনাদি গুণ-দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজকুমারগণের অনুরূপ হইবেন;[১০৮] বীরগণ সর্ব্বদাই ইহাঁরে সমাদর করিবেন, এবং ক্ষত্রিয়গণ-মধ্যে ইনি এক জন প্রধান বলিয়া

গণনীয় হইবেন; পরন্তু ইনি সময়ান্তরে শত্রুকুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত থাকিলে, তৎকালে কোন এক প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণ স্থলে ইহাঁর শিরশ্ছেদন করিবেন।" শত্রুদমনকারী সিন্ধু-রাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই মত আকাশবাণী শ্রবণে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুত্রস্নেহ-প্রযুক্ত জ্ঞাতিগণ-সমক্ষে এইরূপ বলিলেন, "রণ স্থলে যে ব্যক্তি আমার এই মহৎ রাজ্যধুরন্ধর পুত্রের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিবে, নিশ্চয়ই তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইবে"[১৯-১১২] এইরূপ বলিয়া নরপতি বৃদ্ধক্ষত্র জয়দ্রথের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে গমন-পূর্ব্বক উগ্র-তর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।[১১৩] সেই তেজস্বী রাজা এই সমন্ত-পঞ্চকের বহির্ভাগে অতিদুস্কর তপশ্চরণ করিতেছেন। হে শত্রুতাপন কপিকেতন ধনঞ্জয়! তুমি বায়ু-সুত ভীমের অনুজ, অতএব অদ্য তুমি সমরাঙ্গণে এই এক অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন কর,—ঘোরতর দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া অবি-লম্বে সেই তপোনিরত উঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে সেই মস্তক নিক্ষেপ কর।[১১৪-১১৬] আর, যদি তুমি স্বয়ং উঁহার মস্তক ভূতলে পাতিত কর, তাহা হইলে, তোমার মস্তকও নিঃসন্দেহ শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূগর্ভে নিপতিত হইবে;[১১৭] অতএব তুমি দিব্যাস্ত্র-দ্বারা এমনি অলক্ষিতভাবে উঁহার মস্তক লইয়া উঁহার পিতার অঙ্কদেশে পাতিত করিবে, যেন সেই তপো-নিরত রাজা বৃদ্ধক্ষত্র কোন রূপে অবগত হইতে না পারেন।[১১৮] হে কুরুকুল-তিলক অর্জ্জুন! এই ত্রিলোক-মধ্যে এমন কোন কার্য্যই দেখিতে পাই না, যাহা তোমার অসাধ্য আছে; কেন না তুমি ইন্দ্রের পুত্র।[১১৯]

কিরীটী কেশবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া স্রক্কণী লেহন করত জয়দ্রথ-বধার্থে ইন্দ্রাশনি-তুল্য অতীব ভারসহ, নিয়ত গন্ধমাল্যাদি-

দ্বারা অর্চ্চিত, দিব্যমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত বেগগামী এক শর গ্রহণ-পূর্ব্বক সত্বর জয়দ্রথের প্রতি বিমোচন করিলেন।[১২০।১২১] অর্জ্জুন-ভুজ-নির্ম্মুক্ত সেই শর, বেগগামী শ্যেনপক্ষীর ন্যায়, জয়দ্রথের শিরশ্ছেদন-পূর্ব্বক আকাশে উৎপতিত হইল,[২২] এবং শত্রুগণের শোকোদ্দীপন ও সুহৃদ্গণের হর্ষবর্দ্ধন নিমিত্ত সেই ছিন্ন মস্তক লইয়া ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিল।[১২৩] সেই সময়-মধ্যেই মহাবীর অর্জ্জুন অজস্র শরবৃষ্টি করিয়া কর্ণ-প্রভৃতি ছয় জন মহারথীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[১২৪] তদনন্তর, আমরা সে স্থলে এক মহাশ্চর্য্য সন্দর্শন করিলাম যে, সেই অর্জ্জুন-প্রেরিত দিব্যাস্ত্র, জয়দ্রথের ছিন্নমস্তক লইয়া সমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে উপনীত করিল।[১২৫] মহারাজ! আপনার বৈবাহিক তেজস্বী নরপতি বৃদ্ধক্ষত্র সেই স্থানে সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে, জয়দ্রথের কৃষ্ণবর্ণ-কেশসমন্বিত সুচারু কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক কিরীটীর দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে অলক্ষিত-রূপে তাঁহার উৎসঙ্গে আসিয়া নিপতিত হইল।[১২৬-১২৮] তিনি যেমন ভীত হইয়া উত্থান করিবেন, অমনি অঙ্কস্থিত মস্তক ভূতলে পতিত হইল।[১২৯] জয়দ্রথের মস্তক ভূতলস্থ হইলে, বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হই ভূগর্ভে পতিত হইল।[১৩০] তদনন্তর সৈন্যগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া মহারথী বীভৎসু ও বাসুদেবকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।[১৩১] এইরূপে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কিরীটি-কর্ত্তৃক নিহত হইলে, বাসুদেব অন্ধকারের প্রতিসংহার করিলেন।[১৩২] তখন অনুগগণের সহিত আপনার পুত্রগণ সম্পূর্ণ রূপেই জানিতে পারিলেন যে, ইহা কেবল বাসুদেব-সৃষ্ট মায়া মাত্র।[১৩৩] মহারাজ! আপনার জামাতা সিন্ধুরাজ অষ্ট অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করাইয়া পরিশেষে আপনি অমিততেজা পার্থের শরে নিহত হইলেন।[১৩৪] আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে নিহত অবলোকন করিয়া দুঃখে অশ্রু বিমোচন করিতে

লাগিলেন, এবং জয়ের প্রতিও নিরাশ হইলেন।[১৩৫] এদিকে বাসুদেব জয়দ্রথকে পার্থ-শরে বিনষ্ট হইতে অবলোকন করিয়া আনন্দ সহকারে পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।[১৩৬] তৎপরে শত্রুতাপন মহাবাহু অর্জ্জুন, ভীম, বৃষ্ণিসিংহ সাত্যকি, পরাক্রমশালী যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, ইহাঁরা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন।[১৩৭] সেই তুমুল শঙ্খ নিনাদ শ্রবণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাত্মা ফাল্গুন-হস্তে জয়দ্রথ নিহত হইয়াছেন বোধ করিয়া বাদিত্র-ঘোষ-দ্বারা স্বপক্ষীয় যোধবর্গকে হর্ষিত করিতে লাগিলেন, এবং যুদ্ধাভিলাষে ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন।[১৩৮-১৩৯]

মহারাজ! তদনন্তর সেই সূর্য্যাস্তকালে সোমকগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের লোমহর্ষকর সংগ্রাম উপস্থিত হইল।[১৪০] সিন্ধুরাজ নিহত হইলে পর সেই মহারথিগণ দ্রোণের সংহার বাসনায় সর্ব্ব প্রযত্ন-সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন;[১৪১] তৎকালে পাণ্ডবগণও জয়দ্রথ নিধন জন্য বিজয়-লাভে জয়োন্মত্ত হইয়া দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।[১৪২] মহারাজ! যেরূপ দিবাকর উদিত হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করেন, এবং দেবরাজ শতক্রতু দানব-দলের দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কিরীটমালী মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথ বধ বিষয়ক স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করণানন্তর আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শেষে প্রধান প্রধান রথীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।[১৪৩-১৪৫]

জয়দ্রথ বধে ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহাবীর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সব্যসাচি-

কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, কৌরবগণ কি রূপ অনুষ্ঠান করিল, তদ্বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! সিন্ধুরাজ পার্থ-শরে নিহত হইলেন নিরীক্ষণ করিয়া শরদ্বৎ-নন্দন কৃপ ও তাঁহার ভাগিনেয় অশ্বত্থামা অমর্ষ-বশবর্ত্তী হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক মহৎ শরবৃষ্টি-দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন।[২-৩] সেই দুই রথিশ্রেষ্ঠ দুই দিকে রথ হইতে রথিসত্তম পার্থের প্রতি, বারিধারার ন্যায়, নিরন্তর তীক্ষ্ণতর শরধারা বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন।[৪] রথি-প্রবর মহাবাহু কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় দুই জন মহারথি-বিসৃষ্ট-দ্বারা নিপীড়িত হইয়া অতিশয় কাতর হইলেন, এবং গুরুপুত্র অশ্বত্থামা ও গুরু কৃপাচার্য্যের সংহার অভিলাষে আচার্য্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন।[৫-৬] তৎ পরে তিনি স্বীয় অস্ত্রবলে অশ্বত্থামা ও কৃপের নিক্ষিপ্ত শস্ত্রজাল নিরাকৃত করিয়া আর তাঁহাদিগের বিনাশ-বাসনা করিলেন না; কেবল তাঁহাদিগের প্রতি মন্দবেগে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।[৭] পরন্তু সেই মন্দ-বেগ-বিসৃষ্ট বাণ সকলও ক্রমে বহুল সংখ্যায় প্রেরিত হইয়া দুই জন মহারথীকেই অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল, তন্মধ্যে শরদ্বৎ-কুমার কৃপ শরাহত হইয়া অবসন্ন হইলেন, এমন কি, তিনি তৎক্ষণাৎ রথনীড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।[৮-৯] তাঁহার সারথি স্বীয় প্রভু কৃপাচার্য্যকে বিহ্বল দেখিয়া 'ইনি নিহত হইলেন' মনে করিয়া সত্বর তথা হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিল।[১০] মহারাজ! কৃপাচার্য্য রণাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন অবলোকন করিয়া অশ্বত্থামাও অর্জ্জুনের সমীপ হইতে পলায়ন করিলেন।[১১]

ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুন শরদ্বান্ ঋষির কুমার কৃপাচার্য্যকে শর-পীড়িত ও মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া কপিধ্বজ রথ মধ্যেই বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ-নয়নে দীন-

বচনে বলিতে লাগিলেন, কুলান্তকারী মহাপাপী দুরাত্মা দুর্য্যোধন জাতমাত্রেই মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারিয়া ধৃত-রাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, 'হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! এই কুল-পাংসন কুমারকে এখনি বিনাশ করুন, তাহা হইলে শ্রেয় হইবে, অন্যথা, ইহা হইতে আমাদিগের এই প্রধান কুরুবংশের মহৎ ভয় উপস্থিত হইবে।' কিন্তু অন্ধরাজ তাহাতে কর্ণপাত না করাতেই এক্ষণে সেই সত্যবাদী বিদুরের বাক্য সফল হইল, এবং আমি সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্ত অদ্য গুরু কৃপাচার্য্যকে শর-শয্যায় শয়ান দর্শন করিলাম। ক্ষত্রিয়দিগের আচার, বল ও পুরুষকারে ধিধক্! কেন না এই সংসার-মধ্যে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-দ্রোহী বা আচার্য্য দ্রোহী হইয়া থাকে? আহা! উনি ঋষিকুমার, আচার্য্য, বিশেষত আমার পিতার পরম সখা হইয়াও আমার বাণে পীড়িত হইয়া রথনীড়ে শয়ান রহিয়াছেন। উহাঁরে পীড়া প্রদানে আমার ইচ্ছা না থাকিলেও মন্নিক্ষিপ্ত শর-নিকরে পীড়িত ও রথ-নীড়ে অবসন্ন হইয়া উনি আমার অন্তঃকরণকে অতিশয় ব্যথিত করিতে-ছেন। আমি পুত্র-শোকে নিতান্ত অভিভূত ও উহাঁদের নিক্ষিপ্ত শরে নিপীড়িত হইয়া উন্মত্তবৎ অবিচারিত চিত্তে উহাঁর প্রতি নিরন্তর শর প্রহার করিয়াছি;—কৃষ্ণ! উনি স্বীয় রথে অবসন্ন হইয়া যেরূপ কাতরভাবে অবস্থান করিতেছেন, তুমি অবলোকন কর। উনি ঐ রূপে অবস্থান করাতে, অভিমন্যু বধ-জনিত শোকাপেক্ষাও অদ্য আমারে অধিকতর শোকে কাতর হইতে হইল। এই সংসার মধ্যে যে সকল নরশ্রেষ্ঠ, আচার্য্য হইতে কৃতবিদ্য হইয়া তাঁহাদিগের অভিলষিত দক্ষিণা প্রদান করেন, তাঁহারা দেবভাব প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু যে সকল পুরুষাধম, গুরুর নিকট বিদ্যালাভ করিয়া তাঁহা-দিগের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সেই গুরুঘাতী দুর্বৃত্তগণ চরমে

পরম যন্ত্রণালয় নিরয়ে গমন করিয়া থাকে। অতএব, আমি অদ্য আচার্য্যকে প্রসন্ন করণ পরিবর্ত্তে শর-দ্বারা অবসন্ন করিয়া নিশ্চয়ই নরকোৎপাদনের অনুষ্ঠান করিলাম। পূর্ব্বে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান কালে কৃপাচার্য্য আমারে বলিয়াছিলেন, যে, ' হে কৌরব! তুমি কখন গুরুর প্রতি প্রহার করিও না' কিন্তু আমি সেই সাধু মহাত্মা আচার্য্যের আদেশ পালন না করিয়া তাঁহাকেই শর প্রহার করিলাম! আমি সেই পরম পূজনীয় সমরে অনিবর্ত্তী মহাত্মা গোতম-পুত্রকে নমস্কার করি; কৃষ্ণ! আমারে ধিক্! যেহেতু আমি তাঁহারে প্রহার করিলাম।

মহারাজ! সব্যসাচী এইরূপে কৃপাচার্য্যের নিমিত্ত বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ণ জয়দ্রথ-নিধনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। কর্ণকে অর্জ্জুনের রথের প্রতি আপতিত হইতে দেখিয়া পাঞ্চাল-নন্দন যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও বৃষ্ণিপ্রবর সাত্যকি সহসা তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয়ও রাধা-নন্দনকে স্বীয় রথ-সমীপে সমাগত হইতে অবলোকন করিয়া হাস্য-বদনে কৃষ্ণকে বলিলেন, জনার্দ্দন! ঐ দেখ, অধিরথ নন্দন নিশ্চয়ই ভূরিশ্রবার নিধন সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকির রথাভিমুখে ধাবমান হইতেছেন। উনি যে স্থানে গমন করিতেছেন, তুমি সেই স্থানেই আমার রথ সঞ্চালন কর।[১২-৩১] উনি যেন ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিরে ভূরিশ্রবার পদবীতে প্রেরণ করিতে না পারেন। মহাতেজা মহাবাহু বাসুদেব সব্যসাচীর বাক্য শ্রবণে তৎকালোচিত এইরূপ বলিলেন, অর্জ্জুন! ঐ মহাবাহু সাত্বতবংশ-প্রবর সাত্যকি একাকীই কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহাতে আবার পাঞ্চাল-নন্দন যুধামন্যু ও উত্তমৌজা যখন উহাঁর সহায় রহিয়াছেন, তখন উহাঁর নিমিত্ত কোন চিন্তা নাই। বিশেষত কর্ণের নিকট যাবৎ কাল জ্বলন্ত মহোল্কার ন্যায় বাসবদত্ত শক্তি বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ

উঁহার সহিত তোমার দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে; কেন না কর্ণ সেই শক্তি নিয়ত অর্চ্চনা পূর্ব্বক তোমার নিমিত্তই রক্ষা করিতেছে। অতএব হে শত্রুতাপন! কর্ণ এক্ষণে সাত্যকির নিকটে যে ভাবে গমন করিতেছে, সেই ভাবেই গমন করুক্। ঐ দুরাত্মার বধের কাল আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, যে সময়ে উঁহাকে তীক্ষ্ণতর শর-নিকরে ভূতলে পাতিত করিতে হইবে; আমি তোমারে সেই সময় বিজ্ঞাপন করিব।[৩২-৩৬]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ নিহত হইলে পর বৃষ্ণিবীর সাত্যকির সহিত কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইল, এবং রথ-বিহীন সাত্যকি, যুধামন্যু ও উত্তমৌজা কোন্ কোন্ রথে সমারূঢ় হইলেন, তদ্বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।[৩৭-৩৮]

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! আমি সেই মহৎ রণ বিষয়ের যথাবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি স্থির হইয়া আপনকারই দুরাচার-জনিত এই ঘটনার বিষয় শ্রবণ করুন।[৩৯] হে প্রভো! ভগবান্ বাসুদেব অতীত বা অনাগত সমস্তই অবগত আছেন, সাত্যকি যে ভূরিশ্রবার নিকট পরাজিত হইবেন, ইহা পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদঙ্গম হইয়াছিল। মহাবল কৃষ্ণ এই নিমিত্তই নিজ সারথি দারুককে “কল্য তুমি আমার রথ সুসজ্জিত করিয়া রাখিবে এবং যে সময়ে আমি মহা-শব্দে শঙ্খ নিনাদ করিব, তৎক্ষণাৎ রথ লইয়া আমার নিকট উপ-স্থিত হইবে।” এই মত আদেশ করিয়াছিলেন। অতএব হে রাজন্! মনুষ্য, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ বা রাক্ষস সংসার-মধ্যে এরূপ কেহই নাই যে, কৃষ্ণার্জ্জুনকে জয় করিতে পারে; অধিক কি, পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ এবং সিদ্ধগণও উঁহাদিগের উভয়েরই অতুল-প্রভা-বের বিষয় অবগত আছেন; এক্ষণে সেই যুদ্ধ যেরূপ হইয়াছিল, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। বাসুদেব সাত্যকিরে রথ-বিহীন এবং

কর্ণকে সমরে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া মহাশব্দে শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দারুক শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণে সমস্ত বিদিত হইয়া উচ্ছ্রিত গরুড়-ধ্বজ রথ লইয়া তথায় উপনীত করিলেন। তখন শিনি-পৌত্র সাত্যকি কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে হেম-পরিচ্ছদ-সুশোভিত কামগামী শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বশ্রেষ্ঠ সংযোজিত দারুক-কর্তৃক পরিচালিত আদিত্য ও অগ্নি-সঙ্কাশ রথে আরোহণ করিলেন। তিনি সেই বিমান-প্রতিম রথে সমারূঢ় হইয়া বহুবিধ শরজাল বিস্তার করিতে করিতে রাধা-নন্দন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এবং অর্জ্জুনের চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাও নিহত জয়দ্রথের রথে আরোহণ-পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন; কিন্তু কর্ণও অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া শরবৃষ্টি বিমোচন করত অক্ষর-সত্ত্বসম্পন্ন সাত্যকির প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। মহারাজ। তাঁহাদিগের উভয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইল, ভূলোকে কি দ্যুলোকে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষসদিগের মধ্যেও কখন তাদৃশ যুদ্ধ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। অধিক কি, তাঁহাদিগের উভয়ের কার্য্য অবলোকন করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ পদাতি-সঙ্কুল চতুরঙ্গিণী সেনা বিমোহিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল, এবং সংগ্রাম হইতে বিরত হইয়া সকলেই সেই নরশ্রেষ্ঠ-দ্বয়ের অলৌকিক যুদ্ধ এবং দারুকের সারথ্য-নৈপুণ্য সন্দর্শন করিতে লাগিল। বিশেষত কশ্যপকুল-নন্দন রথস্থ দারুকের গত, প্রত্যাগত, আবৃত্ত, মণ্ডল ও সন্নিবর্ত্ত-প্রভৃতি রথগতি-দ্বারা, কর্ণ সাত্যকির যুদ্ধ দর্শনে অবহিতমনা নভস্তল-গত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন। মহারাজ। পরাক্রমশালী মহাতেজস্বী অমরপ্রতিম যুযুধান এবং কর্ণ উভয়েই মিত্র-কার্য্যার্থে স্পর্দ্ধাবান্ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন,[৪০-৫৭] পরন্তু সাত্যকিই প্রথমে শর-নিকর

বর্ষণে কর্ণকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন কর্ণও কুরু-বংশীয় ভূরিশ্রবা ও জলসন্ধের নিধনে অসহনশীল ও শোকাবিষ্ট হইয়া মহাভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধদৃষ্টি-দ্বারা যেন সাত্যকিকে দগ্ধ করিবেন বলিয়াই অতিবেগে পুনঃপুন তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাত্যকি কর্ণকে অতি-শয় কুপিত অবলোকন করিয়া, যেমন এক গজ অপর বিপক্ষ গজের সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ মহৎ শরবৃষ্টি-দ্বারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরম বিক্রমশালী তরস্বী সেই দুই নরশার্দ্দূল সমরে মিলিত হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পর প্রহার-দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর শিনি-পৌত্র সাত্যকি সর্ব্বপারশব শস্ত্র-নিচয়ে পুনঃপুন কর্ণের কলেবর ক্ষত বিক্ষত, ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত, নিশিত শর-দ্বারা তাঁহার শ্বেতবর্ণ অশ্ব-চতুষ্টয় নিহত ও তাঁহার রথ ও রথ-ধ্বজ শত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া আপনার পুত্রের সমক্ষেই তাঁহারে রথভ্রষ্ট করিলেন। তাহাতে আপনকার পক্ষীয় কর্ণ-পুত্র বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য ও দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথিগণ ও প্রথমত বিমনস্ক হইলেন, পরে সকলে একত্রিত হইয়া সাত্যকির চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন।[৫৮-৬]

তখন সমস্ত সৈন্য আকুল হইয়া উঠিল; কেহ কিছুই জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। কর্ণ সাত্যকি-কর্তৃক বিরথী হইলে সমস্ত সৈন্য-মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পরন্তু তিনি সাত্যকি-কর্তৃক রথ-বিহীন হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধনের সহিত বাল্যাবধি সৌহৃদ্য স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার নিকট রাজ্যপ্রাপ্তি-হেতু যে, পাণ্ডবদিগের পরাজয় বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা প্রতি-পালনের নিমিত্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সত্বর দুর্যো-ধনের রথে আরোহণ করিলেন। মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় সাত্যকি

তাদৃশ প্রকারে বিরথীকৃত কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি আপনার শূর পুত্রগণকে বিনষ্ট করিলেন না। তিনি ভীমার্জ্জুনের পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে কর্ণ ও আপনার পুত্রদিগকে প্রাণ-বিযোজিত না করিয়া কেবল তাঁহাদিগকে রথভ্রষ্ট ও বিহ্বল করিলেন। কেন না পুনর্দ্যূত সময়ে ভীমসেন আপনার পুত্রদিগের অর্জ্জুন কর্ণের বধ নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কর্ণ প্রভৃতি রথিপ্রবরগণ যত্নপর হইয়াও সাত্যকিরে সংহার করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ মহাবীর ধর্ম্মরাজের হিতানুষ্ঠানার্থ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইয়া একমাত্র ধনুঃ প্রভাবে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও অপরাপর শত শত মহারথী ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠগণকে পরাজিত করিলেন।[৬৯-৭৫] মহারাজ! কৃষ্ণার্জ্জুন-সদৃশ বীর্য্যশালী সত্যবিক্রম সাত্যকি হাস্যমুখে আপনার পক্ষীয় সমস্ত সৈন্য পরাভূত করিলেন।[৭৬] ঐরূপ কার্য্য করণে, ভগবান্ বাসুদেব, ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন ও নরশার্দ্দূল সাত্যকি, এই তিন জন ব্যতীত পৃথিবীতে আর চতুর্থ ব্যক্তি বর্ত্তমান নাই।[৭৭]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বাসুদেব-তুল্য সমর-কুশল সাত্যকি বাসুদেবের অজেয় রথে সমারূঢ় হইয়া কর্ণকে বিরথী করিলেন,[৭৮] কিন্তু দারুক-কর্ত্তৃক সহায়বান্ ও নিজ বাহুবল-দর্পিত সেই সাত্বত-প্রবর দারুকের রথেই অবস্থিত রহিলেন কি অপর কোন রথে আরোহণ করিলেন?[৭৯] আমি ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, তুমি বিশেষ করিয়া আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন কর, কেন না আমি সাত্যকিরেই সমস্ত সৈন্যের অসহ্য মনে করিতেছি, অতএব সেই বিষয় বর্ণন কর।[৮০]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ক্ষণকাল পরে মহামতিমান্ দারুকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিধিবৎ সুসজ্জিত লৌহ ও

কাঞ্চনময়-পট্টে সন্নাহ-যুক্ত কূবর-সুশোভিত সহস্র সহস্র তারকা-খচিত সিংহ-চিহ্নিত পতাকা-যুক্ত এক রথ লইয়া উপনীত করিলেন। ঐ রথে বায়ুবেগগামী স্বর্ণ-পরিচ্ছদ-বিভূষিত কাঞ্চনময় বিচিত্রসন্নাহ-যুক্ত রণ-শব্দ সহ দৃঢ়কায় চন্দ্র-সদৃশ শুভ্রবর্ণ সিন্ধুদেশীয় অশ্বশ্রেষ্ঠগণ সংযোজিত ছিল, এবং উহাতে এত পরিমাণে ঘণ্টা সকল সন্নিবেশিত ছিল যে, তাহাদের ঠনঠন ধ্বনি সমস্ত শব্দকে অতিক্রম করিল, এবং শক্তি তোমর প্রভৃতি বহুবিধ শস্ত্র ও সাংগ্রামিক দ্রব্যে পরিশোভিত থাকায় ঐ রথ যেন বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। শিনি-কুল-নন্দন মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দায়মান্ সেই রথে সমারূঢ় হইয়া আপনার সৈন্যের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং দারুকও স্বীয় ইচ্ছানুসারে কেশবের নিকট গমন করিলেন।[৮১-৮৬]

মহারাজ! তখন শঙ্খ ও দুগ্ধ-তুল্য পাণ্ডরবর্ণ, বিচিত্র কাঞ্চনময় সন্নাহ-শোভিত, অতীব বেগগামী, সুশিক্ষিত অশ্বগণ-সংযোজিত, স্বর্ণময় কক্ষ্যা ও ধ্বজে সুশোভিত, নানাবিধ যন্ত্র ও পতাকা-সমন্বিত, বিবিধ শস্ত্রাদি উপকরণ-পূর্ণ, নিপুণ সারথি-কর্ত্তৃক পরিচালিত উত্তম এক রথ কর্ণের নিমিত্ত সমানীত হইল; কর্ণ সেই রথে আরোহণ-পূর্ব্বক রিপুকুলমর্দ্দনে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আপনার দুর্নীত-জনিত সেই প্রাণি-ক্ষয় ব্যাপার পুনশ্চ শ্রবণ করুন। মহারাজ! আপনার দুর্ম্মুখাদি চিত্রযোধী এক ত্রিংশৎ পুত্র ভীমসেন হস্তে এবং ভীষ্ম ও ভগদত্ত-প্রভৃতি শত শত বীরগণ অর্জ্জুন ও সাত্যকি হস্তে নিনত হইলেন; অতএব এই মহান্ প্রাণি-ক্ষয় ব্যাপার আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা হইতেই সমুৎপন্ন জানিবেন।[৮৭-৯২]

কর্ণ সাত্যকি যুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সমর-ভূমিতে সেইরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলে, তৎকালে ভীমার্জ্জুন ও সাত্যকি কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল?[১]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যৎকালে ভীমসেন রণস্থলে কর্ণ-কর্তৃক রথভ্রষ্ট হয়েন, তখন কর্ণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত পরুষোক্তি সকল প্রয়োগ করেন; এক্ষণে ভীমসেন অমর্ষ-বশবর্ত্তী হইয়া সেই কর্ণোক্ত কটূক্তি সকল অর্জ্জুনের নিকট এইরূপে বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।[২] ধনঞ্জয়! কর্ণ তোমার সমক্ষেই আমারে বারম্বার কহিয়াছে, "তুমি তুবরক, মূঢ়, ঔদরিক ও অকৃতাস্ত্র, তুমি আর যুদ্ধ করিও না; তুমি বালক, সংগ্রাম-কাতর" এই প্রকার নানাবিধ কটূক্তি করিয়াছে। হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! পূর্ব্বে তোমার প্রতিজ্ঞা কালে আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি আমার প্রতি উক্ত প্রকার কটু বাক্য প্রয়োগ করিবে, সে নিশ্চয়ই আমার বধ্য হইবে, এক্ষণে কর্ণ তাহাই করিয়াছে। দেখ, প্রতিজ্ঞা রক্ষা বিষয়ে তোমার পক্ষে যেরূপ, আমার পক্ষেও সেইরূপ, তাহাতে সংশয় নাই।[৩-৫] অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমার বাক্য স্মরণ করিয়া যাহাতে সেই সত্য রক্ষিত হয়, তাহা পালন করিতে যত্নপর হও।[৬] তখন অমিত-পরাক্রমশালী অর্জ্জুন ভীমের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,[৭] ওহে কর্ণ! ও বৃথাদৃষ্টি সূতকুলাত্মজ! তোমার বুদ্ধি নিয়তই অধর্ম্মে নিরত, এই নিমিত্তই সর্ব্বদা আত্মশ্লাঘা করিয়া থাক; যাহা হউক, সংপ্রতি আমি তোমারে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যুদ্ধস্থলে বীর পুরুষদিগের জয় অথবা পরাজয় এই দুই প্রকার কার্য্যেরই ঘটনা হইয়া থাকে, সেই জয় পরাজয়ও অনিশ্চিত; অর্থাৎ সমরস্থলে কোন্ ব্যক্তি জয় লাভ করিবে,

তাহার স্থিরতা নাই; কেন না সময়ে সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজিত হইতে হয়।[৯] এই মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে যুযুধান তোমাকে রথভ্রষ্ট ও বিকলেন্দ্রিয় করায় তুমি মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছিলে, তিনি তোমাকে আমার বধ্য জানিয়াই কেবল মাত্র পরাভূত করিয়া জীবন-সত্ত্বে পরিত্যাগ করিয়াছেন।[১০] কিন্তু তুমি দৈবগতিকে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে রথ-বিহীন করিয়া যে, কটূক্তি করিয়াছ, ইহাতে অতিশয় অধর্ম্ম-সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, সৎস্বভাবাপন্ন নরশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষগণ শত্রুকে পরাজিত করিয়া কদাচ আত্মশ্লাঘা, দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বা নিন্দা করেন না। কিন্তু তুমি অতি অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ও সূতকুলজাত, এই নিমিত্তই চাপল্য-প্রযুক্ত বিবেচনা না করিয়া উল্লিখিত বহুতর অসম্বদ্ধ ও অপ্রিয় বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছ। রাধেয়! তুমি এই আর্য্যব্রতে স্থিত মহাবলপরাক্রান্ত মহাবীর ভীমসেনকে যুদ্ধকালীন যে যে অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছ, তাহার কোনটাই প্রকৃত নহে, অর্থাৎ নিরর্থক কটূক্তি করা হইয়াছে মাত্র। পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন এই সমস্ত সৈন্যের, কেশবের এবং আমার সমক্ষেই তোমারে বহু বার রথভ্রষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু কিছুমাত্র পরুষোক্তি প্রয়োগ করেন নাই।[১১-১৬] যাহা হউক, তুমি যখন ভীমসেনের প্রতি বহুতর কটূক্তি প্রয়োগ এবং আমার অসমক্ষে অন্যান্য বীরগণের সহিত সমবেত হইয়া অভিমন্যুরে নিহত করিয়াছ, তখন সেই অপরাধের ফল অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়াছিলে, সেই নিমিত্তে আমি তোমার পুত্র, ভৃত্য ও বান্ধববর্গের সহিত তোমারে বিনাশ করিব। তুমি এই সময়ে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পন্ন কর; কারণ, তোমার মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে।[১৭.১৯] আর আমি আয়ুধ স্পর্শ-পূর্ব্বক সত্য করিতেছি যে, তোমার সমক্ষেই তোমার

পুত্র বৃষসেনকে ও অন্যান্য রাজবর্গ মোহবশত যিনি সংগ্রাম স্থলে আমার সম্মুখীন হইবেন, তাঁহাদের সকলকেই নিহত করিব। হে মূঢ়! তোমার বুদ্ধির লেশ মাত্র নাই, তুমি কেবল আত্মাভিমানী মাত্র; অতএব সেই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন রণস্থলে তোমারে নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় পরিতাপ করিবে। মহারাজ! অর্জ্জুন, কর্ণের পুত্রকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, রথিসৈন্য-মধ্যে মহান্ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সেই ভীষণ সঙ্কুল সংগ্রাম সময়ে দিনকর কর নিকর সঙ্কোচ করিয়া অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন।

তদনন্তর বাসুদেব রণাঙ্গন-স্থিত প্রতিজ্ঞা-সমুত্তীর্ণ ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। হে জিষ্ণো! ভাগ্যক্রমেই তুমি এই মহতী প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ করিলে;[২০-২৫] ভাগ্যক্রমেই সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র স্বীয় পুত্র জয়দ্রথের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। হে ভরত-নন্দন ধনঞ্জয়! এই কৌরব-সৈন্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, দেবসেনা কার্ত্তিকেয়ও যে অবসন্ন হয়েন, তাহার সংশয় নাই। হে পুরুষ-শার্দ্দূল! আমি চিন্তা করিয়া এই ত্রিলোক-মধ্যে কোন পুরুষকেই এরূপ অবলোকন করি না যে, তোমা ব্যতিরেকে এই কৌরব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়। দেখ, এই সমরে তোমার তুল্য অথবা তোমা হইতে সমধিক বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাপ্রভাব বহুল ভূপালগণ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত সমবেত হইয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল বদ্ধসন্নাহ বীরগণ ক্রোধভরে গমন করিয়া সমরে কেহই তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না; অতএব তোমার বল ও বীর্য্য ইন্দ্র বা অন্তক অথবা রুদ্রের তুল্য। অদ্য তুমি রণ স্থলে শত্রু-দিগকে সন্তাপিত করিয়া যাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এই সংসার মধ্যে কোন পুরুষই এরূপ করিতে সক্ষম নহে। এইরূপ পরা-

ক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক দুরাত্মা কর্ণকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করিতে পারিলে, শত্রুবিজয় ও দ্বেষকারীর নিধন জন্য পুনরায় আমি তোমারে অভিনন্দিত করিব! ধনঞ্জয় বাসুদেবের মুখে নিজ প্রশংসার কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, মাধব! আমি কেবল তোমার প্রসাদেই এই অমরগণেরও দুস্তরণীয় প্রতিজ্ঞা সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হে কেশব! তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের যে জয় লাভ হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।[২৬ ৭৩] রাজা যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তোমার প্রসাদে এই সমগ্রা বসুন্ধরা পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। হে প্রভো! এই যুদ্ধের সমস্ত ভারই তোমার প্রতি অর্পিত আছে, সুতরাং অদ্যকার এ জয় লাভ তোমারই হইয়াছে; আমরা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী, অতএব আমাদিগের উৎসাহিত করা তোমারত কর্ত্তব্য কার্য্যই।

এইরূপ কথোপকথনানন্তর কৃষ্ণ মন্দবেগে রথচালন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সেই ভীষণ রণভূমি দর্শন করাইতে লাগিলেন।[৭৪.৭৫] কহিলেন, অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহীপালগণ জয় ও বিপুলযশো লাভের অভিলাষে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার শর প্রভাবে প্রিয় প্রাণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক ধরা-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।[৭৬] উহাঁদের শস্ত্র ও আভরণ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে; হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি বাহন সকল নিহত এবং মর্ম্মস্থল ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উহাঁরা অতিশয় শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।[৭৭] উহাঁদের মধ্যে কেহ ত্যক্ত-প্রাণ কেহ বা এখনও জীবিত আছেন, পরন্তু যাঁহারা জীবন-বিহীন হইয়াছেন, তাঁহারাও স্বীয় প্রভাপ্রভাবে সজীবের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন।[৭৮] দেখ, ঐ সকল নরপালগণের স্বর্ণপুঙ্খ শর, বিবিধ শাণিত শস্ত্র নানা প্রকার বাহন ও আয়ুধ-দ্বারা মেদিনী পরিপূর্ণা হইয়াছে।[৭৯] অপিচ, ইতস্তত নিপতিত চর্ম্ম, বর্ম্ম, হার, কুণ্ডলালঙ্কৃত

মস্তক, উষ্ণীষ, মুকুট, মাল্যদাম, চূড়ামণি, বস্ত্র, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, প্রভা-যুক্ত নিষ্ক ও অপরাপর বিচিত্র আভরণে বসুন্ধরা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে;[৩০-৪১] এবং অসংখ্য অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, অলঙ্কার, আসন, ঈষাদণ্ড, চক্র, রাশি রাশি ভগ্নচক্র, বহুবিধ বিচিত্র-অক্ষ, যুগকাষ্ঠ ও যোক্ত্র প্রভৃতি নানা প্রকার রথ-ভূষণ, সশর শরা-সন,[৪৩] বিচিত্র কম্বল, পরিঘ, অঙ্কুশ, ভিন্দিপাল, শক্তি, শূল, পরশ্বধ,[৪৪] প্রাস, তোমর, কুন্ত, যষ্টি, শতঘ্নী, ভুষণ্ডী, খড়্গ, কুঠার, মুষল, মুদ্গার, গদা, কুণপ, তূণীর, স্বর্ণ-চিত্রিত কশা,[৪৬] হস্তীদিগের বিবিধ পরি-চ্ছদ ও ঘণ্টা, মাল্য-ভূষিত নানা প্রকার আভরণ ও মহামূল্য বসন সকল ইতস্তত বিকীর্ণ থাকায়, রণস্থল নক্ষত্রাদি গ্রহগণ-বিরাজিত শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইয়াছে। দেখ, এই সকল নরপালগণ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত রাজ্যাভিলাষী হইয়া প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রিয় কান্তার ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করত পৃথিবী-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, যেমন বর্ষাকালে পর্ব্বতের গুহা-মুখ হইতে জলমিশ্রিত গৈরিক ধাতু নিস্রাবিত হয়, তদ্রূপ, গিরি-শৃঙ্গ ও ঐরাবত-তুল্য হস্তী সকল তোমার শস্ত্রচ্ছেদে গভীর গুহা-সদৃশ ক্ষতস্থল হইতে ভূরি পরিমাণে রুধির ক্ষরণ করিতেছে। স্বর্ণালঙ্কার-বিভূষিত ঐ সকল অশ্ব ও হস্তী তোমার বাণে সমাহত ও রণস্থলে নিপতিত হইয়া বিকট শব্দ করি-তেছে।[৪৭-৫১] ঐ দেখ, সারথি ও রথি-বিহীন গন্ধর্ব্ব-নগরাকার বিমান সদৃশ রথ সকল ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কূবর, যুগকাষ্ঠ, ঈষা ও বন্ধুর-বিহীন হইয়া পৃথিবীতে নিপতিত রহিয়াছে এবং শত শত সহস্র সহস্র ধনু ও অসি চর্ম্মধারী পদাতিগণ সর্ব্বাঙ্গে পৃথিবী আলিঙ্গন-পূর্ব্বক রুধিরাক্ত-কলেবরে, পাংশু-বিগুণ্ঠিত কেশে শয়ান রহিয়াছে। ঐ দেখ, উহাদিগের শরীর তোমার শর নিকরে

বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।[৫২-৫৫] হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! দেখ, এই রণ-স্থল ইতস্তত নিপতিত রাশি রাশি তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ দ্বারা সঙ্কুল এবং বসা, মাংস ও নিরন্তর রুধির-প্রবাহে কর্দ্দমময় হইয়াছে। অতএব উহা নিশাচর বৃক প্রভৃতি শ্বাপদ ও পিশাচগণের হর্ষ-জনক হইয়া দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে।[৫৬] হে মহাবাহো! রণাঙ্গনে অদ্য-কার অতি যশোবর্দ্ধনকর মহৎ কার্য্য তোমাতে ও দানবকুল-সং-হারকারী দেবসত্তম শতক্রতুতেই সম্ভাবিত।[৫৭]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শত্রুহন্তা জনার্দ্দন এইরূপে কিরীটীকে সেই রণভূমি প্রদর্শন-পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে করিতে সত্বর রথ লইয়া অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপনীত করত জয়দ্রথ বধ বিষয়ক তাবৎ বৃত্তান্ত তাঁহারে বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৫৮-৫৯]

অর্জ্জুনের যুদ্ধভূমি দর্শনে অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর বাসুদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপস্থ হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে জয়দ্রথ বধ বিষয়ক তাবৎ বৃত্তান্ত এই-রূপে বলিতে লাগিলেন,[১] হে নরোত্তম রাজেন্দ্র! ভাগ্যক্রমেই আপনার শত্রু নিহত হওয়ায় আপনি পরিবর্দ্ধিত হইলেন, ভাগ্য-ক্রমেই আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা হইতে সমুত্তীর্ণ হই-লেন।[২] শত্রুপুর-বিজয়ী রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু-পূর্ণ-লোচনে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে কমল তুল্য প্রভ শুভ্র বর্ণ মুখ মণ্ডল পরিমার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে

কহিতে লাগিলেন। হে কমললোচন কৃষ্ণ! যেমন সমুদ্র তরণেচ্ছ ব্যক্তি কূল প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ তোমার মুখে জয়দ্রথ বধ বিষয়িণী এই মঙ্গলময়ী বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমি আনন্দের সীমা লাভ করিতে পারিতেছি না। হে মহারথ বীরদ্বয়! অদ্য ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা নরাধম সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছে; তোমরা প্রতিজ্ঞা ভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ; আমি যাহার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। কৃষ্ণ! ধীমান্ পার্থ তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া দুরাত্মা জয়দ্রথের বিনাশ-পূর্ব্বক অতি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন।[৩৮] কিন্তু তুমি যাহাদিগের আশ্রয় এবং প্রতিনিয়ত সর্ব্ব যত্ন সহকারে প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিরত, তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হে মধুসূদন! তুমি ত্রিলোক গুরু, তুমি সহায় থাকিলে ত্রিলোক মধ্যে কোন কার্য্যই দুষ্কর হয় না। আমরা তোমারই প্রসাদে অরাতিগণকে পরাজিত করিতেছি। হে ইন্দ্রানুজ! যেমন দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে দেবগণ অসুর বধার্থী হইয়া ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও তোমাকে আশ্রয় করিয়াই এই শস্ত্র-সমুদ্যম ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জনার্দ্দন! অদ্য ফাল্গুন তোমার বুদ্ধি ও বলবীর্য্য-প্রভাবে যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, ইহা দেবগণ-দ্বারাও নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। আমি তোমার বাল্যকালাবধি কৃত ভূরি ভূরি দিব্য, মহৎ অলৌকিক কার্য্য সকলের কথা শ্রবণ করিয়াছি; অতএব তুমি যখন স্নেহানুরাগ-বশত আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ আমি তখনই জানিতে পারিয়াছি যে, শত্রু সকল নিহত ও পৃথিবী আমার হস্তগত হইয়াছে, সংশয় নাই।[৯।৪] তোমার প্রসাদেই দেবরাজ রণস্থলে সহস্র সহস্র দানবদল দলন পূর্ব্বক ত্রিলোক মধ্যে জয়লাভ করিয়া দেবগণের ঈশ্বর হইয়াছেন।[১] হে বীর! তোমার প্রসাদেই এই চরাচর পৃথিবীস্থ সমুদায় লোক

স্ব স্ব ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য জপহোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছে।[১৬] পূর্ব্বকালে সমস্ত জগৎ একার্ণবময় হইয়া গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; কেবল তোমার কৃপাতেই পুনরায় ব্যক্ত হইয়াছে।[১৭] তুমি সর্ব্বলোকের স্রষ্টা, পরমাত্মা, অব্যয়, পুরাণপুরুষ, দেবদেব, সনাতন, পরাৎপর ও পরম পুরুষ; তোমার আদি নাই, নিধনও নাই। তুমি একবার যাহাদিগের নয়নে নিপতিত হও, তাহারা কখনই মুগ্ধ হয় না। তুমি ভক্ত জনগণকে আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক, যে ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, সে পরমৈশ্বর্য্য লাভ করে।[১৮-২১] হে পরমাত্মন্! তুমি চারি বেদে গীত হইয়া থাক, আমি তোমারে প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি।[২২] নরেশ্বর! তুমি পরমেশ্বর, তির্য্যক্‌গণের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; অতএব তোমারে নমস্কার।[২৩] হে মাধব! তুমি জয়লাভে পরিবর্দ্ধিত হও। হে সর্ব্বাত্মন্! হে পৃথুলোচন! তুমি সমস্ত লোকের আদি কারণ।[২৪] যিনি ধনঞ্জয়ের সখা ও সর্ব্বদা উঁহার হিত সাধনে রত আছেন তিনিও তোমারে প্রাপ্ত হইয়া অপার সুখ লাভ করিয়া থাকেন।[২৫] হে নিষ্কল! তোমার চরিত্রাভিজ্ঞ পুরাতন ঋষি মহামুনি মার্কণ্ডেয় পূর্ব্বে আমার নিকট তোমার প্রভাব ও মাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন;[২৬] অপিচ, অসিত, দেবল, মহাতপা নারদ ও আমাদিগের পিতামহ মহর্ষি ব্যাস তোমাকে পরম বিধাতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তুমি তেজোময় পরব্রহ্ম, সত্য ও মহত্তপস্যার স্বরূপ; তুমিই এই ত্রিলোক-মধ্যে উৎকৃষ্ট-মূর্ত্তিমান্‌যশ, জগতের কারণ ও মঙ্গল-স্বরূপ। এই স্থাবরজঙ্গম-ময় সচরাচর জগৎ তোমা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া প্রলয় সময়ে পুনরায় তোমাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তোমাকে জন্মমরণ-বর্জ্জিত, দ্যোতনাত্মক, বিশ্বনিয়ন্তা, প্রজাপতি, ধাতা, অজ ও অব্যক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

তুমি সর্ব্বভূতের আত্মা-স্বরূপ মহাত্মা, অনন্ত ও বিশ্বতোমুখ; তুমি এই জগতের পালয়িতা ও আদিস্বরূপ, তুমি অব্যক্ত অতএব দেবতারাও তোমাকে অবগত হইতে পারেন না। তুমি সর্ব্ব-জীবাশ্রয়, পরম দেবতা, পরমাত্মা, সর্ব্বেশ্বর, জ্ঞানের কারণ, ত্রিতাপ-হারী, সর্ব্বব্যাপী এবং মুমুক্ষুদিগের পরমাশ্রয়। তুমি সনাতন পরম পুরুষ, সমস্ত পুরাতনবস্তু দিগের প্রধান।[২৭-৩২] হে প্রভো! তোমার এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, দৈব ও মানুষ-কর্ম্ম সকলের সংখ্যা করা যায় না।[৩৩] পরন্তু যখন আমরা তোমাকে সর্ব্ব-গুণ-সমন্বিত সুহৃৎ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণেরই সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয় হইয়াছি।[৩৪] মহাযশা বাসুদেব ধর্ম্মরাজের এইরূপ স্তুতি-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! এরূপ বাক্য আপনার উপযুক্তই হইয়াছে,[৩৫] পরন্তু আপনার সাধুতা, সরলতা, উগ্রতর তপস্যা ও অসামান্য-ধর্ম্ম-প্রভা-বেই পাপাত্মা জয়দ্রথ নিহত হইয়াছে।[৩৬] মহারাজ! পুরুষ-শার্দ্দূল জিষ্ণু কেবল আপনার অনুধ্যানেতেই বর্দ্ধিত-তেজা হইয়া সহস্র সহস্র যোধগণকে নিপাতিত করিয়া জয়দ্রথকে সংহার করিয়া-ছেন।[৩৭] এই সংসার-মধ্যে কৃতিত্ব, বাহু-বীর্য্য, অসংভ্রম, শীঘ্রতা ও অমোঘ বুদ্ধিতে পার্থের তুল্য কোন পুরুষই বর্ত্তমান নাই;[৩৮] সুতরাং এই সমস্ত কারণ বশতই আপনার ভ্রাতা অর্জ্জুন কৌরব-সৈন্য-ক্ষয় করণানন্তর জয়দ্রথের মস্তক ছেদনে সক্ষম হইয়াছেন।[৩৯] তদনন্তর নীতি কুশল ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন ও তাঁহার বদন-পরিমার্জ্জন-পূর্ব্বক এইরূপে উৎসাহিত করিতে লাগি-লেন।[৪০] ফাল্গুন! অদ্য তুমি সমরক্ষেত্রে অতীব সুমহৎ কার্য্য করি-য়াছ; অধিক কি, উহা ইন্দ্রাদি দেবগণের ও অশক্য ও অবিষহ্য।[৪১] হে শত্রুহন্! ভাগ্যক্রমেই তুমি শত্রু-সংহার-পূর্ব্বক মহাভার হইতে

উত্তীর্ণ হইলে, ভাগ্যক্রমেই জয়দ্রথের বিনাশ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিলে।[৪২] মহাযশা ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির গুড়াকেশ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া পবিত্রগন্ধ-সমন্বিত হস্ত-দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন।[৪৩] মহাত্মা কেশব ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,[৪৪] মহারাজ! পাপাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আপনার কোপানলেই দগ্ধ হইয়াছে। অপিচ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের এই সুমহৎ উদ্ধত সৈন্য-মধ্যে যাহারা নিহত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, তাহা আপনার ক্রোধাগ্নি-প্রযুক্তই জানিবেন। মহারাজ! এই সমস্ত কৌরবগণ আপনার কোপে নিহত হইয়াছে বলিয়াই মনে করুন, কেননা আপনি যাহার প্রতি কোপ-দৃষ্টিতে একবার দৃষ্টিপাত করেন, সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, আপনি বীর-পুরুষ, অতএব দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যখন আপনাকে কোপান্বিত করিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই বন্ধুবর্গের সহিত সমরে প্রাণ ত্যাগ করিবে।[৪৫-৪৭] দেখুন, কুরু-পিতামহ ভীষ্ম দেবগণেরও অজেয়, কিন্তু তিনি আপনার কোপ-প্রভাবে পরাভূত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিতেছেন।[৪৮] অতএব হে শত্রুসূদন-মহারাজ! আপনি যাহাদিগের প্রতি কুপিত হন, তাহা-দিগের সংগ্রামে জয়লাভ সুদুর্লভ, বিশেষত নিশ্চয়ই তাহাদিগকে মৃত্যু-মুখগত বলিয়া অবধারণ করিবেন।[৪৯] হে মানদ! আপনি যাহাদিগের প্রতি কুপিত হয়েন, নিশ্চয়ই অচিরকাল-মধ্যে তাহা-দিগের রাজ্য, প্রিয়প্রাণ ও পুত্র এবং বিবিধ প্রকার সুখের বিলোপ হইয়া যায়।[৫০] হে শত্রুতাপন মহারাজ! কৌরবদিগের প্রতি আপনি যখন নিয়তই অতিশয় কুপিত হইয়া রহিয়াছেন, তখন আমি তাহা-দিগকে পুত্র, পশু ও বন্ধু-বর্গের সহিত নিহত বলিয়াই মনে করি তেছি।[৫১] তদনন্তর শস্ত্রক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ মহাবাহু মহাধনুর্দ্ধর রথি-শ্রেষ্ঠ ভীম ও সাত্যকি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ গুরু যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করত

পাঞ্চাল-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ভূমিতলে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। কুন্তি-নন্দন যুধিষ্ঠির প্রফুল্ল-চিত্ত ভীম ও সাত্যকিকে কৃতা-ঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। হে বীরদ্বয়! ভাগ্যক্রমেই আমি তোমাদিগের উভয়কে দ্রোণ-রূপগ্রাহে দুরাধর্ষ ও হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মরূপ মকরে পরি-বেষ্টিত কৌরব-সৈন্যসাগর হইতে বিমুক্ত দেখিলাম; ভাগ্যক্রমেই তোমরা এই পৃথিবীর সমস্ত নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছ; ভাগ্য-ক্রমেই তোমাদিগের উভয়কেই সমর-বিজয়ী হইয়া আগমন করিতে দেখিলাম। ভাগ্য-ক্রমেই বিবিধ-শস্ত্র-দ্বারা মহাবল দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা এবং পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কর্ণ ও শল্যকে পরাজিত করিয়াছ।[৫২-৫৭] ভাগ্য-ক্রমেই রথি-শ্রেষ্ঠ সমর-বিশারদ উভয় ভ্রাতাকে মহা সংগ্রাম হইতে অক্ষত শরীরে পুনরাগমন করিতে অবলোকন করিলাম;[৫৮] তোমরা উভয় বীরই আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং নিয়তই আমার গৌরব রক্ষার্থ তৎপর, অতএব ভাগ্য-ক্রমেই উভয়কে সমর-সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ দেখিলাম;[৫৯] তোমরা দুই জনেই আমার প্রাণ-তুল্য, সমরে অপরাজিত ও সমরশ্লাঘী, অতএব ভাগ্য-ক্রমেই উভয়কে পুনরায় দেখিতে পাইলাম।[৬০] কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির পুরুষ-শার্দ্দূল ভীম ও যুযুধানকে এইরূপ কহিয়া আলিঙ্গন করত আনন্দাশ্রু বি-সর্জ্জন করিতে লাগিলেন।[৬১] তদনন্তর সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্য প্রফুল্লিত হইয়া হর্ষভরে যুদ্ধের নিমিত্তে উদ্যোগ করিতে লাগিল।[৬২]

যুধিষ্ঠির হর্ষে একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪৯॥

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে পর আপনার পুত্র সুযোধন দীনভাবাপন্ন হইয়া বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে

লাগিলেন এবং শত্রুজয়েও নিরুৎসাহ হইলেন।[১] তৎকালে তিনি দুর্ম্মনায়মান হইয়া ভগ্ন-দংষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায় উষ্ণ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বলোক-সম্বন্ধে আপনাকে অপরাধী বোধ করিয়া অতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইলেন।[২] অপিচ, তিনি জয়শীল অর্জ্জুন, ভীম ও সাত্যকি-বর্ত্তৃক আপনার সুমহৎ সৈন্য সংহার নিরীক্ষণ করিয়া কৃশ ও বিবর্ণ হইলেন এবং দীনভাবে রোদন করত এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, এই পৃথিবীতে কেহই অর্জ্জুনের সদৃশ যোদ্ধা নাই; কি দ্রোণ, কি কর্ণ, কি কৃপ, কি অশ্বত্থামা ইঁহারা কেহই ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন।[৩-৫] যখন অর্জ্জুন মৎপক্ষীয় সমস্ত মহারথী-দিগকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়াছে, কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় নাই, তখন সাক্ষাৎ পুরন্দর আগমন করিলেও এই নিহত-প্রায় কৌরব-সৈন্য আর রক্ষা করিতে পারেন না।[৬-৭] যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সমরে শস্ত্র সমুদ্যোগ করা হইয়াছিল, সেই কর্ণ এক্ষণে পরাজিত ও জয়দ্রথ নিহত হইলেন।[৮] বাসুদেব শান্তি প্রার্থনা করিলে, যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে তৃণ-তুল্য-জ্ঞানে নিরাকৃত করিয়াছি, এক্ষণে তাদৃশ কর্ণও সমরে পরাজিত হইলেন।[৯]

মহারাজ! সর্ব্ব-পার্থিববর্গের অপরাধকারী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপ ক্লান্তমনা হইয়া দ্রোণকে সন্দর্শন করিবার বাসনায় তৎসন্নিধানে গমন করিলেন।[১০] তদনন্তর তিনি আচার্য্য সমীপে শত্রুদিগের বিজয় ও নিমগ্নপ্রায় কৌরবগণের সুমহৎ সৈন্য ক্ষয়ের বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন,[১১] কহিলেন, হে আচার্য্য! অস্মৎপক্ষীয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণের বিনাশ অবলোকন করুন। তাঁহারা যে মহাশৌর্য্য সম্পন্ন পিতামহ ভীষ্মদেবকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, লুব্ধস্বভাব শিখণ্ডী তাঁহারে সংহার করিয়া

পূর্ণমনোরথ হইয়াছে, এক্ষণে সে এবং আপনার অন্য শিষ্য দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া সেনামুখে অবস্থান করিতেছে। আর দেখুন, সব্যসাচী সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিল।[১২.১৩] যাহা হউক এক্ষণে, যে সকল উপকারী সুহৃদ্বর্গ আমাদিগের জয়াভিলাষী হইয়া যমালয়ে গমন করিয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগের ঋণ হইতে মুক্ত হইব।[১৫] হা! যে সকল বসুধাধিপ আমার নিমিত্তে এই বসুধা রাজ্য কামনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা বসুধার সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বসুধাশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।[১৬] আমি অতি কাপুরুষ! আমি মিত্রদিগের এরূপে বিনাশ সাধন করিয়া সহস্র অশ্বমেধ-দ্বারাও যে, আত্মাকে পবিত্র করিতে পারিব এরূপ উৎসাহ করিতে পারি না।[১৭] এই ধর্ম্মক্ষয়কারী পাপাত্মা লুব্ধের নিমিত্তই জয়াভিলাষী হইয়া নরপতিগণ ঘোরতর সংগ্রাম করত বৈবস্বত ভবনে প্রয়াণ করিয়াছেন।[১৮] পার্থিবগণ মধ্যে এই মিত্রদ্রোহীকে পৃথিবীই বা কি নিমিত্ত বিবর প্রদান করিতেছেন না।[১৯] যখন সমস্ত নরপতিগণ-মধ্যে পিতামহ ভীষ্ম রুধিরাক্ত কলেবরে রণভূমিতে শয়ন করিলেন, কোন প্রকারেই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, তখন আমার তুল্য অধার্ম্মিক, মিত্রদ্রোহী ও অনার্য্য পুরুষ কে আছে? বিশেষত সেই পরলোক-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ পিতামহই বা ইন্দ্রলোক গত হইয়া আমাকে কি বলিবেন।[২০-২১] আর দেখুন, মহাধনুর্দ্ধর শৌর্য্য-সম্পন্ন মহারথী জলসন্ধ সমরে আমার নিমিত্তে প্রাণপণে উদ্যত হইয়া সাত্যকি-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।[২২] অপিচ কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অলম্বুষ ও আর আর বহুল সুহৃদ্ নরপতিগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি? ঐ সকল সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ আমার শত্রুদিগকে জয় করণাভি-

লাষে যথাশক্তি যত্নপর হইয়া যুদ্ধ করত নিহত হইয়াছেন. অতএব হে শত্রুতাপন আচার্য্য। আমিও অদ্য শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ সকল নরপতিগণের ঋণ পরিশোধ করিয়া পশ্চাৎ যমুনাজল-দ্বারা উহাঁদের তর্পণ করিব।[২৩-২৫] হে সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ আচার্য্য! আমি বীর্য্য, পুত্র ও ইষ্টাপূর্ত্ত-দ্বারা শপথ পূর্ব্বক আপনার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, হয় পাণ্ডবগণের সহিত সমস্ত পাঞ্চালদিগকে সংহার করিয়া শান্তি লাভ করিব, না হয়, তাহাদের কর্তৃক সমরে নিহত হইয়া নিহত রাজন্যগণের সালোক্য প্রাপ্ত হইব।[২৬-২৭] বিশেষত সেই সকল পুরুষশ্রেষ্ঠগণ আমার নিমিত্ত যুদ্ধ করত মহাসংগ্রামে কিরিটি-কর্তৃক নিহত হইয়া যেস্থানে গমন করিয়াছেন, আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য।[২৮] হে মহাবাহু আচার্য্য! এক্ষণে আমার যে সকল সহায় আছেন, ইহাঁদের মধ্যে কাহাকেও এরূপ দেখি না, যিনি শত্রুদিগের কর্তৃক অনুরুদ্ধ নহেন; কেননা তাঁহারা যদ্রূপ পাণ্ডব-পক্ষের শ্রেয় কামনা করিয়া থাকেন, আমাদের পক্ষে সেরূপ নহে।[২৯] দেখুন, সত্যসন্ধ ভীষ্ম স্বয়ংই আপনার মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিলেন, আপনিও অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহ-প্রযুক্ত যুদ্ধে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।[৩০] অতএব আমার পক্ষের বিজয়-চিকীর্ষু সকলেই নিহত হইয়াছেন; সংপ্রতি কেবল কর্ণকেই আমার নিমিত্তে জয়াভিলাষী দেখিতেছি।[৩১] যে নির্ব্বোধ শত্রুকে না জানিতে পারিয়া মিত্রবোধে স্বকীয় কার্য্যে নিয়োগ করে, নিশ্চয়ই তাহার অর্থ অবসন্ন হয়।[৩২] আমিও অজ্ঞানলুব্ধ ও পাপাত্মা, তাহাতেই কুটিলাচারী শত্রুগণ, কথায় সৌহৃদ্য জানাইয়া আমার তাদৃশরূপে সর্ব্বথা কার্য্যের হানি করিল; এই নিমিত্তই বীর্য্যবান্ জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা এবং অভিষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতিদেশীয় বীরগণ নিহত হইল।[৩৩-৩৪] অতএব হে পাণ্ডুপুত্রদিগের আচার্য্য! সেই সকল পুরুষশ্রেষ্ঠগণ আমার

নিমিত্তে যুদ্ধ করত সংগ্রামে কিরীটি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া যেস্থানে গমন করিয়াছেন, আমিও সেইস্থানে গমন করিব, এক্ষণে আপনি আমায় অনুমতি করুন।[৭৫-৭৬]

দুর্য্যোধনানুতাপে পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫০ ॥

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সমরে অর্জ্জুন-হস্তে ও ভূরিশ্রবা সাত্যকি-হস্তে নিহত হইলে, তৎকালে তোমাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছিল, এবং দুর্য্যোধন কৌরবগণ-মধ্যে দ্রোণাচার্য্যের নিকট তাদৃশ প্রকারে অনুতাপ প্রকাশ করিলে, তিনিই বা কিরূপ উত্তর প্রদান করিলেন, তুমি আমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।[১-২]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কৌরব্য ভূরিশ্রবাকে নিহত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া আপনার সৈন্য-মধ্যে মহান্ আর্ত্তনাদ শব্দ সমুত্থিত হইল। তাঁহারা সকলেই আপনার পুত্রের মন্ত্রণায় আর শ্রদ্ধা করিল না; কেন না তাঁহার মন্ত্রণাদোষেই শত শত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইল।[৩-৪] পরন্তু, দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রের সেই সকল বাক্য শ্রবণে দুর্ম্মনা হইয়া সন্তাপিত-চিত্তে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন,[৫] দুর্য্যোধন! আমি তোমারে নিয়তই বলিয়াছি যে সব্যসাচী এই সংসার মধ্যে অজেয়, তবে তুমি কি নিমিত্ত আমারে বাক্যবাণে সন্তাপিত করিতেছ?[৬] কিরিটি-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডী যখন রণস্থলে ভীষ্মকে সংহার করিল, তখন তাহাতেই অর্জ্জুনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া হইয়াছে।[৭] দেবমানুষের অবধ্য কুরুকুল চূড়ামণি ভীষ্মদেবকে সমরে নিহত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া আমি তখনই জানিতে পারিয়াছি যে, এই

ভারতী সেনার আর রক্ষা নাই।[৮] যাঁহাকে আমরা এই ত্রিলোকস্থ সমস্ত পুরুষের মধ্যে শূর বলিয়া মনে করিতাম, সেই বীরবর ভীষ্ম সমরে নিপাতিত হওয়ায় আর কি অবশিষ্ট আছে যে, আমরা তাহারে আশ্রয় করিব।[৯] বৎস দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে কুরুসভা-মধ্যে শকুনি যে সকল অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সে সকল অক্ষ নহে, তাহারাই এক্ষণে শত্রুসন্তাপক নিশিত বাণ হইয়াছে।[১০] তৎকালে বিদুর পুনঃপুন বলিলেও যাহাদিগকে অবগত হইতে পার নাই, সেই সকল অক্ষই এই শররূপ ধারণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুন-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিতেছে।[১১] হে দুর্য্যোধন! প্রজ্ঞাবান্ মহাত্মা বিদুর তোমার কল্যাণার্থে বারম্বার বিলাপ করিয়া হিতকর বাক্যের প্রয়োগ করিলেও তুমি যে শ্রবণ কর নাই, সেই সকল বাক্যের অবমাননা-প্রযুক্ত তোমার নিমিত্তই এই ঘোরতর মহৎ ক্ষয় ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে।[১২-১৩] যে মূঢ় আত্মীয় সুহৃদ্বর্গের হিতকর বাক্যের অবমাননা করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে অচিরকাল-মধ্যেই সকলের শোচনীয় হইয়া উঠে।[১৩] হে গান্ধারী-নন্দন! তুমি যে, লোকসমাজে আনয়নের অযোগ্যা সৎকুলজাতা সর্ব্বধর্ম্মাচরণ-শীলা কৃষ্ণাকে আমাদের সমক্ষে সভায় আনয়ন এবং পাণ্ডুদিগকে অন্যায়রূপে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করত রৌরবচর্ম্ম পরিধান করাইয়া অরণ্যে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, সেই অধর্ম্মেরই এই মহৎ ফল প্রাপ্ত হইতেছ; পরন্তু, যদি ইহলোকে তোমার এরূপ না হইত, তাহা হইলে পরলোকে তোমায় ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ফল ভোগ করিতে হইত।[১৫.১৭] এক্ষণে আমা-ব্যতীত অন্য কোন্ ব্রাহ্মণবাদী মনুষ্য নিয়ত ধর্ম্মাচরণ শীল পুত্র-তুল্য সেই পাণ্ডু-নন্দনগণের বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়?[১৮] তৎকালে তুমি কুরুসভা-মধ্যে শকুনির সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে

যে, পাণ্ডবদিগের এই কোপাহরণ করিয়াছ,[১৯] উহা দুঃশাসন-কর্তৃক বদ্ধমূল ও কর্ণ-কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং তুমি বিদুরের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন-পূর্ব্বক-পুনঃপুন ঐ ক্রোধ উত্তেজিত করিয়াছ।[২০] জয়দ্রথের রক্ষার্থে সকলেই তো যত্নশীল হইয়া অর্জ্জুনের নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তবে সকলেই কেন পরাভূত হইলে, এবং তোমাদিগের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়াও সিন্ধুরাজ কিরূপে নিহত হইলেন?[২১] হে কৌরব! তুমি, কর্ণ, কৃপ, শল্য ও অশ্বত্থামা জীবিত থাকিতে সিন্ধুরাজ কিকারণে শমন ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন?[২২] জয়দ্রথের পরিত্রাণার্থে সমস্ত রাজগণই তো তীব্রতর তেজ প্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তোমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াও কিরূপে বিনষ্ট হইলেন?[২৩] বিশেষত সেই মহীপতি জয়দ্রথ তোমার ও আমার পরাক্রম প্রভাবে অর্জ্জুন হইতে পরিত্রাণের আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ফাল্গুন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলেন না, অতএব আমি এক্ষণে আত্মজীবন রক্ষার কোন উপায় নিরীক্ষণ করিতেছি না।[২০.২৫] আমি যাবৎ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার করিতে না পারি, তাবৎ ধৃষ্টদ্যুম্নের কৌটিল্যপঙ্কে আত্মাকে নিমগ্নপ্রায় বোধ করিতেছি, অতএব হে ভারত! আমি যখন সিন্ধুরাজের পরিত্রাণে অসমর্থ হইয়া স্বয়ংই সন্তাপিত হইয়াছি তখন তুমি আর কিনিমিত্ত আমারে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ?[২৬.২৭] অপিচ রণস্থলে সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা সত্যসন্ধ ভীষ্মের সুবর্ণ-বিচিত্রিত ধ্বজ অবলোকন না করিয়া আর কি প্রকারে জয়ের আশা করিতেছ?[২৮] যেস্থলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কৌরব্য ভূরিশ্রবা সমস্ত মহারথগণের-মধ্যে অবস্থান করিয়াও নিহত হইলেন, সেস্থলে আর কি অবশিষ্ট আছে মনে করিতেছ?[২৯] দুর্দ্ধর্ষ কৃপ যদি সিন্ধুরাজের পথানুগামী না হইয়া জীবিত থাকেন, তাহা

হইলে আমি তাঁহারে বিশেষ প্রশংসা করি।[৭০] হে রাজন্! যে অবধি আমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অবধ্যকল্প দুষ্কর-কর্ম্ম-কারী ভীষ্মকে তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনের সমক্ষেই নিপতিত হইতে নিরীক্ষণ করিলাম, সেই অবধিই বিবেচনা করিতেছি যে, এই বসুন্ধরা তোমার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন।[৭১-৭২] ঐ দেখ, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সৈন্য সমুদায় মিলিত হইয়া আমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, অতএব অদ্য আমি সমরক্ষেত্রে তোমার হিতানুষ্ঠান করিব, সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার না করিয়া কদাপি কবচ বিমোক্ষণ করিব না।[৭৩-৭৪] হে রাজন্! তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামাকে বলিবে যে, সে যেন জীবন থাকিতে সোমকগণকে কদাচ পরিত্যাগ না করে।[৭৫] আর বলিবে যে, হে অশ্বত্থামন্! তোমার পিতার নিকট তুমি যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা সম্যক্‌রূপে পালন করিবে, অর্থাৎ আনৃশংস, দম, সত্য ও সরলতায় নিষ্ঠ হইও; ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে কুশলী থাকিয়া, ধর্ম্ম ও অর্থের পীড়ন না করিয়া সতত ধর্ম্ম প্রধান কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হও।[৭৬-৭৭] ব্রাহ্মণগণকে চক্ষু ও মনের-দ্বারা সন্তোষিত এবং যথাশক্তি পূজা করিবে, কদাপি তাঁহাদিগের অপ্রিয় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে না; কেন না তাঁহারা অগ্নিশিখার ন্যায়।[৭৮] হে শত্রুসূদন দুর্য্যোধন! আর অধিক কি বলিব, এক্ষণে আমি তোমার বাক্‌শল্যে নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামার্থে শত্রু-সৈন্যে প্রবেশ করিব,[৭৯] তুমিও যদি সমর্থ হও, তবে এই সকল সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হও, কেন না অদ্য কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা রাত্রিতেও যুদ্ধ করিবে।[৮০]

মহারাজ! যেমন সূর্য্য নক্ষত্রগণের তেজ আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ, ক্ষত্রিয়তেজো-হরণকারী দ্রোণ আপনার পুত্র দুর্য্যো-

ধনকে এইরূপ বলিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।[৪১]

দ্রোণবাক্যে একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫১॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য-কর্ত্তৃক উক্ত প্রকারে তিরস্কৃত হইয়া অমর্ষভরে যুদ্ধের নিমিত্ত দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়া প্রস্তুত হইলেন,[১] এবং সেই সময়ে কর্ণকে সমীপস্থ অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন। কর্ণ! দেখ, কৃষ্ণসহায় কিরীটী দেবতাদিগেরও দুর্ভেদ্য, আচার্য্য-বিরচিত-ব্যূহও অবলীলাক্রমে ভেদ করিল। অপিচ, মহাত্মা দ্রোণ, তুমি ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যোদ্ধা সকল যুদ্ধ করিতে লাগিলেও সিন্ধুরাজ নিপাতিত হইলেন। আর দেখ, যেরূপ সিংহ সামান্য পশুদিগের সংহার করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন একাকীই এই পৃথিবী-মধ্যে সমরদক্ষ নরপতিগণকে নিহত করিল। হে শত্রুসূদন কর্ণ! সমরক্ষেত্রে আমি স্বয়ং সমরে প্রবৃত্ত থাকিলেও, ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন আমার সৈন্য অল্পাবশিষ্ট করিল। পরন্তু আচার্য্য দ্রোণ অবহিতচিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিলে, ফাল্গুন যত্নপর হইলেও কিপ্রকারে সেই সুদুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইত! অতএব হে কর্ণ! দেখ, এই সকল পুরন্দর তুল্য পরাক্রম-শালী বহু সংখ্যক নরপতিগণ, কেবল আচার্য্যের উপেক্ষা বশতই পার্থশরে নিহত হইয়া সমরভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই অর্জ্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিল।[২-৮] হে বীর! যুদ্ধে যত্নপরায়ণ তেজস্বী দ্রোণের যদি ইচ্ছা না থাকিত, তাহা হইলে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন কি প্রকারে সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিত?[৯] ফাল্গুন মহাত্মা আচার্য্যের নিশ্চিতই

প্রিয়, এই নিমিত্ত ব্যূহ প্রবেশ-কালে আচার্য্য, বিনা যুদ্ধেই ফাল্গুনকে দ্বার প্রদান করিয়াছিলেন।[১০] দেখ, আমার ভাগ্য হীনতাপ্রযুক্তই শত্রুতাপন দ্রোণ রণস্থলে জয়দ্রথকে অভয় প্রদান করিয়াও কিরীটীকে দ্বার প্রদান করিলেন।[১১] তিনি যদি পূর্ব্বেই সিন্ধুরাজকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি করিতেন, তাহা হইলে আর ঈদৃশ জনক্ষয় উপস্থিত হইত না।[১২] আহা! সিন্ধুরাজ জীবিতার্থী হইয়া যৎকালে গৃহগমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমি দ্রোণের নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়া মূর্খতা বশতই তাঁহারে নিবারিত করিয়াছিলাম।[১৩] হা! আমি কি দুরাত্মা! দেখ, অদ্য রণ স্থলে চিত্রসেন প্রভৃতি আমার ভ্রাতৃগণ আমাদিগের সমক্ষেই ভীমহস্তে নিহত হইল![১৪]

দুর্য্যোধনের এবম্প্রকার আক্ষেপোক্তি শ্রবণে কর্ণ কহিলেন, মহারাজ। আচার্য্য দ্রোণ জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় বল, উৎসাহ ও শক্তি অনুসারেই যুদ্ধ করিতেছেন, অতএব আপনি তাঁহার নিন্দা করিবেন না।[১৫] যদিচ শ্বেতবাহন অর্জুন উহাঁরে অতিক্রম করিয়া ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ে কোন প্রকারেই আচার্য্যের কিঞ্চিৎ মাত্রও দোষ লক্ষিত হয় না।[১৬] কারণ, অর্জ্জুন যুবা, শৌর্য্যসম্পন্ন, রণ দক্ষ, কৃতী, লঘুবিক্রম ও কৃতাস্ত্র; বিশেষত কৃষ্ণ স্বয়ং যে রথের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করেন, সেই বীর্য্যবান্ পার্থ তাদৃশ, বানরলক্ষণান্বিত ধ্বজ-বিশিষ্ট, দিব্যাস্ত্রযুক্ত রথে সমারূঢ় ও অভেদ্য কবচাবৃত থাকায় ভুজবলে দর্পিত হইয়া অক্ষয় গাণ্ডীব শরাশন গ্রহণ-পূর্ব্বক নিশিত শর নিকর বর্ষণ করিতে করিতে যে, দ্রোণকে অতিক্রম করিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে।[১৭-১৯] মহারাজ! আচার্য্য দ্রোণ বৃদ্ধ, শীঘ্রগমনে অক্ষম এবং বাহুব্যায়ামে নিতান্ত অশক্ত; এই নিমিত্তই কৃষ্ণসারথি শ্বেতবাহন অর্জ্জুন তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছে; সুতরাং এবিষয়ে আচার্য্যের কোন দোষ বিবিচনা

হয় না।[২০-২১] মহারাজ! সমরে পাণ্ডবদিগকে অস্ত্রবিৎ আচার্য্যের অজেয় বলিয়া বোধ হয়, সেই জন্যই শ্বেতবাহন অর্জ্জুন তাঁহারে অতিক্রম করিয়া ব্যূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।[২২] হে রাজন্! নিশ্চয়ই আমার বিবেচনা হইতেছে যে, দৈব যে বিষয়ে অনুকূল, কোন প্রকারেই তাহার অন্যথা ভাব হয় না; কেন না আমরা পরম শক্তি অনুসারে সংগ্রাম করিতে লাগিলেও যখন সিন্ধুরাজ নিহত হইলেন, তখন দৈবই এস্থলে প্রবল বলিতে হইবে। আরো দেখুন, সমরাঙ্গণে আমরা আপনার সহিত একত্রিত হইয়া নিয়তই কাপট্য ও বিক্রম-দ্বারা জয়াভিলাষে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেও, দৈব আমাদিগের সেই পুরুষকারকে নষ্ট করিয়া বিমুখ করিতেছে।[২৮-২৫] মহারাজ! দুর্দৈব গ্রস্ত মনুষ্য যে কোন সময়ে যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করুক, প্রতিকূল দৈব পুনঃপুনই তাহার সেই কৃতকার্য্য সকল বিনষ্ট করিয়া দেয়।[২৬] পরন্তু, কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরুষের অবিশঙ্কিত-চিত্তে অবশ্য কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই উচিত, কদাচ ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে; তবে সিদ্ধ হওয়া না হওয়া দৈবের প্রতি নির্ভর।[২৭] দেখুন, আমরা পাণ্ডবগণকে বিষপ্রদান, জতুগৃহে দাহ ও কপট দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি নানা প্রকার ছল-দ্বারা বঞ্চিত করিয়াছি,[২৮] রাজনীতি অবলম্বন-পূর্ব্বক অরণ্যে নির্ব্বাসিতও করা হইয়াছিল; এইরূপ যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান যত্ন-পূর্ব্বক করিয়াছিলাম, দৈব-কর্ত্তৃক তৎ সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে।[২৯] যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যত্নাধান-পূর্ব্বক প্রাণ পণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, আপনাদিগের উভয় পক্ষের মধ্যে যাহারা সুদৃঢ় যত্নশালী হইবে, দৈব তাহাদের অনুকূল হইবেন।[৩০] আর দেখুন, পাণ্ডবেরা যে, বুদ্ধি-পূর্ব্বক কোন সৎকার্য্য করিয়াছে, আর আপনি যে, বুদ্ধি হীনতা-প্রযুক্ত কোন অসৎ কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ বিবেচনা হয় না;[৩১] তবে যে, তাহাদিগের

অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল সদ্রূপে এবং আপনার অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল অসদ্রূপে পরিণত হইতেছে, দৈবই সে বিষয়ে প্রমাণ; কেন না দৈব, জীব সকলের নিদ্রাকালেও অনন্যকর্ম্ম হইয়া জাগরিত থাকেন।[৭২] যৎকালে এই যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন আপনার পক্ষেই অসংখ্য সৈন্য ও বহু সংখ্যক যোদ্ধা বর্ত্তমান ছিল, পাণ্ডুপুত্রদিগের সেরূপ ছিল না;[৭৩] কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা অল্পসংখ্যক হইয়াও আপনার বহুসংখ্যক বীর পুরুষকে বিনষ্ট করিল; এই জন্যই বোধ হয়, আমাদিগের যে পুরুষকার সকল নষ্ট হইতেছে, তৎসমস্তই দৈবের কার্য্য।[৭৪]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ও কর্ণ পরস্পর এই-রূপ বহুবিধ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সমরক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের সৈন্য দৃষ্ট হইতে লাগিল।[৭৫] তদনন্তর, আপনার পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় রথী রথীর সহিত, হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, এরূপে পরস্পর সদৃশ যোদ্ধায় ঘোর-তর সংগ্রাম উপস্থিত হইল; মহারাজ! আপনার দুর্ম্মন্ত্রণাই এই যুদ্ধের মূল বলিতে হইবে।[৭৬]

পুনর্যুদ্ধারম্ভে দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ও জয়দ্রথবধ প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

ঘটোৎকচবধ প্রকরণ।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পক্ষীয় প্রভূত গজবাজি-সমাকীর্ণ মহা সৈন্য পাণ্ডবী-সেনার চতুর্দ্দিকে অভিদ্রুত হইয়া সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল।[১] কৌরব ও পাঞ্চালগণ মহান্ যমরাষ্ট্র-রূপ

পরলোকার্থে দীক্ষিত হইয়া পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলে, শূরগণ শৌর্য্যসম্পন্ন পুরুষের সহিত সঙ্গত হইয়া শর, শক্তি, তোমর-প্রভৃতি শস্ত্র-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া শমন ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিল।[২-৩] পরস্পর প্রহারকারী রথীদিগের নিরন্তর রুধির-স্রাবকারি অতীব দারুণ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল।[৪] মদমত্ত মাতঙ্গ সকল সমরে সমাসক্ত হইয়া ক্রোধভরে পরস্পর পরস্পরকে বিষাণ-দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল।[৫] সেই তুমুল সমরস্থলে অশ্বা-রোহিগণও মহৎ যশঃপ্রার্থী হইয়া, প্রাস, শক্তি, পরশ্বধ-প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ-দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।[৬] সেইরূপ শত শত শস্ত্রপাণি পদাতিগণও পরাক্রম প্রকাশে নিয়ত যত্নপর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল।[৭] মহারাজ! পাঞ্চালগণ কৌরবগণের সহিত সমরার্থ মিলিত হইলে, তৎকালে কে পাঞ্চাল-পক্ষীয়, কে কৌরব-পক্ষীয় কিছুই অবগত হইল না; কেবল সেই সমরপ্রবৃত্ত বীরগণের স্বমুখ ব্যক্ত পরিচয় শ্রবণ করিয়াই আমরা তাহাদিগের নাম, গোত্র ও বংশের বিষয় বোধ করিতে সমর্থ হইলাম।[৮] এইরূপে যোধগণ নির্ভীকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করত শর শক্তি পরশু দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে শমন ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিল।[৯]

মহারাজ! দিনকর অস্তগত হইলেও সেই বীরগণের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শররাশি এত পরিমাণে নিপতিত হইতে লাগিল যে, সেই সন্ধ্যা সময়েই দিক্ সকল এককালীন প্রভা-শূন্য হইল।[১০] পরন্তু, পাণ্ডব-সৈন্যগণ তাদৃশ প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলে, কুরুপতি দুর্য্যোধন সেই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।[১১] তৎকালে তিনি সিন্ধুরাজের বধ-জনিত অতীব দুঃখ-হেতু মরণে কৃত-নিশ্চয় হইয়া শত্রু-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইলেন।[১২] আপনার পুত্র গমনকালীন রথ-

নির্ঘোষে পৃথিবীকে কম্পিত ও দশ দিক্ নিনাদিত করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যের অভিমুখীন হইলেন।[১৩] তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার মহান্ সৈন্যক্ষয়কর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।[১৪] আপনার পুত্র শরানলে শত্রু-সৈন্য সন্তাপিত করিতে লাগিলে, বোধ হইল যেন মধ্যাহ্ন-কালীন মার্ত্তণ্ড, প্রচণ্ড কিরণ-দ্বারা জগৎ উত্তাপিত করিতেছেন।[১৫] তৎকালে পাণ্ডব-সৈন্যগণ সমর-স্থিত ভরতকুল-নন্দন দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না; তাহারা শত্রু জয়ে নিরুৎসাহ হইয়া সকলেই পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল।[১৬] মহারাজ! পাঞ্চালগণ আপনার পুত্র ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা কুরুপতি-কর্ত্তৃক নির্ম্মলাগ্র সুবর্ণ-পুঙ্খ শর-নিচয়ে বধ্যমান হইয়া ইতস্তত ধাবিত হইল, এবং পাণ্ডবগণের অপরাপর সৈন্যও কুরুরাজের শর-পীড়িত হইয়া বেগে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে আপনার পুত্র রণস্থলে যাদৃশ কর্ম্ম করিলেন, আপনার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই তাদৃশ কর্ম্ম করণে সক্ষম হন নাই। যেমন মত্ত মাতঙ্গ সরোবরস্থ প্রফুল্ল কমলদলকে বিমথিত করে, সেইরূপ আপনার পুত্র পাণ্ডবী-সেনা প্রমথিত করিলেন। কমলদল-সুশোভিত সরোবর যেমন সূর্য্য ও অনিল প্রভাবে শুষ্ক-সলিল হইলে শোভা-বিহীন হয়, তদ্রূপ, পাণ্ডব-সৈন্যও আপনার পুত্রের তেজঃ প্রভাবে হতপ্রভ হইল।

ভীমসেন-প্রভৃতি পাঞ্চালগণ আপনার পুত্র-কর্ত্তৃক স্বপক্ষীয় সৈন্য-ক্ষয় সন্দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরু-রাজ, ভীমসেন-প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে দশ, নকুল সহদেবকে তিন তিন, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীকে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ততি, যুধিষ্ঠিরকে সাত, এবং কেকয় ও চেদীগণকে বহুসংখ্যক নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর সাত্যকিকে পাঁচ, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও ঘটোৎকচকে তিন

তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই মহা-সংগ্রামে তিনি, প্রজাসংহারক ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায়, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও অন্যান্য শত শত যোধগণকে উগ্রতর শর-নিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! পাণ্ডব-সৈন্যগণ আপনার পুত্রের শর-নিকরে বধ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি, তৎকালে তাহারা সেই মহারণে কুরুরাজকে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় সৈন্য দগ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া আর নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না।

তদনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া জয়াভিলাষে কুরুপতির প্রতি ধাবিত হইলেন। পরাক্রমশালী শত্রুতাপন কুরুকুল-নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন উভয়েই রাজ্য-হেতু সমরে সঙ্গত হইলেন। প্রথমত মহারথী দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব দশ বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া অপর এক বাণ-দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার ধ্বজ-দণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিন বাণে মহাত্মা ধর্ম্মরাজের প্রিয় সারথি ইন্দ্রসেনের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন; তৎ পরেই অপর এক বাণে তাঁহার শরাসন ছিন্ন করিয়া চারিবাণে অশ্ব-চতুষ্টয় বিদ্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে এই-রূপে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত সন্দর্শন করত সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিমেষ মাত্রে এক কার্ম্মুক গ্রহণানন্তর সুতীক্ষ্ণ ভল্লদ্বারা তাঁহার সুবর্ণ পৃষ্ঠ শরাসন ত্রিধা ছেদন করিয়া তাঁহারে শাণিত দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শর নিকর দুর্য্যোধনের দেহ ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধারা বৃত্রাসুর বিনাশ সময়ে দেবতারা যেরূপ পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় সূর্য্যরশ্মি-তুল্য অতিউগ্রতর অনিবার্য্য এক বাণ যোজনা

করিয়া দুর্য্যোধনকে 'রে হত হইলি!' এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কুরুরাজ সেই আকর্ণমুক্ত বাণে গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রথনীড়ে নিপতিত হইলেন। মহারাজ! তদনন্তর, সেই সমরস্থলের চতুর্দ্দিক্ হইতে, প্রহৃষ্ট পাঞ্চালগণের "কুরুরাজ হত হইলেন, কুরুরাজ হত হইলেন" এই-রূপ তুমুল শব্দ ও ভয়ানক বাণ-শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।[৩৭.৪০] সেই সময় দ্রোণাচার্য্য সত্বর যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং দুর্য্যোধনও দৃঢ়তর এক কার্ম্মুক গ্রহণানন্তর প্রফুল্ল-চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ, বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ জয়াভিলাষী হইয়া ত্বরা-সহকারে তাঁহার প্রতি প্রত্যুদ্গত হইল।[৪১.৪২] মহারাজ! যেমন প্রচণ্ড বায়ু পাষাণবর্ষী উদ্ধত মেঘের বেগ ধারণ করত উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য কুরুরাজের রক্ষার্থী হইয়া আপতিত পাঞ্চালগণকে প্রতিগ্রহ করিয়া সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর, সমরাভিলাষে মিলিত কৌরব ও পাণ্ডবগণের ভূমিবর্দ্ধনকর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।[৪৩-৪৪]

দুর্য্যোধন পরাভবে ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তৎকালে বলশালী আচার্য্য কুপিত হইয়া শাসনাতিক্রমকারী আমার পুত্র মন্দমতি দুর্য্যোধনকে তির-স্কার করিয়া যে, পাণ্ডব-সৈন্যে প্রবেশ করিলেন, সেই শৌর্য্যসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ শত্রু-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া রণস্থলে স্থিরভাবে বিচরণ করিতে লাগিলে, পাণ্ডবেরা কি রূপে তাঁহারে নিবারিত করিল?[১-২] আর, সেই মহাসংগ্রামে আচার্য্য বহুসংখ্যক শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত

হইলে, আমাদের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ-চক্র ও কোন্ কোন্ বীর বামচক্র রক্ষা করিয়াছিল,[৩] এবং সেই মহাবীর দ্রোণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ রক্ষায় নিযুক্ত ছিল? আর শত্রুপক্ষীয়ই বা কোন্ কোন্ রথী তৎকালে তাঁহার সম্মুখীন হইল?[৪] সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, যখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অপরাজিত দ্রোণ পাঞ্চালদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন, যেমন কোন মনুষ্য অকালে অতিমাত্র শীত প্রভাবে কম্পিত হয়, ত্রাসে পাঞ্চালগণের তদ্রূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকিবে। আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতেছি যে, তৎকালে শত্রুগণ শিশির-কালীন গো সমূহের ন্যায়, সাতিশয় কম্পিত হইয়াছিল। আহা! সেই সর্ব্ব-শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রথি-প্রবর দ্রোণ ক্রোধে ধূমকেতুর (অর্থাৎ অগ্নির ন্যায়) ন্যায় রথবর্ত্মে যেন নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত পাঞ্চালগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কি রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন?[৫-৭]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পৃথা-পুত্র মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় ও সাত্যকি সিন্ধুরাজের বধ সাধনানন্তর সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যুদ্ধার্থে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন। তদনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন যত্নপর হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ব্যূহিত সৈন্য সমভিব্যাহারে আচার্য্যের অভিমুখীন হইলেন।[৮] মহারাজ! এইরূপে দ্রোণের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া দুর্জ্জয় সহদেব, ধীমান্ নকুল, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, কেকয়, মৎস্য ও শাল্বেয়গণ সসৈন্য হইয়া সকলেই অভিদ্রুত হইল। অপিচ, পাঞ্চাল-সৈন্যে পরিরক্ষিত ধৃষ্টদ্যুম্নের পিতা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ, ইঁহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্যুতিমান্ দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন। রণদক্ষ ষট্ সহস্র পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইল। এতদ্ব্যতীত পাণ্ডব পক্ষীয়

অপরাপর মহারথী নরশার্দ্দূলগণও সকলে মিলিত হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন। মহারাজ! সেই শূরগণ যুদ্ধার্থে সমাগত হইতে লাগিলে, যোধগণের অশিবরূপ লোক-ক্ষয়কর ভীরুদিগের ভয়বৃদ্ধন অতীব ভয়ঙ্কর রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। ১৭৬ কেন না সেই রজনীতে অসংখ্য তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মনুষ্যদিগের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই ভীষণ রজনী-মুখে শিবাগণ জ্বালাকবলিত মুখব্যাদান-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘোররবে চীৎকার করিয়া মহৎ ভয়ের বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। বিশেষত কৌরব-সৈন্য মধ্যে বিপুল ভয়-সূচক অতীব ভীষণমূর্ত্তি পেচকগণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! তদনন্তর, শত শত মৃদঙ্গনিস্বন, হস্তীদিগের বৃংহিত ধ্বনি অশ্বগণের হ্রেষারব ও খুর-নিক্ষেপ শব্দ; সুগভীর ভেরী-নির্ঘোষের সহিত মিলিত হইয়া সৈন্য-মধ্যে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শর্ব্বরী সমাগম সময়ে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তৎকালে প্রগাঢ়ান্ধকারে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈন্যদিগের পদোত্থিত ধূলিপটল গগণমণ্ডল পর্য্যন্ত সমুৎক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রথমত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, কিন্তু পরক্ষণেই তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণের শোণিত-প্রবাহে মোহাবিষ্ট হইয়া আমরা সেই রণস্থলকে এককালীন রজঃশূন্য বলিয়াই বোধ করিতে লাগিলাম। মহারজ! রাত্রিকালে পর্ব্বতস্থ বংশবনে অগ্নি-সংলগ্ন হইলে যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, তদ্রূপ, সেই বীরগণের মুহুর্মুহুঃ শস্ত্র-সম্পাতে ঘোরতর চট চটাশব্দ সমুত্থিত হইল। এবং মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ ও ঝর্ঝরী প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র নিনাদের সহিত ফেৎকার ও হ্রেষিত শব্দ মিলিত হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল এককালীন ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। সেই রজনী-মুখে চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবৃত হওয়ায় সমস্ত সৈন্যই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল; অধিক কি, তৎকালে কি

আত্ম পক্ষীয়, কি পর পক্ষীয়, কেহই দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎপরেই, যেমন শোণিতপ্রবাহে রণভূমির ধূলি সকল প্রণষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ, যোধগণের কাঞ্চনময় বর্ম্ম ও নানা প্রকার অলঙ্কার প্রভায় অন্ধকারেরও অনেকাংশ তিরোহিত হইল; এমন কি, মণিরত্ন বিভূষিতা সেই ভারতী-সেনা, রজনী কালে নক্ষত্রগণ-বিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। শক্তি-প্রভৃতি বিবিধশস্ত্র ও ধ্বজ-সমাকুল সেই সৈন্য, নিরন্তর কাক ও গোমায়ুগণের বিকৃত-রবে পরিপূর্ণ, হস্তীদিগের বৃংহিত ধ্বনি ও যোধগণের বাহ্বাস্ফোট ও বীরনাদে নিনাদিত হইয়া অতিভয়ানক হইয়া উঠিল। তাহাতে এমনি লোমহর্ষকর মহান্ তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন দিক্ সকল স্তম্ভিত করিয়া মহেন্দ্রের বজ্রনিনাদ হইতেছে। অপিচ নিশীথ সময়ে সেই ভারতীসেনা অঙ্গদ, কুণ্ডল, নিষ্ক ও বহুবিধ শস্ত্রাদি দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, এবং সেই সেনা-মধ্যস্থ জাম্বুনদ-বিভূষিত হস্তী ও রথ সকল বিদ্যুদ্দাম-জড়িত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। শক্তি, ঋষ্টি, গদা, বাণ, মুষল, প্রাস ও পট্টিশ-প্রভৃতি শস্ত্র সকলের পতন কালে, বোধ হইল যেন চতুর্দ্দিক্ হইতে জ্বলন্ত অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

মহারাজ! তদনন্তর, সেই সৈন্য মধ্যে দ্রোণ ও পাণ্ডব-রূপ পর্জ্জন্যের উদয় হইল; দুর্য্যোধন উহার অগ্রগামী বায়ু, রথ ও হস্তী সকল উহার বলাকাশ্রেণী, বাদিত্র-ধ্বনি উহার নির্ঘোষ, চাপ ও ধ্বজ উহার বিদ্যুৎ, খড়্গ, শক্তি ও গদা উহার অশনি,[১৭৩৫] নিরন্তর শর-সম্পাত, উহার শীতোষ্ণ-সঙ্কুল বারিধারা। যুদ্ধার্থী বীরগণ, তাদৃশ ঘোরতর বিস্ময়কর উগ্রতর জীবনান্তকারি, সাধারণের দুস্তরণীয়, সেই ভীষণ ভারতী-সেনা-মধ্যে প্রবেশ করিল। মহারাজ! শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন, ভীরুদিগের ত্রাসজনন, তুমুল কোলাহলময় সেই ভয়ঙ্কর

বিভাবরীতে নিদারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ মিলিত হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। পরন্তু যে যে বীর তৎকালে মহাত্মা দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন, তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই বিমুখীকৃত ও অনেককে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর, সেই নিশা সময়ে দ্রোণ একাকীই নারাচ-দ্বারা এক সহস্র দন্তী, অযুত রথী, প্রযুত পদাতি ও অর্ব্বুদ অশ্ব বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।[৩৬-৪১]

দ্রোণ যুদ্ধ চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সমরে দুর্ব্বিষহ অমিতবলশালী দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ ক্রোধভরে সৃঞ্জয়-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইলে, তোমাদের বুদ্ধি তৎকালে কিরূপ হইল?[১] এবং তিনি, শাসন অতিক্রমকারী আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া যে, বিপক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহাতে পৃথা-পুত্রই বা কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন?[২] কেন না, সমরে অপরাজিত মহাতেজা আচার্য্য মহাবীর জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবার নিধন-হেতুই পাঞ্চালগণের প্রতি অভিদ্রুত হইয়াছিলেন;[৩] অতএব সেই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুতাপন দ্রোণ শত্রু মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা কি মনে করিয়াছিলে, এবং দুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত কর্ত্তব্য বিষয়ে কিরূপ বিবেচনা করিল?[৪] সঞ্জয়! দুর্য্যোধনের কামনা-প্রদ বীরাগ্রগণ্য দ্বিজসত্তম দ্রোণের গমন কালে অস্মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল এবং সমরকালীন কোন্ কোন্ বীরই বা সেই শূর পুরুষের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, অপিচ, রণস্থলে তিনি শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডুদিগের মধ্যেই বা কোন্ কোন্ বীর তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইল? সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, যেমন শিশির

সময়ে কৃশ গো সমূহ কম্পিত হয়, তদ্রূপ, ভারদ্বাজ-শর-পীড়িত পাণ্ডবগণও কম্পিত হইয়া থাকিবে। অহো! সেই শত্রুবিমর্দ্দনকারী পুরুষশার্দ্দূল মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্য পাঞ্চাল-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া কি প্রকারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন?[৬।৭] সেই রাত্রিকালে একত্রিত মহারথি যোধগণ যুদ্ধার্থে মিলিত হইয়া দলে দলে বিমর্দ্দিত হইলে, তোমাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ বীর তৎকালে প্রকৃতিস্থ ছিলেন?[৮] তুমি বলিতেছ যে, মৎপক্ষীয় বীরগণ সেই সমর সময়ে অনেকেই নিহত, কেহ কেহ পলায়িত, কেহ বা পরাভূত এবং রথিসৈন্য মধ্যেও অনেকে রথভ্রষ্ট হইয়াছিল;[৯] আহা! তৎকালে যখন তোমরা সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন, পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত ও বিমোহিত হইলে, তখন আর তোমাদের বুদ্ধিস্থির থাকিবার সম্ভব কোথায়?[১০] আর তুমি বলিতেছ যে, পাণ্ডবগণ জয় লাভে প্রহৃষ্ট, উদ্ধত ও পরিতৃপ্ত; এবং অস্মৎ পক্ষীয়গণ ভীত ও নিরানন্দ হইয়াছিল.[১১] কিন্তু সেই রাত্রি যুদ্ধ সময়ে সমরে অনিবর্ত্তী পাণ্ডব ও কৌরবগণের কি প্রকারে পরস্পর দৃষ্টিগোচর হইল?[১২]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পাণ্ডবগণ সোমকগণের সহিত মিলিত হইয়া সকলেই দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।[১৩] পরন্তু, দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজগণ ও কেকয়গণকে দ্রুতগামী সায়ক সমূহ দ্বারা প্রেতলোকে প্রেরণ করিলেন।[১৪] অধিক-কি, তৎকালে যে যে মহারথী মহাত্মা আচার্য্যের সম্মুখীন হইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে প্রেতপতি-ভবনে প্রেরণ করিলেন।[১৫] মহারাজ! তৎকালে মহারথী ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণকে প্রমথিত করিতে লাগিলে, প্রতাপবান্ শিবিরাজ ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন।[১৬] দ্রোণ পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথী শিবিরাজকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া সর্ব্ব-

লৌহময় নিশিত দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।[১৭] শিবিরাজও শাণিত ত্রিংশৎ শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া, সদর্পে তাঁহার সারথিকে ভল্লাস্ত্র-দ্বারা নিপাতিত করিলেন।[১৮] তখন দ্রোণ মহাত্মা শিবির সারথি ও অশ্বগণকে সংহার করিয়া এক বাণে তাঁহার শিরস্ত্রাণ-সমন্বিত মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন।[১৯] এদিকে দুর্য্যোধন দ্রোণের নিমিত্তে সত্বর অপর এক জন সারথিকে প্রেরণ করিলেন; সারথি রাজার আদেশে অশ্ব রশ্মি গ্রহণ করিলে পর, দ্রোণ পুনরায় শত্রুদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন।[২০]

মহারাজ! পূর্ব্বে ভীমসেন কলিঙ্গরাজকে নিহত করায়, এক্ষণে তাঁহার পুত্র পিতৃবধ-জনিত ক্রোধে অধীর হইয়া কলিঙ্গ-সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন।[২১] কলিঙ্গরাজ-কুমার প্রথমত ভীমকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন, তৎ পরেই তিনি তিন বাণে ভীমের সারথি বিশোককে ও এক বাণে তাঁহার রথধ্বজ বিদ্ধ করিলেন।[২২] তখন বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় রথ হইতে কলিঙ্গরাজ-কুমারের রথে সমারূঢ় হইয়া সেই ক্রোধান্বিত বীরবর রাজকুমারকে মুষ্টি প্রহারে বিনাশ করিলেন।[২৩] রণস্থলে বলীয়ান্ ভীমসেনের মুষ্টিপ্রহারে কলিঙ্গরাজ-কুমারের অস্থি সকল পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নিপতিত হইল।[২৪] মহারাজ! কর্ণ এবং কলিঙ্গরাজ তনয়ের ভ্রাতা ধ্রুব ও জয়রাত প্রভৃতি বীরগণ ভীমসেনের তাদৃশ কার্য্য সহ্য করিলেন না, তাঁহারা একত্রিত হইয়া আশীবিষ তুল্য নারাচ দ্বারা ভীমকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।[২৫] তদনন্তর ভীমসেন কলিঙ্গরাজ-কুমারের রথ পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুবের রথ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ধ্রুব নিরন্তর অস্ত্র-বৃষ্টি করিতে লাগিলেও ভীম তাঁহাকে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। ধ্রুব বলশালী পাণ্ডুনন্দন ভীমের মুষ্টি-দ্বারা আহত হইবামাত্র ভূতলে

নিপতিত হইল। মহাবলবান্ ভীমসেন ধ্রুবকে সংহার করিয়া জয়-রাতের রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বারংবার সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি জয়রাতকে বাম হস্ত-দ্বারা উৎক্ষেপণ করিয়া কর্ণের সমক্ষেই গর্জ্জন-পূর্ব্বক এক চপেটাঘাতেই বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ এক কাঞ্চনময়ী শক্তি গ্রহণ করিয়া ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[২৮-২৯] পাণ্ডুনন্দন দুর্দ্ধর্ষ বৃকোদর কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি সহাস্য বদনে গ্রহণ করিয়া, উহা কর্ণের প্রতিই নিক্ষেপ করিলেন।[৩০] শকুনি সেই শক্তিকে সহসা কর্ণের প্রতি আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তৈল-ধৌত এক বাণ-দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ! অদ্ভুতপরাক্রমশালী বৃকোদর রণস্থলে এইরূপ অসাধারণ কার্য্য করিয়া স্বীয় রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আপনার সৈন্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন আপনার মহারথি পুত্রগণ জিঘাংসা-পরবশ মহাবাহু ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহারে মহৎ শরবৃষ্টি-দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৩১-৩৩] তদনন্তর, ভীমসেন সহাস্য বদনে সমরস্থিত দুর্ম্মদের অশ্ব ও সারথিকে শরনিকরে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন।[৩৪] দুর্ম্মদ অশ্ব সারথি-বিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভ্রাতা দুষ্কর্ণের রথে আরোহণ করিলেন। মহারাজ! যেমন দেবাসুর সংগ্রামে সূর্য্য ও বরুণ দৈত্যসত্তম তারকের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ, শত্রুতাপন সেই দুই ভ্রাতা সমরাঙ্গণে এক রথে সমারূঢ় হইয়া, উভয়েই ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন।[৩৫-৩৬] এইরূপে এক রথস্থিত আপনার পুত্র দুর্ম্মদ ও দুষ্কর্ণ শর-সমূহ-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৩৭] মহারাজ! শত্রুদমনকারী

পাণ্ডুনন্দন ভীম কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, সোমদত্ত ও বাহ্লিকের সমক্ষেই দুষ্কর্ণের সেই রথখানিকে পদাঘাতে ধরণীতলে প্রবেশিত করিলেন।[৩৮-৩৯] তৎ পরেই তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলশালী শূর দুষ্কর্ণ ও দুর্ম্মদকে মুষ্টিপ্রহারে বিনষ্ট করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।[৪০] মহারাজ! সৈন্যগণ ভীমের তাদৃশ কার্য্য অবলোকন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলে, নরপতিগণ বলিতে লাগিলেন, "ইনি নিশ্চয়ই রুদ্র, ভীমরূপ ধারণ করিয়া কৌরব-সৈন্যে যুদ্ধ করিতেছেন।"[৪১] পার্থিবগণ এইরূপ বলিয়া সকলেই অচৈতন্যভাবে স্বীয় স্বীয় বাহন পরিচালন-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; অধিক কি, তৎকালে এমন ভীত হইলেন যে, দুই জন একত্র গমন করিলেন না।[৪২]

মহারাজ! সেই নিশামুখে এইরূপে সৈন্য সকল ক্ষুভিত হইলে, প্রফুল্ল-কমললোচন মহাবলবান্ বৃকোদর প্রধান প্রধান পার্থিবগণ-কর্ত্তৃক অতিশয় প্রশংসিত হইয়া সসৈন্যে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।[৪৩] ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ, বিরাট ও কেকয়-প্রভৃতি রাজগণ ভীমের তাদৃশ কার্য্যে অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। অপিচ, যেরূপ অন্ধকাসুর নিহত হইলে, দেবগণ অন্ধকশত্রু মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, তাঁহারা সকলেই ভীমসেনের অতিশয় সম্মান করিলেন।[৪৪] মহারাজ! বরুণাত্মজ-তুল্য আপনার আত্মজগণ পাণ্ডবগণের হর্ষে রোষান্বিত হইয়া রথ, পদাতি, কুঞ্জরপ্রভৃতি চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মহাত্মা আচার্য্য দ্রোণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধাভিলাষে দৃঢ়রূপে ভীমের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন।[৪৫] তদনন্তর, সেই জলদজাল সদৃশ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ভীষণ সর্ব্বরী সময়ে মহাত্মা

ক্ষত্রিয়গণ বৃক, কাক ও গৃধ্রগণের হর্ষজনক নিদারুণ ভয়প্রদ অতি অদ্ভুততম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।[৪৬]

ভীমপরাক্রমে পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! জয়দ্রথ বধ দিবসে রণস্থলে প্রায়োপবিষ্ট সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা নিহত হন, এক্ষণে ভূরিশ্রবার পিতা সোমদত্ত সাত্যকির প্রতি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া এইরূপে বলিতে লাগিলেন।[১] হে সাত্বত! পূর্ব্বে মহাত্মা দেবগণ-কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যেরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, তুমি তাহা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক কিরূপে দস্যুধর্ম্মে রত হইলে?[২] ক্ষত্রধর্ম্ম-রত প্রাজ্ঞ পুরুষ সমর-পরাঙ্মুখ, কাতরতাপন্ন বা ন্যস্তশস্ত্র ব্যক্তির প্রতি কিরূপে শস্ত্র প্রহার করিতে পারেন?[৩] বিশেষত বৃষ্ণিবংশের মধ্যে মহাবাহু প্রদ্যুম্ন এবং তুমি, উভয়েই সমরে মহারথী বলিয়া বিখ্যাত;[৪] তবে তুমি কিরূপে পার্থ-কর্ত্তৃক ছিন্নবাহু, রণস্থলে প্রায়োপবিষ্ট, আমার পুত্র ভূরিশ্রবার প্রতি নরকোৎপাদনকর তাদৃশ নৃশংস ব্যবহার করিলে? সে যাহা হউক, রে দুর্বৃত্ত! অদ্য তুমি সমরে সেই স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ কর। অরে মূঢ়! আমি সুকৃত, ইষ্টাপূর্ত্ত ও পুত্রগণ-দ্বারা শপথ করিতেছি যে, অদ্য আমি বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক নিশ্চয়ই শর-দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন করিব। রে বৃষ্ণিকুলপাংশন! তুমি অতিশয় বীরাভিমানী, কিন্তু, পৃথাপুত্র ধনঞ্জয় যদি তোমারে অদ্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই রাত্রি মধ্যেই তোমারে এবং তোমার পুত্র ও অনুজগণকে বিনাশ করিব। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা বিফল হয়, তাহা হইলে যেন আমি ঘোরতর নরকে পতিত হই।[৫-৮] মহাবল-

শালী সোমদত্ত অমর্ষভরে এইরূপ উক্তি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৯

তদনন্তর, কমলপত্রনিভ লোচন-যুগল সুশোভিত সিংহদংষ্ট্র দুর্দ্ধর্ষ সাত্যকি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সোমদত্তকে বলিলেন, ১০ হে কৌরব্য! তোমার বা অপর যে কোন পুরুষের সহিত হউক্, যুদ্ধকালে কোন প্রকারেই আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। ১১ অধিক কি, যদি তুমি এই সমস্ত সৈন্যদ্বারা রক্ষিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর, তথাপি আমার মনোমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র পীড়া উপস্থিত হইবে না। ১২ হে কৌরব! আমি ক্ষত্রধর্ম্মে অবস্থিত; অতএব তুমি সাধু-দিগের অসম্মত, কেবলমাত্র বাক্যুদ্ধ প্রভাবে আমার ভয়োৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। ১৩ যদি আমার সহিত তোমার একান্তই যুদ্ধ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তুমি দয়াশূন্য হইয়া নিশিত শর-দ্বারা অগ্রে আমারে প্রহার কর, পশ্চাৎ আমি তোমারে প্রহার করিব। ১৪ হে রাজন্! তোমার বীরপুত্র মহারথী ভূরিশ্রবা নিহত হইলে, তদীয় অনুজ শলও ভ্রাতৃশোকে সমাকৃষ্ট হইয়া প্রেতরাজ-ভবনে প্রস্থান করিয়াছেন। ১৫ অদ্য তোমাকেও তোমার অন্যান্য পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত সংহার করিব। তুমি কৌরবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, বিশেষতঃ মহারথী বলিয়া প্রসিদ্ধ; এক্ষণে যত্নপরায়ণ হইয়া রণস্থলে অবস্থান কর। ১৬ দান, ইন্দ্রিয়সংযম, সদাচার, অহিংসা, লজ্জা, ধৈর্য্য ও ক্ষমা ইত্যাদি সমস্ত গুণ যাঁহাতে নিশ্চলভাবে অব-স্থান করিতেছে, যাঁহার রথধ্বজ মৃদঙ্গলক্ষণে চিহ্নিত সেই ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের তেজঃপ্রভাবে শকুনি ও কর্ণ-প্রভৃতি তোমরা সকলে পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছ; এক্ষণে সংগ্রামস্থলে কেবল মৃত্যুমুখে গমন করিবে। ১৭-১৮ রে পাপ! যদি তুমি সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর, তাহা হইলেই মুক্ত হইতে পারিবে; অন্যথা, আমি

রণস্থলে রোষান্বিত হইয়া যদি পুত্রগণের সহিত তোমাকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে আমারে কৃষ্ণের চরণ ও স্বীয় ইষ্টাপূর্ত্তের শপথ! পুরুষসত্তম সোমদত্ত ও সাত্যকি ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি করিয়া শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তদনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন এক সহস্র রথী ও অযুত হস্তী লইয়া সোমদত্তকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সর্ব্বশস্ত্রধারিপ্রবর আপনার শ্যালক যুবা বজ্রতুল্য-কলেবর মহাবাহু শকুনিও ইন্দ্রতুল্যপরাক্রান্ত পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে ব্যবস্থিত হইলেন।[১-২৩] অপিচ, সেই ধীমান্ শকুনির এক লক্ষ প্রধান অশ্বারোহী মহাধনুর্দ্ধর সোমদত্তের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে লাগিল।[২৪] এইরূপে সোমদত্ত প্রভৃত সৈন্য ও প্রধান প্রধান বীরগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শরবৃষ্টি-দ্বারা সাত্যকিরে সমাচ্ছাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে সন্নতপর্ব্ব বিশিখজালে সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া ক্রোধভরে মহতী সেনা সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ! তৎকালে, উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, প্রচণ্ড বাতাভিহত সাগরনিস্বনের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। তৎ পরে সোমদত্ত নয় শর দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও কুরুপুঙ্গব সোমদত্তকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। সোমদত্ত দৃঢ়ধন্বা বলীয়ান্ সাত্যকির শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বিহ্বলচিত্তে রথনীড় আশ্রয় করিয়া বিমোহিত হইয়া রহিলেন। সারথি স্বীয় প্রভু মহারথী বীরবর সোমদত্তকে বিমোহিত অবলোকন করিয়া ত্বরা-সহকারে রণস্থল হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিল। দ্রোণ সোমদত্তকে সাত্যকির শরে পীড়িত ও অচৈতন্য অবলোকন করিয়া সাত্যকির বিনাশ বাসনায় তথায়

উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ দ্রোণকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সাত্যকির রক্ষার্থে সসৈন্যে মহাত্মা আচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদনন্তর ত্রৈলোক্য বিজয় কামনায় পূর্ব্বে দেবগণের সহিত অসুররাজ বলির যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ দ্রোণের সহিত পাণ্ডবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তেজঃ পুঞ্জ কলেবর ভরদ্বাজ-নন্দন শর-জালে পাণ্ডব সৈন্য সমাবৃত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎ পরেই তিনি সাত্যকিরে দশ, ধৃষ্টদ্যুম্নকে পঞ্চবিংশতি, ভীমসেনকে নয়, নকুলকে পাঁচ, সহদেবকে আট, শিখণ্ডীকে শত, দ্রৌপদী-পুত্রগণকে পাঁচ পাঁচ, মৎস্যরাজ বিরাটকে আট, পাঞ্চালপতি দ্রুপদকে দশ, যুধামন্যুকে তিন, উত্তমৌজাকে ছয়, এবং অপরাপর সৈন্যকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হইলেন।[২৫-৩৭] মহারাজ! পাণ্ডব-সৈন্যগণ দ্রোণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।[৩৮] পৃথানন্দন ফাল্গুন সৈন্যগণকে দ্রোণ-কর্ত্তৃক তাড়িত হইতে অবলোকন করিয়া ঈষৎ রোষান্বিত হইয়া সত্বর গুরুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।[৩৯] যুধিষ্ঠিরের সৈনিকগণ মহাসমরে অর্জ্জুনকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে সন্দর্শন করিয়া সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল,[৪০] এবং দ্রোণের সহিত পাণ্ডবগণের পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহারাজ! দ্রোণ আপনার পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, অগ্নি যেমন তুলরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্য দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ও জ্বলন্ত অনল-তুল্য দ্যুতিমান্ দ্রোণের মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুক হইতে নিরন্তর অগ্নিশিখা-সদৃশ শররাশি নিক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলে, শত্রুগণ তাঁহাকে, জগত্তাপকারী ভাস্করের ন্যায় বোধ করিয়া কেহই নিবারণ করিতে সক্ষম হইল না। অধিকন্তু,

তৎকালে যে যে বীর আচার্য্যের সম্মুখে অবস্থিত ছিলেন, আচার্য্য-নিক্ষিপ্ত শর তাঁহাদের সকলেরই শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে সেই পাণ্ডবী-সেনা মহাত্মা দ্রোণের শরে বধ্যমান হইয়া পুনর্ব্বার সব্যসাচী ধনঞ্জয়ের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কুরুরাজ! সেই রাত্রিকালে ধনঞ্জয়, দ্রোণ-কর্ত্তৃক স্বপক্ষীয় সৈন্য প্রভগ্ন অবলোকন করিয়া দাশার্হ-কৃষ্ণকে দ্রোণের রথ সমীপে গমন করিতে বলিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রজত, দুগ্ধ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্র সবর্ণ অশ্বগণকে দ্রোণের রথ সমীপে চালিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীমসেনও অর্জ্জুনকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় সারথিকে "আমায় দ্রোণ সৈন্যের নিকটে লইয়া চল" এই মত আদেশ করিলেন। ভীম-সারথি বিশোক স্বীয় প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সত্যসন্ধ জিষ্ণুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও মহারথী কেকয়গণ এবং মৎস্য, চেদি, করূষ ও কোশল দেশীয় সৈন্যগণও ভীমার্জ্জুন উভয় ভ্রাতাকে যত্নপর হইয়া দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে সন্দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহাদের অনুগামী হইল।[৪১।৫১] মহারাজ! তদনন্তর, লোমহর্ষকর ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তখন ভীম ও অর্জ্জুন সুমহৎ রথবৃন্দ দ্বারা ক্রমান্বয়ে আপনার সৈন্যের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি পুরুষশার্দ্দূল ভীমসেন ও ধনঞ্জয়কে দ্রোণ-সৈন্যে গমন করিতে দর্শন করিয়া উভয়েই তথায় উপনীত হইলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, প্রচণ্ড বাতাভিহত সাগর নিস্বন-সদৃশ তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল।

সেই সময়ে আচার্য্য-নন্দন অশ্বত্থামা সাত্যকিরে রণস্থলে অব-

লোকন করিয়া ভূরিশ্রবার বধহেতু ক্রুদ্ধ ও সাত্যকির বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। ভীমসেন-নন্দন ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে সাত্যকির রথ সমীপে সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ লৌহময়, ঋক্ষ-চর্ম্ম-সমাচ্ছন্ন, বহুবিধ যন্ত্র-সন্নাহ পরিপূরিত, অষ্টচক্র-সমন্বিত, মহামেঘ সদৃশ গম্ভীর শব্দায়মান, ত্রিংশৎনল্ব বিস্তীর্ণ এক রথবরে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সেই রথে মাতঙ্গাকার বাহন সকল সমাযোজিত ছিল, ফলত উহারা হস্তী বা অশ্ব নহে। ঐ রথের সমুচ্ছ্রিত ধ্বজদণ্ডে বিবৃতাক্ষ একটা প্রকাণ্ড গৃধ্র বসিয়া চরণ ও পক্ষদেশ বিক্ষেপ-পূর্ব্বক বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতেছিল। হিড়িম্বা-নন্দন শোণিতার্দ্র পতাকা ও অস্ত্রমালা-বিভূষিত তাদৃশ বিপুল রথে সমারূঢ় হইয়া পাষাণ, বৃক্ষ, শূল ও মুদ্গরহস্ত, ভীষণ-মূর্ত্তি এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা সমভিব্যাহারে বিপক্ষ দ্রোণ-নন্দনের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতিগণ তাঁহাকে যুগান্তকালীন দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় শরাসন উদ্যত করত আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সকলেই ব্যথিতান্তঃকরণ হইলেন। আপনার পুত্রের সৈন্যগণও সেই গিরিশৃঙ্গ নিভ, ভীমমূর্ত্তি, ভয়াবহ, দংষ্ট্রা-করাল ও প্রদীপ্ত বিকট বদন, শঙ্কুকর্ণ ও মহৎ গণ্ড সমাযুক্ত, ঊর্দ্ধ-বক্ত্র, বিরূপাক্ষ, নির্ণতোদর, সুগভীর গর্ত্তের ন্যায় গলদ্বারসমন্বিত, কিরীট সমাবৃত শিরোরুহ, সর্ব্ব প্রাণীর ত্রাসজনক, প্রদীপ্ত পাবক ও ব্যাদিতাস্য বৈবস্বতের ন্যায়, বিপক্ষ বিক্ষোভকারী রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে উদ্যত মহৎ শরাসন-হস্তে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া অতিশয় ভয়পীড়িত ও বায়ু কর্ত্তৃক ক্ষোভিতা আবর্ত্ত ও উত্তুঙ্গতরঙ্গমালিনী সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় ক্ষুভিত হইল। [২২-২৬] অধিক কি, তৎকালে ঘটোৎকচের সিংহনাদে মাতঙ্গ

সকলও ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল; মনুষ্যগণ অতিমাত্র ব্যথিত হইল।[৬৮]

রাত্রিকালপ্রভাবে সমধিক বলান্বিত রাক্ষসগণ রণস্থলের চতুর্দ্দিক্ হইতে পাষাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং লৌহময় চক্র, ভুষণ্ডী, প্রাস, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র সকলও নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল।[৬৯.৭০] মহারাজ! সেই অতিনিষ্ঠুরতর ভীষণ সংগ্রাম দর্শন করিয়া সমস্ত নরপতি ও আপনার পুত্রগণ এবং কর্ণ, সকলেই কাতর হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।[৭১] সে স্থলে কেবল একমাত্র অস্ত্রবলশ্লাঘী অশ্বত্থামা অক্ষুব্ধচিত্তে অবস্থান-পূর্ব্বক ঘটোৎকচের বিস্তৃত মায়া বাণপ্রভাবে ভস্মীভূত করিলেন।[৭২] মায়া নিহত হওয়ায়, ঘটোৎকচ রোষপরবশ হইয়া ঘোরতর শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন; সেই সমস্ত শরই অশ্বত্থামার শরীরে প্রবিষ্ট হইল।[৭৩] মহারাজ। যেমন ভুজঙ্গগণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঘটোৎকচের নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত শীঘ্রগামী শর সকল অশ্বত্থামার দেহ ভেদ করিয়া রুধিরাক্ত-কলেবরে ধরাতলে প্রবেশ করিল। তখন, প্রতাপশালী অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লঘুহস্তে দশ শর-দ্বারা ঘটোৎকচের কলেবর ভেদ করিলেন। ঘটোৎকচ দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার শরে মর্ম্মস্থলে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া অতিমাত্র কাতর হইলেন; তৎপরেই তিনি শত সহস্র অর সমন্বিত মহৎ এক চক্র গ্রহণ করিলেন। ভীমসেন-নন্দন ঘটোৎকচ জিঘাংসা-পরবশ হইয়া বালার্কপ্রভ বজ্রমণি-বিভূষিত ক্ষুরধার সেই চক্র উত্তোলন-পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! যেমন ভাগ্যহীন মনুষ্যের সমস্ত সঙ্কল্পই নিষ্ফল হইয়া যায়, তদ্রূপ, মহাবেগে সমাগত ঘটোৎকচ-প্রমুক্ত সেই চক্র অশ্বত্থামার শরপ্রভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া ধরাতলে

নিপতিত হইল। নিদারুণ চক্র নিপতিত হইল অবলোকন করিয়া ঘটোৎকচের পুত্র, যেমন স্বর্ভানু ভানুকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ, দ্রোণ-পুত্রকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন মহাগিরি প্রচণ্ড বায়ুর গতি রোধ করে, সেইরূপ, ভিন্নাঞ্জন-সন্নিভকলেবর ঘটোৎকচ-তনয় শ্রীমান্ অঞ্জনপর্ব্বা অশ্বত্থামাকে সমাগত হইতে অবলোকন করিয়া তাঁহার গতি রোধ করিলেন। অশ্বত্থামা ভীমসেন-পৌত্র অঞ্জন-পর্ব্বার শরে সমাচিত হইয়া, নিরন্তর ধারাধর নির্ম্মুক্ত বারিধারা সমাচিত সুমেরুর ন্যায় শোভমান হইলেন। তদনন্তর, রুদ্র, উপেন্দ্র ও ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা অসম্ভ্রান্তচিত্তে এক বাণে অঞ্জনপর্ব্বার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তৎ পরেই তিনি দুই বাণ দ্বারা তাঁহার সারথি ও চারি বাণে তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় নিহত করিয়া তিন বাণে তাঁহার রথের ত্রিবেণু এবং এক বাণ দ্বারা তাঁহার হস্তস্থিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অঞ্জনপর্ব্বা রথভ্রষ্ট ও ছিন্ন-চাপ হইয়া স্বর্ণবিন্দু-খচিত এক ভীষণ খড়্গ উদ্যত করিলে, অশ্বত্থামা এক সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। খড়্গ ছিন্ন হইলে, ঘটোৎকচ-নন্দন সত্বর হেমাঙ্গদ-বিভূষিত এক গদা উদ্ভ্রামিত করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অশ্বত্থামার শরে অভিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তদনন্তর, অঞ্জনপর্ব্বা অন্তরীক্ষে সমুত্থিত হইয়া, বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায়, গর্জ্জন-করত নভস্তল হইতে বৃক্ষ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহারাজ! দিবাকর যেমন স্বকীয় করজাল দ্বারা মেঘজাল ভেদ করেন, তদ্রূপ, অশ্বত্থামা গগনস্থিত মায়াধারী সেই ঘটোৎকচতনয়কে শরনিকরে ভেদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! অঞ্জনাচলের ন্যায়, ভীষণ-মূর্ত্তি শ্রীমান্ অঞ্জনপর্ব্বা অম্বর হইতে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় ভূতলস্থিত হেমপরিচ্ছন্ন রথে অবস্থিত হইলে, দ্রোণ-

নন্দন অশ্বত্থামা, মহেশ্বর যেমন অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, লৌহময় বর্ম্মধারী সেই ভীম-পৌত্র অঞ্জনপর্ব্বাকে সংহার করিলেন। তখন শারদ্বতী-পুত্র বীরবর অশ্বত্থামাকে, অরণ্য-দহনকারী উদ্ধত অগ্নির ন্যায়, পাণ্ডবী-সেনা দগ্ধ করিতে এবং তদীয় হস্তে স্বীয় পুত্র মহাবলশালী অঞ্জনপর্ব্বাকে নিহত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচের রোষভরে হস্তস্থিত অঙ্গদ স্খলিত হইয়া পড়িল; তৎ পরেই তিনি দ্রোণ-পুত্রের সমীপে সমাগত হইয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে এই কথা বলিলেন। হে দ্রোণ-নন্দন! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। অদ্য তুমি কদাচই আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া গমন করিতে পারিবে না। [৫০.৯২] যেরূপ অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয় ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও তোমাকে সেইরূপ বিদীর্ণ করিব। ঘটোৎকচের এইরূপ বাক্য শ্রবণানন্তর, অশ্বত্থামা কহিলেন, হে অমরবিক্রম বৎস হিড়িম্বা-নন্দন! গমন কর, অন্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও, কেন না পুত্রের সহিত পিতার সমরে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমি অন্তঃকরণের সহিত নিশ্চয় বলিতেছি যে, তোমার প্রতি আমার কিঞ্চিন্মাত্র ও ক্রোধ নাই, কিন্তু জীবগণ যখন ক্রোধপরতন্ত্র হয়, তখন আত্ম-হননেও পরাঙ্মুখ হয় না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পুত্র-শোকান্বিত ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার এতাবৎ বাক্য শ্রবণে রোষে অরুণ-নয়ন হইয়া সদর্পে এইরূপ উত্তর করিলেন, দ্রোণ-নন্দন! তুমি যে সকল কথা কহিলে, এ সমস্তই অসাধু! আমি কি বীর্য্য শূন্য লোকের ন্যায়, সমরে কাতর হইয়াছি যে, তুমি বাগাড়ম্বর দ্বারা আমারে ভয় প্রদর্শন করিতেছ? তুমি জান যে, আমি এই বিপুল কৌরব-কুলে ভীম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি, বিশেষত আমি সমরে অপরাঙ্মুখ পাণ্ডবগণের পুত্র, দশানন-সদৃশ বলশালী

এবং রাক্ষসগণের অধিপতি।[৯০-৯৮] সে যাহা হউক, এক্ষণে তুমি ক্ষণ কাল অবস্থান কর, প্রাণ সত্ত্বে তুমি কদাপি অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। অদ্য আমি রণস্থলে তোমার এই যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনয়ন করিব।[৯৯] মহারাজ! ক্রুদ্ধ মৃগেন্দ্র যেমন গজেন্দ্রের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ মহাবলশালী রাক্ষস ঘটোৎকচ এই কথা বলিয়া রোষকষায়িত-লোচনে দ্রোণ-পুত্রের প্রতি ধাবিত হইলেন,[১০০] এবং জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার প্রতি রথাক্ষ-সদৃশ আয়ত শর নিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[১০১] দ্রোণ-নন্দন ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত সেই শরবৃষ্টি নিকটস্থ না হইতে হইতেই শর-প্রভাবে নিরাকৃত করিলেন; পরন্তু উভয়ের নিক্ষিপ্ত সেই শররাজি পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলে, বোধ হইল যেন অন্তরীক্ষে দ্বিতীয় একটি শরযুদ্ধ হইতেছে, এবং শর সকলের সঙ্ঘর্ষণে রাশি রাশি বিস্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়ায়, তৎকালে বোধ হইল যেন নভোমণ্ডল রজনীমুখে খদ্যোতপুঞ্জে বিরাজিত হইয়াছে।[১০৩] তখন, রণদক্ষ দ্রোণ-নন্দনের শর প্রভাবে অস্ত্রমায়া প্রতিহত হইল অবলোকন করিয়া ঘটোৎকচ অন্তর্হিত হইয়া মায়ান্তরের সৃষ্টি করিলেন।[১০৪] তিনি শূল, প্রাস, অসি ও মুষল-রূপ জলপ্রস্রবণ-সমন্বিত, তরুরাজিবিরাজিত শিখর-সুশোভিত অতিশয় উচ্চ মহান্ পর্বতমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।[১০৫] দ্রোণ-নন্দন তাঁহাকে অঞ্জনগিরি-নিভ মহীধর মূর্ত্তি ধারণ করিতে ও উহা হইতে বহুবিধ শস্ত্রবৃষ্টি হইতে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুমাত্র বিচ-লিত না হইয়া অম্লান বদনে দিব্যাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। দিব্যাস্ত্র প্রভাবে সেই মায়ময় শৈলেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল।[১০৬-১০৭] মায়া-পর্ব্বত প্রতিহত হইলে, ঘটোৎকচ আকাশে অবস্থান-পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ-বিভূষিত অতি ভীষণ নীলনীরদ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শস্ত্রবৃষ্টি দ্বারা দ্রোণ-পুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১০৮] শস্ত্রজ্ঞ প্রবর

মহাবীর দ্রোণ-নন্দন বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান-পূর্ব্বক সমুত্থিত সেই মায়াময় নীল মেঘ নিরাকৃত এবং নিরন্তর শরজাল বিস্তারে দিক্ সকল সমাচ্ছন্ন করিয়া এক লক্ষ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন।[১০৯-১১০] তদনন্তর, ঘটোৎকচ পুনরায় রথারোহণ-পূর্ব্বক বহুসংখ্যক রাক্ষসী সেনায় পরিবৃত হইয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে শরাসন আয়ত করিয়া আগমন করিলেন।[১১১] উহার সমভিব্যাহারি নিশাচরগণ মধ্যে অনেকেই সিংহ ও শার্দ্দূলাকার কলেবর-সম্পন্ন, সকলেই মত্ত মাতঙ্গ-তুল্য বিক্রমশালী; তাহাদিগের মধ্যে কেহ গজে, কেহ রথে, কেহ বা অশ্বে সমারূঢ় ছিল; কিন্তু সকলেই বিকৃত-বদন, বিকৃত-মস্তক ও বিকৃত-গ্রীব; ঐ সমস্ত তামসপ্রকৃতি নিশাচরদিগের মধ্যে অনেকেই হিড়িম্বের এবং কতকগুলীন পুলস্ত্য-বংশীয় রাক্ষসদিগেরও পরিবার ছিল; পরন্তু উহারা সকলেই ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রান্ত, ক্রোধোদ্বৃত্ত-লোচন, বিবিধ শস্ত্রপাণি ও নানা প্রকার কবচ-বিভূষিত ছিল। মহারাজ! আপনার পুত্র, ঘটোৎকচকে ভৈরবরবকারি ঐ সকল যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে সমরে সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন; তৎক্ষণে দ্রোণ-তনয় তাঁহারে এইরূপে আশ্বাসিত করিলেন। হে মহারাজ দুর্য্যোধন! তোমার ভয় করা সমুচিত নহে, এক্ষণে তুমি এই সকল ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রমশালী পার্থিবগণ ও তোমার মহাবীর ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থান-পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে সমাশ্বাসিত কর, কদাচই তোমার পরাজয় হইবে না; আমি সত্য-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি, নিশ্চয়ই তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব।[১১৬-১১৭] মহারাজ! দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার এতাদৃশ আশ্বাসপ্রদ বাক্য শ্রবণে এইরূপ উত্তর করিলেন, হে দ্রোণ-নন্দন! যখন তোমার চিত্ত ঈদৃশ উন্নত এবং আমাদিগের প্রতি এইরূপ গাঢ়তর ভক্তি রহিয়াছে, তখন আমি ইহা আশ্চর্য্য মনে করি না।[১১৮]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র, অশ্বত্থামাকে এইরূপ বলিয়া শত সহস্র সমর-বিশারদ অশ্বারোহি সৈন্যে পরিবৃত্ত সুবল-নন্দন শকুনিরে কহিলেন,[১১৯] মাতুল! তুমি ষষ্টি সহস্র রথি-সৈন্য সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষে যাত্রা কর। কর্ণ, বৃষসেন, কৃপ, নীল, কৃতবর্ম্মা, পুরুমিত্র, শ্রুতার্পণ, দুঃশাসন, নিকুম্ভ, কুম্ভভেদী, পুরুক্রম, পুরঞ্জয়, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমকম্পন, শল্য, অরুণি, ইন্দ্রসেন, সংজয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পুরক্রাথী, জয়বর্ম্মা ও সুদর্শন, এই সকল মহারথগণ; উদীচ্য দেশীয় বীর গণ এবং ছয় অযুত পদাত তোমার পশ্চাৎ গমন করিবে।[১২০-১২৩] হে মাতুল! আমার সমস্ত জয়াশা তোমার প্রতিই নির্ভর করিতেছে, অতএব সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, তুমিও ভীম, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর;[১২৪] বিশেষত কুন্তীপুত্রগণ আচার্য্য-তনয়ের শর-নিকরে বিদীর্ণ ও অতিশয় ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়াছে; এই সময়ে, অগ্নিকুমার কার্ত্তিকেয় যেমন দানবকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, তুমি তাহাদিগকে সংহার কর।[১২৫] মহারাজ! সুবল-নন্দন শকুনি এইরূপ আদিষ্ট হইয়া আপনার পুত্রদিগের প্রীতিকামনায় পাণ্ডবগণের সংহারাভিলাষে দ্রুতবেগে তথায় গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১২৬]

এদিকে সেই রজনী সময়ে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা ও রাক্ষস ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।[১২৭] ঘটোৎকচ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাগ্নিকল্প দৃঢ়তর দশ বাণ দ্বারা দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন।[১২৮] অশ্বত্থামা ভীমসুত ঘটোৎকচ-প্রেরিত শর-নিকরে প্রগাঢ়রূপ আহত হইয়া সমীরণ সঞ্চালিত বৃক্ষের ন্যায় রথ-মধ্যে বিচলিত হইলেন।[১২৯] ঘটোৎকচ পুনরপি এক অঞ্জলিক অস্ত্র দ্বারা অবিলম্বে দ্রোণ-নন্দনের

হস্তস্থিত মহাপ্রভাব-সমন্বিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[১৩০] তখন দ্রোণ-তনয় অতীব ভার সহ অপর এক শরাসন গ্রহণ করিয়া জলধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।[১৩১] তৎ পরেই তিনি সেই আকাশচর নিশাচরগণের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খান্বিত শত্রুঘাতী আকাশচর বাণ সকল প্রেরণে প্রবৃত্ত হইলেন।[১৩২] মহারাজ! তৎকালে অশ্বত্থামার শর-পীড়িত পীবর বক্ষঃস্থল-সমন্বিত রাক্ষসগণ, সিংহাক্রান্ত মত্ত মাতঙ্গ-কুলের ন্যায়, ব্যাকুল হইয়া পড়িল।[১৩৩] যুগান্ত সময়ে ভগবান্ বহ্নি যেমন প্রাণী সকলকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ অশ্বত্থামা শরানলে রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিয়া অশ্ব ও সারথির সহিত রথ ও মাতঙ্গগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।[১৩৪] মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব যেমন আকাশস্থিত ত্রিপুর দগ্ধ করিয়া অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ, দ্রোণ-নন্দন এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা দগ্ধ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।[১৩৫] জয়শালি-শ্রেষ্ঠ দ্রোণ-পুত্র আপনার অমিত্রগণকে সংহার করিয়া তৎকালে সর্ব্বভূত-দহনকারী যুগান্ত কালীন উদ্ধত অগ্নির ন্যায়, প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।[১৩৬]

তদনন্তর, ঘটোৎকচ ক্রোধভরে ‘তোমরা অশ্বত্থামাকে নিহত কর’ ভীমকর্ম্মকারি সুমহৎ রাক্ষস-সৈন্যের প্রতি এইরূপ বলিয়া সেই মহতী সেনা সমুদয় প্রেরণ করিতে লাগিলেন।[১৩৭] মহারাজ! বিকট-দন্তোদ্দীপ্ত মহাবক্ত্র-বিশিষ্ট, সর্ব্বপ্রাণীর ত্রাস-জনক, দীর্ঘ-জিহ্ব, ব্যাদিতাস্য, ভীষণমূর্ত্তি, রাক্ষসগণ ঘটোৎকচের তাদৃশ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্র রোষকষায়িত-লোচনে নানা প্রকার প্রহরণ গ্রহণ-পূর্ব্বক সুমহৎ সিংহনাদ-দ্বারা বসুন্ধরা নিনাদিত করিয়া দ্রোণ-পুত্রের বিনাশার্থে ধাবিত হইল। অনন্তর, সেই ঘোর-বিক্রমশালী নিশাচরগণ ক্রোধে অরুণ-নয়ন হইয়া শক্তি, শতঘ্নী, পরিঘ, অশনি,

শূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, ভিন্দিপাল, মুষল, পরশ্বধ, প্রাস, অসি, তোমর, কণপ, শিতধার কম্পন, হূল, ভূষণ্ডী, অশ্মগুড়, কৃষ্ণবর্ণ-লৌহময় স্থূণা, শত্রুকায়-বিদারক অতিভীষণ মুদ্গর, ইত্যাদি বহুবিধ শত শত সহস্র সহস্র অস্ত্র সকল নিরন্তর দ্রোণ-নন্দনের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।[১৩৮-১৩] মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোধগণ অশ্বত্থামার মস্তকোপরি তাদৃশ সুমহৎ শস্ত্রবৃষ্টি হইতে অবলোকন করিয়া সকলেই ব্যথিত হইল।[১৩৪] পরন্তু মহামনা দ্রোণ-তনয় অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে শিলা-শাণিত বজ্রকল্প শর-নিকরে সমুত্থিত সেই ঘোরতর শস্ত্রবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন, এবং অবিলম্বে দিব্যাস্ত্র-প্রতিমন্ত্রিত সুবর্ণপুঙ্খ সায়ক-সমূহ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।[১৪৫-১৪৬] বিশালবক্ষা রাক্ষসগণ তাঁহার শর-নিকরে নিপীড়িত হইয়া সিংহাক্রান্ত আকুলিত মত্ত মাতঙ্গ-কুলের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল।[১৪৭] পরন্তু অতীব কোপন-স্বভাব মহাবলশালী রাক্ষসগণ শরপ্রহারে তাড়িত হইয়া দ্রোণ-তনয়ের বিনাশ-বাসনায় ক্রোধভরে ধাবিত হইল।[১৪৮] মহারাজ! সে স্থলে, দ্রোণ-নন্দন অপর প্রাণি-মাত্রেরই অসাধ্য, আশ্চর্য্য পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন; যেহেতু সেই মহাস্ত্রবেত্তা একাকীই মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে জ্বলন্ত অনল-তুল্য শর দ্বারা রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের সমক্ষে সমস্ত রাক্ষসী-সেনা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।[১৪৯-১৫০] রণ স্থলে তিনি সেই নিশাচরগণকে দগ্ধ করিয়া, সর্ব্বভূত-সংহর্ত্তা যুগান্ত-কালীন সম্বর্ত্তক অগ্নির ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।[১৫১] অধিক কি, দ্রোণ-তনয় ভুজঙ্গ তুল্য বাণ প্রভাবে নিশাচরগণকে সংহার করিতে লাগিলে, মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ভিন্ন পাণ্ডব-পক্ষীয় সহস্র সহস্র নরপতি-গণের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না।[১৫২-১৫৩] তখন, ঘটোৎকচ ক্রোধে নয়ন-দ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া

অধর দংশন ও তলধ্বনি-পূর্ব্বক স্বীয় সারথিকে কহিলেন, 'আমায় দ্রোণ-পুত্রের সমীপে লইয়া চল' এই মত আদেশানন্তর জয়পতাকা-লক্ষিত পূর্ব্ব-বর্ণিত সেই ভয়াবহ রথে সমারূঢ় হইয়া দ্রোণ-পুত্রের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধার্থে গমন করিলেন, এবং সেই শত্রু-নিসূদনকারী ভীম-পরাক্রান্ত ভীম-নন্দন মহাশব্দে সিংহনাদ-পূর্ব্বক অষ্টঘণ্টা-সমন্বিত অতীব ঘোররূপ দেবনির্ম্মিত এক অশনি উদ্যানিত করিয়া দ্রোণ-পুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, দ্রোণ-তনয় রথ-মধ্যে স্বীয় শরাসন রক্ষা করিয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সেই অশনি গ্রহণ করিয়া উহা ঘটোৎকচের প্রতিই নিক্ষেপ করিলেন। অশনি সমাগত হইতেছে অবলোকন করিয়া ঘটোৎকচ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত ভূমিতলে পতিত হইলেন।[১৫৮] তখন, সেই মহাপ্রভাবান্বিত অতীব ভীষণ অশনি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সমেত রথকে ভস্মীভূত করিয়া পৃথিবী বিদারণ-পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।[১৫৯] পরন্তু, দ্রোণ-নন্দন যে, শঙ্কর-নির্ম্মিত সেই ভয়াবহ অশনি লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন, তাহাতে প্রাণিমাত্রেই তাঁহার সেই কার্য্য সন্দর্শনে প্রশংসা করিল।[১৬০] ঘটোৎকচ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে সমারূঢ় হইয়া মহেন্দ্রকোদণ্ড-সদৃশ ভীষণ এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্রোণতনয়ের বিশাল বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া নিশিত শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।[১৬১] সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্নও অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে আশীবিষ-তুল্য বিশিখজাল দ্রোণ-পুত্রের বক্ষঃস্থলে বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১৬২] তৎকালে অশ্বত্থামাও তাঁহাদিগের উভয়ের প্রতি সহস্র সহস্র নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ সকল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্রেই সেই দুই বীর অগ্নিশিখাকার শর নিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[১৬৩] মহারাজ! এইরূপে পুরুষসিংহ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও

ঘটোৎকচের সহিত আচার্য্য-নন্দন অশ্বত্থামার, যোধগণের প্রীতি-জনক অতি তীব্রতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।[১৬৪]

ঐ সময় ভীমসেন এক সহস্র রথী, তিন শত হস্তী ও ছয় সহস্র অশ্ব-সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আগমন করিলেন।[১৬৫] তিনি আগমন করিলেও ধর্ম্মাত্মা দ্রোণ-পুত্র অকাতর-ভাবে অনুচরবর্গ সমবেত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[১৬৬] মহারাজ! আচার্য্য-কুমার অশ্বত্থামা তৎকালে এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, যাহা প্রাণিমাত্রেরই অসাধ্য।[১৬৭] তিনি, নিমেষ-মধ্যে শাণিত শর-প্রভাবে ভীমসেন ও তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, যমজ নকুল সহদেব, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় ও অচ্যুত বাসুদেবের সমক্ষেই অশ্ব ও সারথির সহিত, অসংখ্য মাতঙ্গ সমবেত এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী-সেনা সংহার করিলেন।[১৬৮ ১৬৯] তৎকালে হস্তী সকল অশ্বত্থামার শীঘ্রগামী নারাচ-নিচয়ে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া, সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।[১৭০] শর-নিবৃত্ত করিশুণ্ড সকল ইতস্তত বিচেষ্টমান হওয়ায় বোধ হইল যেন সমর-ভূমি সঞ্চরণকারি সর্পগণে সমাকীর্ণ হইয়া শোভমান হইল,[১৭১] এবং নরপতিগণের শুভ্রবর্ণ ছত্র ও কাঞ্চনময় দণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকায় বসুমতি সমুদিত সুধাংশু সূর্য্য-প্রভৃতি গ্রহগণ-বিরাজিত, প্রলয়কালীন, নভোমণ্ডলের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল।[১৭২] এইরূপে দ্রোণ-নন্দন সেই সমর-স্থলে বৃহৎ বৃহৎ তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও যোধগণের শরীর ব্যয়-সমুৎপন্ন, রুধির-প্রবাহশালি অতিভয়ানক ঘোররূপ এক নদীর সৃষ্টি করিলেন। ছিন্ন ধ্বজ সকল উহার মণ্ডুক, নিপতিত ভেরী সকল উহার বিস্তীর্ণ-কলেবর-সম্পন্ন কচ্ছপ, ছত্র সকল উহাতে হংসশ্রেণী চামরমালা উহার ফেনরাশি, কঙ্ক ও গৃধ্র পক্ষী উহার মহাগ্রাহ, বহুসংখ্যক শস্ত্র

উহার মৎস্য, ইতস্তত বিকীর্ণ হস্তী সকল উহাতে পাষাণ, নিহত অশ্ববৃন্দ উহাতে মকর, বিক্ষিপ্ত রথ সকল উহার তীরভূমি, সদণ্ড-পতাকা উহার তীরস্থ মনোহর বৃক্ষ, শর সকল উহার ক্ষুদ্র মৎস্য, প্রাস ও শক্তি উহার উগ্রতর ডুণ্ডুভ, মজ্জা ও মাংস উহার মহৎ পঙ্ক, কবন্ধগণ উহার ভেলা, কেশ সমস্ত উহার কৃষ্ণবর্ণ শৈবাল, যোধগণের আর্ত্তনাদ ঐ নদীর কলকল ধ্বনি, এবং সৈন্যগণের ক্ষতস্থল-সমুত্থিত শোণিত উহার তরঙ্গমালা স্বরূপ হইল। ঐ ভয়ঙ্কর স্রোতস্বতী যমরাষ্ট্ররূপ মহাসাগর পর্য্যন্ত সংমিলিত ও নিরন্তর শ্বাপদকুলে সঙ্কুল হইয়া অতিভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক ভীরুদিগের অতিমোহজনক হইল। ১৭৩.১৭৮.

মহারাজ! দ্রোণ-তনয় পুনরপি অতিমাত্র রোষান্বিত হইয়া বৃকোদর, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বহুসংখ্যক রাক্ষসগণকে সমাহত করিয়া হিড়িম্বা-নন্দনকে শর-নিকরে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৯ এইরূপে মহাবলশালী সমর-দক্ষ আচার্য্য-কুমার, ভীম-প্রভৃতিকে বিদ্ধ করিয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র সুরথকে সংহার করিলেন। ১৮০ তৎপরেই তিনি সুরথের অনুজ শত্রুঞ্জয়, বলানীক, জয়ানীক ও জয়াশ্বকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ১৮১ ঐ সময়ে তিনি সুপুঙ্খ-সমন্বিত অতিতীক্ষ্ণ তিন শর দ্বারা রাজশ্রেষ্ঠ শ্রুতাহ্বয় ও রুক্মমালীকে পুরলোকে প্রেরণ করিলেন। ১৮২ এবং অন্য সুতীক্ষ্ণ শর-দ্বারা পৃষধ ও চন্দ্রসেনের শিরশ্ছেদন করিয়া দশ বাণে কুন্তিভোজ-রাজার দশ পুত্রকে নিহত করিলেন। ১৮৩ তদনন্তর, তিনি অতিমাত্র অমর্ষভরে যমদণ্ডোপম অবক্রগামী ভয়ঙ্কর এক শর শরাসনে আকর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাশর রাক্ষস হিড়িম্বা-নন্দনের হৃদয়-দেশ ভেদ করণানন্তর পুঙ্খের সহিত বেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। ঘটোৎকচ তাহাতে ভূতলে পতিত

হইলে, মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিহত বোধ করিয়া ত্বরায় দ্রোণ-পুত্রের সমীপ হইতে রথ লইয়া পলায়ন করিলেন। এইরূপে মহারথী সকল সমরে পরাঙ্মুখ হইলে, মহাবীর দ্রোণ-তনয় সেনাপতি-বিরহিত সেই যুধিষ্ঠির পক্ষীয় সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলে, আপনার পুত্রগণ ও অপর প্রাণিমাত্রেই তাঁহারে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।[১৮০-১৮৮] মহারাজ! তৎকালে, গিরিশিখরাকার নিশাচরগণ দ্রোণতনয়ের শত শত শরে সমাহত, নিহত, নিকৃত্ত ও বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকায়, রণভূমি অতীব দুর্গম ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।[১৮৯] এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেব, পিতৃ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরো, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, সুপর্ণ, পক্ষ ও নাগগণ-প্রভৃতি সকলেই আচার্য্য-কুমারের প্রশংসা করিলেন[১৯০]।

অশ্বত্থাম পরাক্রম প্রকাশে ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, যুযুধান ও পৃষত-কুলনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, এই কয়েক জন বীর, দ্রুপদ ও কুন্তিভোজ রাজের পুত্রগণ এবং অসংখ্য রাক্ষসগণকে দ্রোণ-পুত্র-কর্ত্তৃক নিহত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া পরম যত্ন সহকারে যুদ্ধার্থে চিত্ত-সমাধান করিলেন।[১-২] পরন্তু, কুরুবংশীয় সোমদত্ত সাত্যকিরে সমরস্থলে সন্দর্শন করিয়া ক্রোধভরে সুমহৎ শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।[৩] অনন্তর আপনার পক্ষ ও পাণ্ডব পক্ষীয় পরস্পর জয়াভিলাষী বীরগণের অতীব ভয়বর্দ্ধনকর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।[৪] ঐ সময়ে ভীমসেন সোমদত্তকে সাত্যকির প্রতি

সমাগত হইতে সন্দর্শন করিয়া সাত্যকির সাহায্যার্থে শিলা-শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ দশ শরে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলেন।[৫] সোমদত্তও সেই বীরকে এক শত শরে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, সাত্যকি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, নহুষ-পুত্র যযাতিতুল্য স্থবিরোচিত গুণগ্রাম সমলঙ্কৃত পুত্র-শোকার্ত্ত বৃদ্ধ সোমদত্তকে বজ্রধার-সদৃশ অতীব তীক্ষ্ণ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।[৬-৭] তৎ পরেই এক শক্তি দ্বারা তাঁহার কলেবর বিদীর্ণ করিয়া, পুনরায় সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থে সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর অভিনব এক পরিঘ লইয়া সোমদত্তের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন এবং সাত্যকিও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শোভন-পক্ষ-বিশিষ্ট অনল-সঙ্কাশ এক নিশিত শর সন্ধান-পূর্ব্বক সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। মহারাজ! উভয় নিক্ষিপ্ত সেই ভীষণ পরিঘ ও শর এককালে মহারথী সোমদত্তের শরীরে নিপতিত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পুত্র সোমদত্ত বিমোহিত হইলে, তাঁহার পিতা বাহ্লিক, বর্ষাকালীন নিরন্তর নীরবর্ষীনীরদের ন্যায়, শরবর্ষণ করিতে করিতে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থে নয় শর দ্বারা সমরাঙ্গণ-স্থিত মহাত্মা বাহ্লিককে দৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। তখন, মহাবাহু প্রতীপনন্দন বাহ্লিক অতিমাত্র রোষান্বিত হইয়া, পুরন্দর যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ এক শক্তি গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। মহাবলশালী ভীমসেন শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া বিচলিত ও মোহিত হইলেন,[৮-১৪] কিন্তু তৎ পরেই তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া এক গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক বাহ্লিকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ গদা পাণ্ডুপুত্র-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বাহ্লিকের মস্তক চূর্ণিত করিয়া ফেলিল; বাহ্লিক তৎ-

ক্ষণাৎ বজ্রাহত ভূধরের ন্যায় গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর বাহ্লিক নিহত হইলেন, দশরথ-পুত্র সদৃশ আপনার দশ পুত্র নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, মহাবাহু, অয়োভুজ, দৃঢ়, সুহস্ত, বিরজ, প্রমাথী, উগ্র, অনুযায়ী, ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া কার্য্য সাধন ক্ষম নারাচ সকল সন্ধান পূর্ব্বক প্রত্যেকের মর্ম্ম দেশ বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ভীমের নারাচে বিদ্ধ হইয়া মহীরুহগণ যেমন প্রচণ্ড বায়ু সহকারে ভগ্ন হইয়া গিরি শিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ গতাসু হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে ভীম দশ নারাচে আপনার সেই দশ পুত্রের প্রাণ সংহার করিয়া কর্ণের প্রিয় পুত্র বৃষসেনকে শস্ত্র-দ্বারা সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কর্ণের ভ্রাতা প্রসিদ্ধ বৃষরথ নারাচ-নিচয়ে ভীমকে প্রহার করিলে, বলবান্ ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তাঁহারে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর, মহাবীর পাণ্ডু-নন্দন আপনার শ্যালকদিগের মধ্যে সাত জন রথীকে নারাচ-নিচয়ে নিহত শতচন্দ্রকে সংহার করিলেন। গজাক্ষ, শরভ, বিভু, শুভগ ও ভানুদত্ত শকুনির এমর দক্ষ মহারথ এই পঞ্চ ভ্রাতা শতচন্দ্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত রোষান্বিত চিত্তে ভীমসেনের প্রতি দ্রুতবেগে গমন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণতর শর-নিকরে তাঁহাকে তাড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃষভ যেমন বৃষ্টিবেগে পীড়িত হয়, তদ্রূপ, বলশালী ভীম তাঁহাদিগের নারাচ বৃষ্টিতে নিপীড়িত হইয়া পাঁচ বাণ দ্বারা তাঁহাদের পঞ্চ মহারথীকে সংহার করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ! রাজসত্তমগণ সেই সমস্ত বীরবর্গকে নিহত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। [১৫-২৬] সেই সময়

যুধিষ্ঠির রোষান্বিত হইয়া দ্রোণ ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই কৌরব-সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।[২৭] তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বষ্ঠ, মালব, ত্রিগর্ত্ত ও শিবি-দেশীয় যোধগণকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন।[২৮] তৎকালে নরপতি যুধিষ্ঠির অভীষাহ, শূরসেন, বাহ্লীক ও বশাতি দিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সমরস্থল কর্দ্দমময় করিলেন, এবং যৌধেয়, মালব ও মদ্রদেশীয় অসংখ্য শূরকে সায়ক-সমূহে যমলোকে প্রেরণ করিলেন।[২৯-৩০] মহারাজ! সেই সময় যুধিষ্ঠিরের রথাভিমুখে, কেবল বিনাশ কর, আনয়ন কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর, ছেদন কর, এইরূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।[৩১] পরন্তু, দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে অবলোকন করিয়া আপনার পুত্রের আদেশানুসারে তাঁহাকে শর-সমূহে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তৎ পরেই তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ব্যাস্ত্র প্রেরণ করিলে, পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠির উহা দিব্যাস্ত্র দ্বারাই নিরাকৃত করিলেন।[৩৩] বায়ব্যাস্ত্র প্রতিহত হইলে, ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ অতিশয় রোষ পরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সংহারাভিলাষে বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র ও সাবিত্র ইত্যাদি দিব্যাস্ত্র সকলের প্রাদুর্ভাব করিলেন। মহারাজ! কুম্ভোৎপন্ন দ্রোণের নিক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্যমাণ সেই সকল অস্ত্র মহাবাহু ধর্ম্মনন্দন নির্ভীক-চিত্তে স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন, আপনার পুত্রের হিতার্থী দ্রোণ ধর্ম্মাত্মজের বিনাশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা ফল বাসনায় প্রাজাপত্য ও ঐন্দ্র অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন।[৩০-৩১] মাতঙ্গ ও সিংহ গামী বিশালবক্ষা পৃথু-লোহিতাক্ষ অপরিমেয়-তেজা কুরুপতি যুধিষ্ঠির উগ্রতর মহেন্দ্রাস্ত্র প্রাদুর্ভাব করিয়া সেই দুই অস্ত্রই প্রতিহত করিলেন।[৩৮] এইরূপ বারংবার অস্ত্র সকল ব্যর্থ হইলে, দ্রোণ ক্রোধে অধীর হইয়া যুধিষ্ঠিরের বধাভিলাষে ব্রহ্মাস্ত্র প্রেরণ করিলেন।[৩৯]

মহারাজ! ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইলে, ঘোরতর অন্ধকারে দিক্ সকল এমন সমাচ্ছন্ন হইল যে, তৎকালে, আমরা আর কিছুমাত্র বোধ করিতে পারিলাম না, এবং সমস্ত প্রাণীই সন্ত্রাসিত হইল।[৪০] পরন্তু কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত অবলোকন করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই উহা নিবারণ করিলেন।[৪১] তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষগণ সকলেই সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও যুধিষ্ঠিরকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।[৪২]

তদনন্তর, দ্রোণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করিয়া রোষ-কষায়িত-লোচনে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা পাঞ্চাল সৈন্য দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৪৩] পাঞ্চালগণ দ্রোণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া মহাত্মা অর্জ্জুন ও ভীমসেনের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল।[৪৪] সৈন্য ভঙ্গ দেখিয়া ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও কিরীটমালী বীভৎসু সহসা সুমহৎ রথিসৈন্য দ্বারা আপনার পক্ষীয় সৈন্যের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ-পূর্ব্বক ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রতি নিরন্তর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।[৪৫-৪৬] ঐ সময় মহাতেজস্বী পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়গণ ও মৎস্য সেনাগণ সাত্বত সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া ভীমার্জ্জুনের অনুগামী হইল।[৪৭] কৌরব-সৈন্য-গণ একে নিদ্রা ও অন্ধকারে ব্যাকুল, তাহাতে আবার কিরীটীর শরে বধ্যমান হইতে লাগিল, ইহাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।[৪৮] তৎকালে, সেই যোধগণকে দ্রোণ এবং আপনার পুত্রও স্বয়ং পলায়নে নিষেধ করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না।[৪৯]

যুধিষ্ঠির যুদ্ধে সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কুরুপতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সেই সুমহৎ সৈন্যগণকে ক্রুধিত অবলোকন করিয়া অবিষহ্য বিবেচনায় কর্ণকে কহিলেন,[১] হে মিত্রবৎসল কর্ণ! মনুষ্য যদর্থে মিত্র কামনা করিয়া থাকে, এক্ষণে সেই মিত্রকার্য্যোচিত সময় উপস্থিত; ঐ দেখ, অস্মৎ পক্ষীয় মহারথি যোধগণ, মুহুর্মুহু নিশ্বাস ত্যাগকারী ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায়, পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথীদিগের দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়াছে, অতএব তুমি উহাদিগকে পরিত্রাণ কর।[২-৩] ঐ সকল ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রমশালী বহু সংখ্যক পাঞ্চাল দেশীয় রথি সৈন্য ও জয়প্রভাবান্বিত পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে।[৪]

দুর্য্যোধনের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! পৃথাপুত্র অর্জ্জুনের রক্ষার্থে যদি পুরন্দর স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকেও অবিলম্বে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনকে সংহার করিব।[৫] হে রাজন্! আমি আপনার নিকট সত্য-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমাগত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে নিহত করিব; অতএব আপনি আশ্বস্ত হউন।[৬] অপিচ, অনল-সম্ভূত কার্ত্তিকেয় যেমন মহেন্দ্রের জয়ার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও আপনকার জয়ার্থে প্রতিজ্ঞা করিতেছি; অধিক কি, আমি কেবল আপনকার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব বলিয়াই এতাবৎ কাল জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি।[৭] হে মানদ! দেখুন, পৃথাপুত্রগণের মধ্যে অর্জ্জুনই বীর্য্যবত্তর; অতএব আমি বাসব নির্ম্মিত সেই অমোঘ শক্তি তাহার প্রতিই নিক্ষেপ করিব।[৮] কেন না, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় নিহত হইলেই তাহার ভ্রাতৃগণ হয় আপনার বশীভূত হইবে, না হয় পুনরায় অরণ্যে গমন করিবে।[৯] আমি জীবিত থাকিতে

আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আমি নিশ্চয়ই সমরে সমবেত পাণ্ডব-গণকে পরাজিত করিব, এবং পাঞ্চাল, কেকয় ও বৃষ্ণিবংশীয়-দিগকে শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনাকে এই পৃথিবী প্রদান করিব।[১০-১১]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সূতপুত্র কর্ণ এই সকল উক্তি করিলে, শরদ্বান্ ঋষির সন্তান মহাবাহু কৃপ যেন অবজ্ঞা-পূর্ব্বকই তাঁহাকে বলিলেন,[১২] অহে রাধানন্দন! অহে কর্ণ! ভাল ভাল, যদি বাক্য-মাত্রেই কার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে একমাত্র তুমি সহায় থাকাতেই কুরুপতি সহায়-সম্পন্ন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।[১৩] তুমি নিয়তই কুরুরাজের সমীপে এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাক, কিন্তু, কোন সময়েই তোমার তাদৃশ পরাক্রম বা তদনুযায়ি ফল দৃষ্ট হয় না।[১৪] হে সূতনন্দন! রণস্থলে পাণ্ডুপুত্রদিগের সহিত তোমার বহুবার যুদ্ধ দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তুমিই সর্ব্বত্র পরাজিত হইয়াছ।[১৫] অহে কর্ণ! যখন, ধৃতরাষ্ট্র-তনয় গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক অপহৃত হন, তৎকালে, সমস্ত সৈন্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেও কেবল তুমিই অগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে।[১৬] অপিচ, বিরাটনগরের যুদ্ধ সময়ে সমবেত কৌরবগণ ও অনুজগণের সহিত তুমি, তোমরা সকলেই অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলে।[১৭] রণস্থলে, যখন তুমি এক অর্জ্জুনের নিকটেই অসমর্থ, তখন কৃষ্ণের সহিত একত্রিত সমস্ত পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে কিরূপে সাহস করিতেছ?[১৮] অহে সূতনন্দন! তুমি বারংবারই শ্লাঘা করিতেছ, কিন্তু, যিনি কিঞ্চিন্মাত্রও উক্তি না করিয়া কেবলমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাঁহার সেই কার্য্যটিই সৎপুরুষোচিত-ব্রত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; অতএব তুমি বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর।[১৯] সূতপুত্র! তুমি, সলিল শূন্য শারদীয় মেঘের ন্যায়, বৃথা গর্জ্জন করিয়া জন-সমাজে কেবল অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতীয়মান

হইতেছে ; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন তাহা বোধ করিতে সক্ষম হইতেছেন না।[২০] সে যাহা হউক, রাধানন্দন! তুমি যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিতেছ, তাবৎ কাল গর্জ্জন কর ; কেন না অর্জ্জুনকে নিকটস্থ অবলোকন করিয়া তোমার এরূপ গর্জ্জন দুর্ল্লভ হইবে।[২১] যতক্ষণ তোমার ফাল্গুনের বাণের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তাবৎ কাল গর্জ্জন কর ; ধনঞ্জয়ের শর সমূহে বিদ্ধ হইলে এরূপ গর্জ্জন আর সুলভ হইবে না।[২২] অপিচ, ক্ষত্রিয়গণ বাহুবলে, দ্বিজাতিগণ বাক্য-বলে এবং ফাল্গুন স্বীয় শরাসন বলেই শূর বলিয়া বিখ্যাত ; কর্ণ কেবল এক মনোরথ দ্বারাই শূর হইয়া থাকেন।[২৩]

যে মহাবীর রুদ্রকে প্রীত করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনকে প্রতিঘাত করা কাহার সাধ্য ? হে মহারাজ! বীর প্রধান মহাবীর কর্ণ শারদ্বত কৃপের এই সকল অবজ্ঞা-সূচক বাক্যে অতিশয় রোষান্বিত হইয়া তাঁহাকে এই প্রকার উত্তর করিলেন, শূরপুরুষেরা বর্ষাকালীন সজল-জলদজালের ন্যায়, যেমন নিরন্তর গর্জ্জন করেন, তদ্রূপ, সমুচিত ঋতুকাল-রোপিত বীজের ন্যায়, অবিলম্বে ফল প্রদানও করিয়া থাকেন। অপিচ, সমরস্থলে শূরগণ যুদ্ধের যেরূপ ভার বহন করেন, তত্তাদ্বয়ের শ্লাঘা করিলে যে, তাহাতে দোষ হয়, এরূপ বিবেচনা করি না। বিশেষতঃ পুরুষ যে ভার বহন করিতে মনে অধ্যবসায় করেন, নিশ্চয়ই দৈব তাঁহার সে বিষয়ে সাহায্যকারী হয়েন। হে বিপ্র! আমিও যদি এই যুদ্ধের ভার বহন-পূর্ব্বক সমরস্থলে কৃষ্ণ ও সাত্বতগণের সহিত পাণ্ডুপুত্রদিগকে বিনাশ করিব বলিয়া মনে অধ্য-বসায়ী হইয়া গর্জ্জন করি, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি?[২৪-২৯] আর ইহাও জানিবে যে, দুরাত্মী শূরগণ কদাচই শারদীয় মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করেন না ; তাঁহারা আপনার সামর্থ্য বুঝিয়াই গর্জ্জন করিয়া থাকেন।[৩০] অতএব হে গৌতম! আমিও অদ্য সমরে যত্ন-

পরায়ণ কৃষ্ণ-সহায় অর্জ্জুনকে পরাজিত করিব বলিয়া মনে উৎসাহী হইয়া গর্জ্জন করিতেছি।[৩১] হে বিপ্র! এক্ষণে তুমি আমার এই গর্জ্জনের ফল প্রত্যক্ষ কর, অদ্য আমি সমরে অনুচরবর্গের সহিত কৃষ্ণ ও সাত্বতগণ সমবেত পাণ্ডুপুত্রদিগকে সংহার করিয়া দুর্য্যোধনকে এই নিষ্কণ্টক বসুন্ধরা প্রদান করিব।

মহারাজ! কর্ণের এইরূপ গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃপাচার্য্য কহিলেন, অহে সূতপুত্র! তুমি যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার্জ্জুনের নিন্দাবাদ করিতেছ, তখন, তোমার এই মনোরথ-প্রলাপ বাক্য সকল আমার নিকট গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর তুমি দৃঢ়রূপে অবধারণ করিও যে, সমরে বদ্ধসন্নাহ দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষসাদির অজেয় সমর-বিশারদ কৃষ্ণার্জ্জুন যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পক্ষেই জয় হইবেক।[৩২-৩৩] বিশেষতঃ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, গুরু ও দেবতাদিগের অর্চ্চনাকারী, সতত ধর্ম্মনিরত, কৃতাস্ত্র, ধৃতিমান্ ও কৃতজ্ঞ এবং তাঁহার সহোদরগণও সকলেই কৃতাস্ত্র, বলবান্, যশস্বী, গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী, প্রাজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী। আর উঁহাদিগের পক্ষসম্প্রদায়ী মহাস্ত্রবেত্তা দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দৌর্ম্মুখি, জনমেজয়, চন্দ্রসেন, ভদ্রসেন, কীর্ত্তিবর্ম্মা, ধ্রুব, ধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র ও সুতেজন, ইহাঁরা সকলেই শক্র-তুল্য-পরাক্রমশালী প্রহারপটু ও অনুরক্ত। অপিচ, সুদর্শন, গজানীক, শ্রুতানীক, শ্রুতধ্বজ, বলানীক, জয়ানীক, জয়াশ্ব, রথ-বাহন, চন্দ্রোদয় ও কামরথ, এই সকল কৃতবিদ্য ভ্রাতৃগণসহায় মৎস্যপতি বিরাট যাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নপর রহিয়াছেন, এবং যমজ নকুল সহদেব, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও ঘটোৎকচ, এতদ্ভিন্ন অপর বহুসংখ্যক আত্মীয়গণ যাহাদিগের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন, কখনই তাঁহাদিগের ধ্বংস হইতে পারে না

অধিক কি, দেব, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, হস্তী ও ভুজঙ্গপ্রভৃতি সমস্ত প্রাণী-সমন্বিত সচরাচর জগৎকে এক ভীমার্জ্জুনই বাহুবীর্য্য-প্রভাবে নিঃশেষ করিতে পারেন, ৩৬-৪৫ এবং যুধিষ্ঠিরও রোষ প্রদীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সক্ষম হয়েন। সে যাহা হউক, কর্ণ! অপ্রমেয় বলশালী যদুকুল-চূড়ামণি বাসুদেব যাঁহাদিগের নিমিত্ত সজ্জিত রহিয়াছেন, তুমি তাদৃশ শত্রুকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে কিরূপে উৎসাহ করিতেছ? অহে সূতনন্দন! তুমি যে সর্ব্বদাই বাসুদেবের যুদ্ধার্থে উৎসাহী হইয়া থাক, সেটি তোমার পক্ষে মহান্ অনর্থের বিষয় বলিয়াই জানিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাধানন্দন আচার্য্য কৃপের এতাবৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, হে ব্রহ্মন্! পাণ্ডবদিগের প্রতি তুমি যে সকল কথার উল্লেখ করিলে, তৎ সমস্তই সত্য; এমন কি, তাহারা তোমার কথিত ভিন্ন অপরাপর বহু প্রকার গুণগ্রামেরও আধার। যদিও পৃথাপুত্রগণ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস, অসুর ও অমরগণ সমবেত ইন্দ্রেরো অজেয়; তথাপি আমি তাহাদিগকে সেই ইন্দ্র-দত্ত শক্তি দ্বারা পরাজিত করিব। ৪৬-৫১ হে দ্বিজ! আমি বাসবপ্রদত্ত সেই অমোঘ শক্তি দ্বারা রণস্থলে নিশ্চয়ই অর্জ্জুনকে সংহার করিব। ৫২ পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় নিহত হইলে, তাহার অন্যান্য সহোদরগণ বা কৃষ্ণ, কদাচই অর্জ্জুন-শূন্য পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। ৫৩ হে গৌতম-নন্দন! যদি কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ একেবারেই এইরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বিনা যত্নেই এই সসাগরা বসুন্ধরা কুরুরাজের বশবর্ত্তিনী হইবে। ৫৪ দেখ, এই সংসার মধ্যে সুনীতি অবলম্বন করিলে, সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই; আমি উহা জানিয়াই

গর্জ্জন করিয়া থাকি।[৫৫] কিন্তু, তুমি একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে বৃদ্ধ, সমরে অশক্ত ও পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহবান; সুতরাং সেই অজ্ঞানতা প্রযুক্তই আমারে এইরূপ অবমানিত করিতেছ।[৫৬] হে দুর্ম্মতে! যদি তুমি পুনরায় আমার নিকট এরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে এই খড়্গ উদ্যত করিয়া তোমার জিহ্বা ছেদন করিয়া দিব।[৫৭] অহে দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ! তুমি যে, এই সমস্ত কৌরব-সৈন্য সন্ত্রাসিত করিয়া পাণ্ডবদিগের স্তব করিতে অভিলাষ করিতেছ, সে বিষয়েও আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কুরুরাজ দুর্য্যোধন, দ্রোণ, শকুনি, দুর্ম্মুখ, জয়, দুঃশাসন, বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য, তুমি, সোমদত্ত, ভূরি, দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা ও বিবিংশতি; এই সকল সমরবিশারদ বীরগণ যে স্থলে, বিপক্ষ ব্যক্তি শক্রসম-পরাক্রমশালী হইলেও কি জয় লাভ করিতে পারে? ইহারা সকলেই শূর, কৃতাস্ত্র, বলশালী, ধর্ম্মজ্ঞ ও রণকুশল; এমন কি, স্বর্গাভিলাষী হইলে, ইহাঁরা অমরগণকেও পরাজিত করিতে পারেন।[৫৮-৬২] অতএব এই সমস্ত সন্নাহিত শূরগণ কুরুরাজের জয়াকাঙ্ক্ষা ও পাণ্ডবদিগের বধার্থী হইয়া রণস্থলে অবস্থান করিবেন।[৬৩] পরন্তু, যেস্থলে মহাবাহু ভীষ্ম শত শত শর-সমাচিত-কলেবর হইয়া সমরাঙ্গণে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সে স্থলে মহাবলবান্ হইলেও আমার বিবেচনায়, জয় লাভ দৈবায়ত্ত।[৬৪] হে পুরুষাধম! রণস্থলে বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, জয়, জলসন্ধ, সুদক্ষিণ, রথ-প্রবর শল্য ও বীর্য্যবান্ ভগদত্ত; ইহাঁরা এবং অন্যান্য অমরগণেরও অপরাজেয় মহাবলশালী বহুসংখ্যক শূর নরপতিগণ যখন পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন, তখন দৈবপ্রতিকূলতা ভিন্ন আর কি মনে করিতেছ?[৬৫-৬৭] অহে দ্বিজ! তুমি দুর্য্যোধনের যে সকল শক্রদিগের নিরত স্তব করিয়া থাক, এই সংগ্রামে তাহাদের ও শত শত

সহস্র সহস্র শূর ণ নিহত হইয়াছে।[৬৮] অতএব পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক যে অসংখ্য কৌরব-সৈন্য ক্ষয় হইতেছে, ইহাতে পাণ্ডুপুত্রদিগের কোন প্রভাবই দেখিতে পাই না।[৬৯] সে যাহা হউক, অহে ব্রাহ্মণাধম! তুমি যাহাদিগকে সর্ব্বদা বলবান্ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, আমি দুর্য্যোধনের হিতকামনায় রণস্থলে সেই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধার্থে যথা-শক্তি যত্ন করিব, তবে জয় হওয়া দৈবের প্রতি নির্ভর।[৭০]

কৃপ কর্ণ বিবাদে অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৮ ॥

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন স্বীয় মাতুল কৃপাচার্য্যকে সূতপুত্র-কর্ত্তৃক তাদৃশ প্রকারে ভর্ৎসিত হইতে অবলোকন করিয়া, ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ, কুরুরাজের সাক্ষাতেই খড়্গোদ্যত করিয়া অতিমাত্র বেগে কর্ণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং রাজ সমক্ষেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন।[১-২] অরে দুর্ব্বুদ্ধি নরাধম! মাতুল কৃপাচার্য্য, অর্জ্জুনের প্রকৃত গুণ সকল কীর্ত্তন করিলেও তুমি শূর-বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রভাবে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছ।[৩] তুমি এক্ষণে শৌর্য্য ও দর্পভরে উৎসিক্ত হইয়া কিছু মাত্র গণনা না করিয়াই এই সকল ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা করিতেছ;[৪] কিন্তু, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়, যখন তোমারে পরাজিত করিয়া রণস্থলে তোমার সমক্ষে জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তখন তোমার বীর্য্য ও অস্ত্র সকল কোথায় ছিল?[৫] অরে সূত-কুলাঙ্গার! পূর্ব্বে রণস্থলে, যিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন, তুমি যে, তাঁহাকে জয় করিতে অভিলাষ করিতেছ, সেই

কেবল তোমার বৃথা মনঃকল্পনা মাত্র। হে দুর্ব্বুদ্ধি সূত! যখন সমস্ত অসুর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্রিত হইয়া যে সর্ব্বশস্ত্রধারি-প্রবর কৃষ্ণ-সহায় ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই, তখন তুমি কি, সংসারে অজেয় অদ্বিতীয় বীর ধনঞ্জয়কে এই সকল পার্থিবগণের সহিত মিলিত হইয়া পরাজয় করিতে পার? সে যাহা হউক, অহে কর্ণ! ও দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে অবস্থান কর, এই দেখ, আমি তোমার মস্তক এখনই শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া দিতেছি।[৯]

সঞ্জয় কহিলেন; মহারাজ! অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া বেগে উৎপতিত হইতেছেন অবলোকন করিয়া বাগ্মিপ্রবর কৃপাচার্য্য ও স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন তাঁহারে নিবারণ করিলেন।[১০] তদ্দর্শনে কর্ণ কুরুপতিকে কহিলেন, হে কুরুসত্তম! এই শূর সমরশ্লাঘী দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণাধম আসিয়া আমার বীর্য্য অনুভব করুক্, আপনি উহাকে পরিত্যাগ করুন।[১১] তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধি সূতপুত্র আমি তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই উচ্ছ্রিত দর্প চূর্ণ করিবেন।[১২] তখন রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মানদ অশ্বত্থামন্! আপনি ক্ষান্ত হউন, সূতপুত্রের প্রতি কদাচ কোপ করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব প্রসন্ন হউন।[১৩] দেখুন, আপনি, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, মদ্ররাজ শল্য ও সুবল-নন্দন শকুনি, আপনাদিগের এই কয়েক জনের প্রতি আমার সুমহৎ কার্য্যভার অর্পিত রহিয়াছে। অতএব হে দ্বিজসত্তম! প্রসন্ন হউন![১৪] হে ব্রহ্মন্ ঐ দেখুন, পাণ্ডবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে কর্ণকে আহ্বান পূর্ব্বক যুদ্ধাভিলাষে উহাঁর অভিমুখে আগমন করিতেছে।[১৫]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ক্রোধ বেগ-সমন্বিত মহামনা দ্রোণ-নন্দন রাজা দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক এইরূপে প্রসাদিত হইয়া কর্ণের প্রতি

প্রসন্ন হইলেন।[১৬] তদনন্তর, মহাত্মা কৃপাচার্য্য সৌম্য-স্বভাবপ্রযুক্ত অবিলম্বে মৃদুভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক কর্ণকে কহিলেন, অহে দুর্ব্বুদ্ধি সূতপুত্র! আমরা তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম, কিন্তু ধনঞ্জয় তোমার উৎসিক্ত দর্প চূর্ণ করিবেন।[১৭-১৮]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে যশস্বী পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তর্জ্জন করিতে করিতে কর্ণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।[১৯] তখন বীর্য্যশালী তেজস্বী রথিপ্রবর কর্ণও স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক, সুরগণ পরিবেষ্টিত সুররাজের ন্যায়, প্রধান প্রধান কৌরবগণে পরিবৃত হইয়া শরাসন উদ্যত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎ পরেই পাণ্ডবদিগের সহিত সংরব্ধ কর্ণের সিংহনাদ-সঙ্কুল ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পাণ্ডব ও যশস্বী পাঞ্চালগণ সেই মহারণে মহাবাহু কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া "এই যে কর্ণ, কোথায় কর্ণ, অহে কর্ণ! ও পুরুষাধম! অরে দুরাত্মন্! আমাদের সহিত যুদ্ধ কর" এইরূপ মহা শব্দে শব্দ করিতে লাগিল। অন্যান্য যোধগণ রাধানন্দনকে অবলোকন করিবামাত্র ক্রোধে অরুণ-নেত্র হইয়া কহিল,[২০-২৪] "হে রাজশার্দ্দূলগণ! আপনারা সকলে মিলিত হইয়া এই অল্প বুদ্ধি গর্ব্বিত সূতপুত্রকে সংহার করুন, ইহাকে জীবিত রাখিবার কিছু-প্রয়োজন নাই।[২৫] কেন না, এই পাপাত্মা নিয়তই দুর্য্যোধনের মতাবলম্বী ও পাণ্ডবগণের অত্যন্ত বৈরী এবং সমস্ত অনর্থের মুল; অতএব ইহাকে এখনই বিনাশ করুন। এই কথা বলিয়া মহারথি-ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে সুমহৎ শরবৃষ্টি দ্বারা দিক্ সকল সমাচ্ছাদিত করত সূত-পুত্র কর্ণের বিনাশার্থে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! সমর বিজয়ী ক্ষিপ্রকারী মহাবলশালী সূতপুত্রও সেই সমস্ত মহারথীদিগকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র

কাতর বা ভীত হইলেন না; তিনি আপনার পুত্রগণের প্রীতি কামনায় উদ্ধূত সাগর-সদৃশ ও নগর-কল্প সেই সৈন্যগণকে শত শত সহস্র সহস্র শরদ্বারা নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তদ্রূপ পাণ্ডব-পক্ষীয়েরাও তাঁহারে শরবৃষ্টি-দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন।[২৬-৩১] হে প্রভো! সেই সকল পার্থিবগণ শত শত শরাসন কম্পিত করিয়া, দানবগণ যেমন দেবরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রূপ রাধানন্দনের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৩২] রাজগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবৃষ্টি আরম্ভ হইবামাত্র কর্ণ সুমহৎ শর বর্ষণ-দ্বারা উহা নিরাকৃত করিলেন।[৩৩] যেমন সুরাসুর সমর সময়ে, অসুরগণের সহিত সুররাজের সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ, পরস্পর প্রতিকারাভিলাষি সেই বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।[৩৪] মহারাজ! সে স্থলে আমরা সূতপুত্রের অতি আশ্চর্য্য হস্ত-লাঘব দর্শন করিলাম, যেহেতু সেই সমবেত শত্রুগণ সমরস্থলে যত্নপর হইয়াও তাঁহারে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইল না।[৩৫] মহারথী রাধানন্দন ক্ষণ কাল মধ্যে পার্থিবগণ-বিস্তীর্ণ শরজাল নিরাকৃত করিয়া স্ব-নামাঙ্কিত শাণিত শর সকল কাহারও ঈষাদণ্ডে, কাহারও বা অশ্বে নিক্ষেপ করিলেন। তখন এইরূপে কর্ণ-শরে নিপীড়িত রাজগণ ব্যাকুলিত হইয়া সিংহার্দ্দিত গো-সমূহের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা কি তুরঙ্গ; মাতঙ্গ; কি রথী, সকলকেই কর্ণ-শরে বিদ্ধ ও তাড়িত হইতে দেখিলাম। মহারাজ! সমরে অপরাঙ্মুখ সেই শূরগণের অসংখ্য ছিন্ন মস্তক ও ছিন্ন-বাহু-দ্বারা সমরভূমি একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কোন স্থলে বহু সংখ্যক হস্তী ও অশ্বাদি নিহত এবং কোন স্থলে নিহন্যমান যোধগণ চতুর্দ্দিকে বিকৃত-স্বরে চীৎকার করিতে থাকায়, সেই সমর-

ক্ষেত্র এমনি ভয়ানক হইয়া উঠিল, যে, সাক্ষাৎ যমালয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

মহারাজ! তদনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের তাদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া অশ্বত্থামাকে এই বাক্য বলিলেন, হে আচার্য্য-নন্দন! কর্ণ একাকীই বর্ম্ম-ধারণ-পূর্ব্বক সমস্ত পার্থিবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।[৩৬-৪২] ঐ দেখুন, যেমন আসুরী-সেনা পার্ব্বতী-নন্দন কুমার-কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ, কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত পাঞ্চালগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে।[৪৩] পরন্তু বীভৎসু ধীমান্ কর্ণ-কর্ত্তৃক স্ব পক্ষীয় সৈন্যগণকে নির্জ্জিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া জিঘাংসা-পরবশ হইয়া উহাঁর অভিমুখে আগমন করিতেছে, অতএব পাণ্ডুনন্দন আপনাদের সমক্ষে যাহাতে মহারথী সুতপুত্রকে সংহার করিতে না পারে, তাদৃশ নীতি বিধান করুন্।[৪৪-৪৫] তদনন্তর, দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য ও হৃদিকাত্মজ মহারথী কৃতবর্ম্মা সুতপুত্রের রক্ষার্থ অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমন করিলেন।[৪৬] সুররাজ ইন্দ্রকে অসুর সৈন্যের প্রতি আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া বৃত্রাসুর যেমন তাঁহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণও পাঞ্চালগণে পরিবৃত অর্জ্জুনকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূত! সূর্য্য-নন্দন কর্ণ কালান্তক-যমতুল্য ক্রুদ্ধ ধনঞ্জয়কে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তৎকালোচিত কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। কেন না সেই মহারথ সূতপুত্র প্রতি নিয়তই অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে এবং সুদারুণ সমরে ধনঞ্জয়কে জয় করিব বলিয়াও আশা করিয়া থাকে, অতএব সে, সতত বৈরভাবাপন্ন কিরীটীকে সহসা নিকটস্থ নিরীক্ষণ করিয়া কর্ত্তব্য-বিষয়ে, কিরূপ বিবেচনা করিল?

সঞ্জয় কহিলেন মহারাজ! হস্তীকে অবলোকন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তী যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ, মহাবীর কর্ণ পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। মহাতেজস্বী শত্রুতাপন অর্জ্জুনও সূর্য্যনন্দনকে বেগে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সরল শরসমূহ-দ্বারা তাঁহারে নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তখন সূতপুত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক-অর্জ্জুনকে সমাচ্ছাদিত করিয়া অবক্রগামী শর ত্রয় দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু মহা বলশালী শত্রুতাপন পৃথা-পুত্র, কর্ণের সেই হস্তলাঘব সহ্য করিলেন না, প্রত্যুত তিনি তাঁহার প্রতি শিলা-ধৌত নির্ম্মলাগ্র অবক্রগমী ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন।[৪৭-৫৫] মহাবলশালী প্রতাপবান্ অর্জ্জুন সংরব্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে এক নারাচাস্ত্র দ্বারা কর্ণের বামহস্তের অগ্রভাগ বিদ্ধ করিলেন।[৫৬] মহারাজ! ভুজাগ্রে বিদ্ধ হইবামাত্র কর্ণের হস্ত হইতে কার্ম্মুক পতিত হইল, কিন্তু সেই মহা বল পরাক্রান্ত সূতপুত্র নিমেষার্দ্ধ-মধ্যে শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনরায় লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত শরজালে ফাল্গুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। পরন্তু ধনঞ্জয় অম্লানবদনে কর্ণ-প্রমুক্ত সেই শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। মহারাজ! এইরূপে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পৃথাপুত্র কিরীটী ও কর্ণ পরস্পর প্রতীকারাভিলাষী হইয়া শরবৃষ্টিদ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন কি, ঋতুমতী হস্তিনীর নিমিত্ত যেমন ক্রুদ্ধ আরণ্য গজ-দ্বয়ের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তদ্রূপ, সেই দুই বীরের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন ধনঞ্জয় কর্ণের পরাক্রম অবলোকন করিয়া ত্বরা সহকারে তাঁহার কার্ম্মুকের মুষ্টি-দেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং ভল্লাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয়কে শমনভবনে প্রেরণ-পূর্ব্বক

সারথির মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। তৎ পরেই তিনি সেই ছিন্ন শরাসন ও অশ্ব সারথি-বিহীন কর্ণকে চারি বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ অর্জ্জুনের শরে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং জীবন রক্ষা নিমিত্ত সত্বরে সেই হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের রথে আরোহণ করিলেন।

হে ভরতকুল-প্রবর মহারাজ! আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণ একে ধনঞ্জয়ের শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে আবার রাধা-নন্দনকে পরাজিত অবলোকন করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কুরুরাজ দুর্য্যোধন, তাহাদিগকে পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া নিবারণ-পূর্ব্বক এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ-শূরগণ! তোমরা পলায়ন করিও না ; এই আমি অর্জ্জু-নের বধ-নিমিত্ত স্বয়ংই রণ স্থলে গমন করিতেছি। আমি পাঞ্চাল ও সোমকগণ সমবেত পাণ্ডবগণকে সংহার করিব।[৫৭-৬৯] অদ্য আমি গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, পৃথার অপর পুত্রগণ যুগান্তকালীন কালপুরুষের ন্যায় আমার পরাক্রম সন্দর্শন করিবে।[৭০] অদ্য যোধগণ রণস্থলে মদীয় শরাসন হইতে শলভশ্রেণীর ন্যায়, অসংখ্য শরজাল নিঃসৃত হইতে নিরীক্ষণ করিবে।[৭১] অদ্য আমি সমরস্থলে শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক নিরন্তর বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলে, সৈনিকগণ আমারে বর্ষাকালে ধারাবর্ষী-ধারাধরের ন্যায় বোধ করিবে।[৭২] হে বীরগণ! অদ্য আমি সন্নত-পর্ব্বসায়ক-সমূহ-দ্বারা নিশ্চয়ই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিব, অতএব তোমরা উহা হইতে ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্ভয়ে সমরে অবস্থান কর।[৭৩] মকরালয় সাগর যেমন তীর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া প্রতিহতবেগ হয়, তদ্রূপ, অর্জ্জুনও মদীয় বীর্য্যে সঙ্গত হইয়া হতবেগ হইবে।[৭৪]

মহারাজ! দুর্দ্ধর্ষ রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া রোষকষায়িত-লোচনে মহতী সেনা পরিবৃত হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবিত হই-লেন।[৭৫] তখন শরদ্বান্-ঋষি-তনয় কৃপ সেই মহাবাহু কুরুপতিকে অর্জ্জুনাভিমুখে গমন করিতে অবলোকন করিয়া স্বীয় ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে কহিলেন,[৭৬] এই অমর্ষবশবর্ত্তী মহাবাহু কুরুরাজ ক্রোধে বিমোহিত হইয়া পতঙ্গ-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ অভিলাষ করিতেছেন;[৭৭] অতএব, পুরুষ-শার্দ্দূল কৌরব-নাথ যেপর্য্যন্ত সংগ্রামে অর্জ্জুনের সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদিগের সমক্ষেই জীবন বিসর্জ্জন না করেন, তাহার পূর্ব্বেই তুমি উহাঁরে প্রতিনিবৃত্ত কর।[৭৮] এমন কি, ঐ বীর যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয়ের বাণ-গোচরে উপস্থিত না হয়েন, তাহার পূর্ব্বেই উহাঁরে সমর হইতে প্রতি-নিবৃত্ত কর।[৭৯] যে পর্য্যন্ত অর্জুনশরাসন-প্রমুক্ত নির্ম্মোক-মুক্ত ভুজঙ্গ-সন্নিভ শররাজি কুরুরাজকে ভস্মীভূত না করে, তাহার পূর্ব্বেই উহাঁরে যুদ্ধ হইতে প্রতি-নিবৃত্ত কর।[৮০] হে মানদ, অশ্বত্থামন্! আমি ইহা অতিশয় অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, যে, আমরা সকলে বর্ত্তমান থাকিতে রাজা স্বয়ং সহায়হীন ব্যক্তির ন্যায় যুদ্ধার্থে ধনঞ্জয়ের নিকট গমন করেন।[৮১] বিশেষত কুরুরাজ, কিরীটির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আমার বিবেচনায় শার্দ্দূলের সহিত সমর-প্রবৃত্ত হস্তীর ন্যায়, অদ্য উহাঁর জীবন দুর্লভ হইবে।[৮২]

মহারাজ! শস্ত্রধারী-প্রবর দ্রোণ-নন্দন, মাতুল কৃপাচার্য্যের আদেশ-ক্রমে ত্বরা-সহকারে দুর্য্যোধনের নিকটস্থ হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন,[৮৩] হে গান্ধারী-নন্দন! দেখুন, আপনকার নিয়ত হিতাভিলাষী আমি জীবিত থাকিতে আমারে অনাদর-পূর্ব্বক আপনকার স্বয়ং সংগ্রামে গমন করা কর্ত্তব্য নহে।[৮৪] হে সুযোধন! ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আপনাকে চিন্তিত হইতে

হইবে না। আপনি অবস্থান করুন আমি তাহারে নিবারণ করিব।[৮৫] মহারাজ! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন, গুরুপুত্র অশ্বত্থামার এতাবৎ বাক্য শ্রবণে উত্তর করিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আচার্য্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে আপন পুত্রের ন্যায় রক্ষা করিয়া থাকেন, এবং আপনিও সর্ব্বদা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।[৮৬] অপিচ, আমার দুর্ভাগ্য-প্রযুক্তই হউক, আর ধর্ম্মরাজ ও দ্রৌপদীর প্রিয়সাধন-হেতুই বা হউক, রণস্থলে কি জন্য যে আপনকার পরাক্রম মন্দীভূত হয়, তাহা অবধারণ করিতে পারি না।[৮৭] আমারে ধিক্ আমি অতিশয় লুব্ধ স্বভাব; এই লুব্ধের নিমিত্তই সমরে অপরাজিত সমস্ত বন্ধুগণ নিয়ত সুখোপভোগের যোগ্য হইয়াও অতিশয় দুখঃ প্রাপ্ত হইতেছেন।[৮৮] শস্ত্রাভিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও সমরে মহেশ্বর তুল্য সামর্থবান্ হইয়াও আপনি ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি শত্রুদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে? হে অনঘ, অশ্বত্থামন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। দেখুন, আপনার অস্ত্র-নিকটে অমরগণও অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন; অতএব আপনি আমার শত্রুগণকে সংহার করুন।[৮৯-৯০] হে দ্রোণ-নন্দন! আপনি অনুচরবর্গের সহিত সোমক ও পঞ্চালগণকে বিনাশ করুন, পরে আমরা আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই অবশিষ্ট শত্রু সকল নিহত করিব।[৯১] ঐ দেখুন, যশস্বী পাঞ্চাল ও সোমকগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দাবানলের ন্যায় আমার সৈন্যারণ্যে বিচরণ করিতেছে;[৯২] অতএব হে মহাবাহু নরোত্তম আচার্য্য-পুত্র! যে পর্য্যন্ত উহারা ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমার সৈন্যগণকে নিঃশেষিত না করে, তাহার পূর্ব্বেই আপনি উহাদিগকে এবং কেকয়দিগকে নিহত করুন।[৯৩] হে অরিমর্দ্দন অশ্বত্থামন্! অগ্রেই হউক্ আর পশ্চাৎই বা হউক্ আপনি অবিলম্বে শত্রুদিগের প্রতিপক্ষে যাত্রা করুন, ইহা আপনকারই

কর্ত্তব্য কর্ম্ম।[৯৪] হে অচ্যুত! সাধুসিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, পাঞ্চালগণের বিনাশার্থই আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনি নিশ্চয়ই এই সমুদয় জগৎকে পাঞ্চালশূন্য করিবেন।[৯৫] বিশেষত সিদ্ধগণও যখন আপনকার-বিষয়ে এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন, তখন নিশ্চয়ই উহা সিদ্ধ হইবে সন্দে নাই। অতএব হে পুরুষ-শার্দ্দূল! আপনি অনুচরগণ সমবেত পাঞ্চালগণকে সংহার করুন।[৯৬] আমি আপনাকে প্রকৃতরূপে বলিতেছি যে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুররাজ সহ সুরগণও আপনার অস্ত্র-গোচরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন।[৯৭] হে বীর! আমি ইহা সত্য বলিতেছি যে, সোমকগণ-সমবেত পাণ্ডবগণ রণস্থলে বল প্রকাশ-পূর্ব্বক আপনার সহিত কদাচ সমর করিতে সমর্থ হইবে না।[৯৮] ঐ দেখুন, মদীয় সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরে প্রপীড়িত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। অতএব আর আমাদিগের বৃথা কাল অতি-বাহিত করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ত্বরায় যুদ্ধার্থে গমন করুন।[৯৯] হে মহাবাহো! আপনি স্বকীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে অবশ্যই পাঞ্চাল ও পাণ্ডুপুত্রদিগের নিগ্রহ-বিষয়ে সমর্থ হইবেন।[১০০]

দুর্য্যোধন বাক্যে একোনষষ্ট্যধিকশততম
অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫৯ ॥

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় আরম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে পর সমর-দুর্ম্মদ মহাবাহু দ্রোণ-নন্দন সুররাজ অসুর বধে যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অরাতি নিপাতনে যত্নবান হইলেন এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে কহিলেন; হে মহাবাহু-কুরুরাজ! আপনি যাহা কহিলেন, তৎসমস্তই সত্য; অর্থাৎ পাণ্ডব-

গণ যেরূপ আমার ও আমার পিতার নিয়ত প্রিয়, তদ্রূপ, আমরাও উভয়ে তাঁহাদিগের প্রীতি ভাজন; কিন্তু যুদ্ধকালে সেরূপ নহে। হে ভ্রাতঃ! সংগ্রাম সময়ে আমরা নির্ভয়ান্তঃকরণে জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া থাকি।[১-৩] হে রাজসত্তম! রণস্থলে যদি পাণ্ডবেরা উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে, আমি, কর্ণ, শল্য, মাতুল কৃপাচার্য্য ও হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা; আমরা এই কয়েকজনে নিমেষকাল-মধ্যে সমস্ত পাণ্ডবী-সেনা সংহার করিতে পারি এবং আমরা যদি সংগ্রামে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে, তাঁহারাও নিমেষের অর্দ্ধভাগ-মধ্যে এই সমস্ত কৌরবী-সেনা সংহার করিতে সমর্থ হয়েন;[৪.৫] পরন্তু, পাণ্ডবেরা ও আমরা উভয়-দলেই পরস্পর যথাশক্তি সমরে প্রবৃত্ত আছি বলিয়াই পরস্পরের তেজঃপ্রভাবে পরস্পরের তেজ শমতা প্রাপ্ত হইতেছে;[৬] অতএব আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, পাণ্ডু-পুত্রগণ জীবিত থাকিতে বল-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সৈন্য পরাজিত করা অসাধ্য জানিবেন।[৭] হে ভারত! পাণ্ডবগণ সকলেই সামর্থবান্, অতএব তাঁহারা যখন নিজ-প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন, তখন, কি জন্য আপনার সৈন্যক্ষয় না করিবেন?[৮] আপনি অতিশয় লুব্ধ-স্বভাব, অভিমানী, নিন্দনীয় পাপাত্মা, কপটবুদ্ধি এবং সকল বিষয়েই শঙ্কিত; এই নিমিত্তই সতত আমাদিগের প্রতিআশঙ্কা করিয়া থাকেন।[৯.১০] সে যাহা হউক, হে শত্রুতাপন মহারাজ! আপনকার নিমিত্ত এই আমি জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক যত্নবান্ হইয়া সংগ্রামস্থলে গমন করিতেছি। অদ্য আমি আপনার প্রিয়সাধনার্থ সমরে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কেকয় ও সোমক-প্রভৃতি শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রধান প্রধান বীরগণকে বিনাশ করিব। অদ্য আমার শর-সন্তপ্ত পাঞ্চাল ও সোমকগণ সিংহার্দ্দিত গো-সমূহের ন্যায়, চতুর্দ্দিকে পলায়ন

করিবে। অদ্য সোমকগণের সহিত ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির আমার পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া এই জগৎ দ্রোণনন্দনময় অবলোকন করিবেন। অদ্য তিনি সমরে পাঞ্চাল ও সোমকগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিষন্ন প্রাপ্ত হইবেন। হে বীর কুরুরাজ! আমি আপনারে অধিক আর কি বলিব, অদ্য যে যে ব্যক্তি আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিব। কেন না, আমার ভুজান্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া তাহারা কদাচই পরিত্রাণে সমর্থ হইবে না।

হে নরবর! মহাবাহু অশ্বত্থামা আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া কৌরবগণের প্রিয়কামনায় সমস্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে বিদ্রাবণপূর্ব্বক যুদ্ধ নিমিত্ত রণস্থলে আগমন করিতে লাগিলেন,[১১-১৮] এবং সম্মুখস্থ পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে এইরূপ বলিলেন, হে মহারথি বীরগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া আমারে প্রহার কর, এবং অস্ত্রলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্থিরভাবে যুদ্ধ কর। বীরগণ দ্রোণপুত্র কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বারিধারাবর্ষী বারিধরের ন্যায়, তাঁহার প্রতি শস্ত্রবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ! দ্রোণনন্দন, পাণ্ডুপুত্রগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে দশ জন বীরকে ভূমিসাৎ করিলেন। পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামার শর-নিকরে নিপীড়িত হইয়া সমরে তাঁহারে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চালরাজ-কুমার মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া সমরে অনিবর্ত্তী সজল-জলদ-মণ্ডলের ন্যায় গম্ভীর নিনাদকারী এক শত শূর পুরুষে পরিবৃত হইয়া দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং স্বপক্ষীয় সৈন্যক্ষয় সন্দর্শনে তাঁহারে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে দুর্ব্বুদ্ধি আচার্য্যপুত্র! ইতর সৈ-

নিকগণ বিনাশ করিয়া কি পৌরুষ প্রকাশ করিতেছ, সৈন্যগণের সহিত আগমন করিয়া আমার সহিত সংগ্রাম কর; যদি শূর পুরুষ হও, তবে আমার অগ্রে অবস্থান কর, আমি তোমারে নিশ্চয়ই শমন ভবনে প্রেরণ করিব।[১৯-২৭] প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা বলিয়া আচার্য্য-পুত্র অশ্বত্থামাকে মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ-দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।[২৮] মহারাজ! মধুলোলুপ-ভ্রমরগণ যেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষোপরি বেগে পতিত হয়, তদ্রূপ, ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত সর্ব্বকায়-বিদারক নির্ম্মলাগ্র সুবর্ণপুঙ্খান্বিত শীঘ্রগামী শর সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দ্রোণ-নন্দনের শরীরে বেগে নিপতিত হইতে লাগিল। মহামানী অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরজালে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া পদাহত ক্রুদ্ধ পন্নগের ন্যায়, হস্তে শর গ্রহণপূর্ব্বক অসম্ভ্রান্তচিত্তে কহিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন! স্থির হইয়া মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর অবিলম্বেই আমি তোমারে নিশিত শরনিকরে শমনভবনে প্রেরণ করিতেছি। শত্রুহন্তা আচার্য্য-কুমার অশ্বত্থামা পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে এই কথা বলিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিরন্তর শরবৃষ্টি-দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করিলেন।

তৎকালে রণদুর্ম্মদ পাঞ্চালরাজ-তনয়, দ্রোণপুত্রের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া এইরূপ বাক্য-দ্বারা তাঁহারে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন, বিপ্র! তুমি আমার উৎপত্তি ও প্রতিজ্ঞার বিষয় বিশেষ অবগত নহ।[২৮-৩৪] অহে দুর্ব্বুদ্ধে! অগ্রে দ্রোণকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তোমারে বিনাশ করিব; দ্রোণ জীবিত থাকিতে অদ্য তোমারে সংহার করিব না।[৩৫] অহে দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণ! অদ্যকার এই রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই রণস্থলে তোমার পিতাকে নিহত করিয়া তৎপরে তোমাকে শমনভবনে প্রেরণ করিব, আমার মনোমধ্যে এইরূপ স্থিরীকৃত আছে। পৃথাপুত্রদিগের প্রতি তোমার

যেরূপ বিদ্বেষ ও কৌরবগণের প্রতি যত দূর ভক্তি, রণস্থলে স্থির-চিত্তে তৎসমস্ত প্রদর্শন কর, পরন্তু জীবনসত্ত্বে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। অহে পুরুষাধম! যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে নিরত হয়েন, তিনি তোমার ন্যায়, সমস্ত লোকেরই বধ্য হন।

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে পরুষ-বাক্যপ্রয়োগ করিলে দ্বিজোত্তম অশ্বত্থামা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে যেন দগ্ধ করিবেন বলিয়াই তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ভুজঙ্গের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তাঁহারে অসংখ্য শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঞ্চাল-সৈন্য-পরিবৃত রথিপ্রবর মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের শরনিকরে সমাচ্ছাদিত হইয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত স্বীয় ভুজ-বল অবলম্বন-পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি বিবিধ বিশিখজাল বিমোচন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই দুই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য প্রাণপণকর সমর-দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর বধাভিলাষে বাণ-দ্বারা পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে নিরন্তর বারিধারার ন্যায়, চতুর্দ্দিকে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।[৩৬-৪৪] পৃষত-বংশীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন ও আচার্য্য-নন্দন অশ্বত্থামার অতি ঘোররূপ ভীষণ সমর সন্দর্শন করিয়া সিদ্ধ, চারণ ও বায়ুভরে গমনশীল প্রাণিগণ ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।[৪৫] তাঁহারা উভয়েই শরজাল বিস্তার-পূর্ব্বক দিক্, বিদিক্ ও নভো-মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া এমন সুমহৎ অন্ধকার করিলেন, যে, তদ্দ্বারা উভয়েই সর্ব্ব প্রাণীর অলক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৪৬] পরস্পরের বধার্থে যত্ন-পরায়ণ মহৎ বাহু-বল-শালী সেই দুই বীর রণাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে করিতে কোদণ্ড মণ্ডলীকৃত করিয়া পরস্পর জয়াভিলাষে চিত্র, লঘু ও সুষ্ঠু প্রভৃতি রণ-কৌশল

প্রকাশ-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র সেনাধ্যক্ষগণ-কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৪৬-৪৮] মহারাজ! উভয়পক্ষের সেনাগণ তাঁহাদের দুইজনকে বন্যহস্তীর ন্যায় ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত সন্দর্শন করিয়া অতিশয় হর্ষাবেশে বারংবার সিংহনাদ, শংখধ্বনি ও সহস্র সহস্র বাদিত্র নিনাদ করিতে আরম্ভ করিল।[৪৯-৫০] ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন সেই তুমুল সমর সময়ে মুহূর্ত্ত কাল সমভাবেই যুদ্ধ হইল।[৫১] তৎপরে দ্রোণ-নন্দন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের ধ্বজদণ্ড, কোদণ্ড, ছত্র, অশ্বচতুষ্টয়, সারথি ও দুইজন পৃষ্ঠরক্ষককে সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তৎকালে অমেয়াত্মা অশ্বত্থামা সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে শত শত সহস্র সহস্র পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সমরাঙ্গনে দ্রোণ-পুত্রের ইন্দ্র-সদৃশ সেই কার্য্য সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈনিক মাত্রেই ব্যথিত হইল, কেননা মহারথী আচার্য্য-কুমার শাণিত এক শত শরে এক শত রথী ও তিন শরে তিন জন মহারথীকে সংহার করিলেন। অধিক কি, তৎকালে পাঞ্চাল-পক্ষীয় যে যে যোদ্ধা তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত ছিল, তিনি ধনঞ্জয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই তাহাদিগের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে বিনাশ করিলেন। এইরূপে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-গণ শরনিকরে বধ্যমান হইয়া রণ-স্থলে দ্রোণ-নন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্বজদণ্ড-খণ্ডিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তথা হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহারথী দ্রোণপুত্র সংগ্রামে বহুসংখ্যক শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এবং শত্রুসংহারান্তে সাতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অপিচ, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দনুজদল বিদলিত করিয়া শোভা পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ, প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন রণ-স্থলে

সহস্র সহস্র রিপুকুল সংহার করত কৌরবগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।[৫২-৬০]

অশ্বত্থাম পরাক্রমে ষষ্ট্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬০ ॥

এক ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন দ্রোণ-পুত্রের চতুর্দ্দিক্‌ পরিবেষ্টন করিলেন।[১] তদ্রূপ, কুরুরাজ দুর্য্যোধনও ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণকে সমভিব্যাহারে লইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলে, ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধন কর ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তৎকালে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি, ও ত্রিগর্ত্ত দেশীয় যোধগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এবং ভীমসেন যুদ্ধ-দুর্ম্মদ অভীষাহ ও শূরসেন-দেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাদিগের রুধির-দ্বারা রণস্থল কর্দ্দমময় করিলেন। ঐ সময়, মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ও যৌধেয়, আরট্ট ও মদ্রদেশীয় বীরগণকে শাণিত-শরপ্রভাবে প্রেতপতিভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শীঘ্রগামী নারাচ-নিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া দ্বিশৃঙ্গপর্ব্বতের ন্যায়, ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। শর নিকরে খণ্ড খণ্ড করি শুণ্ড-সকল ইতস্তত বিলুণ্ঠমান হওয়াতে রণস্থল, জঙ্গম ভুজঙ্গমকুলে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইল। অপিচ, কনক-চিত্রিত রাজছত্র সকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকাতে, সমরভূমি, যুগান্তকালীন চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণ-সমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহারাজ! তৎকালে, "তোমরা হনন কর, প্রহার কর, নির্ভয় হইয়া বিদ্ধ কর ও ছেদন কর," শোণাশ্ব দ্রোণের রথ-সম্মুখে এইরূপ ভয়ঙ্কর

শব্দ হইতে লাগিল। পরন্তু, দ্রোণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, দুর্নিবার্য্য মহা বায়ু যেমন মেঘ-মণ্ডলকে ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ, বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা পাঞ্চালদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া মহাত্মা ভীম ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তদনন্তর ভীমসেন ও কিরীটমালী ধনঞ্জয় মহৎ রথি সৈন্য-দ্বারা ক্রমান্বয়ে উত্তর ও দক্ষিণপার্শ্ব সহসা আক্রমণ-পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি সুমহৎ শরনিকরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন, মৎস্য ও সোমকগণ সমবেত মহা বলশালী পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। তদ্রূপ, আপনকার পুত্র-পক্ষীয় প্রহারপটু মহারথিগণও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সাহায্যার্থে দ্রোণের রথ-সমীপে গমন করিলেন। পরন্তু অন্ধকার ও নিদ্রাক্রান্ত কৌরব-সৈন্যগণ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া পুনরায় ছিন্ন ভিন্ন হইল। তৎকালে সেই পলায়ন-পরায়ণ যোধগণ দ্রোণ ও আপনার পুত্র-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও প্রতি নিবৃত্ত হইল না। মহারাজ! সেই প্রগাঢ় তিমিরাবৃত সময়ে, ব্যূহিত সেনাগণ পাণ্ডুপুত্রের শরপ্রহারে নানাদিকে প্রধাবিত হইলে, সেনাধ্যক্ষ-নরপতিগণ ভয়াতুর হইয়া স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগ করিয়াই চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।[২-১৮]

সঙ্কুলযুদ্ধে একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১৬১ ॥

দ্বিষষ্ট্যধিক শততমঅধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় সাত্যকি সোমদত্তকে শরাসন বিকম্পিত করিতে আলোকন করিয়া স্বীয় সারথীকে বলিলেন, হে সূত! আমারে সোমদত্তের সমীপে লইয়া চল।[১] আমি সত্য বলি-

ভেছি, যে, অদ্য আমি ঐ কুরুকুলাধম বিপক্ষ বাহ্লিকপুত্রকে নিহত না করিয়া সংগ্রাম হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইব না।[২] সারথি সাত্যকির বাক্য শ্রবণে মনোবেগগামী শঙ্খ-সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট সিন্ধু দেশীয় তুরঙ্গগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল।[৩] মহারাজ। পূর্ব্বে দৈত্য বধোদ্যত দেবরাজ ইন্দ্রকে যেমন তাঁহার অশ্বগণ বহন করিয়া ছিল, তদ্রূপ মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী সেই অশ্বগণ রণস্থলে সাত্যকিরে বহন করিতে লাগিল।[৪] মহাবাহু সোমদত্ত সাত্যকিকে বেগে সংগ্রামাভি মুখে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া, সজলজলধর যেমন দিবাকরকে সমাচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ শরবৃষ্টি করিতে করিতে অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন।[৫-৬] সাত্যকিও অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে শরবর্ষণ-দ্বারা কুরুশ্রেষ্ঠ সোমদত্তের চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করিতে লাগিলেন।[৭] তৎপরে সোমদত্ত ষষ্টি শর-দ্বারা মধুকুল-সম্ভূত সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, এবং সাত্যকিও তাঁহাকে শাণিত শর-নিকর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।[৮] মহারাজ! এইরূপে কুরু ও বৃষ্ণি-বংশ-যশস্কর নরপুঙ্গব সোমদত্ত ও সাত্যকি উভয়েই উভয়ের শরে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া শোভন পুষ্পধর বহু পুষ্পান্বিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, এবং পরস্পর দগ্ধ করিবেন বলিয়াই যেন পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।[৯.১০] সেই দুই শত্রুমর্দ্দনকারী বীর মণ্ডলাকার গতি-দ্বারা রথবর্ত্মে বিচরণ করত, বৃষ্টিমান্ বারিদের ন্যায়, ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।[১১] তৎকালে, তাঁহাদিগের পরস্পর প্রহারে পরস্পরের সর্ব্বাঙ্গ শর বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত হওয়ায়, বিদীর্ণ-কলেবর সেই দুই বীর কন্টকাবৃত শল্লকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।[১২] অপিচ, তাঁহারা সুবর্ণ-পুঙ্খ-শর-সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া বর্ষাকালে খদ্যোত-রাজি বিরাজিত যুগল বনস্পতির ন্যায় শোভমান হইলেন।[১৩] এই-

রূপে মহারথী সোমদত্ত ও সাত্যকি পরস্পরের শর-প্রহারে পরস্পর সন্দীপিত-কলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে উল্কা-সমাবৃত ক্রুদ্ধ কুঞ্জর-যুগলের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিলেন।[১৪] তদনন্তর, মহারথ সোমদত্ত অর্দ্ধচন্দ্রবাণ দ্বারা মধুকুল-সম্ভূত সাত্যকির সুমহৎ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন,[১৫] এবং পঞ্চবিংশতি বাণ-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ত্বরা-সহকারে পুনরপি দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।[১৬] তখন, সাত্যকি অতীব বেগবান্ এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সত্বরে পঞ্চবাণে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলেন,[১৭] তৎপরে অপর ভল্লাস্ত্র-দ্বারা সহাস্য-বদনে বাহ্লিক-নন্দনের কাঞ্চনময় ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন।[১৮] সোমদত্ত স্বীয় রথকেতু ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে শিনিপৌত্র সাত্যকিরে বিংশতি সায়কে বিদ্ধ করিলেন।[১৯] অনন্তর, সাত্যকি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা ধনুর্দ্ধর সোমদত্তের শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন[২০] এবং ভগ্নদংষ্ট্র মাতঙ্গের ন্যায় ছিন্ন শরাসন সোম-দত্তকে স্বর্ণ-পুঙ্খান্বিত সন্নতপর্ব্ব বহুবিধ বাণ-দ্বারা সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন।[২১] অনন্তর, মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ সোমদত্ত অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শরবৃষ্টি-দ্বারা সাত্যকিরে সমাবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন।[২২] এইরূপে তাঁহারা উভয়েই সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়কে অসংখ্য শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।[২৩] ঐ সময় ভীমসেন সাত্যকির রক্ষার্থে সোমদত্তের প্রতি দশ শর প্রহার করিলেন; কিন্তু সোমদত্ত অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে কেবল সাত্যকিরেই শর-নিকর-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[২৪]

তদনন্তর, ভীমসেন নন্দন ঘটোৎকচ সাত্যকির সাহায্য নিমিত্ত অতীব ভীষণ দৃঢ়তর অভিনব এক পরিঘ গ্রহণ করিয়া সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন।[২৫] মহারাজ! কৌরব্য সোমদত্ত ভীষণ

দর্শন সেই পরিঘ বেগে আপতিত হইতেছে অবলোকন করিয়া অম্লানবদনে উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[২৫] মহারাজ! সেই লৌহময় মহান্ পরিঘ সোমদত্তের শরে দ্বিধাকৃত হইয়া বজ্র-বিদারিত শৈল-শিখরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।[২৬] তদ্দর্শনে শিনি-পুঙ্গব নরশার্দ্দূল সাত্যকি অবিলম্বে ভল্লাস্ত্র দ্বারা সোমদত্তের শরাসন ছেদন করিয়া পঞ্চ বাণে তাঁহার শরমুষ্টি ও চারি বাণে তাঁহার উৎকৃষ্ট অশ্ব-চতুষ্টয়কে প্রেতরাজ ভবনে প্রেরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে এক সন্নতপর্ব্ব ভল্লাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার সারথির শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া দিলেন।[২৮-৩০] তৎপরেই তিনি শিলা-শাণিত সুবর্ণ-পুঙ্খান্বিত জ্বলন্ত অনল-তুল্য মহাভয়ঙ্কর এক শর গ্রহণ-পূর্ব্বক সোমদত্তের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৩১] মহারাজ! অতীব ভীষণ সেই শরোত্তম বলবান্ শিনি-নন্দন-সাত্যকি কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইয়া অবিলম্বে সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল।[৩২] মহারথ মহাবাহু সোমদত্ত সাত্যকির সেই শর দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইবামাত্র নিহত ও ভূতলে পতিত হইলেন।[৩৩]

কুরুসেনাগণ, মহারথ সোমদত্ত নিহত হইলেন নিরীক্ষণ করিয়া ঘোরতর শর-বৃষ্টি করিতে করিতে যুযুধানের প্রতি ধাবমান হইল।[৩৪] যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যুযুধানকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন দৃষ্ট করিয়া সমুদায় প্রভদ্রক ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দ্রোণ-সৈন্যের প্রতি ধাবিত হইলেন।[৩৫] ঐ সময় যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের সমক্ষেই অসংখ্য শর দ্বারা আপনার পক্ষীয় সুমহৎ সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।[৩৬] তখন, দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে স্বপক্ষীয় সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে অবলোকন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে দ্রুত বেগে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন,[৩৭] এবং তীক্ষ্ণতর সপ্ত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন যুধিষ্ঠিরও অতিমাত্র

ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চ বাণ-দ্বারা আচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন।[৩৮] মহাবাহু দ্রোণ গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া সৃক্কণী লেহন করত যুধিষ্ঠিরের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৩৯] শরাসন ছিন্ন হইলে পর, রাজসত্তম যুধিষ্ঠির ত্বরাসহকারে অতীব বেগবান্ দৃঢ়তর অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথসমেত দ্রোণকে অসংখ্য শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল।[৪০-৪১] দ্বিজসত্তম দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের নিরন্তর শস্ত্র-সম্পাতে প্রপীড়িত হইয়া এমনি কাতর হইলেন, যে, তৎকালে তাঁহাকে মুহূর্ত্তকাল অবসন্ন-ভাবে রথনীড়ে অবস্থান করিতে হইল।[৪২] কিয়ৎকাল পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া মহাক্রোধভরে বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।[৪৩] মহারাজ! বীর্য্যবান্ পৃথাপুত্র যুধিষ্ঠির অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক স্বীয় অস্ত্র-প্রভাবে বায়ব্যাস্ত্র স্তম্ভিত করিয়া ব্রাহ্মণ দ্রোণের সুদীর্ঘ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ক্ষত্রিয়-মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিলেন।[৪৪-৪৫] কুরু-পুঙ্গব যুধিষ্ঠির শাণিত ভল্লে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময় বাসুদেব কুন্তী-নন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন! হে মহাবাহু যুধিষ্ঠির! আমি আপনারে যাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন, আপনি আচার্য্য দ্রোণের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন; কেননা রণস্থলে উনি আপনারে গ্রহণ করিবেন বলিয়াই নিরন্তর আশা করিতেছেন। বিশেষত আচার্য্যের সহিত আপনাব যুদ্ধ করা, অনুরূপ বলিয়া বিবেচনা হয় না;[৪৬-৪৮] যিনি দ্রোণ-বিনাশার্থে এই জগন্মণ্ডলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই উঁহারে কল্য প্রভাতে বিনাশ করিবেন। আপনি আচার্য্য দ্রোণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যেস্থানে রাজা সুযোধন অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে গমন করুন, কেননা রাজাদিগের রাজেতর ব্যক্তির সহিত কদাচ যুদ্ধ করা

কর্ত্তব্য নহে। হে মহারাজ! এস্থলে নরশার্দ্দুল ভীম ও ধনঞ্জয় একমাত্র আমাকে সহায় করিয়াই সমস্ত কৌরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত আছেন, আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করুন।[৪৯-৫১]

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল সেই নিদারুণ সমরের বিষয় চিন্তা করিয়া যেস্থলে শত্রুহন্তা ভীমসেন.. দৃঢ়ভাবে অবস্থান-পূর্ব্বক দশদিক্ নিনাদকারী জলধরের ন্যায় রথ-নির্ঘোষে বসুধাতল নিনাদিত করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় আপনার পক্ষীয় যোধগণকে সংহার করিতেছিলেন, তিনি সেই-স্থলে গমন-পূর্ব্বক অরাতিকুল-নির্মূলকারী ভীমের পার্ষ্ণিদেশ গ্রহণ করিলেন। সেই নিশামুখে দ্রোণাচার্য্যও পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে অস্ত্রানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।[৫২-৫৫]

সোমদত্তবধে দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অন্ধকার ও ধূলিপটলে ভূমণ্ডল সমাবৃত এবং সেই সময়ে উভয় পক্ষের তাদৃশ ভীষণ ভয়াবহ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সমরস্থিত যোধগণ পরস্পর আর কেহই কাহারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইল না; তৎকালে তাহারা কেবল স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন ও অনুমান দ্বারাই তুরঙ্গ, ও মনুষ্য প্রমথনকর অতীব লোমহর্ষণ সমরে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় অস্মৎ পক্ষে দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ, এবং বিপক্ষদিগের ভীমসেন, পৃষত-কুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি; এই সকল বীরগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সৈন্য ক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সৈন্যগণ

একে ধূলি ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মহারথিগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া দিক্ বিদিক্ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বিত্রস্ত-লোচন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত ও ধাবমান হইবার সময়েও অনেকে নিহত হইল। এমন কি আপনার পুত্রের মন্ত্রণাদোষে সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে বিমোহিত হইয়া তৎকালে সহস্র সহস্র মহারথী পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিল। অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত হইলে, কি সেনা, কি সেনাপতিগণ সকলেই বিমোহিত হইল।[১-৭]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তৎকালে, তোমরা পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক বিলোড়িত হইয়া প্রতিহত-প্রভাব ও গাঢ়তর অন্ধকারে নিমগ্ন হইলে, তোমাদিগের বুদ্ধি কিরূপে সুস্থির ছিল এবং অন্ধকারে দিক্ সকল তাদৃশ সমাচ্ছন্ন হইলে, অস্মৎপক্ষীয় ও পাণ্ডব-পক্ষীয়দিগের প্রকাশই বা কিরূপে হইল।[৮-৯]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, সেনাপতিগণ দ্রোণের আদেশানুসারে হতাবশিষ্ট সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন।[১০] সেই নিশাকাল-কল্পিত ব্যূহের অগ্রভাগে দ্রোণ, পশ্চাদ্ভাগে শল্য ও উভয়পার্শ্বে অশ্বত্থামা ও সুবল-নন্দন শকুনি অবস্থিত রহিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং সমস্ত সৈন্য রক্ষা করত বিপক্ষাভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পদাতিদিগকে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা উৎকৃষ্ট অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ঐ হস্তে প্রজ্বলিত-প্রদীপ গ্রহণ কর।[১১-১২] পদাতিগণ রাজাজ্ঞানুসারে প্রহৃষ্ট-চিত্তে প্রদীপ গ্রহণ করিল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও কিন্নরগণও কুতূহল সহকারে গগণ মণ্ডলে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রদীপ গ্রহণ করিলেন। দিগ্দেবতারা এবং মহর্ষি নারদ ও পর্ব্বত কুরু পাণ্ডব গণের হিতানুষ্ঠান নিমিত্ত সুগন্ধি তৈল সংযুক্ত

প্রদীপ সকল অন্তরীক্ষ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত সৈন্য সকল অগ্নি প্রভা এবং মহার্হ আভরণ ও প্রহারার্থ নিক্ষিপ্ত মার্জ্জিত দিব্য শস্ত্র প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌরবগণ প্রতি রথে পাঁচ পাঁচ, প্রতি গজে তিন তিন ও প্রতি অশ্বে এক এক প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। মহারাজ! এইরূপে ক্ষণকাল-মধ্যে নিশা-সময়ে সেই জ্বলিতদীপ সকল অবিলম্বে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। সমস্ত সেনাগণ দীপহস্ত-পদাতিগণ-কর্ত্তৃক আলোক-দ্বারা সেব্যমান হইয়া এমন প্রকাশিত হইল যে, বিদ্যুদ্দাম-বিমণ্ডিত নভোমণ্ডলস্থ জলদাবলির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।[১৩-১৮] এইরূপে সৈন্যগণ প্রকাশিত হইলে সুবর্ণময়-বর্ম্মধারী দ্রোণ অনল-তুল্য হইয়া চতুর্দ্দিক্ উত্তাপিত করত সেই সৈন্যগণ মধ্যে ভীষণ কিরণ বিকীর্ণ-কারী মধ্যাহ্নকালীন-সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।[১৯] হে আজমীঢ়! তৎকালে সমষ্টিদীপপ্রভা-স্বর্ণময় আভরণ, নিষ্ক, অলঙ্কৃত শরাসন ও শাণিত-শস্ত্রসকলে নিপতিত হইয়া প্রতিফলিত হইতে লাগিল, এবং লৌহময় গদা, শুভ্রবর্ণ পরিঘ, রথশক্তি ও শক্তি সকল বীরগণ-কর্ত্তৃক বিঘূর্ণিত হইয়া পুনঃপুন দীপ সকলের প্রতিপ্রভা উৎপাদন করিতে লাগিল।[২০-২১] সেইরূপ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত ক্ষত্রিয়গণের বিঘূর্ণমান সুবর্ণমালা, ছত্র, চামর, প্রদীপ্ত খড়্গ সকল মহতী উল্কার ন্যায় শোভা ধারণ করিল।[২২] মহারাজ! তৎকালে সৈন্যগণ শস্ত্র-প্রভায়, দীপ-প্রভায় বিরাজিত হইয়া অতিশয় প্রকাশমান হইল।[২৩] বীরগণের পরিঘ কৃতবর্ম্ম ও শোণিতসিক্ত শাণিতশস্ত্র সমুদায় বীরগণ কর্ত্তৃক বিকম্পিত হইয়া বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত প্রভা উৎপাদন করিতে লাগিল।[২৪] অভিঘাতবেগে প্রকম্পিত, পরস্পর প্রহারে

প্রবৃত্ত ও বিপুলবেগে আপতিত বীরগণের মুখ-মণ্ডল বায়ু-কম্পিত মহাপদ্মের ন্যায় শোভমান হইল।[২৫] অধিক কি তৎকালে, দারুময় মহা অরণ্য প্রচণ্ড দাবানলে প্রজ্বলিত হইলে, যেমন সূর্য্যের সমধিক প্রভা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সেই ভীমরূপ সৈন্যগণ মহা ভয়ঙ্কর মহা সংগ্রামস্থলে প্রভান্বিত হইল।[২৬]

তখন পাণ্ডবগণ অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে প্রকাশিত অবলোকন করিয়া অবিলম্বে স্বপক্ষীয় পদাতিদিগের প্রতি আদেশ করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত প্রদীপ ধারণ করিল।[২৭] সেইরূপ প্রত্যেক গজে সাত, প্রতি রথে দশ, অশ্বপৃষ্ঠে দুই দুই; তৎপরে উহাদিগের উভয় পার্শ্বে কতকগুলীন, ধ্বজে কতকগুলীন ও ব্যূহের জঘনদেশে কতকগুলীন প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল।[২৮] এইরূপে সমস্ত সেনার মধ্য, পার্শ্ব পশ্চাৎ ও পুরোভাগে অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে, জ্বলিতদীপহস্ত পদাতিগণ পাণ্ডু-পুত্রের সৈন্যদিগকে প্রকাশিত করিল।[২৯] অপর কতকগুলীন মনুষ্য জ্বলন্ত প্রদীপ হস্তে উভয় পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে উভয়পক্ষের সেনাতেই পদাতিগণ, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ রথবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া প্রভাবশালি সৈনিকদিগকে প্রকাশিত করিল, তন্মধ্যে বিপক্ষ-সৈন্যগণ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে, যেমন্ প্রচণ্ড-কিরণবর্ষী ভানুমান্ দিবাকর গ্রহ-কর্ত্তৃক অগ্নি উত্তপ্ত হয়, তদ্রূপ আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক অতিশয় উদ্দীপিত হইল। তৎকালে, কি অন্তরীক্ষ, কি পৃথিবী, কি দিক্‌সকল; সমস্ত অতিক্রম করিয়া উভয়পক্ষের দীপালোক-প্রভা প্রবৃদ্ধ হইল;[৩০-৩২] সেই প্রভা-দ্বারা উভয়পক্ষীয় সৈন্যই অতিমাত্র প্রকাশ পাইল। মহারাজ! তৎকালে সেই দীপ-প্রভায় প্রবোধিত হইয়া নভোমণ্ডল গত দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ একত্রিত হইয়া

আগমন করিলেন। ঐ সময়, রণ-নিহত বীরগণ স্বর্গারোহণে প্রবৃত্ত ও উল্লিখিত দেব, যক্ষ গন্ধর্ব্বগণে সমাকুল হইয়া, সেই রণস্থল যেন, দিব্যকল্প বলিয়া বোধ হইল। সেই নিশাকালে, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, ও শতাঙ্গ-সংস্থিত-দীপমালায় প্রদীপ্ত, নিহত ও পলায়িত অশ্বকুলে সঙ্কুল, সংরব্ধ যোধগণে সমাকীর্ণ তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথাদি ব্যূহিত সেই সুমহৎ সেই সমুদয় সুরাসুর ব্যূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। মহারাজ! সেই রাত্রিপ্রবৃত্ত সমর দুর্দ্দিনের ন্যায় ভাসমান হইল। শক্তি-সমূহ উহার প্রচণ্ড বায়ু, হস্তী, অশ্ব ও রথ উহাতে ভয়ঙ্কর-মেঘমণ্ডল, শস্ত্র-নিচয় উহার বর্ষণ, ক্ষরিত-রুধির উহার ধারা-সম্পাত-স্বরূপ হইল। সেই রণস্থলে, অনল-তুল্য প্রতাপ-শালী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রোণ শরৎকালে প্রচণ্ড কিরণ-বিকীর্ণকারী মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবগণকে সন্তাপিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৩-৩৭

দীপোদ্দ্যোতনে ত্রিষষ্ট্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৩ ॥

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অন্ধকার ও ধূলিপটল-সমাচ্ছন্ন দিক্-সকল দীপ-প্রভায় প্রকাশিত হইলে, বীরগণ একত্রিত হইয়া অসি প্রাস-প্রভৃতি বিবিধ-শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক পরস্পর বিনাশমানসে পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করত পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিতে লাগিল। ১-২ চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র প্রদীপ, রত্নখচিত স্বর্ণ-দণ্ড ও দেব গন্ধর্ব্ব গৃহীত গন্ধতৈল সুবাসিত সমধিক উজ্জ্বল দীপের প্রভায় রণস্থল গ্রহগণ-পরিপূর্ণ গগণমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। ৩-৪ অপিচ শত শত উল্কা সকল প্রজ্বালিত হইলে, রণভূমি

লোকশূন্য অনলদহ্যমান বসুন্ধরার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।[৫] তৎকালে দীপ-প্রভায় দিক্ সকল এমনি আলোকময় হইয়া উঠিল, বোধ হইল যেন, বর্ষাকালে প্রদোষ সময়ে খদ্যোতপুঞ্জ-পরিবৃত পাদপ-নিচয় শোভা পাইতেছে।[৬] মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর নিশামুখে আপনার পুত্রের আদেশানুসারে বীরগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীর সহিত, অশ্বী অশ্বারোহের সহিত, রথী রথীর সহিত আনন্দ সহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইল।[৭-৮] হে মহারাজ! এইরূপে সেই চতুরঙ্গ সেনা ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন ত্বরা-সহকারে সমস্ত পার্থিব-বর্গকে অভিভূত করিয়া কৌরব-সৈন্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সমরে দুর্দ্ধর্ষ অসহন-শীল অর্জ্জুন যখন সংরব্ধ হইয়া আমার পুত্রের সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিল, তৎকালে, তোমাদিগের অন্তঃকরণ কিরূপ হইল? তাহার প্রবেশকালে অস্মৎ-পক্ষীয় সৈনিকগণই বা কি মনে করিতে লাগিল? এবং দুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত-কার্য্যে কিরূপ বিবেচনা করিল? আর, অস্মৎ-পক্ষীয় কোন্ কোন্ শত্রুবিমর্দ্দন-কারী বীর মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রত্যুদ্গমন করিল, আর কোন্ কোন্ বীরই বা তৎকালে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং কোন্ কোন্ বীরই বা যুদ্ধ-কালে দ্রোণের দক্ষিণ, বামচক্র ও পৃষ্ঠ-রক্ষায় নিযুক্ত ছিল? অপিচ যখন সেই ধনুর্দ্ধারি-প্রবর সমরে অপরাজিত বীর্য্যবান্ নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে করিতে পাঞ্চাল-সৈন্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বিপক্ষপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইল।[৯-১৫] অহো! যে দ্রোণ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ ধূমকেতুর ন্যায় হইয়া পাঞ্চাল-পক্ষীয় রথি সৈন্য-দিগকে শরানলে দগ্ধ করিতে ছিলেন, তিনি কিরূপে মৃত্যুমুখে নিপ-

র্জিত হইলেন? সে যাহা হউক্ সঞ্জয়! তুমি কেবল শত্রুপক্ষীয়দিগকেই সমরে অব্যগ্র, অপরাজিত, হৃষ্ট কহিতেছে, আর অস্মৎপক্ষীয়দিগকে তাহার বিপরীত বলিতেছ। তাহাদিগকে হত, বিদীর্ণ, বিপ্রকীর্ণ, এবং রথিদিগকে রথভ্রষ্ট, ইত্যাদি নানা প্রকার দুরবস্থাপন্ন কহিতেছ।[১৬-১৮]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সেই সর্ব্বরী-সময়ে সমরাভিলাষী দ্রোণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, বিকর্ণ, চিত্রসেন, মহাবাহু, দীর্ঘবাহু, ও দুর্দ্ধর্ষ-প্রভৃতি বশীভূত ভ্রাতৃগণ এবং তাঁহাদিগের পদানুগগণকে এইমত আদেশ করিলেন, হে পরাক্রমশালী বীরগণ! তোমরা সকলে যত্নপর হইয়া দ্রোণের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা কর, হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা ও মদ্ররাজ শল্য ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ ও বামচক্র রক্ষা করুন্।[১৯-২১] হৃতাবশিষ্ট ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণ তাঁহার পুরোভাগ রক্ষণে নিযুক্ত হউন হে রাজন্! আপনার পুত্র এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন, এই সময়, আচার্য্য সমরে অতিশয় মনোযোগী হইয়াছেন, এবং পাণ্ডবেরাও যত্নপর হইয়া অবস্থান করিতেছে। তোমরা সকলে মিলিত হইয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত আচার্য্যকে বিশেষ যত্ন-সহকারে রক্ষা কর।[২২-২৩] মহা বলশালী প্রতাপবান্ আচার্য্য সমরে অতিশয় ক্ষিপ্রহস্ত; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে, সোমকগণ-সমবেত পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক্ দেবগণকেও জয় করিতে পারেন।[২৪] অতএব হে মহারথিগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া সবিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক মহা বলবান্ পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দ্রোণকে রক্ষা কর।[২৫] হে নরপতিগণ! পাণ্ডবসৈন্য-মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন-ব্যতীত আমি কোন ব্যক্তিকেই এরূপ দেখি না যে দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, অতএব সর্ব্ব-যত্নসহকারে ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণের রক্ষাবিধানই কর্ত্তব্য

বিবেচনা হইতেছে। তিনি রক্ষিত হইলেই সোমক ও সৃঞ্জয়-সমবেত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে পারিবেন।[২৬-২৭] ব্যূহমুখে সমস্ত সৃঞ্জয়গণ নিহত হইলে, অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিবেন;[২৮] মহারথী কর্ণ অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবেন এবং আমি স্বয়ং বর্ম্মধারী ভীমসেনকে রণস্থলে পরাজিত করিব।[২৯] তৎপরে তেজোহীন অবশিষ্ট পাণ্ডুপুত্রদিগকে গোপালিক সৈন্যগণ বল পূর্ব্বক বিনাশ করিবে। এইরূপ হইলেই দীর্ঘকালের নিমিত্ত আমার সুস্পষ্টরূপে জয় হইবে। অতএব রণস্থলে তোমরা মহারথী দ্রোণকেই অগ্রে রক্ষা কর।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া সেই প্রগাঢ় অন্ধকার-সময়ে, সৈন্যগণকে আদেশ করিলে, সেই নিশাকালে পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষায় উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন কৌরব-সৈন্যদিগকে, কৌরবগণ অর্জ্জুনকে পরস্পর নানাবিধ শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা দ্রুপদরাজকে এবং ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ সৃঞ্জয়গণকে সন্নতপর্ব্ব অসংখ্য শর-নিকরে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কৌরব-সৈন্যগণ পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সেই রাত্রিকালে যেরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, কি পূর্ব্ব পুরুষগণ, কি আমরা কদাচ তাদৃশ যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই ও করি নাই।[৩০-৩১]

সঙ্কুল যুদ্ধে চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১৬৪ ॥

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্ব প্রাণি-বিনাশন ভীষণ রাত্রি-যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণকে কহিলেন, "বীরগণ! তোমরা জিঘাংসু হইয়া অবিলম্বে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হও।"[১.২] হে রাজন্! পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ ধর্ম্মরাজের এইরূপ আদেশক্রমে ভৈরব রব করিতে করিতে দ্রোণের অভিমুখে গমন করিল।[৩] তাহাতে আমরাও রোষাবিষ্ট হইয়া পরাক্রম, উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদিগের প্রতিপক্ষে গমন করিলাম।[৪] মহারাজ! ঐ সময়, যুধিষ্ঠির দ্রোণের বিরুদ্ধে আগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মত্ত মাতঙ্গ যেমন অপর মাতঙ্গের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।[৫] ঐরূপ, রণাঙ্গনস্থিত শিনিকুল-নন্দন সাত্যকি চতুর্দ্দিকে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলে, কুরুবংশীয় ভূরি তাঁহার বিপক্ষে ধাবিত হইলেন।[৬] পাণ্ডু-পুত্র সহদেব জিঘাংসা-পরবশ হইয়া দ্রোণের প্রতি আগমন করিলে, বৈকর্ত্তন কর্ণ তাঁহারে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৭] অনন্তর, ব্যাদিতানন শমন ও মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু-সদৃশ সমাগত শত্রু ভীমসেনের প্রতি রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং গমন করিলেন।[৮] সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ যোধপ্রবর নকুলকে সুবল-নন্দন শকুনি নিবারণ করিতে লাগিলেন।[৯] দ্রোণ-বধার্থে সমাগত মহারথী শিখণ্ডীকে শরদ্বান্-পুত্র কৃপ নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।[১০] ময়ুর-সদৃশ অশ্বগণ-দ্বারা সমাগত সমরে যত্নপরায়ণ প্রতিবিন্ধ্যকে দুঃশাসন যত্ন-পূর্ব্বক নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১১] শত-মায়া-বিশারদ ভীমসেন-নন্দন রাক্ষস ঘটোৎকচ আগমন করিতে লাগিলে, অশ্বত্থামা তাহারে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১২] অনুচর ও অসংখ্য সৈন্য সমবেত দ্রোণ-বধার্থী মহারথী দ্রুপদকে বৃষসেন

নিবারণ করিতে লাগিলেন।[১৩] হে রাজন্! দ্রোণ-নিধনার্থে সত্বর সমাগত বিরাটের নিবারণ নিমিত্ত মদ্ররাজ শল্য অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ধাবিত হইলেন।[১৪] নকুল-নন্দন শতানীক সবেগে আগমন করিতে লাগিলে, অস্মৎ পক্ষীয় চিত্রসেন দ্রোণের রক্ষা বাসনায় সত্বর তাঁহার গতি রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১৫] ত্বরা-সহকারে সমাগত যোধগনাগ্রগণ্য মহারথী অর্জ্জুনকে রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ নিবারণ করিতে লাগিলেন।[১৬] ঐ সময়, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ হৃষ্ট-চিত্তে সমরে শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন।[১৭] হে মহারাজ! ঐরূপ পাণ্ডব পক্ষীয় অপরাপর যে যে মহারথী তৎকালে আগমন করিলেন, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ পরাক্রম-সহকারে তাঁহাদিগের নিবারণে যত্নপর হইলেন।[১৮] সেই নিশীথ সময়ে শত শত সহস্র সহস্র গজা-রোহীকে গজারোহীর প্রতি বেগে নিপতিত হইয়া যুদ্ধ করিতে দৃষ্ট হইল[১৯] এবং অশ্ব সকল পরস্পর পরস্পরের প্রতি বেগে আপতিত হইতে লাগিলে, উহারা পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল।[২০] প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি-প্রভৃতি বহুবিধ শস্ত্রপাণি অশ্ব-বারগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ঘোররবে চীৎকার করিতে করিতে যুদ্ধার্থে অশ্ববারদিগের সহিত সঙ্গত হইল।[২১] তদ্রূপ, পদাতিগণও গদা ও মুষল-প্রভৃতি নানা শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক পরস্পর সমরে মিলিত হইল।[২২]

তৎকালে হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, বেলাভূমি যেমন উদ্ধৃত অর্ণবকে অবরোধ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।[২৩] যুধিষ্ঠির ও হার্দ্দিক্য কৃতবর্ম্মাকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া পুনরায় বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন।[২৪] তখন, কৃতবর্ম্মা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্লাস্ত্র-

দ্বারা যুধিষ্ঠিরের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সপ্ত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।[২৫] ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দশ বাণ-দ্বারা কৃতবর্ম্মার বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন।[২৬] মহারাজ! মধুবংশীয় কৃতবর্ম্মা যুধিষ্ঠিরের শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং সপ্ত শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন।[২৭] পৃথা-নন্দন কৃতবর্ম্মার শরাসন ও শরমুষ্টি ছেদন করিয়া শিলা-শাণিত তীক্ষ্ণতর পঞ্চ বাণ তাঁহার প্রতি প্রেরণ করিলেন।[২৮] পন্নগগণ যেমন বল্মীক-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, যুধিষ্ঠির-প্রেরিত সেই সকল শর কৃতবর্ম্মার সুবর্ণ-চিত্রিত মহামূল্য কবচ ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।[২৯] কৃতবর্ম্মা নেত্রনিমেষ-মধ্যে অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে ষষ্টি এবং তাঁহার সারথিকে নবম শরে বিদ্ধ করিলেন।[৩০] তখন, অপরিমেয়াত্মা যুধিষ্ঠির রথ-মধ্যে সুমহৎ শরাসন সংস্থাপন-পূর্ব্বক সর্পাকৃতি এক শক্তি গ্রহণ করিয়া কৃত-বর্ম্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৩১] পাণ্ডব প্রেরিত সেই হেম-চিত্রিত মহাশক্তি কৃতবর্ম্মার দক্ষিণ ভুজদণ্ড ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল।[৩২] ঐ অবসরে ধর্ম্মরাজ রথ হইতে পুনর্ব্বার শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শর-নিকরে কৃতবর্ম্মারে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন।[৩৩] তদনন্তর, বৃষ্ণিবংশীয় রথিপ্রবর শূর কৃতবর্ম্মা নিমে-ষার্দ্ধ-মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব ও সারথিকে শমন ভবনে প্রেরণ করি-লেন।[৩৪] তদ্দর্শনে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলে, মধুকুল-নন্দন কৃতবর্ম্মা শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৩৫] খড়্গ চর্ম্ম ছিন্ন হইলে, যুধিষ্ঠির স্বর্ণদণ্ডান্বিত দুরাসদ এক তোমর গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে কৃতবর্ম্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৩৬] ধর্ম্মরাজ ভুজচ্যুত সেই তোমর সহসা আপতিত হইতেছে অবলোকন করিয়া কৃতবর্ম্মা হস্তলাঘব-দ্বারা

অম্লান-বদনে উহা দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন.[৩৭] এবং অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সমরস্থিত ধর্ম্মনন্দনকে শত শত শর সমূহে সমাকীর্ণ করত তীক্ষ্ণতর শর দ্বারা তাঁহার কবচ বিদারিত করিয়া ফেলিলেন।[৩৮] মহারাজ! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের কবচ হৃদিকাত্মজের অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া, গগণমণ্ডল-বিচ্যুত তারকা-জালের ন্যায়, রণস্থলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল।[৩৯] ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির কৃতবর্ম্মা-কর্ত্তৃক রথশূন্য, ছিন্নধন্বা, বিশীর্ণ বর্ম্মা ও শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।[৪০] কৃতবর্ম্মা এইরূপে ধর্ম্মরাজকে পরাজিত করিয়া পুনরায় মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের চক্ররক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।[৪১]

যুধিষ্ঠিরাপযানে পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কুরুবংশীয় ভূরি, উন্নতভূমি হইতে ক্রমশ নিম্নভূমি-অবতীর্ণ মাতঙ্গের ন্যায়, আপতিত রথিপ্রবর শিনিপৌত্র সাত্যকিরে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত পঞ্চ বাণ-দ্বারা ভূরির হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে তৎক্ষণাৎ রুধির ক্ষরণ হইতে লাগিল।[১-২] অনন্তর, কুরুকুলোদ্ভব ভূরিও সুতীক্ষ্ণ দশ শর-দ্বারা রণদুর্ম্মদ সাত্যকির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।[৩] মহারাজ! এইরূপে সেই দুই বীর ক্রোধে আরক্ত-নেত্র হইয়া শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে শর-নিকর-দ্বারা অতিশয় ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।[৪] তৎকালে, নিরন্তর শরজাল-বিমোচনকারী যম ও অন্তক-প্রতীকাশ রোষাবিষ্ট ভূরি ও সাত্যকির, ভয়ঙ্কর শর-বৃষ্টি

হইতে লাগিল।[৫] রণস্থিত সেই দুই বীর পরস্পর পরস্পরকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলে, মুহূর্ত্ত-কাল তাঁহাদিগের যুদ্ধ সমভাবেই হইতে লাগিল।[৬] তৎপরে শিনিবংশবর্দ্ধন সাত্যকি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে কুরুবংশীয় মহাত্মা ভূরির কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন[৭] এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত নয়বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন।[৮] শত্রুতাপন ভূরি, বলশালি সাত্যকি-কর্ত্তৃক গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৯] হে প্রজানাথ! কৌরব্য ভূরি বাণ-দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া অম্লান-বদনে এক সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।[১০] শত্রুশরে শরাসন ছিন্ন হইলে, সাত্যকি ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া এক শক্তি গ্রহণ-পূর্ব্বক মহাবেগে ভূরির বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন।[১১] মহারাজ! কৌরব্য ভূরি সাত্যকির সেই শক্তি প্রহারে বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া, দৈবক্রমে আকাশ-চ্যুত দীপ্ততেজা মঙ্গল গ্রহের ন্যায়, উৎকৃষ্ট রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।[১২]

মহারথী অশ্বত্থামা সমরস্থলে শৌর্য্য-সম্পন্ন ভূরিকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বেগে সাত্যকির প্রতি ধাবিত হইলেন[১৩] এবং তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, ধারাধর যেমন ধরাধর পৃষ্ঠে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ সাত্যকির প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।[১৪] রথিপ্রবর ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে সংরম্ভ-সহকারে সাত্যকির রথাভিমুখে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল,[১৫] অহে দ্রোণ-পুত্র! অদ্য তুমি ঐস্থানে অবস্থান কর; জীবন-সত্ত্বে আমার নিকট হইতে গমন করিতে পারিবে না। কার্ত্তিকেয় যেমন মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন তদ্রূপ, অদ্য আমিও সমরাঙ্গনে তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনয়ন করিয়া

এখনি তোমারে বিনাশ করিব। শত্রুহন্তা নিশাচর ঘটোৎকচ এই কথা বলিয়া, ক্রুদ্ধ মৃগেন্দ্র যেমন মাতঙ্গের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ, রোষিতাম্র-লোচনে দ্রোণ-নন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইল, এবং রথাক্ষ পরিমিত বাণ সকল গ্রহণ করিয়া, ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায়, রথিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামার প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রোণ-নন্দন সেই শরবৃষ্টি প্রাপ্তমাত্রই আশীবিষোপম শরনিকর-দ্বারা অবলীলাক্রমে নিরাকৃত করিলেন। তৎপরেই তিনি বেগগামী মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণতর শত শত শর-দ্বারা শত্রুমর্দ্দনকারী রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে সমাচিত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীম-নন্দন সমরে অশ্বত্থামার শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া, কণ্টক-শোভিত শল্লকির ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল, এবং অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, বরাহকর্ণ, নালিক, সুতীক্ষ্ণ বিকর্ণি ইত্যাদি বজ্র ও অশনিকল্প বহুবিধ শস্ত্র এবং শরনিকর-দ্বারা দ্রোণ-পুত্রের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। বজ্রাশনি-সদৃশ শব্দায়মান অতীব দুঃসহ সেই অসীম শস্ত্রবৃষ্টি, মহাতেজা অশ্বত্থামার উপরি নিরন্তর নিপতিত হইতে লাগিলে, প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘমণ্ডলীকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ, তিনি দিব্যাস্ত্র-প্রতিমন্ত্রিত ভয়ঙ্কর শর-দ্বারা উহা নিরাকৃত করিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন নভোমণ্ডলে যোধগণের হর্ষবর্দ্ধন অতিভয়ঙ্কর অপর একটি বাণ-যুদ্ধ হইতেছে, এবং সেই অস্ত্র-নিচয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে সমুত্থিত বিস্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, বোধ হইল, নভোমণ্ডল নিশামুখে খদ্যোতপুঞ্জে বিরাজিত হইয়া শোভা পাইতেছে। মহারাজ! তৎকালে আচার্য্য-নন্দন আপনার পুত্রগণের প্রিয় কামনায় শরজালে সর্ব্বদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ঘটোৎকচকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই প্রগাঢ় নিশা সময়ে, ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায়, নিশাচর ঘটোৎকচ ও অশ্ব-

থামার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনন্তর, ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কালানল-তুল্য দশ শর-দ্বারা অশ্বত্থামার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। মহারাজ! মহাবলশালী আচার্য্য-নন্দন সমরে ঘটোৎকচের সেই অতীব আয়ত বাণ-দ্বারা বিদ্ধ হইয়া, সমীরণ সঞ্চালিত মহীরুহের ন্যায়, বিচলিত হইলেন। তৎকালে, তিনি বিমোহিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত হইলে, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং সেনাধ্যক্ষ সকল তাঁহারে নিহত বলিয়া মনে করিতে লাগিল।[৭২.৭৩] ঐ সময়, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল।[৭৪] অনন্তর মহাবলবান্ অমিত্রকর্ষণ অশ্বত্থামা সংজ্ঞা লাভ করিয়া বামকর-দ্বারা কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন[৭৫] এবং অবিলম্বে যমদণ্ড-তুল্য ভয়ঙ্কর উৎকৃষ্ট এক শর গ্রহণ করিয়া আকর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক ঘটোৎকচের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।[৭৬] সেই উগ্রতর সুদর্শনীয় শর নিশাচরের হৃদয় ভেদ করিয়া পুঙ্খের সহিত বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল।[৭৭] মহাবলপরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সমরবিশারদ দ্রোণ-নন্দনের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইল।[৭৮] সারথি হিড়িম্বানন্দনকে বিমোহিত অবলোকন করিয়া সন্ত্রাসিত হইয়া ত্বরা-সহকারে রণস্থল হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিল।[৭৯] মহারথী দ্রোণপুত্র রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচকে তাদৃশ প্রকারে বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মহানাদ করিতে লাগিলেন।[৮০] মহারাজ! তৎকালে, তিনি আপনার পুত্র ও সমস্ত যোধগণ-কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া তেজঃপুঞ্জ কলেবর-দ্বারা, মধ্যাহ্ন-কালীন সূর্য্যের ন্যায়, প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।[৮১]

এদিকে দ্রোণের রথাভিমুখে রণ প্রবৃত্ত ভীমসেনকে রাজা দুর্য্যো-

ধন স্বয়ং নিশিত শরনিকর-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৪২] ভীমসেনও তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলে, দুর্য্যোধন পুনরায় ভীমকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন।[৪৩] রণাঙ্গনস্থিত সেই দুই বীর শরজালে পরস্পর সমাচ্ছন্ন হইয়া, নভোমণ্ডলে জলদজাল-সমাবৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।[৪৪] তদনন্তর, কুরুপতি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে থাক্ থাক্ বলিয়া পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন।[৪৫] তখন, ভীমসেন দশ শর-দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া সন্নতপর্ব্ব নবতি সংখ্য বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।[৪৬] তাহাতে দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া সুমহৎ এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক রণস্থল-স্থিত সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষেই শাণিত শরসমূহে ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।[৪৭] ভীমসেন দুর্য্যোধন-শরাসনচ্যুত সেই সকল শর নিরাকৃত করিয়া পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র-দ্বারা তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন।[৪৮] মহারাজ! দুর্য্যোধন অতি-মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রে ভীমের শরাসন ছিন্ন করিয়া দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।[৪৯] মহাবলশালী ভীমসেন অপর শরাসন গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে নিশিত সপ্ত শর-দ্বারা কুরুরাজকে বিদ্ধ করিলেন।[৫০] মহারাজ! জয়-প্রভাবান্বিত আপনার মদোৎকট পুত্র হস্তলাঘব দ্বারা সে ধনুকটিও তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিলে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবার, এমন কি, ভীমসেন যত বার শরাসন গ্রহণ করিলেন, কুরুরাজ সমস্তই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৫১।৫২] তৎকালে, পুনঃপুন শরাসন সকল ছিন্ন হইলে, ভীমসেন সর্ব্ব লৌহ-ময়ী দৃঢ়তর এক শক্তি গ্রহণ করিয়া কুরুরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৫৩] মহারাজ! নভোমণ্ডলের সীমন্ত-সাদৃশ্য-কারিণী অনল-প্রভা-সমন্বিত সাক্ষাৎ মৃত্যুর সহোদরা ও প্রদীপ্ত কেতু-শিখা-সদৃশ সেই শক্তি নিকটস্থ না হইতে হইতেই দুর্য্যোধন মহাত্মা ভীমসেন ও

সমস্ত লোকের সমক্ষেই উহা তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলি-লেন।[৫৪-৫৫] তদ্দর্শনে ভীমসেন মহাপ্রভাবান্বিত এক গুরুতর গদা উত্তামিত করিয়া বেগে দুর্য্যোধনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন।[৫৬] মহারাজ! সেই গুরুভারসহ গদা ভীম-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎ-ক্ষণাৎ কুরুরাজের তুরঙ্গ ও সারথি বিমর্দ্দিত করিয়া ফেলিল।[৫৭] অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইলে, আপনার পুত্র সেই হেমপরিষ্কৃত রথ হইতে সহসা লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক মহাত্মা নন্দকের রথে আরোহণ করিলেন।[৫৮] পরন্তু ভীমসেন মহারথ দুর্য্যোধনকে নিহত মনে করিয়া কৌরবগণকে তর্জ্জন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।[৫৯] তদ্দর্শনে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণও নৃপতি নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে হাহাকার রবে চীৎকার করিতে লাগিল।[৬০] রাজা যুধিষ্ঠির ভয়বিত্রস্ত সেই কুরুযোধগণের হাহাকার ধ্বনি এবং মহাত্মা ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে সুযোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া যেস্থলে পৃথা-নন্দন বৃকোদর অবস্থান করিতেছিলেন, অবি-লম্বে তথায় গমন করিলেন, এবং পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ যুদ্ধাভিলাষে সর্ব্বোদ্যোগের সহিত দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।[৬১-৬৩] অনন্তর, সেই ভয়ঙ্কর তিমিরে নিমগ্ন সেনাগণ পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, বিপক্ষগণের সহিত দ্রোণের সুমহৎ যুদ্ধারম্ভ হইল।[৬৪]

দুর্য্যোধন পরাজয়ে ষট্ষষ্ট্যধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৬ ॥

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রণস্থিত বিকর্ত্তনাত্মজ কর্ণ দ্রোণ বধার্থে সমাগত সহদেবকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সহদেব

রাধানন্দনকে নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সন্নতপর্ব্ব দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।[১.২] কর্ণও আনতপর্ব্ব এক শত শর-দ্বারা সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া হস্তলাঘব-দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার জ্যা সমেত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৩] শরাসন ছিন্ন হইলে, প্রতাপবান্ মাদ্রীতনয় অপর শরাসন গ্রহণ করিয়া বিংশতি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলে, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল।[৪] তখন, কর্ণ সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহে সহদেবের অশ্ব সকল সংহার করিয়া সত্বরে ভল্লাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার সারথিরে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।[৫] মহারাজ! রথ-ভ্রষ্ট হইয়া মাদ্রীনন্দন সহদেব অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিলে, কর্ণ তাহাও শর-নিকর-দ্বারা অবলীলাক্রমে প্রতিহত করিলেন।[৬] অনন্তর সহ-দেব সুবর্ণচিত্রিত মহাভয়ঙ্কর গুরুতর এক গদা গ্রহণ করিয়া বিকর্ত্তন-নন্দনের রথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।[৭] সহদেব-ভুজপ্রেরিত সেই গদা সহসা আগমন করিতে লাগিলে, কর্ণ অসংখ্য শর-দ্বারা উহাকে স্তম্ভিত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন।[৮] সহদেব গদা প্রতিহত হইল অবলোকন করিয়া অবিলম্বে এক শক্তি নিক্ষেপ করিলে, কর্ণ তাহাও শর-দ্বারা ছিন্ন করিলেন।[৯] মহারাজ! এইরূপে শস্ত্র সকল ব্যর্থ হইলে, মাদ্রীতনয় সহদেব অধিরথ-নন্দন কর্ণকে দৃঢ়রূপে সমরে অবস্থিত অবলোকন করিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে রথবর হইতে অবিলম্বে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক এক রথচক্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। উদ্যত কালচক্রের ন্যায় সহসা সেই রথচক্র সমাগত হইতেছে সন্দর্শন করিয়া সূতনন্দন বহু সহস্র শর-দ্বারা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা সূতপুত্র-কর্ত্তৃক চক্র প্রতিহত হইলে, সহদেব ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র ও যুগকাষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ রথাঙ্গ ও নিকৃত্ত হস্তি-কলেবর এবং বহু সংখ্যক মৃত মনুষ্য ও অশ্ব-শরীর গ্রহণ-পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিতে

লাগিলে, তিনি শর-সমূহ-দ্বারা উহা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মাদ্রীতনয় সহদেব কর্ণের শরনিকরে নিবারিত হইয়া আপনাকে নিরস্ত্র জ্ঞান করত সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু কর্ণ ক্ষণকাল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন, হে বীর মাদ্রীনন্দন! তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিও না, শ্রবণ কর। আপনার সমতুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিও, কদাচ আপনা অপেক্ষা বিশিষ্ট রথীদিগের সহিত যুদ্ধ করিও না। তৎপরে তিনি সহদেবকে ধনুর অগ্রভাগ-দ্বারা স্পর্শ করত ব্যথিত করিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন,[১০-১৩] অহে মাদ্রীতনয়! ঐ দেখ, অর্জ্জুন পরম যত্ন সহকারে কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তুমি ঐ স্থানে গমন কর; অথবা যদি ইচ্ছা হয়, তবে গৃহেও গমন করিতে পার।[১৪] কর্ণ হাসিতে হাসিতে সহদেবকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্য-মধ্যে গমন করিলেন।[১৯]

মহারাজ! শত্রুহন্তা সত্যসন্ধ মহারথ কর্ণ রণস্থলে মৃতকল্প সহদেবকে কুন্তীর বাক্য স্মরণ-পূর্ব্বক তাঁহারে বিনাশ করিলেন না।[২০] পরন্তু সহদেব কর্ণের শর-দ্বারা পীড়িত ও বাক্‌শল্যে অনুতাপিত হইয়া এমন দুর্ম্মনা হইলেন যে, তৎকালে তাঁহার জীবনেও হেয়জ্ঞান হইল।[২১] তদনন্তর, তিনি ত্বরা সহকারে রণস্থিত পাঞ্চাল-কুল-নন্দন রথিপ্রবর মহাত্মা জনমেজয়ের রথে আরোহণ করিলেন।[২২] ঐ সময় মদ্ররাজ শল্য, দ্রোণাচার্য্যের প্রতিপক্ষে সসৈন্যে সমাগত ধনুর্দ্ধর বিরাটনৃপতিকে শর-সমূহ-দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন।[২৩] মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, রণস্থিত দৃঢ়ধন্বা সেই দুই বীরের তাদৃশ যুদ্ধ হইতে লাগিল।[২৪] হে রাজন্‌! মদ্ররাজ শল্য ত্বরান্বিত হইয়া সেনা-

পতি বিরাটকে বেগসহকারে আনতপর্ব্ব শর-দ্বারা প্রহার করি-লেন।[২৫] তখন, মৎস্যরাজ বিরাট শল্যকে নিশিত নয় শর-দ্বারা প্রতি বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ত্রিসপ্ততি ও তৎপরে এক শত শরে বিদ্ধ করিলেন।[২৬] অনন্তর মদ্ররাজ বিরাটরাজের চারি অশ্ব বিনাশ-পূর্ব্বক দুই বাণ-দ্বারা সারথি ও ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ভূতলে নিপা-তিত করিলেন।[২৭] মহীপতি বিরাট অশ্ব ও সারথি-বিহীন রথ হইতে সত্বর লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিত হইয়া শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক শাণিত শর-নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।[২৮] তখন শতা-নীক ভ্রাতা বিরাটকে রথভ্রষ্ট অবলোকন করিয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে অবিলম্বে রথারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন।[২৯] মদ্ররাজ শল্য মহা-সমরে সমাগত শতানীককে বহু সংখ্যক বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তৎ-ক্ষণাৎ শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।[৩০] মহাবীর শতানীক নিহত হইলে, রথিসত্তম বিরাট ধ্বজমালা সুশোভিত সেই ভ্রাতার রথেই সত্বর আরোহণ করিলেন।[৩১] অনন্তর, তিনি নয়ন-দ্বয় বিস্ফারণ-পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্বিগুণতর বিক্রম প্রকাশ করত মদ্ররাজের রথখানিকে অবিলম্বে শরসমূহ-দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন।[৩২] তখন, মদ্রাধিপতি শল্য রোষাবিষ্ট হইয়া আনতপর্ব্ব এক শত শর-দ্বারা সেনাপতি বিরাটের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন।[৩৩] হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! নরপতি বিরাট শল্যের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া অতিশয় বিমূঢ়ভাবে রথনীড়ে উপবেশন করিলে, সারথি শরবিক্ষত মৎস্য-রাজকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তদনন্তর, সেই নিশা সময়ে মহতী মৎস্যসেনা সমরশোভি শল্যের শত শত শর-সমূহে বধ্যমান হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারাজ! বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সেই সকল সৈন্যদিগকে পলায়ন-পরায়ণ অব-

লোকন করিয়া যেস্থলে মদ্ররাজ শল্য অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থলে গমন করিলেন।

ঐ সময়, রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ তুরঙ্গ-বাহন ভীষণ-দর্শন পিশাচগণ-যোজিত লোহিতাগ্র পতাকা শোভিত রক্তমালা-বিভূষিত ঋক্ষচর্ম্ম-সমাবৃত অষ্টচক্র সমন্বিত কৃষ্ণবর্ণ লৌহময় বৃহৎ এক রথে সমারূঢ় হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল।[৩৪-৩৯] ঐ রথের উচ্ছ্রিত ধ্বজদণ্ডোপরি বিরাজমান বিচিত্র পক্ষ ও বিবৃতাক্ষ শোভিত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি একটা গৃধ্র বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতেছিল।[৪০] মহারাজ! অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ সেই নিশাচর তাদৃশ রথবর-দ্বারা প্রভাব-সম্পন্ন হইয়া শৈলরাজ যেমন সমীরণের গতি রোধ করে, তদ্রূপ, সমাগত অর্জ্জুনের মস্তকোপরি শত শত শর বিকীরণ-পূর্ব্বক তাঁহার গতি-রোধ করিল। তৎকালে সেই নর ও নিশাচরের এমনি তীব্রতর যুদ্ধ হইতে লাগিল যে, তাহা গৃধ্র, কঙ্ক, কাক, পেচক ও শৃগালাদির হর্ষোৎপাদক এবং দর্শক মাত্রেরই প্রীতিজনক হইল।[৪১-৪৩] তদনন্তর, অর্জ্জুন তাহাকে এক শত শর-দ্বারা তাড়িত করিয়া নিশিত নয় শর-দ্বারা তাহার ধ্বজ, তিন শরে সারথি, তিন শরে ত্রিবেণু, এক শরে ধনুক ও চারি শরে তাহার অশ্ব-চতুষ্টয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস অলম্বুষ পুনরায় জ্যাসম্পন্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন অনন্তর সে রথভ্রষ্ট হইয়া খড়্গ উদ্যত করিলে, অর্জ্জুন তাহা এক শর-দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া তাহারে সুশাণিত চারি শরে নিপীড়িত করিলেন; সেই রাক্ষসেন্দ্র অর্জ্জুনের শর প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে সমর পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করিল।[৪৪-৪৭] তখন, ধনঞ্জয়ও তাহারে পরাজিত করিয়া হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগের প্রতি অসংখ্য শরজাল বিস্তার-পূর্ব্বক ত্বরা-সহকারে দ্রোণ সমীপে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৪৮]

মহারাজ! সৈনিকগণ যশস্বী পাণ্ডু-নন্দন-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, সমীরণ চালিত মহীরুহের ন্যায়, ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।[৪৯] এইরূপে তাহারা মহাত্মা ফাল্গুন-কর্ত্তৃক উৎসাদিত হইতে লাগিলে, আপনার পুত্রদিগের সমস্ত সৈন্যই পলায়নে প্রবৃত্ত হইল।[৫০]

অলম্বুষ পরাজয়ে সপ্ত ষষ্ট্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৭ ॥

অষ্ট ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! নকুল-নন্দন শতানীক বেগ-সহকারে শরানলে কৌরব-সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলে, আপনার পুত্র চিত্র-সেন তাঁহারে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১] তখন, শতানীক নারাচাস্ত্র দ্বারা চিত্রসেনকে অতিশয় পীড়িত করিলে, চিত্রসেন নিশিত দশ শর-দ্বারা শতানীককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় শাণিত নয় বাণ-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।[২-৩] তদ্দর্শনে নকুলনন্দন নতপর্ব্ব শরনিকর-দ্বারা চিত্রসেনের বিচিত্র বর্ম্মছেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল।[৪] মহারাজ! আপনার পুত্র চিত্রসেন বর্ম্মবিচ্যুত হইয়া যথা সময়ে নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।[৫] তদনন্তর, নকুল-নন্দন নিশিত শরনিকর-দ্বারা সমরে যত্নপরায়ণ চিত্রসেনের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৬] মহারথ চিত্রসেন রণস্থলে বর্ম্মশূন্য-কলেবর ও ছিন্ন কার্ম্মুক হইয়া ক্রোধভরে শত্রু-বিদারণক্ষম অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে নয় শর-দ্বারা শতানীককে বিদ্ধ করিলেন।[৭-৮] তাহাতে নরোত্তম শতানীক অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া চিত্রসেনের চারি অশ্ব ও সারথীরে সংহার করিলে, বলীয়ান্ মহারথী চিত্রসেন রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিত হই-

য়াই নকুলনন্দনকে পঞ্চ বিংশতি শরে নিপীড়িত করিলেন।[৯-১০] তিনি তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, নকুলনন্দনয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার রত্নবিভূষিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[১১] চিত্রসেন অশ্ব, রথ, সারথি ও শরাসন-বিহীন হইয়া ত্বরা-সহকারে মহাত্মা হার্দ্দিক্যের রথে আরোহণ করিলেন।[১২]

সেই সময় কর্ণনন্দন বৃষসেন দ্রোণ-বধার্থী সসৈন্য মহারথী দ্রুপদকে শত শত শর-দ্বারা সমাকীর্ণ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন।[১৩] মহারাজ! পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেনও ষষ্টি সংখ্যক শর-দ্বারা মহারথী বৃষসেনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন[১৪] তাহাতে কর্ণতনয় বৃষসেন অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া বহু সংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণ-দ্বারা রথস্থিত দ্রুপদরাজের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন।[১৫] তৎকালে তাঁহারা উভয়েই উভয়ের শরে নিপীড়িত ও শর-সমাচিত-কলেবর হইয়া, কণ্টকাবৃত শল্যকির ন্যায়, শোভমান হইলেন।[১৬] তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ বিচিত্র-কলেবরধারী সেই দুই বীর পরস্পর নিক্ষিপ্ত নির্ম্মলাগ্র সুবর্ণপুঙ্খান্বিত শরনিকর-দ্বারা ছিন্নবর্ম্মা ও রুধিরক্লিন্ন হইয়া রণাঙ্গনে বিরাজিত থাকিলে, বোধ হইল যেন অদ্ভুত কল্পবৃক্ষ ও প্রফুল্ল কিংশুক বৃক্ষ-যুগল শোভা পাইতেছে।[১৭-১৮] তদনন্তর, বৃষসেন দ্রুপদকে নয় শরে বিদ্ধ করিয়া, তৎপরে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন।[১৯] মহারাজ! এইরূপে কর্ণতনয় সহস্র সহস্র শরজাল বিস্তার-পূর্ব্বক, বর্ষমাণ বারিধরের ন্যায়, শোভমান হইলেন।[২০] তখন মহাবীর দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ভল্লদ্বারা বৃষসেনের শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।[২১] মহাবীর কর্ণনন্দন তৎক্ষণাৎ অন্য এক সুবর্ণভূষিত শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে সুবর্ণ বদ্ধ নিশিত ভল্ল বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে সংযোজন পূর্ব্বক সোমকগণকে ভীত করত দ্রুপদের প্রতি নিক্ষেপ

করিলেন।[২২.২৩] বৃষসেন নিক্ষিপ্ত ভল্ল দ্রুপদরাজের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর যজ্ঞসেন সেই ভল্লের আঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইলেন। সারথি আপনার কর্ত্তব্য স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহারে লইয়া পলায়ন করিল। হে রাজেন্দ্র! এইরূপে সেই মহারথ পাঞ্চাল রাজ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলে সেই ভয়ঙ্কর নিশিথ সময়ে দ্রুপদ-সৈন্যগণ বৃষসেনের শর-নিকরে ছিন্ন-বর্ম্মা হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।[২৪-২৬] তাহাদিগের পলায়ন কালে হস্তচ্যুত প্রদীপ সকল ইতস্তত প্রজ্বলিত হইতে লাগিলে, রণ-ভূমি গ্রহগণ-সমাকীর্ণ মেঘশূন্য নভোমণ্ডলের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিল।[২৭] অপিচ, নিপতিত অঙ্গদ-সমূহ-দ্বারা রণভূমি বিদ্যুৎমণ্ডিত বারিধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।[২৮] তারকাসুরের সমর সময়ে সুরারিগণ যেমন সুররাজের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ, সোমকগণ বৃষসেনের ত্রাসে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।[২৯] সমরস্থিত সোমকগণ বৃষসেন-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া যদিচ সেই গাঢ়তর তিমিরাচ্ছন্ন নিশা সময়ে পলায়ন করিতেছিল তথাপি দীপালোকে অবভাসিত হইয়া প্রকাশমান হইল।[৩০] কর্ণ-নন্দন সোমকদিগকে পরাজিত করিয়া মধ্যাহ্নকালীন সহস্র কিরণের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন।[৩১] মহারাজ! তৎকালে আপনার পক্ষীয় ও বিপক্ষপক্ষীয় সহস্র সহস্র রাজমণ্ডল-মধ্যে এক বৃষসেনই প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় হইয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।[৩২] এই-রূপে কর্ণতনয় সোমকদিগের মহারথী শূরগণকে পরাজিত করিয়া যেস্থলে রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থিত ছিলেন, অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন।[৩৩]

মহারাজ! ঐ সময়, যুধিষ্ঠিরনন্দন প্রতিবিন্ধ্য রোষাবিষ্ট হইয়া কৌরব-সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলে, আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁহারে

নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৩৪] হে রাজন্! জলধর-বিরহিত গগণমণ্ডলে যেমন সৌম্য ও সূর্য্যগ্রহের সমাগম হয়, তদ্রূপ, তাঁহাদিগের অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল।[৩৫] অনন্তর, দুঃশাসন তিন বাণ-দ্বারা সমরে দুষ্কর কর্ম্মকারী প্রতিবিন্ধ্যের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন।[৩৬] মহারাজ! মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য আপনার বলীয়ান্ পুত্র ধনুর্দ্ধর দুঃশাসন-কর্ত্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।[৩৭] তৎপরে মহারথী প্রতিবিন্ধ্য দুঃশাসনকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনশ্চ সপ্ত শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।[৩৮] ঐ সময় আপনার পুত্র দুঃশাসন অতি দুষ্কর কার্য্য করিলেন, যেহেতু তিনি উগ্রতর শর-দ্বারা প্রতিবিন্ধ্যের অশ্বগণকে নিপতিত করিয়া এক ভল্লাস্ত্রে সারথি ও ধ্বজ নিপাতিত করিলেন, সন্নতপর্ব্ব শরনিকর-দ্বারা তূণীর, অশ্বরশ্মি ও যোক্ত্র সমেত রথখানি তিল তিল করিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।[৩৯-৪১] তখন, ধর্ম্মাত্মা প্রতিবিন্ধ্য রথবিহীন হইয়া শরাসন-হস্তে ধরাতলে অবস্থান-পূর্ব্বক শত শত শরজাল বিকীরণ করত আপনার পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৪২] তদ্দর্শনে আপনার পুত্র দুঃশাসন ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া দশ শর-দ্বারা তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন।[৪৩] প্রতিবিন্ধ্যের মহারথ ভ্রাতৃগণ সমরে তাঁহারে রথভ্রষ্ট অবলোকন করিয়া অবিলম্বে মহতী সেনা সমভিব্যাহারে ভ্রাতার অনুবর্ত্তী হইলেন।[৪৪] তখন, প্রতিবিন্ধ্য ভ্রাতা সুতসোমের ভাস্বর রথে সমারূঢ় হইয়া শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনার পুত্র দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৪৫] তদ্দর্শনে আপনার পক্ষীয়েরা মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া দুঃশাসনকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক সংগ্রামাভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিল।[৪৬] মহারাজ! তদনন্তর, সেই নিদা-

রুণ নিশীথ সময়ে উভয় পক্ষের, যমরাষ্ট্রবর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।[৬৭]

সকুলযুদ্ধে অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৮ ॥

একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন নকুল অতিশয় বেগবান্ হইয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলে, সুবলনন্দন শকুনি ক্রোধভরে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন।[১] পূর্ব্ব হইতে জাতবৈর সেই বীরদ্বয় পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া শরাসন আকর্ণ-আকর্ষণ করত পরস্পরের প্রতি অনবরত নিক্ষিপ্ত শর-সমূহ-দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[২] মহারাজ! রণস্থলে নকুল যেরূপ শর-বৃষ্টি বিমোচন করিতে লাগিলেন, সুবল-তনয় শকুনিও তদ্রূপ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন-পূর্ব্বক শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন।[৩] তৎকালে তাঁহারা উভয়েই শরনিকরে সমাচ্ছন্ন-কলেবর হইয়া কণ্টকাবৃত শল্লকির ন্যায় শোভমান হইলেন।[৪] বিচিত্র সুবর্ণকান্তি সেই দুই বীর সরলাগ্র সুবর্ণপুঙ্খান্বিত শর-সমূহ-দ্বারা ছিন্নবর্ম্মা ও রুধিরপরিক্লিন্ন হইয়া রণাঙ্গনে অদ্ভুত কল্পবৃক্ষ ও বিকসিত কিংশুকবৃক্ষ-যুগলের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন।[৫-৬] অপিচ, তৎকালে তাঁহারা উভয়েই শরকণ্টকাবৃত হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলিতরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।[৭] মহারাজ! তাঁহারা রোষে আরক্তনেত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করিবেন বলিয়াই যেন নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করত পরস্পর পরস্পরের প্রতি কুটিলভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।[৮] তদনন্তর আপনার শ্যালক শকুনি অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া এক নিশিত কর্ণিকাস্ত্র-দ্বারা হাস্যমুখে

মাদ্রীনন্দনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।[৯] পাণ্ডুনন্দন নকুল, আপনার শ্যালক ধনুর্দ্ধর শকুনি-কর্ত্তৃক গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া বিমূঢ়ভাবে রথনীড়ে উপবেশন করিলেন।[১০] শকুনি অতিশয় বৈরভাবাপন্ন তেজস্বী শত্রু নকুলকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বর্ষাকালীন বারিদের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।[১১] কিয়ৎকাল পরে, নকুল সংজ্ঞা লাভ করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় সুবলনন্দনের প্রতি ধাবিত হইলেন,[১২] এবং রোষভরে শকুনিকে ষষ্টিসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় এক শত শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।[১৩] তৎপরেই অবিলম্বে তাঁহার শর-সমন্বিত শরাসনের মুষ্টিদেশ ও ধ্বজদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন।[১৪] অনন্তর পাণ্ডুনন্দন নকুল পীত নিশিত একমাত্র শরে তাঁহার ঊরুদ্বয় ভেদ করিয়া সপক্ষশ্যেনের ন্যায় তাঁহারে তৎক্ষণাৎ রথ মধ্যে নিপাতিত করিলেন। মহারাজ! আপনার শ্যালক গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া, কামুক পুরুষ যেমন কামিনীর কণ্ঠসমাশ্লেষ-পূর্ব্বক অবস্থান করে, তদ্রূপ, ধ্বজযষ্টি আশ্রয় করিয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। হে অনঘ মহারাজ! আপনার শ্যালক সমরস্থলে সংজ্ঞাশূন্য ও পতিত হইলেন সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সারথি সত্বরে সেনামুখ হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে অনুচরগণ সমবেত পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন।[১৫-১৮] শত্রুতাপন নকুল এইরূপে বিপক্ষ শকুনিকে পরাজিত করিয়া সক্রোধে সারথিকে কহিলেন, আমায় দ্রোণসৈন্য-মধ্যে সমানীত কর।[১৯] সারথি ধীমান্ মাদ্রী-তনয়ের আদেশ শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য যেস্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেইস্থানে রথ লইয়া উপস্থিত করিল।[২০]

সমীপে সমাগত শত্রুদমন-কারী কৃপকে সহাস্য বদনে নয় ভল্ল-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।[২২] মহারাজ! আপনার পুত্রদিগের প্রিয়-কারী আচার্য্য কৃপ শিখণ্ডীকে প্রথমে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন।[২৩] সুরাসুর সমর সময়ে যেমন সুররাজ ও শম্বরাসুরের সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ, সেই দুই বীরের অতীব ভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।[২৪] মহারাজ! সেই প্রগাঢ় তিমিরাবৃত নিশা-সময়ে নভোমণ্ডল স্বভা-বতই ঘোররূপ হইয়াছিল, তাহাতে আবার রণমদ মহারথী কৃপ ও শিখণ্ডী বর্ষাকালীন জলদগণের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলে, অতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠিল। অধিক কি, সেই ঘোররূপ ভয়াবহ বিভাবরী; সমর-প্রবৃত্ত যোধগণের পক্ষে কালরাত্রি স্বরূপ হইল। তদনন্তর, শিখণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র বাণে গৌতম-নন্দনের জ্যাযুক্ত সশর-শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে কৃপাচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়া সুবর্ণদণ্ডান্বিত অকুণ্ঠিতাগ্র কর্ম্মার-মার্জ্জিত ভয়ঙ্কর এক শক্তি গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শিখণ্ডী সেই মহা প্রভাবশালী প্রদীপ্ত শক্তি বহুসংখ্যক শর-দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলে, উহা পৃথিবী উদ্ভাষিত করিয়া নিপতিত হইল। ইত্যবসরে রথি প্রবর কৃপাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত-শর-নিকরে শিখণ্ডীরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রথি শ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী যশস্বী কৃপের শরজালে সমাবৃত হইয়া রথনীড়ে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। মহা-রাজ! শারদ্বত কৃপ তাঁহারে অবসন্ন অবলোকন করিয়া বিনাশ বাসনায় বহুসংখ্যক শর-দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও সোমকগণ মহারথী যাজ্ঞসেনিকে সমরে বিমুখ অবলোকন করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। তদ্রূপ আপনার পুত্রগণও মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে দ্বিজসত্তম দ্রোণকে পরিবেষ্টন

করিলে, উভয়পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ সময়, রথিগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলে, সমরাঙ্গনে শব্দায়মান-জলদাবলির ন্যায় তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। তৎকালে অশ্বারোহী ও গজারোহিগণ পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে রণস্থল অতি ক্রূরমূর্ত্তি ধারণ করিল। ঐরূপ, পরস্পর ধাবমান পদাতিগণের পদশব্দে বসুন্ধরা ভয়কম্পিতা কামিনীর ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিলেন। হে রাজন্! দ্রুতগামী রথে সমারূঢ় বহুসংখ্যক রথিগণ অভিদ্রুত হইয়া বায়স সকল যেমন সলভ-শ্রেণীকে নিগৃহীত করে, তদ্রূপ প্রতিপক্ষ-রথীদিগকে নিগৃহীত করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং ঐ স্থানেই অতিশয় গলিতমদ মহা মাতঙ্গগণ যত্নপর হইয়া বিপক্ষ-পক্ষীয় গলিতমদ-মাতঙ্গগণের প্রতি আঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে সাদী ও পদাতিগণ অতিশয় সংরম্ভভরে পরস্পর আক্রমণপূর্ব্বক কেহ কাহাকে অতিক্রম করিতে পারিল না। কিন্তু, সেই নিশা সময়ে সৈন্যগণের গমন, পলায়ন ও পুনরাবর্ত্তনে রণাঙ্গনে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। মহারাজ! তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, ও শতাঙ্গোপরি জ্বলিত দীপ সকল আকাশচ্যুত মহোল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। অধিক কি, রণস্থলের চতুর্দ্দিকস্থ প্রদীপ-প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া সেই অন্ধতমসাবৃত তমস্বিণী যেন দিবসের প্রভা ধারণ করিল। প্রভাকর প্রভায় ব্যাপ্ত হইলে, যেমন জগতের সমস্ত তিমিররাশি তিরোহিত হইয়া যায়, তদ্রূপ, দীপালোকে রণস্থলের ইতস্তত তিমির সকল তিরোহিত করিয়া ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, ও দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিল। পরন্তু, দীপ-প্রভায় চতুর্দ্দিক্ অবভাসিত হওয়ায় মহাত্মা যোধগণের অস্ত্র, কবচ ও মণিময় অলঙ্কারাদির প্রভা এককালীন অন্তর্হিত হইয়া গেল। মহারাজ! সেই প্রগাঢ় নিশা সময়ে তুমুল কোলাহল-ময় সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, যোধগণ “আমি অমুক”

ইত্যাকার আত্মজ্ঞানে বিস্মৃত হইল। মোহবশত তৎকালে, পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং সখা সখাকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে আত্মীয়গণ আত্মীয়দিগের প্রতি ও শত্রুগণ শত্রুগণের প্রতি পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, সেই রজনী-সময়ে ভীরুগণের ভয়-জনক মর্য্যাদাশূন্য যুদ্ধ হইতে লাগিল।[২৫-৫০]

সঙ্কুলযুদ্ধে ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৬৯ ॥

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই ভয়াবহ সুতুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন সুমহৎ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনঃপুন জ্যাকর্ষণ করিতে করিতে দ্রোণের সুবর্ণ-বিভূষিত রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন।[১-২] তিনি দ্রোণ-বধাভিলাষে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহার অনুবল হইয়া আচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিল।[৩] আপনার পুত্রগণ মহা সমরে আচার্য্য-সত্তম দ্রোণকে তাদৃশ পরিবৃত অবলোকন করিয়া সর্ব্বযত্ন-সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন।[৪] প্রচণ্ড-বাতোদ্ধূত সাগরদ্বয় যেমন ক্ষুব্ধগাম্ভীর্য্য হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক পরস্পর মিলিত হয়, তদ্রূপ, সেই নিশীথ-সময়ে উভয়-পক্ষীয় সৈন্য-সাগর যুদ্ধার্থে পরস্পর মিলিত হইল।[৫] তদনন্তর, পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্বরা-সহকারে পঞ্চ বাণে দ্রোণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।[৬] তখন, দ্রোণ পঞ্চবিংশতি শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র-দ্বারা মহাশব্দে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৭] মহারাজ! প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে অধর দংশন ও

ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণের বিনাশ বাসনায় মহৎ এক কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন।[৮-৯] অনন্তর, সেই শক্রহন্তা বিচিত্র শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করত দ্রোণবিনাশ-ক্ষম ভয়ঙ্কর এক শর নিক্ষেপ করিলেন।[১০] মহারাজ! মহা সমরে সেই ভয়ঙ্কর শর বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া উদিত দিবাকরের ন্যায় সেই সকল সৈনিকদিগকে সন্তাপিত করিল।[১১] অধিক কি, তৎকালে সেই ভয়ঙ্কর শর সন্দর্শন করিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণ দ্রোণের মঙ্গল হউক, ইত্যাকার স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন।[১২] পরন্তু, কর্ণ, আচার্য্যের রথাভিমুখে সমায়াত সেই শরকে হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক দ্বাদশ খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[১৩] সেই শর ধনুর্দ্ধর কর্ণ-কর্ত্তৃক বহুধা ছিন্ন হইয়া নির্ব্বিষ বিষধরের ন্যায় অবিলম্বে ধরাতলে পতিত হইল।[১৪] তখন কর্ণ দশ শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাঁচ, স্বয়ং দ্রোণ সাত, শল্য নয়, দুঃশাসন তিন, দুর্য্যোধন বিংশতি ও শকুনি সপ্ত শর-দ্বারা ত্বরাসহকারে পাঞ্চাল-নন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। পাঞ্চাল-নন্দন, দ্রোণ পরিত্রাণার্থী ছয় রথী ও স্বয়ং দ্রোণ এই সাতজন রথি-কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও আপনার আত্মজ-প্রভৃতি সকলকেই তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন।[১৫-১৮] সেই সকল রথিপ্রবরগণ সমরে ধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া প্রত্যেকেই তাঁহারে বেগ-সহকারে প্রতিবিদ্ধ করিলেন।[১৯] মহারাজ! ঐ সময়, দ্রুমসেন অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে এক শরে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া পুনর্ব্বার অবিলম্বে অপর তিন শরে বিদ্ধ করিলেন।[২০] তখন বীর্য্যবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বর্ণপুঙ্খান্বিত শিলাধৌত তীক্ষ্ণতর প্রাণান্তকর অবক্র-গামী তিন বাণে দ্রুমসেনকে বিদ্ধ করিলেন।[২১] তৎপরেই ভল্লাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার উজ্জ্বল সুবর্ণ-কুণ্ডলালঙ্কৃত

উত্তমাঙ্গ কলেবর হইতে পৃথক্ করিয়া দিলেন।[২২] মহারাজ! ক্রমসেনের দংশিতা ধরোত্তমাঙ্গধৃষ্টদ্যুম্নের শরে ছিন্ন হইয়া প্রচণ্ড-বাতোদ্ধূত পক্ব তাল-ফলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।[২৩] অনন্তর মহাবীর পাঞ্চালরাজ নন্দন সুনিশিত শর-নিকর-দ্বারা পুনরায় প্রাগুক্ত মহারথী বীরদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিচিত্রযোধী রাধানন্দনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[২৪] মহারাজ! মৃগেন্দ্র যেমন স্বীয় লাঙ্গুল ছেদন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ রাধানন্দন কর্ণও শরাসন ছেদনরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই উগ্রতর কর্ম্ম সহ্য করিতে পারিলেন না।[২৫] তিনি রোষারুণ নয়নে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক শর-বর্ষণ করিতে করিতে মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন।[২৬] ঐ সময়ে অশ্বত্থামা প্রভৃতি অপর ছয় জন রথী কর্ণকে ক্রুদ্ধ অবলোকন করিয়া পাঞ্চাল নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশ বাসনায় ত্বরা-সহকারে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন।[২৭]

মহারাজ! তৎকালে, আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে উল্লিখিত ছয় জন রথিপ্রবর বীরবরের সম্মুখবর্ত্তী অবলোকন করিয়া মৃত্যুমুখগত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলাম।[২৮] এমন সময় দাশার্হ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের পরিত্রাণার্থে শরজাল বিকীরণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন।[২৯] এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর রণদুর্ম্মদ সাত্যকি আগমন করিলে, রাধানন্দন কর্ণ তাঁহারে অবক্রগামী দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।[৩০] মহারাজ! অনন্তর সাত্যকি সমস্ত শূরগণের সমক্ষে কর্ণকে "পলায়ন করিও না অবস্থান কর" এই কথা বলিয়া দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।[৩১] তৎকালে বলি ও বাসবের ন্যায়, বলশালী মহাত্মা কর্ণ ও সাত্যকির, সংগ্রাম হইতে লাগিল।[৩২] ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ সাত্যকি তলধ্বনি-দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে ত্রাসিত করিয়া রাজীবলোচন

রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিলেন;[৩৩] তদ্রূপ, বলশালী কর্ণও শরাসন শব্দে বসুধা কম্পিত করিয়া সাত্যকির সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন;[৩৪] তিনি বিপাট, কর্ণি, নারাচ, বৎসদন্ত ও ক্ষুর-প্রভৃতি শত শত অস্ত্র-দ্বারা শিনি-পৌত্রকে বিদ্ধ করিলেন।[৩৫] বৃষ্ণিবংশীয় রথিপ্রবর যুযুধানও তাদৃশ প্রকারে শরবৃষ্টি-দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলে, কিয়ৎকাল সেই যুদ্ধ সমভাবেই হইল।[৩৬] তদনন্তর আপনার পক্ষীয় রথিগণ ও কর্ণের পুত্রগণ সন্নাহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শর-নিকর-দ্বারা বেগ-সহকারে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৩৭] তদ্দর্শনে সাত্যকি অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কর্ণ ও তৎপুত্রগণ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-নিকর নিরাকৃত করত বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।[৩৮] বীর্য্যবান্ বৃষসেন সাত্যকির সেই শর-প্রহারে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিমূঢ়ভাবে রথনীড়ে নিপতিত হইলেন।[৩৯] তাহাতে কর্ণ মহারথী বৃষসেনকে নিহত মনে করিয়া পুত্রশোকে অতিমাত্র সন্তপ্ত-চিত্ত হইয়া শর-সমূহে সাত্যকিরে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন।[৪০] মহারথী যুযুধান কর্ণ-কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া ত্বরা-সহকারে কর্ণকে বহু সংখ্যক শর-দ্বারা বারংবার বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৪১] তৎপরে তিনি কর্ণকে দশ ও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত বৃষসেনকে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিয়া উভয়েরই হস্তাবাপ-সমবেত শরাসনদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৪২] তখন, কর্ণ ও বৃষসেন অতিভীষণ অন্য শরাসন দ্বয় জ্যাযুক্ত করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নিশিত শরনিকর-দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৪৩]

মহারাজ! সেই বীরক্ষয়কর মহা সংগ্রাম উপস্থিত সময়ে, আমরা গাণ্ডীবের ভীষণ নিস্বন শ্রবণ করিতে লাগিলাম।[৪৪] সূতপুত্র কর্ণ সেই গাণ্ডীব-নিনাদ ও রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে এই

বাক্য কহিলেন, "মহারাজ! ঐ যেস্থলে গর্জ্জনকারী বাসবের প্রচণ্ড কোদণ্ডাস্ফালন-শব্দের ন্যায় প্রতিনিয়ত গাণ্ডীব-নিনাদ ও রথ-নির্ঘোষ শ্রুত হইতেছে, নিশ্চয়ই ঐস্থলে পৃথানন্দন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সমস্ত সৈন্য ও নরশ্রেষ্ঠ পৌরবগণকে সংহার করিয়া সুমহৎ শরাসন আস্ফালন করিতেছে।[৪৬ ৪৭] আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, অর্জ্জুন আত্মানুরূপ কর্ম্ম করিতেছে; ঐ দেখুন বাহিত ভারতী সেনা বহুধা বিদীর্ণ হইতেছে।[৪৮] প্রচণ্ড পবনোদ্ধূত জলদজাল যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়, তদ্রূপ ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন সৈনিকগণ কোনক্রমেই সুস্থির হইতে পারিতেছে না; অধিক কি, তরণি যেরূপ, সাগরতরঙ্গ-বেগে বিভিন্ন হইয়া পড়ে, সৈন্যগণও তদ্রূপ সব্যসাচীর শর-বেগে বিদীর্ণ হইতেছে। হে রাজশার্দ্দূল! ঐ দেখুন, গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরবিদ্ধ পলায়ন-পরায়ণ শত শত যোধ-প্রধানদিগের সুমহান্ কোলাহল শ্রুত হইতেছে। নিশীথ-সময়ে নভোমণ্ডলস্থিত মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় ধনঞ্জয়ের রথ-সমীপে ঐ দুন্দুভি-নির্ঘোষ, হাহাকার রব ও ভয়ঙ্কর সিংহনাদ-প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ হইতেছে, শ্রবণ করুন। পরন্তু এস্থলে আমাদিগের সকলের মধ্য-স্থিত এই সাত্বত-প্রবর সাত্যকিরে যদি লক্ষ্যরূপে লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করিতে পারি। ঐ দেখুন, দ্রোণাচার্য্যের সহিত সমর-প্রবৃত্ত পাঞ্চালরাজ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার শূর সহোদরগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরি-বৃত হইয়াছে; এ সময় যদি আমরা সাত্যকি ও পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আমাদি-গের জয় লাভ হইবে। সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যুর ন্যায় আমরা বৃষ্ণি ও পৃষত-বংশীয় এই দুই মহারথীকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক বিনাশ নিমিত্ত যত্ন করিব। ঐ দেখুন, সম্মুখে সব্যসাচী ধনঞ্জয়

সাত্যকিরে বহু সংখ্যক কুরুবীরগণের সহিত সমরে সমাসক্ত অবগত হইয়া দ্রোণ-সৈন্যাভিমুখে আগমন করিতেছে, অতএব ও যে পর্য্যন্ত বিশেষরূপে অবগত হইতে না পারে যে সাত্যকি বহু সংখ্যক যোধগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেই অস্মৎপক্ষীয় বহু সংখ্যক প্রধান প্রধান রথিসত্তমগণ উহার আগমনে বাধা নিমিত্ত ঐস্থলে অবিলম্বে গমন করুক। আর অত্রত্য বীরগণ নিরন্তর শর-বর্ষণ-বিষয়ে তাদৃশরূপে ত্বরাযুক্ত হউক, যাহাতে এই মধু-বংশীয় সাত্যকি অবিলম্বে শমনভবনে গমন করে।

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন যশস্বী বিষ্ণুর প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সুবলনন্দন শকুনি কহিলেন।[৫৯.৬১] মাতুল! আপনি সমরে অনিবর্ত্তী দশ সহস্র মাতঙ্গ ও দশ সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া সত্বর ধনঞ্জয়ের প্রতিপক্ষে যাত্রা করুন,[৬২] এবং দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, সুবাহু ও দুষ্প্রধর্ষণ-প্রভৃতি আমার ভ্রাতৃগণও বহুসখ্যক পদাতিসৈন্যে পরিবৃত হইয়া আপনার অনুগমন করিবে।[৬৩] হে মহাবাহু মাতুল! আপনি কৃষ্ণার্জ্জুন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহ-দেব ও ভীমসেনকে বিনাশ করুন।[৬৪] দেখুন, দেবগণ যেমন দেব-রাজ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া জয়াশা করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ আমারো জয়াশা আপনাতে নির্ভর করিতেছে। অতএব কার্ত্তিকেয় যেমন অসুর-সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও কুন্তী-নন্দন-দিগকে সংহার করুন।[৬৫]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সুবল-নন্দন শকুনি আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এইরূপ আদেশানুসারে দুঃশাসন-প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ ও মহতীসেনা-সমভিব্যাহারে আপনার পুত্রগণের প্রিয়-কাম-নায় কুন্তী-নন্দন গণের সংহারাভিলাষে গমন করিলেন। এইরূপে

শকুনি পাণ্ডব-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইলে, বিপক্ষদিগের সহিত আপনার পক্ষীয়দিগের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এদিকে সূতপুত্র কর্ণ সুমহৎ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া অসংখ্য শর-বর্ষণ করিতে করিতে ত্বরা-সহকারে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমস্ত পার্থিবগণ সাত্যকিরে পরিবেষ্টন করিলেন।[৬৬-৬৯] সেই নিশা সময়ে ভরদ্বাজ নন্দন দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাঞ্চালগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল।[৭০]

সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৭০ ॥

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, কৌরব-পক্ষীয় রণদুর্ম্মদ-বীরগণ অসহিষ্ণু হইয়া সংরম্ভভরে অতি বেগে সাত্যকির রথাভিমুখে ধাবমান হইল।[১] তাহারা সুবর্ণ ও রজত-বিভূষিত নানা উপকরণ-কল্পিত রথ, অশ্বারোহী ও হস্তী-সমূহ-দ্বারা সাত্যকিরে পরিবেষ্টন করিল।[২] এইরূপে সেই মহারথীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিয়া সিংহনাদ-পূর্ব্বক তর্জ্জন করিতে লাগিল।[৩] মহাবীর্য্যশালী কৌরবগণ মধুকুল-সম্ভূত সত্যবিক্রম সাত্যকির বিনাশবাসনায় অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি নিরন্তর তীক্ষ্ণতর শরবর্ষণ করিতে লাগিল।[৪] পরবীরহন্তা মহাবাহু সাত্যকি, সেই সকল বীরগণ বেগে আপতিত হইতেছে অবলোকন করিয়া অসংখ্য বিশিখজাল বিস্তার-পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন।[৫] মহারাজ! ঐসময় সেই মধুবংশীয় ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমর-দুর্ম্মদ মহাবীর সাত্যকি সন্নতপর্ব্ব উগ্রতর শর ও ক্ষুরপ্রাস-দ্বারা কৌরব-পক্ষীয়

যোধগণের রাশি রাশি মস্তক ও বাহু সকল এবং অসংখ্য হস্তিশুণ্ড ও তুরঙ্গগণের গ্রীবাদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন।[৬-৭] তৎকালে সেই সমরভূমি ইতস্তত নিপতিত চামর ও শুভ্রবর্ণ ছত্র সকল-দ্বারা নক্ষত্রমালা-বিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।[৮] অপিচ সাত্যকির সহিত সমর-প্রবৃত্ত যোধগণের এমনি তুমুল শব্দ হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন প্রেতগণ রোদন করিতেছে।[৯] সেই সুমহান্ শব্দ-দ্বারা বসুন্ধরা পরিপূর্ণা হইয়া উঠিল, এবং বিভাবরীও অতিশয় নিষ্ঠুর-মূর্ত্তি হইয়া প্রাণিমাত্রেরই ভয়প্রদা হইল।[১০] সেই লোমহর্ষণকর নিশীথ-সময়ে আপনার পুত্র রথি-প্রবর দুর্য্যোধন-সাত্যকির সায়ক প্রহারে সেনা প্রভগ্ন হইতে অবলোকন ও বিপুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সারথিকে বারংবার কহিলেন, যেস্থলে ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে, তদভিমুখে অশ্বগণকে চালন কর।[১১-১২] সারথি তাঁহার আদেশানুসারে সেই উৎকৃষ্ট অশ্বদিগকে যুযুধানের রথাভিমুখে সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইল।[১৩] অনন্তর, বিজিতক্লম বিচিত্রযোধী লঘুহস্ত দৃঢ়ধন্বা কুরুপতি দুর্য্যোধন ক্রোধভরে সাত্যকির সমীপস্থ হইয়া শোণিতভোজী দ্বাদশ শর আকর্ণ আকর্ষণ-পূর্ব্বক তদুপরি নিক্ষেপ করত তাঁহার হৃদয় দেশ ভেদ করিলেন।[১৪-১৫] শিনিপৌত্র প্রথমেই দুর্য্যোধনের শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া অমর্ষ-ভরে দশ শর-দ্বারা তাঁহারে প্রতিবিদ্ধ করিলেন।[১৬] সেই সময় কৌরব ও পাঞ্চালগণের অতি নিদারুণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল![১৭] তদনন্তর, সাত্যকি সমরে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অশীতি সংখ্যক সায়ক-দ্বারা আপনার মহারথী পুত্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, এবং বহু সংখ্যক শরনিকরে তাঁহার অশ্ব সকল শমন সদনে প্রেরণ করিয়া অবিলম্বে এক সায়ক-দ্বারা সারথিকে রথনীড় হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন।[১৮-১৯] হে রাজন্! আপনার

পুত্র সেই হততুরঙ্গ রথে অবস্থান-পূর্ব্বক সাত্যকির রথোপরি শাণিত পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন।[২০] তখন, সাত্যকি হস্তলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক দুর্য্যোধন-নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিবারণ করিয়া অতি বেগ-সহকারে এক ভল্লাস্ত্র-দ্বারা আপনার পুত্রের মহৎ শরাসনের মুষ্টি-দেশ ছেদন করিলেন।[২১-২২] তৎকালে, সমস্ত লোকের প্রভু ও দণ্ড-পালনের কর্ত্তা কুরুরাজ ছিন্ন শরাসন ও রথভ্রষ্ট হইয়া অবিলম্বে কৃতবর্ম্মার ভাস্বর রথে আরোহণ করিলেন। [২৩] হে প্রজানাথ! সেই নিশা-সময়ে আপনার পুত্র পরাঙ্মুখ হইলে, সাত্যকি শরজাল বর্ষণ-পূর্ব্বক অস্মৎপক্ষীয় সেনা বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।[২৪]

ঐ সময় শকুনি সহস্র সহস্র রথী, হস্তী ও অশ্ব-সৈন্য-দ্বারা অর্জ্জু-নের চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিয়া তাঁহার প্রতি অনবরত বহুবিধ শস্ত্র-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই সকল ক্ষত্রিয়গণ কাল-প্রেরিত হইয়া মহাস্ত্র-সমস্ত বিকীরণ করত অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন, অর্জ্জুন ক্রোধভরে বিপুল সৈন্য-ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সহস্র সহস্র গজারোহ, অশ্ববার ও রথীদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়, এইরূপে শত্রু সংহার করিতে লাগিলে, মহাবীর সুবল-নন্দন শকুনি তাঁহারে সহাস্য আস্যে-শানিত সায়ক সমূহে গাঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে শত শত শর-জাল বিস্তার-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের বৃহৎ কপিধ্বজ রথ খানিকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।[২৫-২৯] অনন্তর ধনঞ্জয় বিংশতি শরে শকুনিকে ও অপরাপর মহা ধনুর্দ্ধরদিগকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ঐ সময়-মধ্যেই শত্রুগণ-নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া বজ্রবেগগামী উৎকৃষ্ট শর-সমূহ-দ্বারা আপনার পক্ষীয় যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।[৩১] তৎকালে বীরগণের, করিকরোপম ছিন্নভুজ সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত

হইতে লাগিলে, রণাঙ্গন পঞ্চশীর্ষ-পন্নগগণে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; ঐরূপ নিষ্ক, চূড়ামণি, কিরীট ও কুণ্ডলালঙ্কৃত সুন্দর নাসিকা-সমন্বিত রাশি রাশি মস্তক সকলও নিপতিত হইতে লাগিল; হা! ক্ষত্রিয়দিগের যে সকল বদন হইতে সতত প্রিয় কথা নির্গত হইত, এক্ষণে ক্রোধবশত অধর দংশন-পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হওয়ায় উহারা তদবস্থাতেই পার্থশরে ছিন্ন হইয়া লোচন উদ্বৃত্ত করত ইতস্তত বিন্যস্ত পঙ্কজ-রাশির ন্যায় সমর-ভূমির শোভা উৎপাদন করিতে লাগিল।[৩২-৩৪] উগ্রতর পরাক্রমশালী ধনঞ্জয় তাদৃশ ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়া পুনরায় সন্নতপর্ব্ব পঞ্চ শরে শকুনিকে এবং তাঁহার পুত্র উলূককে তিন বাণে তাড়িত করিলেন। উলূক তাদৃশ প্রকারে বিদ্ধ হইয়া শরনিকরে বাসুদেবকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,[৩৫-৩৬] এবং বসুন্ধরা পরিপূরিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন, ধনঞ্জয় শরনিকর-দ্বারা শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয়কেও শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। শকুনি হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক অবিলম্বে উলূকের রথে সমারূঢ় হইলেন। হে প্রজানাথ! যেমন, জলধর-যুগল অচল-পৃষ্ঠে বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ, একরথ-সমারূঢ় পিতাপুত্র শকুনি ও উলূক ধনঞ্জয়ের প্রতি নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পাণ্ডু-নন্দন ধনঞ্জয়, নিশিত শরনিকরে উভয়কে বিদ্ধ করিয়া আপনার পক্ষীয় ব্যূহিত অসংখ্য সেনা শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন প্রচণ্ড অনিল-কর্ত্তৃক জলধরজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়, তদ্রূপ, কৌরব-সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। হে প্রজানাথ! সেই নিশা-সময়ে, ভয়ার্দ্দিত সৈনিকগণ ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই দারুণ অন্ধকার সময়ে, পলায়ন-

পর যোধগণের মধ্যে কোন কোন বীর তুরঙ্গ, মাতঙ্গ-প্রভৃতি স্ব স্ব বাহনগণকে ত্বরাসহকারে সঞ্চালন ও কেহ কেহ বাহন সকল পরিত্যাগ করিয়াই ধাবিত হইতে লাগিল। হে ভারত! বাসুদেব ও ধনঞ্জয় এইরূপে কৌরবদিগকে পরাজিত করিয়া প্রীতিসহকারে শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময়, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে এক নিশিত শর-দ্বারা তাঁহার শরাসনের গুণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন, ক্ষত্রিয়-মর্দ্দনকারী মহাবীর দ্রোণ রথনীড়ে ছিন্ন শরাসন সংস্থাপন-পূর্ব্বক অতীব বেগসহ সারবৎ অপর শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে শীঘ্রগামী সপ্ত শরে বিদ্ধ করিয়া পঞ্চ শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন শর-বৃষ্টি-দ্বারা মুহূর্ত্ত কাল-মধ্যে দ্রোণকে নিবারণ করিয়া, দেবরাজ যেমন দনুজ-দল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরবী-সেনা বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! এইরূপে আপনার পুত্রের সৈন্যগণ বধ্যমান হইতে লাগিলে, উভয়-পক্ষের সৈন্য-মধ্যে যমলোকস্থিত বৈতরণীর ন্যায় ভীষণ-মূর্ত্তি শোণিত-তরঙ্গমালিনী এক তরঙ্গিণী সমুৎপন্না হইল। উহাতে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ সকল নৌকা ও জলজন্তু-স্বরূপ হইয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহারাজ! তৎকালে, প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সৈন্যগণকে বিদারণ পূর্ব্বক সুরগণ পরিবেষ্টিত মহাতেজা সুরপতির ন্যায় রণাঙ্গনে বিরাজ করিতে লাগিলেন, এবং পাণ্ডু-নন্দন বৃকোদর, যমজ নকুল সহদেব, সাত্যকি ও শিখণ্ডীর সহিত মিলিত হইয়া মহা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে রণোৎকট জয়প্রভাবান্বিত মহারথী পাণ্ডবগণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধন, কর্ণ, মহা-

দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সমক্ষেই কৌরব-পক্ষীয় সহস্র সহস্র রথী-

গণের প্রাণ সংহার করিয়া সিংহের ন্যায় ঘোরনিনাদে নিনাদ করিতে লাগিলেন।[৩৭-৩৮]

সঙ্কুলযুদ্ধে একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭১॥

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব-পক্ষীয় প্রাগুক্ত মহাত্মা রথীগণ কর্ত্তৃক স্বপক্ষের সৈনিকদিগকে বধ্যমান ও পলায়ন-পর অবলোকন করত অতীব ক্রোধে অধীর হইয়া জয়শালি-প্রবর দ্রোণ ও কর্ণের সমীপে সহসা উপনীত হইয়া বাক্‌পটুতা প্রকাশ-পূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন;[১-২] সমরাঙ্গনে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনারাই ক্রোধ-বশত এই সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন;[৩] এক্ষণে, পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অস্মৎপক্ষীয় সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইতেছে অবলোকন করিয়া অরাতি নিপাতনে সমর্থ হইয়াও একান্ত অশক্তের ন্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন।[৪] আমাকে যদি আপনাদিগের ত্যাগ করিবারই অভিলাষ ছিল, তবে পূর্ব্বে "আমরা সমরে পাণ্ডুপুত্রদিগকে পরাজিত করিব," এরূপ বলা উচিত ছিল না।[৫] কেন না, আপনাদিগের তাদৃশ অভিপ্রেত জানিতে পারিলে, আমি কদাচ পৃথাপুত্রদিগের সহিত ঈদৃশ লোক-ক্ষয়কর শত্রুতার উৎপাদন করিতাম না।[৬] সে যাহা হউক, হে পুরুষশ্রেষ্ঠদ্বয়! যদি আমি আপনারদিগের পরিত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনারা উভয়ে যাদৃশ বিক্রম-সম্পন্ন, তদনুরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।[৭]

মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য-রূপ প্রতোদ-দ্বারা পরিচালিত হইয়া দণ্ডমর্দ্দিত ভুজঙ্গের ন্যায় সমরে প্রবৃত্ত

হইলেন।[৮] এইরূপে, সর্ব্বলোক ধনুর্দ্ধর রথি-শ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও কর্ণ সাত্যকি-প্রভৃতি পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলে, পাণ্ডবগণও তাদৃশ-প্রকারে স্ব স্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বারংবার গর্জ্জনকারী সেই দুই বীরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।[৯.১০] তদনন্তর, সর্ব্ব-শস্ত্রধারি-প্রবর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ রোষপরবশ হইয়া ত্বরাসহকারে শিনি-পুঙ্গব সাত্যকিরে দশশর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।[১১] তৎপরে কর্ণ দশ, আপনার পুত্র সাত, বৃষসেন দশ ও সুবল-নন্দন শকুনি সপ্ত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন;[১২] অধিক কি, তৎকালে তাঁহারা সকলেই সমরে শিনিপুঙ্গব সাত্যকিরে শরজালে অবরোধ করিলেন। সোমকগণ দ্রোণাচার্য্যকে তাদৃশরূপে পাণ্ডব-সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত অবলোকন করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি অতি বেগ-সহকারে শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ সময়, দ্রোণাচার্য্য, যেমন প্রভাকর চতুর্দ্দিকে করজাল বিকীরণ-পূর্ব্বক তিমিররাশি ধ্বংস করেন, তদ্রূপ শর-জাল প্রয়োগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়-দিগের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে, দ্রোণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান পরস্পর নিনাদ-কারী পাঞ্চালগণের তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। ঐ সময় তাহারা জীবনার্থী হইয়া কেহ পুত্র, কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ মাতুল, কেহ ভাগিনেয়, কেহ বয়স্য, কেহ কেহ বা সম্বন্ধী ও বন্ধু-বান্ধবকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্বরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।[১৩-১৭] কোন কোন যোদ্ধা বিমোহিত হইয়া দ্রোণা-ভিমুখেই ধাবিত হইল। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য শমন ভবনে গমন করিল।[১৮] সেই নিশা সময়ে পাণ্ডব-সৈন্যগণ মহাত্মা দ্রোণ-কর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়া, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, বাসুদেব যমজ-নকুল সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই হস্তস্থিত সহস্র সহস্র উল্কা নিক্ষেপ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে

লাগিল।[১৯-২০] উল্কা সকল নিক্ষেপ-প্রযুক্ত চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবৃত হওয়ায়, যদিচ কিঞ্চিৎ মাত্রও অবগত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু, কৌরব-পক্ষীয়দিগের দীপালোক প্রভাবে পলায়নপর শত্রুগণ স্পষ্টরূপেই নয়নগোচর হইতে লাগিল।[২১] মহারাজ! মহারথী দ্রোণ ও কর্ণ সেই পলায়ন-পরায়ণ সৈন্যদিগকে পৃষ্ঠদেশ হইতে বহুতর শরজাল বিস্তার-পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন।[২২]

এইরূপে পাঞ্চালগণ চতুর্দ্দিকে প্রভগ্ন ও বিনষ্ট হইতে লাগিলে, জনার্দ্দন দীনমনা হইয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন,[২৩] হে কুন্তী-নন্দন! ঐ দেখ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ ও কর্ণ পাঞ্চালগণ-সমবেত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির প্রতি অতিশয় শরাঘাত করিতেছেন।[২৪] অধিক কি উঁহাদিগের শরবৃষ্টি-প্রভাবে অস্মৎ-পক্ষীয় মহারথিগণ সমরে ভঙ্গ দেওয়ায়, সৈন্যগণ বারংবার নিবারিত হইয়াও অবস্থান করিতেছে না।[২৫] অতএব আগমন কর, আমরা উঁহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করি। তখন কেশব ও অর্জ্জুন পলায়মান সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; ভয় পরিত্যাগ কর। এই আমরা উদ্যতায়ুধ ব্যূহিত সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া সূত-নন্দন কর্ণ ও দ্রোণকে বাধা দিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলাম।[২৬-২৭] ঐ সময়, বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, যে ঐ দুই কৃতাস্ত্র বলশালী জয়-প্রভাবান্বিত বীরকে আমরা উপেক্ষা করাতেই এই রাত্রিকালে উঁহারা তোমার সৈন্যক্ষয় করিতেছেন।[২৮] বাসুদেব ও ধনঞ্জয় এইরূপে মন্ত্রণা করিতেছেন, এমন সময় ভীমকর্ম্মা মহা বলশালী বৃকোদর অবিলম্বে পলায়িত সৈন্যদিগকে প্রতি-নিবৃত্ত করিয়া রণ-মুখে আগমন করিতে লাগিলেন।[২৯] ভীমসেন সসৈন্যে আগমন করিতেছেন অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে উহা প্রদর্শন-পূর্ব্বক

পুনরায় কহিলেন, হে পাণ্ডু-নন্দন! ঐ দেখ, সমরশ্লাঘী ভীমসেন ক্রোধভরে সোমক ও পাণ্ডবগণে পরিবৃত হইয়া বেগ-সহকারে মহারথী দ্রোণ ও কর্ণের অভিমুখে গমন করিতেছেন।[৭০-৭১] তুমি স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্যদিগের আশ্বাস প্রদানার্থ মহারথী পাঞ্চালগণ ও ভীমসেনের সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।[৭২]

মহারাজ! পুরুষ-শার্দ্দূল মাধব ও পাণ্ডু-নন্দন ধনঞ্জয় এইরূপ মন্ত্রণা-পূর্ব্বক দ্রোণ ও কর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রণমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।[৭৩] এদিকে যুধিষ্ঠিরের সুমহৎ সৈন্যগণ যেস্থলে দ্রোণ ও কর্ণ শত্রু বিমর্দ্দন করিতে ছিলেন, সেইস্থলে পুনরাবর্ত্তিত হইলে, পূর্ণোচন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায়, সেই নিশা-সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।[৭৪-৭৫] অনন্তর, আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া করস্থিত দীপ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।[৭৬] পরন্তু অন্ধকার ও ধূলিপটলে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইলে, জয়ৈষিগণ কেবল নাম ও গোত্রাদি-দ্বারা অবগত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।[৭৭] মহারাজ! যেমন স্বয়ম্বরস্থলে পার্থিবগণের নাম ও গোত্রাদির বিষয় শ্রুত হইয়া থাকে, তদ্রূপ রণস্থলেও প্রহার-প্রবৃত্ত নরপতিগণ-কর্তৃক শ্রাব্যমাণ নাম ও গোত্র সকল শ্রুত হইতে লাগিল।[৭৮] মহারাজ! ঐ সময়, রণস্থল মুহূর্ত্তকাল সহসা নিঃশব্দ হইয়া রহিল; কিন্তু পরক্ষণেই যখন সৈন্যগণ রোষাবিষ্ট হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, তখন, কি পরাজিত, কি বিজয়ী, উভয়-পক্ষীয়দিগেরই পুনরায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল।[৭৯] হে কুরু-নাথ! তৎকালে যে যেস্থানে দীপালোক দৃষ্ট হইতে লাগিল, বীর-গণ পতঙ্গের ন্যায় সেই সেই স্থানে নিপাতিত হইতে লাগিল।[৮০]

এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে, রজনী ক্রমে অতি গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল।[৬১]

সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, বিপক্ষ বীরহন্তা কর্ণ পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরে অবলোকন করিয়া তাঁহার বক্ষঃ-স্থলে মর্ম্মভেদী দশ শরদ্বারা প্রহার করিলেন।[১] তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রহৃষ্ট-চিত্তে থাক্ থাক্ বলিয়া কর্ণকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।[২] এইরূপে সেই দুই মহারথী রণাঙ্গনে আকর্ণাকৃষ্ট শর-নিকর-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সমাচ্ছাদিত করত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৩] তৎপরে সূত-নন্দন কর্ণ রণস্থলে পাঞ্চাল-প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্ব-চতুষ্টয় নিহত করিয়া বহু সংখ্যক শর-দ্বারা তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন এবং নিশিতশরনিকর-দ্বারা তাঁহার সুমহৎ কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ভল্লাস্ত্রে সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করি-লেন।[৪-৫] তখন, ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্ব ও সারথিহীন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর এক পরিঘ গ্রহণ-পূর্ব্বক কর্ণের অশ্ব সকল নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন।[৬] পরন্তু তিনিও কর্ণ-নিক্ষিপ্ত বিষধর সদৃশ শর-বিসর-দ্বারা গাঢ়তর বিদ্ধ হওয়া-প্রযুক্ত পাদচারে যুধি-ষ্ঠিরের সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় কর্ণ সমীপে গমনোদ্যত হইলে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন।[৭-৮] ঐ সময়ে মহাতেজস্বী কর্ণ সিংহ-নাদ, ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।[৯] হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরে পরাজিত অবলোকন

করিয়া রোষসহকারে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া কর্ণের অভিমুখীন হইলেন।[১০-১১] এদিকে, কর্ণেরও সারথি তৎক্ষণাৎ উত্তম বহনক্ষম শঙ্খসবর্ণ মহাবেগগামী সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণকে লইয়া রথে যোজনা করিল।[১২] মহারাজ! সজল-জলধর যেমন অচলোপরি জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ, লব্ধলক্ষ্য রাধেয় কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চাল-পক্ষীয় মহারথীদিগকে শরবৃষ্টি-দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।[১৩] পাঞ্চালগণ কর্ণের বাণে নিপীড়িত হইয়া মৃগেন্দ্র-তাড়িত মৃগের ন্যায় ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।[১৪] দেখিলাম, ঐ সময় মানবগণ কর্ণের শায়ক-দ্বারা নিকৃত্ত-কলেবর হইয়া তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ হইতে নিয়ত ক্ষিতিতলে নিপতিত হইতেছে।[১৫] সেই মহা সমর সময়ে যে সকল পদাতি, হস্ত্যারোহী বা অশ্বারোহী পলায়ন করিতেছিল, কর্ণ ক্ষুরপ্রান্তের দ্বারা তাহা-দিগের অনেকেরই বাহু, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ও ঊরুদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[১৬,১৭] অধিক কি, তৎকালে বহুসংখ্যক মহা-রথ পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পলায়ন-কালে কখন্ যে তাঁহাদের বাহন বা কলেবর ছিন্ন হইয়া পড়িল, তাহা কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না।[১৮] মহারাজ! সেই বধ্যমান পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-গণ তৎকালে এরূপ বিমোহিত হইয়াছিল, যে তৃণস্পন্দনেতেও সূত-পুত্র কর্ণ বলিয়া মনে করিতে লাগিল; এবং স্বপক্ষীয় পলায়নপর যোদ্ধাকেও কর্ণ আসিতেছে বোধ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।[১৯,২০] কিন্তু কর্ণ সেই পলায়ন-পরায়ণ প্রভগ্ন সৈন্য-দিগের প্রতিও পশ্চাৎভাগ হইতে শরজাল বিকীরণ করিতে করিতে ধাবমান হইলেন।[২১] মহাত্মা কর্ণ কর্তৃক আক্রান্ত সেই বিমোহিত সৈন্যগণ কর্ত্তব্য-বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেবল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিতে লাগিল, প্রত্যুত,

কোনক্রমেই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।[২২] এইরূপে পাঞ্চালগণ দ্রোণ ও কর্ণের মহাস্ত্র-দ্বারা সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বেগে পলায়ন করিতে লাগিল।[২৩]

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বকীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া স্বয়ংও রণস্থল হইতে প্রস্থান করিবার মানসে ফাল্গুনকে কহিলেন,[৪] ফাল্গুন! ঐ অবলোকন কর, মহা ধনুর্দ্ধর. কর্ণ কার্ম্মুক হস্তে অবস্থান করত এই নিদারুণ নিশীথ সময়েও মদীয় সৈন্যগণকে প্রখর প্রভাকরের ন্যায় উত্তাপিত করিতেছে।[২৫] তোমার আত্মবন্ধুগণ উহার শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনাথের ন্যায় উচ্চনিনাদ করাতেই নিয়ত এই সুমহৎ কোলাহল শ্রুতি-গোচর হইতেছে।[২৬] অপিচ, ঐ সূতপুত্র যে প্রকারে শর সন্ধান ও বিমোচন করিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র ছিদ্র লক্ষিত হইতেছে না; অতএব ও নিশ্চয়ই আমাদিগকে সংহার-দশায় উপনীত করিবে।[২৭] হে ধনঞ্জয়! এই উপস্থিত সময়ে কর্ণবধ-বিষয়ে যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান কর।[২৮]

মহারাজ! ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে কৃষ্ণকে কহিলেন. মধুসূদন! অদ্য ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির রাধানন্দন কর্ণের পরাক্রম-প্রভাবে ভীত হইয়াছেন;[২৯] বিশেষত কর্ণের সৈন্যগণ যখন, ক্রমশই এরূপ বিক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে, তখন, উহাদিগের প্রতি এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান কর। কেননা অস্মৎ-পক্ষীয় সৈন্যগণ ভঙ্গ দিয়া বেগে ধাবিত হইতেছে।[৩০] হে মধুসূদন! আমাদিগের সৈন্যগণ একে দ্রোণ-শরেই ক্ষতবিক্ষত ও ভগ্নপ্রায়, তাহাতে আবার কর্ণ-কর্ত্তৃক সন্ত্রাসিত হইয়া কোনক্রমেই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না[৩১] আমি অবলোকন করিতেছি, কর্ণ অস্মৎপক্ষীয় মহারথীদিগের প্রতি শাণিত শরবিসর বর্ষণ-পূর্ব্বক

নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতেছে।[৭২] হে বৃষ্ণিশার্দ্দূল কৃষ্ণ! ভুজঙ্গ যেমন কাহারো পাদস্পর্শ সহ্য করে না, তদ্রূপ, এই রণস্থলে আমাদিগের সাক্ষাৎকারেই সূতপুত্রের এরূপ ব্যবহার আমি সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না।[৭৩]

অতএব হে বাসুদেব! তুমি সত্বর কর্ণ সমীপে রথ সঞ্চালন কর। অদ্য হয় আমি উহার বিনাশ সাধন করিব, না হয় ঐ দুরাত্মাই আমার বধসাধন করিবে।[৭৪] এতাবৎ উক্তি শ্রবণে বাসুদেব কহিলেন, কুন্তীনন্দন! অদ্য আমি মানুষাতিরিক্ত-বিক্রমশালী নরশার্দ্দূল কর্ণকে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে অবলোকন করিতেছি।[৭৫] হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি অথবা রাক্ষস ঘটোৎকচ, এই দুই জন ভিন্ন কোন ব্যক্তিই এরূপ বর্ত্তমান নাই যে এক্ষণে সমরে সূতপুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।[৭৬] পরন্তু যেপর্য্যন্ত উহার নিকট মহোল্কার ন্যায় দীপ্যমান বাসব দত্ত শক্তি রহিয়াছে, তাবৎ তোমারও উহার সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে মিলিত হওয়া উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না। যেহেতু কর্ণ ঐ শক্তি তোমার নিমিত্তই রক্ষা করিতেছে এবং ঐ শক্তি-প্রভাবেই ও অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতেছে। অতএব মহাবলশালী ঘটোৎকচই এক্ষণে রাধা-নন্দনের প্রতিপক্ষে যাত্রা করুক।[৭৭-৭৯] সে মহাবীর ভীমসেন হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নিজেও অতিশয় পরাক্রমশালী; এবং দিব্য, রাক্ষস ও আসুর-প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র সকলও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।[৮০] বিশেষত ঘটোৎকচ তোমাদিগের সতত অনুরক্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষী; অতএব সে যে রণস্থলে কর্ণকে পরাজিত করিবে, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।[৮১]

মহারাজ! কমললোচন মহাবাহু বাসুদেব পৃথানন্দন অর্জ্জুনকে

এইরূপ বলিয়া ঘটোৎকচকে আহ্বান করিলেন।[৪২] আহ্বানমাত্র সেই বদ্ধসন্নাহ হইয়া খড়্গ ও সশর-শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনকে অভিবাদন করত সগর্ব্ববচনে কহিল, এই আমি উপস্থিত হইলাম; কি কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।[৪৩] তদনন্তর, দাশার্হ কৃষ্ণ উজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত প্রদীপ্ত বদন-সুশোভিত মেঘসঙ্কাশ হিড়িম্বা-নন্দনকে হাসিতে হাসিতে কহিলেন।[৪৪] পুত্র ঘটোৎকচ! আমি যাহা কহিতেছি, অবধারণ কর। এক্ষণে, অপর কাহার বিক্রম-দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং তোমারই পরাক্রম প্রকাশের কাল উপস্থিত হইয়াছে।[৪৫] তোমাতে বহুবিধ অস্ত্র ও বহুতর রাক্ষসী মায়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অতএব তুমি সমর সাগরে নিমগ্ন প্রায় এই বন্ধুগণের প্লবস্বরূপ হও।[৪৬] ঐ অবলোকন কর, রণাঙ্গনে পাণ্ডবগণের অনীকিনী গোপাল-কর্ত্তৃক আয়ত্ত গোযূথের ন্যায়, কর্ণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে।[৪৭] ঐ মহাধনুর্দ্ধর দৃঢ়বিক্রম মতিমান্ কর্ণ পাণ্ডবসৈন্য-মধ্যে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিতেছে।[৪৮] দৃঢ়ধন্বা ক্ষত্রিয়গণ সুমহৎ শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেও উহার শরানলে নিপীড়িত হইয়া কোনক্রমেই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না।[৪৯] এই ঘোর নিশীথ সময়ে পাঞ্চালগণ সুতপুত্রের শরবৃষ্টি দ্বারা পীড্যমান হইয়া মৃগেন্দ্রত্রাসিত মৃগের ন্যায় পলায়ন করিতেছে।[৫০] হে মহাবাহু ভীমপরাক্রম ভীম-নন্দন! এক্ষণে সমরে সূত-পুত্র যেরূপ প্রবৃদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে তুমি ভিন্ন অপর কোন পুরুষই উহার নিবারণ-কারী বর্ত্তমান নাই।[৫১] অতএব তুমি পিতৃকুল, মাতুলকুল এবং আপনার তেজস্বিতা ও অস্ত্রবলের অনুরূপ-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও।[৫২] হে হিড়িম্বা-নন্দন! "যে কোন প্রকারে হউক, আমাদিগকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবে," এই নিমি-

ত্তই মানবগণ পুত্রকামনা করিয়া থাকে, অতএব তুমি স্বীয় বন্ধুগণকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর।[৫৩] হে ঘটোৎকচ! মানবগণ পুত্র দ্বারা ইহলোকে দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পুত্রকামনা করিয়া থাকেন।[৫৪] ভীমনন্দন! সংগ্রামস্থলে তুমি নিয়ত যুদ্ধ করিতে লাগিলে, কোনব্যক্তিই তোমার মায়া ও ভয়ানক অস্ত্রবল হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।[৫৫] হে শত্রুতাপন! তুমি এই নিশাসময়ে কর্ণবাণ-প্রভগ্ন কৌরব সৈন্যসাগরে নিমগ্নপ্রায় পাণ্ডবগণের তটস্বরূপ হও।[৫৬] যে হেতু রাত্রিকালে, শূর রাক্ষসগণই অপরিমিত পরাক্রমশালী বলবান, দুর্দ্ধর্ষ ও প্রতাপবান্ হইয়া থাকে,[৫৭] অতএব তুমি এই সময়, স্বীয় মায়াপ্রভাবে রণস্থিত রাধানন্দনকে বিনাশ কর, তাহা হইলেই ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডবগণ দ্রোণকে সংহার করিতে পারিবেন।[৫৮]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন ধনঞ্জয়ও শত্রুমর্দ্দনকারী ঘটোৎকচকে কহিলেন,[৫৯] ঘটোৎকচ! আমাদিগের এই সৈন্য-মধ্যে ভীমসেন, দীর্ঘবাহু সাত্যকি ও তুমি তোমরা এই তিন জনেই আমার মতে সর্ব্ব প্রধান;[৬০] অতএব তুমি এই নিশাসময়ে কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, এই যুদ্ধে মহারথী সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন।[৬১] পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন কার্ত্তিকেয়ের সহিত সমবেত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, তুমিও সাত্যকি কর্তৃক সহায়বান্ হইয়া সমরস্থলে মহাবীর কর্ণকে সংহার কর।[৬২] কৃষ্ণার্জ্জুনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ঘটোৎকচ কহিল, হে পুরুষসত্তমদ্বয়! সংগ্রামে কি দ্রোণ, কি কর্ণ, কিম্বা অন্যান্য কৃতাস্ত্র মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণই হউক্, আমি ইহাঁদিগের সকলের সহিতই যুদ্ধ করিতে সক্ষম।[৬৩] অদ্য এই নিশাসময়ে সূত-পুত্রের সহিত আমি এরূপ যুদ্ধ করিব যে, মনুষ্যগণ

যাহা পৃথিবীর চরমকাল-পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিতে থাকিবে।[৬৪] এই যুদ্ধে ভীত বা বদ্ধাঞ্জলি কোন বীরকেই পরিত্যাগ করিব না, প্রত্যুত, রাক্ষসধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিব।[৬৫] সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বিপক্ষবীর হন্তা মহাবাহু হিড়িম্বানন্দন এই বাক্য বলিয়া আপনার সৈন্যদিগকে সন্ত্রাসিত করত তুমুল সংগ্রাম-স্থিত কর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল।[৬৬] ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সূতনন্দন, প্রদীপ্তাস্য ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে আপতিত ঘটোৎকচের প্রতি শরজাল বিস্তার-পূর্ব্বক তাহারে প্রতিগ্রহ করিলেন।[৬৭] হে রাজ-শার্দ্দূল মহারাজ! তৎপরে, গর্জ্জনকারী সেই রাক্ষস ও কর্ণের ইন্দ্রপ্রহ্লাদের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।[৬৮]

ঘটোৎকচ যুদ্ধপ্রেরণে ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে ঘটোৎকচকে জিঘাংসাপরবশ হইয়া ত্বরাসহকারে সূতপুত্রের প্রতি আগমন করিতে অবলোকন করিয়া দুঃশাসনকে এই বাক্য কহিলেন, এই নিশাচর সমরে কর্ণের পরাক্রম অবলোকন করিয়া ত্বরাসহকারে তৎপ্রতিপক্ষে ধাবিত হইতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে ঐ মহা-রথীর নিবারণে প্রবৃত্ত হও। মহা বলশালী সূর্য্যনন্দন কর্ণ রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ অভিলাষ করিয়া যেস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন, তুমি মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে গমন কর। হে মানদ! তুমি সসৈন্যে যত্নপর হইয়া কর্ণকে রক্ষা কর;[১.৪] এই ভয়ঙ্কর নিশাচর যেন অনবধানতা হেতু উহাঁকে বিনাশ করিতে না পারে। মহারাজ! দুর্য্যোধন এইরূপ আদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে যোধপ্রবর

মহা বলশালী জটাসুর পুত্র তাঁহার সমীপস্থ হইয়া কহিল, মহারাজ! আমি আপনা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আপনার শত্রু রণ দুর্ম্মদ পাণ্ডবগণকে অনুচরবর্গের সহিত সংহার করিতে অভিলাষ করিতেছি। কেন না, ঐ নীচস্বভাব কুন্তীপুত্রগণ পূর্ব্বে আমার পিতা রাক্ষস-প্রধান জটাসুরকে রাক্ষসমারণ-রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান-পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছে; অতএব আমিও আপনার আজ্ঞানুসারে শত্রুগণের শোণিত ও মাংসদ্বারা পিতার পূজা সমাপন পূর্ব্বক তাঁহার ঋণ পরিশোধের বাসনা করিতেছি।[৫-৮] কুরুপতি দুর্য্যোধন বারংবার সেই রাক্ষস-কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া এইরূপ কহিলেন, আমি দ্রোণ ও কর্ণাদির সহিত সমবেত হইয়া আমার শত্রু পাণ্ডবদিগের বিনাশে সমর্থ হইব।[৯] এক্ষণে তোমারে অনুমতি করিতেছি যে, তুমি রণস্থলে গমন করিয়া মানুষ ও রাক্ষস-সম্ভূত ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর ঘটোৎকচকে সংহার কর।[১০] ঐ দুরাত্মা সমরে নিয়ত পাণ্ডবদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথীদিগকে সংহার করিতেছে, অতএব অগ্রে গগণচর নিশাচরকে শমন নগরে প্রেরণ কর।[১১] কুরুরাজের এতাবৎ আদেশ শ্রবণে মহাকায় জটাসুর তনয় তাহাই হউক এই কথা বলিয়া সমরে ভীমসেন-নন্দন ঘটোৎকচকে আহ্বান-পূর্ব্বক তাহার প্রতি বহুবিধ শস্ত্র বিকীরণ করিতে লাগিল।[১২] মহারাজ! প্রচণ্ড প্রভঞ্জন যেমন জলদাবলীকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ ঘটোৎকচ একাকীই রাক্ষস অলম্বুষ, কর্ণ ও দুস্তর কৌরব-সৈন্য প্রমথিত করিতে লাগিল।[১৩] অনন্তর, মহা বলশালী অলম্বুষ ঘটোৎকচকে মায়াবল-সম্পন্ন অবলোকন করিয়া অবিলম্বে বহুবিধ শর-নিকর-দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিল।[১৪] এইরূপে তাহারে বহু সংখ্যক বাণে বিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ শর-নিকরে পাণ্ডব সৈন্য-গণকে বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইল।[১৫] সেই নিশীথ সময়ে পাণ্ডব-

সৈন্যগণ অলম্বুষের শর-প্রহারে সন্তাড়িত হইয়া সমীরণ সঞ্চালিত জলদ জালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।[১৬] ঐ সময়, কৌরব-সৈন্যগণও ঘটোৎকচের শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া হস্ত-স্থিত সহস্র সহস্র জ্বলন্ত উল্কা সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।[১৭] সেই মহা সংগ্রামে অলম্বুষ রোষাবিষ্ট হইয়া, যেরূপ অঙ্কুশ-দ্বারা মহামাতঙ্গকে আহত করে, তদ্রূপ দশ শর-দ্বারা ঘটোৎকচকে প্রহার করিল।[১৮] তদ্দর্শনে ঘটোৎকচ অলম্বুষের রথ, সারথি ও আয়ুধ সকল তিল পরিমাণে ছিন্ন করিয়া ভৈরবরবে নিনাদ করিতে লাগিল।[১৯] তৎকালে ঘটোৎকচ অকম্পিত মেরুপৃষ্ঠে-ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় কর্ণ, অলম্বুষ ও অন্যান্য সহস্র সহস্র কৌরবদিগের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল।[২০] মহারাজ! তৎকালে সেই চতুরঙ্গিণী কৌরব বাহিনী নিশাচর-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া এরূপ ক্ষুভিত হইল, যে, পরস্পর পরস্পরের উপরি বেগে নিপতিত হইয়া পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল।[২১] তদ্দর্শনে রথ ও সারথি-বিহীন জটাসুর-তনয় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎ-কচের প্রতি দৃঢ়তর এক মুষ্টি প্রহার করিলে, ভূমিকম্প সময়ে তরু-গুল্ম সমবেত পর্ব্বত যেরূপ কম্পিত হয়, তদ্রূপ ঘটোৎকচ সেই মুষ্টির দ্বারা সমাহত হইয়া সত্বরে বিচলিত হইল।[২২-২৩] সে তৎপরে শত্রুযূথ-নাশনক্ষম পরিঘাকার বাহু আস্ফালন-পূর্ব্বক অলম্বুষকে ভীষণ মুষ্টি-দ্বারা তাড়িত করিল, এবং ক্রোধভরে প্রমথিত করিয়া উচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজ-সদৃশ ভুজদণ্ড-দ্বারা অবিলম্বে ভূতলে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল।[২৪-২৫] অনন্তর, বলশালী অলম্বুষ কোন প্রকারে ঘটোৎকচের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বেগে উত্থান-পূর্ব্বক তাহার প্রতি ধাবিত হইল, এবং রোষভরে ঘটোৎকচকে উৎক্ষেপণ ও অধঃক্ষেপণ-পূর্ব্বক মহীতলে নিষ্পেষণ

করিতে লাগিল।[২৬-২৭] মহারাজ! এইরূপে বৃহৎকলেবর-সম্পন্ন নিশাচর ঘটোৎকচ ও অলম্বুষের, লোমহর্ষকর তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল।[২৮] বলি ও বাসবের ন্যায় মহাবলশালী অতীব মায়া-নিপুণ সেই দুই বীর ক্ষণে ক্ষণে পরস্পর পরস্পরাপেক্ষা অতিশয়িত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল।[২৯] তৎকালে তাহারা উভয়েই উভয়ের বধাকাঙ্ক্ষায় শত শত মায়া সৃষ্টি করিয়া কখন অগ্নি ও অম্বুনিধি, কখন গরুড় ও তক্ষক, কখন মহা মেঘ ও মহা বায়ু, কখন বজ্র ও ভূধর, কখন কুঞ্জর ও শার্দ্দূল, কখন বা রাহু ও ভানুর মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক গদা, পরিঘ, প্রাস, মুদ্গর, পট্টিশ ও গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ মুষল-প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র-দ্বারা পরস্পর প্রহার করত অতিআশ্চর্য্য রূপে যুদ্ধারম্ভ করিল। মহারাজ! এইরূপে মায়াময় রাক্ষস-প্রধান ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ কখন গজারূঢ়, কখন অশ্বারূঢ়, কখন রথারূঢ়, কখন বা পদাতি হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলে, ঘটোৎকচ অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অলম্বুষের বিনাশ-বাসনায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বেগে তাহার উপর নিপতিত হইল; এবং মহাকায় রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে গ্রহণ করিয়া উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক, রণস্থলে বিষ্ণু যেমন ময়দানবকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তাহাতে সেই ভীষণমূর্ত্তি শক্র অলম্বুষ ভৈরবরবে নিনাদ করিতে লাগিলে, অমিতপরাক্রমশালী ঘটোৎকচ অদ্ভুতাকার খড়্গোদ্যত করিয়া তাহার সেই বিকৃত দর্শন ভীষণ মস্তক কলেবর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিল। এবং রক্তাক্ত সেই মস্তক কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ত্বরাসহকারে দুর্য্যোধনের রথাভিমুখে ধাবিত হইল! হে রাজন্! তদনন্তর মহাবাহু রাক্ষস ঘটোৎকচ অলম্বুষের সেই বিকৃত-বদন ও বিকৃত কুণ্ডল ছিন্ন-মস্তক দুর্য্যোধনের রথে নিক্ষেপ করিয়া, বর্ষাকালীন-মেঘের ন্যায় ভীষণ

গর্জ্জন-পূর্ব্বক দর্পসহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিল, দুর্য্যোধন! তুমি এইমাত্র যাহার বিক্রম অবলোকন করিয়াছিলে, এই ত তোমার সেই বন্ধু নিহত হইল; এক্ষণে সেইরূপ বিক্রম-সম্পন্ন কর্ণেরো এই মত অবস্থা অবলোকন করিবে এবং তোমারেও শমন নগরে প্রেরণ করিব। আমি যতক্ষণ কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি প্রীতমনে অবস্থান কর। মহারাজ! ঘটোৎকচ এই কথা বলিয়া. কর্ণের মস্তকোপরি তীক্ষ্ণতর শত শত শরজাল বিকীরণ করিতে করিতে তদভিমুখে ধাবিত হইল। অনন্তর, সেই মনুষ্য ও রাক্ষসের, লোকবিস্ময়কর অতীব ভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল।[৩০-৪৫]

অলম্বূষ-বধে চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সূর্য্যনন্দন কর্ণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ যে, সেই নিশীথ সময়ে সমরে সমাসক্ত হইল, তাহাদিগের সেই সংগ্রাম কিরূপ হইয়াছিল?[১] আর যুদ্ধকালে সেই ঘোররূপ রাক্ষস কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং তাহার রথ, অশ্ব ও অস্ত্র সকলই বা কিরূপ ছিল?[২] অপিচ, তাহার শরাসন, রথধ্বজ অশ্বগণের দৈর্ঘ্য ও পরিসরের প্রমাণ কিরূপ? এবং তাহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণই বা কিরূপ ছিল? সঞ্জয়! তুমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণ, অতএব আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তৎ সমস্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বৃহৎকায় রাক্ষস ঘটোৎকচ ঊর্দ্ধরোমা নির্ণতোদর ও লোহিতলোচন ছিল; তাহার গণ্ডস্থল অতিশয় স্থূল, কর্ণদ্বয় শঙ্কু-সদৃশ, শ্মশ্রুলোম সিংহ-কেশরের ন্যায়, মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ ও আকর্ণবিদারিত, হনুদ্বয় সুপ্রশস্ত, তাহাতে উন্নতদন্ত চতুষ্টয় ও তীক্ষ্ণ দন্ত সকল থাকায় সে অতীব রৌদ্ররসের আধার

হইয়াছিল। তাহার জিহ্বা ও ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ এবং দীর্ঘ, ভ্রূযুগল লম্ব-মান, নাসিকা স্থূল, অঙ্গ সকল নীলবর্ণ, গ্রীবাদেশ লোহিতবর্ণ, সমস্ত কলেবর পর্ব্বতের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল।[৩-৬] সেই মহাকায় মহাবলশালী মহাবাহু বিকৃতরূপ নিশাচরের মস্তক অতিবৃহৎ, শরীরস্থ চর্ম্ম সকল অতিশয় কর্কশ, জানুর অধো মাংসলভাগ বিকট রূপে ঊর্দ্ধে আবদ্ধ, এবং কটির পশ্চাৎ ভাগ অতিশয় স্থূল ও নাভি-স্থল গূঢ় ছিল। সেই মহামায়া-বিশারদ মহান্ নিশাচর অনায়াসেই আপন অভিলষিত দ্রব্যাদির আহরণ করিতে পারিত। মহারাজ! সে পর্ব্বতের অগ্নিময়ী নানা বাহনের ন্যায় [illegible] দেশে সুবর্ণ-নির্ম্মিত নিষ্ক ও অঙ্গদ প্রভৃতি হস্তাভরণ [illegible] ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে তাহার উত্তমাঙ্গে শ্বেতবর্ণ তোরণাকৃতি বহুবিধ রত্নজড়িত হেমময় বিচিত্র এক কিরীট শোভা পাইতেছিল। সেই নিশাচর নবোদিত প্রভাকর-প্রভা-সদৃশ যুগল কুণ্ডল ও রত্নময়ী মালায় সমলঙ্কৃত হইয়া মহাপ্রভাবান্বিত বিপুল কাংস্যবর্ম্ম [illegible]-পূর্ব্বক শত শত কিঙ্কিণী-জাল-নিনাদিত, লোহিতবর্ণ ধ্বজপট-মণ্ডিত, [illegible]-পরিবেষ্টিত, উৎকৃষ্ট অস্ত্র সমস্ত পরিপূর্ণ, বহুবিধ ধ্বজমালায় সুশোভিত, অষ্ট-চক্র-সমাযুক্ত, মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দায়মান, [illegible] শত হস্ত পরি-মিত মহৎ এক রথোপরে সমারূঢ় ছিল। ঐ রথে মত্ত মাতঙ্গ-সঙ্কাশ লোহিতলোচন ইচ্ছামত বর্ণধারী অত্যন্ত বেগবান্ মহাবলশালী ভীষণমূর্ত্তি এক শত অশ্ব যোজিত ছিল। সেই [illegible] জটা-জাল-মণ্ডিত অশ্বগণ মুহুর্মুহু হ্রেষারব করিতে করিতে ঐ ঘোররূপ নিশাচরকে বহন করিতেছিল। মহারাজ! উহার সারথিও উজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত প্রদীপ্তাস্য বিরূপাক্ষ এক জন রাক্ষস। সূর্য্য-রশ্মি-সন্নিভ রশ্মি গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্বদিগকে সংযত করিতেছিল। মহারাজ! ঘটোৎকচ তাদৃশ রথ ও সারথির সহিত সমবেত হইয়া প্রকাণ্ড

মেঘখণ্ডে সংসক্ত উত্তুঙ্গ পর্ব্বত ও অরুণ-সমবেত দিবাকরের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল। উহার সমুচ্ছ্রিত সুমহান্ রথ-কেতু আকাশ-স্পর্শ করিতেছিল,[৭-১১] তদুপরি লোহিত-মস্তক মাংসাশী অতিভয়ঙ্কর একটা গৃধ্র বিরাজমান ছিল। ঘটোৎকচ তাদৃশ রথে সমারূঢ় হইয়া, বিস্তারে এক হস্ত, দৈর্ঘে দ্বাদশ অরত্নি পরিমিত সাক্ষাৎ ইন্দ্রাশনি-সদৃশ শব্দায়মান দৃঢ়তর জ্যাযুক্ত শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক রথাক্ষ পরিমিত শর-সমূহ-দ্বারা দিক্ সকল সমাচ্ছাদিত করিতে করিতে সেই বীর বিনাশিনী রজনী সময়ে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধবমান হইল। মহারাজ! সে স্বীয় রথে অবস্থিত হইয়া ধনুর্বিক্ষেপ করিতে লাগিলে, তৎকালে সমস্ত শব্দ স্তম্ভিত হইয়া বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ একমাত্র শরাসন-নির্ঘোষই শ্রুত হইতে লাগিল। তাহাতে আপনার পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যগণ সন্ত্রাসিত হইয়া সাগর-তরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তখন রাধা-নন্দন কর্ণ ত্বরাবান্ হইয়া সেই ভীষণমূর্ত্তি বিকট লোচন নিশা-চরকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া অবলীলাক্রমে তাহারে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতঙ্গ ও যূথপতি বৃষভ যেমন প্রতিপক্ষ মাতঙ্গ ও বৃষভের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ কর্ণ শর বর্ষণ করিতে করিতে শরজাল বিকীরণকারী ঘটোৎকচের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। হে প্রজানাথ! তৎকালে কর্ণ ও রাক্ষসের, ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়েই মহাবেগ-সম্পন্ন ভীষণ নিস্বন শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের মহাস্ত্র-দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর, আকর্ণাকৃষ্ট নিক্ষিপ্ত সন্নতপর্ব্ব শর-নিকর-দ্বারা পরস্পর পরস্পরের কাংস্য-নির্ম্মিত অঙ্গাবরণ ভেদ করিয়া কলেবর বিদারণ করিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। যেমন শার্দ্দূল-দ্বয় নখ-দ্বারা ও মাতঙ্গদ্বয় দন্ত-দ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ, তাঁহারা রথশক্তি ও বিশিখজাল বর্ষণ-পূর্ব্বক উভয়েই উভয়কে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা কখন শর সন্ধান, কখন গাত্রচ্ছেদ, কখন বা পরস্পর পরস্পরকে শরানলে দগ্ধ করত জনগণের দুষ্প্রেক্ষণীয় হইয়া উঠিলেন। অধিক কি, তৎকালে উভয়েই শরবিক্ষত-সর্ব্বাঙ্গ ও শোণিতে পরিপ্লুত হইয়া লোহিত-সলিল-স্রাবী গৈরিকাচল-যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরস্পর পীড়িত মহাদ্যুতি-সম্পন্ন সেই উভয় বীরই উভয়ের দেহ ভেদ করিলেন বটে, কিন্তু প্রযত্নপর হইয়াও কেহ কাহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না।

মহারাজ! প্রাণপণ-কারী কর্ণ ও ঘটোৎকচের প্রবৃত্ত সেই রাত্রি-যুদ্ধ দীর্ঘকাল সমভাবেই হইল; পরন্তু ঘটোৎকচ অনাসক্ত-ভাবে তীক্ষ্ণতর শরসমূহ সন্ধান ও বিমোচন করিতে লাগিলে, তৎকালে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই তাহার সেই কার্ম্মুক নির্ঘোষে সাতিশয় ভীত হইল। মহারাজ! অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর কর্ণ যখন কোন প্রকারেই ঘটোৎ-কচকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, তখন সুতরাং দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভাব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমতনয় রাক্ষস ঘটোৎকচ, কর্ণ-কর্ত্তৃক দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভাব অবলোকন করিয়া মহামায়া প্রাদুর্ভাব করিল। তাহাতে সে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে শূল, মুদ্গর, পাদপ ও পাষাণ-পাণিভীষণ মূর্ত্তি মহতী রাক্ষসীসেনায় পরিবৃত হইল; নরপতিগণ উগ্র-তর কালদণ্ড-ধারী ভূতান্তকর অন্তকের ন্যায় তাহাকে তাদৃশ সেনায় পরিবৃত হইয়া উদ্যত শরাসন হস্তে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সকলেই ব্যথিত হইলেন। এমন কি, ঐ সময় তাহার মৃগেন্দ্র নি-নাদে ভীত হইয়া মাতঙ্গগণও মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং সৈন্যগণ অতিমাত্র কাতর হইল। অনন্তর, সেই সময়ে রাত্রিকাল-

প্রযুক্ত সমধিক বল সম্পন্ন রাক্ষস সৈন্য-কর্ত্তৃক রণস্থলের চতুর্দ্দিক্ হইতে অতীব ঘোরতর শিলাবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল; লৌহময় চক্র, ভুষণ্ডী, শক্তি, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র সকল অবিচ্ছেদে পতিত হইতে লাগিল। মহারাজ! আপনার পুত্রগণ ও সমস্ত যোধগণ সেই অতি ভয়াবহ উগ্রতর যুদ্ধ অবলোকন করিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে, কেবল্ একমাত্র অস্ত্রবলশ্লাঘী কর্ণ কাতর হইলেন না;[১৮-৪১] প্রত্যুত শর-বৃষ্টি-দ্বারা ঘটোৎকচ-সম্ভূত মায়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। মায়া বিনষ্ট হইলে, ঘটোৎকচ অমর্ষান্বিত হইয়া সূতপুত্রের প্রতি ঘোরতর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল, তৎসমস্তই উঁহার শরীরে প্রবৃষ্ট হইল। মহারাজ! সেই সকল বাণ কর্ণের কলেবর ভেদ পূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। তখন, লঘুহস্ত প্রতাপবান্ কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘটোৎকচকে অতিক্রম-পূর্ব্বক দশশর-দ্বারা তাহার কলেবর ভেদ করিলেন। ঘটোৎকচ সূতপুত্র-কর্ত্তৃক মর্ম্মস্থলে তাড়িত ও অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া তাঁহার বিনাশ-বাসনায় ক্রোধভরে নবোদিত তপন তুল্য মণিরত্ন-জড়িত এক সহস্র অর-সমন্বিত দেব-নির্ম্মিত ক্ষুরধার এক চক্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহারাজ! যেমন দুর্ভাগ্য জনের মনোরথ ব্যর্থ হইয়া যায়, তদ্রূপ অতি বেগোদ্ভ্রামিত সেই চক্র কর্ণের শরপ্রভাবে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। চক্র নিষ্ফল হইল অবলোকন করিয়া ঘটোৎকচ অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া রাহু যেমন ভাস্করকে আবরণ করে তদ্রূপ শরজালে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। ঐরূপ রুদ্র, উপেন্দ্র ও ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী সূতনন্দন কর্ণও অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে ঘটোৎকচের রথ-খানিকে সত্বরে শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সমাবৃত করিলেন। তাহাতে

ঘটোৎকচ রোষাবিষ্ট হইয়া হেমাঙ্গদ-বিভূষিত এক গদা উদ্ভ্রামিত করিয়া নিক্ষেপ করিলে, তাহাও কর্ণের শরাভিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল অনন্তর, মহাকায় ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় গর্জ্জন-পূর্ব্বক নভস্তল হইতে বৃক্ষ-বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সূতনন্দন প্রভাকর যেমন কর নিকর দ্বারা মেঘমণ্ডল ভেদ করেন, তদ্রূপ অম্বরস্থিত মায়াকুশল ভীমসেন-তনয়ের কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন, এবং তাহার অশ্ব সকল নিহত ও রথখানিকে শতধা ছিন্ন করিয়া ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ঘটোৎকচের কলেবরে দুই অঙ্গুলী স্থানও এরূপ ছিল না, যাহা কর্ণের শরে নির্ভিন্ন হয় নাই, অধিক কি, সে মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে কণ্টকাবৃত শল্লকির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! তৎকালে, অশ্ব, রথ, ও ধ্বজসমেত ঘটোৎকচ কর্ণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে কোন ব্যক্তিই তাহাকে নয়ন গোচর করিতে পারিল না। পরন্তু মায়াকুশল ঘটোৎকচ স্বীয় অস্ত্র-প্রভাবে কর্ণপ্রেরিত দিব্যাস্ত্র দূরীকৃত করিয়া মায়াবল-দ্বারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে সে মায়া ও লাঘব-দ্বারা কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলে, নভোমণ্ডল, হইতে অলক্ষিতরূপে অসংখ্য শরজাল নিপতিত হইতে লাগিল।

হে কুরুসত্তম! সুমহৎ মায়াবল-সম্পন্ন সেই বৃহৎকায় নিশাচর এইরূপ মায়া-প্রভাবে সমস্ত সৈন্য বিমোহিত করিয়া সমরস্থলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মুখমণ্ডল স্বভাবতই অশুভ দর্শন ছিল, তাহাতে আবার সে বিকটাকার মুখব্যাদান করিয়া সূতপুত্র-প্রেরিত সমস্ত দিব্যাস্ত্র মায়াবলে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তৎপরেই সেই বৃহৎকায় নিশাচর সমরে নিরুৎসাহ ও গতাসুবৎ

শতধা ছিন্ন হইয়া গগণমণ্ডল হইতে পতিত হইতে দৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে কুরুপুঙ্গবগণ তাহারে নিহত মনে করিয়া নিনাদ করিতে লাগিলে, সে তৎক্ষণাৎ মায়াকল্পিত অপর বহুসংখ্যক নূতন দেহ ধারণ-পূর্ব্বক এককালীন সমস্ত দিকেই দৃষ্ট হইতে লাগিল। সে মায়া-প্রভাবে কখন এক শত মস্তক, এক শত উদর ও বৃহৎ কলেবর ধারণ-পূর্ব্বক মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল, কখন অঙ্গুষ্ঠমাত্র হইয়া পুনর্ব্বার উদ্ধৃত সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বক্রভাবে ঊর্দ্ধে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কখন বা বসুন্ধরা বিদারণ পূর্ব্বক সলিল-মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ক্ষণকাল পরে অন্যস্থানে উত্থান-পূর্ব্বক পুনরায় সেই স্থলেই দৃষ্টিগোচর হইল। এইরূপে সেই নিশাচর মায়াবলে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্ সকল বিচরণ-পূর্ব্বক পরিশেষে প্রকাশ্যরূপে বদ্ধসন্নাহ হইয়া পুনরায় হেমপরিষ্কৃত রথে অবস্থিত হইল, এবং কর্ণে দোদুল্যমান কুণ্ডল-যুগল ধারণ করিয়া সূতপুত্রের রথ-সমীপে গমন পূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে কহিল; অহে সূত-নন্দন! অবস্থান কর, এক্ষণে আমার নিকট হইতে জীবনসত্ত্বে আর কোথায় গমন করিবে? অদ্য সংগ্রামে আমি তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনয়ন করিব।

মহারাজ! ক্রূর পরাক্রম-শালী ঘটোৎকচ এই বাক্য বলিয়া রোষারুণ-নয়নে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া বিকৃতস্বরে হাস্য করিতে লাগিল, এবং মৃগেন্দ্র যেমন গজেন্দ্রকে আঘাত করে, তদ্রূপ কর্ণের প্রতি শরাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল।[৪২.৬৯] ঐ সময়, ধারাবর্ষী ধারাধরের ন্যায় ঘটোৎকচ রথি-প্রবর কর্ণের প্রতি রথাক্ষ-পরিমিত শস্ত্র-সকল বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কর্ণ উহা নিকটস্থ না হইতে হইতেই নিরাকৃত করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণ-কর্ত্তৃক মায়া প্রতিহত হইল অবলোকন করিয়া ঘটোৎকচ পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া

মায়াস্তরের সৃষ্টি করিল। তৎকালে সে মায়াবলে শূল, প্রাস, অসি ও মুষল-প্রভৃতি শস্ত্র-রূপ জল-প্রস্রবণ ব্যাপৃত বহুতর শিখর সুশোভিত তরুগণ সমাকীর্ণ অতিশয় উচ্চ মহৎ এক পর্ব্বতরূপ ধারণ করিল। মহারাজ! কর্ণ অঞ্জনচয়-সন্নিভ প্রপাতস্থলদ্বারা উগ্রতর শস্ত্রসলিল-প্রবাহবান্ সেই অচল অবলোকন করিয়া কিছু মাত্র ক্ষুভিত হইলেন না; প্রত্যুত, উৎসাহ-সহকারে দিব্যাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন।[৭০-৭৪] সেই অস্ত্রপ্রভাবে শৈলেন্দ্র বহুধা বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণকাল-মধ্যে বিনষ্ট হইল। তদ্দর্শনে ঘটোৎকচ নভোমণ্ডলে ইন্দ্রায়ুধ-সুশোভিত নীল জলধর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তথা হইতে সূতপুত্রের প্রতি উগ্রতর প্রস্তরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন অস্ত্রজ্ঞপ্রবর মহাতেজা সূর্য্যনন্দন কর্ণ বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক সেই কালস্বরূপ মেঘমণ্ডল দূরীকৃত করিলেন।[৭৫] তৎপরে তিনি শরবৃষ্টি-দ্বারা দশ দিক্ সমাচ্ছাদিত করিয়া ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত সমুদায় অস্ত্র প্রতিহত করিলেন।

অনন্তর, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন-তনয় রণাঙ্গনে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া মহারথী কর্ণের প্রতি মহামায়া প্রকাশ করিল। তৎকালে, রথিপ্রবর ঘটোৎকচ অশ্বারূঢ়, গজারূঢ় ও রথারূঢ় বিবিধ কবচ-বিভূষিত নানা শস্ত্রধারী মত্তমাতঙ্গ-তুল্য পরাক্রমশালী সিংহ ও শার্দ্দূলসদৃশ ভীষণ-মূর্ত্তি বহু সংখ্যক ক্রূর নিশাচর সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া মরুৎ গণ পরিবৃত বাসবের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে রথারোহণ-পূর্ব্বক পুনরায় আগমন করিতেছে অবলোকন করিয়া মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ অনাকুলিত-ভাবে তাহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।[৭৬-৮২] ঘটোৎকচ কর্ণকে প্রথমে লৌহময় পঞ্চ বাণে বিদ্ধ ও সমস্ত পার্থিবগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া ভৈরবরবে নিনাদ করিতে লাগিল।[৮৩] তৎপরে, ত্বরান্বিত হইয়া অঞ্জলিকাস্ত্র-দ্বারা

কর্ণের করস্থিত শর ও সগুণ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিল।[৮৪] তখন কর্ণ দৃঢ়তর ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ সুদীর্ঘ অতীব ভারসহ মহৎ এক শরাসন গ্রহণ করিয়া বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করত নভোচর নিশাচরদিগের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খান্বিত শত্রুঘাতী শর নিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।[৮৫.৮৬] মহারাজ! পীনবক্ষা রাক্ষসগণ সেই সকল শর-নিকরে নিপীড়িত হইয়া মৃগেন্দ্র প্রপীড়িত বন্য-গজযূথের ন্যায় আকুলিত হইয়া উঠিল।[৮৭] যুগান্ত সময়ে ভগবান্ বহ্নি যেমন সমস্ত প্রাণীগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সমরদক্ষ সূতনন্দন তুরঙ্গ, মাতঙ্গ সহিত রাক্ষসগণকে বল-পূর্ব্বক শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।[৮৮] হে রাজন্! পূর্ব্বকালে দেবদেব মহেশ্বর যে রূপ আকাশস্থিত ত্রিপুর দগ্ধ করিয়া শোভা পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ সূতনন্দন কর্ণও রাক্ষসীসেনা সংহার করিয়া শোভমান হইলেন;[৮৯] অধিক কি, ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপগণ-মধ্যে ভয়ানক বল বীর্য্য-সম্পন্ন ক্রুদ্ধ কৃতান্ত-সদৃশ মহাবলশালী রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ব্যতীত কোন ব্যক্তি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হয়েন নাই।[৯০.৯১] তৎকালে সেই নিশাচর এমন ক্রুদ্ধ হইল যে, মহোল্কা নিঃসৃত সশিখতৈলবিন্দুর ন্যায় তাহার নয়ন যুগল হইতে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল।[৯২] অনন্তর সে পিশাচ-বদনাকৃতি গজ-সদৃশ বৃহৎকায় বহুসংখ্যক খর সংযোজিত মায়াকল্পিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ক্রোধে অধর দংশন ও করতল-ধ্বনি করত সারথিকে কহিল, আমায় সূতপুত্র সমীপে লইয়া চল।[৯৩-৯৪] হে প্রজানাথ! সেই রথিপ্রবর নিশাচর এইরূপ ঘোর-রূপ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পুনরায় সূতপুত্রের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধার্থে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া দুই যোজন উচ্চ এক যোজন আয়ত অষ্টচক্র সমন্বিত সকেশর কদম্ব-

কুসুম-সদৃশ বহুল শূলাস্ত্র-সমাচিত লৌহময় মহা ভয়ঙ্কর রুদ্র-নির্ম্মিত এক অশনি গ্রহণ-পূর্ব্বক সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল।[৯৬.৯৭] তদ্দর্শনে কর্ণ মহৎ শরাসন সংস্থাপন-পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশনি ধারণ করিয়া পুনরায় উহা ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল।[৯৮] পরন্তু কর্ণকর-নির্ম্মুক্ত সেই মহা প্রভাব-শালী অশনি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ ভস্মসাৎ করিয়া বসুন্ধরা বিদারণ-পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইল, তাহাতে দেবগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন।[৯৯] অধিক কি, তৎকালে সূত-নন্দন সহসা লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক দেব-নির্ম্মিত সেই মহাশনি ধারণ করিলেন, বলিয়া প্রাণি-মাত্রেই তাঁহার প্রশংসা করিল।[১০০]

অনন্তর শত্রুতাপন কর্ণ রণস্থলে এইরূপ দুষ্কর কার্য্য করিয়া পুনরায় রথারোহণ-পূর্ব্বক ঘটোৎকচের প্রতি নারাচ-নিচয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।[১০১] হে মানদ কৌরবেশ্বর! সেই ভীমদর্শন সমরে কর্ণ যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিলেন, সমস্ত প্রাণিমধ্যে কোন ব্যক্তিই সেরূপ করণে সমর্থ নহেন।[১০২] সে যাহা হউক, অচল যেমন অবিশ্রান্ত বারিধারায় সমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ ঘটোৎকচ কর্ণের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত নারাচ-নিচয়ে আচ্ছন্ন হইয়া ইন্দ্রজাল-সম্ভূত বস্তুর ন্যায় পুনরায় অন্তর্হিত হইল।[১০৩] হে রাজন্! সুমহৎ মায়াবল-সম্পন্ন অরাতি-নিসূদনকারী সেই নিশাচর এইরূপে মায়া ও লাঘব-দ্বারা সূতপুত্র-প্রেরিত সমস্ত দিব্যাস্ত্র সংহার করিতে লাগিল।[১০৪] পরন্তু, মায়াপ্রভাবে বারম্বার অস্ত্র সকল বিনষ্ট হইলেও কর্ণ অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।[১০৫] তদ্দর্শনে মহাবলশালী ভীমসেন-তনয় ক্রোধান্বিত হইয়া সমস্ত মহারথদিগকে সন্ত্রাসিত করত আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করিল।[১০৬] তাহাতে সিংহ,

ব্যাঘ্র, তরক্ষু, অগ্নি-জিহ্ব ভুজঙ্গ ও লৌহমুখ-বিহঙ্গ-প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতে লাগিল।[১০৭] মহারাজ! সে তাদৃশভাবে উপস্থিত হইলেও কর্ণের চাপচ্যুত শর-নিকরে সমাকীর্ণ হইয়া সম্মুখ সমরে অবস্থান করিতে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত ইন্দ্রজাল-সম্ভূত নগর, পর্ব্বত ও অরণ্যের ন্যায় তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।[১০৮] তৎপরেই বিকৃতানন বহু সংখ্যক নিশাচর, পিশাচ, শালাবৃক ও বৃক-রূপে কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক্ হইতে ধাবিত হইতে লাগিল। অপিচ তৎকালে তাহারা শোণিতলিপ্ত বহুবিধ ভয়ঙ্কর আয়ুধ সকল উদ্যত করিয়া তাঁহারে কঠোর বাক্যের দ্বারা ত্রাসিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহা-দিগের প্রত্যেককে বহুসংখ্যক শর-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন।[১০৯-১১১] অনন্তর, দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে রাক্ষসীমায়া প্রতিহত করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর-নিকর-দ্বারা ঘটোৎকচের অশ্ব সকল সমাহত করিতে আরম্ভ করিলেন।[১১২] অশ্বগণ কর্ণের শর-প্রহারে ভগ্ন-পৃষ্ঠ ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ঘটোৎকচের সমক্ষেই ধরাতলে নিপতিত হইল।[১১৩] মহারাজ! এইরূপে মায়া বিনষ্ট হইলে হিড়িম্বা-তনয়, কর্ণকে "এই আমি তোমার মৃত্যুবিধান করিতেছি," এই কথা বলিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইল।[১১৪]

কর্ণঘটোৎকচ যুদ্ধে পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের তাদৃশ সংগ্রাম সময়ে বীর্য্যশালী রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ পূর্ব্বতন বৈরভাব স্মরণ করিয়া নানাবেশ-ধারী পরাক্রান্ত সহস্র সহস্র বিকৃতরূপ

সুমহৎ রাক্ষস সৈন্যে পরিবৃত হইয়া দুর্য্যোধনের সমীপে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে ভীমসেন উহার জ্ঞাতি বিক্রমশালী ব্রহ্মঘাতী বক ও কিম্মীর এবং তাহার সখা মহাতেজা হিড়িম্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন; এক্ষণে সে নিশাযুদ্ধের বিষয় অবগত হইয়া সেই চিরসঞ্চিত জ্ঞাতিবধ অনুস্মরণ-পূর্ব্বক সংগ্রামে ভীমসেনকে সংহার করিতে অভিলাষ করিল। সেই মত্তমাতঙ্গ-তুল্য নিশাচর সমরাভিলাষে ভুজঙ্গের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট এইরূপ আবেদন করিল। মহারাজ! পূর্ব্বে ভীমসেন আমার বান্ধব নিশাচর বক, কিম্মীর ও হিড়িম্বকে যেরূপে সংহার করে, তৎসমস্তই আপনার বিদিত আছে; বিশেষত সে অন্যান্য নিশাচর ও আমাদিগের অবমাননা করিয়া কন্যাকালে হিড়িম্বার ধর্ম্মলোপ করিয়াছে, অতএব অদ্য আমি হস্তী, অশ্ব, রথ ও অনুচরবর্গের সহিত তাহাকে এবং অমাত্যগণ সমেত হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচকে বিনাশ করিব বলিয়া স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অদ্য আমি বাসুদেব-প্রমুখ কুন্তীপুত্রগণকে বিনাশ-পূর্ব্বক অনুচর বর্গের সহিত মিলিত হইয়া ভক্ষণ করিব। অতএব আপনি স্বীয় সৈন্যগণকে সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করুন, আমরা পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করিব।[১-১০] ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত্ত রাজা দুর্য্যোধন অলায়ুধের বাক্য শ্রবণে প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক কহিলেন।[১১] হে বীর! আমার সৈন্যগণ সকলেই বৈরনির্যাতনে সমুৎসুক হইয়াছে, সুতরাং কোন ক্রমেই স্থিরচিত্তে সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আমরা তোমার সৈন্যগণকে ও তোমাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শত্রুদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব।[১২]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলায়ুধ রাজা দুর্য্যোধনকে "তাহাই হউক," এই কথা বলিয়া ঘটোৎকচের যাদৃশ শরীর তাদৃশ,

প্রদীপ্ত কলেবর ধারণ-পূর্ব্বক ভাস্কর-তুল্য ভাস্বর রথে সমারূঢ় হইয়া নরভোজি রাক্ষসসৈন্য সমভিব্যাহারে ত্বরাসহকারে ভীম-তনয় ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইল।[১৩-১৪] অলায়ুধেরো সেই মহারথ এক নল্ব পরিমিত অনুপম নির্ঘোষবান্, ভল্লুকচর্ম্মে সমাবৃত ও বহুসংখ্যক তোরণচিত্রিত ছিল।[১৫] তাহার রথযোজিত অশ্বগণও ঘটোৎকচের অশ্বের ন্যায় শীঘ্রগামী, হস্তিতুল্য বৃহৎকায় রাসভ-সদৃশ নিনাদকারী ও মাংসশোণিত ভোজী এবং সংখ্যাতেও এক শত অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।[১৬] তাহার সেই সুমহৎ শরাসনও ঘটোৎকচের শরাসনের ন্যায় দৃঢ়তর জ্যাযুক্ত ও সুবর্ণ-দ্বারা উত্তাপিত, রথনিস্বন মহামেঘগর্জ্জন-সদৃশ এবং শর সকল অক্ষপরিমিত, শিলাশাণিত ও স্বর্ণপুঙ্খান্বিত, ঐরূপ, পুরোবর্ত্তী রথধ্বজও অনল ও তপন-তুল্য প্রদীপ্ত এবং গোমায়ুদলে পরিরক্ষিত ছিল। সে নিজেও ঘটোৎকচের তুল্য সুমহৎ ভুজ-সম্পন্ন, শূর, শ্রীমান্ ও লোকব্যাকুল-জনক দীপ্তাস্য ছিল।[১৮.১৯] মহারাজ! তৎকালে সেই মাতঙ্গ-সদৃশ কলেবর-ধারী রাক্ষস অলায়ুধ উজ্জ্বল কিরীট ও অঙ্গদাদি অলঙ্কার এবং উষ্ণীষ ও মালা-প্রভৃতি বিবিধ পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া, শরাসন, সকোষ খড়্গ, গদা, ভুষণ্ডী, মুষল ও হল-প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র গ্রহণানন্তর পূর্ব্ববর্ণিত অনলতুল্য দেদীপ্যমান রথে সমারূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিকে পাণ্ডবসেনা বিদ্রাবিত করত নভোমণ্ডল স্থিত চপলাযুক্ত ভ্রাম্যমাণ জলধরের ন্যায় রণাঙ্গনে বিরাজ করিতে লাগিল।[২০.২১] তদ্দর্শনে অস্মৎপক্ষীয় মহাবলশালী প্রধান প্রধান নরপতিগণও চর্ম্ম ও বর্ম্মাদি-দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল।[২২]

অলায়ুধযুদ্ধ প্রবেশে ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৬॥

—

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ সেই ভীমকর্ম্মা নিশাচরকে সমরে সমাগত সন্দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।[১] এবং দুর্য্যোধন-প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ, সিন্ধু সন্তরণেচ্ছু প্লব বিহীন মানবগণের প্লব প্রাপ্তির ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের পুনর্জ্জন্ম মনে করিয়া তাহাকে স্বাগতাদি প্রশ্ন-দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন।[২.৩] হে ভারত! কর্ণ ও ঘটোৎকচ সম্ভূত দুর্দ্দর্শনীয় মহা ভয়ঙ্কর অলৌকিক সেই রাত্রি-যুদ্ধ সময়ে হিড়িম্বানন্দনের তাদৃশ দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া শত্রুপক্ষীয় নৃপগণ সমবেত পাঞ্চালগণ বিস্মিত হইয়া মধ্যস্থের ন্যায় কেবল দর্শক হইয়া রহিল, এবং আপনার পক্ষীয় দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথিগণ সম্ভ্রান্ত হইয়া "এই সমস্তই বিনষ্ট হইল," এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন॥[৪.৬] বিশেষত আপনার সৈন্যগণ কর্ণের জীবন রক্ষা বিষয়ে নিরাশ হইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠা-প্রযুক্ত অচেতনের ন্যায় হাহাকার করিতে লাগিল।[৭] ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে অতিমাত্র নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে আহ্বান-পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, ঐ অবলোকন কর বৈকর্ত্তন কর্ণ হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের সহিত সমরে সমাসক্ত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন, তথাপি অস্মৎ-পক্ষীয় শূর পার্থিবগণ ভীমসেন নন্দন ঘটোৎকচের বহুবিধ শস্ত্র-দ্বারা সমাহত হইয়া গজভগ্ন পাদপ-সমূহের ন্যায় রণস্থলে নিপতিত হইতেছেন।[৮.১০] অতএব হে বীর! ঐ পাপাত্মা ঘটোৎকচ মায়াবল অবলম্বন পূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত শত্রুকর্ষণ কর্ণকে সংহার করিতে না পারে, তাহার পূর্ব্বেই তুমি বিক্রম প্রকাশ করিয়া উহারে সংহার কর; কেননা তোমার অনুমতিক্রমেই ঐ নিশাচরকে সংগ্রামে

তোমার ভাগরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি।[১১-১২] রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ আদেশ করিলে ভীমপরাক্রম মহাবাহু রাক্ষস অলায়ুধ তাহা স্বীকার করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইল।[১৩] ভীমসেন-নন্দন ঘটোৎকচও সমরে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া সমাগত শত্রু অলায়ুধকে শর-নিকর-দ্বারা নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল।[১৪] মহারাজ! তৎ-কালে রোষাবিষ্ট রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের কানন মধ্যে করিণীর কারণ মত্তমাতঙ্গ-যুগলের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।[১৫]

এদিকে রথিপ্রবর কর্ণ নিশাচর হইতে মুক্ত হইয়া তপন-তুল্য জ্যোতিষ্মান্ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ভীমসেনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।[১৬] মহারাজ! কর্ণ তাদৃশ ভাবে আগমন করিতে লাগিলেও যোধগণাগ্রগণ্য ভীমসেন সিংহকবলিত গোবৃষের ন্যায় স্বীয় পুত্র ঘটোৎকচকে অলায়ুধগ্রস্ত অবলোকন করিয়া কর্ণকে উপেক্ষা করিয়া ভাস্কর সন্নিভ ভাস্বর রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অসংখ্য শরজাল বিস্তার করিতে করিতে অলায়ুধের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।[১৭-১৮] অলায়ুধ ভীমসেনকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে তাঁহারে আহ্বান করিল।[১৯] রাক্ষসান্ত-কারী ভীমসেন সৈন্যগণ-সমবেত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে সহসা আক্রমণ-পূর্ব্বক শরনিকরে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন।[২০] সেই-রূপ অলায়ুধও বারম্বার ভীমসেনের প্রতি শিলাধৌত সরল গামী শর সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল,[২১] এবং তাহার অনুচর ভীম-মূর্ত্তি রাক্ষসগণও কৌরবদিগের জয়াভিলাষী হইয়া নানা প্রহরণ গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইল।[২২] মহাবলসালী ভীম-সেন এইরূপে রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে শাণিত পঞ্চ পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিলেন।[২৩] খরবংশীয় নিশাচরগণ

ভীমের শরনিকরে বধ্যমান হইয়া তুমুল নিনাদ করিতে করিতে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।[২৪] মহাবলবান্ রাক্ষস অলায়ুধ স্বীয় সৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত সমীক্ষণ করিয়া বেগে অভিদ্রুত হইয়া ভীমসেনকে শরজালে সমাকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।[২৫] তদ্রূপ ভীমসেনও তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্র শরসমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলে অলায়ুধ সেই নিক্ষিপ্ত শরনিকর মধ্যে কতকগুলি শর-দ্বারা ছিন্ন ও কতকগুলি ত্বরাসহকারে গ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে, ভীমপরাক্রম ভীমসেন বজ্রবেগগামী গদা গ্রহণ করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! অলায়ুধ অগ্নিজ্বালা-সমাকুল সম্মুখে আপতিত সেই গদাকে স্বীয় গদা-দ্বারা তাড়িত করিলে, উহা ভীমের প্রতিই ধাবমান হইল। অনন্তর কুন্তীনন্দন ভীম, রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে অসংখ্য শরজালে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন।[২৬-২৭] নিশিত শর নিকরে তৎসমস্তই নিষ্ফল করিল।

সেই নিশা সময়ে ভীম-পরাক্রম নিশাচরগণ রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধের আদেশানুসারে পাণ্ডব-পক্ষীয় হস্তী সকল বিনাশ করিতে লাগিল। তৎকালে, বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ, তুরঙ্গ এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-প্রভৃতি যোধগণ নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া কোন ক্রমেই শান্তি লাভ করিতে পারিল না। পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব সেই মহাভয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম উপস্থিত অবলোকন করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, অর্জ্জুন ঐ অবলোকন কর, মহাবাহু ভীমসেন নিশাচর অলায়ুধের বশীভূত হইয়াছেন, অতএব তুমি অবিচারিত-চিত্তে উহাঁর সাহায্যার্থে গমন কর। হে পুরুষশার্দ্দূল! তোমার আদেশক্রমে মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও দ্রৌপদী-পুত্রগণ একত্র মিলিত হইয়া কর্ণের প্রতিপক্ষে গমন করুক এবং বীর্য্যশালী যুযুধান, নকুল ও

সহদেব অলায়ুধের অনুচর রাক্ষসগণকে সংহার করুক। আর দ্রোণ-পুরোবর্ত্তী এই ব্যূহিত সৈন্যগণকে তুমি স্বয়ংই নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হও; কেন না, এক্ষণে মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে, উল্লিখিত মহারথিগণ যথা নির্দেশানুসারে বৈকর্ত্তন কর্ণ ও নিশাচরগণের প্রতি ধাবিত হইলেন।

মহারাজ! ঐ সময় মহাবলশালী প্রতাপবান্ রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ আশীবিষোপম শর-সমূহ-দ্বারা ভীমসেনের শরাসন, অশ্ব ও সারথি সংহার করিয়া ফেলিল। অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, ভীমসেন রথনীড় হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গুরুতর এক গদা গ্রহণ করিয়া গর্জ্জন-করত নিশাচরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাগদা ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতে করিতে আপতিত হইতে লাগিলে, ঘোররূপ নিশাচর অলায়ুধ স্বীয় গদা-দ্বারা উহা প্রতিহত করিয়া নিনাদ করিয়া উঠিল। মহারাজ! ভীমসেন নিশাচরশ্রেষ্ঠ অলায়ুধের তাদৃশ ঘোরতর ভয়াবহ কার্য্য সন্দর্শন করিয়া আহ্লাদিত-চিত্তে পুনরায় গদা গ্রহণ করিলেন। এইরূপে সেই নর ও নিশাচরের তুমুল সং-গ্রাম হইতে লাগিল।[৩০.৪৩] গদানিপাত শব্দে ভূমণ্ডল অতিমাত্র কম্পিত হইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা উভয়েই অমর্ষান্বিত হইয়া গদা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ-পূর্ব্বক, বজ্র-নিনাদিত মুষ্টি-দ্বারা প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং রথ-চক্র, যুগকাষ্ঠ, অক্ষ, অধিষ্ঠান ও উপস্কর-প্রভৃতি নিকটে যে যে দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন, তৎ সমস্তই গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ-পূর্ব্বক মহামত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পুনঃপুন আকর্ষণ করিতে লাগিলে, উভয়েরই কলেবর হইতে নিরন্তর রুধিরধারা বিগলিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব-হিতৈষী হৃষী-

কেশ তাহা অবলোকন করিয়া ভীমসেনের রক্ষার্থে ঘটোৎকচের প্রতি এই মত আদেশ করিলেন।[৪৪-৪৮]

ভীম অলায়ুধ-যুদ্ধে সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৭ ॥

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব সংগ্রামে ভীমসেনকে রাক্ষসগ্রস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন, হে তেজস্বি-শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ঘটোৎকচ! ঐ অবলোকন কর, ভীমসেন তোমার ও সমস্ত সৈন্যের সমক্ষেই নিশাচরের বশীভূত হইতেছেন; অতএব তুমি এক্ষণে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে সংহার কর; পশ্চাৎ কর্ণকে বিনাশ করিবে।[১-৩] বাহুশালী ঘটোৎকচ বৃষ্ণি-নন্দন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সংগ্রামে কর্ণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বক-ভ্রাতা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলায়ুধের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল।[৪] অনন্তর, সেই নিশা সময়ে সেই দুই জন নিশাচরের অতি উগ্রতর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।[৫] ঐ সময় অলায়ুধের সৈনিক শূর ভীমদর্শন নিশাচরগণ ধনুষ্পাণি হইয়া আপতিত হইতে লাগিলে, গৃহীতাস্ত্র মহারথী সাত্যকি, নকুল ও সহদেব অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া নিশিত শর-নিকর-দ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন।[৬-৭] এদিকে কিরীটমালী বীভৎসু চতুর্দ্দিকে শরজাল বিকীরণ করিয়া প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়দিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলি-লেন।[৮] ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চাল-পক্ষীয় মহারথী নরপতিগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।[৯] ভীম-পরাক্রম ভীমসেন তাঁহাদিগকে বধ্যমান অবলোকন করিয়া শরবৃষ্টি করিতে করিতে দ্রুতবেগে কর্ণাভিমুখে ধাবমান হইলেন।[১০] মহা-

রাজ! ঐ সময় মহারথী সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ক্ষণ কাল মধ্যে নিশাচরদিগকে সংহার করিয়া যে স্থানে সূতপুত্র অবস্থিত ছিলেন, তথায় উপনীত হইলেন।[১১] অনন্তর, তাঁহারা কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, পাঞ্চালগণ দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইল।

এদিকে অলায়ুধ অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া বৃহৎ এক পরিঘ-দ্বারা অরাতিতাপন ঘটোৎকচের মস্তকে তাড়িত করিল।[১২] বীর্য্যবান্ ভীম-তনয় পরিঘ-দ্বারা সমাহত হইয়া মূর্চ্ছিত প্রায় হইল; তৎ পরে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া শতঘণ্টা-সমলঙ্কৃত দীপ্তাগ্নি সঙ্কাশ কাঞ্চন-বিভূষিত এক গদা গ্রহণ করিয়া অলায়ুধের প্রতি নিক্ষেপ করিল।[১৩.১৪] মহারাজ! সেই গদা ভীমকর্ম্মা ঘটোৎকচ-কর্তৃক বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া মহা শব্দ সহকারে অলায়ুধের অশ্ব, সারথি ও রথ চূর্ণিত করিয়া ফেলিল।[১৫] তখন, অলায়ুধ সেই ভগ্নচক্রাক্ষ বিশীর্ণধ্বজ ছিন্নকূবর হতাশ্ব রথ হইতে অবিলম্বে ঊর্দ্ধেউত্থিত হইয়া রাক্ষসীমায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক অনবরত রুধির বর্ষণ করিতে লাগিল ঐ সময় গগণমণ্ডল চপলাবিরাজিত তিমিরময় মেঘমালায় সমাকুল হইল, এবং তথা হইতে নিরন্তর অশনি-নিস্বন, মেঘগর্জ্জন ও বজ্রপাত হইতে লাগিলে, সেই মহাসমরে ঘোরতর চটচটা-শব্দ সমুত্থিত হইল।[১৬-১৮] হিড়িম্বা-নন্দন, রাক্ষস অলায়ুধের তাদৃশ মহতী মায়া অবলোকন করিয়া নভোমণ্ডলে উত্থিত হইল, এবং মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে স্বীয় মায়া প্রভাবে তাহার মায়া প্রতিহত করিল।[১৯] মায়াবী অলায়ুধ মায়া বিনষ্ট হইল নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ঘোরতর প্রস্তরবৃষ্টি করিতে লাগিল।[২০] তদ্দর্শনে বীর্য্যশালী বৃকো-দর পুত্র ঘটোৎকচ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছাদিত করিয়া ক্ষণকালমধ্যে সেই পাষাণবৃষ্টি নিরাকৃত করিল; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল।[২১] তদনন্তর, তাহারা পরস্পর লৌহময় পরিঘ, শূল,

গদা, মুষল, মুদ্গর, পিনাক, করবাল, তোমর, প্রাস, কম্পন, নারাচ, নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশ্বধ, অয়োগুড়, ভিন্দিপাল, গোশীর্ষ ও উলূখল-প্রভৃতি নানাজাতি প্রহরণ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং বৃহৎ বৃহৎ শাখা-সমন্বিত শমী, পীলু, করীর, চম্পক, ইঙ্গুদ, বদরী, পুষ্পিত কাঞ্চন, পলাশ, অরিমেদ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ ও পিপ্পল বহুবিধ মহামহীরুহ ও নানাবর্ণ ধাতু সমন্বিত বিপুল অচল শৃঙ্গ সকল উৎপাটন-পূর্ব্বক পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল; সেই সকল পর্ব্বতের পরস্পর প্রতিঘাতে অশনি নিষ্পেষণের ন্যায় মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। মহারাজ! পূর্ব্বকালে যেমন বানরেন্দ্র বালি ও সুগ্রীবের সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। এইরূপে সেই দুই মহাকায় মহাবলশালী রাক্ষস সুদীর্ঘকাল বহুবিধ অস্ত্র ও শস্ত্রাদির-দ্বারা যুদ্ধ করিয়া উভয়েই শাণিত খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং পরস্পর মহাবেগে ধাবমান হইয়া পরস্পরের কেশ গ্রহণ করিল।[২২-২৯] মহারাজ! তৎকালে, তাহার এমন ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইল যে শৈল হইতে যেমন সলিলধারা নির্গত হয় তদ্রূপ তাহাদিগের বৃহৎ শরীর হইতে নিরন্তর স্বেদজল ও রুধির-ধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল।[৩০] অনন্তর, হিড়িম্বা-তনয় বেগে উৎপতিত হইয়া বল-পূর্ব্বক অলায়ুধকে উদ্ভ্রামিত ও নিক্ষেপ করিয়া শিরশ্ছেদন করিল।[৩১] ঐ সময় মহাবলশালী ঘটোৎকচ তাহার সেই কুণ্ডল বিভূষিত মস্তক ছিন্ন করিয়া তুমুল নিনাদ করিতে লাগিল।[৩২] পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ, বকজ্ঞাতি শত্রুতাপন মহাকায় অলায়ুধ নিহত হইল নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল, এবং সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ-প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। মহারাজ! সমরে রাক্ষস অলায়ুধ

নিহত হইলে, চতুর্দ্দিক্ দীপালোক-মালায় প্রদীপ্ত সেই রাত্রি পাণ্ডব-পক্ষের বিজয়প্রদ-রূপে অতীব প্রতিভা পাইতে লাগিল।[৩৩-৩৫] ঐ সময়ে মহাবলশালী ভীমতনয় ঘটোৎকচ অলায়ুধের ছিন্নমস্তক গ্রহণ করিয়া বিহ্বলচিত্ত দুর্য্যোধনের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল।[৩৬] হে ভারত! রাজা দুর্য্যোধন অলায়ুধকে নিহত অবলোকন করিয়া সৈনাগণের সহিত অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; যেহেতু অলায়ুধ পাণ্ডব-দিগের প্রতি পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া স্বয়ং আগমন-পূর্ব্বক "আমি ভীমসেনকে বিনাশ করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিল; তাহাতে দুর্য্যোধন "ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই ভীমসেন নিপাতিত হইবে" এইমত বিবেচনায় নিজের ও ভ্রাতৃগণের জীবন দীর্ঘকাল নিরাপদে থাকিবে মনে করিয়াছিলেন; এক্ষণে ভীমনন্দন ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক তাহাকেই নিপাতিত নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে মনে করিতে লাগিলেন।[৩৮.৪১]

অলায়ুধ বধে অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৮ ॥

একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঘটোৎকচ নিশাচর অলায়ুধকে নিহত করিয়া আপনার সেনামুখে অবস্থান-পূর্ব্বক আহ্লাদে বহুতর স্বর-বিকৃত করিয়া ঘোরনিনাদে নিনাদ করিতে লাগিল।[১] তাহার সেই কুঞ্জর যুথ কম্পন কারী ভীষণ নিস্বন শ্রবণে আপনার পক্ষীয়দিগের অতীব ভয় সঞ্চার হইল।[২] হে ভারত! ইতঃপূর্ব্বে মহাবাহু কর্ণ বলশালিপ্রধান ভীমনন্দনকে অলায়ুধের সহিত সমরে সমাসক্ত সন্দর্শন করিয়া পাঞ্চালদিগের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন্।[৩] তৎকালে তিনি আকর্ণাকৃষ্ট সন্নতপর্ব্ব দশ দশ বাণ দৃঢ়রূপে সন্ধান-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে বিদ্ধ

করিয়া উৎকৃষ্ট নারাচ-নিকর বিস্তার-পূর্ব্বক যুধামন্যু উত্তমৌজা ও মহারথী সাত্যকিরে কম্পিত করিলেন।[৪-৫] তখন তাঁহারাও দক্ষিণ ও বাম করে শর-নিক্ষেপ করিতে লাগিলে, তৎকালে মণ্ডলাকার কার্ম্মুক মাত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল।[৬] সেই নিশা সময়ে তাঁহাদিগের জ্যাঘোষ, তলধ্বনি ও নেমিনিস্বন বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুল হইয়া উঠিল।[৭] হে রাজন্! এইরূপ জ্যাশব্দ ও নেমিনির্ঘোষ গর্জ্জন, ধ্বজস্থিত পতাকা ও শরাসন বিদ্যুৎ-মণ্ডল এবং অনবরত শরবৃষ্টি বারিধারা-স্বরূপ হইলে ঐ সময় সেই রণস্থল মেঘরূপে পরিকল্পিত হইল।[৮] পরন্তু, মহাশৈল-সদৃশ সারবান্ অচলের ন্যায় অবিচলিত-স্বভাব বৈরীবিমর্দ্দন-কারী কর্ণ সমরে অবস্থান পূর্ব্বক সেই অদ্ভুত শরবর্ষণ উদ্দিক্ত শরবৃষ্টি ক্ষণকাল-মধ্যে নিবারণ করিলেন; তৎপরে সেই মহাত্মা আপনার পুত্রের হিতার্থী হইয়া বজ্রবেগ তুল্য স্বনাস্ত্র ও কাঞ্চন-চিত্রিত পুঙ্খবিশিষ্ট তীক্ষ্ণধার শর-নিকর-দ্বারা শত্রুদিগকে বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন।[৯-১০] ঐ সময় সাত্যকি-প্রভৃতি পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে কর্ণের শর-প্রহারে কেহ নিপীড়িত, বিক্ষতাঙ্গ, কেহ ছিন্ন-ধ্বজ, কেহ কেহ সারথিশূন্য ও কেহ বা অশ্ব শূন্য হইলেন, এবং কোনক্রমে সমরে স্থির ভাবে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ ও প্রভগ্ন হইতে অবলোকন করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং কাঞ্চন রত্ন-চিত্রিত উৎকৃষ্ট-রথবরে আরোহণ পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ করিতে করিতে কর্ণের সমীপস্থ হইয়া তাঁহারে বজ্রকল্প শর-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল।[১১-১৩] অনন্তর, তাঁহারা উভয়েই কর্ণী, নারাচ, কুন্ত, অসন, বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাটশৃঙ্গ ও ক্ষুরপ্র-প্রভৃতি শর-সকল বর্ষণ-পূর্ব্বক অম্বরমণ্ডল ভেদ করিতে লাগিলেন।[১৪]

সেই সকল সুবর্ণপুঙ্খান্বিত অগ্নিপ্রভ শর সকল ধারাবাহিক-রূপে তির্য্যক্ গতি-দ্বারা সমুত্থিত হইতে লাগিলে, নভোমণ্ডল বিচিত্র-কুসুমমালায় সমাবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।[১৫] অপ্রতিম-প্রভাব-সম্পন্ন সেই বীরদ্বয় সমরে সমাহিত হইয়া উত্তমাস্ত্র-দ্বারা পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, কোনব্যক্তিই তাঁহাদিগের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইল না।[১৬] মহারাজ! তৎকালে, অম্বর মণ্ডলস্থিত রাহু ও সূর্য্যের ন্যায় সূর্য্যনন্দন কর্ণ ও ভীমসেন-তনয় ঘটোৎকচের শস্ত্রসম্পাত সমাকুল লোক-সন্তাপকর অতীব ভয়ঙ্কর সেই সংগ্রাম অদ্ভুতরূপে হইতে লাগিল।[১৭] সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর কর্ণ সমরে ঘটোৎকচকে কোন-ক্রমে অতিক্রম করিতে না পারিয়া পরিশেষে এক ভয়ঙ্কর অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন।[১৮] তাহাতে ঘটোৎকচের তুরঙ্গ, শতাঙ্গ ও সারথি ভস্মীভূত হইলে, সে রথভ্রষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ দৃষ্টির অগো-চর হইল।[১৯]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই কূটযোধী নিশাচর অবিলম্বে অন্ত-র্হিত হইলে, মৎপক্ষীয়েরা যেরূপ অনুষ্ঠান করিল তাহা কীর্ত্তন কর।[২০]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরবগণ ঘটোৎকচকে অন্তর্হিত হইতে অবলোকন করিয়া "এই কূটযোধী-নিশাচর অদৃশ্যভাবে যেন কোন প্রকারে কর্ণকে সংহার করিতে না পারে," এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।[২১] অনন্তর লঘুহস্ত বিচিত্রাস্ত্র-যোধী কর্ণ শরজালে দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিলে, নভোমণ্ডল এরূপ অন্ধকারা-বৃত হইল, যে সেস্থলে প্রাণিমাত্রেই গমনাগমন করিতে সমর্থ হইল না।[২২] মহারাজ! ঐসময়, সূতপুত্র কর্ণ নিরন্তর শরজাল বিমো-চন-পূর্ব্বক গগণমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলে, তাঁহার হস্ত-

লাঘব-প্রযুক্ত তিনি কখন বাণ গ্রহণ, কখন বাণ সন্ধান ও কখনই বা করাগ্র-দ্বারা তূণীর স্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইল না।[২৩] তদনন্তর, ঘটোৎকচ নভোমণ্ডলে অতীব নিদারুণ ভয়ঙ্কর মায়া সৃষ্টি করিলে, আমরা তথায় দেদীপ্যমান উগ্রতর অনলশিখার ন্যায় লোহিত-প্রভ এক মেঘ উত্থিত হইতে অবলোকন করিলাম; তাহাতে মুহুর্ম্মুহু বিদ্যুৎ ও শত শত উল্কা প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র দুন্দুভি নিনাদের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ হইতে আরম্ভ হইল।[২৪.২৫] তৎপরে কনকপুঙ্খা-ন্বিত রাশি রাশি শর, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, মুষল, তৈলধৌত-পরশ্বধ, প্রদীপ্ত খড়্গ, উগ্রতর তোমর, পট্টিশ, চাকচক্য-শালী লৌহবদ্ধ পরিঘ, অতিশয় গুরুতর স্বর্ণপট্টবদ্ধ এক কালীন শত প্রাণি সংহারক বিচিত্র গদা, শিতধার শূল, সহস্র সহস্র মহা শিলাখণ্ড, সাগ্নিক ও নিরগ্নি বজ্র, চক্র ও অনল প্রভ অসংখ্য ক্ষুর-প্রভৃতি শস্ত্র সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে পতিত হইতে লাগিল।[২৭-২৮] জ্বলনজ্বালার ন্যায় সেই বিশাল শক্তি, পাষাণ, পরশ্বধ, প্রাস ও মুদ্গর-প্রভৃতি শস্ত্র বৃষ্টি হইতে লাগিলে, কর্ণ শরনিকর-দ্বারা উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।[২৯] তৎকালে, শরাহত তুরঙ্গ, বজ্রাস্ত্র-নিহত মাতঙ্গ ও শিলাচূর্ণিত মহারথী সকল নিপতিত হইতে লাগিলে রণ-স্থলে মহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল।[৩০] মহারাজ! ঘটোৎকচের ঘোরতর ভয়ঙ্কর নানাবিধ শস্ত্র-সম্পাতে অভিহত ও নিপীড়িত দুর্য্যোধন সৈন্যগণ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলে জলাবর্ত্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; ঐ সময় তাহারা চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ ও হাহা-কার করিতে করিতে স্থানে স্থানে বিষণ্ণ ও বিলীন হইয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু পুরুষ-প্রবীর মহারথিগণ আর্য্যভাব-প্রযুক্ত কোন ক্রমেই সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইতে পারিলেন না।[৩১-৩২] আপনার

পুত্রগণ মহাভয়ঙ্কর ঘোরতর শস্ত্র-বৃষ্টি ও স্বপক্ষের রাশি রাশি সৈন্য ক্ষয় অবলোকন করিয়া অতিশয় ভয়াবিষ্ট হইলেন।[৩৩] অপিচ চতুর্দ্দিকে অনল-তুল্য প্রদীপ্তজিহ্ব শত শত শিবাগণ ভীষণ-নিনাদে চীৎকার ও রাক্ষসগণ গর্জ্জন করিতেছে অবলোকন করিয়া যোধগণ নিরতিশয় কাতর হইয়া উঠিল।[৩৪] মহারাজ! সেই প্রদীপ্তজিহ্বা ও বদন-বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা-সমন্বিত অচল-সদৃশ-কলেবর-ধারী শক্তি-হস্ত ভয়ঙ্কর নিশাচরগণ নভোমণ্ডল হইতে ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় উগ্রতর শস্ত্র-বৃষ্টি করিতে লাগিল।[৩৫] তৎকালে শর, শক্তি, শূল, উগ্রতর গদা, প্রদীপ্ত পরিঘ, কুলিশতুল্য প্রহারক্ষমপিনাক, অশনি ও শতঘাতি চক্র-প্রভৃতি শস্ত্র-দ্বারা বিমথিত হইয়া বহুসংখ্যক যোদ্ধা নিপতিত হইল, এবং হুল, ভুষুণ্ডী, অশ্মগুড় ও কৃষ্ণবর্ণ-লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী স্থূণা সকল আপনার পুত্রের সৈন্যগণের উপরি নিরন্তর পতিত হইতে লাগিলে, ঘোরতর অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইল।[৩৬-৩৭] ঐ সময়, কাহারো অন্ত্র সকল নিঃসৃত, কাহারো মস্তক চূর্ণিত, কাহারো বা হস্ত-পদাদি ভগ্ন হওয়ায় বহু সংখ্যক বীরগণ সমরশায়ী হইতে লাগিল; ঐ রূপ তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ সকল অস্ত্র-দ্বারা ছিন্ন এবং রথ সকল শিলা-দ্বারা ভগ্ন ও চূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।[৩৮] মহারাজ! ঘটোৎকচের মায়া-সমুৎপন্ন সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর নিশাচরগণ এই প্রকার সুমহৎ শস্ত্র বর্ষণ-পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষার্থ যাচমান বা ভীত কোন ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিল না।[৩৯] কাল-নিয়মিত ক্ষত্রিয়-নাশক সেই ঘোরতর কৌরব-বিমর্দ্দ সময়ে সহসা প্রভগ্ন যোধগণ "হে কৌরবগণ! অদ্য পাণ্ডবগণের উপকার সাধনার্থ নিশ্চয়ই দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অদ্য আর কিছুই থাকিবে না; অতএব তোমরা সকলে পলায়ন কর।" এই কথা বলিয়া

সকলেই চীৎকার করিতে করিতে বেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ! তাদৃশ বিপদসাগরে নিমগ্ন-প্রায় কৌরবগণের একমাত্র সূতপুত্রই দ্বীপ-স্বরূপ হইলেন।[৪০-৪১] সেই তুমুল সমর উপস্থিত সময়ে কৌরব-সৈন্যগণ ক্ষীণ ও ভগ্ন এবং ব্যূহ সকল ইতস্তত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, কে কৌরব-পক্ষীয়, কেবা পাণ্ডব-পক্ষীয় কিছুই বিদিত হইল না; অধিক কি, সেই মর্য্যাদা-শূন্য ভয়ঙ্কর উপদ্রব সময়ে, আমরা দিক্ সকল শূন্য প্রায় অবলোকন করিতে লাগিলাম। তৎকালে, আমরা একমাত্র সূতপুত্রকেই সেই বিপুল শস্ত্র-বৃষ্টি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতে দর্শন করিলাম।[৪২-৪৩] ঐ সময় হ্রীমান্ কর্ণ কিছুমাত্র মোহিত হইলেন না; প্রত্যুত, আর্য্যজন-সদৃশ দুষ্কর কার্য্য করণার্থে নিশাচরের দিব্যমায়া সংহার অভিলাষে নভোমণ্ডল শরজালে সমাবৃত করিতে লাগিলেন; তাহাতে সিন্ধু ও বাহ্লীক-দেশীয় বীরগণ ভীত হইয়া স্থিরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল, এবং ঘটোৎকচকে বিজয় লাভে অসমর্থ ও কর্ণের অবিমোহিতভাব অবলোকন করিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।[৪৪-৪৫] এমন সময়, ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত চক্রযুক্ত এক শতঘ্নী আসিয়া সহসা সূত-পুত্রের অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিল। গতাসু অশ্বগণ দন্ত, নেত্র ও রসনা নির্গত করিয়া জানুদ্বয় সঙ্কুচিত করত ভূতলশায়ী হইল।[৪৬] অনন্তর, ঘটোৎকচের মায়াপ্রভাবে পুনঃপুন দিব্যাস্ত্র সকল প্রতিহত ও কৌরবগণ বিদ্রুত হইতে লাগিলে, কর্ণ উদ্বিগ্ন-চিত্তে হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণ করিলেন; কিন্তু তিনি বিমোহিত না হইয়া তৎকালোচিত কর্ত্তব্যতা বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।[৪৭] ঐ সময়, কৌরবগণ ঘটোৎকচের ভয়ঙ্কর মায়া অবলোকন করিয়া কর্ণকে কহিল, হে কর্ণ! অদ্য কৌরব-পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যই বিনা-

শোন্মুখ হইয়াছে, অতএব তুমি সত্বরে সেই বাসবী শক্তি-দ্বারা এই নিশাচরকে সংহার কর।[৪৮] ভীমার্জ্জুন আমাদিগের কি করিবে? তুমি এই নিশীথ সময়ে সর্ব্ব সৈন্য-সন্তাপকারী পাপাত্মা রাক্ষসকে বিনাশ কর। আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত হইবে, সে নিশ্চয়ই সসৈন্য পৃথাপুত্রদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে।[৪৯] হে সূতনন্দন! ইন্দ্রকল্প কৌরবগণ সমস্ত যোধগণের সহিত যেন এই রাত্রিযুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত না হন। তুমি এই সময়ে সেই বাসবপ্রদত্ত শক্তি-দ্বারা এই ঘোররূপ রাক্ষসকে সংহার কর।[৫০] কর্ণ সেই নিশীথ সময়ে সৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত সন্দর্শন ও কৌরবগণের বিপুল আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া এবং আপনিও সেই নিশাচর-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া বাসবদত্ত শক্তি মোক্ষণে অভিলাষ করিলেন।[৫১] অমর্ষ-স্বভাব সূতনন্দন সিংহের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের অস্ত্রপ্রতিঘাত সহ্য করিলেন না। তিনি নিশাচরের, বধাভিলাষে সর্ব্বলোকের অসহনীয় উৎকৃষ্ট বৈজয়ন্তী শক্তি গ্রহণ করিলেন।[৫২] মহারাজ! সূতপুত্র সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের বধার্থে যাহা বহু বর্ষ পর্য্যন্ত সমাদর-পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন; পূর্ব্বে যাহা সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তিনি স্বীয় কুণ্ডলযুগলের পরিবর্ত্তে যে প্রধান শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মৃত্যুর সহোদরা প্রজ্বলিত উল্কা-সদৃশ শমন-পাশ-পরিবেষ্টিত কাল-রাত্রি-স্বরূপ অগ্নিবৎ লেলিহান সেই শক্তি এক্ষণে গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৫৩.৫৪] মহারাজ! ঘটোৎকচ কর্ণ করস্থিত পরকায়-বিদারণ জ্বলন্ত অনল-তুল্য সেই উৎকৃষ্ট বাসব-দত্ত শক্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে বিন্ধ্যগিরি-সদৃশ কলেবর ধারণ-পূর্ব্বক পলায়নের উপক্রম করিল।[৫৫] অধিক কি, কর্ণের করতলস্থিত সেই

শক্তি সন্দর্শন করিয়া নভোমণ্ডল স্থিত প্রাণিগণও ভয়ে নিনাদ করিতে লাগিল। ঐ সময় প্রচণ্ড বায়ু নির্ঘাত-রূপে প্রবাহিত এবং অশনি সকল বসুন্ধরা বিদারণ-পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।[৫৬] ইত্যবসরে কর্ণ-নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অনল তুল্য সেই শক্তি সমস্ত মায়া ভস্মসাৎ করিয়া ঘটোৎকচের হৃদয়দেশ প্রগাঢ়রূপে বিদারণ-পূর্ব্বক প্রদীপ্তভাবে ঊর্দ্ধ মুখে গমন করিয়া নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল।[৫৭] মহারাজ! মহাবীর ঘটোৎকচ বিবিধ বিচিত্র শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা নর ও রাক্ষসাদির সহিত ভয়ঙ্কর বিবিধনিনাদ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে বাসবী শক্তি-দ্বারা প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিল।[৫৮] তৎকালে সে, শক্তি-দ্বারা ভিন্নমর্ম্মা হইয়াও শত্রুবিনাশার্থে অতি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করত গিরি ও বারিধরের ন্যায় প্রতিভা পাইতে লাগিল।[৫৯] মহারাজ! বিদীর্ণ-কলেবর ভীমকর্ম্মা ভীমসেন তনয় রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ জীবন পরিত্যাগ কালেও এরূপ ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিল যে, সে সেই বৃহৎ কলেবর গ্রহণ-পূর্ব্বক নভোমণ্ডল হইতে বেগে পতিত হইয়া স্বীয় শরীর-দ্বারা আপনার সৈন্যের একদেশ বিপোথিত করিয়া ফেলিল।[৬০-৬১] হে মহারাজ! নিশাচর এইরূপে হতজীবিত হইয়াও স্বীয় প্রকাণ্ড শরীর দ্বারা আপনার এক অক্ষৌহিনী সৈন্য সংহার করিয়া পাণ্ডবগণের প্রিয় কার্য্য সাধন করিল। অনন্তর, কৌরবগণ মায়া ভস্মীভূত ও ঘটোৎকচ নিহত হইল নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল; সেই সিংহনাদের সহিত মিলিত হইয়া আনক, মুরজ, শঙ্খ ও ভেরী-প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র নিনাদ হইতে লাগিল।[৬৩] বৃত্রাসুর বধ সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, ঐ সময় কর্ণও কৌরবগণ-কর্ত্তৃক সেইরূপ সমা-

দ্রুত হইয়া হৃষ্টচিত্তে রথারূঢ় আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন-পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।[৬৪]

ঘটোৎকচ বধে উনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পর্ব্বত যেরূপ বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ হিড়িম্বা-নন্দন নিশাচর ঘটোৎকচ নিহত হইল নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণ সকলেই শোকে বাষ্পাকুলিত লোচন হইলেন; পরন্তু বাসুদেব অতীব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বারংবার সিংহনাদ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।[১-২] ঐ সময় তিনি অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া সিংহনাদ-পূর্ব্বক সমীরণ পরিচালিত মহীরুহের ন্যায় নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৩] রথস্থিত ধীমান্ অচ্যুত রথ সমেত অর্জ্জুনকে স্বাভিমুখে পরিবর্ত্তিত করিয়া বারংবার বাহ্বাস্ফোটন-পূর্ব্বক পুনরায় গভীর নিনাদ করিতে লাগিলেন।[৪] মহাবলশালী অর্জ্জুন বাসুদেবকে অতিশয় আনন্দিত অবলোকন করিয়া অনতি হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হে মধুসূদন! হিড়িম্বা-নন্দনের বিনাশে সকলেরই শোক উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু তোমার এই অনুচিত সময়েও হর্ষোদয় অবলোকন করিতেছি।[৫-৬] দেখ, ঘটোৎকচকে নিহত, নিরীক্ষণ করিয়া অস্মৎ পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যই পরাঙ্মুখ হইয়াছে; অধিক কি, উহার নিপাতনে আমরাও অপরিসীম উদ্বিগ্ন হইয়াছি।[৭] হে শত্রুতাপন জনার্দ্দন! আমার বোধ হয়, এ বিষয়ে কোন বিশেষ কারণ থাকিবে; যাহা হউক্, তুমি সত্যবাদিগণের অগ্রগণ্য, অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সত্য করিয়া বল।[৮] অদ্যকার তোমার এই কার্য্য সমুদ্র-শোষণ ও মেরুকম্পনের ন্যায় অসম্ভব

বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; অতএব যদি ইহা গোপনীয় না হয় তবে তোমার এই ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ প্রকাশ করিয়া বল।[৯-১০]

ধনঞ্জয়ের এতাবৎ বাক্য শ্রবণে বাসুদেব উত্তর করিলেন, হে, মহামতি ধনঞ্জয়! আমার সহসা অতীব চিত্ত-প্রসন্নকর অসম্ভব হর্ষোদয়ের এই কারণ শ্রবণ কর।[১১] অদ্য ঘটোৎকচ-বিনাশ-দ্বারা ইন্দ্রশক্তি অন্তরিত হওয়ায় সমরে কর্ণকে নিহত বলিয়াই মনে কর।[১২] দ্বিতীয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শক্তিহস্তে ঐ কর্ণ সমরে অবস্থিত হইলে, এই পৃথিবী-মধ্যে কোন বীর পুরুষই এরূপ নাই যে উহার সম্মুখে অবস্থান করে।[১৩] অর্জ্জুন! তোমার ভাগ্যক্রমেই কর্ণ পূর্ব্বে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল হইতে বিচ্যুত হইয়াছে; এবং এক্ষণেও ভাগ্যবশতই উহার অমোঘ শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।[১৪] যদি ঐ বলশালী কর্ণ সেই কবচ ও কুণ্ডলে সন্নাহিত হইয়া রণ স্থলে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে অমরগণের সহিত এই ত্রিলোক পরাজয় করিতে সমর্থ হইত।[১৫] ইন্দ্র, কুবের, জলেশ্বর বরুণ ও যম ইহাঁরা কেহই সমরে উহার প্রতিপক্ষ হইতে সমর্থ হইতেন না।[১৬] অধিক কি, তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শন উদ্যত করিয়াও ঐ নরশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করিতে পারিতাম না।[১৭] হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিতসাধনার্থ পর পুর-বিজয়ী কর্ণকে মায়া-প্রভাবে কুণ্ডল ও কবচ বিহীন করিয়াছেন।[১৮] মহাবীর কর্ণ পূর্ব্বে দেবরাজকে বিমল কুণ্ডলযুগল ও কবচ ছেদন করিয়া প্রদান করিয়াছিল বলিয়াই বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে।[১৯] কিন্তু এক্ষণে, কর্ণ মন্ত্র-প্রভাবে স্তম্ভিত-বীর্য্য ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ ও প্রশান্ত তেজা অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।[২০] হে ধনঞ্জয়! যে অবধি মহাত্মা পুরন্দর সূতপুত্রকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াই প্রশান্ত হইল; কর্ণ স্বীয় দিব্য

কবচ ও কুণ্ডল-যুগলের পরিবর্ত্তে উহা গ্রহণ করিয়াছিল ; এবং ঐ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অবধিই রণস্থলে তোমারে নিহত বলিয়াই মনে করিত।[২১.২২] হে পুরুষশার্দ্দূল! আমি সত্যের দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, কর্ণ যদিচ কবচ, কুণ্ডল ও অমোঘ শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি তোমা ভিন্ন অপর কাহারো সাধ্য নাই যে, রণ-স্থলে উহারে সংহার করিতে পারে।[২৩] কর্ণ নিয়তব্রতাচারী সত্য-বাদী তপস্বী ও ব্রহ্মানুষ্ঠায়ী এবং অরাতিগণের প্রতিও নিয়ত দয়া-বান্ ; এই নিমিত্তই কর্ণ ইহলোকে বৃষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।[২৪] ঐ রণদক্ষ মহাবাহু নিয়ত উদ্যত-কার্ম্মুক হইয়া কানন-চারী যূথপতি মাতঙ্গ-যূথের গর্ব্ব খর্ব্ব-কারী কেশরীর ন্যায় সমরাঙ্গনে প্রতিপক্ষীয় রথিশ্রেষ্ঠদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া থাকে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! তোমার পক্ষীয় প্রধান প্রধান মহাত্মা যোধগণ যাহাকে শরজালরূপ সহস্র কিরণ-প্রদীপ্ত শরৎকালীন মধ্যন্দিন-গত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দর্শন করিতেও সমর্থ নহে, সেই কর্ণ বর্ষাকালে যেমন বারিদবৃন্দ নিরন্তর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ, সতত সলিলরাশি-পূর্ণ মেঘের ন্যায় প্রতিনিয়ত দিব্যাস্ত্ররূপ বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিলে, অন্যের কথা দূরে থাকুক্ দেবগণও চতুর্দ্দিক্ হইতে নিরন্তর শরবর্ষণ-পূর্ব্বক ঐ মহারথীকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন ; বরং তাঁহা-দিগেরই শরীর হইতে ভূরি ভূরি সমাংস শোণিত স্রাব হইতে থাকে।[২৫-২৯] অদ্য সেই কর্ণ কবচ, কুণ্ডল ও বাসবদত্ত শক্তি-বিহীন হইয়া সামান্য মানুষভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।[৩০] পরন্তু উহার বধ-বিষয়ে এক বিশেষ উপায় আছে ; দ্বৈরথযুদ্ধে উহার রথচক্র পৃথিবীতে নিমগ্ন হইলে যখন ও প্রমত্ত এবং বিপন্ন হইবে, সেই অবসরে তুমি সতর্কভাবে আমার সঙ্কেত অনুসারে উহাকে সংহার করিবে। কেন না ঐ অপরাজেয় কর্ণ উদ্যতাস্ত্র হইয়া সংগ্রামে

অবস্থান করিলে, বীরগণাগ্রগণ্য বলহস্তা ইন্দ্রও যদি বজ্রহস্ত হইয়া আগমন করেন, তথাপি উহাকে বিনাশ করিতে পারেন না।

হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে আমি তোমাদিগের হিতনিমিত্তই মহাত্মা মহাবাহু জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল ও নিষাদাধিপতি একলব্য-প্রভৃতি বীরগণকে একে একে বিবিধ উপায় দ্বারা নিপাতিত করিয়াছি। ঐরূপ, রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বক, বিপক্ষ-সৈন্যবিমর্দ্দনকারী অলায়ুধ ও উগ্রকর্ম্মা তরস্বী ঘটোৎকচ-প্রভৃতি রাক্ষস এবং অপরাপর তামস-প্রকৃতি ক্ষত্রিয়গণও বিবিধ উপায়-দ্বারা নিহত হইয়াছে। [৩১-৩৩]

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে অশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮০ ॥

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বাসুদেবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তুমি আমাদিগের কিরূপ হিতের নিমিত্ত এবং কোন্ কোন্ উপায়-দ্বারা জরাসন্ধ-প্রভৃতি ভূপালগণকে নিপাতিত করিয়াছ? [১] বাসুদেব কহিলেন, অর্জ্জুন! মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল ও মহাবলশালী নিষাদরাজ একলব্য-প্রভৃতি দুষ্ট রাজগণ যদি পূর্ব্বে নিহত না হইত, তাহা হইলে এক্ষণে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত; [২] যেহেতু এই সমরে দুর্য্যোধন সেই রথিসত্তমদিগকে অবশ্যই বরণ করিত, এবং তাহারাও আমাদিগের প্রতি নিয়ত বিদ্বেষী ছিল; সুতরাং কৌরব পক্ষই আশ্রয় করিত, সন্দেহ নাই। [৩] তাহা হইলে, সেই সকল ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দৃঢ়যোধী কৃতাস্ত্র বীরগণ সমরে অমরগণের ন্যায় কৌরবী সেনা রক্ষা করিত। [৪] অধিক কি, সূতপুত্র কর্ণ, মগধরাজ জরাসন্ধ, চেদিরাজ শিশুপাল ও নিষাদাধিপতি একলব্য, ইহারা সমবেত হইয়া সুযোধনকে আশ্রয় করিলে, এই সমুদায় ভূমণ্ডল সন্তাপিত করিতে পারিত। [৫] হে ধনঞ্জয়! তাহাদিগের বিনাশে

তোমাদিগের কিরূপ হিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে; এক্ষণে তাহারা যে যে উপায়-দ্বারা নিহত হইয়াছে শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত সেই সকল অপরাজেয় বীরগণ সমরে সুরগণেরো অবধ্য ছিল।[৬] হে পার্থ! সকলের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের এক এক জনের এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, লোকপালগণ অভিরক্ষিত সমস্ত সুর-সেনার সহিতও সংগ্রাম করিতে পারিত।[৭] পূর্ব্বে জরাসন্ধ, রোহিণীনন্দন বলদেব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ক্রোধে রক্তবর্ণ এক গদা গ্রহণ করিয়া আমাদিগের বধার্থে নিক্ষেপ করিল।[৮] অনলতুল্য প্রভা-সমন্বিত সেই গদার পতন কালে বোধ হইল, যেন ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত অশনি নভোমণ্ডলের সীমন্ত শোভা বিস্তার করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইতেছে।[৯] রোহিণী-নন্দন বলদেব সেই গদা আপতিত হইতেছে অবলোকন করিয়া উহার প্রতিঘাতার্থে স্থূণাকর্ণনামক এক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।[১০] সেই অস্ত্রবেগে গদা প্রতিহত হইলে, বোধ হইল যেন উহা অচল সকল কম্পিত ও অচলা বিদীর্ণ করিয়াই নিপতিত হইল।[১১] হে অর্জ্জুন! যেস্থলে গদা নিপতিত হয়, ঐ স্থলে লঘুবিক্রম-সম্পন্না জরা নাম্নী ঘোররূপা এক নিশাচরী বাস করিত; যে পূর্ব্বে শত্রুদমনকারী জরাসন্ধকে জন্মকালে সংযোজিত করিয়াছিল; কেন না, ঐ রাজকুমার জন্ম সময়ে উভয় মাতার গর্ভ হইতে অর্দ্ধার্দ্ধভাগে নিঃসৃত হইয়া সেই জরা রাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত হওয়া প্রযুক্তই জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।[১২-১৩] সেই জরা রাক্ষসীই স্থূণাকর্ণ ও গদার যুগপৎ পতন বেগে ধরাতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া পুত্র ও বান্ধবাদির সহিত নিহত হয়, এবং জরাসন্ধ গদা রহিত হইয়াই তোমার সমক্ষে মহাসমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল।[১৪-১৫] যদি সেই প্রতাপবান্ জরাসন্ধ গদাপাণি হইয়া সংগ্রামে অবস্থিত হইত, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহারে সংগ্রামে সংহার

করিতে সমর্থ হইতেন না।[১৬] আর দেখ, পূর্ব্বে দ্রোণ তোমার হিতার্থে ছদ্মবেশে গমন-পূর্ব্বক আচার্য্যত্ব জানাইয়া সত্যবিক্রম নিষাদরাজকে অঙ্গুষ্ঠবিহীন করিয়াছিলেন।[১৭] যেহেতু সেই দৃঢ়-বিক্রমশালী নিষাদাধিপতি একলব্য অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যচারী হইয়া নিরন্তর অস্ত্রাভ্যাস করত দ্বিতীয় রামের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়াছিল।[১৮] অধিক কি, সে অঙ্গুষ্ঠযুক্ত থাকিলে, দেব, দানব, রাক্ষস ও বিষধর-প্রভৃতি কেহই তাহারে সমরে পরাজিত করিতে পারিত না; সুতরাং মনুষ্যগণ ত তাহারে দর্শন করিতেই সমর্থ হইত না। সেই দৃঢ়মুষ্টি-সম্পন্ন কৃতী নিয়ত অস্ত্রনিক্ষেপে সমর্থ নিষাদরাজকে আমি তোমার হিত নিমিত্তই সমরাঙ্গনে সংহার করিয়াছি। অপিচ আমি সংগ্রামে সুরাসুরের অজেয় মহা পরাক্রান্ত চেদিরাজকে তোমার সমক্ষেই নিহত করিয়াছি। হে নরশার্দ্দূল অর্জ্জুন! তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি এই জগতের হিতকামনায় শিশুপাল ও অপরাপর সুরদ্বেষীগণের বিনাশার্থেই তোমার সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতএব ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ-বিঘাতক হিড়িম্ব, বক ও কিম্মীর-প্রভৃতি নিশাচরগণ রাবণ-তুল্য বলশালী হইলেও ভীমসেন আমার প্রভাবেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঐরূপ, মায়াবী অলায়ুধ হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ-দ্বারা নিহত হইল; এবং ঘটোৎকচকেও উপায়-প্রভাবে কর্ণের শক্তি-দ্বারা সংহার করাইলাম। কিন্তু কর্ণ যদি অদ্য বাসবীশক্তি-দ্বারা ভীমনন্দন ঘটোৎকচকে নিহত না করিত, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে আমিই উহাকে নিহত করিতাম; তবে, পূর্ব্বে যে আমি উহারে বিনাশ করি নাই সে কেবল তোমাদিগের প্রিয়কামনা-হেতুই জানিবে।[১৯,২০] কেন না ঐ নিশাচর নিয়তই যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণদ্বেষ্টা, ধর্ম্মবিলোপ-কারী পাপাত্মা ছিল; এই নিমিত্তই সমরে নিপাতিত হইল, এবং কৌশলক্রমে কর্ণের ইন্দ্রদত্ত

শক্তিও অন্তরিত করিলাম। হে ধনঞ্জয়! আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত পূর্ব্বে এইরূপ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এই ভূমণ্ডলে যাহারা ধর্ম্ম-বিলোপকারী হইবে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সংহার করিব। তোমার নিকট সত্যের-দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যেস্থলে বেদ, সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম পবিত্রতা, ধর্ম্ম, লজ্জা, সৌভাগ্য, ধৃতি ও ক্ষমা অবস্থান করে, আমি নিত্য সেই স্থানেই অবস্থান করি। অতএব, কর্ণবধের নিমিত্ত তুমি বিষণ্ণ হইও না; সে বিষয়ে আমি তোমারে এমন উপায় উপদেশ করিব যে, যাহাতে তুমি তাহারে অনায়াসেই বিনাশ করিতে পারিবে। আর পাণ্ডুনন্দন বৃকোদরও সংগ্রামে সুযোধনকে যেরূপে বিনাশ করিতে সক্ষম হইবেন, আমি তদ্বিষয়েরও উপায় তোমার নিকট ব্যক্ত করিব। এক্ষণে সেনাদিগের পরিত্রাণার্থে যত্নপর হও, কেন না শত্রুসৈন্যগণ তুমুল শব্দ করিতেছে এবং তোমাদিগের পক্ষীয় সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ কৌরবগণ লব্ধলক্ষ্য হইয়া তোমাদিগের ব্যূহ ভেদে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং যোদ্ধৃ-প্রবর দ্রোণও তোমাদিগের সেনা দগ্ধ করিতেছেন।[২৭-৩]

শ্রীকৃষ্ণবাক্যে একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮১॥

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যদি কর্ণের সেই শক্তি অস্ত্র এক বীরমাত্র নিহত করিয়া নিষ্ফল হইবে এইরূপ গুণবিশিষ্ট ছিল, তবে সে কি নিমিত্ত সকলকে পরিত্যাগ করিয়া উহা পার্থের প্রতি নিক্ষেপ করিল না?[১] ধনঞ্জয় নিপাতিত হইলেই পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-প্রভৃতি সকলেই বিনষ্ট হইত; যে স্থলে এক বীরমাত্র বিনাশ করিলেই সংগ্রামে জয় লাভের সম্ভব, তাদৃশ জয় কি নিমিত্ত প্রাপ্ত হইলাম

না।[২] বিশেষত যখন ধনঞ্জয়ের 'আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত হইব না' এইরূপ সুমহৎ প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে, তখন সূতপুত্রের তাঁহাকে সমরে আহ্বান করাই কর্ত্তব্য ছিল।[৩] হে সঞ্জয়! এরূপ উপায় সত্ত্বেও কর্ণ কি নিমিত্তে ফাল্গুনকে দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া বাসবদত্ত শক্তিদ্বারা সংহার করিল না? তুমি তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।[৪] এক্ষণে আমার পুত্র নিতান্ত সহায় শূন্য ও হতবুদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই, যখন শত্রুগণ তাহাকে তাদৃশ-ভাবে নিরূপায় করিয়াছে তখন আর সে কিরূপে তাহাদিগকে পরাজিত করিবে।[৫] হা! যে বাসবশক্তি আমার পুত্রের পরম শক্তি ও জয়লাভের পরমাশ্রয়-স্বরূপ ছিল, বাসুদেব তাদৃশ শক্তি এক ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া নিষ্ফল করিয়া দিলেন।[৬] সঞ্জয়! যেমন কুষ্ঠাদিপীড়া-দূষিত-হস্তবান্ ব্যক্তির হস্তস্থিত শ্রীফল কোন বলীয়ান্ পুরুষ-কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, তদ্রূপ কর্ণ-হস্তস্থিত সেই অমোঘ শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া নিষ্ফল হওয়ায়, উহা বাসুদেবের উপায়বলে অপহৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।[৭] হে বিদ্বন্! যেমন, পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত বরাহ ও কুক্কুরের অন্যতর বিনষ্ট হইলে, চাণ্ডালেরই লাভ হইয়া থাকে, আমার বিবেচনায় কর্ণ-ঘটোৎকচ যুদ্ধে বাসুদেবেরও সেইরূপ লাভ আছে।[৮] রণস্থলে যদি ঘটোৎকচ সূতপুত্র কর্ণকে নিহত করিতে পারে, তাহা হইলে ত পাণ্ডবদিগের পরমোপকার হইবে, আর যদি সূতপুত্র কর্ণও ঘটোৎকচকে নিহত করে, তাহা হইলেও অমোঘশক্তি বিনষ্টরূপ মহৎকার্য্য সাধন হইল; প্রজ্ঞা-সম্পন্ন নরসিংহ বাসুদেব বুদ্ধি-দ্বারা এইরূপ বিচার করিয়াই পাণ্ডবগণের প্রিয় ও হিতকামনায় নিশাচর ঘটোৎকচকে সমরে সূতপুত্রের-দ্বারা নিপাতিত করিলেন।[৯-১০]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মধুনিসূদন-কারী মহাবুদ্ধি মধুসূদন

কর্ণের ঐরূপ অভিলাষ অবগত হইয়া সেই পুরন্দরশক্তি বিফল করিবার বাসনায় মহা বীর্য্যশালী রাক্ষসেশ্বর ঘটোৎকচকে কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সমস্ত দুর্ঘটনা আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা-মূলক বলিয়াই মনে করুন।[১১-১২] হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ যদি রণাঙ্গনে অর্জ্জুনকে মহারথী কর্ণের হস্ত হইতে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা তৎকালেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম।[১৩] সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ যোগেশ্বর জনার্দ্দন না থাকিলে ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই অশ্ব, রথ ও ধ্বজের সহিত ধরাতলশায়ী হইতেন, সন্দেহ নাই।[১৪] অর্জ্জুন কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বিবিধ উপায়-দ্বারা রক্ষিত হন বলিয়াই সংগ্রামে অভিমুখী হইয়া শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারেন।[১৫] সে যাহা হউক, বাসুদেব সেই বাসবদত্ত অমোঘ শক্তি হইতে তাঁহারে বিশেষরূপে রক্ষা করিয়াছেন; নচেৎ কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি কুন্তীনন্দনকে, বজ্রবিদীর্ণ দ্রুমের ন্যায়, বিদীর্ণ করিয়া ফেলিত।[১৬]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন কেবল প্রজ্ঞামানী, বিরোধী ও কুমন্ত্রণা-নিপুণ; তাহা না হইলে অর্জ্জুনের ঈদৃশ বধোপায়ও বিফল হয়![১৭] আর সর্ব্বশস্ত্রধারি প্রবর মহাবুদ্ধিমান্ কর্ণই বা কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের প্রতি সেই অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিল না?[১৮] হে গবল্গণ-নন্দন সঞ্জয়! তৎকালে তোমারো কি বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়াছিল, তাহা না হইলে তুমি কি নিমিত্ত শক্তি-নিক্ষেপের বিষয় কর্ণের স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দিলে না।[১৯]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন এবং আমি, আমরা সকলেই প্রতি দিন রাত্রি কালে বুদ্ধি-দ্বারা স্থির করিয়া এইরূপ কহিতাম, "কর্ণ! কল্য প্রভাতে তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া ধনঞ্জয়কে সংহার কর, তাহা হইলেই আমরা

অপরাপর পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে কিঙ্কর বং আয়ত্ত করিয়া এই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিব।[২০-২১] অথবা, অর্জ্জুন নিহত হইলে বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ যদি পাণ্ডবগণের অন্য তমকে সমরে দীক্ষিত করেন অতএব কৃষ্ণকেই সংহার কর।[২২] কৃষ্ণই পাণ্ডবদিগের মূল; অর্জ্জুন উহার স্কন্ধরূপে উন্নত হইয়াছে, পৃথার অপর পুত্রগণ উহার শাখা এবং পাঞ্চালগণ উহার পত্রস্বরূপ।[২৩] অধি কি, কৃষ্ণই পাণ্ডবদিগের আশ্রয়, বল ও সহায়; যেমন চন্দ্র সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থের আশ্রয়, তদ্রূপ কৃষ্ণও পাণ্ডবদিগের পরমাশ্রয়-স্বরূপ।[২৪] অতএব হে কর্ণ! তুমি শাখা ও পত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব-বৃক্ষের সর্ব্বতো-ভাবে মূল-স্বরূপ কৃষ্ণকেই বিনাশ কর।"[২৫] মহারাজ! আমরা কর্ণকে এই রূপ কহিয়া দুর্য্যোধনকে বলিতাম, "হে রাজন্! সূত-নন্দন কর্ণ যদি যদুকুল-নন্দন দাশার্হ কৃষ্ণকে নিহত করিতে পারেন, তাহা হইলে এই সমগ্রা বসুন্ধরা আপনার বশীভূত হইবে, সন্দেহ নাই।[২৬] হে নরেন্দ্র! যাদব ও পাণ্ডবদিগের আনন্দবর্দ্ধন মহাত্মা বাসুদেব যদি নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হয়েন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই অরণ্য, ভূধর ও সাগর-সমবেত ধরাতল আপনার করতলস্থ হইবে।"[২৭] মহারাজ! নিয়ত জাগরিত ত্রিদশেশ্বর অপ্রমেয় হৃষী-কেশের বধ বিষয়ে প্রতি রজনীতে আমাদিগের বুদ্ধি এইরূপ স্থিরী-কৃত হইলেও যুদ্ধকালে বিমোহিত হইত।[২৮] যাবৎ কর্ণের নিকট বাসব-দত্ত শক্তি ছিল, তাবৎ কাল বাসুদেব নিয়তই উহা হইতে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতেন; তিনি কদাচ সংগ্রামে কর্ণের সম্মুখে রথ সংস্থাপন করিতেন না।[২৯] 'কিরূপে রাধানন্দনের অমোঘ শক্তি নিষ্ফল করিব' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথীদিগকে কর্ণের সম্মুখে প্রেরণ করিতেন।[৩০] মহারাজ! পুরু-ষোত্তম মহাত্মা বাসুদেব যখন ধনঞ্জয়কে কর্ণের হস্ত হইতে রক্ষা

করিয়াছেন, তখন কি জন্য তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না।[৭১] অতএব, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া অবলোকন করিতেছি যে, এই ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন পুরুষই নাই, যিনি চক্রায়ুধধারী শত্রুদমন জনার্দ্দনকে বিনাশ করিতে পারেন।[৭২]

বিশেষত রথশার্দ্দূল সত্যবিক্রম মহারথী সাত্যকিও কর্ণের বিষয় মহাবাহু কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে কৃষ্ণ! ইন্দ্রদত্ত শক্তি যে অমিতপরাক্রমশালিনী ও অমোঘা, তাহা কর্ণের দৃঢ়রূপ বিশ্বাস ছিল; তবে সে কি নিমিত্ত উহা ফাল্গুনের প্রতি নিক্ষেপ করিল না?"[৭৩-৭৪] তাহাতে বাসুদেব উত্তর করিলেন, "হে শিনিপ্রবর! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ইহাঁরা প্রতিদিনই মন্ত্রণা করিয়া কহিত, হে অমিতপরাক্রম কর্ণ! অহে মহাধনুর্দ্ধর জয়শালি-প্রবর কর্ণ! কুন্তী-পুত্র মহারথী ধনঞ্জয় ব্যতীত তুমি সেই অমোঘ শক্তি কাহারো প্রতি নিক্ষেপ করিও না; কেন না ধনঞ্জয় দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডবগণের মধ্যে প্রধান ও যশস্বী।[৭৫-৭৭] সুতরাং সেই ধনঞ্জয় নিহত হইলেই অগ্নিহীন দেবগণের ন্যায় সৃঞ্জয়-সমবেত পাণ্ডবগণ সকলেই বিনষ্ট হইবে।[৭৮] হে শিনি-পুঙ্গব! কর্ণ এই বাক্য শ্রবণে তাহাই হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং সেই অবধি তাহার অন্তঃকরণে গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের বধ-বিষয় নিয়তই স্থিরীকৃত ছিল।[৭৯] কেবল আমিই ঐ যোধ-প্রবর রাধেয়কে বিমোহিত করিতাম বলিয়াই সে শ্বেতবাহন অর্জ্জুনের প্রতি ইন্দ্রশক্তি প্রয়োগ করে নাই।[৮০] হে যোধশ্রেষ্ঠ শিনি-নন্দন! আমি সেই অমোঘ বাসবী শক্তিকে অর্জ্জুনের অনিবার্য্য মৃত্যুস্বরূপ অবগত হইয়া অন্তঃকরণ হইতে একেবারে হর্ষ ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।[৮১] অদ্য রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের প্রতি সেই শক্তি নিক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণের হস্ত হইতে অন্তরিত হইল অবলোকন করিয়া

অর্জ্জুনকে মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি।[৪২] অধিক কি, সংগ্রামস্থলে আমার অর্জ্জুন যাদৃশ রক্ষণীয়; কি পিতা, কি মাতা, কি তোমরা, কি ভ্রাতৃগণ, কেহই আমার তাদৃশ রক্ষণীয় নহে, এমন কি আমার আপনার প্রাণও তাদৃশ রক্ষণীয় নহে।[৪৩] হে সাত্বত! যদি এই ত্রৈলোক্য রাজ্য হইতেও অন্য কোন দুর্লভ পদার্থ থাকে, আমি ধনঞ্জয় ব্যতীত তাহাও অভিলাষ করি না;[৪৪] অতএব ধনঞ্জয়কে অদ্য মৃত্যুমুখ হইতে পুনরাগত বোধ করিয়াই আমি ঈদৃশ হর্ষান্বিত হইয়াছি;[৪৫] অপিচ আমি ঘটোৎকচকে যুদ্ধার্থে কর্ণের নিকট যে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহার কারণ আমি এই নিশ্চয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, অদ্য রাত্রিকালে কর্ণকে অপর কোন বীরই নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না।"[৪৬] সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধনঞ্জয়ের নিয়ত প্রিয় ও হিতনিরত দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে সাত্যকিকে এইরূপ বলিয়াছিলেন।[৪৭]

সঞ্জয়-বাক্যে দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮২ ॥

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস সঞ্জয়! কর্ণ, দুর্য্যোধন ও সুবল-নন্দন শকুনির, বিশেষতঃ তোমার অতিশয় নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইয়াছে; কেন না যখন তোমরা নিশ্চয়রূপে অবগতছিলে যে, সেই অনিবার্য্য শক্তি ইন্দ্রাদি দেবগণেরো অসহ্য এবং রণস্থলে এক জন বীরকে অবশ্যই সংহার করিবেই, তখন কর্ণ পূর্ব্বে সংগ্রাম প্রবৃত্ত অর্জ্জুন বা দেবকী-পুত্রের প্রতি কি নিমিত্ত উহা নিক্ষেপ করিল না?[১-৩]

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরু-কুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আমরা প্রতিদিনই সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রজনী যোগে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া কর্ণকে কহিতাম, "হে কর্ণ! তুমি

কল্য প্রভাত হইবামাত্র বাসুদেব বা অর্জ্জুনের প্রতি নিশ্চয়ই সেই অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিবে" কিন্তু প্রভাত হইলেই দৈবপ্রভাবে কি কর্ণ, কি অন্যান্য যোধগণ, সকলেরই বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া পড়িত।[৫-৬] অধিক কি, যখন কর্ণের করে তাদৃশ অমোঘ শক্তি থাকিতেও দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ বা ধনঞ্জয় নিহত হয়েন নাই, তখন আমার বিবেচনায় দৈবই বলবান্ বোধ হইতেছে।[৭] হে মহারাজ! কর্ণ নিশ্চয়ই দৈব-কর্ত্তৃক মায়াপ্রভাবে হতবুদ্ধি ও বিমোহিত হইয়া দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ বা দেবকল্প অর্জ্জুনের প্রতি সেই হস্তস্থিতা কালরাত্রি স্বরূপিণী বাসবী শক্তি বিমোচন করেন নাই।[৮-৯]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তোমরা নিশ্চয়ই স্ব স্ব বুদ্ধি, দৈব ও বাসুদেবের প্রভাবে বিনষ্ট হইলে; যেহেতু তাদৃশ অমোঘ ইন্দ্র-শক্তি তৃণতুল্য ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াই নিষ্ফল হইল।[১০] এই দুর্নীতি দোষেই আমার পুত্র, কর্ণ ও অন্যান্য পার্থিবগণ প্রভৃতি সকলকেই মৃত্যুলোক-গত বলিয়া মনে করিতেছি।[১১] সে যাহা হউক, হিড়িম্বা-নন্দন নিহত হইলে তৎকালে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পুনরায় কিরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তদ্বিষয় কীর্ত্তন কর।[১২] অপিচ, সেই সময় পাণ্ডব-পক্ষীয় কোন্ কোন্ যোদ্ধা সেনাদলে বাহিত হইয়া দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইল এবং সৃঞ্জয়-সমবেত পাঞ্চালগণই বা তাঁহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিল?[১৩] হে সঞ্জয়! দ্রোণ, সোমদত্ত-নন্দন ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বিনাশ জন্য অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট ও জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া জৃম্ভমাণ শার্দ্দূল ও ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায়, পাণ্ডব-সৈন্যে প্রবেশ করত নিরন্তর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তাঁহার প্রতি কিরূপে প্রত্যুদ্গত হইল?[১৪-১৫] হে বৎস সঞ্জয়! সেই ঘোরতর সমর সময়ে যে যে বীর আচার্য্যকে রক্ষা করিল এবং কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও

দুর্য্যোধন-প্রমুখ মহারথিগণ যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল এবং দ্রোণ-জিঘাংসু ধনঞ্জয় ও বৃকোদরকে মৎপক্ষীয় যোধগণই বা কিরূপ নিপীড়িত করিল; প্রত্যুত জয়দ্রথ-বধ-হেতু কৌরবগণ এবং ঘটোৎকচ-বধ নিমিত্ত পাণ্ডবগণ অসহিষ্ণু ও অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই নিশা সময়ে কিরূপ সংগ্রাম করিল তৎ সমস্ত কীর্ত্তন কর।[১৮]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই প্রগাঢ় রজনী সময়ে কর্ণ-কর্তৃক নিশাচর ঘটোৎকচ নিহত হইলে আপনার পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রাম বাসনায় প্রহৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে করিতে মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য সমুদায় বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় দীনতা প্রাপ্ত হইয়া ভীমসেনের প্রতি এইমত আদেশ করিলেন, হে মহাবাহু ভীম! হিড়িম্বা-নন্দনের নিধনে আমি বিমোহিত হইয়াছি, অতএব তুমি এক্ষণে একাকীই কৌরবগণকে নিবারণ কর। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই মত আদেশ করিয়া রথনীড়ে উপবেশন-পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ-বদনে পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন. এবং কর্ণের ভয়ঙ্কর বিক্রম সন্দর্শন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।[১৯-২৩] মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাকে সেইরূপ ব্যথিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ভরত প্রবর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! আপনি এরূপ কাতরভাব পরিত্যাগ করুন; প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় আপনার এরূপ অবসন্ন হওয়া উচিত নহে। হে মহারাজ! আপনি গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সুমহৎ সমরভার বহন করুন। এ সময়ে আপনি এরূপ হইলে; জয়লাভে সংশয় হইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর করতল-দ্বারা নেত্রবারি মার্জ্জন-পূর্ব্বক তাঁহারে এইরূপ বাক্য কহিলেন, হে মহাবাহু জনার্দ্দন! ধর্ম্মের পরমগতি আমার বিদিত আছে; যে ব্যক্তি অন্যকৃত উপকার স্মরণ না করে, সে

নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যার ফলভাগী হয়; আমি ইহা অবগত থাকিয়াও কি রূপে সুস্থির হইতে পারি। আমাদিগের বনবাস সময়ে মহাত্মা হিড়িম্বা-নন্দন বালক হইয়াও ভূরি ভূরি সাহায্য করিয়াছে। যৎকালে শ্বেতবাহন অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থে সুরলোকে গমন করেন, তখন ঐ মহাধনুর্দ্ধর কাম্যক বনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের অনাগত কাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করিয়াছিল; এবং গন্ধমাদন গমন কালে ঐ মহাত্মা আমাদিগকে ভূরি ভূরি দুর্গম স্থল হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিল, বিশেষত পরিশ্রান্ত পাঞ্চালীকে পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত বহন করিয়াছিল।[২৮-৩১] অপিচ, এই যুদ্ধের আরম্ভাবধি মহাত্মা ঘটোৎকচ মহাসমরে আমার নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছে, তাহা অন্যের অসাধ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।[৩২] জনার্দ্দন! বলিতে কি, সহদেবের প্রতি আমার যেরূপ স্বাভাবিকী প্রীতি আছে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের প্রতিও সেইরূপ পরম প্রীতি ছিল; ঐ মহাবাহু আমার অতিশয় ভক্ত ও পরম প্রিয় এবং আমিও উহার অতিশয় প্রিয় ছিলাম। এই নিমিত্তই আমি শোক-সন্তপ্ত ও বিমোহিত হইয়াছি।[৩৩-৩৪] হে বৃষ্ণিনন্দন! ঐ অবলোকন কর, আমাদিগের সৈন্যগণ কৌরবগণ-কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইতেছে এবং দ্রোণ ও কর্ণ সংগ্রামে অতিশয় যত্নপরায়ণ হইয়াছেন।[৩৫] যেরূপ মত্ত মাতঙ্গদ্বয় বৃহৎ নলবন বিমর্দ্দন করে, তদ্রূপ ঐ দুই বীর আমাদিগের সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতেছেন।[৩৬] হে মাধব! ঐ অবলোকন কর, রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও কর্ণ-প্রভৃতি বীরগণ অর্জ্জুনের অস্ত্রকৌশল, পরাক্রম ও তেজ এবং ভীমসেনের ভুজবল অনাদর-পূর্ব্বক সংগ্রামে নিশাচর ঘটোৎকচকে নিহত করিয়া আনন্দে সিংহনাদ করিতেছেন।[৩৭-৩৮] জনার্দ্দন! তুমি এবং আমরা সকলেই জীবিত থাকিতে সূতপুত্র কিরূপে ঘটোৎকচকে সংহার করিতে সমর্থ

হইল? [৩৯] হা! আমাদিগের সকলকে নিরস্ত করিয়া সব্যসাচীর সমক্ষেই মহাবলশালী ভীমতনয় ঘটোৎকচকে বিনাশ করিল! [৪০] কৃষ্ণ! যৎকালে দুরাত্মা কৌরবগণ অভিমন্যুকে বিনাশ করে, তখন মহারথী সব্যসাচী সেই রণস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, এবং আমরা সকলেই দুরাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলাম; সেই সময় সপুত্র দ্রোণই অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। [৪১,৪২] যেহেতু আচার্য্য স্বয়ংই বধোপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন; বিশেষত সে যখন একমাত্র অসি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, তৎকালে গুরুই তাহার সেই খড়্গ দুই খণ্ডে ছেদন করেন। [৪৩] হা! কৃতবর্ম্মা নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করত সহসা সেই বিপৎ সাগরে নিমগ্ন বালকের অশ্ব ও পৃষ্ঠরক্ষক দ্বয় নিহত করে। [৪৪] পরিশেষে অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণ একত্রিত হইয়া ঐরূপ নানা প্রকারে সমরে সুভদ্রা-নন্দনকে নিপাতিত করে। কৃষ্ণ! গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় অতি সামান্য অপরাধে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে নিহত করিয়াছেন, সুতরাং উহা আমার বিশেষ প্রিয় কার্য্য করা হয় নাই। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবদিগের যদি শত্রু বধ করাই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য। ঐ দুই জনই আমাদিগের সমস্ত দুঃখের মূল; উহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াই সুযোধন অতিশয় আশ্বস্ত হইয়াছে। হা! কি আক্ষেপের বিষয়! মহাবাহু অর্জ্জুন কোথায় অনুচরবর্গের সহিত দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করিবেন তাহা না করিয়া দূরদেশবাসী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিলেন। সে যাহা হউক, আমায় অবশ্যই সূতপুত্রের নিগ্রহ করিতে হইবে, এই সময় মহাবাহু বৃকোদর দ্রোণ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; অতএব আমি স্বয়ংই কর্ণ-বধার্থী হইয়া গমন করিব। [৪৫-৫০] ভরত্বা

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া অতিবেগে সুমহৎ শরাসন বিস্ফারণ ও ভয়ঙ্কর শঙ্খ ধ্বনি করত গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।[৫১]

তদনন্তর, পাঞ্চালরাজ-নন্দন শিখণ্ডী এক সহস্র রথী, তিন শত হস্তী, পঞ্চসহস্র অশ্ব, পঞ্চ সহস্র পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ত্বরা-সহকারে যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির-প্রমুখ বদ্ধ-সন্নাহ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ শত শত শঙ্খ ও ভেরী নিনাদ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূত-পুত্রের বিনাশ-বাসনায় স্বয়ংই গমন করিতেছেন; অতএব এ বিষয়ে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য হইতেছে না।[৫২-৫৫] হৃষীকেশ এই কথা বলিয়া বেগে অশ্ব সকল সঞ্চালন-পূর্ব্বক দূরগামী যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।[৫৬] ঐ সময় ব্যাসদেব অগ্নিদগ্ধ বস্ত্র-সদৃশ, যুধিষ্ঠিরকে শোক-সন্তপ্তচিত্তে সহসা সূত-পুত্রের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! ভাগ্যক্রমেই অর্জ্জুন সংগ্রামে বহুবার কর্ণের নিকটস্থ হইয়াও জীবিত রহিয়াছেন, কেন না সে ধনঞ্জয়ের বধ কামনাতেই বাসবদত্ত শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমেই জিষ্ণু এ পর্য্যন্ত কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; ধনঞ্জয় কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে উভয়েই স্পর্দ্ধাবান্ হইয়া দিব্যাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিত সন্দেহ নাই। তৎ পরে ধনঞ্জয়ের শর প্রভাবে পুনঃপুন কর্ণের অস্ত্র সকল ব্যর্থ এবং সে আপনি অস্ত্রানলে নিপীড়িত হইলে নিশ্চয়ই বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিত; তাহা হইলে তোমার নিদারুণ ব্যসন উপস্থিত হইত।[৫৭-৬১] যুধিষ্ঠির! তোমার সৌভাগ্য-বশতই সূতপুত্র সেই অমোঘ ইন্দ্রদত্ত শক্তি-দ্বারা নিশাচর ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াছে। পুরন্দর প্রদত্ত শক্তি এ

বিষয়ে নিমিত্ত মাত্র; বস্তুত কালই তাহাকে বিনাশ করিয়াছে।[৬২] বৎস! তোমার মঙ্গল নিমিত্তই সমরে ঘটোৎকচ নিহত হইয়াছে, অতএব তুমি মানসিক শোক ও ক্রোধ সম্বরণ কর; যেহেতু প্রাণিমাত্রেরই এইরূপ গতি। এক্ষণে তুমি মহাত্মা ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত পার্থিবগণের সহিত মিলিত হইয়া কৌরবদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরা তোমার করায়ত্ত হইবে; তুমি নিরন্তর ধর্ম্মেরই অনুস্মরণ কর এবং পরম প্রীতমনে আনৃশংস্য, তপস্যা, দান ও ক্ষমাদি গুণে নিরত হও, কারণ যে স্থানে ধর্ম্ম, সে স্থানেই জয় হইয়া থাকে। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতী-নন্দন মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই বাক্য বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।[৬২ ৬৭]

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৩ ॥

ঘটোৎকচবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

অথ দ্রোণ বধ প্রকরণ।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির বেদব্যাসের এই সকল বাক্য শ্রবণে স্বয়ং কর্ণ-বিনাশে অভিলাষ না করিয়া নিবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সূতপুত্র কর্তৃক ঘটোৎকচ নিহত জনিত দুঃখ ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইলেন।[১-২] ঐ সময় তিনি ভীমসেনকে একাকীই সমস্ত কৌরব-সৈন্য নিবারিত করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, তুমি দ্রোণের নিবারণে প্রবৃত্ত হও।[৩] হে শত্রুতাপন! তুমি দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্তই খড়্গ, কবচ, শর ও শরাসন সমেত সপ্তার্চ্চি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ, অতএব উহা হইতে

তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তুমি প্রহৃষ্টচিত্তে উহাঁর প্রতি ধাবিত হও, এবং জনমেজয়, শিখণ্ডী ও দৌর্ম্মুখি প্রভৃতি বীরগণ যশঃ প্রার্থী হইয়া হৃষ্টচিত্তে দ্রোণের প্রতিপক্ষে গমন করুক। তৎ পরে নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পুত্র ও প্রভদ্রক গণ, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সমন্বিত মহারাজ বিরাট ও দ্রুপদ সাত্যকি এবং পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় দ্রোণবধ বাসনায় বেগে গমন করুন। অধিক কি, আমার পক্ষের কি রথী, কি হস্ত্যারোহী, কি অশ্বারোহী, কি পদাতি, যে সমস্ত সৈন্য আছে, তৎ সমুদায় একত্রিত হইয়া রণ স্থলে মহারথ দ্রোণকে নিপাতিত করুক। মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির এইরূপ আদেশ করিলে, সেই সকল রথী ও পদাতি-প্রভৃতি সৈন্য ও সেনাপতিগণ একত্রিত হইয়া মহাবেগ-সহকারে দ্রোণ-বধার্থে ধাবমান হইল। পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সর্ব্বোদ্যোগ সহকারে সহসা আগমন করিতে লাগিলে, শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে যুদ্ধার্থে প্রতি-গ্রহ করিলেন এবং দুর্য্যোধনও দ্রোণের জীবন রক্ষা বাসনায় ক্রোধা-ন্বিত হইয়া সর্ব্বোদ্যোগের সহিত পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর, সেই শ্রান্ত বাহন ও শ্রান্ত সৈন্য কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর গর্জ্জন-পূর্ব্বক ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইল। মহা-রাজ! সেই সকল মহারথিগণ একে পরিশ্রান্ত, তাহাতে আবার নিদ্রাতে অন্ধ প্রায় হইয়াছিল, সুতরাং তৎকালে তাহারা সংগ্রামে নিশ্চেষ্টের ন্যায় হইয়া পড়িল এবং ঘোররূপা অতীব ভয়াবহা প্রাণিগণের-প্রাণ-হারিণী সেই ত্রিযামা রজনী তাহাদিগের পক্ষে সহস্র যামার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। যাহা হউক, সেই নিদ্রান্ধ যোধগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রহার ও নিহত করিতে লাগিলে, যামিনীর অর্দ্ধভাগ অতীত হইল। কিন্তু তৎকালে কি কৌরব কি পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণই অতিশয় কাতর ও নিরুৎসাহ হইয়া

অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গতাসুর ন্যায় হইয়া পড়িল, তথাপি সেই ক্ষমতাশালী প্রধান প্রধান বীরগণ স্বধর্ম্ম অনুস্মরণ ও লজ্জা-নিবন্ধন স্ব স্ব ব্যূহ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। পরন্তু অপরাপর যোধগণ নিদ্রান্ধ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ কেহ বা অশ্বের উপরিই শয়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় নরপালগণও এমন নিদ্রাতুর হইয়া পড়িলেন যে অন্যান্য যোধগণ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলে, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। সেই মহাসমরে অপর কতকগুলি নিদ্রান্ধ যোদ্ধা স্বপ্ন দর্শনে শত্রু মনে করিয়া নানা প্রকার বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক অজ্ঞানতা-বশত আপনাকেই কেহ কেহ স্ব পক্ষদিগকে কেহ বা শত্রুগণকেও বিনাশ করিতে লাগিল।[৮-২১] মহারাজ! তৎকালে, শত্রুগণ অপেক্ষা অস্মৎ পক্ষীয় বহু সংখ্যক বীর নিদ্রাসক্ত-লোচন হইয়াও সমর কামনায় অবস্থিত ছিল।[২২] সেই নিদারুণ অন্ধকার সময়ে অনেকানেক নিদ্রান্ধ বীরপুরুষ পরস্পর চরণে চরণে বিমর্দ্দন-প্রযুক্তও নিহত হইতে লাগিল।[২৩] অনেকে নিদ্রায় এরূপ মোহিত হইল, যে, তাহারা শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইবার সময়েও কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হইল না।[২৪]

মহারাজ! ঐ সময় বীভৎসু উভয় পক্ষীয় বীরগণের তাদৃশ কষ্টকর ব্যাপার অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে দিক্ সকল নিনাদিত করিয়া কহিলেন, হে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ! তোমরা সকলেই স্ব স্ব বাহনগণের সহিত নিরতিশয় শ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হইয়াছ, এবং সৈন্যগণও অপরিমিত ধূলিপটল ও প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; অতএব যদি অভিলাষ হয়, তবে মুহূর্তকালের নিমিত্ত সংগ্রামে বিরত হইয়া এই সমরভূমিতেই নিদ্রা যাইতে পার।[২৫-২৭] অনন্তর, শশধর সমুদিত হইলে তোমরা নিদ্রা ও শ্রান্তি নিরাকৃত

করিয়া পুনরায় স্বর্গ কামনায় পরস্পর স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সংসাধন করিও।[২৮] হে প্রজানাথ! ধর্ম্মজ্ঞ সেনাপতি ও সৈন্যগণ ধার্ম্মিকপ্রবর ধনঞ্জয়ের সেই সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন এবং পরস্পর উচ্চস্বরে কহিতে লাগিল, হে কর্ণ! হে কর্ণ! হে মহারাজ দুর্য্যোধন! ঐ দেখুন, সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্য সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতেছে, অতএব আপনারাও সমরে নিবৃত্ত হউন।[২৯-৩০]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ফাল্গুনের সেইরূপ বাক্যানুসারে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যসমুদায় সংগ্রামে বিরত হইল।[৩১] তৎকালে দেবগণ, মহাত্মা ঋষিগণ এবং সমস্ত সৈন্যগণ আহ্লাদিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সেই মহৎবাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল; বিশেষত সেই শ্রান্ত সৈন্যগণ অর্জ্জুনের তাদৃশ সদয় বাক্যের সমাদর করিয়া কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত সকলেই নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিল।[৩২-৩৩] মহারাজ! আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ বিশ্রাম ও সুখলাভ করিয়া এইরূপে অর্জ্জুনের প্রশংসা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল।[৩৪] হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! হে বীর! তোমাতেই সমস্ত বেদ, বুদ্ধি, পরাক্রম, ধর্ম্ম ও অস্ত্র সকল দেদীপ্যমান রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সমস্ত প্রাণীতেই তোমার দয়া আছে; অতএব হে পৃথা-নন্দন! আমরা আশ্বস্ত হইয়া তোমার যেরূপ মঙ্গল কামনা করিতেছি, অবশ্যই তাহা সিদ্ধ হইবেক; অধিক কি, তুমি অবিলম্বে আপন অভীষ্ট বিষয় লাভ কর।[৩৫-৩৬] এইরূপে সেই মহারথিগণ নরশার্দ্দূল অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।[৩৭] অনন্তর, কেহ গজস্কন্ধে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ রথনীড়ে, কেহ বা ধরাতলেই শয়ন করিতে আরম্ভ করিল; তৎকালে সেই মানবগণ অঙ্গদাদি অলঙ্কার

এবং খড়্গ, পরশ্বধ ও প্রাসাদি অস্ত্রের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিদ্রিত হইল।[৩৮.৩৯] নিদ্রান্ধ মাতঙ্গগণ ভূরেণু-ভূষিত ভুজঙ্গ-ভোগ-সদৃশ শুণ্ড-দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বসুন্ধরা শীতল করিতে লাগিল; তাহারা ভূতলে নিদ্রিত হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলে, মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাস ত্যাগে প্রবৃত্ত মহাভুজঙ্গগণ-পরিবেষ্টিত ইতস্তত বিকীর্ণ শৈল সকলের ন্যায়, শোভমান হইল।[৪০.৪১] অপিচ, কাঞ্চনময় যোক্ত্র-সমন্বিত কেশরালম্বিত যুগ-কাষ্ঠে আবদ্ধ তুরঙ্গমগণ খুরাগ্র-দ্বারা ক্ষৌণী খনন-পূর্ব্বক সমভূমি বিষম করিতে লাগিল এবং তাহারা সকলে রথাদি বহনীয় বিষয়ে নিযোজিত থাকিয়াই নিদ্রা যাইতে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ! এই-রূপে সেই নিরতিশয় শ্রমান্বিত তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও যোধগণ সংগ্রামে নিবৃত্ত হইয়া গাঢ়তর নিদ্রা যাইতে লাগিল।[৪২.৪৩] তৎকালে তাহারা তাদৃশ নিশ্চেষ্ট-ভাবে নিদ্রা যাইতে লাগিলে, বোধ হইল যেন সুনিপুণ শিল্পিগণ তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মনুষ্য সমাকুল সেই সৈন্য-দিগকে চিত্র-পটে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।[৪৪] মহারাজ! পরস্পর নিক্ষিপ্ত শর-দ্বারা ক্ষতবিক্ষত কলেবর কুণ্ডলালঙ্কৃত সেই যুবা ক্ষত্রিয়গণ করি-কুম্ভোপরি নিদ্রিত হইলে, বোধ হইল যেন কামিনী-গণের কুচ যুগলোপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।[৪৫]

তদনন্তর, কামিনীর-গণ্ডদেশের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ নেত্রানন্দকর নিশাকরচন্দ্র মাহেন্দ্রদিক্ অলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৪৬] তিনি উদয়াচল-বাসী কেশরীর ন্যায় পূর্ব্বদিকরূপ গুহা হইতে নিঃসৃত হইয়া কিরণ কেশর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তিমির-রূপ বারণ যূথ বিদারণ পূর্ব্বক সমুদিত হইলেন।[৪৭] মহারাজ! গঙ্গাধর বৃষাঙ্গ সদৃশ শুভ্রকান্তি নব বধূ-গণের হাস্যের ন্যায় অতীব মনোহর অনঙ্গের আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন সদৃশ মণ্ডলাকারে উদিত সেই ভগবান্

কুমুদ-বান্ধব চন্দ্রমা মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভা হরণ পূর্ব্বক শশচিহ্নের অগ্রভাগে অরুণ বর্ণ প্রদর্শন করিলেন; তৎপরে সুবর্ণ-বর্ণ সুমহৎ করজাল মন্দ মন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন।[৪৮-৫০] ঐ সময় চন্দ্র কিরণ প্রভা দ্বারা তিমির নিরাকৃত করিয়া ক্রমে দিক্, বিদিক্, নভো মণ্ডল ও ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।[৫১] তখন মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সমস্ত ভূমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিলে, অন্ধকার একেবারে লুপ্ত-নামা হইয়া পলায়ন করিল।[৫২] এইরূপ চন্দ্রোদয়ে সমস্ত লোক আলোকময় হইয়া উঠিলে, নিশাচর-জন্তুগণ-মধ্যে কেহ কেহ বিচরণ করিতে ক্ষান্ত হইল, কেহ কেহ বা বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।[৫৩] মহারাজ! খরকর কর প্রভাবে কমল কানন যেমন প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ সেই নিদ্রিত সৈন্যগণ হিমকর কর প্রভাবে প্রবোধিত হইল।[৫৪] অপিচ, পার্ব্বণ চন্দ্রোদয়ে সাগর যেরূপ উদ্ধূত ও ক্ষুভিত হয়, তদ্রূপ সেই সৈন্য-সাগর চন্দ্রোদয়ে উদ্ধূত ও ক্ষুভিত হইয়া উঠিল।[৫৫] অনন্তর, পরলোক-গমনাভিলাষী সেই বীরগণের লোক-বিনাশ-হেতু পুনরায় ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল।[৫৬]

পুনরায় যুদ্ধারম্ভে চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন অমর্ষ-বশ প্রাপ্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার তেজ ও হর্ষের উদ্দীপন করিয়া এইরূপ কহিলেন, হে আচার্য্য! রণস্থলে শত্রুগণ দীনমনা ও আন্তরিক শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে প্রার্থনা করিলে, লব্ধলক্ষদিগের কদাচ তৎকালে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু বল-

বত্তর পাণ্ডবগণ বিশেষ-রূপে শ্রান্ত হইলেও কেবল আপনার প্রিয়-কামনা-হেতুই আমরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি।[১-৩] দেখুন, আপনা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই পাণ্ডবগণ পুনঃপুন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, আর আমরা ক্রমশ তেজ ও বল বীর্য্য পরিশূন্য হইতেছি।[৪] আমি নিশ্চয় জানি যে, এই জগতে ব্রাহ্ম ও দিব্য-প্রভৃতি যাহা কিছু অস্ত্র শস্ত্র আছে, তৎসমস্তই আপনাতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অতএব, আমি আপনার নিকট সত্যই কহিতেছি যে, আপনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, কি পাণ্ডবগণ, কি আমরা, কি পৃথিবীস্থ অপরাপর ধনুর্দ্ধরা-গ্রগণ্যগণ কেহই আপনার তুল্য হইতে পারে না।[৫-৬] অধিক কি, হে দ্বিজোত্তম! আপনি যেরূপ দিব্যাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহাতে নিশ্চয়ই দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব সমবেত এই সমস্ত লোকই দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে বিনাশ করিতে পারেন।[৭] পাণ্ডবগণ আপনা হইতে বিশিষ্টরূপে হীন হইলেও শিষ্যত্ব-নিবন্ধন অথবা আমার দুর্ভাগ্য-প্রযুক্তই হউক, আপনি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।[৮]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক এইরূপে কোপিত ও উত্তেজিত হইয়া সক্রোধে তাঁহাকে এইরূপ উত্তর করিলেন, দুর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও পরম শক্তি অনুসারে সংগ্রাম করিতেছি, তথাপি তুমি শঙ্কা করিতেছ। যাহা হউক, অতঃপর আমি তোমার জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া অতি নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।[৯-১০] এই সমুদায় সৈন্যগণ অস্ত্রবিষয়ে অনভিজ্ঞ, আমি অস্ত্রাভিজ্ঞ হইয়াও ইহাদিগকে বিনাশ করিব। যখন তুমি অনুমতি করিতেছ, তখন শুভই হউক আর অশুভই হউক, তোমার বাক্যানুসারে আমি অবশ্যই উহা সম্পাদন করিব। হে রাজন্! এই আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, অদ্য আমি পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সংগ্রামে সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ

কবচ পরিত্যাগ করিব; হে কৌরব! তুমি যে, কুন্তী-নন্দন ধনঞ্জয়কে সংগ্রামে শ্রান্ত বোধ করিতেছ, সে ভ্রমমাত্র; আমি তাঁহার প্রকৃত-রূপে ভুজ-বীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর সেই ধনঞ্জয় কুপিত হইলে, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষস কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে উৎসাহ করিতে পারেন না। খাণ্ডব দাহন সময়ে ভগবান্ সুরপতি ইন্দ্র বারি বর্ষণ করিতে লাগিলে, যে মহাত্মা কেবল শস্ত্রপ্রভাবেই তাঁহারে নিবারিত করিয়াছিলেন। অপিচ, তৎকালে যক্ষ, নাগ ও দানবপ্রভৃতি যে কেহ বলদর্পিত হইয়া তাঁহার অভিমুখস্থ হইয়াছিল, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তৎসমস্তকেই যে নিহত করিয়াছিলেন, তাহা তোমারো বিদিত আছে। আর দেখ, ঘোষ-যাত্রা কালে যখন চিত্রসেনাদি গন্ধর্ব্বগণ তোমাদিগের সকলকে হরণ করিয়া গমন করিতেছিল, তখন ঐ দৃঢ়ধন্বা ধনঞ্জয়ই তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তোমাদিগকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন। অপিচ, নিবাতকবচাদি দানবগণ চিরকাল দেবগণের শত্রু ছিল, দেবতারা কোন ক্রমেই তাহাদিগকে সংহার করিতে পারেন নাই; কিন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় রণস্থলে তাহাদিগকে এবং হিরণ্য-পুরবাসী সহস্র সহস্র দানবদিগকে নিপাতিত করিয়াছেন; [১১-১৯] অতএব তাদৃশ অর্জ্জুনকে মনুষ্য কি রূপে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? হে প্রজানাথ দুর্য্যোধন! আমরা সবিশেষ যত্নপর থাকিলেও যে রূপে তোমার সৈন্যক্ষয় করিতেছেন, তাহা তুমি স্বয়ংই প্রত্যক্ষ করিতেছ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ তাদৃশ ভাবে ধনঞ্জয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলে, দুর্য্যোধন কুপিত হইয়া পুনরায় এই বাক্য কহিলেন, অদ্য আমি, দুঃশাসন, কর্ণ ও আমার মাতুল শকুনি আমরা এই কয়েক জন একত্রিত হইয়া সৈন্য সকল দুই

ভাগে বিভক্ত করিয়া যুদ্ধ করত অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণানন্তর কোন প্রতিবাদ না করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক্, পরন্তু প্রভাবে অনলতুল্য এবং সংগ্রামে অক্ষয়-স্বরূপ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিতে পারে, ভূমণ্ডলে এমন ক্ষত্রিয় কে আছে? কে? কাহাকেও ত দৃষ্ট হইতেছে না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক্, অর্জ্জুন সশস্ত্র থাকিলে, ধনাধিপতি কুবের, দেবরাজ ইন্দ্র, লোকান্তকর কৃতান্ত বরুণ, অসুর, ভুজঙ্গ ও ও রাক্ষস-প্রভৃতিও তাঁহাকে সংহার করিতে সমর্থ নহেন। হে রাজন্! তুমি যাহা কহিলে, মূঢ় লোকেই এরূপ অসম্ভব বাক্য কহিয়া থাকে; কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে অর্জ্জুনের সহিত সঙ্গত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রস্থান করিতে পারে? পরন্তু তুমি অতিশয় পাপমতি ও ক্রূরাত্মা এবং সকলের প্রতিই শঙ্কা করিয়া থাক, এই নিমিত্তই তোমার হিত-নিরত ব্যক্তিদিগের প্রতি তুমি ঈদৃশ কটূক্তি করিতেছ। হে রাজন্! তুমিও সৎকুল সম্ভূত ক্ষত্রিয় এবং সেই কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়ের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ অভিলাষও করিয়া থাক, অতএব তুমি স্বকীয় কার্য্য সংসাধনার্থ স্বয়ংই সংগ্রামে গমন করিয়া অবিলম্বে তাঁহারে সংহার কর। বিশেষত তুমিই এই শত্রুতার মূল-স্বরূপ; তবে এই সমস্ত নিরপরাধ ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করাইবার প্রয়োজন কি? তুমি স্বয়ংই অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও। হে গান্ধারী-নন্দন! সমস্ত অনিষ্টের মূল-স্বরূপ দ্যূতক্রীড়া ব্যবসায়ী প্রাজ্ঞ ও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-নিরত তোমার এই মাতুলও ধনঞ্জয়ের প্রতিপক্ষে যাত্রা করুন। উনি কুটিল, কপটমতি, শঠ ও প্রতারকের অগ্রগণ্য, এবং অক্ষ-বিদ্যাতেও বিলক্ষণ পটু; উনিই পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন; এক্ষণে সমরে পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিবেন, সন্দেহ

নাই। অপিচ, তুমি কর্ণের সহিত হৃষ্টচিত্তে অজ্ঞানতাবশত বারং-বার ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে এইরূপ নিরর্থক শ্লাঘা করিয়াছিলে যে, "হে পিত! আমি, কর্ণ এবং আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিন জন সমবেত হইয়া সমরে পাণ্ডু-পুত্রদিগকে সংহার করিব।" পূর্ব্বে প্রায় প্রতি সভাতেই তোমার এইরূপ শ্লাঘার বিষয় শ্রবণ করিতাম, এক্ষণে কর্ণাদির সহিত সমবেত হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ-পূর্ব্বক স্বীয় বাক্য সত্য কর। ঐ দেখ, দুর্জ্জয় শত্রু পাণ্ডু-পুত্র ধনঞ্জয় তোমার অগ্রেই অবস্থিত রহিয়াছে।[২০-২৫] যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা কর, তাহা হইলে এই সমরে তোমার জয় লাভ অপেক্ষা বিনাশ ও শ্লাঘ্যতর। দুর্য্যোধন! এই পৃথিবীতে তুমি দান, অধ্যয়ন ও ভোগাদি অনেক করিয়াছ; অধিক কি, অভিলষিত সমস্ত ঐশ্বর্য্যই লাভ করিয়াছ; সুতরাং দেব ও পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছ; অতএব আর ভয় করিও না, স্বয়ংই অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া যেস্থলে শত্রুগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল, তথায় উপনীত হইলেন এবং দুর্য্যোধনও সৈন্যদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।[৩৬-৩৭]

সৈন্য দ্বৈধীকরণে পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রজনী তৃতীয়ভাগ অতীত হইয়া এক-ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে সেই প্রহৃষ্টচিত্ত কৌরব ও পাণ্ডবগণের পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।[১]

তদনন্তর, অরুণের অগ্রভাগে অরুণ সমস্ত চন্দ্রপ্রভা হরণ ও

প্রভাকরকে তাম্রবর্ণ করিয়া উদিত হইলেন।[২] রবিমণ্ডল অরুণ-কিরণে লোহিত বর্ণ হইয়া তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত চক্রের ন্যায় পূর্ব্বদিকে বিরাজিত হইতে লাগিল।[৩] তখন কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ সকলে শতাঙ্গ, তুরঙ্গ ও মনুষ্য যান সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রভাকরের অভিমুখীন হইয়া সন্ধ্যোপাসনার নিমিত্ত করপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।[৪] ঐ সময়, কৌরব-সৈন্য সকল দ্বিধা বিভক্ত হইলে, দ্রোণ দুর্য্যোধনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সোমক, পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন।[৫] কৃষ্ণ কৌরবগণকে দ্বিধা বিভক্ত অবলোকন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে সব্যসাচিন্! তুমি এই শত্রুদিগকে বামদিকস্থ কর।[৬] অর্জ্জুন কেশবকে " তাহাই কর " এইরূপ বলিয়া ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ ও কর্ণকে বামভাগে করিলেন।[৭] পরপুর-বিজয়ী ভীমসেন.কৃষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমরাঙ্গনস্থিত অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! হে বীভৎসো! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় কামিনীরা যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত পুত্র প্রসব করেন, তাহার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে; হে যোধশ্রেষ্ঠ! এমন সময় প্রাপ্ত হইয়াও যদি তুমি শ্রেয়োবিধান না কর, তাহা হইলে অতিশয় নৃশংসতার কার্য্য করা হইবে এবং লোকমধ্যে অসম্মানিত হইবে।[৮.১০] অতএব তুমি এই বামভাগ-স্থিত কৌরবদিগকে ভেদ করিয়া স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে সত্য, ধর্ম্ম, যশ ও শ্রীর নিকট হইতে আনৃণ্য লাভ কর।[১১]

মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব ও বৃকোদরের এইরূপ আদেশানুসারে দ্রোণ ও কর্ণকে অতিক্রম-পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য আক্রমণ করিলেন।[১২] সেই পরাক্রান্ত বীর শরানলে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে সমরাঙ্গনে আগমন করিতে লাগিলে, যেরূপ প্রবৃদ্ধ পর্ব্বতকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না; তদ্রূপ কৌরব-

পক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা যথা-সাধ্য যত্নপর হইয়াও নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন দুর্যোধন, কর্ণ ও সুবল-নন্দন শকুনি কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়ের প্রতি অসংখ্য শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দিব্যাস্ত্রজ্ঞ-প্রবর অর্জ্জুন তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র সকল নিষ্ফল করিয়া অনবরত শরজাল বিকীরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই-রূপে তিনি হস্তলাঘব-দ্বারা তাঁহাদিগের অস্ত্র সকল নিরাকৃত করিয়া প্রত্যেককে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে উদ্ধূত ধূলিপটল, নিরন্তর শস্ত্রবৃষ্টি, অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর বীরনাদ একত্র মিলিত হওয়ায় ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তাহাতে নভোমণ্ডল, কি ভূমণ্ডল, কি দিঙ্মণ্ডল, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; বিশেষত সৈন্যদিগের পাদোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল প্রভাবে সকলেই অন্ধপ্রায় হইল। ঐ সময়, কি শত্রুগণ কি আমরা, পরস্পর কেহ কাহাকে জানিতে পারিলাম না; [১৩-১৯] ভূপালগণ কেবল অনুমান দ্বারাই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরের বাহু, বর্ম্ম ও কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক সমরে সমাসক্ত হইল। কোন কোন রথী অশ্ব ও সারথি বিহীন ও ভয়পীড়িত হইয়া জীবিত থাকিয়াও নিশ্চেষ্টভাবে পতিত থাকা-প্রযুক্ত বোধ হইল যেন সকলেই নিহত হইয়াছে। ঐরূপ অশ্বারোহিগণও অশ্বসমেত পর্ব্বতাকার হস্তীতে বিলীন থাকিয়া গতাসুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় দ্রোণাচার্য্য রণস্থল হইতে উত্তর দিকে গমন-পূর্ব্বক ধূম-শূন্য জ্বলন্ত অনলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহাকে সমরাঙ্গন হইতে উত্তর দিকে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ত্রাসে কম্পিত হইতে লাগিল। মহারাজ! তৎকালে, শত্রুগণ আচার্য্যকে দিব্য শ্রীসমন্বিত ও প্রভাবে জ্বলদগ্নি-সদৃশ প্রদীপ্ত দর্শন করিয়া ত্রাসিত, মলিন ও বিচলিত হইয়া পড়িল। যেমন

দানবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয় বিষয়ে হতাশ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ, শত্রু সৈন্য আহ্বানকারী গলিত-মদ মাতঙ্গ-তুল্য আচার্য্যকে পরাজয় করিতে আশা করিলেন না। নরপতিগণ-মধ্যে অনেকেই নিরুৎসাহ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন কোন নির্ভীক-চিত্ত শূর ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া কর-দ্বারা করাগ্র নিষ্পেষণ, কেহ ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া অধর দংশন, কেহ আয়ুধ-বিক্ষেপণ; কেহ কেহ বা ভুজমর্দ্দন করিতে লাগিল, ২০-২৯ এবং কোন কোন মহাবলশালী বীর জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া বেগে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইল; বিশেষতঃ পাঞ্চালগণ দ্রোণ বাণে নিপীড়িত ও অতিশয় বেদনাতুর হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে সমাসক্ত হইল।

ঐ সময় রণ-দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্য তাদৃশ প্রবল বেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ও মৎস্যরাজ বিরাট তাঁহার সহিত সমরে সঙ্গত হইলেন। মহারাজ! তৎপরে দ্রুপদ-রাজের তিন পৌত্র ও মহাধনুর্দ্ধর চেদিগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাহারা আগত-মাত্র দ্রোণ নিশিত তিন শর দ্বারা দ্রুপদের তিন পুত্রের প্রাণ হরণ-পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তদনন্তর, ভারদ্বাজ-নন্দন মহারথী দ্রোণ সমরস্থিত চেদি, কেকয়, সৃঞ্জয় ও সমগ্র মৎস্যদিগকে পরাজিত করিলেন। তদ্দর্শনে নরপতি দ্রুপদ ও বিরাট ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষত্রিয়মর্দ্দনকারী দ্রোণ সেই শরবৃষ্টি নিবারণ করিয়া বিরাট ও দ্রুপদরাজকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তাহাতে ক্রোধন-স্বভাব সেই দুই নরপতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে অসংখ্য শর-নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তখন দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া অতীব তীক্ষ্ণ ধার দুই ভল্ল-দ্বারা

তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাঁহারা উভয়েই দ্রোণ বধাভিলাষে কুপিত হইয়া বিরাটরাজ দশ তোমর ও দশ বাণ এবং দ্রুপদরাজ পন্নগ সন্নিভ সুবর্ণ-বিভূষিত লৌহময়ী এক শক্তি গ্রহণ করিয়া দ্রোণের রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে দ্রোণ সুনিশিত ভল্ল-নিচয়-দ্বারা বিরাট-নিক্ষিপ্ত দশ তোমর ছিন্ন করিয়া বহুসংখ্যক শর দ্বারা দ্রুপদরাজের সেই কনক-বৈদূর্য্য-নিভ শক্তি নিরাকৃত করিলেন। তৎ পরেই সেই শত্রুমর্দ্দনকারী আচার্য্য পীতবর্ণ দুই ভল্ল-দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।

মহারাজ! নরপতি দ্রুপদ ও বিরাট, বহু সংখ্যক কেকয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চাল-সৈন্য এবং দ্রুপদরাজের তিন বীর পৌত্র নিহত হইলে, মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য সন্দর্শন করিয়া দুঃখ ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সমস্ত রথিগণ-মধ্যে এইরূপ শপথ করিলেন।[৩০-৪৫] "অদ্য যদি আমি সংগ্রামে দ্রোণের নিকট পরাজিত হই, অথবা উনি আমার হস্তে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি ব্রহ্মতেজ, ক্ষত্রিয়তেজ ও ইষ্টাপূর্ত্ত হইতে পরি-ভ্রষ্ট হইব।"[৪৬] এইরূপে পরবীরহন্তা পাঞ্চালরাজ-নন্দন, সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণ-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণা-ভিমুখে যাত্রা করিলেন।[৪৭] ঐ সময় সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ একত্রিত হইয়া দ্রোণের প্রতি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে প্রধান প্রধান ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবল-নন্দন শকুনি আচার্য্যের রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেই সকল মহারথি-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ যত্নপর হইয়াও তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। তখন ভীমসেন অতি-শয় ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোর বাক্য-দ্বারা যেন ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মচ্ছেদ করি-

য়াই কহিতে লাগিলেন, মহারাজ দ্রুপদের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সমস্ত অস্ত্রে অভিজ্ঞ ও ক্ষত্রিয়াভিমানী হইয়া কোন্ পুরুষ সম্মুখস্থিত শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া থাকে? বিশেষত পিতৃ ও পুত্রদিগের বধ সন্দর্শনে সমস্ত নৃপগণ-মধ্যে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়া কোন্ ব্যক্তি শত্রুকে পরিপালন করিয়া থাকে? এক্ষণে দ্রোণ শরচাপরূপ কাষ্ঠে প্রজ্বলিত হইয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায় ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করিতেছেন; অতএব তোমরা এই স্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক আমার কার্য্য অবলোকন কর। পাণ্ডবসেনা নিঃশেষিত করিবার পূর্ব্বেই আমি স্বয়ং উঁহার প্রতিপক্ষে গমন করিব। এই বাক্য বলিয়া বৃকোদর অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট দৃঢ়তর শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক কৌরব বাহিনী বিদ্রাবিত করিতে করিতে ব্যূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই মহাব্যূহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থে দ্রোণের সহিত সঙ্গত হইলে, অতিতুমুলকাণ্ড হইয়া উঠিল। মহারাজ! সেই সূর্য্যোদয় সময়ে যেরূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইল, পূর্ব্বে আমরা তাদৃশ যুদ্ধ কদাচ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। তৎকালে, পরস্পর সংশ্লিষ্ট বহু সংখ্যক রথ ও মনুষ্যদিগের রাশি রাশি হত ও বিশীর্ণ শরীর সকল দৃষ্ট হইল এবং কোন কোন রণ পরাঙ্মুখ বীর পলায়ন কালে পথি-মধ্যে অন্য-কর্তৃক আহত এবং কেহ কেহ পশ্চাৎ ও পার্শ্ব হইতে তাড়িত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই অতীব নিদারুণ সংগ্রাম হইতে লাগিলে, ক্ষণকাল-মধ্যে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদিত হইলেন। ৪৮-৬০

বিরাট দ্রুপদ বধে ষডশীত্যধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১৮৬ ॥

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহস্র কিরণরাজি-বিরাজিত ভাস্কর-দেব উদিত হইতেছেন অবলোকন করিয়া সমরাঙ্গন-স্থিত বর্ম্মধারী বীরবর কৌরব ও পাণ্ডবগণ তাঁহার উপাসনা করিলেন।[১] সেই তপ্ত-কাঞ্চন সদৃশ প্রভাশালী প্রভাকরের উদয়ে সমুদায় লোক প্রকাশিত হইলে, পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।[২] সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে যাহার সহিত সমরে সমাসক্ত ছিল, পুনরায় সে সেই ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।[৩] অশ্বারোহিগণ রথীদিগের সহিত, হস্ত্যারোহিগণ অশ্বারোহীর সহিত, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত, কোন পদাতিগণ হস্ত্যারোহীর সহিত এবং কোন কোন পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত সমরে কখন সমাসক্ত কখন বা বিশ্লিষ্ট হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। মহারাজ! যোধগণ রজনী যোগে যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াছিল, প্রাতঃ কালে সূর্য্যোত্তাপে অতিশয় শ্রান্ত ও ক্ষুৎ পিপাসায় বিকলাঙ্গ হইয়া একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল।[৪-৬] ঐ সময়ে অনবরত শঙ্খ-নিনাদ, ভেরী নির্ঘোষ, মৃদঙ্গ-ধ্বনি, মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি, সরাসন সকলের বারংবার আকর্ষণ ও বিস্ফারণ শব্দ, প্রধাবিত পদাতিগণের চীৎকার ধ্বনি, নিপাত্যমান শস্ত্রশব্দ, অশ্বগণের হ্রেষা রব ও ইতস্তত প্রচালিত রথ সকলের ঘর্ঘর শব্দ একত্র মিলিত হইয়া এমন প্রবৃদ্ধ হইল যে, একেবারে গগণমণ্ডল স্পর্শ-পূর্ব্বক দিক্ বিদিক্ পরিপূরিত করত অতীব তুমুল হইয়া উঠিল। মহারাজ! তৎকালে বিবিধ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত কলেবর পতিত ও পাত্যমান পদাতি, রথী, অশ্ববার ও গজারোহিগণ ইতস্তত অঙ্গ বিক্ষেপ-পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলে, সমর ভূমিতে নিরন্তর আর্ত্তস্বর শ্রুত হইতে লাগিল; তাহাতে অতিশয় শোচনীয় ব্যাপার হইয়া উঠিল। এইরূপে সমুদায় সৈন্য-

গণ সমরে সমাসক্ত হইলে, কি অস্মৎ পক্ষীয়, কি বিপক্ষ পক্ষীয়, এমন বিমোহিত হইল যে, তৎকালে তাহারা আত্ম পর বিবেচনা না করিয়া যে যাহাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইল, সেই তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল।[৪-১২] অপিচ হস্তী ও যোধগণের উপরি বীরগণের বাহু নিক্ষিপ্ত খড়্গ সকল প্রক্ষালনস্থান নিক্ষিপ্ত বসনরাশির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং উদ্যত খড়্গ সকল বিপক্ষ বীরগণ-দ্বারা প্রতি-হত হইতে লাগিলে, প্রক্ষাল্যমান বসনের ন্যায় শব্দ হইতে আরম্ভ হইল।[১৩-১৪] ক্রমে তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া অর্দ্ধাসি, খড়্গ তোমর ও পরশ্বধাদি-দ্বারা নিদারুণ সমরে সমাসক্ত হইল।[১৫] অনন্তর, হস্তী ও অশ্বাদির শরীরস্থ শোণিত-সম্ভব, শস্ত্ররূপ মৎস্য পরিপূর্ণ, মাংস-শোণিত-কর্দ্দমময় এক নদী সমুৎপন্ন হইল।[১৬] বীরগণের আর্ত্তনাদ ঐ নদীর জল-কল্লোল শব্দ, বস্ত্র পতাকা উহার ফেণ-স্বরূপ, যমলোক পর্য্যন্ত উহার সীমা ; ঐ সময় মৃত নর-কলেবর সকল উহাতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহারাজ! হস্তী ও অশ্বাদি বাহন সকল রাত্রিযুদ্ধে শর ও শক্তি-প্রভৃতি বহুবিধ শস্ত্র-দ্বারা নিপীড়িত হইয়া বিমোহিত ও দুর্ব্বল হইয়াছিল, সুতরাং প্রাতঃকালে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া সমস্ত শরীর স্তম্ভিত করিয়া স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল।[১৭-১৮] তৎকালে ছিন্ন বাহু, কবচ, শস্ত্র, চারু কুণ্ডলমণ্ডিত রাশি রাশি মস্তক, বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ, মৃত ও অর্দ্ধমৃত কলেবর এবং সমাগত ভূরি ভূরি মাংসাশী প্রাণি-গণ-দ্বারা রণস্থল এরূপ সঙ্কুল হইল যে, একেবারে রথবর্ত্ম পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গেল।[১৯-২০] অপিচ, সেই শোণিত-কর্দ্দমময় ভূমিতে রথচক্র সকল নিমগ্ন হইলে, সংকুল সম্ভূত মহাবলশালী মাতঙ্গ-সদৃশ তুরঙ্গমগণ শরপীড়িত, শ্রান্ত ও কম্পমান হইয়া যথা-সাধ্য বল প্রকাশ-পূর্ব্বক অতি কষ্টে সেই সকল রথ বহন করিতে লাগিল।

মহারাজ! ঐ সময় কেবল দ্রোণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত উভয় পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যই উদ্ভ্রান্ত, ভয়াতুর ও বিহ্বল হইয়াছিল। তৎকালে উল্লিখিত দুই বীরই সমস্ত লোকের সংহারকর্ত্তা ও ভয়ার্ত্তদিগের আশ্রয়-স্বরূপ হইলেন[২১.২৩] এবং ঐ দুই বীরকে প্রাপ্ত হইয়াই উভয় পক্ষীয় অনেক বীর শমন ভবনে গমন করিতে লাগিল। হে রাজন্! কৌরব ও পাঞ্চালদিগের সেই সুমহৎ সৈন্য উদ্বিগ্ন হইয়াও ঘোরতর সংগ্রামে সমাসক্ত হইলে, আর কাহাকেই জানিতে পারা গেল না। কৃতান্তের ক্রীড়াভূমি সদৃশ, ভীরুদিগের ভয়বর্দ্ধনকর পৃথিবীর সমস্ত রাজ-কুলের মহৎ ক্ষয় সময়ে সংগ্রাম-সঙ্গত সৈন্য-দিগের পদোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটলে সমস্ত রণস্থল সমাবৃত হইলে, কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অর্জ্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি পাঞ্চাল-নন্দন দৃষ্টদ্যুম্ন, কি সাত্যকি, কি দুঃশাসন, কি অশ্বত্থামা, কি দুর্য্যোধন, কি সুবল-নন্দন শকুনি, কি কৃপ, কি মদ্ররাজ শল্য, কি কৃতবর্ম্মা, কি দিক্, কি বিদিক্, কি পৃথিবী, কি আপনি, কি অপর, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। সেই লোক-সম্ভ্রমকর অতীব ভয়ানক তুমুল রজোমেঘ সমুত্থিত হইলে, সকলেই পুনরায় নিশাকাল বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ঐ সময়ে কে কৌরব কে পাঞ্চাল কে পাণ্ডব কিছুই অবধারিত হইল না। দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং সম ও বিষমপ্রদেশ এককালে অদৃশ্য হইল। তৎকালে বিজয়াভিলাষী যোধগণ কি আত্মপক্ষ, কি বিপক্ষ পক্ষ হস্ত স্পর্শ-দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হইল, তাহাকেই নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর, বায়ুবেগ-বশত বহুল পরিমাণে ধূলিপটল গগণমণ্ডলে উদ্ধূত এবং অবশিষ্ট শোণিতপ্রসেকে অভি-ষিক্ত হওয়ায় সমরভূমিস্থ সমস্ত ধূলিরাশিই প্রশান্ত হইল। তাহাতে

হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি প্রভৃতি যোধগণ রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পারিজাত কাননের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহারাজ! ঐ সময়ে দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ ও দুঃশাসন এই চারিজন রথী পাণ্ডব-পক্ষীয় চারি জন বীরের সহিত সমরে সমাসক্ত হইলেন। সভ্রাতৃক দুর্য্যোধন যমজ নকুল সহদেবের সহিত, কর্ণ ভীমসেনের সহিত এবং ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে সঙ্গত হইলেন। তৎকালে সকলেই সমীপস্থ হইয়া সেই উগ্রতর রথিশ্রেষ্ঠদিগের মহাশ্চর্য্যকর ও ভয়ঙ্কর অলৌকিক সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিল। সমস্ত রথিগণ সেই চিত্রযোধী বীরগণের বিচিত্র রথ সঞ্চালন কৌশলাদি-দ্বারা পরস্পর রথ-সঙ্কুল যুদ্ধ, বিস্ময় সহকারে অবলোকন করিতে লাগিলেন। উল্লিখিত দ্রোণ-প্রভৃতি পরাক্রান্ত বীরগণ পরস্পর জিগীষা পরবশ ও যত্নপর হইয়া বর্ষাকালীন বারিদ-বৃন্দের ন্যায় শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই পুরুষপ্রবরগণ সূর্য্যসঙ্কাস শতাঙ্গে সমারূঢ় হইয়া সৌদামিনী মণ্ডিত শারদীয় মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! ঐ সময় অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর যোধগণ ক্রোধে অধীর হইয়া শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক যত্ন ও স্পর্দ্ধা-সহকারে মত্ত মাতঙ্গ-শ্রেষ্ঠের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল।[৩১.৩১] পরন্তু নিশ্চয়ই কাল পূর্ণ না হইলে এই দেহ বিনষ্ট হয় না, যেহেতু সেই মহারথিগণ সকলেই এককালে বিশীর্ণ হইল না।[৩২] তৎকালে কোন স্থলে ছিন্ন বাহু, চরণ, রাশি রাশি কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক, কার্ম্মুক, বিশিখ, প্রাস, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ, নালীক, ক্ষুর, নারাচ, নখর শক্তি, তোমর অন্যান্য বহুবিধ পরিষ্কৃত উত্তমোত্তম অস্ত্রজাত ও বিবিধাকার শরীরাবরক বর্ম্ম, ভগ্ন বিচিত্র রথ এবং নিহত হস্তী ও অশ্ব সকল পতিত; কোন স্থলে নানা অলঙ্কারে ভূষিত বীর রথিগণ

নহত হওয়ায় হত-সারথি সন্ত্রস্ত অশ্বগণ ছিন্নধ্বজ যোধ-শূন্য নগরাকার রথ সকল ইতস্তত আকর্ষণ করিতে লাগিলে, সমীরণ সঞ্চালিত বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কোন স্থলে ব্যজন, কবচ, ধ্বজ, ছত্র, বহুবিধ আভরণ, অস্ত্র, সুগন্ধি মাল্য, কিরীট, মুকুট, উষ্ণীষ, কিঙ্কিণীজাল, মণিময় কণ্ঠাভরণ, নিষ্ক ও চূড়ামণি-প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার সকল সমাকীর্ণ থাকিলে রণস্থল, তারাগণ-বিরাজিত নভোমণ্ডলের সাদৃশ্য ধারণ করিল।[৩৩-৪৯] অনন্তর অসহিষ্ণু রাজা দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অসহনশীল ক্রোধাবিষ্ট নকুলের সহিত সংগ্রামে সঙ্গত হইলেন।[৫০] মহারাজ! মাদ্রী-পুত্র আপনার পুত্রকে বামভাগে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতি এক শত শর প্রহার করিলে, সে স্থলে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল।[৫১] তৎ পরে অত্যন্ত অমর্ষ-স্বভাব রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃব্য নকুল-কর্ত্তৃক সংগ্রামে বামদিকস্থ হইয়া কোন ক্রমে উহা সহ্য করিলেন না; প্রত্যুত তিনিও তাঁহাকে অবিলম্বে বামদিকস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। তখন বিচিত্র সমর-পথাভিজ্ঞ তেজস্বী নকুল অপসব্যস্থ করণেচ্ছু দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কুরুরাজকে সর্ব্বতোভাবে নিবারণ ও শরজালে নিপীড়িত করিয়া পরাঙ্মুখ করিলেন, এবং আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা-জনিত পূর্ব্ব প্রাপ্ত সমস্ত দুঃখ স্মরণ করিয়া তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তাহাতে সমস্ত সৈন্যই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।[৫২-৫৫]

নকুল দুর্য্যোধন সমাগমে সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্রতর

রথবেগে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া সহদেবের প্রতি ধাবিত হই-লেন।[১] সেই অমিত্রকর্ষণ ঐ রূপে আগমন করিতে লাগিলে মাদ্রীপুত্র এক ভল্লাস্ত্র-দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার সারথির শিরস্ত্রাণ-সমন্বিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[২] মহারাজ! সারথি, সহদেবের শরে ছিন্ন-মস্তক হইলে, সে কখন্ যে নিহত হইল, তাহা কি দুঃশাসন, কি অন্যান্য সেনাপতি, লাঘব-প্রযুক্ত কেহই লক্ষ করিতে সমর্থ হইল না।[৩] যখন রশ্মি-সংযমনাভাবে অশ্ব সকল যথেচ্ছাচারী হইয়া ইতস্তত গমন করিতে লাগিল, তখন দুঃশাসন সারথিকে গতাসু বলিয়া জানিতে পারিলেন।[৪] ঐ সময় সেই অশ্ববিদ্যাবিশারদ রথিপ্রবর দুঃশাসন স্বয়ংই অশ্বগণকে সংযত করিয়া বিচিত্র লাঘব ও সৌষ্ঠবাদি কৌশল প্রদর্শন-পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।[৫] সমরাঙ্গনে তিনি সারথি বিহীন হইয়াও নির্ভয়চিত্তে রথবর্ত্মে বিচরণ করিতে লাগিলে, কি বিপক্ষ পক্ষীয়, কি আত্ম-পক্ষীয় সকলেই তাঁহার সেই কার্য্যের প্রশংসা করিল।[৬] তখন সহদেব তাঁহার সেই অশ্বগণের প্রতি তীক্ষ্ণতর শরনিকর বি-কীরণ করিলে, তাহারা তাহাতে অতিশয় নিপীড়িত হইয়া বেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।[৭] দুঃশাসনকে অশ্ব-রজ্জু-গ্রহণ-কালে শরাসন পরিত্যাগ এবং শরাসন গ্রহণকালে অশ্ব-রশ্মি পরিত্যাগ করিতে হইল; এই অবকাশে মাদ্রী-তনয় তাঁহারে অসংখ্য শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণ তাঁহার রক্ষা বাসনায় তথায় উপনীত হইলেন।[৮-৯] তদ্দর্শনে বৃকোদর পরম যত্ন সহকারে তিন ভল্ল গ্রহণ করিয়া আকর্ণপূর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক কর্ণের বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রহার করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।[১০] তখন সূতপুত্র কর্ণ-দণ্ড-বিঘট্টিত বিষধরের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শত শত শরজাল বিস্তার-পূর্ব্বক ভীমসেনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তৎকালে

তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাঁহারা উভয়েই নেত্র বিঘূর্ণন পূর্ব্বক রোষান্বিত হইয়া বৃষভের ন্যায় গর্জ্জন করত মহাবেগে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন। ঐ সময় রণোন্মত্ত সেই দুই বীরের এমন রথ-সংশ্লিষ্টতা ঘটিল যে, আর তাঁহাদিগের শরপাতের উপায় রহিল না; তাহাতে অগত্যা উভয়-কেই গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। অনন্তর, ভীমসেন গদা দ্বারা কর্ণের রথ-কূবর শতধা ভগ্ন করিয়া ফেলিলে, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তখন বীর্য্যবান্ রাধানন্দন এক গদা উত্তোলিত করিয়া ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, ভীম স্বীয় গদা-দ্বারাই উহা নিরা-কৃত করিলেন। অনন্তর বৃকোদর পুনরায় এক গুর্ব্বী গদা গ্রহণ করিয়া অধিরথ-নন্দনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[১১-১৬] তদ্দর্শনে কর্ণ সুপুঙ্খান্বিত মহাবেগশালী দশ বাণ, তৎপরে অসংখ্য শর-দ্বারা গদার প্রতি আঘাত করিলে, মন্ত্রাভিহত ভুজঙ্গীর ন্যায় ঐ গদা কর্ণ-বাণ-প্রভাবে পুনরায় ভীমাভিমুখেই ধাবিত হইল। মহা-রাজ! সেই গদা প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া ভীমসেনের রথে পতিত হইলে সেই আঘাতে তাঁহার সারথি বিমোহিত এবং বিপুল ধ্বজ, রথ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল! তখন বিপক্ষবীরহন্তা মহাবল-শালী বৃকোদর ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অষ্ট বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই পাণিত ও নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা অম্লান-বদনে সূতপুত্রের শরাসন, শরাবাপ ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐরূপ কর্ণও স্বর্ণপৃষ্ঠ দুরাসদ এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা ভীমের ঋক্ষ সবর্ণ অশ্ব ও পৃষ্ঠ-রক্ষক-দ্বয় সংহার করিলেন।[১৭-২২] অশ্বাদি বিনষ্ট হইলে, সিংহ যেমন পর্ব্বতের এক দেশ হইতে শিখরদেশ আক্রমণ করে, তদ্রূপ

শত্রুদমনকারী ভীম স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক নকুলের রথে আরোহণ করিলেন।[২৩]

মহারাজ! এদিকে অস্ত্রবিদ্যা-পারদর্শী মহারথী আচার্য্য ও শিষ্য দ্রোণার্জ্জুন শীঘ্রতর সন্ধান ও যোজনা এবং নানা প্রকার রথের বিচিত্রগতি-দ্বারা তত্রত্য সমস্ত মানবগণের নয়ন ইন্দ্রজালাকৃষ্ট ও মন বিমোহিত করত বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[২৪-২৫] ঐ সময়ে যোধগণ সেই গুরু শিষ্যের অদৃষ্টপূর্ব্ব সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া সকলেই সমরে বিরত হইল।[২৬] পরন্তু মহাবীর দ্রোণার্জ্জুন সেই সৈন্য-মধ্যে বিচিত্র কৌশল-দ্বারা রথবর্ত্ম ভেদ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বামদিকস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন।[২৭] যোধগণ অতীব বিস্ময়-সহকারে তাঁহাদিগের উভয়ের পরাক্রম সন্দর্শন করিতে লাগিল। গগণমণ্ডল-স্থিত আমিষার্থী শ্যেনপক্ষী-যুগলের ন্যায়, দ্রোণার্জ্জুনের সেই সুমহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের পরাজয়াভিলাষে যে যে অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন, ধনঞ্জয় অবিলম্বে হাস্য করত তৎসমস্ত নিরাকৃত করিলেন। মহারাজ! অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ দ্রোণ যখন কোন ক্রমেই পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন হইতে বিশিষ্ট হইতে সমর্থ হইলেন না, তখন দিব্যাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। ঐ সময় ঐন্দ্র, পাশুপত, ত্বাষ্ট্র, বায়ব্য ও বারুণ-প্রভৃতি যে যে অস্ত্র দ্রোণ-শরাসন হইতে বিমুক্ত হইল, ধনঞ্জয় তৎসমস্তই নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন যখন যথা-বিহিত স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে সমস্ত অস্ত্রই নিবারিত করিলেন, তখন আচার্য্য পরম দিব্যাস্ত্র-দ্বারা তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিলেন; অধিক কি, তৎকালে দ্রোণ ধনঞ্জয়ের জয়াভিলাষী হইয়া যে যে অস্ত্রের প্রয়োগ করিলেন, তিনি তাহার প্রতিঘাতার্থে সেই সেই অস্ত্রেরই আবির্ভাব করিলেন। এইরূপে বারংবার ন্যায়ানু-

পারে অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রভাবে স্বীয় অস্ত্র সকল বিফল হইলেও শক্রতাপন দ্রোণ মনে মনে অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় শিষ্য তাদৃশ গুণবান্ হওয়া-প্রযুক্ত পৃথিবীস্থ সমস্ত অস্ত্রজ্ঞ পুরুষ হইতে আপনাকে অধিক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অপিচ তিনি সমরে যত্নপর থাকিলেও সেই মহাত্মা রাজগণ-মধ্যে ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সমধিক প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর, নভোমণ্ডলে দেব, গন্ধর্ব্ব, সহস্র সহস্র ঋষি ও সিদ্ধগণ সমরদর্শন লালসায় অবস্থিত হইলেন। গগনমণ্ডল ক্রমে যক্ষ, রাক্ষস ও অপ্সরোগণে সমাকীর্ণ হইলে, মেঘাবৃতের ন্যায় অতিশয় সুশোভিত হইল এবং তথা হইতে পুনঃপুন মহাত্মা দ্রোণার্জ্জুনের স্তুতি-সমন্বিত অলক্ষিত বাক্য সকল উক্ত হইতে লাগিল। সেই দুই মহাত্মার পরিত্যক্ত শরজাল প্রভাবে দশদিক্ আলোকময় হইলে, অন্তরীক্ষ সমাগত সিদ্ধ ও ঋষিগণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন, "এই যুদ্ধ না মানুষ, না আসুর, না রাক্ষস, না দৈব, না গান্ধর্ব্ব বলা যায়; ইহা নিশ্চয়ই পরম ব্রাহ্ম যুদ্ধ। এরূপ বিচিত্র ও বিস্ময়কর সংগ্রাম কদাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই; কখন আচার্য্য অর্জ্জুনকে, কখন বা অর্জ্জুন আচার্য্যকে অতিক্রম করিতেছেন; অপর কোন ব্যক্তিই ইহাঁদিগের ছিদ্র লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহেন।[২৮-৪৩] যদি রুদ্রদেব আপনার দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া আপনার সহিত আপনি যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে এই যুদ্ধের উপমা হইতে পারে; অন্যথা কুত্রাপি সম্ভবে না।[৪৪] যেমন সমবেত জ্ঞান এক আচার্য্যেতেই অধিষ্ঠিত, তদ্রূপ সমবেত জ্ঞান ও যোগ, এই উভয়ই অর্জ্জুনে অধিষ্ঠিত আছে; যেমন আচার্য্য একত্রিত শৌর্য্যরাশির আধার, তদ্রূপ ধনঞ্জয়ও বল ও শৌর্য্যের আধার;

সুতরাং এই দুই মহাধনুর্দ্ধরকে সংগ্রামে কোন শত্রুই পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে, দেবগণের সহিত সমুদায় জগৎ বিধ্বংস করিতে পারেন।"[৪৫-৪৬] মহারাজ! সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শনে কি অলক্ষিত, কি প্রকাশিত, সমস্ত প্রাণিগণই ঐরূপ বলাবলি করিতে লাগিল।[৪৭]

অনন্তর মহামতি দ্রোণাচার্য্য সমরে ধনঞ্জয় ও সমস্ত অন্তর্হিত প্রাণীকে সন্তাপিত করিয়া ব্রাহ্ম অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন।[৪৮] তাহাতে পর্ব্বত ও কানন-সমবেত সমুদায় ভূমণ্ডল কম্পিত ও সমীরণ বিষমভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং সাগর সকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল।[৪৯] অধিক কি, মহাত্মা দ্রোণ ব্রাহ্ম অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলে, কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্য-প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীরই অন্তঃকরণে মহান্ সন্ত্রাস উৎপন্ন হইল; কিন্তু অর্জ্জুন অসম্ভ্রান্তচিত্তে ব্রাহ্ম অস্ত্রের দ্বারা দ্রোণাস্ত্র প্রতিহত করিলে সমস্ত দিক্ প্রশান্ত হইল।[৫০-৫১] এইরূপে তাঁহাদিগের উভয়ের কেহই যখন দিব্যাস্ত্র-দ্বারা জয়লাভ করিতে পারিলেন না, তখন উভয়েই ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগে নিবৃত্ত হইয়া অবিচ্ছেদে শস্ত্রবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।[৫২] মহারাজ! দ্রোণার্জ্জুনের সেই শস্ত্র-সঙ্কুল তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, আর কোন বিষয়ই অবগত হইতে পারিলাম না।[৫৩] ঐ সময়, নভোমণ্ডল মেঘজালে সমাবৃতের ন্যায় শরজালে সমাকীর্ণ হইলে, নভশ্চর কোন প্রাণীই আর তথায় গমনাগমন করিতে সমর্থ হইল না।[৫৪]

দ্রোণার্জ্জুন যুদ্ধে অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৮ ॥

একোননবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তুরঙ্গ মাতঙ্গ ক্ষয়কর সেই তুমুল সমর

সময়ে দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।[১] তৎকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সহিত সমরে সমাসক্ত ছিলেন ; কিন্তু আপনার পুত্রের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অমর্ষভরে তাঁহার রথাশ্ব সকল শর নিকর দ্বারা সমাকীর্ণ করিলেন।[২] ক্ষণ কাল-মধ্যে দুঃশাসনের রথ, সারথি ও ধ্বজ পৃষৎকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরজালে এরূপ সমাচিত হইল যে, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।[৩] অধিক কি, দুঃশাসন মহাত্মা পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নের শর নিকরে নিপীড়িত হইয়া সম্মুখে অবস্থান করিতেও সমর্থ হইলেন না।[৪] পাঞ্চালনন্দন এইরূপে দুঃশাসনকে পরাঙ্মুখ করিয়া সহস্র সহস্র শরজাল বিকীরণ করিতে করিতে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।[৫] তদ্দর্শনে হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা ও তিন জন রাজ-সহোদর একত্রিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিবেষ্টন করিলেন।[৬] ঐ সময়, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় রক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন।[৭]

মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীর্য্যবান্ সাত জন মহারথী অমর্ষ-ভরে মরণে অগ্রসর হইবা ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।[৮] পরস্পর বিজয়াভিলাষী বিশুদ্ধাত্মা সদাচার সম্পন্ন সেই সকল বীরগণ স্বর্গকামী হইয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৯] তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ বংশজাত, সৎকর্ম্মশালী, মতিমান্ ও মনুষ্যগণের প্রভু ; অতএব উত্তম গতি প্রাপ্তি লালসায় সকলেই ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১০] সেস্থলে শঠতাপূর্ণ বা শস্ত্র রহিত যুদ্ধ হয় নাই ; অধিক কি, তথায় বিলোম-মুখকণ্টক-দ্বয়যুক্ত কর্ণী নামক অস্ত্র, বিষলিপ্ত দুরুদ্ধরণীয় নালীকাস্ত্র, দণ্ডমাত্র নিঃসারণীয় বস্তি-মধ্যে প্রবেশ্য বাস্তকাস্ত্র, বহুল কণ্টকময় সূচী অস্ত্র, ভগ্ন কণ্টক-বিশিষ্ট

কপিশ নামক অস্ত্র, গো-শৃঙ্গ ও গজাস্থি-নির্ম্মিত সংশ্লিষ্ট পূতিগন্ধযুক্ত কুটিলগামি প্রভৃতি কোন প্রকারই দূষিত অস্ত্র ছিল না।[১১-১২] প্রত্যুত, তাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধ-দ্বারা পরলোক ও কীর্ত্তি বাসনা করত সকলেই অতিসরল ও বিশুদ্ধ অস্ত্র সকল ধারণ করিয়াছিলেন।[১৩] তৎকালে পাণ্ডব পক্ষীয় সেই তিন বীরের সহিত আপনার পক্ষীয় চারি জন রথীর সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।[১৪] অনন্তর, ধৃষ্টদ্যুম্ন একমাত্র যমজ নকুল সহদেব কৌরব পক্ষীয় চারি জন রথিশ্রেষ্ঠকে নিবারণ করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া তিনি স্বয়ং লঘুহস্তে শস্ত্রজাল বিমোচন করিতে করিতে দ্রোণাভিমুখে গমন করিলেন।[১৫] পরন্তু অস্মৎ পক্ষীয় কৃতবর্ম্মা-প্রভৃতি সেই চারি জন পুরুষ-সিংহ নকুল সহদেব-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া প্রচণ্ড বায়ু যেমন বেগে পর্ব্বতোপরি পতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহাদিগের উভয় ভ্রাতার উপরি পতিত হইলেন।[১৬] মহারাজ! রথিসত্তম যমজ নকুল সহদেব ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের দুই দুই জনের সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সহিত সমরে সমাসক্ত হইলেন।[১৭] ঐ সময়, রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চাল-নন্দনকে দ্রোণের সহিত এবং কৃতবর্ম্মা-প্রভৃতিকে নকুল সহদেবের সহিত সংগ্রামে সঙ্গত সন্দর্শন করিয়া শোণিত-ভোজী শরজাল বিকীরণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে সাত্যকি অবিলম্বে দুর্য্যোধনের প্রতিপক্ষে ধাবিত হইলে, কুরু ও মধুবংশীয় সেই দুই নর-শার্দ্দূল পরস্পর সমীপস্থ হইয়া হাসিতে হাসিতে নির্ভীক-চিত্তে যুদ্ধার্থে সঙ্গত হইলেন।[১৮-২০] মহারাজ! তাঁহারা উভয়েই বাল্যবৃত্তান্ত সকল মনে মনে স্মরণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিমান্ হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিয়া পুনঃপুন হাস্য করিতে লাগিলেন।[২১]

অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় ক্ষত্রিয় ব্যবহারের নিন্দা করিয়া

প্রিয় সখা সাত্যকিরে কহিলেন, সখে! ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অমর্ষকে ধিক্! এবং আমাদিগের ক্ষত্রিয় আচার ও বল পৌরুষকেও ধিক্! যেহেতু আমরা উভয়েই উভয়ের প্রতি শর সন্ধানে উদ্যত হইয়াছি। আমি আমাদিগের বাল্যবৃত্তান্ত সকল স্মরণ করিয়া দেখিতেছি, তৎকালে আমরা নিয়ত উভয়েই উভয়ের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলাম, সংপ্রতি এই সমরাঙ্গনে উপস্থিত হওয়ায় আমাদিগের বাল্যসখিত্ব একেবারে জীর্ণ হইয়া গেল; কেন না এক্ষণে আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি: অতএব ক্রোধ ও লোভ অপেক্ষা অনিষ্টকর আর কি আছে? রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ বলিতে লাগিলে, পরমাস্ত্রজ্ঞ সাত্যকি তীক্ষ্ণতর শস্ত্র উদ্যত করিয়া হাসিতে হাসিতে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজপুত্র! পূর্ব্বে আমরা যেস্থলে একত্রিত হইয়া ক্রীড়া করিতাম, ইহা সেই সভাস্থল বা আচার্য্য নিকেতন নহে। তাহাতে দুর্য্যোধন কহিলেন, হে শিনি-পুঙ্গব! আমাদিগের সেই বাল্য-ক্রীড়া কোথায় গেল! হা! এক্ষণে অভাবনীয় ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল; অতএব কাল অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। দেখ, ধনলাভেচ্ছায় আমাদিগের কি ভয়ানক কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। এই ধন লোভ-প্রযুক্তই আমরা সকলে একত্রিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর, মধুকুল-তিলক সাত্যকি কহিলেন, রাজন্! ক্ষত্রিয়দিগের এই আচার; ইহাঁরা সমরক্ষেত্রে গুরুর প্রতিও অস্ত্র প্রহার করিয়া থাকেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি আমি তোমার প্রিয় হই, তবে শীঘ্র আমারে বিনাশ কর; তাহা হইলে তোমা-কর্ত্তৃক আমি সুকৃতলোকে গমন করি। দুর্য্যোধন! অধিক আর কি বলিব, তোমার যত দূর শক্তি ও বল, তুমি অবিলম্বে আমারে তৎসমস্ত দর্শন করাও;

আমি আর মিত্রদিগের এই সুমহৎ ব্যসন নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করি না। সাত্যকি এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া নির্দ্দয় ও অব্যগ্রচিত্তে বেগে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহাবাহু শিনি-নন্দন তাদৃশ ভাবে আগমন করিতে লাগিলে, আপনার পুত্র অসংখ্য শরজাল বিকীরণ-পূর্ব্বক তাঁহারে প্রতিগ্রহ করিলেন। মহারাজ! কুরু ও মধুবংশীয় সেই দুই নরসিংহ ক্রুদ্ধ মৃগেন্দ্র ও মাতঙ্গের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, রাজা দুর্য্যোধন রোষাবিষ্ট হইয়া আকর্ণপূর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক দশ শর দ্বারা রণদুর্ম্মদ সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। ঐরূপ সাত্যকিও প্রথমে পঞ্চাশৎ, তৎ পরে ত্রিংশৎ শরে কুরুপতিকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পরিশেষে অসংখ্য শরজালে সমাকীর্ণ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র অম্লান-বদনে আকর্ণ পূর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক শাণিত ত্রিংশৎ শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া এক ক্ষুরপ্র-দ্বারা তাঁহার সশর শরাসন দুই খণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[২২-৩৯] তখন শিনি-নন্দন শীঘ্রহস্তে অপর দৃঢ়তর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনার পুত্রের প্রতি বহু সংখ্যক শররাজি বিমোচন করিলেন।[৪০] কুরুরাজ সেই আত্ম-বিনাশকর আপতিত শররাজি বহু খণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলে, সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল।[৪১] ঐ সময়, দুর্য্যোধন আকর্ণাকৃষ্ট শিলাধৌত সুবর্ণপুঙ্খ-সমন্বিত ত্রিসপ্ততি বাণ মহাবেগে বিমোচন-পূর্ব্বক সাত্যকিরে পীড়িত করত পুনরপি শর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন, শিনি-পৌত্র কুরুরাজের শর সন্ধান সময়েই সেই সশর শরাসন অবিলম্বে ছেদন করিয়া তাঁহারে অসংখ্য শর-নিকরে বিদ্ধ করিলেন।[৪২-৪৩] কুরুরাজ দাশার্হ সাত্যকির শরপ্রহারে গাঢ়তর বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথ লইয়া প্রস্থান করিলেন।[৪৪] তৎপরে কিয়ৎকাল আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় শরজাল বর্ষণ করিতে করিতে

যুযুধানের রথাভিমুখে গমন করিলেন।[৪৫] তদ্দর্শনে সাত্যকিও দুর্য্যোধনের রথ লক্ষ্য করিয়া অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলে, ভয়ঙ্কর শর-সঙ্কুল হইয়া উঠিল।[৪৬] সেই সকল নিক্ষিপ্ত শস্ত্র সৈন্য-দিগের উপরি পতিত হইলে, তৃণরাশির উপরি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়, সুমহান্ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল।[৪৭] অধিক কি, তৎকালে তাঁহাদিগের উভয়ের সহস্র সহস্র শরজালে ধরাতল সমাচ্ছন্ন এবং নভোমণ্ডল আকাশচর প্রাণিগণের অগম্য হইয়া উঠিল।[৪৮] তন্মধ্যে মধুকুল তিলক রথিসত্তম সাত্যকিরে সমধিক বলশালী অবলোকন করিয়া কর্ণ আপনার পুত্রের জীবন রক্ষা বাসনায় অবিলম্বে তথায় উপনীত হইলেন।[৪৯] পরন্তু মহাবলশালী ভীমসেন তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বহু সংখ্যক শররাজি বিকীরণ করিতে করিতে ত্বরা-সহকারে কর্ণের প্রতিপক্ষে ধাবমান হইলেন।[৫০] তদ্দর্শনে কর্ণ হাসিতে হাসিতে ভীমের শিতধার শর সকল প্রতিহত করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সারথির প্রতি প্রহার করিতে লাগিলেন।[৫১] তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক রাধা-নন্দনের ধ্বজ, ধনু ও সারথি বিমর্দ্দিত করিয়া রথের এক চক্র ভগ্ন করিয়া ফেলিলে, কর্ণ দ্বিতীয় অচলরাজের ন্যায়, অবিচলিতভাবে সেই ভগ্নচক্র রথেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।[৫২-৫৩] মহারাজ! তৎকালে অশ্বগণ কর্ণের সেই এক চক্র রথ সুচিরকাল বহন করিতে লাগিলে, সপ্তাশ্ব-বহনীয় সূর্য্যের এক চক্র রথ বলিয়াই উহা প্রতীয়মান হইল।[৫৪] চক্রাদি ভগ্ন হইলে সূতপুত্র অতিশয় অমর্ষ-পরবশ হইয়া বহুবিধ অস্ত্র ও শস্ত্র-দ্বারা ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ভীমসেনও ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে তাঁহার সহিত প্রবৃত্ত হইলেন। তাদৃশ যুদ্ধ উপস্থিত সময়ে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নরশ্রেষ্ঠ মৎস্য ও পাঞ্চালগণের

প্রতি এই মত আদেশ করিলেন, "হে রথিগণ! যে সকল পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথিগণ আমাদিগের প্রাণ ও মস্তকের স্বরূপ, তাঁহারা সকলেই কৌরবদিগের সহিত সমরে সমাসক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত বিমোহিত হইয়া জড়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছ? যে স্থলে অস্মৎ পক্ষীয় রথিগণ যুদ্ধ করিতেছেন, সকলে তথায় গমন কর। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে নিঃশঙ্ক চিত্তে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেও জয়যুক্ত হইয়া আপন আপন অভিলষিত গতি লাভ করিতে পারিবে। অতএব হয়, সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া ভূরিদক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞাদির দ্বারা যাজন কর; নতুবা তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া দিব্য দেহ ধারণ-পূর্ব্বক পবিত্র লোকে গমন কর।" মহারাজ! সেই সকল মহারথিগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থী হইয়া ত্বরা সহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবিত হইল। ঐ সময়, পাঞ্চালগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ভীম-সেনকে অগ্রবর্ত্তী করত এক দিক হইতে দ্রোণকে নিবারণ এবং অন্য দিক্ হইতে তাঁহারে প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর, পাণ্ডব পক্ষীয় যমজ নকুল, সহদেব ও ভীমসেন, এই তিন জন মহারথী কৌটিল্য ব্যবহার অবলম্বন-পূর্ব্বক চীৎকার-স্বরে ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! শীঘ্র আগমন-পূর্ব্বক দ্রোণের নিকট হইতে কৌরবগণকে দূরীকৃত কর; কেন না দ্রোণ অরক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ তাঁহারে অনায়াসেই সংহার করিতে সমর্থ হইবে। এতৎ শ্রবণে মহাবীর ধনঞ্জয় সহসা কৌরবদিগের প্রতিপক্ষে অভি-দ্রুত হইলে, দ্রোণাচার্য্যও সেই পঞ্চম দিবসে ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।[৫২-৬৬]

সঙ্কুলযুদ্ধে ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৯ ॥

নবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন রোষাবিষ্ট হইয়া সমরে দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রোণ অনবরত পাঞ্চাল-সৈন্য বিধ্বংস করিতে লাগিলেন; কিন্তু বীর্য্যবন্ত মহারথ পাঞ্চালগণ দ্রোণাস্ত্রে নিপীড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ভীত হইল না।[১.২] একত্র মিলিত পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সমরে সমস্ত রথীকে বিমোহিত করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইল।[৩] অনন্তর, তাহারা শরবৃষ্টি-দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও নিয়ত নিহত হইতে লাগিলে, ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল।[৪]

এইরূপে সমরাঙ্গনে পাঞ্চালগণ বধ্যমান ও মহাত্মা দ্রোণের অস্ত্রজাল ক্রমশ ভীষণ রূপে চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ হইলে, পাণ্ডবগণ ভীত হইয়া পড়িলেন।[৫] তৎকালে তাঁহারা রথাশ্বাদি চতুরঙ্গিণী সেনার বিপুল ক্ষয় ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া একেবারে জয়াশায় নিরাশ হইলেন, এবং মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "বোধ হয়, বসন্ত সময়ে প্রজ্বলিত পাবক যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করেন, তদ্রূপ পরমাস্ত্রজ্ঞ দ্রোণ আমাদিগের সকলকেই অদ্য বিনাশ করিবেন।[৬-৭] এক্ষণে কোন ব্যক্তি ইহাঁকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নহেন, এবং ধর্ম্মজ্ঞ ধনঞ্জয়ও কদাচিৎ ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিবেন না।[৮]

ঐ সময়ে পাণ্ডব-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধীমান্ বাসুদেব কুন্তীপুত্রদিগকে দ্রোণ-শরে পীড়িত ও সন্ত্রস্ত অবলোকন করিয়া অর্জ্জুন-প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ শরাসন হস্তে রণাঙ্গণে অবস্থিত থাকিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণও উহাঁরে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না; কিন্তু ন্যস্তশস্ত্র হইলে সামান্য মনুষ্যগণও উহাঁকে বিনাশ করিতে পারে, অতএব এক্ষণে ধর্ম্মযুদ্ধ পরিত্যাগ

করিয়া, যাহাতে রক্তবর্ণাশ্ব-যোজিত রথারোহী দ্রোণ আমাদিগের সকলকে বিনাশ করিতে না পারেন, এরূপ উপায় অবলম্বন কর। আমার বোধ হয়, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিলে উনি আর যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন না; অতএব কোন ব্যক্তি উঁহার নিকটে গমন-পূর্ব্বক অশ্বত্থামার বিনাশ-বার্ত্তা প্রকাশ করুক ৯-১২

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না; কিন্তু অপরাপর সকলেই সম্মত হইলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও অতি কষ্টে স্বীকার করিলেন। ঐ সময়, মহাবাহু ভীমসেন আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মালবদেশীয় রাজা ইন্দ্রবর্ম্মার অশ্বত্থামা নামক অরাতি প্রমাথী এক হস্তী গদা প্রহারে সংহার করিয়া লজ্জা-নম্র-বদনে সমরস্থিত দ্রোণের সমীপে গমন পূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ১৩-১৬ তিনি বলিবার সময় 'অশ্বত্থামা নামক হস্তী নিহত হইয়াছে,' এইরূপ মনে মনে করিয়া স্পষ্টাক্ষরে মিথ্যা বলিতে লাগিলেন। ১৭ মহারাজ! দ্রোণ, ভীমসেনের সেই নিদারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে সলিলস্পৃষ্ট বালুকাময় ভূমির ন্যায় অন্তরে অবসন্ন হইলেন; কিন্তু তিনি স্বীয় পুত্রের বল পরাক্রম অবগত ছিলেন, এজন্য উহা মিথ্যা বলিয়া বিতর্ক করত নিহত সংবাদ শ্রবণেও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। ১৮-১৯ ক্ষণকাল পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া পুত্রের পরাক্রম অরাতিগণের অসহনীয় বিবেচনা করিয়া আপনাকে প্রবোধিত করিলেন; এবং স্বীয় মৃত্যুরূপ পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার বিনাশ বাসনায় কঙ্কপত্র-বিরাজিত সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ণ বিশিখজাল বিকীরণ করিতে লাগিলেন। ২০-২১ তখন পাঞ্চাল দেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথ সেই রণ চারী দ্রোণাচার্য্যের উপর চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিতে

লাগিলেন।[২২] মহারথী আচার্য্য তাঁহাদিগের শরজালে সমাবৃত হইয়া, বর্ষাকালীন জলদ-জাল-সমাচ্ছন্ন ভাস্করের ন্যায় অবরুদ্ধ হইলে, আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।[২৩] অনন্তর, শত্রুতাপন মহারথী দ্রোণ অমর্ষান্বিত হইয়া পাঞ্চালগণের শরসমূহ নিরাকৃত করিয়া তাহাদিগের বধার্থে ভয়ানক ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। সেই মহাসমরে তিনি বহু সংখ্যক সোমকগণকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়া পাঞ্চালদিগের কনক-বিভূষিত পরিঘাকার বাহু ও মস্তক সকল পাতিত করিতে লাগিলেন।[২৪-২৬] পার্থিবগণ দ্রোণ কর্তৃক নিহত হইয়া বায়ুভগ্ন মহীরুহের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন।[২৭] নিপতিত তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণের মাংস ও শোণিত গাঢ় কর্দ্দম সমুৎপন্ন হওয়াতে রণভূমি অগম্য হইয়া উঠিল।[২৮] এইরূপে প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ ক্ষণ কাল মধ্যে পাঞ্চাল-পক্ষীয় বিংশতি সহস্র রথি-সৈন্য সংহার করিয়া সমরাঙ্গনে নির্ধূম-জ্বলদগ্নি বং অবস্থান করিতে লাগিলেন।[২৯] তৎ পরে তিনি পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্রে বসুদানের শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন এবং পঞ্চ শত মৎস্য, ষট্‌সহস্র সৃঞ্জয় অযুত হস্তী ও অযুত অশ্ব যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।[৩০-৩১]

মহারাজ! ঐ সময়, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহারে ক্ষত্রিয়-কুল সংহারে প্রবৃত্ত অবলোকন করিয়া হব্যবাহ অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করত ত্বরা-সহকারে তথায় আগমন করিলেন।[৩২] বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালিখিল্য, মরীচিপ, ভৃগু ও অঙ্গিরা-গোত্রীয় এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম-বর্ত্মাবলম্বী মহর্ষিগণ সমর-শোভী দ্রোণকে ব্রহ্মলোক নয়নেচ্ছায় কহিলেন, দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতেছ; তোমার নিধন কাল উপস্থিত হইয়াছে।[৩৩-৩৫] এক্ষণে আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া

আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; অতঃপর আর ক্রূরতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।[৩৬] তুমি বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী, বিশেষতঃ সত্যধর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণ; অতএব ইহা তোমার উপযুক্ত কার্য্য নহে।[৩৭] হে অমোঘাস্ত্র! তোমার মনুষ্যলোকে অবস্থান করিবার কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে; অতএব আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বতপথে অবস্থান কর।[৩৮] হে বিপ্র! তুমি যে অস্ত্রানভিজ্ঞ মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ করিতেছ, উহা সৎকার্য্য করা হইতেছে না।[৩৯] তুমি অবিলম্বে অস্ত্র পরিত্যাগ কর, আর এরূপ পাপিষ্ঠতর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইওনা।[৪০]

মহারাজ! দ্রোণ ঋষিদিগের উপদেশ এবং ভীমসেনের সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণে বিশেষত সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া সমরে বিমনা হইলেন।[৪১] ঐ সময়, তিনি শোকানলে দগ্ধ ও কাতর হইয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুধিষ্ঠির! আমার পুত্র অশ্বত্থামা জীবিত আছেন, না নিহত হইয়াছেন?" দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণের এইরূপ নিশ্চয় বোধ ছিল যে, "যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও কদাচ মিথ্যা বাক্য বলিবেন না।"[৪২-৪৩] কেন না, তিনি বাল্যকালাবধি ধর্ম্মরাজকে সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন, সেই নিমিত্তই অপর কাহাকেও বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন।[৪৪] ঐ সময়, বাসুদেব যোধগণাগ্রগণ্য দ্রোণকে "ইনি আর কিয়ৎকাল জীবিত থাকিলেই পৃথিবী পাণ্ডব-শূন্য করিবেন" এইরূপ বিবেচনা করিয়া সকাতরে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,[৪৫] মহারাজ! আমি সত্য বলিতেছি, যদি দ্রোণ রোষাবিষ্ট হইয়া আর অর্দ্ধ দিবস যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে।[৪৬] অতএব দ্রোণ হইতে আমাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত এক্ষণে আপনার সত্য অপেক্ষা

মিথ্যা বলা শ্রেয়; জীবন রক্ষার্থে মিথ্যা ব্যবহার করিলে, মনুষ্যকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না।[৪৭] মহাত্মা দ্রোণের বধ বিষয়ে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের এই মত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া ভীমসেন কহিলেন,[৪৮] মহারাজ! আমি কৌরব-সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার ইন্দ্রের ঐরাবত-সদৃশ বিখ্যাত অশ্বত্থামা নামক হস্তী সংহার করিয়া দ্রোণের নিকট কহিয়াছিলাম যে, "হে ব্রহ্মন্! অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, অতএব আপনি সংগ্রামে নিবৃত্ত হউন" কিন্তু, ঐ দ্বিজশ্রেষ্ঠ আমার সেই বাক্য বিশ্বাস করিলেন না।[৪৯.৫১] অতএব আপনি আমাদিগের জয়াভিলাষী বাসুদেবের বাক্য রক্ষা করিয়া দ্রোণের নিকট অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করুন; আপনি এরূপ কহিলে, দ্রোণ কদাচ যুদ্ধ করিবেন না; যেহেতু এই ত্রিলোক-মধ্যে আপনি সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত আছেন।[৫২.৫৩]

যুধিষ্ঠির ভীমের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষত বাসুদেবের আদেশক্রমে এবং অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা বশত মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৫৪] মহারাজ! তৎকালে ধর্ম্ম-নন্দন মিথ্যা-ভয়ে নিমগ্ন অথচ জয়াসক্তচিত্ত হইয়া অব্যক্ত-স্বরে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে 'অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে' কহিলেন।[৫৫] ইতঃ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চতুরঙ্গুল পরিমাণে ঊর্দ্ধে অবস্থান করিত কিন্তু এক্ষণে এইরূপ মিথ্যা ব্যবহার করাতে তাঁহার রথচক্র ও বাহনগণ ভূতল স্পর্শ করিল।[৫৬] এদিকে মহারথী দ্রোণ যুধিষ্ঠির-মুখে পুত্রের তাদৃশ বিপদ্ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকানলে সন্তপ্ত এবং জীবনে নিরাশ হইলেন।[৫৭] বিশেষত তিনি ঋষি বাক্য শ্রবণে মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকট আপনাকে অপরাধী বিবেচনায় এবং স্বীয় পুত্রের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয়

উদ্বিগ্ন ওঅচেতনপ্রায় হইয়াছিলেন ; তাহাতে আবার সম্মুখে ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। [৫৮-৫৯]

দ্রোণের অশ্বত্থামা নিহত শ্রবণে নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯০ ॥

একনবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মনুজেন্দ্র দ্রুপদ দেবারাধনা করিয়া মহাযজ্ঞে যাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, যিনি দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত প্রজ্বলিত পাবক হইতে সমুত্থিত হইয়াছেন ; সেই পাঞ্চাল-কুলনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে অতিশয় উদ্বিগ্ন ও শোকে অচৈতন্য-প্রায় অবলোকন করিয়া জলদগভীর-নিস্বন দৃঢ়তর জ্যাযুক্ত শত্রুকুল-বিজয়ি ভয়ানক দিব্য শরাসন ও আশীবিষোপম শর গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং প্রচণ্ড জ্বলদগ্নি-সদৃশ দ্রোণের বিনাশ-বাসনায় অনল-তুল্য সেই শর শরাসনে সন্ধান করিলেন। [১-৪] মহারাজ! তৎকালে, ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক-জ্যামণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সেই শর শরৎকালে পরিবেশান্তর্বর্ত্তী প্রখর কিরণ-রাজি-বিরাজিত সূর্য্যের মূর্ত্তি ধারণ করিল।[৫] অস্মৎ পক্ষীয় সৈনিকগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেই প্রজ্বলিত শরাসন গ্রহণ করিতে অবলোকন করিয়া সকলেই অন্তিম-কাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিল।[৬] অধিক কি, প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণও সেই শর সংযোজিত সন্দর্শন করিয়া আপনার আসন্ন-মৃত্যু বলিয়া স্থির করিলেন।[৭] অনন্তর, মহাত্মা আচার্য্য সেই শরের নিবারণার্থে বিশেষ যত্নপর হইলেন, কিন্তু তাঁহার অস্ত্র সকল আর প্রাদুর্ভূত হইল না।[৮] মহারাজ! তিনি চারি দিবস ও এক রাত্রি নিরন্তর শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,

পঞ্চম দিবসের ত্রিভাগ সময়ে তাঁহার শস্ত্র সকল নিঃশেষিত হইল।[৯] এইরূপে তিনি ক্ষীণ শস্ত্র, পুত্র শোকে প্রপীড়িত ও অপ্রসন্নতা-প্রযুক্ত বহুবিধ দিব্যাস্ত্র সকল বিস্মৃত হইয়া ঋষিদিগের আদেশানুসারে শস্ত্র পরিত্যাগ কামনায় পূর্ব্বের ন্যায় আর তেজ সহকারে যুদ্ধ করিলেন না।[১০.১১] ঐ সময়, দ্রোণ অঙ্গিরা প্রদত্ত দিব্য শরাসন ও ব্রহ্মদণ্ড-সদৃশ শর সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে অমর্ষ-স্বভাব ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সুমহৎ শর দ্বারা সমাকীর্ণ করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিলেন।[১২-১৩] তৎ পরে তিনি নিশিত শরপ্রভাবে পাঞ্চাল-নন্দন-নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র শর-জাল শতধা ছিন্ন করিয়া তাঁহার রথ-ধ্বজ, ধনু ও সারথিরে ছেদন-পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন।[১৪] তখন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সহাস্য-বদনে অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক শিতধার শর-দ্বারা দ্রোণের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন।[১৫] মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া নিমেষমাত্র ভ্রান্ত হইলেন, পর ক্ষণেই শিতধার ভল্ল-দ্বারা পুনরায় তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[১৬] অধিক কি, তৎকালে শত্রুতাপন দুর্দ্ধর্ষ আচার্য্য, পাঞ্চাল-নন্দনের গদা ও খড়্গ ব্যতীত বিস্তৃত শররাজি ও সরাসন প্রভৃতি সমস্তই ছেদন করিলেন; এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রোষাবিষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নকেও জীবিতান্তকর নয় শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।[১৭-১৮] তৎ পরেই অমেয়াত্মা মহারথী দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিয়া স্বীয় রথাশ্বের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বদিগকে মিলিত করিয়া দিলেন।[১৯] মহারাজ! পারাবত সবর্ণ ও শোণবর্ণ বায়ু-বেগগামী সেই অশ্বগণ মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।[২০] জলদাগম সময়ে বিদ্যুদ্দাম-বিমণ্ডিত গর্জ্জনকারী বারিদপটলীর যেরূপ শোভা হয়, রণাঙ্গন-স্থিত মিলিত উভয় বর্ণ অশ্বগণেরও তাদৃশ

শোভা হইল।[২১] ঐ সময়, ব্রাহ্মণ দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের ঈষাবন্ধ, চক্রবন্ধ ও রথবন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[২২]

তখন, মহাবীর পাঞ্চাল-নন্দন ছিন্নধন্বা, ধ্বজবিহীন ও হত সারথি হইয়া সেই উত্তম বিপদ সময়ে গদা গ্রহণ করিলে, সত্য-পরাক্রম মহারথী আচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরপ্রভাবে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[২৩-২৪] গদা প্রতিহত হইল অবলোকন করিয়া নরশার্দ্দূল ধৃষ্টদ্যুম্ন বিমল খড়্গ ও দীপ্তিমান্ শতচন্দ্রক চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।[২৫] মহারাজ! তাদৃশ অবস্থাতেও তিনি ক্ষুভিত না হইয়া ইহাই আচার্য্যপ্রধান মহাত্মা দ্রোণ-বধের প্রকৃত উপযুক্ত কাল মনে করিতে লাগিলেন; এবং দুষ্কর কর্ম্ম করণাভিলাষে সেই প্রদীপ্ত শতচন্দ্রক চর্ম্ম ও নিষ্কাশিত বিমল খড়্গ উদ্যত করিয়া স্বীয় রথের ঈষাদণ্ড অবলম্বন-পূর্ব্বক রথ নীড়স্থিত আচার্য্যের সমীপ গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।[২৬-২৭] কৌরবনাথ! পাঞ্চালনন্দন মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করণার্থে কখন যুগকাষ্ঠ-মধ্যে, কখন সন্নদ্ধভাগে, কখন বা অশ্বগণের জঘনার্দ্ধভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সৈনিকগণ সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল; অধিক কি, সেই যুগপালী ও রক্তাশ্বগণের উপরি অধিষ্ঠান কালে স্বয়ং দ্রোণই তাঁহার ছিদ্র লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল।[২৮-৩০] শ্যেন পক্ষী আমিষার্থী হইয়া বেগে বিচরণ করিতে লাগিলে যেরূপ বোধ হয়, দ্রোণ-বধার্থী ধৃষ্টদ্যুম্নের গতিও তদ্রূপ প্রতীয়মান হইল।[৩১] অনন্তর, মহাবীর দ্রোণ রথশক্তি দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবত সবর্ণ অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া ক্রমে স্বীয় শোণাশ্ব সকল বিশ্লেষিত করিলেন।[৩২] তখন, ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে দ্রোণের রক্ত-বর্ণ অশ্ব সমুদায় রথবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইল।[৩৩] দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণের শর-

প্রভাবে অশ্ব সকল নিহত হইল নিরীক্ষণ করিয়া খড়্গযুদ্ধ-বিশারদ যোধ-শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসেন-নন্দন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন উহা সহ্য না করিয়া রথ-ভ্রষ্ট হইয়াও একমাত্র খড়্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক ভুজঙ্গগ্রহণার্থী বিনতা-নন্দনের ন্যায়, বেগে দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন।[৩৪-৩৫] মহা-রাজ! পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু বধ কালে বিষ্ণুর যেরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হইয়াছিল, দ্রোণ-বধার্থী ধৃষ্টদ্যুম্নেরও সেইরূপ মূর্ত্তি হইল।[৩৬] ঐ সময়, তিনি দ্রোণের বধাভিলাষী হইয়া, খড়্গ চর্ম্ম হস্তে বহুবিধ শিক্ষা-সহকারে ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত, সমুদীর্ণ, ভারত, কৌশিক ও সাত্বত-প্রভৃতি এক বিংশতি প্রকার উৎকৃষ্ট গতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগি-লেন। মহারাজ! তিনি সেই খড়্গ চর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক বিচিত্র শিক্ষা-গতি অনুসারে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলে, তত্রত্য সমস্ত যোধগণ ও সমর-দর্শনার্থী সমাগত সুরগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তদনন্তর, দ্বিজ দ্রোণ সেই মহাবিপদ সময়ে, এক সহস্র শর-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শতচন্দ্র বিভূষিত চর্ম্ম ও খড়্গ ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। তৎকালে, দ্রোণ যে সকল শর প্রয়োগ করিলেন, তৎ সমুদায় বিতস্তি-পরিমিত; কোন যোদ্ধা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলে, যখন অন্য শর প্রয়োগের উপায় না থাকে, তখনই ঐ সকল বিতস্তি পরিমিত শর নিক্ষেপ করিতে হয়। আসন্ন শত্রুর সহিত যুদ্ধোপযোগী ঐ সকল শর শারদ্বত কৃপ, পৃথানন্দন ধনঞ্জয়, অশ্ব-ত্থামা, কর্ণ, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি ও অভিমন্যু ব্যতীত অপর কাহারো নিকট ছিল না। দ্রোণ, পুত্র-তুল্য শিষ্য পাঞ্চালরাজ-কুমারের বিনাশ বাসনায় দৃঢ়তর এক দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলে, শিনি-পুঙ্গব সাত্যকি মহাত্মা কর্ণ ও রাজা দুর্য্যোধনের সমক্ষেই উহা দশ শরে ছেদন করিয়া আচার্য্যগ্রস্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমুক্ত করিলেন।[৩৭-৪৬] তৎকালে

মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তথায় আগমন-পূর্ব্বক বৃষ্ণিনন্দন সত্য-বিক্রম অচ্যুত সাত্যকিকে দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ প্রভৃতি রথি-মণ্ডলী-মধ্যে রথবর্ত্মে বিচরণ এবং তাঁহাদিগের প্রেরিত দিব্যাস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে অবলোকন করিয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।[৪৭-৪৯] তৎ পরে, অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেশব! ঐ অবলোকন কর, মধুকুল-ধুরন্ধর শত্রু-নাশন সাত্যকি আচার্য্যপ্রমুখ রথিগণ-মধ্যে রণক্রীড়া করত নকুল, সহদেব, ভীমসেন, রাজা যুধিষ্ঠির এবং আমাকে অপরিসীম আনন্দিত করিতেছেন।[৫০-৫১] ঐ বৃষ্ণিকুল-কীর্ত্তিবর্দ্ধন অদ্ভুত শিক্ষাবল-সত্ত্বেও অক্ষুব্ধভাবে প্রতিপক্ষ মহারথীদিগের সহিত যেন ক্রীড়া করিয়াই সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন।[৫২] সমুদায় সিদ্ধ ও সেনাধ্যক্ষগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া যুযুধানকে সমরে অপরাজেয় অবলোকন করিয়া সাধু সাধু শব্দে ধন্যবাদ করিতেছেন, এবং উভয় পক্ষের সেনাগণও উহাঁর অলৌকিক কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে।[৫৩]

সাত্যকি-পরাক্রমে একনবত্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৯১ ॥

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ সাত্যকির তাদৃশ কার্য্য সন্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া সম্পূর্ণ-রূপ যত্ন ও পরাক্রম সহকারে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন।[১] অনন্তর কৃপ, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণ সমরে সমাগত হইয়া যুযুধানকে নিশিত শর নিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।[২] তদ্দর্শনে রাজা যুধিষ্ঠির, বলশালী ভীমসেন ও মাদ্রী-তনয় নকুল

সহদেব রক্ষার্থী হইয়া সাত্যকিরে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন।[৩] গৌতম-নন্দন মহারথী কৃপ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি রাজপুত্রগণ একত্রিত হইয়া ঘোরতর শর বর্ষণ-পূর্ব্বক সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করিলেন।[৪] শিনিকুল-নন্দন মহাবীর সাত্যকি সহসা সমুত্থিত সেই ঘোররূপিণী শরবৃষ্টি নিবারণ করত একাকীই সেই সমস্ত মহারথীগণেরস হিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন এবং সেই মহাত্মাদিগের কৃত-সন্ধান দিব্যাস্ত্র সকল স্বীয় দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে যথা বিহিত নিরাকৃত করিলেন।[৫ ৬] সেই মহাসমর সময়ে সমরভূমি পূর্ব্বকালীন পশু-কুল-সংহারকারী রোষাবিষ্ট রুদ্রদেবের ক্রীড়া-ভূমির ন্যায়, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ভাব ধারণ করিল।[৭] ইতস্তত নিপতিত রাশি রাশি ছিন্ন মস্তক, বাহু, শরাসন, খণ্ডিত ছত্র, অসংখ্য চামর, ভগ্ন চক্র, চূর্ণিত রথ, বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজ ও নিহত অশ্বারোহী বীরগণ দ্বারা রণস্থল সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে, শরপাতে ক্ষত বিক্ষত-কলেবর যোধগণকে বহুতর চেষ্টমান হইতে দৃষ্ট হইল।

সেই সুরাসুর সমর সদৃশ ঘোর সমর সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়দিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারথগণ! তোমরা সকলে পরম যত্ন সহকারে কুম্ভ-সম্ভূত মহারথী দ্রোণের প্রতিপক্ষে ধাবিত হও।[৮-১২] মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের সহিত সঙ্গত হইয়া উহাঁকে স্ববসে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।[১৩] এক্ষণে ধৃষ্টদ্যুম্নের যেরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে, উনি নিশ্চয়ই অদ্যকার এই মহাসমরে রোষাবিষ্ট হইয়া দ্রোণকে সংহার করিবেন, সন্দেহ নাই; অতএব তোমরা একত্রিত হইয়া দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও।

মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই মত আদেশ করিলে, মহারথী সৃঞ্জয়গণ অতিশয় যত্নপর হইয়া দ্রোণ জিঘাংসায় ধাবমান হইলেন।

তাহারা তাদৃশভাবে সমাগত হইতে লাগিলে, ভরদ্বাজ-নন্দন মহারথী দ্রোণ মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবেগে অগ্রসর হইলেন। সেই সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি গমন কালে সমস্ত সৈন্যকে সন্ত্রাসিত করিয়া নির্ঘাত বায়ু প্রবাহিত ও অচলা চঞ্চলা হইতে লাগিল। ঐ সময়, উভয় পক্ষের সেনাগণকে সন্তাপিত করিয়া মহাভয়-সূচক মহোল্কা সকল আদিত্যমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল; অপিচ ভরদ্বাজ-নন্দন মহারথ দ্রোণের শস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার রথ গর্জ্জন ও অশ্বগণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার বাম নেত্র ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। বিশেষত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া যুদ্ধে বিমনা হইলেন।[১৪.২১] অনন্তর, তিনি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের গন্তব্য স্বর্গ গমনার্থে ধর্ম্ম-যুদ্ধানুসারে প্রাণ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন।[২২] দ্রুপদ-সৈন্যগণ তাঁহারে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলে, তিনি বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয় দগ্ধ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।[২৩] ঐ সময়, ক্ষত্রিয়-মর্দ্দনকারী আচার্য্য দ্রোণ তীক্ষাগ্র শাণিত শর-নিকর-দ্বারা এক লক্ষ বিংশতি সহস্র যোদ্ধাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।[২৪] তৎ পরে তিনি ক্ষত্রিয়-কুল নির্ম্মূল করণার্থে ব্রাহ্ম অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিয়া রণাঙ্গণে, ধূম-শূন্য জ্বলন্ত অনলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।[২৫]

এদিকে মহাবলশালী শত্রুদমন ভীমসেন ত্বরাসহকারে রথভ্রষ্ট, নিরস্ত্র, বিপদগ্রস্ত মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপস্থ হইয়া তাঁহারে নিজ রথে আরোপিত করিলেন, এবং নিকটস্থ দ্রোণকে নিরন্তর শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে অবলোকন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীর! এস্থলে তোমা ব্যতীত এমন কোন পুরুষ বর্ত্তমান নাই যে, আচা-

র্য্যের যুদ্ধ সহ্য করিতে পারে? অতএব তুমি অবিলম্বে উহাঁর বধার্থে গমন কর; কারণ, এই যুদ্ধভার তোমাতেই অর্পিত হইয়াছে।[২৬.২৮] ভীমের তাদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর মহাবাহু পাঞ্চালনন্দন অবিলম্বে দৃঢ়তর আয়ুধ-প্রবর সর্ব্বভার সহ অভিনব শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রণ দুর্ব্বারণ দ্রোণের নিবারণ বাসনায় মহাসংরম্ভসহকারে শরজাল বিস্তার করত তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। রণ-দক্ষ সেই দুই বীর অতিশয় সংরব্ধ হইয়া রণস্থলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ-পূর্ব্বক দিব্য ও ব্রাহ্ম অস্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত করিলেন।[২৯.৩১] অনন্তর, অচ্যুত ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় মহাস্ত্র-প্রভাবে দ্রোণাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া তাঁহারে অসংখ্য শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন; তৎ পরে দ্রোণের রক্ষার্থে অবস্থিত শিবী, বশাতী, বাহ্লিক ও কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।[৩২.৩৩] ঐ সময়, পাঞ্চালনন্দন শরজালে চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করিয়া কিরণ-রাজি-বিরাজিত প্রচণ্ড প্রভাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত হইলেন।[৩৪] তদনন্তর, দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিয়া নিশিত শর-দ্বারা তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলে, তিনি অতিশয় কাতর হইলেন।[৩৫] ঐ সময়, ভীমসেন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রোণের রথ ধারণপূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন, যদি অস্ত্র-শিক্ষিত ব্রাহ্মণাধমগণ স্ব-জাতীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অসন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে, কদাচ ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইত না।[৩৬-৩৭] ব্রহ্মন্! দেখুন সর্ব্ব প্রাণীতে অহিংসাই পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া জানেন, ব্রাহ্মণই সেই ধর্ম্মের আশ্রয়-স্বরূপ, এবং আপনিও ব্রহ্মজ্ঞগণের অগ্রগণ্য; তবে পুত্র, দারা ও ধন লালসায় আপনি অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত বিমূঢ় চাণ্ডালের ন্যায় ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিবিধ জাতি প্রাণীদিগকে বিশেষত কেবল এক পুত্রের নিমিত্ত অধর্ম্মজ্ঞের ন্যায় স্বধর্ম্ম-নিরত বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয়কে

অধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক সংহার করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না? [৩৮.৩৯] আপনি যাঁহার নিমিত্ত শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছেন এবং যাঁহার জীবন ধারণ করিতেছেন, অদ্য সেই অশ্বত্থামা আপনার অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎভাগে সংগ্রামে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছেন; আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথিত সেই বাক্যকে কদাচ সন্দেহ করিবেন না।

মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা দ্রোণ ভীমসেনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ কামনায় সেই শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, অহে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ! অহে কর্ণ! অহে কৃপ! অহে দুর্য্যোধন! আমি পুনঃপুন বলিতেছি, তোমরা সকলে সমরে যত্নবান্ হও, পাণ্ডবগণ হইতে তোমাদিগের অমঙ্গল না হউক! পরন্তু আমি এই শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম; [৪০-৪৪] হে কুরুনাথ! তৎকালে মহাত্মা দ্রোণ এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামার নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং সেই সংগ্রামস্থলে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রথনীড়ে উপবেশন-পূর্ব্বক যোগযুক্ত পুরুষের ন্যায় সমস্ত প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করিলেন। প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিদ্র অবলোকন করিয়া শর-সমন্বিত সেই ভীষণ শরাসন রথনীড়ে সংস্থাপন করিলেন, এবং খড়্গ গ্রহণ করিয়া সহসা রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। [৪৫-৪৭] মহারাজ! দ্রোণকে তাদৃশ প্রকারে ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত অবলোকন করিয়া মনুষ্য এবং অপরাপর সমস্ত প্রাণীই "হা ধিক্! হা ধিক্!" এইরূপ শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক হাহাকার করিতে লাগিল। এদিকে মহাতপা দ্রোণাচার্য্যও কর্ণাদি বীরগণকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল কহিয়া শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরম শান্তভাব অবলম্বন করিলেন, এবং যোগবলে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সনাতন পরম পুরুষ

বিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।[৪৮-৫০] তৎ পরে সেই জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তি মহাতপা দ্রোণ অগ্রভাগে মুখ ঈষৎ উন্নামিত ও বক্ষঃস্থল স্তম্ভিত করত নিমীলিত-লোচন ও বিশুদ্ধ-ভাবাপন্ন (অর্থাৎ বিষয়াদি বাঞ্ছাশূন্য) হইয়া হৃদয়ে সাত্বিকভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা দেবদেবেশ অনশ্বর ওঙ্কার-রূপ একাক্ষর পর ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণের সহিত দুর্লভ স্বর্গে গমন করি-লেন। মহারাজ! তিনি তাদৃশাবস্থ হইলে তাঁহার রথ অবধি সমস্ত নভস্তল জ্যোতিতে পরিপূরিত হইল, এবং আমরাও দুই দিবাকর উদিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। প্রত্যুত দ্রোণের নিধন সময়ে সূর্য্যের জ্যোতি সমধিক প্রভাশালী হইয়াছিল, কিন্তু নিমেষ মাত্রে সেই জ্যোতি অন্তর্হিত হইল।

এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিমোহিত হইলে প্রহৃষ্টচিত্ত দেবগণের সুমহৎ কিলকিলা শব্দ সমুত্থিত হইল। মহা-রাজ! যোগযুক্ত মহাত্মা দ্রোণ যখন পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন, তখন সমস্ত মানবযোনির মধ্যে কেবল আমি, পৃথাপুত্র ধনঞ্জয়, শর-দ্বান-কুমার কৃপ, বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেব ও ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, আমরা এই পঞ্চজন মাত্র দর্শন করিয়াছিলাম। দেবগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় পরম ব্রহ্মলোকগামী যোগযুক্ত ধীমান্ ভরদ্বাজ-নন্দনের সেই মহিমা অপর কোন ব্যক্তিই অবগত হইতে পারিল না।[৫১-৫৯] মনুষ্যগণ, শত্রু-দমনকারী আচার্য্যের পরম গতি প্রাপ্তির বিষয়ও অবগত হইতে পারিলেন না, এবং তিনি যে যোগবলে ঋষিপুঙ্গবগণের সহিত ব্রহ্ম-লোকে গমন করিলেন, তাহাও দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময়ে পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সেই শর-বিক্ষত ন্যস্ত-শস্ত্র রক্তাক্ত কলেবর আক্রমণ করায় সমস্ত প্রাণীই তাঁহারে ধিক্কার প্রদান করিল। পাঞ্চাল-নন্দন মৌনাবলম্বী নির্জ্জীব-কলেবর আচা-

ষ্যের কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক অসি-দ্বারা শিরশ্ছেদন করিলেন। এইরূপে ভরদ্বাজ-নন্দন নিপাতিত হইলে তিনি সুমহৎ হর্ষভরে খড়্গ উদ্ঘূর্ণিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই শ্যামাঙ্গ আচার্য্য আকর্ণ-পলিত কেশ ও পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়স্ক হইয়াও আপনার নিমিত্ত রণস্থলে ষোড়শ বর্ষীয় যুবার ন্যায় বিচরণ করিতেন। তাঁহার বধ-সময়ে কুন্তীনন্দন মহাবাহু অর্জ্জুন পুনঃপুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন যে, "হে দ্রুপদাত্মজ! আচার্য্যকে বিনাশ করিও না, তুমি উহাঁকে জীবিতাবস্থায় আনয়ন কর" এবং সমস্ত সেনাধ্যক্ষগণও তৎকালে বিনাশ করিও না, বিনাশ করিও না" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।[৬০-৬৬] বিশেষত ধনঞ্জয় চীৎকার করিতে করিতে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন ও ক্ষিতিপতিগণ তাদৃশ ভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেও পাঞ্চাল-নন্দন সেই রথনীড়স্থ নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণকে বিনাশ করিলেন। কুরুনাথ! যখন আচার্য্য রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন, তখন বোধ হইল যেন লোহিতাঙ্গ দুর্দ্ধর্ষ আদিত্য ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে সমস্ত সৈনিকগণ সমরে আচার্য্যকে নিহত হইতে অবলোকন করিলেন।[৬৭-৬৯]

এদিকে মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ভরদ্বাজ-নন্দনের শিরশ্ছেদন করিয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন।[৭০] কৌরবগণ দ্রোণের সেই ছিন্ন উত্তমাঙ্গ অবলোকন করিয়া হতোৎসাহ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।[৭১] ঐ সময়, দ্রোণাচার্য্য যে গগণমার্গ অতিক্রম করিয়া ক্রমে নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার সেই নিধন ব্যাপার পূর্ব্ব কথিত বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেব, ধনঞ্জয়, কৃপ, যুধিষ্ঠির এবং সত্যবতী-নন্দন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষির প্রসাদে আমিও অর্থাৎ মনুষ্য-মধ্যে আমরা এই

কয়েক জন-মাত্র দর্শন করিলাম। যখন সেই মহাদ্যুতি ধূম-শূন্য প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় গগণ-পথে গমন করেন, তখন আমরা স্তব্ধ-ভাবে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

দ্রোণ নিহত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ নিরুৎসাহ কৌরবদিগের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন, তাহাতে ক্ষণকাল-মধ্যে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। পলায়ন কালে তাহাদিগের অনেকেই প্রতিপক্ষের নিশিত শরনিকরে হত ও আহত হইতে লাগিল। অধিক কি, দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ গতাসু-প্রায় হইল। কৌরবগণ তৎকালে পরাজয় ও পরিণামে মহাভয় উপস্থিত মনে করিয়া এই উভয় কারণ-বশত এমন নিস্তেজ হইলেন যে, আর কোন ক্রমেই সুস্থির হইতে পারিলেন না। তৎ-কালে সেনাধ্যক্ষ নরপতিগণ সেই অসংখ্য কবন্ধ সমাকীর্ণ সমরাঙ্গনে দ্রোণের মৃত শরীর অন্বেষণ করিয়াও কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলেন না।

এদিকে পাণ্ডবগণ তাৎকালিক জয় লাভ এবং ভবিষ্যতে সুমহৎ যশোলাভ সম্ভাবনায় পরমাহ্লাদিত হইয়া শর-শব্দ, শঙ্খ-ধ্বনি ও ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়, পৃষতকুল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যূহ-মধ্যে ভীমসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলে, এবং ভীমসেন শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে পাঞ্চালরাজ-কুমার! পাপাত্মা সূতপুত্র ও দুর্য্যোধন সমরে নিহত হইলে যখন তুমি বিজয় লাভ করিবে, তখন পুনরায় আমি তোমারে আলিঙ্গন করিব।[৭২-৮১] মহাবীর বৃকোদর এই কথা বলিয়া সুমহৎ হর্ষভরে বাহু-শব্দ করিয়া ধরাতল কম্পিত করিতে লাগিলেন।[৮২] আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহার বাহ্বাস্ফোট শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।[৮৩] মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্ত হইলেন,

এবং তাঁহাদিগের প্রবল শত্রু দ্রোণাচার্য্য সমরে নিহত হইলেন বলিয়া তজ্জন্য তাঁহারা অপার সুখানুভব করিতে লাগিলেন।[৮০]

দ্রোণ-বধে দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯২ ॥

দ্রোণবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ প্রকরণারম্ভ।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ এবং প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইলে শস্ত্র-পীড়িত কৌরবগণ বিধ্বস্ত ও অতিশয় শোক-পরায়ণ হইলেন; বিশেষত বিপক্ষ পাণ্ডবদিগকে পুনঃ পুনঃ মহানন্দিত অবলোকন করিয়া ভয়ে অশ্রুপূর্ণ-লোচন ও দীনভাবাপন্ন হইলেন।[১-২] মহারাজ! পূর্ব্ব কালে হিরণ্যাক্ষ নিপাতিত হইলে যেমন দনুজগণ রক্তাক্ত কলেবর- ও বেপমান হইয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অশ্রুকণ্ঠ-বদনে গমন-পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তদ্রূপ কৌরবগণ বুদ্ধিভ্রংশ-প্রযুক্ত হতোৎসাহ ও হীনতেজা হইয়া সুমহৎ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন।[৩-৪] রাজা দুর্য্যোধন ক্ষুদ্র কুরঙ্গ সমূহের ন্যায় নিতান্ত ভীত সেই কৌরবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া তথায় আর অবস্থান করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন।[৫] তৎকালে আপনার পক্ষীয় সেই যোধগণ একে ক্ষুৎপিপাসা-কাতর, তাহাতে আবার প্রভাকরের প্রখর কর নিকরে সন্তপ্ত হইয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল।[৬] অধিক কি, সমুদ্র-শোষণ, ভাস্করের ভূপতন, সুমেরুর পরিবর্ত্তন এবং দেবরাজের রণ পরাজয়ের ন্যায়, ভরদ্বাজ-নন্দনের

নিপাতন-রূপ সেই অসম্ভব ব্যাপার অবলোকন করিয়া কৌরব পক্ষীয় সেনাধ্যক্ষগণও ভয়ত্রস্ত-চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।[৭-৮]

গান্ধাররাজ শকুনি দ্রোণের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র ভীত হইয়া ভয়াতুর রথিগণ সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন।[৯] সূত-পুত্র কর্ণও বেগে পলায়ন-পরা পতাকামালিনী ব্যূহিত মহা-সেনা প্রত্যাহার পূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিলেন।[১০] মদ্ররাজ শল্য তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ-সঙ্কুল সৈন্যগণকে অগ্রভাগে করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভয়ে প্রস্থান করিলেন।[১১] শারদ্বত কৃপ বহুল পতাকা-শোভিত বীর-শূন্য অসংখ্য হস্তি-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া "কি কষ্ট কি কষ্ট" এইরূপ বলিতে বলিতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।[১২] কৃতবর্ম্মা সুশিক্ষিত ভোজ, কলিঙ্গ, অরট্ট ও বাহ্লিক দেশীয় সৈন্যে সমাবৃত হইয়া মহাবেগগামী তুরঙ্গে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।[১৩] শকুনি-পুত্র উলূক, দ্রোণ নিপাতিত হইলেন অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইয়া পদাতিগণ সমভিব্যাহারে বেগে পলায়ন করিলেন।[১৪] শৌর্য্য-লক্ষণান্বিত প্রিয়-দর্শন যুবা দুঃশাসন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া গজ-সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন।[১৫] কর্ণ-পুত্র বৃষসেন দ্রোণকে নিপাতিত নিরী-ক্ষণ করিয়া অযুত রথী ও তিন সহস্র হস্তি-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন।[১৬] অধিক কি, মহারথী রাজা দুর্য্যোধন হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথী-প্রভৃতি চতুরঙ্গিণী সেনায় সমাবৃত হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।[১৭] সংশপ্তক সেনা-নায়ক সুশর্ম্মা, দ্রোণ নিহত হইলেন অবলোকন করিয়া কিরীটীর শরহতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিলেন।[১৮] এইরূপে দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলেন নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অপরের হস্তী,

অশ্ব বা রথ যাহা সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতেই আরোহণ-পূর্ব্বক কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ মাতুল, কেহ পুত্র, কেহ বয়স্য, কেহ স্বীয় সৈন্য, কেহ ভাগিনেয়, কেহ বা বিধ্বস্ত ও প্রকীর্ণ-কেশ সম্বন্ধি-প্রভৃতি আত্মীয়-বর্গকে ত্বরান্বিত করিয়া নানা দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহারা দুই জন একত্র গমন করিলেন না; কেবল "আর কিছুই রক্ষা পাইবে না" এই মত বিবেচনা করিয়া হতপ্রভ ও নিরুৎসাহ হইয়া কবচ সকল পরিত্যাগ করত চীৎকার স্বরে পরস্পর আহ্বান-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন।[১৯-২৩] মহারাজ! তাঁহারা অপরকে "অবস্থান কর, অবস্থান কর," বলিয়া স্বয়ং ক্ষণকাল-মাত্রও পলায়নে অপেক্ষা করিলেন না। অধিক কি, এমন ব্যগ্র হইলেন যে, সুন্দর অলঙ্কার-শোভিত সারথি-শূন্য রথ হইতে অশ্বদিগকে উন্মোচন করিয়া অবিলম্বে আরোহণ-পূর্ব্বক পদ-দ্বারাই পরিচালিত করিতে লাগিলেন।[২৪]

সেই হীনপ্রভ সন্ত্রস্ত সৈন্যগণের পলায়ন সময়ে একমাত্র দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা স্রোতের প্রতিকূল গ্রাহের ন্যায়, শত্রুদিগের প্রতি-পক্ষে ধাবিত হইলেন।[২৫] ঐ সময়ে শিখণ্ডি-প্রমুখ পাঞ্চাল, প্রভদ্রক, চেদি ও কেকয়দিগের সহিত তাঁহার সুমহৎ যুদ্ধ উপস্থিত হইল।[২৬] অনন্তর মত্তমাতঙ্গ-সদৃশ বিক্রমশালী রণদুর্ম্মদ অশ্বত্থামা পাণ্ডব পক্ষীয় বহুল সৈন্য সংহার-পূর্ব্বক অতিকষ্টে সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন।[২৭] তৎ পরে তিনি কৌরব-সৈন্যদিগকে পলায়ন-পর ও ধাবমান অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন,[২৮] হে ভারত! আপনার এই সমস্ত সৈন্যগণ কি নিমিত্ত ভীতমনে ধাবমান হইতেছে? অপিচ আপনি ইহাদিগকে পলায়ন-পর অবলোকন করিয়া কি জন্য যুদ্ধার্থে অবস্থাপিত করিতেছেন না,[২৯] এবং আপনাকেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ বলিয়া বোধ

হইতেছে না। বিশেষত কর্ণ-প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষগণও অবস্থান করিতেছেন না, কৈ অপর কোন যুদ্ধেই ত সৈন্যগণ এরূপ পলায়ন করে নাই? হে মহাবাহু মহারাজ! আপনার সেনা-মধ্যে সমস্ত মঙ্গল ত? কোন্ রথিপ্রবর নিহত হওয়ায় সৈন্যগণ এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তৎ সমস্ত আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।[৭০-৭২]

মহারাজ! পার্থিবশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন, বিদীর্ণ তরণীর ন্যায়, শোকরূপ মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া বাষ্পাবৃত-লোচনে রথস্থ গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে অবলোকন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রোণ বধ রূপ ভয়ঙ্কর অপ্রিয় বাক্য বলিতে সমর্থ হইলেন না।[৭৩-৭৪] তিনি সলজ্জভাবে কৃপাচার্য্যকে এইরূপ কহিলেন সেনাগণ কি নিমিত্ত বেগে পলায়ন করিতেছে, আপনি তাহা গুরুপুত্রের নিকট ব্যক্ত করুন।[৭৫] তখন শারদ্বত কৃপ পুনঃপুন শোক প্রকাশ-পূর্ব্বক, যেরূপে দ্রোণ নিপাতিত হইয়াছেন, তৎ সমস্ত অশ্বত্থামার নিকট বলিতে আরম্ভ করিলেন,[৭৬] "আমরা পৃথিবীর সমস্ত রথীর অগ্রগণ্য সেই মহাবীর দ্রোণকে পুরঃসর করিয়া একমাত্র পাঞ্চালদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম,[৭৭] অনন্তর যুদ্ধার্থে মিলিত কৌরব ও সোমকগণ গর্জ্জনপূর্ব্বক শস্ত্র-দ্বারা পরস্পর পরস্পরের দেহ পাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইল।[৭৮] তাদৃশ যুদ্ধ সময়ে কৌরবপক্ষীয় বহু সংখ্যক সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিলে তোমার পিতা অতিশয় কুপিত হইয়া ব্রাহ্ম অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন।[৭৯] তৎপরে সেই নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ভল্লাস্ত্র-দ্বারা শত্রুদিগের শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে সংহার করিতে লাগিলেন।[৮০] পাণ্ডব-পক্ষীয় কেকয় ও মৎস্য, বিশেষত পাঞ্চালগণ কাল-প্রেরিত হইয়া দ্রোণের রথ-সমীপস্থ হইবা-মাত্র বিনষ্ট হইতে লাগিল।[৮১] ঐ সময়, তিনি ব্রহ্মাস্ত্র-প্রভাবে এক সহস্র প্রধান যোদ্ধা ও দুই সহস্র হস্তী শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।[৮২] সেই শ্যামবর্ণ আচার্য্য দ্রোণ

আকর্ণ-পলিত কেশ ও অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও সমরে ষোড়শ বর্ষীয় যুবার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।[৮৩] এই রূপে পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যগণ ক্লিষ্ট ও রাজগণ বিনষ্ট হইতে লাগিলে, পাঞ্চালগণ রোষা-বিষ্ট হইয়াও সম্মুখীন হইতে পারিল না।[৮৪] ক্রমে তাহাদিগের কিয়দংশ নিহত ও অবশিষ্ট পরাঙ্মুখ হইলে শত্রুজেতা আচার্য্য দিব্যাস্ত্র-প্রভাবে প্রভাকরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।[৮৫] অধিক কি, তৎকালে তোমার পিতা পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যগত হইয়া শররূপ কিরণ-রাজির দ্বারা, মধ্যাহ্ন-কালিন উদিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, দুষ্প্রেক্ষণীয় হইলেন[৮৬] পাণ্ডব-সৈন্যগণ বর-নিকর বিরা-জিত খর কর সম সমরাঙ্গণ-স্থিত দ্রোণের অস্ত্রানলে দগ্ধ, তেজোহীন ও নিরুৎসাহ হইয়া বিচেতন-প্রায় হইল।[৮৭] পাণ্ডবহিতৈষী মধুসূদন তাহাদিগকে দ্রোণ-শরে নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া এই মত উপদেশ করিলেন,[৮৮] এই রথযূথপতির যূথপতি শস্ত্রধারির অগ্রগণ্য দ্রোণকে মানবগণ কদাচ পরাজিত করিতে পারিবে না; অন্যের কথা দূরে থাকুক, বৃত্রহন্তা ইন্দ্রও ইহারে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন।[৮৯] হে পাণ্ডবগণ! শোনাশ্ব দ্রোণ যেন তোমাদিগের সকলকেই নিহত না করেন, তোমরা এই সময়ে সতর্ক হও। আমার বিবেচনায় তোমরা এক্ষণে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জয় লাভের নিমিত্ত যত্নপর হও।[৯০] বোধ হয়, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিলে উনি আর যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, অতএব কোন ব্যক্তি "অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন," এই মিথ্যা বাক্য আচার্য্যের নিকট ব্যক্ত করুক।[৯১] কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় বাসুদেবের এই বাক্যে সম্মত হইলেন না। অন্যান্য ব্যক্তি-গণ উহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে সম্মত হইলেন।[৯২] তৎপরে ভীমসেন সলজ্জভাবে তোমার পিতার নিকট গমন-পূর্ব্বক "অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন," এই মত কহিলে

তিনি তাহাতে বিশ্বাশ করিলেন না ;[৫৩] কিন্তু, সেই মিথ্যা বাক্যে শঙ্কিত হইয়া তোমার প্রতি বাৎসল্য-প্রযুক্ত হত হওয়া সত্য কি না, জানিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।[৫৪] তখন, মিথ্যা ভয়ে মগ্ন অথচ জয়াসক্ত-চিত্ত যুধিষ্ঠির, মালব-রাজ ইন্দ্রবর্ম্মার অচল-সদৃশ কলেবর অশ্বত্থামা নামক মহাগজ ভীম-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া দ্রোণের সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিলেন,[৫৫-৫৬] হে আচার্য্য! আপনি যাহার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার মুখাবলোকন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, আপনার সেই সতত প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়া, অরণ্যস্থ সিংহ-শিশুর ন্যায়, রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন।[৫৭-৫৮] বৎস! যুধিষ্ঠির মিথ্যাকথন জন্য দোষ সমস্ত অবগত থাকিয়াও সেই দ্বিজ-সত্তমের নিকট স্পষ্টাক্ষরে ঐ সকল বাক্য উচ্চারণ করিয়া পরিশেষে অব্যক্ত-স্বরে 'কুঞ্জর হত হইয়াছে' কহিলেন।[৫৯] অনন্তর দ্রোণ সংগ্রাম স্থলে তোমার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া দিব্যাস্ত্র সকল প্রতিসংহার-পূর্ব্বক আর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন না।[৬০] তখন নিষ্ঠুর-স্বভাব পাঞ্চাল-রাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে অতিশয় উদ্বিগ্ন, শোকাতুর ও অচেতনপ্রায় অবলোকন করিয়া বেগে তদভিমুখে ধাবমান হইল।[৬১] সেই লোকতত্ত্ব-বিচক্ষণ আচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিধিকৃত মৃত্যুস্বরূপ অবগত হইয়া দিব্যাস্ত্র সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই রণাঙ্গনেই প্রায়োপবেশন করিলেন।[৬২] অনন্তর বীরগণ চীৎকার করিতে লাগিলেও পৃষতকুল-নন্দন বাম হস্তে তাঁহার কেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক দক্ষিণ করস্থ খড়্গ-দ্বারা শিরশ্ছেদন করিলেন।[৬৩] তৎকালে সমস্ত লোকই 'বিনাশ করিও না, বিনাশ করিও না' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; বিশেষত ধর্ম্মজ্ঞ ধনঞ্জয় অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ-

পূর্ব্বক বাহু-দ্বয় উদ্যত করিয়া "আচার্য্যকে বধ করিও না, উহাঁরে জীবিত অবস্থায় আনয়ন কর" এইরূপ পুনঃপুন বলিতে বলিতে সেই দিকে ধাবিত হইলেন।[৬৩-৬৫] কৌরবগণ ও অর্জ্জুন সেই প্রকার নিবারণ করিলেও সেই নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার পিতাকে নিহত করিল।[৬৬] হে অনঘ নরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামন্! এইরূপে তোমার পিতা নিধন হওয়াতেই সৈনিকগণ এবং আমরা সকলেই ভয়ার্ত্ত ও নিরুৎসাহ হইয়া পলায়ন করিতেছি।"[৬৭]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অশ্বত্থামা সংগ্রামে পিতার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে পদাহত পন্নগের ন্যায়, তীব্রতর রোষাবিষ্ট হইলেন।[৬৮] হুতাশন যেমন ইন্ধন প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হয়েন, তদ্রূপ দ্রোণ-নন্দন ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং করে কর নিষ্পেষণ ও দন্ত ঘর্ষণ-পূর্ব্বক কটকটা-শব্দ-সহকারে মুহুর্ম্মুহু সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্রোধে লোহিত-লোচন হইলেন।[৬৯-৭০]

পিতৃ-মৃত্যু শ্রবণে অশ্বত্থামার ক্রোধপ্রকাশে ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৩ ॥

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অশ্বত্থামা, বৃদ্ধ পিতা ব্রাহ্মণ দ্রোণ অধর্ম্ম-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন-হস্তে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? যাঁহাতে মানুষ, বারুণ, আগ্নেয়, বীর্য্যশালি ব্রাহ্ম, ঐন্দ্র, এবং নারায়ণ-প্রভৃতি অস্ত্র সকল নিয়ত প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদৃশ ধার্ম্মিক-প্রবর আচার্য্য নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার পুত্র কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন।[১-৩] যে মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য ভৃগুনন্দন রাম হইতে সমস্ত ধনুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকে সমধিক কৃতবিদ্য করিবার বাসনায় তৎ সমস্তই শিক্ষা করাইয়াছিলেন।[৪] এই

সংসারে এইরূপ [রীতি আছে যে, পুরুষ-মাত্রেই সকলকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুত্রকে আপনা হইতেও অধিক গুণবান্ করিতে কামনা করেন।[৫] মহাত্মা আচার্য্যদিগের যে সকল রহস্য বিষয় থাকে, তাহা পুত্র বা অনুগত শিষ্যকেই প্রদান করিয়া থাকেন।[৬] শৌর্য্যবান্ শারদ্বতী-পুত্র অশ্বত্থামাও তাঁহার পুত্র এবং শিষ্য, সুতরাং তিনি আচার্য্য-পিতার নিকট বিশেষরূপে দিব্যাস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-সদৃশই হইয়াছেন।[৭] যুবা অশ্বথামা শস্ত্রবিদ্যায় রামের সদৃশ, সমরে পুরন্দর-সদৃশ বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য-সদৃশ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-সদৃশ স্থৈর্য্যে শৈল-সদৃশ, তেজে অগ্নি-সদৃশ, গাম্ভীর্য্যে সাগর-সদৃশ, ক্রোধে ভুজঙ্গ-সদৃশ; অধিক কি, সেই জিতক্লম দৃঢ়ধন্বা অশ্বথামা পৃথিবীস্থ সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য। তিনি সমরাঙ্গনে ক্রুদ্ধ কৃতান্ত ও বেগগামী. বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন।[৮-১০] রণ স্থলে যিনি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলে, ধরা বিদীর্ণা হয়, যে সত্যপরাক্রম বীর সংগ্রামে কদাচ ব্যথিত হয়েন না, যিনি যথা-রীতি বেদাধ্যয়ন-পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাপ্ত করিয়া ধনুর্ব্বেদে দশরথ-পুত্র রামের তুল্য-পারদর্শী এবং মহোদধির তুল্য অক্ষোভণীয় হইয়াছেন।[৯-১২] সেই অশ্বথামা, ধার্ম্মিক-প্রবর আচার্য্য অধর্ম্ম-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? সঞ্জয়! বিধাতা যেমন ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণের মৃত্যুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ অশ্বত্থামাকেও ধৃষ্টদ্যুম্নের মৃত্যু-স্বরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।[১৩-১৪] অতএব সেই ক্রূর অদীর্ঘদর্শী পাপাত্মা নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতাকে বিনাশ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া অশ্বথামা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?[১৫]

ধৃতরাষ্ট্র-প্রশ্নে চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন পাণ্ডবদিগের কপটতায় পাপকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে পিতৃনিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূরিত হইলেন, এবং তাঁহার লোচন-দ্বয়ও বাষ্পে পরিপূর্ণ হইল।[১] তৎকালে কুপিত অশ্বত্থামার কলেবর, যুগান্ত-কালীন প্রাণি-সংহারাভিলাষী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায়, প্রদীপ্ত হইল।[২] অনন্তর তিনি তোয়পূর্ণ-নেত্রদ্বয় পুনঃপুন পরিমার্জ্জিত করত কোপে নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে এই কহিলেন, মহারাজ! নীচপ্রকৃতিগণ পিতাকে যেরূপে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া নিপাতিত করিয়াছে এবং ধর্ম্মধ্বজধারী যুধিষ্ঠির যেরূপ পাপাচরণ করিয়াছেন, তৎ সমস্ত বিদিত হইলাম।[৩-৪] অপিচ, সেই অনার্য্য নৃশংস ধর্ম্ম-পুত্রের সমস্ত বিবরণই শ্রবণ করিলাম। সমরে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের জয় বা পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, এবং যদৃচ্ছাক্রমে উহা স্বয়ংই হইয়া থাকে; পরন্তু পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুই প্রশংসনীয়। রণস্থলে রণকারী পুরুষের ন্যায়ানুসারে মৃত্যু হইলে, তাহা দুঃখের নিমিত্ত হয় না; কেন না, পণ্ডিতগণ যুদ্ধার্থীদিগের তাদৃশ মৃত্যুই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমার পিতাও নিশ্চয় বীর লোকে গমন করিয়াছেন; অতএব হে পুরুষ-শার্দ্দূল রাজন্! যখন তিনি তাদৃশ মৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না। কিন্তু তিনি যে, ন্যস্তশস্ত্র হইয়া ঈশ্বর-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াও সর্ব্ব সৈন্যের সমক্ষে কেশাকর্ষণ দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তাহাতেই আমার মর্ম্মচ্ছেদ হইতেছে। হা! আমি জীবিত থাকিতেই যখন আমার পিতা কেশাকৃষ্ট হইলেন, তখন অপর লোকে আর কি জন্য পুত্র-কামনা করিবে? মনুষ্যগণ কাম, ক্রোধ, দর্প, পরিভব, অজ্ঞানতা বা চপলতা প্রযুক্তই অধর্ম্ম কার্য্য করিয়া থাকে। দুরাত্মা

নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্নও আমাকে অবজ্ঞা করিয়া এই মহৎ অধর্ম্ম কার্য্য করিয়াছে, সংশয় নাই; অতএব সে অচির-কাল-মধ্যে ইহার সুদারুণ ফল প্রাপ্ত হইবে।[৫-১২] অপিচ, সেই মিথ্যাবাদী ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিশয় অসৎ কার্য্য করিয়াছে; সে যখন কপটতা-দ্বারা আচার্য্যকে অস্ত্রত্যাগ করাইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই পৃথিবী অদ্য তাহার শোণিত পান করিবেন। মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি সমস্ত পাঞ্চাল গণকে বিনাশ না করিয়া জীবন ধারণ করি, তাহা হইলে সত্য ও ইষ্টাপূর্ত্ত হইতে ভ্রষ্ট হইব। অধিক কি পাঞ্চাল-দিগের বধ নিমিত্ত যথা-সাধ্য যত্ন করিব; বিশেষত পাপকারী ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে আমি নিশ্চয়ই সমরে সংহার করিব। কুরুরাজ! মৃদুতাই হউক্, আর কঠোরতাই হউক্, অর্থাৎ যে কোন কর্ম্ম-দ্বারা হউক্, না কেন, পাঞ্চালদিগকে সংহার করিয়া শান্তি লাভ করিব। হে নরশার্দ্দূল! মানবগণ ইহলোক ও পরলোকে মহাভয় হইতে পরি-ত্রাণ পাইবার নিমিত্তই পুত্র কামনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি মেরু-সদৃশ পুত্র ও শিষ্য বর্ত্তমান থাকিতেও আমার পিতা বন্ধু-হীনের ন্যায় দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেন! দ্রোণাচার্য্য যখন আমাকে পুত্র প্রাপ্ত হইয়াও কেশাকৃষ্ট হইলেন, তখন আমার দিব্যাস্ত্র, বাহু-বীর্য্য ও পরাক্রমে ধিক্! হে ভরতসত্তম! এক্ষণে আমি অবশ্যই তাহার প্রতিকার করিব, যাহাতে পরলোক-গত পিতার ঋণ হইতেও মুক্ত হইতে পারি। আর্য্য ব্যক্তি দিগের আত্ম প্রশংসা করা কদাপিকর্ত্তব্য নহে; কিন্তু পিতৃবধে অসহিষ্ণু হইয়া অদ্য আমি আত্ম. পুরুষকারই বর্ণনা করিব! অদ্য জনার্দ্দন সমবেত পাণ্ডবগণ আমার পরাক্রম সন্দর্শন করুক।[১৩-২২] আমি প্রলয় কর্ত্তার ন্যায় সমস্ত সৈন্য বিমর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিব। হে নরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমি রথারূঢ় হইয়া সংগ্রামে অবস্থিত হইলে

সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব বা রাক্ষস কেহই আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। এই ভূমণ্ডল-মধ্যে কোন ব্যক্তিই আমার এবং অর্জ্জুনের তুল্য অস্ত্রজ্ঞ নহেন।[২৩-২৪] অদ্য আমি প্রজ্বলিত ময়ূখ মালা মধ্যবর্ত্তী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজঃ সম্পন্ন সৈন্যগণের মধ্যগত হইয়া, দিব্যাস্ত্রজাল বর্ষণ করিব।[২৫] অদ্য মহাসমরে আমার শরাসন হইতে নিরন্তর নির্গত শর সকল তীব্রতর পরাক্রম প্রদর্শন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে প্রমথিত করিবে।[২৬] মহারাজ! অদ্য কৌরব-পক্ষীয়েরা অবলোকন করিবেন যে, ককুভ সকল মদীয় সলিল ধারাসদৃশ শর ধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে।[২৭] আমি চতুর্দ্দিকে শরজাল বিকীরণ করিতে লাগিলে, পাদপ সকল যেমন প্রচণ্ড সমীরণ-কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া ভীষণ নিস্বন সহকারে ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ শত্রুগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে নিপতিত হইবে।[২৮]

হে কৌরব! প্রয়োগ ও উপসংহার-সমন্বিত যে অস্ত্র আমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা কি অর্জ্জুন, কি জনার্দ্দন, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি রাজা যুধিষ্ঠির, কি সাত্যকি, কি শিখণ্ডী, কি দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেহই সেই অস্ত্র অবগত নহে।[২৯-৩০] পূর্ব্বে কোন সময়ে ভগবান্ নারায়ণ ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক আমার পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, পিতা তাঁহাকে যথা বিধি প্রণাম-পূর্ব্বক পূজা প্রদান করিলেন; নারায়ণ সেই পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া বরদানে উদ্যত হইলে, পিতা তাঁহার নিকট নারায়ণ-নামক পরমাস্ত্রের প্রার্থনা করিলেন।[৩১-৩২] তখন, ভগবান্, কহিলেন, দ্রোণ! এই অস্ত্রপ্রভাবে রণস্থলে অপর কোন ব্যক্তিই তোমার সদৃশ যোদ্ধা হইবে না।[৩৩] কিন্তু সহসা কোন ক্রমেই এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও না; যেহেতু ইহা শত্রুকে বধ না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না।[৩৪] হে ব্রহ্মন্! তুমি এরূপ জ্ঞান করিও না যে, এই অস্ত্র

কোন প্রাণীবিশেষকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে; ইহা, অবধ্য প্রাণী হইলেও তাহাকে বিনাশ করিবে; অতএব সঙ্কট ব্যতীত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।[৩৫] হে পরন্তপ! কদাচিৎ যদি এই মহাস্ত্র প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহার নিবারণোপায় কেবল রথাদি বাহন ও শস্ত্র সকলের পরিত্যাগ, অথবা শত্রু যদি যাচমান, কি শরণাগত হয়; অন্যথা কিছুতেই ইহা নিবারিত হইবার নহেন। পরন্তু যখন সর্ব্বপ্রকারে শত্রু-কর্তৃক নিপীড়িত হইবে, তখন এই অস্ত্রপ্রয়োগ-মাত্রেই, সেই শত্রু অবধ্য হইলেও তাহাকে সংহার করিবে।[৩৬.৩৭] হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ এই বলিয়া সেই মহাস্ত্র প্রদান করিলে পিতা উহা গ্রহণ করিলেন। তখন সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ প্রভু নারায়ণ আমারে কহিলেন, হে অশ্বত্থামা! তুমিও এই অস্ত্রপ্রভাবে রণস্থলে তেজো দ্বারা প্রদীপ্ত ও অসংখ্য অস্ত্র বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ এই মত আদেশ করিয়া পিতাকে অস্ত্র প্রদান-পূর্ব্বক আকাশ-পথে গমন করিলেন। পিতা এইরূপে নারায়ণাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া কিয়দ্দিবস পরে আমাকেও উহা যথা-বিধি উপদেশ করিয়াছিলেন। মহারাজ! শচীপতি ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিমর্দ্দন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও অদ্য সেই অস্ত্রপ্রভাবে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়দিগকে বিদ্রাবিত করিব।

মহারাজ! অদ্য আমি যে যে স্থলে ইচ্ছা করিব, সেই সেই স্থলেই শত্রুগণ নিহত হইলেও তাহাদিগের প্রতি রাশি রাশি শরজাল নি-পতিত হইবে এবং এই সুমহৎ নারায়ণাস্ত্র-প্রভাবে সমস্ত পাণ্ডব-গণকে পরাজিত করিয়া অনবরত প্রচুর শিলাখণ্ড, লৌহমুখ আকাশ-গামী বাণ ও নিশিত পরশ্বধাদি বর্ষণ-পূর্ব্বক মহারথী অরাতিদিগকে বিদ্রাবিত ও নিহত করিব।[৩৮-৪৪] বিশেষত মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরু-

দ্রোহী সর্ব্বলোক-নিন্দিত কুটিল-স্বভাব পাঞ্চাল-কুলাপসদ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অদ্য কদাচ আমার নিকট হইতে জীবন-সত্ত্বে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। [৪৮]

মহারাজ! পলায়নপর কৌরব সেনা দ্রোণ-পুত্রের উক্ত প্রকার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া পুনরায় সমরাভিমুখী হইল এবং পুরুষ-শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষগণও হৃষ্টচিত্ত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎ পরে সহস্র সহস্র ভেরী ও ডিণ্ডিম-প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র নিনাদ হইতে লাগিল এবং ধাবমান অশ্বদিগের খুর ও রথচক্র-দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া এরূপ শব্দায়মান হইল যে, সেই তুমুল শব্দ দিঙ্মণ্ডল-নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল, সমস্ত নিনাদিত করিতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষীয় প্রধান রথিগণ জলদ-নিনাদ-সদৃশ সেই ভীষণ নিস্বন শ্রবণ করিয়া সকলে একত্র মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন. এদিকে আচার্য্য পুত্র অশ্বত্থামাও সলিল স্পর্শ-পূর্ব্বক শুচি হইয়া নারায়ণ নামক সেই দিব্যাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন। [৪৯।৫০]

অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা বিষয়ে পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৫ ॥

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভাব সময়ে নভোমণ্ডল মেঘ শূন্য থাকিলেও জলবিন্দু-সমন্বিত মহাশব্দায়মান প্রভঞ্জন প্রবাহিত, ভূতল প্রকম্পিত, সাগর সকল সংক্ষুভিত, নদী সকল বিপরীত প্রবাহিত ও শৈলশিখর বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মৃগ সকল পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যদিগকে বাম দিকস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইল। [৩] ক্রমে প্রভাকর হীনপ্রভ ও দিক্ সকল তমসাচ্ছন্ন হইল। ঐ সময়, নভোমণ্ডল হইতে প্রহৃষ্টচিত্ত মাংসাশী প্রাণিগণ মহাকোলাহল

সহকারে নিপতিত হইতে লাগিল।[৪] অপিচ, সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সন্ত্রস্ত এবং মনুষ্যদিগের কথোপকথন পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িল।[৫] বিশেষত ক্ষিতিপতিগণ দ্রোণ-পুত্রের সেই ঘোর-রূপ ভয়াবহ অস্ত্র অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কাতর ও ভীত হইলেন।[৬]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পিতৃবধ ক্রোধী শোকসন্তপ্ত অশ্বত্থামা মৎ পক্ষীয় সৈন্যদিগকে সমরাভিমুখী করিলে, কৌরবগণ পুনরায় বেগে আগমন করিতেছে অবলোকন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষা বিষয়ে পাণ্ডবগণ যেরূপ মন্ত্রণা করিল, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।[৭-৮]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির কৌরবগণকে প্রথমে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়াছিলেন, পরে পুনরায় তাহাদিগের তুমুল হর্ষনিনাদ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! পূর্ব্বে বজ্রপাণি পুরন্দর যেমন মহাসুর বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে নিহত করিলে, কাতরভাবাপন্ন কৌরবগণ আত্ম পরিত্রাণার্থী ও জয়ে নিরাশ হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিল;[৯-১১] যে সকল রথের ধ্বজ, ছত্র, পতাকা ও কুবর বিশীর্ণ, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথি নিহত, অশ্ব সকল বিকল এবং নীড়, অক্ষ, চক্র ও যুগকাষ্ঠ ভগ্ন হইয়াছে; রাজগণ-মধ্যে তৎকালে অনেকেই, বেগে ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ তাদৃশ রথ সমূহ-দ্বারাও স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। কোন কোন রথী বিশীর্ণ রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পদব্রজে ও কোন কোন রথী ভীত হইয়া স্বয়ং পদাঘাতে অশ্ব শঞ্চালন করত পলায়ন করিয়াছিলেন।[১২-১৪] অশ্বারোহিগণ অর্দ্ধস্খলিতাসন হইয়াও তদবস্থাতেই ধাবমান হইয়াছিল। কোন কোন বীর অস্মৎ পক্ষীয় নারাচ-দ্বারা আসনভ্রষ্ট ও গজ-স্কন্ধে গ্রথিত হইয়া

সেই শর পীড়িত ও পলায়ন-পর মাতঙ্গগণ-কর্ত্তৃক দিগ্‌দিগন্তরে নীত হইয়াছিল। ঐ সময়, শস্ত্র ও কবচ-বিহীন অনেক বীরই বাহন হইতে ভূতলে পতিত হইয়া রথচক্রে ছিন্ন এবং তুরঙ্গ ও মাতঙ্গের পদ-দ্বারা বিমর্দ্দিত হইয়াছে। অনেকে মোহাভিভূত হইয়া পরস্পর অবগত হইতে না পারিয়া 'হে পিতঃ! হে পুত্র' বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিয়াছিল। কেহ কেহ দৃঢ়তর বিক্ষত কলেবর পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও সখা-প্রভৃতিকে স্থানান্তরিত করত শরীর হইতে কবচ বিমোচন-পূর্ব্বক জলসেচন করিতেছিল। হে ধনঞ্জয়! দ্রোণ নিহত হইলে কৌরব-সৈন্য তাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কি নিমিত্ত পুনরাবর্ত্তিত হইল? যদি অবগত হইয়া থাক, তবে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ঐ দেখ, তুরঙ্গগণের হ্রেষারব ও মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি রথ-নির্ঘোষের সহিত মিলিত হওয়ায় মহান্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কৌরবসাগর সমুত্থিত এই কঠোর নিনাদ বারংবার উত্থিত হইয়া অস্মৎ পক্ষীয়দিগকে কম্পিত করিতেছে। এক্ষণে যেরূপ তুমুল লোমহর্ষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে; আমার বোধ হয়, উহা ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল সমন্বিত ত্রিলোক ধ্বংস করিতে পারে, সন্দেহ নাই; অথবা এই ভয়ঙ্কর নিনাদ বজ্রধর ইন্দ্রেরও হইতে পারে।[১৫-২৩] দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়ায় কৌরবগণের হিতার্থে নিশ্চয়ই দেবরাজ আগমন করিতেছেন। অর্জ্জুন! ঐ আমাদিগের প্রধান প্রধান রথিগণও এই অতীব ভীষণ নিস্বন শ্রবণ করিয়া উদ্বিগ্ন ও লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়াছেন। দ্বিতীয় ইন্দ্র-তুল্য কোন্ মহারথী এই পলায়নপর কৌরবগণকে ব্যবস্থাপিত করিয়া সংগ্রামাভিমুখী করিতেছে?

যুধিষ্ঠিরের এতাবৎ বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! ন্যস্তশস্ত্র গুরু দ্রোণ নিহত হইলে, ছিন্নভিন্ন কৌরবগণকে কোন্

বীর পুনরায় ব্যবস্থাপিত করিয়া সিংহনাদ করিতেছে বলিয়া আপনার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে এবং যাহার পরাক্রম অবলম্বনপূর্ব্বক কৌরবগণ উগ্রতর কার্য্যে উদ্যত হইয়া পরাক্রম-সহকারে শঙ্খধ্বনি করিতেছে, আমি সেই মত্তমাতঙ্গগামী কুরুকুলের অভয়প্রদ উগ্রকর্ম্মা শ্রীমান্ মহাবাহু বীরের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি জন্মগ্রহণ করিলে, দ্রোণাচার্য্য মহামান্য ব্রাহ্মণগণকে দশ শত গোধন দান করিয়াছিলেন, ইনি সেই অশ্বত্থামা গর্জ্জন করিতেছেন। যে বীর জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় চীৎকার করাতে ত্রিলোক কম্পিত হইয়াছিল, এবং সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া কোন অলক্ষ্য প্রাণী তৎকালে যাঁহার 'অশ্বত্থামা' এই নাম রক্ষা করিয়াছিলেন, অদ্য সেই শূর অশ্বত্থামা সমরে সিংহনাদ করিতেছেন। পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন যাঁহাকে অনাথের ন্যায় আক্রমণ করিয়া অতিশয় নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠান-পূর্ব্বক নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার নাথস্বরূপ অশ্বত্থামা সমরে উপস্থিত হইয়াছেন। পাঞ্চাল-নন্দন যখন আমার গুরুর কেশকলাপ গ্রহণ-পূর্ব্বক ধর্ষণ করিয়াছেন, তখন্ আত্ম-পুরুষকারাভিজ্ঞ অশ্বত্থামা কদাচ তাহা ক্ষমা করিবেন না। সে যাহা হউক্, মহারাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্যের নিমিত্ত যে গুরুর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলেন, ইহাতে আপনি ঘোরতর অধর্ম্মে পতিত হইলেন। অধিক কি, কপটতা-দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে নিপাতিত করায়, শ্রীরামচন্দ্রের বালি-বধের ন্যায়, ত্রিলোক মধ্যে এই সচরাচর চিরস্থায়িনী মহতী অকীর্ত্তি থাকিবে। যেহেতু আচার্য্য, "যুধিষ্ঠির সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন এবং আমার শিষ্য, ইনি কদাচ আমার নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবেন না" এইরূপ মনে করিয়াই আপনাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু, আপনি "কুঞ্জর হত হইয়াছে" এইরূপ সত্যকঞ্চুকতা (অর্থাৎ সত্যাচ্ছাদিত মিথ্যা)

অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই গুরুর নিকট মিথ্যা কহিলেন। মহারাজ! আচার্য্য সর্ব্ব-শত্রু-বিনাশক্ষম হইয়াও আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়াই শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিশ্চেষ্ট ও অচৈতন্য-প্রায় অবস্থান করিয়াছিলেন; আপনিও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হা! আপনি শিষ্য হইয়াও সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুত্রবৎসল শোকাবিষ্ট সমর পরাঙ্মুখ গুরুকে নিপাতিত করিলেন! আপনি ত অধর্ম্ম-দ্বারা ন্যস্তশস্ত্র গুরুকে বিনাশ করাইয়াছেন, এক্ষণে যদি সামর্থ্য থাকে, তবে অমাত্য গণে পরিবৃত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করুন। অধিক কি, অদ্য আমরা সকলে একত্রিত হইয়াও পিতৃ-বধামর্ষী আচার্য্য-পুত্রগ্রস্ত পাঞ্চাল-নন্দনকে অদ্য আমরা সকলে মিলিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। যিনি সর্ব্ব প্রাণীর প্রতিই সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই অলৌকিক পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা পিতার কেশাভিমর্ষণের বিষয় শ্রবণ করিয়া রণাঙ্গনে অদ্য আমাদিগের সকলকেই দগ্ধ করিবেন।[৩৪-৪২] অপিচ, আচার্য্যের জীবন রক্ষা বাসনায় আমি পুনঃপুন চীৎকার করিতে থাকিলেও ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া শিষ্য হইয়াও গুরুকে সংহার করিল।[৪৩] আমাদিগের বহুলাংশ বয়স গত হইয়া অল্পমাত্র যাহা অবশিষ্ট আছে; এক্ষণে ইহা সেই বয়োবর্গের বিকার উপস্থিত হইয়াছে; প্রত্যুত, ঘোরতর অধর্ম্ম করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।[৪৪] মহারাজ! যিনি নিয়ত সৌহার্দ্দ বশত ও বয়ত আমাদিগের পিতার ন্যায় ছিলেন, এই অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের নিমিত্ত তাদৃশ গুরুকে নিপাতিত করিলেন![৪৫] দেখুন, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণকে আপনার পুত্রগণের সহিত এই সমগ্রা বসুন্ধরা সমর্পণ করিয়াছিলেন,[৪৬] গুরু তাদৃশ বৃত্তি লাভ করিয়া এবং কৌরবগণ-কর্ত্তৃক সতত সংকৃত হইয়াও স্বীয় পুত্রাপেক্ষাও আমারে অধিকতর স্নেহ

করিতেন।[৪৭] মহারাজ! আচার্য্য কেবল আপনাকে এবং আমাকে অবলোকন করিয়াই অস্ত্র ত্যাগ করিয়া নিহত হইয়াছেন; নচেৎ উনি যুদ্ধ করিতে লাগিলে দেবরাজও উহাঁকে বিনাশ করিতে পারিতেন না।[৪৮] যাহা হউক্ আমরা অতি নির্ব্বোধ! যেহেতু রাজ্য নিমিত্ত তাদৃশ নিত্যোপকারী বৃদ্ধ আচার্য্যেরও অন্যায়-পূর্ব্বক বিদ্রোহাচরণ করিলাম![৪৯] হা! আমরা রাজ্য সুখ লোভপ্রযুক্ত যখন আচার্য্যকে নিপাতিত করিয়াছি, তখন অতীব নিদারুণ পাপ করিয়াছি, সন্দেহ নাই।[৫০] গুরু নিশ্চয়ই জানিতেন যে ইন্দ্র-তনয় ধনঞ্জয় আমার সৌহার্দ্দ অনুরোধে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, দারা এবং জীবন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারে।[৫১] কিন্তু রাজ্য লোভে আমি সেই মহাত্মার নিধন সময়ে উপেক্ষা করিয়া রহিলাম; অতএব নিশ্চয়ই আমারে পরলোকে অবাক্ শিরা হইয়া নরক ভোগ করিতে হইবে।[৫২] অদ্য যখন আমরা মৌনব্রতাবলম্বী ন্যস্তাস্ত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্যকে রাজ্য নিমিত্ত নিহত করিয়াছি, তখন আমাদের জীবনে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই; মরণই শ্রেয়।[৫৩]

অর্জ্জুনাক্ষেপে ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৬॥

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারথীগণ প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই উত্তর করিলেন না।[১] পরন্তু মহাবাহু ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে নিন্দা করত কহিলেন,[২] অর্জ্জুন! কাননচারী মুনি ও জিতেন্দ্রিয় সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ যেরূপ ধর্ম্মসংহিতা উপদেশ করিয়া থাকেন, অদ্য দেখিতেছি, তুমিও সেইরূপ উপদেশ করিতেছ।[৩] যিনি স্ত্রী ও সাধুলোকের প্রতি ক্ষমা করিয়া থাকেন, ক্ষত হইতে আপনাকে ও অপরকে ত্রাণ করিতে

সমর্থ, সেই ক্ষত্রিয়ই অবিলম্বে ক্ষিতি, ধর্ম্ম, যশ ও শ্রী লাভ করিতে পারেন।[৪] তুমিও সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়-গুণ-সমন্বিত ও কুলধুরন্ধর; কিন্তু অদ্য মূর্খের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।[৫] হে পার্থ! তোমার পরাক্রম শচীপতি ইন্দ্রের তুল্য, এবং সাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন কর না।[৬] তুমি যে ত্রয়োদশ বর্ষ জনিত ক্রোধকে পশ্চাৎ করিয়া এক্ষণে ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াছ, ইহাতে কে না তোমার প্রশংসা করিবে?[৭] বৎস! ভাগ্য ক্রমেই তোমার মন এক্ষণে স্বধর্ম্মানুগামী হইতেছে, এবং ভাগ্য ক্রমেই তোমার বুদ্ধি নিরন্তর অনৃশংসতার অনুসরণ করিতেছে।[৮] মহারাজ যুধিষ্ঠির নিয়ত ধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও শত্রুগণ অধর্ম্ম-দ্বারা রাজ্যহরণ ও পিতৃকন্যা দ্রৌপদিকে সভাস্থলে আনয়ন-পূর্ব্বক অপমান করিয়াছে[৯] এবং আমরা প্রকৃত রাজ্যাধিকারী হইলেও বিপক্ষেরা আমাদিগকে বল্কাজিন পরিধান করাইয়া ত্রয়োদশ বর্ষের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত করিয়াছিল।[১০] এই সকল-অসহ্য বিষয় হইলেও আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুরত হইয়াও উহা সহ্য করত উহাদিগের কৃত সমস্ত নিয়মই পালন করিয়াছি।[১১] হে অর্জ্জুন! এক্ষণে সেই অধর্ম্মের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত রাজ্যাপহারীদিগকে সবান্ধবে বিনাশ করিব বলিয়াই তোমার সহিত একত্রিত হইয়া এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি।[১২] বিশেষত পূর্ব্বে তুমি আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলে বলিয়াই আমরা এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছি এবং যথা-সাধ্য যুদ্ধও করিতেছি; কিন্তু তুমি এক্ষণে আমাদিগের নিন্দা করিতেছ।[১৩] বুঝিলাম, তুমি স্বধর্ম্ম জানিতে অভিলাষী নহ, এই জন্যই বৃথা জল্পনা করিতেছ। এই সময়, একে অস্মৎ পক্ষীর সমস্ত সৈন্য ভয়ার্ত্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার তুমি ক্ষতস্থলে ক্ষার প্রদানের ন্যায় বাক্য-

বাণে আমাদিগের মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছ। অর্জ্জুন! অধিক কি বলিব, তোমার বাক্‌শল্যে পীড়িত হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।[১৪-১৫] তুমি আপনি এবং আমরা সকলে প্রশংসার যোগ্যপাত্র হইলেও যে প্রশংসা করিতেছ না, ইহাতে তোমার অত্যন্ত অধর্ম্ম-সঞ্চার হইতেছে; তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।[১৬] ধনঞ্জয়! বাসুদেব বর্ত্তমান থাকিতে যে তোমার ষোড়শাংশের একাংশও নহে, তুমি তাদৃশ দ্রোণ-পুত্রের প্রশংসা করিতেছ।[১৭] তোমার কি স্বমুখে আত্ম দোষ কীর্ত্তন করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে না? আমি ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত পর্ব্বত চূর্ণ ও ধরাতল বিদীর্ণ করিতে পারি, এবং এই কাঞ্চন মালিনী ভীষণ গুরুতর গদা উদ্ভ্রামিত করিয়া শৈল সদৃশ বৃক্ষ সকলকেও বায়ুর ন্যায় ভগ্ন করিতে পারি।[১৮-১৯] অপিচ, আমি শরপ্রভাবে সুরপতির সহিত সমাগত সমস্ত সুর, অসুর, রাক্ষস ও সর্পগণ সমন্বিত সমস্ত মনুষ্যকেই বিনাশ করিতে পারি।[২০] অর্জ্জুন! তুমি স্বয়ং অমিত-পরাক্রমশালী এবং আমি তোমার এতাদৃশ ভ্রাতা বর্ত্তমান রহিয়াছি; ইহা প্রকৃতরূপ জানিয়া দ্রোণ-পুত্রকে ভয় করা উচিত হইতেছে না।[২১] না হয়, তুমি এই সকল সহোদরগণের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থলে অবস্থান কর, আমি একাকীই গদাপাণি হইয়া মহাসমরে অশ্বত্থামাকে বিনাশ করি।[২২]

তদনন্তর, নরসিংহ-রূপধারী ক্রুদ্ধ নারায়ণ গর্জ্জন করিতে লাগিলে, হিরণ্যকশিপু যেমন তাঁহার প্রতি উক্তি করিয়াছিল, ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্নও সেইরূপ ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন।[২৩] হে বীভৎসো! মনীষিগণ "অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, ও প্রতিগ্রহ" এই ষট্‌-কর্ম্মকে ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন;[২৪] বল দেখি, উক্ত ষট্‌ কর্ম্মমধ্যে দ্রোণ কোন্‌টিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? তবে আমি

তাদৃশ দুষ্কর্ম্মশীল ব্রাহ্মণকে নিহত করিয়াছি বলিয়া তুমি কি জন্য আমারে নিন্দা করিতেছ?[২৫] যে নীচকর্ম্মকারী স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক অমানুষাস্ত্র দ্বারা আমাদিগের সেনা বিনষ্ট করিতেছিল, তাদৃশ অসহ্য মায়াবী ব্রাহ্মণাধমকে যে ব্যক্তি মায়া-দ্বারাই বিনাশ করিয়াছে, তাহার প্রতি কি সদ্ব্যবহার করা উচিত নহে।[২৬-২৭] যাহা হউক, আমি সেই দুঃশীল ব্রাহ্মণকে নিহত করিয়াছি বলিয়া, অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতেছে; তাহাতে আমার ক্ষতি কি? আর দ্রোণনন্দন যে এ সময় গর্জ্জন করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করি না, সে কেবল গর্জ্জন-দ্বারা কৌরবগণকে সংগ্রামে প্রবর্ত্তিত করিবে মাত্র, পরিশেষে পরিত্রাণে অসমর্থ হইয়া সকলকেই বিনষ্ট করাইবে।[২৮-২৯] হে ধনঞ্জয়! তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও যে আমারে গুরুঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতেছ, তুমি কি জান না যে, আমি দ্রোণ বধের নিমিত্তই হুতাশন হইতে পাঞ্চালরাজের পুত্র-ভাবে উৎপন্ন হইয়াছি?[৩০] হে পার্থ! সংগ্রাম কালে যাঁহার কার্য্যাকার্য্য সমভাব ছিল, তুমি তাদৃশ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া কিরূপে গণ্য করিতে পার?[৩১] বিশেষত যে ক্রোধান্ধ হইয়া অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্র-দ্বারা বিনাশ করে, তাহাকে যে কোন উপায়-দ্বারা বধ করা কি উচিত নহে?[৩২] হে ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ধনঞ্জয! ধর্ম্মজ্ঞগণ বিধর্ম্মীকে গরল-তুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তুমি তাহা অবগত থাকিয়াও কি জন্য আমারে নিন্দা করিতেছ?[৩৩] সেই নৃশংস ব্রাহ্মণকে আমি রথ-মধ্যেই আক্রমণ-পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছি, তাহাতে আমি অভিনন্দনের যোগ্য হইলেও তুমি কি নিমিত্ত আমারে অভিনন্দিত করিতেছ না?[৩৪] হে বীভৎসো! আমি সাক্ষাৎ কালানল ও প্রদীপ্ত দিবাকর-সদৃশ ভয়ানক হইয়া দ্রোণের শিরশ্ছেদন করিলাম;

ইহাতে তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রশংসা করিতেছ না?[৩৫] দ্রোণ কেবল আমারই বন্ধুবর্গকে বিনাশ করিয়াছে, অপরের নহে; অতএব আমি তাহার মস্তক ছেদন করিয়াও পরিতাপ-শূন্য হই নাই;[৩৬] জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায়, আমি যে তাহার মস্তক চাণ্ডাল সমক্ষে নিক্ষেপ করি নাই, তাহাতেই আমার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইতেছে।[৩৭] হে ধনঞ্জয়! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, শত্রু বধ না করিলে বরং অধর্ম্ম হইয়া থাকে; যেহেতু যুদ্ধস্থলে শত্রুকে বিনাশ করা, না হয় তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়া ইহাই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।[৩৮] হে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন! তুমি যে ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃ-সখা ভগদত্তকে নিহত করিয়াছ, আমিও সেই ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আমার শত্রুকে নিহত করিয়াছি।[৩৯] অপিচ, তুমি যদি পিতামহকে বিনাশ করিয়া স্বধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে পার, তবে আমিও আমার অনিষ্টকারী শত্রুকে নিহত করিয়া কি জন্য ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া মনে না করিব?[৪০] হে পার্থ! হস্তী যেরূপ আরোহীর নিকট অবনত হইয়া স্বীয় শরীরকেই সোপান-স্বরূপ করিয়া দেয়, তদ্রূপ আমি সম্বন্ধ-বশত অবনত রহিয়াছি বলিয়া আমার প্রতি ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা উচিত হয় না।[৪১] যাহা হউক, কেবল দ্রৌপদী ও তাহার পুত্রগণের অনুরোধে আমি তোমার কটূক্তি জন্য অপরাধ ক্ষমা করিলাম।[৪২] হে পাণ্ডবগণ! আচার্য্যের সহিত আমাদিগের কুল-ক্রমাগত শত্রুতার বিষয় এই সমস্ত লোকই অবগত আছেন; তোমরা তাহা অবগত নহ।[৪৩] হে অর্জ্জুন! পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরও মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধার্ম্মিক নহি; পাপাত্মা দ্রোণ শিষ্যদ্রোহী ছিল বলিয়াই নিহত হইয়াছে; অতএব তুমি যুদ্ধ কর, জয় লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।[৪৪]

ধৃষ্টদ্যুম্ন বচনে সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৭ ॥

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যে মহাত্মা যথাবিহিত অঙ্গাদি-সমন্বিত বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ মূর্ত্তিমান্ রূপে উপস্থিত ছিল, যাঁহাতে লজ্জা ও দেবসেবা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল,[১] অপিচ, যাঁহার প্রসাদে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজগণ রণস্থলে দেবগণেরও দুষ্কর অলৌকিক কার্য্য সকল করিয়াছেন, সেই মহর্ষি-নন্দন দ্রোণ ক্ষত্রিয়দিগের সমক্ষেই পাপকর্ম্মা নীচপ্রকৃতি নৃশংস গুরুঘাতী ক্ষুদ্রমতি ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেও যে তৎকালে কোন ক্ষত্রিয়ই কুপিত হইল না, এমন ক্রোধে ও ক্ষত্রিয়কুলে ধিক্! সে যাহা হউক, সঞ্জয়! ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনুর্দ্ধর পৃথা-পুত্র ও রাজগণ কিরূপ উত্তর করিল, এক্ষণে তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ক্রূরকর্ম্মা দ্রুপদপুত্রের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজগণ সকলেই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন; ধনঞ্জয় তির্য্যক্ নয়নে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া "ধিক্!" এইরূপ শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বাষ্প মোচন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, যমজ নকুল সহদেব, বাসুদেব ও অন্যান্য বীরগণ লজ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন; কেবল সাত্যকি এইরূপ উত্তর করিলেন, অহে! এস্থলে কি এরূপ কোন পুরুষই বর্ত্তমান নাই যে, এই অন্যায়ভাষী নরাধম পাপ-পুরুষকে অবিলম্বে বিনাশ করিতে পারে? অহে ধৃষ্টদ্যুম্ন! ব্রাহ্মণগণ যেমন চাণ্ডালকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তোমার এই পাপাচরণে পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত লোকই তোমাকে নিন্দা করিতেছেন। তুমি লোক-সমাজে ঈদৃশ সাধুবিগর্হিত সুমহৎ পাপকার্য্য করিয়া নিরুদ্বেগে বাক্য ব্যয় করিতে কি নিমিত্ত লজ্জিত

হইতেছে না? রে নীচাশয়! তুমি কি গুরু হত্যা করিয়া অধর্ম্মে পতিত হও নাই? এখনও তোমার রসনা ও মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? তুমি এই গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে শ্লাঘা করিতেছ, তাহাতে তুমি পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের নিকট নিন্দনীয় হইতেছ। তুমি যখন তাদৃশ অনার্য্য কার্য্য সংসাধন করিয়াও পুনরায় আচার্য্যের নিন্দা করিতেছ, তখন তুমি আমাদিগের বধ্য; তোমারে আর মুহূর্ত্ত কাল জীবিত রাখায় আমাদের কিছু মাত্র আবশ্যক নাই। রে পুরুষাধম! তোমা-ব্যতীত অপর কোন্ সাধু ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা পূজনীয় গুরুর কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক নিগ্রহ করিয়া থাকে? তুমি বংশের এমন কুলাঙ্গার সন্তান, যে, তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া তোমার বংশের অধঃসপ্ত ও ঊর্দ্ধ সপ্ত এই চতুর্দ্দশ পুরুষ যশোভ্রষ্ট হইয়া নরকে নিমগ্ন হইল। আর তুই যে নরসিংহ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক ভীষ্মের মৃত্যু বিষয় কহিতেছিলি, সেইরূপ মৃত্যু, মহাত্মা ভীষ্ম স্বয়ংই বিধান করিয়াছিলেন; পরন্তু তাঁহারও হত্যাকারী তোর সহোদর পাপকারিশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী।[২-১৭] এই পৃথিবীতে পাঞ্চালরাজ-পুত্রগণভিন্ন পাপকারী আর কে আছে? তোর পিতা, ভীষ্ম-বিনাশের নিমিত্তই শিখণ্ডীরে উৎপন্ন করে। ধনঞ্জয় রণ স্থলে শিখণ্ডীরে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাত্মা ভীষ্মের অন্তকারীই শিখণ্ডী মিত্র ও গুরুদ্রোহী নীচ-স্বভাব পাঞ্চালগণ তোকে আর শিখণ্ডীকে পুত্র প্রাপ্ত হইয়াই ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং সাধু-সমাজে ধিক্কৃত হইল। তুই যদি পুনরায় আমার সমীপে আর এরূপ অন্যায় বাক্য-প্রয়োগ করিস্, তাহা হইলে এই বজ্রকল্প গদা-প্রহারে তোর মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব। রে পাপ! মনুষ্য ব্রহ্ম-হত্যাকারিকে অবলোকন করিয়া স্বীয় প্রায়শ্চিত্তার্থে সূর্য্য দর্শন করিয়া থাকে, তোরও সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ হইয়াছে; অতএব

তোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অরে দুর্ব্বৃত্ত পাঞ্চাল-নন্দন! তুই আমার সম্মুখেও আমার গুরু এবং গুরুর গুরুকে বারংবার কটূক্তি করিয়া লজ্জিত হইতেছিস্ না? থাক্, থাক্, তুই আমার এই গদার একটি আঘাত সহ্য কর; আমি তোর বহুবার গদাঘাত সহ্য করিব।

মহারাজ! কোপাবিষ্ট সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে এইরূপ কটূক্তি-দ্বারা তিরস্কার করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াও হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, ওহে মাধব! শুনিলাম, শুনিলাম, এবং ক্ষমাও করিলাম; যেহেতু অসাধু নীচলোকে নিয়তই সাধুলোককে অপমান করিতে অভিলাষ করে। ইহ লোকে ক্ষমাই প্রশংসনীয়, পাপ কখন ক্ষমা গুণকে স্পর্শ করিতে পারে না।[১৮-২৬] পাপাত্মারা ক্ষমাবান্ পুরুষকে "ইনি পরাজিত হইলেন" এইরূপ মনে করিয়া থাকে! তুইও সেইরূপ নীচ-স্বভাব পাপাশয় ও নীচ-ব্যবহারী; তোর পদ-নখাগ্র অবধি মস্তকের কেশপর্য্যন্ত নিন্দনীয়; তুই আবার অপরের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করিস্, কি আশ্চর্য্য! তোকে বারংবার সকলে নিষেধ করিলেও তুই যে রণস্থলে প্রায়োপবিষ্ট ছিন্ন-বাহু ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছিস্, তাহা অপেক্ষা আর অধিক পাপ-কার্য্য কি আছে? রে ক্রূর! যদিচ দ্রোণ ন্যস্তশস্ত্র হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্য-দ্বারা রক্ষিত ছিলেন; আমি সেই সময় তাঁহারে দিব্য অস্ত্র-দ্বারা নিহত করিয়াছি, তাহাতে কি অধর্ম্ম হইতে পারে? হে সাত্যকে! যে অন্য-কর্ত্তৃক ছিন্ন-বাহু, যুদ্ধ-বিরত, প্রায়োপবিষ্ট ও মৌনাবলম্বী ব্যক্তিকে বিনাশ করে, সে আবার অন্যকে কি বলিবে? বীর্য্যবান্ ভূরিশ্রবা যৎকালে তোকে ভূতলে পাতিত করিয়া পদাঘাত-পূর্ব্বক বিকর্ষণ করিতেছিল, তৎকালে কে পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া তাহারে বিনাশ করিতে পারিস্ নাই? প্রতাপবান্ শূর সোমদত্ত তনয় অগ্রে যখন অর্জ্জুন-শরে

নির্জ্জিত হইল, তখন তুই অসাধুতা প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহারে বিনাশ করিলি; কিন্তু যে যে স্থলে দ্রোণ পাণ্ডব-সেনা বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই আমি সহস্র সহস্র শরজাল বিকীরণ করিতে করিতে উপস্থিত হইয়াছি। যাহা হউক্, তুই স্বয়ং চাণ্ডালের ন্যায় কার্য্য করিয়া জন-সমাজে নিন্দনীয় হইয়া আমাকে কি নিমিত্ত পরুষ বাক্য বলিতে ইচ্ছা করিতেছিস্? রে বৃষ্ণিকুলাধম!. তুই স্বয়ংই পাপ-কার্য্যের আবাস-ভূমি ও কুকর্ম্মের পথ-দর্শক, আমি নহি; অতএব পুনরায় আমার প্রতি কটূক্তি করিস্ না। নীচভাষীর ন্যায় আমাকে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, তাহা কদাচ আর বলিস্ না, মৌনাবলম্বন কর্। অতঃপর মূর্খতা-বশত যদি আর এরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিস্, তাহা হইলে আমি তোরে তীক্ষ্ণতর শর প্রহারে শমন ভবনে প্রেরণ করিব। অরে মূর্খ! কেবল ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন করিলে জয় লাভ হইতে পারে না।[২৭-৩৮] কৌরবগণ যে সকল অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর্। প্রথমেই কৌরবগণের কপটতা-দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও দ্রৌপদী বিশেষ রূপে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহারা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উহাদিগকে পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। অপিচ, উহারা অধর্ম্ম-দ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে এপক্ষ হইতে আকর্ষণ ও বালক সুভদ্রা-নন্দনকে নিপাতিত করিয়াছে। তদ্রূপ পাণ্ডবগণও অধর্ম্ম-দ্বারা পর পুরবিজয়ী ভীষ্মকে নিহত করিয়াছেন এবং তুইও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া অধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক ভূরিশ্রবাকে বিনাশ করিয়াছিস্; এইরূপে বীর কৌরব ও পাণ্ডবগণ ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও জয়-লাভার্থে অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন। হে সাত্যকে! পরম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই দুর্জ্ঞেয়;[৩৯-৪০] অতএব সে কথায় আর বিতর্কে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে তুই ক্রুদ্ধ

হইয়া পিতৃ-ভবনে গমন করিস্ না, কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ কর্।

'সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শ্রীমান্ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ পরুষ ও ক্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি কোপে অরুণ নয়ন হইয়া রথ-মধ্যে শরাসন সংস্থাপন-পূর্ব্বক পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গদা গ্রহণ করিলেন এবং রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া সংরম্ভভরে পাঞ্চাল-নন্দনকে কহিলেন,[৫২-৮৭] তুই বধাই, অতএব তোকে আর পরুষ বাক্য না বলিয়া বিনাশ করিব। মহাবলশালী সাত্যকি অন্তকের ন্যায় সহসা অন্তক-তুল্য পাঞ্চাল-নন্দনের প্রতি তাদৃস অমর্ষভরে ধাবিত হইলে, মহাবলবান্ বৃকোদর বাসুদেবের আদেশানুসারে অবিলম্বে রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক যুগল বাহু-দ্বারা তাঁহারে নিবারণ করিলেন। ক্রোধে ধাবমান্ বলীয়ান্ সাত্যকি তৎকালে নিবারক বলশালী ভীমসেনকে গ্রহণ-পূর্ব্বকই বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বৃকোদর বল-পূর্ব্বক স্বীয় চরণ-দ্বয় ভূতলে বিষ্টম্ভিত করিয়া ষষ্ঠ পদ গমন করিবা মাত্র বলশালী শিনি-পুঙ্গবের গতি রোধ করিলেন। মহারাজ! বলীয়ান্ ভীমসেন অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সাত্যকিরে এইরূপে ধারণ করিলে, সহদেব তাঁহারে মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে পুরুষশার্দ্দূল শিনি-নন্দন! বৃষ্ণি, অন্ধক ও পাঞ্চালগণ ব্যতীত অপর কেহই আমাদিগের আর পরম মিত্র নাই। সেইরূপ বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের বিশেষত কৃষ্ণের আমরা ভিন্ন কেহই পরম মিত্র নাই এবং পাঞ্চালগণও আসমুদ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিলেও বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের তুল্য মিত্র কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না। অতএব, যেমন আপনারা আমাদিগের এবং আমরা আপনাদিগের মিত্র, সেইরূপ এই ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার

বং আপনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের মিত্র। হে শিনিপুঙ্গব! আপনি সমস্ত ধর্ম্ম বিষয়েই অভিজ্ঞ, এক্ষণে আপনি মিত্র ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। ধৃষ্টদ্যুম্নও আপনারে ক্ষমা করুন।[৪১-৫৮] দেখুন, ক্ষমা অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই, এই নিমিত্ত আমরা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম; এক্ষণে আপনারাও পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করুন। মহারাজ! সহদেব এই রূপে সাত্যকিকে শান্ত করিলে, পাঞ্চালরাজ-নন্দন হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে ভীম! তুমি ঐ সমর-মদান্বিত শিনি-পৌত্র সাত্যকিরে সত্বরে পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর; অনিল যেমন অচলে মিলিত হয়, তদ্রূপ ঐ দুরাত্মা আমার সহিত মিলিত হউক। আমি এখনি তীক্ষ্ণতর শরপ্রভাবে উহার জীবন সমবেত ক্রোধ ও যুদ্ধ-শ্রদ্ধা অপনয়ন করি। এই সময়ে আবার কৌরবগণ বেগে আগমন করিতেছে, সুতরাং আমি আর এক্ষণে উহার কি করিতে পারি! যেহেতু পাণ্ডু-পুত্রদিগের এই মহৎ কার্য্য উপস্থিত; অথবা অর্জ্জুনই কৌরবদিগকে নিবারণ করিবেন, আমি অগ্রে শর-দ্বারা সাত্যকির শিরশ্ছেদন করি। সাত্যকি আমারে ছিন্ন-বাহু ভূরিশ্রবা মনে করিয়াছে।[৫৯-৬৪] হে ভীম! তুমি উহারে পরিত্যাগ কর, হয় আমি উহারে বিনাশ করিব, না হয় ও আমারে বিনাশ করিবে। ভীমসেনের বাহুযুগল-মধ্যবর্ত্তী বলশালী সাত্যকি পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কম্পিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই দুই বাহুশালী বলীয়ান্ বীর, যুগল-বৃষভের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলে, বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বর তথায় আগমন-পূর্ব্বক অতিযত্ন-দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়কে নিবারিত করি-লেন।[৬৫-৬৭] অনন্তর, প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ রোষারুণ-নেত্র সেই

দুই মহাধনুর্দ্ধরকে নিবারণ করিয়া যুদ্ধ-লালসায় প্রতিপক্ষের সহিত মিলিত হইলেন।[৬৮]

সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের কলহোপশমনে অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৮॥

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণ-তনয় যুগান্ত সময়ে সর্ব্ব প্রাণিক্ষয়কর কালপ্রেরিত অন্তকের ন্যায় বিপক্ষপক্ষে ঘোরতর মহামারী উপস্থিত করিলেন।[১] ঐ সময়, তিনি ভল্ল দ্বারা শত্রু-কুল সংহার করিয়া দেহরাশির দ্বারা এক পর্ব্বত উৎপন্ন করিলেন। ধ্বজ সকল ঐ পর্ব্বতের বৃক্ষ, শস্ত্র সকল উহার শৃঙ্গ, হতাস্থুগজ সকল শিলা খণ্ড, অশ্বগণ কিংপুরুষ, শরাসন সকল লতা-স্বরূপ হইল। উহা মাংসাশি পক্ষিগণে নিরন্তর নিনাদিত এবং ভূত ও যক্ষগণে সমাকুল হইয়া উঠিল।[২-৩] অনন্তর, নরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ভৈরব-রবে চীৎকার করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে পুনরায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইলেন; কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মকঞ্চুকাবৃত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির যখন সমর-প্রবৃত্ত আচার্য্যকে মিথ্যা বাক্য কহিয়া অস্ত্র ত্যাগ করাইয়াছেন, তখন আমি তাঁহার সাক্ষাতেই তদীয় সৈন্য বিদ্রাবিত করিব এবং সমস্ত সেনা বিদ্রাবিত করিয়া সেই ক্রূর পাঞ্চাল-নন্দনকে বিনাশ করিব।[৫-৬] মহারাজ! আপনি সৈন্যদিগকে সমরাভিমুখীন করুন; আমি আপনার নিকট সত্য-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য রণাঙ্গনে যে কেহ আমার সহিত সংগ্রাম করিবে, আমি তাহাদিগের সকলকেই সংহার করিব।[৭] হে রাজন্! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন গুরুপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাসিংহনাদ-সহকারে পাণ্ডবগণের অতিশয় ভয়োৎপাদন-পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে সম-

স্নাভিমুখীন করিলেন।[৮] তৎ পরে পরিপূর্ণ অর্ণবদ্বয়ের ন্যায় পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল।[৯] তৎকালে কৌরবগণ দ্রোণ-পুত্রের আশ্বাসে গর্ব্বিত এবং পাঞ্চালগণ দ্রোণ নিধনে উৎসাহিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা উভয় পক্ষেই স্ব স্ব পক্ষের জয় হইবে বিবেচনায় অতিশয় আহ্লাদিত ও সংরব্ধ হইলে, তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল।[১০.১১] মহারাজ! পর্ব্বতে পর্ব্বতে বা বেগগামী সাগরে সাগরে পরস্পর প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে যেরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হয়, কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের সমাগমেও সেইরূপ ভয়ানক ঘটনা হইল।[১২] অনন্তর, কুরুপাণ্ডব সৈনিকগণ হৃষ্টচিত্তে সহস্র সহস্র শঙ্খ ও অযুত অযুত ভেরী নিনাদিত করিতে লাগিল।[১৩] তন্মধ্যে কৌরব সৈন্য হইতে, মথ্যমান সাগর-নিস্বনের ন্যায়, মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল।[১৪] ঐ সময়, দ্রোণ নন্দন পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন।[১৫] সেই অস্ত্র হইতে প্রদীপ্তাস্য পন্নগগণের ন্যায়, পাণ্ডব-সৈন্যক্ষয়কারী সহস্র সহস্র দীপ্তাগ্র শর সকল সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, এবং মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে দিবাকর কিরণের ন্যায়, ঐ সকল প্রাদুর্ভূত বাণ দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও বিপক্ষ সৈন্য সমাচ্ছন্ন করিল।[১৬.১৭] তৎকালে নির্ম্মল নভোমণ্ডলে জ্যোতিঃ পদার্থের ন্যায়, তেজঃপুঞ্জ কৃষ্ণলৌহ-নির্ম্মিত গুড়, চতুশ্চক্র ও দ্বিচক্র শতঘ্নী, হুল, গদা ও সূর্য্যমণ্ডলাকৃতি ক্ষুরধার চক্র সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল।[১৮-১৯] পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ গগনমণ্ডল কেবল প্রদীপ্ত শস্ত্রনিচয়ে সমাকীর্ণ অবলোকন করিয়া অতীব উদ্বিগ্ন হইলেন।[২০] মহারাজ! ঐ সময়, যে যে দিকে পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথীগণ সমরে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সেই দিকেই নারায়ণাস্ত্রের প্রভাব প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিল।[২১] সৈন্যগণ সেই নারায়ণাস্ত্রে বধ্যঃ

মান হইয়া, অনল দগ্ধের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে নিপীড়িত হইল।[২২] অধিক কি, গ্রীষ্ম সময়ে যেমন হুতাশন শুষ্ক কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করেন, তদ্রূপ সেই অস্ত্র বিপক্ষ সেনা দগ্ধ করিতে লাগিল।[২৩] মহারাজ! এইরূপে প্রবর্দ্ধমান নারায়ণাস্ত্র দ্বারা সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিলে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিশয় সন্ত্রাসিত হইলেন।[২৪] ক্রমে তিনি স্বীয় সেনাদিগকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও অচেতনপ্রায় এবং ধনঞ্জয়কে মধ্যস্থভাবে অবস্থিত অবলোকন করিয়া এই কথা কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি সমস্ত পাঞ্চাল সৈন্যের সহিত পলায়ন কর। হে সাত্বত! তুমিও বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে পরিবৃত হইয়া গৃহে গমন কর।[২৫-২৬] আর ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব স্বয়ংই স্বীয় রক্ষার উপায় করিবেন। তিনি যখন ত্রিলোকের শ্রেয় উপদেশ করিয়া থাকেন, তখন আপনাকে যে রক্ষা করিবেন, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? হে সৈন্যগণ! তোমাদিগের সকলকে কহিতেছি, আর যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই; আমি সহোদরগণের সহিত অনলে প্রবেশ করিব।[২৭-২৮] হা! আমি, ভীরুদিগের দুস্তর ভীষ্ম দ্রোণরূপ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে সবান্ধবে অশ্বত্থামা-রূপ গোষ্পদ-সলিলে নিমগ্ন হইলাম![২৯] আমি সচ্চরিত্র আচার্য্যকে সমরে সংহার করিয়াছি বলিয়া বীভৎসু আমার প্রতি ভৃশরূপে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে তাঁহার মনস্কামনাই পূর্ণ হউক; যিনি সমরে অশ্রমশীল বালক সুভদ্রা-নন্দনকে সংগ্রামস্থলে রক্ষা না করিয়া তৎ পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক ক্রুর রণদক্ষ যোদ্ধার দ্বারা নিপাতিত করিয়াছেন।[৩০-৩১] কৌরব-সভায় দাসীভাবাপন্না দ্রৌপদীপ্রশ্ন করিলে, যিনি পুত্র-সহ উপেক্ষা করিয়া কোন উত্তর প্রদান করেন নাই; জয়দ্রথ বধ দিবসে সংগ্রাম প্রবৃত্ত শ্রান্ত-বাহন ধনঞ্জয়ের সহারাভিলাষী দুর্য্যোধনকে যিনি অমোঘ কবচ-দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সিন্ধুরাজের রক্ষার

নিমিত্তেও বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন! যিনি মদীয় জয়ার্থ যত্নপর সত্যজিৎ-প্রমুখ পাঞ্চালগণকে ব্রহ্মাস্ত্র-দ্বারা সমূলে সংহার করিয়াছেন! কৌরবগণ অধর্ম্ম-পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলে, যিনি তাহাদিগকে নিবারণ করেন নাই এবং যুদ্ধ কালে আমাদিগের পক্ষ না হইয়া কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; আর অধিক কি বলিব, যিনি উক্ত নানাপ্রকারে আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত সৌহার্দ্দভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমাদিগের এমন পরম সুহৃদ্ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, সুতরাং সেই নিমিত্ত আমাকে সবান্ধবে শমন ভবনে গমন করিতে হইবে।[৩২-৩৬] কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, দাশার্হ কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বাহু-সংকেত দ্বারা সৈন্যদিগকে সংগ্রামে নিবর্ত্তিত করিয়া কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা শীঘ্র অস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব বাহন হইতে অবরোহণ কর; ভগবান্ নারায়ণ এ অস্ত্র-প্রতিকারের এইরূপই উপায় করিয়াছেন।[৩৭-৩৮] তোমরা অবিলম্বে নিরস্ত্র হইয়া তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ হইতে ভূতলে অবতরণ কর; তাহা হইলে এই অস্ত্র আর তোমাদিগকে বিনাশ করিবে না।[৩৯] যোধগণ যে যে স্থলে এই অস্ত্রের প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থলেই কৌরবগণ প্রবল হইয়া উঠিবে।[৪০] যাহারা বাহন হইতে অবরূঢ় হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে এই অস্ত্র নিহত করিবে না।[৪১] অধিক কি, যদি কেহ মনে মনেও এই অস্ত্রের প্রতিকারাভিলাষী হয়, তাহা হইলে রসাতলে গমন করিলেও বিনষ্ট হইবে।[৪২] হে ভরতনন্দন! যোধগণ বাসুদেবের এইরূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শস্ত্র ত্যাগ করিতে অভিলাষ করিল।[৪৩] ঐ সময়, ভীমসেন তাহাদিগকে অস্ত্র-ত্যাগাভিলাষী অবলোকন করিয়া হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কদাচ অস্ত্রত্যাগ করিও না,

আমি স্বীয় অস্ত্র-প্রভাবে দ্রোণ-পুত্রের অস্ত্র নিবারণ করিব, অথবা এই সুবর্ণময়ী গুর্ব্বী গদা-দ্বারা দ্রোণ-নন্দনের অস্ত্র প্রমথিত করিয়া, কাল-পুরুষের ন্যায়, রণাঙ্গনে বিচরণ করিব।[৪৪-৪৬] যেমন কোন জ্যোতিঃ পদার্থই সূর্য্যের তুল্য জ্যোতিষ্মান্ নাই, সেইরূপ কোন পুরুষই রণস্থলে আমার তুল্য পরাক্রমশালী নাই।[৪৭] করিকর-সদৃশ আমার এই দুই বাহু অবলোকন কর, ইহার দ্বারা আমি হিমালয়-পর্ব্বতকেও ভূতলে পাতিত করিতে পারি।[৪৮] সমস্ত সুরগণ-মধ্যে সুররাজ ইন্দ্র যেমন প্রতিদ্বন্দ্ব-রহিত বলিয়া বিখ্যাত আছেন, তদ্রূপ এই সমস্ত মনুষ্য মধ্যে কেবল আমিই অযুত নাগ তুল্য বলশালী।[৪৯] অদ্য সমস্ত যোধগণ অশ্বত্থামার জ্বলন্ত অস্ত্র নিবারণ বিষয়ে আমার আমূল পীবর বাহু-দ্বয়ের পরাক্রম অবলোকন করুক।[৫০] যদিচ এই নারায়ণাস্ত্রের কেহই প্রতিযোদ্ধা বিদ্যমান না থাকে, তথাপি অদ্য আমি এই সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্য সমক্ষে উহার প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিব।[৫১] হে অর্জ্জুন! হে বিভৎসো! তুমি গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করিও না, তাহা হইলে তোমার কোপ শিথিলিত হইবে।[৫২] অর্জ্জুন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাবীর! নারায়ণাস্ত্র, গো ও ব্রাহ্মণের বিপক্ষে আমি গাণ্ডীব ধারণ করি না, ইহা আমার উৎকৃষ্ট নিয়ম।[৫৩] ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর আদিত্য-তুল্য তেজঃ-প্রদীপ্ত মেঘ-নিস্বন রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শত্রুদমনকারী দ্রোণ-পুত্রের প্রতিপক্ষে ধাবিত হইলেন।[৫৪] সেই লঘুবিক্রম কুন্তী-নন্দন হস্তলাঘব-প্রযুক্ত নিমেষ-মাত্রে দ্রোণ-পুত্রকে শরজালে সমাকীর্ণ করিলেন।[৫৫] দ্রোণ-নন্দন স্বাভিমুখে ধাবমান ভীমকে হাস্য-সহকারে আহ্বান-পূর্ব্বক অনলোদ্গারী দীপ্তাস্য ভুজঙ্গের ন্যায় অভি-মন্ত্রিত প্রদীপ্তাগ্র শর-নিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলে, তিনি কাঞ্চনবর্ণ রাশি রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সমাকীর্ণ হইলেন।[৫৬-৫৭] মহারাজ! ঐ

সময়ে ভীমসেনের মূর্ত্তি, সন্ধ্যা-কালীন খদ্যোতপুঞ্জ-বিরাজিত গিরি-বরের ন্যায় হইল।[৫৮] দ্রোণ-পুত্রের সেই অস্ত্র ভীমের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইলে অনিলোদ্ধূত অনলের ন্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।[৫৯] মহারাজ! সেই ভীমপরাক্রম বর্দ্ধমান নারায়ণাস্ত্র সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভীমকে লক্ষ্য করিয়াই মহাভয়-জনক হইয়া উঠিল।[৬০] তদ্দর্শনে পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধা শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ হইতে অবরূঢ় হইল।[৬১] এইরূপে যোধগণ অস্ত্র সকল নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলে, সেই অস্ত্র প্রবল-রূপে কেবল ভীমসেনের মস্তকেই পতিত হইতে লাগিল।[৬২] তৎকালে, ভীমকে সেই অনল সমাচ্ছন্ন অব-লোকন করিয়া সমস্ত প্রাণীই, বিশেষত পাণ্ডবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।[৬৩]

নারায়ণাস্ত্র-নিক্ষেপে নবনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৯ ॥

দ্বিশততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধনঞ্জয় ভীমসেনকে নারায়ণাস্ত্রে সমাবৃত সন্দর্শন করিয়া অস্ত্র-তেজ প্রতিঘাতার্থে তাঁহাকে বারুণাস্ত্র-দ্বারা আবরণ করিলেন।[১] তিনি যে সেই অগ্নিরাশির মধ্য দিয়া বারুণাস্ত্র-দ্বারা ভীমকে আবৃত করিলেন, তাহা তাঁহার হস্তলাঘব, বিষেষত ঐ অস্ত্র তেজো-দ্বারা সংবৃত থাকা-প্রযুক্ত কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।[২] এদিকে অশ্ব ও সারথি-সমবেত ভীম-সেন দ্রোণ-পুত্রের অস্ত্রে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্য অগ্নি মিলিত জ্বালামালী অগ্নির ন্যায়, অতিশয় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন।[৩] নিশাবসানে জ্যোতিঃপদার্থ সকল যেমন অস্তাচলে গমন করে, তদ্রূপ রাশি রাশি

প্রদীপ্ত বাণ সকল ভীমসেনের রথোপরি পতিত হইতে লাগিল।[৪] ঐ সময়, অশ্ব ও সারথি-সমন্বিত ভীমসেন দ্রোণ-পুত্রের অস্ত্রে সংবৃত হইয়া অনল মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।[৫] মহারাজ! ভীমসেন সেই অস্ত্রে সমাবৃত হইলে, বোধ হইল যেন প্রলয় কালীন অগ্নি সচরাচর সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিয়া ভগবানের মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।[৬] অপিচ, যেমন সূর্য্যেতে অগ্নি, অথবা অগ্নিতে সূর্য্য প্রবিষ্ট হইলে প্রতিভা পাইয়া থাকে, ভীমসেন-প্রবিষ্ট সেই তেজোরাশিও তদ্রূপ বোধ হইল।[৭] ঐ সময়, দ্রোণ-নন্দনকে সমরাঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবর্জিত, পাণ্ডব পক্ষীয় ন্যস্ত-শস্ত্র সমস্ত সৈন্য, [illegible] প্রায়, যুধিষ্ঠির-প্রমুখ মহারথিগণ সমর বিমুখ এবং ভীমসেনের রথোপরি নিরন্তর শস্ত্রজাল সমাকীর্ণ হইতে সন্দর্শন করিয়া মহাতেজা বাসুদেব ও অর্জ্জুন রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভীম সম্মুখে বেগে গমন করিতে লাগিলেন।[৮-১০] তৎকালে মহাবলশালী সেই দুই বীর মায়াবলে দ্রোণ পুত্রের অস্ত্র-সম্ভূত তেজোরাশি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।[১১] মহারাজ! তাঁহারা একে ন্যস্তশস্ত্র ছিলেন, তাহাতে আবার উভয়ের অসাধারণ বীর্য্যবত্তা ছিল এবং বারুণাস্ত্রপ্রয়োগও হইয়াছিল, ইহাতে সেই অস্ত্রজাত অনল তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না।[১২] অনন্তর, সেই মহাবলশালী নরনারায়ণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নারায়ণাস্ত্রের শান্তি নিমিত্ত ভীমের নিকট হইতে অস্ত্র সকল আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকেও রথ হইতে অবতরণ করাইবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।[১৩] তখন মহারথ বৃকোদর সেই বীর দ্বয় কর্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া ভৈরব-রবে নিনাদ করিতে লাগিলে, দ্রোণ-নন্দনের সেই সুদুর্জ্জয় অস্ত্র ভয়ানকরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।[১৪] তখন বাসুদেব কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি যে নিবারিত হইয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতেছ না, এ তোমার কিরূপ মোহ

উপস্থিত হইল ? এ সময়ে যদি কৌরবদিগকে সমরে জয় করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে এই সকল নরশ্রেষ্ঠগণের সহিত একত্রিত হইয়া আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিতাম।[১৫-১৬] এই দেখ, আমরা সকলেই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি; অতএব তুমিও অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ কর।[১৭] এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ ভুজঙ্গ-সদৃশ অনবরত নিশ্বাস ত্যাগে প্রবৃত্ত রোষারুণ-নয়ন ভীমসেনকে রথ হইতে ভূতলে অবরোহণ করাইলেন।[১৮]

মহারাজ! কৃষ্ণার্জ্জুন ভীমসেনকে বল দ্বারা শস্ত্রাদি আকর্ষণ-পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই শত্রুতাপন-কারী নারায়ণাস্ত্র প্রশান্ত হইল।[১৯] এইরূপ উপায়ানুসারে সেই সুদুঃসহ ও অতীব দুর্জ্জয় অস্ত্রতেজ প্রশান্ত হইলে, পূর্ব্ববৎ মঙ্গল-জনক বায়ু বহিতে লাগিল; দিক্ সকল নির্ম্মল, কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ সুস্থচিত্ত এবং বাহন সকল প্রহৃষ্ট হইল।[২০-২১] বিশেষতঃ সেই অগ্নি প্রশান্ত হইলে ভীমসেন, নিশাবসানে উদিত সুশোভিত সূর্য্যের ন্যায়, প্রকাশ পাইলেন।[২২] এইরূপে নারায়ণাস্ত্র নিবর্ত্তিত হইলে, হতাবশিষ্ট পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধনের বিনাশ-বাসনায় পুনরায় রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিল।[২৩] মহারাজ! নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত ও পাণ্ডব সৈন্যগণ যুদ্ধার্থে অবস্থিত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণ-পুত্রকে কহিলেন,[২৪] হে অশ্বত্থামন্! ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ পুনরায় বিজয় বাসনায় সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছে, তুমি এই সময় সত্বর সেই নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ কর।[২৫] দ্রোণ-নন্দন দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিদীনভাবে নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহারে এইরূপ উত্তর করিলেন,[২৬] রাজন্! তাহা আর হইবার নহে, অর্থাৎ নারায়ণাস্ত্র দুইবার প্রয়োগ করা যাইতে পারে না; প্রয়োগের চেষ্টা করিলে, উহা প্রযোক্তাকেই নিঃসংশয় বিনাশ

করিয়া থাকে।[২৭] মহারাজ! কি কহিব, বাসুদেব কৌশলক্রমে এই অস্ত্রের প্রতিঘাতের উপায় করিয়া দিলেন, তাহা না হইলে নিশ্চয়ই শত্রুগণ সংগ্রামে সংহার হইত।[২৮] যাহা হউক, যুদ্ধস্থলে হয় পরাজয়, না হয় মৃত্যু হইয়া থাকে, কিন্তু পরাজয়াপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। শত্রুগণ যখন পরাজিত হইয়া শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন উহাদিগকে মৃত বলিয়াই মনে করুন।[২৯] দুর্যোধন কহিলেন, হে অস্ত্রজ্ঞগণের অগ্রগণ্য আচার্য্য-পুত্র! যদি এই অস্ত্র দুইবার প্রয়োগ করিবার উপায় না থাকে, তবে অন্যান্য অস্ত্র-দ্বারা গুরুহন্তাদিগকে বিনাশ করুন।[৩০] অমিত-তেজস্বী ভগবান্ মহাদেবে এবং আপনাতে সমস্ত দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে; আপনি ইচ্ছা করিলে ক্রুদ্ধ দেবরাজও মুক্ত হইতে পারেন না।[৩১]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! কপটতা-দ্বারা দ্রোণাচার্য নিহত ও নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত হইলে দুর্য্যোধনের ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া নারায়ণাস্ত্র বিমুক্ত পাণ্ডবগণকে পুনরায় যুদ্ধার্থ সমাগত ও সেনামুখে বিচরণ করিতে অবলোকন করিয়া দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?[৩২-৩৩]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই সিংহলাঙ্গুল-ধ্বজ-শোভিত রথারূঢ় অশ্বত্থামা পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পিতৃনিধনের কারণ বিদিত হইয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন এবং প্রথমত বিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র-দ্বারা তৎপরে মহাবেগশালী পঞ্চ বাণ-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন।[৩৪-৩৫] তদ্দর্শনে ধৃষ্টদ্যুম্নও জ্বলন্ত অনল-তুল্য সেই দ্রোণপুত্রকে ত্রিষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন।[৩৬] তখন, অশ্বত্থামা সুবর্ণপুঙ্খ-যুক্ত শিলাশাণিত বিংশতি শরে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ও নিশিত চারি বাণে তাঁহার চারি

অশ্ব বিদ্ধ করিলেন। [৩৭] এইরূপে দ্রোণ নন্দন পুনঃপুন বিদ্ধ করিয়া ভূমণ্ডল কম্পিত করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; তাহাতে বোধ হইল সেই মহাসমরে তিনি যেন সমস্ত প্রাণীরই প্রাণ আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। [৩৮] পরন্তু কৃতাস্ত্র ধৃষ্টদ্যুম্নও দৃঢ়সংকল্প ও জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া দ্রোণ-নন্দনের সমীপে গমন করিলেন। [৩৯] তৎ পরে অমিতপরাক্রমশালী রথিপ্রবর পাঞ্চাল-নন্দন অশ্বত্থামার মস্তকোপরি নিরন্তর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। [৪০] তাহাতে অশ্বত্থামা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অসংখ্য শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং পিতৃবধ অনুস্মরণ-পূর্ব্বক দশ বাণে তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিলেন; [৪১] তৎ পরে দুই ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া অপরাপর শর দ্বারা তাঁহারে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। [৪২] এইরূপে দ্রোণ নন্দন পাঞ্চালরাজ-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্ব, সারথি ও রথ-বিহীন করিয়া ক্রোধে শরনিকর-দ্বারা তাঁহার অনুচরবর্গকে বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। [৪৩] তাহাতে পাঞ্চাল-সৈন্যগণ আর্ত্ত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া কেহ কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না। [৪৪] ঐ সময়, শিনিকুল-নন্দন সাত্যকি পাঞ্চাল সেনাদিগকে বিমুখ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরপীড়িত অবলোকন করিয়া অবিলম্বে অশ্বত্থামার অভিমুখে স্বীয় রথ সঞ্চালন করিলেন, এবং অসহিষ্ণু হইয়া অশ্বত্থামাকে প্রথমত নিশিত আট, পরে নানাপ্রকার বিংশতি বাণে নিপীড়িত করিলেন। [৪৫.৪৬] তদনন্তর, অশ্বত্থামার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন; এবং হস্তলাঘব-পূর্ব্বক অন্যান্য শর-দ্বারা তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছিন্ন করিলেন। [৪৭] তৎ পরে সাত্যকি দ্রোণ-নন্দনের কাঞ্চন মণ্ডিত তুরঙ্গ-সমন্বিত শতাঙ্গ চূর্ণিত করিয়া তাঁহার বক্ষ-স্থলে ত্রিংশৎ বাণ-দ্বারা গাঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। [৪৮] মহাবলশালী অশ্বত্থামা

সাত্যকির শরজালে পরিবৃত ও দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতায় বিমূঢ় হইলেন।[৪৯]

মহারাজ! গুরুপুত্র ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আপনার পুত্র মহারথী দুর্য্যোধন, কৃপ ও কর্ণ-প্রভৃতি শত শত যোদ্ধার সহিত মিলিত হইয়া শিনিনন্দনকে বেষ্টন করিলেন।[৫০] দুর্য্যোধন বিংশতি, কৃপাচার্য্য তিন, কৃতবর্ম্মা দশ, কর্ণ পঞ্চাশৎ, দুঃশাসন শত ও বৃষসেন সাত বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; এইরূপে তাঁহারা সকলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে অবিলম্বে নিশিত শরনিকর দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৫১-৫২] তদ্দর্শনে সাত্যকি ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল মহারথীদিগকে রথভ্রষ্ট ও পরাঙ্মুখ করিলেন।[৫৩] ঐ সময়, অশ্বত্থামা সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুঃখার্ত্ত-চিত্তে পুনঃপুনঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া শত শত শরজাল বিকীরণ করত সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।[৫৪-৫৫] মহারথী শিনিনন্দন দ্রোণনন্দনকে পুনরায় রণস্থলে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া পুনরপি তাঁহাকে রথবিহীন ও বিমুখ করিলেন।[৫৬] ঐ সময়ে পাণ্ডবগণ সাত্যকির সেই অসামান্য পরাক্রম দর্শনে প্রীত হইয়া সকলেই শঙ্খনিনাদ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।[৫৭] মহারাজ! সত্যবিক্রম সাত্যকি এইরূপ অশ্বত্থামাকে রথহীন করিয়া বৃষসেনের অনুচর ত্রিসহস্র মহারথী, কৃপাচার্য্যের অযুত হস্তি সৈন্য ও শকুনির পঞ্চাযুত অশ্বারোহ সংহার করিলেন।[৫৮-৫৯] তদ্দর্শনে বীর্য্যবান্ দ্রোণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া পুনশ্চ অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সাত্যকির বধ বাসনায় যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন।[৬০] শত্রুদমনকারী সাত্যকি পুনরায় দ্রোণপুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পুনঃপুন ভয়ঙ্কর নিশিত শর নিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।[৬১] মহা-

ধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা যুযুধানের নানা প্রকার শরপ্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন, হে শিনিনন্দন! গুরুঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি তোমার যে স্নেহ আছে, তাহা আমি জানি; কিন্তু আমি কবলিত করিলে তোমার উহারে রক্ষা করা দুরে থাকুক্, তুমি আত্ম-জীবন রক্ষা করিতেও সমর্থ হইবে না।[৬২-৬৩] আমি তোমার নিকট সত্য ও তপস্যা-দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বিনাশ না করিয়া আমি শান্তি লাভ করিব না।[৬৪] তুমি এই স্থলে পাণ্ডব ও বৃষ্ণিদিগের যত সেনা আছে, তৎসমস্ত একত্রিত কর; আমি সোমকদিগকে নিশ্চয়ই সংহার করিব।[৬৫] এই কথা বলিয়া দ্রোণনন্দন, সূর্য্যরশ্মিপ্রভ সুতীক্ষ্ণ এক উৎকৃষ্ট শর গ্রহণ-পূর্ব্বক, ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরের প্রতি অশনি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।[৬৬] দ্রোণপুত্র-নিক্ষিপ্ত সেই শর সাত্যকির কবচ সমবেত কলেবর ভেদ করিয়া, ভুজঙ্গ যেমন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বিল-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ভূগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইল।[৬৭] মহাবীর সাত্যকি ভিন্নবর্ম্মা, বিক্ষত ও রক্তাক্ত কলেবর হইয়া শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, তোত্রার্দ্দিত মাতঙ্গের ন্যায়, অবসন্ন-ভাবে রথনীড়ে উপবেশন করিলেন; তাঁহার সারথি সত্বরে তাঁহাকে দ্রোণ-পুত্রের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিলেন।[৬৮-৬৯] তখন অরাতি-তাপন অশ্বত্থামা সুপুঙ্খান্বিত আনতপর্ব্ব এক শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভ্রূমধ্যে প্রহার করিলেন।[৭০] পাঞ্চাল-নন্দন পূর্ব্বেই অতিশয় বিদ্ধ হইয়াছিলেন, সাত্যকির পরাঙ্মুখে পুনরায় শর-পীড়িত হইয়া বিষণ্ণভাবে ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিলেন।[৭১] মহারাজ! মৃগেন্দ্র পীড়িত মাতঙ্গের ন্যায়, তাঁহাকে অশ্বত্থামার শর-নিকরে নিপীড়িত নিরীক্ষণ

করিয়া অর্জ্জুন, ভীমসেন, পুরুবংশীয় বৃদ্ধক্ষত্র, চেদি-দেশীয় যুবরাজ ও মালবরাজ সুদর্শন ; এই পাঁচ জন শূর রথী শরাসন গ্রহণ করত পাণ্ডব পক্ষ হইতে নির্গত হইয়া হাহাকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে গমন-পূর্ব্বক দ্রোণ-নন্দনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন।[৭২-৭৪] তাঁহারা বিংশতি পদ অগ্রসর হইয়া দ্রোণ-পুত্রকে প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ বাণ সন্ধান-পূর্ব্বক এক কালীন প্রহার করিলেন।[৭৫] অশ্বত্থামা আশীবিষ-সন্নিভ পঞ্চ বিংশতি শর সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত পঞ্চবিংশতি বাণ যুগপৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।[৭৬] তৎ পরে তিনি নিশিত সপ্ত শরে পৌরব বৃদ্ধক্ষত্রকে, তিন বাণে মালবরাজকে, এক বাণে অর্জ্জুনকে এবং ছয় বাণে বৃকোদরকে নিপীড়িত করিলেন।[৭৭] অনন্তর, পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথিগণ কখন এক কালে কখন পৃথক্‌ভাবে সন্ধান-পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খান্বিত শিলাশাণিত শর সমূহ-দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৭৮] পুনশ্চ চেদি-দেশীয় যুবরাজ বিংশতি, অর্জ্জুন আট এবং আর আর সকলে তিন তিন বাণ-দ্বারা তাঁহারে প্রহার করিলেন।[৭৯] তখন, দ্রোণ-পুত্র অর্জ্জুনকে ছয়, বাসুদেব ও ভীমসেনকে দশ দশ, চেদি-দেশীয় যুবরাজকে চারি এবং মালব ও পৌরব-রাজকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন।[৮০] তৎপরে ছয় বাণে ভীমের সারথি ও অসংখ্য শর নিকরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় দুই বাণে ভীমসেনের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন-পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।[৮১] মহারাজ! দ্রোণ-নন্দন তাদৃশভাবে নিরন্তর নিশিত ও পিতধার শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলে, তাঁহার অগ্র ও পশ্চাৎ দিক্‌স্থ কি ভূমণ্ডল, কি নভোমণ্ডল, এমন কি নক্ষত্রমণ্ডল-প্রভৃতি সমস্ত দিক্ বিদিক্ কেবল ভয়ানক শরজালে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল।[৮২] তৎ পরে সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম

তীব্রতেজা অশ্বত্থামা স্বীয় রথ-সমীপস্থ সুদর্শনের ইন্দ্রধ্বজ-সদৃশ ভুজ-যুগল ও মস্তক তিন ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা যুগপৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং পৌরব বৃদ্ধক্ষত্রের প্রতি এক শক্তি প্রহার-পূর্ব্বক বাণ-দ্বারা তাঁহার রথখানি তিল তিল করিয়া ছিন্ন করত ভল্লাস্ত্রে তাঁহার চন্দন-চর্চ্চিত বাহু ও মস্তক ছেদন করিলেন।[৮৩-৮৪] তদনন্তর, নীলোৎ-পল সমদ্যুতি যুবা চেদিরাজকে আক্রমণ-পূর্ব্বক জ্বলন্ত অনল তুল্য বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথির সহিত তাঁহাকে অবিলম্বে শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন।[৮৫] পাণ্ডুনন্দন মহাবাহু ভীমসেন আপাদিগের সমক্ষেই মালব, পৌরব ও যুবা চেদিরাজকে দ্রোণ-পুত্র-হস্তে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সেই শত্রুতাপন ভীমসেন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ-সদৃশ শত শত সুতীক্ষ্ণ শর সকল সন্ধান-পুর্ব্বক দ্রোণনন্দনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে মহাতেজা অশ্বত্থামা ক্রোধে অধীর হইয়া ভীম নিক্ষিপ্ত সেই শরবৃষ্টি নিবারণ করত নিশিত শরনিকর-দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবলশালী মহাবাহু বৃকোদর ক্ষুরপ্রাস্ত্রে অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন করিয়া অন্য শর-দ্বারা তাঁহারেও বিদ্ধ করিলেন। মহামনা দ্রোণনন্দন সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া অসংখ্য শরজালে ভীমকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবলশালী পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ও ভীমসেন সমরাঙ্গনে, ধারাবর্ষী বারিদ-যুগলের ন্যায়, অনবরত শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়, ভীম-নামাঙ্কিত সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশানিত শর সকল, ঘনাবলি যেমন ভাস্করকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামাকে সমাবৃত করিল। ঐ মত দ্রোণনন্দন-নির্ম্মুক্ত শত শত সহস্র সহস্র সন্নতপর্ব্ব শরজালে ক্ষণকাল-মধ্যে ভীমসেনও সমাকীর্ণ হইলেন। মহারাজ! ভীমসেন সমরদক্ষ অশ্বত্থামার শরনিকরে তাদৃশ সমাচ্ছন্ন হইয়াও যে ব্যথিত

হইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অনন্তর, মহাবাহু ভীমসেন যমদণ্ড-সদৃশ কাঞ্চনবিভূষিত শিতধার দশ নারাচ অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল নারাচ দ্রোণ-পুত্রের জত্রুদেশ ভেদ করিয়া, বল্মীক-প্রবেশকারী ভুজঙ্গের ন্যায়, বেগে ভূগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইল। অশ্বত্থামা মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনের নারাচ-নিচয়ে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন-পূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে অবস্থান করিলেন। মহারাজ! মুহূর্ত্তকাল পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া শোণিতাক্ত শরীরে অতিশয় রোষভরে সমরার্থে প্রস্তুত হইলেন, এবং মহাত্মা ভীম-কর্ত্তৃক দৃঢ়তর অভিহত হইয়া মহাবেগে তাঁহার রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে বিষধর সদৃশ তীক্ষ্ণতর এক শত শর আকর্ণ সন্ধান-পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সমর-শ্লাঘী পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনও তাঁহার সেই শরনিক্ষেপ লক্ষ্য না করিয়াই উগ্রতর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া নিশিত শরনিকর-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তখন বৃকোদর ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক তীক্ষ্ণতর পঞ্চ বাণে দ্রোণ-নন্দনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে উভয়েই ক্রোধে অরুণনয়ন হইয়া, বর্ষাকালীন জলধর যুগলের ন্যায়, নিরন্তর শর বর্ষণ-পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন এবং অতিশয় সংরম্ভ সহকারে পরস্পর প্রতিকারাভিলাষী হইয়া ঘোরতর তলশব্দ-দ্বারা পরস্পরকে ত্রাসিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, অশ্বত্থামা ভীমসেনকে শরনিক্ষেপ করিতে অবলোকন করিয়া, শারদীয় মধ্যাহ্নকালীন দীপ্তরশ্মি দিবাকরের ন্যায়, প্রদীপ্ত হইয়া সুবর্ণালঙ্কৃত সুমহৎ শরাসন বিস্ফারিত করিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।[৮৬-১০৭] তৎ পরে তিনি শরগ্রহণ, সন্ধান, বিকর্ষণ ও

বিমোচন করিতে লাগিলে, মনুষ্যগণ কেহই তাঁহার অবকাশ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইল না।[১০৮] তৎকালে বাণবর্ষণকারী দ্রোণনন্দনের অস্ত্রজাল যেন অলাতচক্রের ন্যায়, মণ্ডলাকারে প্রতিভা পাইতে লাগিল।[১০৯] তাঁহার শরাসন-নিঃসৃত শত শত সহস্র সহস্র শর সকল নভোমণ্ডলে শলভ-শ্রেণীর ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিল।[১১০] মহারাজ! সেই সকল কাঞ্চনবিভূষিত ভয়ঙ্কর শর নিরন্তর ভীমসেনের রথোপরি পতিত হইতে লাগিল।[১১১] কিন্তু, সে স্থলে আমরা ভীমসেনেরও অদ্ভুত বল, বিক্রম, শৌর্য্য, প্রভাব ও কার্য্য অবলোকন করিলাম।[১১২] তিনি চতুর্দ্দিকে আপতিত সেই মহাভয়ঙ্কর শরবৃষ্টি, বর্ষাকালীন মেঘনির্ম্মুক্ত প্রকৃত বারিবৃষ্টি বলিয়াই মনে করিলেন, পরন্তু সেই ভীমপরাক্রম ভীমসেনও দ্রোণ-পুত্রের বধ বাসনায়, বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।[১১৩.১১৪] মহারাজ! তৎকালে তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ-শোভিত পুনঃপুন বিকৃষ্যমাণ সেই ভীষণ শরাসন দ্বিতীয় ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রতিভা পাইতে লাগিল।[১১৫] সেই শরাসন হইতে নিরন্তর নির্গত শত শত সহস্র সহস্র শর সকল সমরশোভী দ্রোণ-নন্দনকে সমাচ্ছন্ন করিল।[১১৬] তাঁহারা উভয়েই এরূপে শরজাল বিকীরণ করিতে লাগিলে, বায়ুও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না।[১১৭] অনন্তর, অশ্বত্থামা ভীমের বধার্থী হইয়া তৈলধৌত নির্ম্মলাগ্র কাঞ্চন বিভূষিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।[১১৮] বলবান্ পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন অশ্বত্থামা হইতে বিশেষ লাঘব প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই বাণের প্রত্যেককে অন্তরীক্ষ পথেই স্বীয় শরপ্রভাবে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধে থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার বধার্থে অতীব উগ্র বাণ সকল বিমোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১১৯.১২০] তখন মহাস্ত্রবেত্তা দ্রোণ তনয় অস্ত্রমায়া-প্রভাবে

ভীমনির্ম্মুক্ত সেই শরবৃষ্টি অবিলম্বে নিবারণ করিয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাকেও অসংখ্য শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বলশালী বৃকোদর ছিন্ন শরাসন হইয়া সুদারুণ এক রথশক্তি গ্রহণ-পূর্ব্বক বেগে অশ্বত্থামার রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। মহোল্কা-সদৃশ সেই শক্তি আগমন করিতে লাগিলে দ্রোণনন্দন হস্তলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক শাণিত দশ শর-দ্বারা সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই অবকাশে বৃকোদর দৃঢ়তর এক শরাসন গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে শর নিকরে দ্রোণনন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা আনতপর্ব্ব এক শর-দ্বারা ভীমের সারথির ললাটদেশ বিদীর্ণ করিলেন। সারথি বলশালি দ্রোণ-কুমার-কর্ত্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিল। মহারাজ! ভীমের সারথি মোহিত হইলে, রথাশ্ব সকল সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে বেগে ধাবমান হইল। শত্রুগণের অজেয় অশ্বত্থামা সেই ধাবমান অশ্বগণ-কর্ত্তৃক ভীমকে স্থানান্তরিত হইতে অবলোকন করিয়া আহ্লাদে বৃহৎ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই রূপে ভীমসেন বিমুখ হইলে, সমস্ত পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়, দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা সেই পলায়মান সৈন্যদিগের পৃষ্ঠদেশ হইতে শরজাল বিকীরণ-পূর্ব্বক আক্রমণ করত বেগে তাহাদিগের পশ্চাৎগামী হইলেন। মহারাজ! তৎকালে সেই ক্ষত্রিয়গণ দ্রোণ-পুত্র কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়ে সমস্ত দিকেই দ্রোণ পুত্র রহিয়াছেন এইরূপ মনে করিতে লাগিল।[১২১-৬১]

অশ্বত্থাম পরাক্রমে দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০০॥

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অমেয়াত্মা কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই সকল সৈন্যদিগকে ছিন্নভিন্ন অবলোকন করিয়া দ্রোণ-পুত্রকে জয় করিবার বাসনায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন ; কিন্তু সেনাগণ কোন ক্রমেই অবস্থান করিল না। পরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অতিশয় যত্ন-সহকারে তাহাদিগকে অবস্থাপিত করিলেন।[১-২] ঐ সময়, বীভৎসু একাকীই সোমক ও মৎস্য সৈন্য একত্রিত করিয়া কৌরব-দিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।[৩] অনন্তর, সব্যসাচী সিংহ-লাঙ্গুল-ধ্বজ-শোভিত রথারূঢ় মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামাকে দ্রুতবেগে আক্রমণ-পূর্ব্বক কহিলেন, অশ্বত্থামন্! তোমার ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের প্রতি যাদৃশ প্রীতি এবং আমাদিগের প্রতি যাদৃশ বিদ্বেষ ভাব, এবং তোমার যত দূর বিজ্ঞান, শক্তি ও পুরুষকার, অধিক কি, তোমার যে কিছু প্রভাব আছে, অদ্য তৎ সমস্ত আমারে দর্শন করাও। ঐ দ্রোণ-হন্তা পৃষত নন্দনই তোমার দর্পোচ্ছেদ করিবে।[৪-৬] অরাতি-গণের অন্তকারী সমরে কালানল-সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নের ও কেশব সমবেত আমার সহিত সংগ্রামার্থে সঙ্গত হও। তুমি অতিশয় উদ্ধত হই-য়াছ ; অদ্য আমি সমরে তোমার গর্ব্ব চূর্ণ করিব।[৭]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বলবান্ আচার্য্য-পুত্র, সকলের পূজ-নীয় ; বিশেষত অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার অতিশয় প্রীতি আছে এবং তিনিও মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রিয় ; এমত স্থলে সেই কুন্তীনন্দন সখা অশ্বত্থামাকে কি নিমিত্ত এরূপ পরুষ বাক্য কহিলেন? ইতঃ পূর্ব্বে তিনি আর কখনই তাঁহার প্রতি ঈদৃশ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।[৮-৯]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! চেদি-দেশীয় যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃদ্ধক্ষত্র ও শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মালবরাজ সুদর্শন নিহত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন;

সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত হওয়াতে এবং যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপোক্তিতে তাঁহার চিত্ত-বিঘট্টিত বিশেষত স্বপক্ষ মধ্যে অন্তর্ভেদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সেই সমস্ত দুঃখ স্মরণ করিয়া যুগপৎ দুঃখ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন; সেই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের ন্যায় হইয়া আচার্য্য-তনয় অশ্বত্থামার প্রতি তাদৃশ মানহানিকর, অশ্লীল ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন।[১০-১৩] মহারাজ! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ-নন্দন ধনঞ্জয়ের সেই ক্রোধ জন্য মর্ম্মভেদি পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎ পরে সেই পরবীরহন্তা বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা সযত্নে রণাঙ্গনে অবস্থিত হইয়া সলিল-স্পর্শ-পূর্ব্বক দৃশ্য ও অদৃশ্য অরাতিগণের উদ্দেশে দেবগণেরও দুঃসহ আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধে অধীর হইয়া, নির্ধূম পাবক সদৃশ সেই প্রদীপ্ত শর অভিমন্ত্রিত করত নিক্ষেপ করিলেন।[১৪-১৫] অনন্তর, অম্বরমণ্ডল হইতে অনল-শিখা-সমাকীর্ণ তুমুল শরবৃষ্টি হইয়া অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিল।[১৮] ঐ সময়, অন্তরীক্ষ হইতে নিরন্তর উল্কা সকল নিপতিত ও সেনা ব্যূহ সহসা ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন হইলে দিক্ সকল আর প্রতিভা প্রাপ্ত হইল না।[১৯] নিশাচর ও পিশাচগণ একত্রিত হইয়া ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতে লাগিল, বায়ু অশিবভাবে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল; সূর্য্য আর পূর্ব্ববৎ তাপ প্রদানে সমর্থ হইলেন না।[২০] বায়সগণ চতুর্দ্দিকে ভৈরব রবে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল, বারিদপটল গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক রুধির বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।[২১] তাহাতে কি পক্ষিগণ, কি গো-প্রভৃতি পশুগণ, কি সংশিতব্রত সংযতমনা মুনিগণ, কেহই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইল না; সহস্র-কিরণমালী প্রভাকর প্রভাশূন্য এবং মহাপ্রাণিগণও ভ্রান্ত হইলেন। এইরূপে ত্রিলোক হতপ্রভ হইলে সকলেই বিচলিত প্রায় হইল।[২২-২৩] তৎকালে,

মাতঙ্গগণ অস্ত্রতেজে সর্ব্বতোভাবে সন্তাপিত হইয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভেচ্ছায় বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ভূতলশায়ী হইল।[২৪] অধিক কি, জলজন্তুগণও দগ্ধ হইতে লাগিল; তাহারা এমন প্রতপ্ত হইল যে, কোন ক্রমে শান্তি লাভ করিতে পারিল না।[২৫] ঐ সময়, দিক্ বিদিক্ ও নভোমণ্ডল হইতে গরুড় ও পবন-বেগগামী নানা প্রকার শরবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল।[২৬] শত্রুগণ দ্রোণ-পুত্রের সেই বজ্রবেগ তুল্য শরনিকরে সমাহত হইয়া অগ্নি-দগ্ধ বনস্পতির ন্যায়, দগ্ধ ও পতিত হইতে লাগিল।[২৭] বৃহৎবৃহৎ অনেক মাতঙ্গ অগ্নিতেজে সন্তাপিত হইয়া গভীর শব্দায়মান জলধরের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতে লাগিল।[২৮] কোন কোন হস্তী পূর্ব্বে অরণ্যচারিত্বাবস্থায় দাবাগ্নি-সমাবৃত হইয়া ভয়ে যেরূ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিত, তদ্রূপ ইতস্তত ধাবমান হইতে প্রবৃত্ত হইল।[২৯] দাবানলে বৃক্ষের অগ্রভাগ দগ্ধ হইলে সেই সকল বৃক্ষ যেরূপ দৃষ্ট হয়, অশ্ব ও রথ-বৃন্দও সেইরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল।[৩০] তৎকালে সেই রণাঙ্গনে সহস্র সহস্র রথিগণ নিপতিত হইতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে সেই অস্ত্রাগ্নি, সর্ব্বপ্রাণি-সংহারক যুগান্তকালীন সম্বর্ত্ত অনলের ন্যায়, ভয়োদ্বিগ্ন পাণ্ডব-সৈন্য দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কৌরবগণ সেই মহাসমরে পাণ্ডব-সেনাকে দগ্ধ হইতে অবলোকন করিয়া আহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং আপনাদিগের জয়-লক্ষণ বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে সহস্র সহস্র তূর্য্য-প্রভৃতি বহুবিধ বাদিত্র নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ! সমস্ত রণাঙ্গন তিমিরাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণ এক অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় আর দৃষ্টিগোচর হইলেন না। তৎকালে অমর্ষাবিষ্ট দ্রোণ-পুত্র সেই অস্ত্র প্রাদুর্ভাব করিলে যেরূপ

অদ্ভুত ব্যাপার ঘটনা হইল, আমরা ইতঃপূর্ব্বে আর কখন সে রূপ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই, অনন্তর, অর্জ্জুন সমস্ত অস্ত্র-প্রতিঘাত নিমিত্ত পদ্মযোনি-বিহিত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন ; তাহাতে মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে অন্ধকার নিরাকৃত হইলে, শীতল অনিল প্রবাহিত ও দিক্ সকল নির্ম্মল হইল। পরন্তু, সে স্থলে আমরা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম, সেই সমগ্র অক্ষৌহিণী সেনা অশ্বত্থামার অস্ত্র-তেজে সর্ব্বলোকের অলক্ষিতরূপেই ভস্মীভূত হইয়া নিহত হইল। তৎপরে একরথস্থিত মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর বাসুদেব ও অর্জ্জুন অক্ষত শরীরে ঘোর অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া, মেঘান্তরিত নভোমণ্ডলে উদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন এবং পতাকা, ধ্বজ,অশ্ব, অনুকর্ষ ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি বিভূষিত, কৌরব পক্ষের ভয়ঙ্কর সেই কপি-ধ্বজ রথও সেনা-মধ্যে প্রতিভা পাইতে লাগিল।[৩১-৪১] তদ্দর্শনে প্রহৃষ্টচিত্ত পাণ্ডব পক্ষ হইতে তৎক্ষণাৎ শঙ্খ ও ভেরী-শব্দের সহিত মিলিত মহান্ কিলকিলা শব্দ সমুত্থিত হইল।[৪২] মহারাজ! পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যগণ কেশব ও অর্জ্জুনকে তেজো-দ্বারা সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া “ইহারা উভয়েই অদ্য হত হইলেন” এইরূপ মনে করিয়াছিল ; তৎপরে তাঁহাদিগের উভয়কেই অক্ষত শরীরে নির্ম্মুক্ত ও আহ্লাদে দিব্য শঙ্খ-যুগল ধ্বনি করিতে এবং পাণ্ডব-সেনাদিগকে প্রহৃষ্টচিত্ত হইতে অবলোকন করিয়া কৌরবগণ অতিশয় ব্যথিত হইলেন।[৪৩-৪৪] বিশেষত দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা মহাত্মা কৃষ্ণার্জ্জুনকে আগ্নেয়াস্ত্র হইতে বিমুক্ত হইতে দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত-চিত্তে মুহূর্ত্ত-কাল “এ কি হইল!” এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।[৪৫] তৎপরে তিনি চিন্তা ও শোকে অভিভূত হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং শরাসন পরিত্যাগ

করিয়া রথ হইতে বেগে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক "ধিক্ ধিক্, এ সমস্তই মিথ্যা!" এই কথা বলিয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।[৪৬-৪৭]

মহারাজ! ঐ সময়, দ্রোণ-নন্দন সম্মুখে অবস্থিত স্নিগ্ধ অম্বুদ-সদৃশ প্রসন্নমূর্ত্তি চতুর্ব্বেদের আবাসভূমি ও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্বরূপ নিষ্পাপ-শরীর ব্যাসদেবকে দর্শন করিলেন।[৪৮] দ্রোণ-তনয় মহাত্মা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে অগ্রে অবস্থিত অবলোকন করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক অতিদীন ভাবে ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ইহা কি দৈবীমায়া, কি অন্য প্রকার, তাহা কিছুই বোধ করিতে পারিলাম না? এ অস্ত্র বিফল হইবার কারণ কি? আমার কি ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল? ইহা কি সমস্ত লোকের বিপরীত ও ধ্বংসের সময় উপস্থিত হইয়াছে? যেহেতু সেই কৃষ্ণার্জ্জুন জীবিতাবস্থায় মুক্তি লাভ করিল। যাহা হউক্, কাল দুরতিক্রমণীয়; নচেৎ মৎপ্রেরিত আগ্নেয়াস্ত্র কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি নিশাচর, কি ভুজঙ্গ, কি পতঙ্গ, কি মনুষ্য, কেহই অন্যথা করিতে উৎসাহী হইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে মৎ প্রযুক্ত, সর্ব্বসংহারক জ্বলন্ত পাবক-সদৃশ সেই নিদারুণ অস্ত্র কেবল এক অক্ষৌহিণী সেনা মাত্র সংহার করিয়াই প্রশান্ত হইল!! হে মহর্ষে! আমি জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই মর্ত্ত্যধর্ম্মাবলম্বী; তবে মন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র কি জন্য উহাদিগকে বিনাশ করিল না? তৎ সমস্ত আমার নিকট যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করুন, আমি ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।[৪৯-৫৫]

ব্যাস কহিলেন, দ্রোণ-পুত্র! এই মহৎ বিষয় যাহা তুমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি তৎ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, মনঃ-সংযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর।[৫৬] যিনি প্রজাপতিদিগেরও পূর্ব্ব-পুরুষ বিশ্বাধার নারায়ণ; তিনি কোন কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন।[৫৭] অম্বুজনেত্র প্রভাকর-

সদৃশ প্রদীপ্ত সেই মহাতেজা হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া তীব্রতর তপস্যা করেন। তিনি ষড়্‌ধিক ষষ্টি সহস্র বর্ষ বায়ুভক্ষ হইয়া ঐরূপ তপস্যা-দ্বারা শরীর শোষণ করিয়া পুনশ্চ তাহা হইতে দ্বিগুণ পরিমিত কাল তপস্যা অবলম্বন-পূর্ব্বক তেজো-দ্বারা দ্যাবা ও পৃথিবী পরিপূরিত করিলেন।[৫৮-৬০] যখন, তিনি সেই তপঃপ্রভাবে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ হইলেন; তখন জগতের পালন কর্ত্তা, বিশ্বের কারণ, অতীব দুর্দ্দর্শন, সমস্ত দেবগণ বন্দিত, বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম বিশ্ব-কারণ বিশ্বেশ্বরের দর্শন লাভ করিলেন।[৬১.৬২] সেই বিশ্বেশ্বর রুদ্র, ঈশান, ঋষভ, হর, শম্ভু কপর্দ্দী, চেতনস্বরূপ ও স্থাবর জঙ্গমের পরম কারণ; তিনি দুর্নিব্বার, দুর্দৃশ্য, তিগ্মমন্যু, মহাত্মা, সর্ব্বহর্ত্তা, প্রচেতা, দিব্য শরাসন ও তূণীরধারী, হিরণ্যবর্ম্মা ও অনন্ত-বীর্য্য, তিনি পিনাক্, বজ্র, প্রদীপ্ত, শূল, পরশ্বধ, গদা এবং আয়ত খড়্গধারী। তাঁহার ললাট-শেখরে চন্দ্র ও মস্তকে জটাভার-শোভিত। তিনি সুন্দর ভ্রূযুগল সমন্বিত, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-পরিধায়ী, পরিঘ ও দণ্ডপাণি।[৬৩-৬৫] তাঁহার কণ্ঠদেশে ভুজঙ্গের যজ্ঞোপবীত, বাহুতে মনোহর অঙ্গদ-বিভূষিত। তিনি সমস্ত গণ-দেব ও ভূতগণে পরিবৃত। তিনি সদা একরূপ, তপস্যার নিধান-স্বরূপ; প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাকেই ইষ্ট বাক্য-দ্বারা স্তব করিয়া থাকেন।[৬৬] যিনি পৃথিবী, সলিল, আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্র সূর্য্যের এমন কি, সমস্ত জগতের প্রমাপক; দুরাচারগণ কদাচ সেই ব্রহ্মদ্বেষি-হন্তা অমৃতাকর অজন্মা পুরুষকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।[৬৭] কিন্তু শোকাদি-রহিত, সাধুচরিত্র, নিষ্পাপ ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানচক্ষে তাঁ-হাকে দর্শন করিতে পান। বাসুদেব নারায়ণঋষি তাঁহার নিতান্ত ভক্ত, অতএব তিনি তাঁহার সেই তপঃপ্রভাবেঃ প্রদীপ্ত সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, জগৎ বন্দনীয়, বিশ্বরূপ শিবকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন।

মহারাজ! কমল-লোচন নারায়ণ ঋষি তেজোনিধান অক্ষ-মালা-ধারী বিশ্বের উৎপাদক বরদ অতীব মনোহরাঙ্গী পার্ব্বতীর সহিত নিয়ত ক্রীড়মান ভূতগণে পরিবৃত অজ অব্যক্ত কারণাত্মা মহাত্মা রুদ্র ঈশানকে দর্শন করিয়া বাক্য ও মনের সহিত পুলকিতাঙ্গ হইয়া অসীম আনন্দ প্রকাশ-পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন এবং তিনি সেই অন্ধকাসুর নিপাতনকারী বিরূপাক্ষ রুদ্রদেবকে ভক্তিভাবে অভিবাদন করিয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন।[৬৮-৭১] হে বরেণ্য! হে দেব! যাঁহারা এই বিশ্বের রক্ষক, প্রাণি সকলের উৎপাদক, দেবগণেরও পূর্ব্বজ প্রজাপতি; তাঁহারা তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াই বসুধা-মধ্যে প্রবেশ করত তোমার নির্ম্মিত পুরাতনী সৃষ্টি করিতেছেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ভুজঙ্গ ও বিহঙ্গ-প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণই যে তোমা হইতে উৎপন্ন, তাহা আমার বিদিত আছে। ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও সোম-প্রভৃতি দিক্‌পালগণ এবং ত্বষ্টা-প্রভৃতি প্রজাপতিগণ তোমার প্রভাবেই স্ব স্ব অধিকৃত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, জ্যোতিঃ, সুস্বাদু সলিল, পৃথিবী, গন্ধ, আকাশ, বায়ু, কাল, ব্রহ্মা, বেদ ও ব্রাহ্মণ; অর্থাৎ এই স্থাবর জঙ্গম সমস্তই তোমা হইতে উৎপন্ন। যেমন বিম্ব সলিল হইতে উৎপন্ন হইয়া সলিলেই বিলীন হয়, সেইরূপ এই বিশ্ব সংসার প্রলয়-কালে পুনরায় তোমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন পণ্ডিত তোমাকে এইরূপ প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ অবগত হইয়াই তোমার সাযুজ্য লাভ করেন।[৭২-৭৫] হে দেব! তুমিই মানস-বৃক্ষারূঢ় জীব ও ঈশ্বর-রূপ দুই পক্ষী এবং বেদোক্ত বহু শাখা-সমন্বিত সপ্ত-লোকরূপ ফলের ভোক্তা ও দ্রষ্টা; সমস্ত শরীর প্রতিপালক যে দশ ইন্দ্রিয়, তুমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং পৃথক্-রূপে অবস্থান করিতেছ।[৭৬] তুমি ভূত, ভবি-

ষ্যৎ ও বর্ত্তমান রূপ অধ্বষ্যকাল: এই সমস্ত বিশ্ব তোমা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত: তুমি আমার প্রতি সদয় হও। আমি যে তোমার কিরূপ ভক্ত, তাহা তোমার বিদিত আছে; অতএব আমাকে নিরাস করিও না।[৭৬] হে দেববর্য্য! তত্ত্বদর্শী পুরুষ তোমাকে স্বীয় আত্মার সহিত অভিন্ন জানিয়াই সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। আমি তোমাকে আত্ম-স্বরূপ জানিয়াও কেবল তোমার সম্মানেচ্ছায় স্তব করিতেছি: তুমি আমা-কর্তৃক সম্যক্ স্তুত হইয়া আমার অভিলষিত দুর্ল্লভ বর প্রদান কর; আমার প্রতি প্রতিকূল হইও না।[৭৮] ব্যাস কহিলেন, পিনাকধারী অচিন্ত্যাত্মা নীলকণ্ঠ সেই ঋষি-কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া সেই মাননীয় দেবপ্রধান মহর্ষিকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।[৭৯]

ভগবান্ কহিলেন, হে নারায়ণ ঋষে! তুমি আমার প্রসাদে দেব, গন্ধর্ব্ব, ভুজঙ্গ ও মনুষ্য লোকমধ্যে অপ্রমেয় বলশালী হইবে।[৮০] দেব, কি অসুর কি মহোরগ, কি পিশাচ, কি গন্ধর্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কি সুপর্ণ, কি নাগ, কিম্বা সমস্ত অযোনিজাত প্রাণীগণ, তোমার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না; অধিক কি, দেবগণ-মধ্যেও কেহ তোমারে সংগ্রামে পরাজিত করিতে পারিবেন না।[৮১-৮২] কোন প্রকার শস্ত্র, কি বজ্র, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি জলাদি দ্রব পদার্থ, কি শুষ্ক পাষাণাদি স্থাবর বস্তু-দ্বারা কোন ব্যক্তিই আমার প্রসাদে তোমার পীড়া উৎপাদন করিতে পারিবে না। এমন কি, রণ স্থলে তুমি আমা অপেক্ষাও সমধিক পরাক্রান্ত হইবে।[৮৩-৮৪]

হে অশ্বত্থামন্! পূর্ব্বে নারায়ণ মহাদেবের নিকট এইরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই দেবই কৃষ্ণরূপে জগৎ মোহিত করিয়া বিচরণ করিতেছেন; এবং ঐ নারায়ণ দেবেরই তপস্যা-

সম্ভূত তত্তুল্য প্রভাব-সম্পন্ন যিনি নরঋষি নামে বিখ্যাত; তাঁহাকেই এক্ষণে অর্জ্জুন বলিয়া অবগত হও।[৮৫-৮৬] উহঁারা উভয়েই দেবতাদিগের পূর্ব্বতন পরম ঋষি বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছেন। উহঁারা লোকযাত্রা বিধান নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।[৮৭] তদ্রূপ, তুমিও সমগ্র কর্ম্মরূপ সুমহৎ তপঃপ্রভাবে তেজ ও ক্রোধ ধারণ-পূর্ব্বক রুদ্র অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।[৮৮] পূর্ব্বে তুমি মহাপ্রাজ্ঞ এক মুনি ছিলে, এই জগৎ শিবময় জানিয়া তাঁহারই প্রীতিকামনায় তপো-নিয়ম-দ্বারা শরীর কর্ষণ করিয়াছিলে।[৮৯] হে মানদ! তুমি জপ, হোম ও উপহারাদি-দ্বারা স্বীয় শরীরকে নিষ্পাপ করিয়া সেই দেবের পূজা করিয়াছিলে।[৯০] এইরূপে সেই দেবাদিদেব মহাদেব তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্বোৎপন্ন বহু দেহে তাদৃশভাবে পূজিত হইয়া তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। হে বিদ্বন্! সেই জন্যই তিনি তোমার মনোমত উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিয়াছিলেন; অতএব নর, নারায়ণ ঋষি এবং তোমার অর্থাৎ তোমাদিগের তিন মহাত্মারই জন্ম, কর্ম্ম ও তপো যোগের উৎকর্ষ আছে। যেমন তাঁহারা যুগে যুগে সেই মহাদেবকে লিঙ্গে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও প্রতিমায় তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছ।[৯১-৯২] বিশেষত রুদ্রভক্ত রুদ্রাধিষ্ঠান কেশব নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ ভবকে অশেষরূপে অবগত হইয়া লিঙ্গে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাতে সনাতন আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐরূপ দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরম ঋষিগণ তাঁহার পূজা করিয়া পরম স্থান প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেব শিবলিঙ্গকে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি কারণ জানিয়া সতত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এবং সেই বৃষধ্বজেরও কৃষ্ণের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি আছে। অতএব বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।[৯৩-৯৬]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারথী দ্রোণ-পুত্র বেদব্যাসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্রদেবকে নমস্কার করিলেন এবং বাসুদেবকে অতিশয় পূজনীয় মনে করিতে লাগিলেন।[৯৭] অনন্তর, বশীকৃতাত্মা অশ্বত্থামা লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া মহর্ষি ব্যাসকে অভিবাদন-পূর্ব্বক সেনা-মধ্যে গমন করিয়া সৈন্যগণের অবহার করিলেন।[৯৮] তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণও সেনা প্রত্যাহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে প্রজানাথ! সমরাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত হইলে এইরূপে দীনভাবাপন্ন কৌরব ও প্রহৃষ্টচিত্ত পাণ্ডবগণের সে দিবস সেনা অবহার হইল।[৯৯] বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ দ্রোণ পঞ্চ দিবস যুদ্ধ করত শত্রু পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।[১০০]

ব্যাসাশ্বত্থাম সংবাদে একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০১ ॥

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই অতিরথী দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলে, পাণ্ডব ও অস্মৎ পক্ষীয়গণ কি করিল?[১]

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অতিরথী দ্রোণ পৃষত-নন্দন-কর্ত্তৃক নিহত ও কৌরবগণ সমরে প্রভগ্ন হইলে, কুন্তী-নন্দন ধনঞ্জয় আপনার বিস্ময়কর বিজয়-ব্যাপার অবলোকন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সমীপাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! আমি যৎকালে সমরে বিমল শর নিকরে বিপক্ষ বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে অনল সন্নিভ কোন পুরুষকে আমার অগ্রভাগে অবলোকন করিলাম।[২-৪] তিনি প্রদীপ্ত শূল উদ্যত করিয়া যে দিকে ধাবিত

হইতে লাগিলেন, সেই দিকেরই বিপক্ষ পক্ষীয় সেনাগণ বিশীর্ণ হইতে লাগিল।[৫] তৎকালে সেই মহাপুরুষ-কর্তৃক প্রভগ্ন সেনাদিগকে লোকে আমা-কর্তৃকই ভগ্ন মনে করিতে লাগিল; পরন্তু আমি কেবল সেই পলায়নপর সৈন্যদিগের পশ্চাৎ ভাগ হইতে তাড়ন করিয়াছিলাম।[৬] তিনি পদ-দ্বারা ভূমি স্পর্শ কি হস্তস্থিত শূল নিক্ষেপ, কিছুই করিলেন না। তাঁহার তেজঃ প্রভাবে সেই হস্তস্থ শূল হইতে সহস্র সহস্র শূল নির্গত হইতে লাগিল। হে ভগবন্! সূর্য্য-সন্নিভ প্রভাবশালী শূলপাণি মহৎ কৃষ্ণবর্ণ সেই পুরুষোত্তম, কে? আপনি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।[৭-৮]

ব্যাস কহিলেন, হে পার্থ! যিনি প্রজাপতিদিগেরও পূর্ব্ব, নিগ্রহানুগ্রহ করণে সমর্থ, ত্রৈলোক্য শরীর, সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী, তেজো-রূপ শঙ্কর ঈশান বরদাতা এবং তৈজস পুরুষ; তুমি তাঁহাকেই দর্শন করিয়াছ, অতএব সেই বরদ ভুবনেশ্বর দেবের শরণাগত হও।[৯-১০] তিনি মহাদেব, মহাত্মা, ঈশান, জটিল, শিব, ত্রিনেত্র, মহাভুজ, রুদ্র, শিখী, চীরবাসা, মহাদীপ্তিমান্, হর, স্থাণু, বরদ, জগন্নিয়ন্তা, জগৎপ্রধান, অজেয়, জগৎপতি এবং সকলের অধীশ্বর; তিনিই এই সমস্ত জগতের উৎপাদক ও মূল-স্বরূপ, সর্ব্বজয়ী, জগতের গতি-স্বরূপ, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, যশস্বী, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বচর, কর্ম্ম সকলের নিয়োগকর্ত্তা, প্রভু, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অধিষ্ঠান, যোগমূর্ত্তি যোগেশ্বর এবং সর্ব্ব ও সর্ব্বলোকের ঈশ্বরেরও নিয়ন্তা; তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জগৎশ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী লোক-ত্রয়ের বিধাতা ও লোকত্রয়ের অদ্বিতীয় আশ্রয়; তিনি সুদুর্জ্জয় জগন্নাথ এবং জন্ম মৃত্যু ও জরা-বিহীন; তিনি জ্ঞানাত্মা, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানপ্রধান ও সুদুর্জ্ঞেয়, এবং তিনিই প্রসন্ন হইলে ভক্তগণের অভিলষিত বরদাতা

হয়েন।[১১-১৮] বামন, জটিল, মুণ্ড হ্রস্বগ্রীব, মহোদর মহাকায়, মহোৎসাহ ও মহাকর্ণ-প্রভৃতি বিকৃতানন বিকৃত-চরণ ও বিকৃত-বেশ বহুবিধ রূপধারী দিব্যমূর্ত্তি তাঁহার কতকগুলী পারিষদ আছে; সেই মহেশ্বর উক্ত প্রকার পারিষদগণ-কর্ত্তৃক সতত পূজিত হইয়া থাকেন। হে বৎস পার্থ! সেই তেজস্বী শিবই প্রসন্নতা-প্রযুক্ত রণস্থলে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন।[১৯-২১] ধনুর্দ্ধর-গণের অগ্রগণ্য বহুরূপধারী দেবাদিদেব মহেশ্বর ব্যতীত সেই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষকর রণাঙ্গনে দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ-প্রভৃতি রণদক্ষ মহাধনুর্দ্ধর-গণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত কৌরবদিগকে কেহ কি মনে মনেও পরাভূত করিতে উৎসাহ করিতে পারেন? প্রত্যুত, সেই মহাদেব অগ্রভাগে অবস্থিত হইলে, কেহই সাহসী হইতে পারে না; যেহেতু এই ত্রি-লোক-মধ্যে কেহই তাঁহার সদৃশ পরাক্রমী নাই।[২২-২৪] অধিক কি, সংগ্রাম স্থলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অবস্থিত হইলে, শত্রুগণ তাঁহার দর্শন মাত্রেই বিসংজ্ঞ, কম্পিত ও পতিত এবং অনেকেই প্রায় নি-হত হইয়া থাকে।[২৫] কি দেবগণ, কি মর্ত্ত্যলোক বাসি মানবগণ, কি স্বর্গলোকবাসি মনুষ্যগণ, সকলেই সেই মহাদেবকে নমস্কার করিয়া স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন।[২৬] এমন কি, যাহারা অতিশয় ভক্তি সহকারে সেই বরদাতা রুদ্রদেব উমাপতি শিবকে প্রণাম করেন, তাঁহারা ইহলোকে পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া চরমে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! সেই শান্ত, রুদ্র, শিতিকণ্ঠ, কনিষ্ঠ, মহাতেজস্বী, কপর্দ্দী, করাল, হরিনেত্র, বরদাতা, যাম্য, অব্যক্ত-কেশ, সদাচার, শঙ্কর, কাম্যদেব, পিঙ্গল-নেত্র, স্থাণু, পুরুষ-প্রধান, পিঙ্গল-কেশ, মুণ্ড, কৃশ, উদ্ধারকর্ত্তা, ভাস্কর, সুতার্থ, বেগ-বান্, বহুরূপ, সর্ব্ব, প্রিয়, প্রিয়বাসা দেবদেবকে তুমি নমস্কার কর। সেই উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, সহস্রাক্ষ, পূজনায়, প্রশান্ত, যতি-স্বরূপ,

চীরবাসা, গিরিশ, কপর্দ্দী, করাল, উগ্র, দিক্‌পতি, পর্জ্জন্যপতি ভূতস্বামীকে নমস্কার। সেই বনস্পতিপতি, গো পতিকে নমস্কার।[২৭.৩৪] যাঁহার বিরামস্থান বহুবিধ বৃক্ষ-দ্বারা সুশোভিত, সেই সেনা-নায়ক মধ্যম, স্রুবহস্ত, ধন্বী, ভার্গব, বহুরূপ, বিশ্বপতি, চীরবাসা, সহস্র মস্তক, সহস্র নেত্র, সহস্র বাহু. সহস্র চরণ দেবকে নমস্কার। হে অর্জ্জুন! সেই দক্ষযজ্ঞ বিনাশকারী বিরূপাক্ষ বরদাতা ত্রিলোকেশ্বর উমাপতির শরণাগত হও। আমিও সেই প্রজাপতি, অব্যগ্র, অব্যয় ভূতপতি, কপর্দ্দী, বৃষাবর্ত্ত, বৃষনাভ, বৃষধ্বজ, বৃষদর্প, বৃষপতি, বৃষশৃঙ্গ, বৃষশ্রেষ্ঠ, বৃষাঙ্ক, বৃষভোদর, বৃষভ, বৃষভেক্ষণ, বৃষায়ুধ, বৃষশর. বৃষমূর্ত্তি, মহেশ্বর, মহোদর, মহাকায়, দ্বীপিচর্ম্ম-পরিধায়ী, লোকেশ্বর, বরদাতা, মুণ্ড, ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ত্রিশূলপাণি. বরপ্রদ, খড়্গচর্ম্মধারী, নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ, পিনাকী, খণ্ডপরশু, লোকপতিদিগের ঈশ্বর, চীরবাসা, শরণ্য দেবের শরণাপন্ন হইলাম। সেই বৈশ্রবণ-সখা সুরেশ্বরকে নমস্কার।[৩৫.৪৩] সুবাসা সুধন্বী সুব্রতকে সর্ব্বদা নমস্কার। সেই ধনুর্দ্ধর. প্রিয়ধন্বা, ধন্বী, ধন্বন্তর, ধনুরাচার্য্য ও ধনুর্ম্মূর্ত্তি দেবকে নমস্কার। সেই উগ্রায়ুধ সুরশ্রেষ্ঠ দেবকে নমস্কার। বহুমূর্ত্তি ও বহুধন্বীকে নমস্কার। স্থাণু ও সুধন্বীকে সর্ব্বদা নমস্কার।[৪৪.৪৬] সেই ত্রিপুর ও ভগহন্তাকে নমস্কার। সেই বনস্পতিপতি ও নরপতিকে নমস্কর। সেই গোপতি ও যজ্ঞপতিকে সর্ব্বদা নমস্কার।[৪৭] সেই সলিলপতি ও সুরপতিকে সর্ব্বদা নমস্কার। পূষার দন্ত-ভগ্নকারী ত্রিনেত্র বরদাতা নীলকণ্ঠ পিঙ্গলবর্ণ সুবর্ণকেশ সেই শিবকে নমস্কার। হে কুন্তীনন্দন! সেই ধীমান্ মহাদেবের যে সকল দিব্যকর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি, আমি স্বীয় বোধ অনুসারে তৎ সমস্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। তিনি কুপিত হইলে, দেব, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব,

কি রাক্ষস, যদি গিরিগহ্বরে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও সুখ লাভের আশা করিতে পারে না। পূর্ব্বে প্রজাপতি দক্ষ যথা-বিহিত দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিলে মহাদেব সেই যজ্ঞে স্বীয় ভাগ নাই দেখিয়া ক্রোধে উগ্রমূর্ত্তি হইয়া যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তিনি শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক শর ত্যাগ ও মহাশব্দ-সহকারে সিংহনাদ করিতে লাগিলে, দেবগণ কোন স্থানে গমন করিয়াও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই-রূপে মহেশ্বর কুপিত হইয়া সহসা যজ্ঞ বিনাশে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার সেই শরাসনের জ্যাঘোষ ও তলশব্দে সমস্ত লোকই ব্যাকু-লিত হইল। অর্জ্জুন! অধিক কি বলিব, ঐ সময় কি সুর, কি অসুর, সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া নিপতিত, সাগর-সলিল ক্ষুভিত এবং বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। অপিচ, পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ, দিকৃহস্তিগণ মোহিত এবং চতুর্দ্দিক্ এরূপ অন্ধকারা-বৃত হইল যে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তদনন্তর, তিনি সূর্য্য-প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান্ দেবগণের প্রভা প্রতিহত করিলেন। [৫৮-৫৭] তদ্দর্শনে ঋষিগণ প্রথমত ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলেন। পরে আপনাদিগের এবং সমস্ত প্রাণীর হিতৈষী হইয়া প্রশান্ত হইলেন। [৫৮] ঐ সময়, পূষা নামে সূর্য্যদেব যজ্ঞীয় হবিঃ ভোজন করিতেছেন অবলোকন করিয়া শঙ্কর তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার দন্ত ভগ্ন করিয়া দিলেন। [৫৯] তাহাতে সমস্ত দেবগণ ত্রাসে কম্পান্বিত হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাদেব পুনশ্চ শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক দেবগণের প্রতি বিদ্যুদ্দাম-বিমণ্ডিত মেঘ-জালসদৃশ সধূম বিস্ফুলিঙ্গ-সমন্বিত জ্বলন্ত অনল-তুল্য নিশিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে দেবগণ ভয়ে সেই রুদ্র মহেশ্বরকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক তাঁহার নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ যজ্ঞভাগ স্থাপন করিয়া পরিশেষে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। [৬০-৬২] তখন কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই মহাদেব যজ্ঞসংপূর্ণ এবং পলায়নপর সুরগণকে পুনরায় সংস্থাপিত করিলেন; পরন্তু দেবগণ অদ্যাপিও তাঁহার নিকট ভীত হইয়া আছেন [৬৩]

পূর্ব্বে নভোমণ্ডলে বীর্য্যশালী অসুরগণের [illegible] রজত ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত অতিমহৎ তিনটী পুরী ছিল।[৬৪] [illegible] রজত তারকাক্ষের এবং তৃতীয় [illegible] পুরটী বিদ্যুন্মালীর নির্ম্মিত ছিল।[৬৫] দেবরাজ ইন্দ্র স্বকীয় সমস্ত অস্ত্রদ্বারাও সেই ত্রিপুর-ভেদে সমর্থ হয়েন নাই। অনন্তর, অসুরগণ-নিপীড়িত দেব-সমূহ একত্র মিলিত হইয়া মহাত্মা রুদ্রের শরণাপন্ন হইলেন এবং কহিলেন, [illegible] ত্রিপুরবাসি ভয়ঙ্কর অসুরগণ ব্রহ্মার নিকট [illegible] দর্পিত হইয়া এক্ষণে সমস্ত লোককেই [illegible]। হে প্রভো মহাদেব! আপনি ব্যতীত [illegible] নাই যে, সেই দৈত্য-গণকে সংহার করে। অতএব আপনি সেই সুর-বিদ্বেষীদিগকে বিনাশ করুন। হে রুদ্র! হে ভুবনেশ্বর! আপনি যদি ঐ সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করেন, তাহা হইলে অপরাপর ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ সকলেই যথাবিহিত সমস্ত কার্য্যেতে নিযুক্ত থাকিবে। প্রতাপবান্ পিনাকধারী ত্রিনেত্র শঙ্কর দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে 'তাহাই হইবে' বলিয়া স্বীকার করিলেন; পরে তাঁহাদিগের হিতকামনায় সেই ত্র্যম্বক মহাদেব সাগর কাননান্তর্বর্ত্তী বসুন্ধরাকে রথ-স্বরূপ করিয়া গন্ধমাদন ও বিন্ধ্যাচলকে উহার [illegible] নিরূপিত করিলেন।[৬৬-৭১] নাগেন্দ্র অনন্ত ঐ রথের অক্ষকাষ্ঠ হইল; চন্দ্র সূর্য্য উহার চক্র, এলপত্র ও পুষ্পদন্ত যূপ-স্বরূপ, মলয়াচল উহার যুগকাষ্ঠ, তক্ষক উহার যুগবন্ধুর, ভূতগণ উহার যোক্ত্রাঙ্গ, চারি বেদ উহার চারি অশ্ব এবং উপবেদ সকল ঐ অশ্বের মুখবন্ধ হইল, গায়ত্রী ও সাবিত্রী ঐ সকল অশ্বের প্রগ্রহ, ওঙ্কার প্রতোদ এবং ব্রহ্মা সারথি হইলেন। অনন্তর, সেই সর্ব্ব সামরিকশ্রেষ্ঠ লোকত্রয়েশ্বর স্থাণু সর্ব্বদেবময় শিব মন্দরগিরিকে গাণ্ডীব, বাসুকিকে ধনুর্গুণ, বিষ্ণুকে উৎকৃষ্ট শর, অনলকে শল্য, অনিলকে উক্ত শরের পক্ষদ্বয়, বৈবস্বত যমকে উহার পুঙ্খ, বিদ্যুৎকে নির্য্যাণ এবং সুমেরুকে রণাগ্রযায়ী ধ্বজ-স্বরূপ করিয়া উল্লিখিত দিব্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক

ত্রিপুর ধ্বংসের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। হে পার্থ! তৎকালে সেই অসুরান্তকারী অতুল-বিক্রম শ্রীমান্ মহাদেব তপঃপরায়ণ ঋষি ও দেবগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া মাহেশ্বর-নামে এক দিব্য স্থান নির্ণয় করত ত্রিপুর একত্রিত হইবার প্রতীক্ষায় অচলভাবে এক সহস্র বৎসর অবস্থান করিলেন।

যখন সেই ত্রিপুর অন্তরীক্ষে একত্র মিলিত হইল, তখন তিনি ত্রিপর্ব্ব ও ত্রিশল্য-যুক্ত শর-দ্বারা উহা ভেদ করিয়া ফেলিলেন। দানবগণ বিষ্ণু ও সোমসমাযুক্ত কালাগ্নি-সংযুক্ত সেই শর বা পুর, কিছুই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। ত্রিপুর দগ্ধকালে দেবী ভগবতী পঞ্চশিখা সুশোভিত এক বালককে ক্রোড়ে লইয়া উহা দর্শনার্থে গমন করিলেন। অনন্তর, উমা দেবগণকে "এই বালক কে?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবরাজ অসূয়াপরবশ হইয়া সেই বালকের প্রতি বজ্রপ্রহারে উদ্যত হইলেন। তখন, নিগ্রহ-অনুগ্রহ-সমর্থ সর্ব্বলোকেশ্বর বিভু ভগবান্ ত্রিলোচন হাসিতে হাসিতে সেই ক্রুদ্ধ পুরন্দরের সবজ্র ভুজ [illegible] স্তম্ভিত করিলেন। এইরূপে শতক্রতু স্তম্ভিত-বাহু হইয়া [illegible] স্মৃষ্টিকর্ত্তা অব্যয় ব্রহ্মার নিকট সত্বর [illegible] হইলেন, এবং সকলেই মস্তক-দ্বারা ভূমি-স্পর্শ [illegible] কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! [illegible] বালক-রূপধারী কোন এক অদ্ভুত-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি যে কে, তাহা আমরা কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলাম না।[১২৮৮] তিনি বালক হইয়াও বিনা যুদ্ধেই ইন্দ্রাদি দেবগণ অর্থাৎ আমাদিগের সকলকে অবলীলা-ক্রমে পরাজিত করিলেন; অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কে?

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অমিততেজা দেবগণের বাক্য শ্রবণে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! উমার [illegible] যে অমিত-দ্যুতি পুরুষকে দর্শন করিয়াছ, তিনিই এই সচরাচর জগতের প্রভু ভগবান্ হর; সেই মহেশ্বর হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠতর নাই। সেই পশুপতি পার্ব্বতীর নিমিত্ত বালক-রূপ ধারণ

করিয়াছিলেন। তিনিই সকলের প্রভু, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, আনন্দরূপ ও সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা; অতএব চল, আমরা সকলে মিলিত হইয়া গমন-পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হই। প্রজাপতি-প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ কেহই সেই বালার্ক-সদৃশ প্রভু ভুবনেশ্বরকে অবগত নহেন।

অনন্তর, পিতামহ ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া মহেশ্বরকে দর্শন-পূর্ব্বক "ইনিই সর্ব্বলোক-শ্রেষ্ঠ" এইরূপ জানিয়া এইরূপ বন্দনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! তুমিই এই ভুবনের যজ্ঞস্বরূপ গতি ও আশ্রয়; তুমি মহাদেব, ভব, পরমধাম ও পরম পদ; এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ তোমা-কর্ত্তৃকই ব্যাপ্ত রহিয়াছে।[৯০-৯৭] তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাদির ঈশ্বর, লোকনাথ ও জগৎপতি; হে দেব! শক্র তোমার ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে; অতএব উহার প্রতি প্রসন্ন হও।[৯৮]

ব্যাস কহিলেন, মহেশ্বর পদ্মযোনির এইরূপ স্তুতি-বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং প্রসন্নবদনে অট্টহাস করিলেন।[৯৯] তদ্দর্শনে অমরগণ উমার সহিত সেই রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহাতে ইন্দ্রের বাহু পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইল।[১০০] হে পার্থ! এইরূপে সেই ত্রিদশশ্রেষ্ঠ দক্ষযজ্ঞ বিনাশকারী উমা-সমন্বিত ভগবান্ বৃষধ্বজ দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন।[১০১] রুদ্র, শিব, অগ্নি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় এবং বিদ্যুৎরূপ; তিনি ভব, মহাদেব, সনাতন, ঈশান, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ও পর্জ্জন্যমূর্ত্তি; তিনি কালরূপী অন্তক, মৃত্যু, যম, রাত্রি ও দিন। তিনি পক্ষ, মাস, ঋতু, উভয় সন্ধ্যা ও সংবৎসর; তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বকর্ম্মার স্রষ্টা; তিনি শরীর-বিহীন হইয়াও সমস্ত দেবরূপে অবস্থান করেন; এই নিমিত্তই অমরগণ তাঁহাকে শত, সহস্র, লক্ষ ও বহুরূপ বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন।[১০২-১০৬] বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সেই দেবাদিদেবের "ঘোরা ও শিবা" নাম্নী দুইটী মূর্ত্তি আছে বলিয়া জানেন; কিন্তু, সেই দুই মূর্ত্তিই বহুরূপে বিভক্ত হয়।[১০৭] বিষ্ণু, অগ্নি ও ভাস্কর তাঁহার ঘোরমূর্ত্তি এবং চন্দ্রমা, জল

ও জ্যোতিঃ পদার্থ সকল তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি।[১০৮] পুরাণ, বেদাঙ্গ ও অধ্যাত্ম নিশ্চায়ক উপনিষৎ-প্রভৃতি যে ছুিক পরম গোপ্য বস্তু আছে, তৎসমস্তই সেই স্বপ্রকাশ মহেশ্বর।[১০৯] হে অর্জ্জুন! জন্মাদি-বিহীন সেই ভগবান্ মহাদেব এইরূপ এবং ইহা হইতেও অতিরিক্ত। পাণ্ডুনন্দন! আমি সহস্র বৎসর নিয়ত কীর্ত্তন করিলেও সেই ভগবান্ শঙ্করের গুণ বর্ণনে সমর্থ হইব না। মনুষ্যগণ যদি সমস্ত গ্রহ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও সর্ব্বপাপে পরিপূর্ণ হইয়াও তাঁহার শরণাগত হয়, তাহা হইলে তিনি সেই শরণাগতদিগের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে সমস্ত বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করেন। তিনি সদয় হইলে মানবদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন ও উত্তম উত্তম অভিলষিত ভোগ্য বস্তু সকল প্রদান করেন, এবং কুপিত হইলে বিপদে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে, তৎসমস্ত তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; কেন না তিনিই মনুষ্যলোকের শুভাশুভ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে সমস্ত কামনা পূরণে সমর্থ এবং মহাভূতগণের নিয়ন্তৃত্ব-প্রযুক্ত লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর ও মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে। তিনি বহু ও অসংখ্য রূপ-দ্বারা এই জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। সেই দেবের যে বক্তু সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া সলিলময় হবিঃ পান করিতেছে, তাহাই বড়বামুখ বলিয়া বিখ্যাত।[১১০-১১৬] সেই তেজস্বান্ পুরুষ নিয়ত শ্মশানে বাস করিয়া থাকেন; মানবগণ তথায় তাঁহাকে বীরস্থানস্থিত ঈশ্বর বলিয়া অর্চ্চনা করে।[১১৮] তাঁহার বহুসংখ্যক প্রদীপ্ত ও ভয়ানক রূপ আছে; মনুষ্যগণ যাহা নিয়ত পূজা ও কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কর্ম্মমহত্ত্ব ও বিভুত্ব-প্রযুক্ত লোকে তাঁহার অসংখ্য সার্থক নামের কীর্ত্তন করে।[১১৯] বেদে সেই মহাত্মা রুদ্রের শতরুদ্রিয় ও অনন্তরুদ্রিয় উপাসনার বিষয় কীর্ত্তিত আছে।[১২০] তিনি মনুষ্য ও দেবগণের অভিলষিত ফলদাতা। তিনি বিশ্বব্যাপক, মহৎ, নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ স্বয়ংপ্রভু ও বিভু।[১২১] তিনিই দেবগণের আদি; তাঁহারই মুখ হইতে অনিলাদি উৎপন্ন হইয়াছে; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও মুনিগণ তাঁহাকে জ্যেষ্ঠভূত

বলিয়া থাকেন।[১২২] তিনি সর্ব্বতোভাবে পশু অর্থাৎ জীবদিগের পালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুগণের উপরি ঐশ্বর্য্য-বিস্তার করেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে পশুপতি বলিয়া কীর্ত্তন করে।[১২৩] তাঁহার এক মূর্ত্তি নিয়ত ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া লোক সকলকে আনন্দিত করিতেছে, এই নিমিত্তই লোকে তাঁহারে মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে।[১২৪] দেব, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ প্রতিনিয়ত তাঁহার সেই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং উহা ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিত রহিয়াছে।[১২৫] মঙ্গলময় মহেশ্বরের সেই মূর্ত্তির পূজা করিলে তিনি প্রীত ও প্রসন্ন হয়েন।[১২৬] ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকাদি তাঁহার অসংখ্যরূপ আছে; এই জন্য তিনি বহুরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।[১২৭] তিনি এক চক্ষু বা সর্ব্বতশ্চক্ষু হইয়া আত্মস্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া এই সমস্ত লোক-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহারে সর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে।[১২৮] ধূম্রবর্ণ তাঁহার এক মূর্ত্তি আছে, এই হেতু তিনি ধূর্জ্জটি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সমস্ত দেবগণ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বিশ্বরূপ।[১২৯] পৃথিবী, জল ও আকাশ, এই তিন দেবমূর্ত্তি নিয়ত তাঁহাকে ভজনা করে বলিয়া তাঁহার নাম ত্র্যম্বক।[১৩০] তিনি সর্ব্ব কার্য্যে অর্থ সকল পরিবর্দ্ধিত ও মানবগণের মঙ্গল অভিলাষ করেন, এই নিমিত্ত শিব নামে প্রসিদ্ধ আছেন।[১৩১] তিনি সহস্রাক্ষ, অযুতাক্ষ এবং সর্ব্বতশ্চক্ষু বলিয়াও কথিত আছেন। তিনি এই মহৎ বিশ্বকে পালন করেন বলিয়া মহাদেব নামে কীর্ত্তিত হয়েন।[১৩২] তিনি নিরন্তর ঊর্দ্ধে স্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতেছেন, এবং প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ ও সর্ব্বদা স্থির-মূর্ত্তি, এই নিমিত্ত তাঁহাকে স্থাণু বলিয়া নির্দ্দেশ করে।[১৩৩] সূর্য্য ও চন্দ্রমা সেই ত্র্যম্বকেরই তেজোরাশি লইয়া লোক সকলকে প্রকাশ করে, সেই জন্য তিনি ব্যোমকেশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।[১৩৪] ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্ত সেই মহাদেব হইতে অশেষত উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

মহাভারতীয় দ্রোণপর্ব্বণঃ শুদ্ধি পত্রম্

টীকায়াঃ।

পৃষ্ঠায়াং		পঙ্‌ক্তৌ	অশুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ
১২	...	২	কপুরুষো	কাপুরুষো
৩৭	...	৪	যুধিসত্য	যুধিসত্য
৭১	...	২	ভোর্গগিনা	ভোগিনা
৮৬	...	৩	বিমস্তিক	বিমস্তিক্ষ
১৫৬	...	২	চক্রাগৈপ্তঃ	চক্রাগ্নৈঃ
৩৪০	...	২	অবহিন্তস্য	অবহিতস্য
৩৪১	...	১	আবিগ্ন	আবিগ্নঃ
৫০৪	...	১	চন্ত্রাঃ চন্দ্রাঃকান্ত	চন্দ্রাঃকান্ত
৫০৪	...	৬	ঐবাস্তুবাং	ঐরাবতোদ্ভবা
৫০৪	...	১০	সার্ব্বঃভৌম	সার্ব্বভৌম
৬৬১	...	১২	নিবাকঃ	নিবারকঃ
৬৮৫	...	৩	ভূরিবর্দ্ধনঃ	ভূরিবর্দ্ধনঃ
৮৩৩	...	১	হগ্নিবিনা	হগ্নিবিনা
৮৩৮	...	১	সৈন্যমপ্রর্দিতং	সৈন্যপ্রমর্দিতং
৮৬৮	...	৫	শচহিতবা	শচহিতোবা
৯০৮	...	৪	কাঞ্চক	কঞ্চুক
৯৬৫	...	৮	যত্রাষা	যত্রাষা

শুদ্ধিপত্রম্ টীকায়াঃ

সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

মহাভারতীয় দ্রোণপর্ব্বের ভাষার সূচি পত্র।

দ্রোণপর্ব্বের ভাষার সূচি পত্র

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

মহাভারতীয় দ্রোণপর্ব্বের ভাষার শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা		পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ
৮	...	২৩	মিৎ	মিত্র
২১	...	২০	বীর্য্যানুরূপ	বীর্য্যানুরূপ
৩২	...	২৪	জিঘাসা	জিঘাংসা
৫৯	...	১৪	অতএই	অতএব
৫৯	...	১৯	মথ্যা	মিথ্যা
৬২	...	৫	অলিঙ্গন	আলিঙ্গন
৬৩	...	১৬	করিতে	করিলে
৬৮	...	২৩	নিষ্ক্রন্ত	নিষ্ক্রান্ত
৭৫	...	১১	বৃক,	বৃকের ও
৮৭	...	২৪	পিসিষ্ট	বিশিষ্ট
১১৫	...	৭	কর্িতে	করিতে
১৮১	...	১	কহিলেন	করিলেন
২০৫	...	২০	তাঁহাই	তাহাই
২১৫	...	১৮	গনন	গমন
২২০	...	৪	সন্দহ	সন্দেহ
২২৩	...	১৮	লাকিলে	লাগিলে
২২৩	...	২১	লাকিলে	লাগিলে
২২৬	...	৬	কর	করি
২৩০	...	৯	অশ্রিত	আশ্রিত
২৩১	...	২১	ঘোষ	বাদিত্র ঘোষ

পৃষ্ঠা		পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ
২৩২	...	৮	সমন	শমন
২৩৫	...	৩	বাসুদেব	বসুদেব
২৪৮	...	২২	জাগরিতি	জাগরিত
২৫১	...	১০	নিয়নিত	নিষোজিত
২৮৫	...	১৫	ইতস্তব	ইতস্তত,
২৯৬	...	১৯	শহিত	সহিত
৩০২	...	২৫	সেবামুখে	সেনামুখে
৩০৮	...	৪	বাণ্ডব	পাণ্ডব
৩১১	...	২২	গিগের	দিগের
৩২৩	...	৩	সেনজাল	সেনাজাল
৩২৩	...	১৪	শমূহে	সমূহে
৩৫৮	...	২৩	সমাবলবান্	মহাবলবান্
৩৬২	...	১৩	প্রদান	প্রধান
৩৯২	...	৬	পুরুগ	পুরুষ
৪১৩	...	১৭	ছেদর্থ	ছেদন
৪২৫	...	১৬	সৈনাক	মৈনাক
৪২৮	...	৩	স্বারা	দ্বারা
৪৩৪	...	২৩	গ্রদণ	গ্রহণ
৪৬৩	...	১৬	বিভূষিশ	বিভূষিত
৪৬৪	...	৮	ভীন	ভীম
৪৭৭	...	১২	করিবেন	করিলেন
৪৭১	...	৪	ডোগ	ভোগ
৪৮০	...	১৭	গপ্ততি	সপ্ততি
৪৮৩	...	১৮	অনন্দিত	আনন্দিত
৫২০	...	১২	কহাচ	কদাচ
৫৪৫	...	৯	বিসৃষ্ট দ্বারা	বিসৃষ্ট [illegible]নিকর দ্বারা

পৃষ্ঠা		পঙ্ক্তি	অশুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ
৫৫২	...	২২	নিনত	নিহত
৫৫৫	...	২০	তুরুব	পুরুষ
৫৭০	...	২১	তরিতে	করিতে
৬৬৫	...	৪	শত্রগণের	শত্রুগণের
৬৬৫	...	১৮	ভষঙ্কর	ভযঙ্কর
৭৪৪	...	২৩	ঘোবতর	ঘোরতর
৭৫৯	...	১২	অসম্ভ্রান্ত	অসম্ভ্রান্ত
৭৬০	...	১৭	হইবা	হইয়া
৭৬১	...	১০	পক্ষীর	পক্ষীয
৭৭৯	...	১	মিমিত্ত	নিমিত্ত
৮১৯	...	১৭	কয়িলেন	করিলেন

দ্রোণপর্ব্বের ভাষার শুদ্ধি পত্র

সম্পূর্ণ ।